যঈফ ও জাল হাদীছ সিরিজ

এবং উম্মাতের মাঝে তার কুপ্রভাব

২য় খণ্ড

মূল ঃ আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

অনুবাদ ঃ আবূ শিফা মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন

য'ঈফ ও জাল হাদীছ সিরিজ

এবং

উম্মাতের মাঝে তার কুপ্রভাব

দ্বিতীয় খণ্ড

হাদীছ ৫০১-১০০০

মূলঃ
আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)
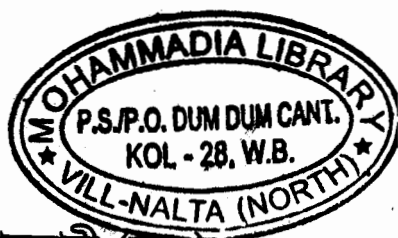
অনুবাদঃ
আবূ শিফা মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন বিন বাদীউয্‌যামান
লীসান্স-মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।
এম, এ-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্পাদনাঃ
শাইখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
লীসান্স-মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।
এম, এ-দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
শাইখ আমানুল্লাহ বিন ইসমা'ঈল
লীসান্স-মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

য'ঈফ ও জাল হাদীছ সিরিজ
এবং উম্মাতের মাঝে তার কুপ্রভাব
(দ্বিতীয় খণ্ড)

প্রকাশনায় ঃ ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট
কাযীবাড়ী, উত্তরখান, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ২০০৫ ঈসায়ী, যুল কা'দাহ ১৪২৫ হিজরী।

মূল্য ঃ ২২০.০০ টাকা মাত্র।

মুদ্রণে ঃ তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
ফোন ঃ ৭১১২৭৬২, ০১৭১৬৪৬৩৯৬

প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। মাওলানা বাদীউয্যামান
মুহাদ্দিছ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী

২। ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট
কাযীবাড়ী, উত্তরখান, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন ঃ ০১৭২৮৫৫১২৪, ০১৮৭১০৯৬০৫

৩। তাওহীদ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১২৭৬২, ০১৭১৬৪৬৩৯৬

৪। প্রিন্স মেডিকেল ষ্টোর, চাড়ারগোপ, কালির বাজার, নারায়নগঞ্জ
ফোন ঃ ৭৬১৩৩৮৩

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد:

ইসলাম মানুষের জন্য আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ ও শাশ্বত জীবন বিধান। এতে মানব কল্যাণের যাবতীয় দিক বর্ণিত হয়েছে। ইসলামী জীবনাদর্শের মূল উৎস হ'ল আল্লাহ্র 'অহি' তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। আল্লাহ তা'আলা নিজেই যিক্র তথা অহি-কে হেফাযত করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} 'নিশ্চয় আমরা যিক্র নাযিল করেছি এবং আমরাই তার হেফাযত করব' (হিজর ৯)। এই ঘোষণা পূর্বেকার কোন এলাহী কিতাব সম্পর্কে তিনি দেননি। ফলে সেগুলির কোন অস্তিত্ব এখন পৃথিবীতে নেই। অনেকের ধারণা 'যিক্র' বলে আল্লাহ কেবল কুরআনের হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন, হাদীছের নেননি। একথা ঠিক নয়। কেননা আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন, {وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} 'আমরা আপনার নিকটে 'যিক্র' নাযিল করেছি, যাতে আপনি লোকদের উদ্দেশ্যে নাযিলকৃত বিষয়গুলি তাদের নিকটে ব্যাখ্যা করে দেন এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে' (নাহল-৪৪)। আর কুরআনের ব্যাখ্যাই হ'ল 'হাদীছ'। যা রাসূল নিজ ইচ্ছা মোতাবেক বলতেন না, যতক্ষণ না তাঁর নিকটে 'অহি' নাযিল হ'ত। যেমন আল্লাহ বলেন, {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} 'রাসূল তাঁর ইচ্ছামত কিছু বলেন না, যতক্ষণ না তাঁর নিকটে 'অহি' নাযিল হ'ত' (নাজম ৩-৪)। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه 'জেনে রেখ! আমি কুরআন প্রাপ্ত হয়েছি ও তার ন্যায় আরেকটি বস্তু' (আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৬৩)। সে বস্তুটি নিঃসন্দেহে 'হাদীছ', যার অনুসরণ ব্যতীত কেউ মুমিন হ'তে পারবে না। যেমন আল্লাহ বলেন, {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم} 'তোমার প্রভুর শপথ! তারা কখনোই মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয়সমূহে তোমাকেই একমাত্র সমাধানকারী হিসাবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তোমার দেওয়া ফায়ছালা সম্পর্কে তাদের মনে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ বোধ করবে না এবং অবনত চিত্তে তা গ্রহণ করবে' (নিসা ৬৫)।
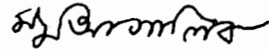
অনেকের ধারণা কেবল লেখনীর মাধ্যমেই হেফাযত হয়, স্মৃতির মাধ্যমে নয়। তাদের একথা ঠিক নয়। কেননা প্রাচীন পৃথিবীতে যখন কাগজ ছিল না, তখন শিলালিপি ইত্যাদি ছাড়াও প্রধান মাধ্যম ছিল মানুষের 'স্মৃতি'। জাহেলী যুগে আরবদের স্মৃতিশক্তির প্রখরতা ছিল কিংবদন্তীর মত। যা আজকালকের মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না। শেষনবীকে আরবে প্রেরণের পিছনে সেটাও অন্যতম কারণ হতে পারে। এরপরেও রাসূলের প্রত্যক্ষ নির্দেশে ও ব্যবস্থাপনায় 'কুরআন' লিপিবদ্ধ ও সন্নিবেশিত করা হয়েছে। হাদীছ লিখনের কাজও তাঁর নির্দেশে শুরু করা হয়। যদিও ব্যাপকহারে সবাইকে তিনি এ নির্দেশ দেননি। কেননা তাতে কুরআনের সঙ্গে হাদীছ মিলে যাবার সম্ভাবনা থেকে যেত। রাসূলের মৃত্যুর পরে উক্ত সম্ভাবনা তিরোহিত হবার পর ছাহাবীগণ হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনে মনোনিবেশ করেন। খুলাফায়ে রাশেদীন হাদীছ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয (৯৯-১০১হিঃ) সর্বপ্রথম ব্যাপকহারে হাদীছ সংগ্রহ, সংকলন ও প্রচার-প্রসারের নিমিত্ত রাষ্ট্রীয় ফরমান জারি করেন ও বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেন (বুখারী ১/২০)।

কিন্তু পরবর্তীতে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ফলে খারেজী-শী'আ, ক্বাদারিয়া-মুরজিয়া ইত্যাদি বিদ'আতী ও ভ্রান্ত ফের্কা সমূহের উদ্ভব ঘটলে তাদের মধ্যে নিজেদের দলীয় স্বার্থে হাদীছকে ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা দেয়। ৩৭ হিজরীর পরের যুগে তখনই প্রথম হাদীছ বর্ণনাকারীর দলীয় পরিচয় ও স্বভাব-চরিত্র যাচাইয়ের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। মুহাম্মাদ ইবনু সীরীণ (৩৩-১১০ হিঃ) বলেন, এসময় যদি দেখা যেত যে, বর্ণনাকারী ব্যক্তি 'আহলেসুন্নাত' দলভুক্ত, তাহ'লে তার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত। আর যদি দেখা যেত বিদ'আতী দলভুক্ত, তাহ'লে তার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত না (মুক্বাদ্দামা মুসলিম পৃঃ ১৫)। বলা বাহুল্য, মুসলিম সমাজে প্রচলিত শিরকী আক্বীদা ও বিদ'আতী রসম-রেওয়াজ সমূহের অধিকাংশেরই মূল উৎস হ'ল জাল ও যঈফ হাদীছ সমূহ।

আল্লাহ পাক মানবজাতির কল্যাণে প্রেরিত স্বীয় 'যিক্র' তথা সর্বশেষ 'অহি' পবিত্র কুরআন ও হাদীছ সমূহকে হেফাযত করার জন্য যুগে যুগে অনন্য প্রতিভাসমূহ সৃষ্টি করেছেন। ছাহাবী ও তাবেঈগণের যুগ শেষে বিস্ময়কর মেধা ও প্রতিভার অধিকারী ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম প্রমুখ কুতুবে সিত্তাহ্র মুহাদ্দিছগণ ছাড়াও যুগে যুগে হাদীছের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে তাঁর বাছাইকৃত কিছু বিদ্বান চিরকাল হাদীছের খিদমত করে গিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর অতুলনীয় প্রতিভা মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) তাঁদের অন্যতম। তিনি ছহীহ ও যঈফ হাদীছের উপর পৃথক গ্রন্থসমূহ সংকলন করেছেন। যার অন্যতম হ'ল سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة যার প্রতি খণ্ডে ৫০০ যঈফ ও মওযূ হাদীছ সংকলিত হয়েছে। এযাবৎ প্রাপ্ত এর ১৪টি খণ্ডের মধ্যে ২য় খণ্ডেরও বঙ্গানুবাদ করেছে স্নেহাস্পদ আকমাল হুসাইন বিন বাদী'উয্যামান।

বাংলাভাষী মুসলমানদের জন্য এটা ছিল অতীব যরূরী কাজ। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পাদন করে সে জাতির এক মহান খিদমত আঞ্জাম দিয়েছে। আল্লাহ তার এই খিদমত কবূল করুন। আমরা আশা করব সে বাকী খণ্ডগুলির অনুবাদের কাজও করবে ও আল্লাহর রহমতে তা প্রকাশিত হবে। ইনশাআল্লাহ এ গ্রন্থের মাধ্যমে মানুষ যঈফ ও জাল হাদীছের অপপ্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে হাদীছের অনুসারী হবে।

তার এ অনুবাদ সুন্দর, সাবলীল ও সহজবোধ্য হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে পাঠকদের উপকারে আসবে। গ্রন্থটি সকলের সংগ্রহে রাখার মত। আমি গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। আমীন!

প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
সাবেক চেয়ারম্যান, আরবী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

রাজশাহী : ১২ই জানুয়ারী ২০০৫

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإنه من باعث السرور والفرح أن قام أخونا وصديقنا الفاضل الشيخ محمد أكمل حسين بن بديع الزمان بترجمة 'المجلد الأول' من 'سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة' باللغة البنغالية للعلامة ومحدث العصر محمد ناصر الدين الألباني (رحمه الله) وما أحوج الشعب البنغالي إلى مثل هذا الكتاب منذ سنين حيث ينتشر فيهم الأحاديث الضعيفة والموضوعة في كل باب من أبواب الدين يقوم بنشرها وتداولها من يشتهرون على ألسنة الناس بعلماء وشيوخ الحديث. وهذه الأحاديث تعين على ثبات أهل الباطل على بطلانهم. وهي من أهم أسباب تفرقة الأمة المحمدية لأنه يوجد في إثبات كل عقيدة فاسدة واتجاه منحرف ونظرية هدامة حديث من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ولهذه الخطورة أقبل كثير من العلماء الربانيين فأفردوا لها المصنفات كالجوزقاني والصغاني وابن الجوزي والشوكاني وملا علي القاري الحنفي والفتني الهندي وغيرهم (رحمهم الله) وفي العصر الحاضر العلامة محمد ناصر الدين الألباني (رحمه الله) وقد أسما كتابه 'سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة' ألفه بترتيب وأسلوب وطريقة لم يسبق إليها أحد، فقد فصل أسباب ضعف الحديث وحالة الوضع والوضاعين وأشبع الكلام بالنقول لأقوال المحدثين والنقاد محيلاً إلى المصادر والمراجع الموثوقة والمشهورة بحيث تثلج الصدور وتطمئن النفوس وتغني عن الجهود إلا من شقي ببغضه وعداوته بسبب التعصب للهوى والاتجاه المذموم والمذهبية. وقد قمت بكل رغبة وشوق لعظمة شأن الكتاب بمراجعته وتصحيحه ما استطعت. وحظي بشرف نشر الكتاب لأول مرة معهد التربية والثقافة الإسلامية رغم نعومة أظفاره لحديث عهد بنشأته. كتب الله له النجاح والتقدم والازدهار والقبول.

وقد نفع الله بهذا الكتاب المسلمين علمائهم وعوامهم في مشارق الأرض ومغاربها، ونرجو من الله عز وجل أن ينفع بترجمته الشعب البنغالي كما نفع بأصله وكتب له الشيوع والقبول لدى الناس فإنه ولي ذلك والقادر عليه.

كتبه / أكرم الزمان بن عبد السلام

مدير قسم التعليم والدعوة

جمعية إحياء التراث الإسلامي مكتب بنغلاديش

ورئيس اللجنة التنفيذية

لمعهد التربية والثقافة الإسلامية، بأترا، دكا، بنغلاديش.

٢٠٠٠م

দ্বিতীয় খণ্ডের বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ

- এ খণ্ডের ভূমিকায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

  ১। মুহাম্মাদ (ﷺ) মাটি দ্বারা সৃষ্ট নূর দ্বারা সৃষ্ট নন।

  ২। বিদ্'আতকে ভাল ও মন্দ দু'ভাগে ভাগ করা বিষয়ক সংশয় নিরসন।

  ৩। বিদ্'আতের অর্থ ও তার কুপ্রভাব।

- অধ্যায় ভিত্তিক সূচীপত্র।

- হাদীছ বর্ণনাকারীদের গুণাবলী বা দোষ-ত্রুটি বর্ণনাকারী এবং হাদীছকে সহীহ বা য'ঈফ আখ্যাদানকারী কতিপয় বিশেষজ্ঞ আলেমের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। (যা এখন হতে পরবর্তী প্রতিটি খণ্ডে অব্যাহত থাকবে ইন্শাআল্লাহ)।

সূচীপত্র

١ـ الأخلاق والبر والصلة
১। আখলাক, সদাচারণ ও সম্পর্ক বজায় রাখা

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৭৯২	(سُوْءُ الْخُلُق شُؤْمٌ). মন্দ চরিত্র হচ্ছে দুর্ভাগ্যের কারণ।	২৭৭ দুর্বল
৭৯৩	(الشُّؤْمُ سُوْءُ الْخُلُق). দুর্ভাগ্যের কারণ হচ্ছে মন্দ চরিত্র।	২৭৮ দুর্বল
৭৯৪	(سُوْءُ الْخُلُق شُؤْمٌ، وَحُسْنُ الْمَلَكَةِ نَمَاءٌ، وَالصَّدَقَةُ تَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ). মন্দ চরিত্র হচ্ছে দুর্ভাগ্যের কারণ, ভাল অভ্যাস বয়স বৃদ্ধির কারণ আর ...	২৭৯ দুর্বল
৭৯৫	(سُوْءُ الْخُلُق شُؤْمٌ، وَشِرَارُكُمْ أَسْوَؤُكُمْ خُلُقًا). মন্দ চরিত্র দুর্ভাগ্যের কারণ। আর তোমাদের নিকৃষ্ট ব্যক্তি সেই, যে তোমাদে ...	২৭৯ জাল
৮৩৫	(الْغِيْبَةُ تُنْقِضُ الْوَضُوْءَ وَالصَّلَاةَ). গীবত উযূ ও সালাত উভয়টিকেই নষ্ট করে ফেলে।	৩০৭ জাল
৯১৫	(إِنَّ الْعَبْدَ لَيَمُوْتُ وَالِدَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَإِنَّهُ لَعَاقٌّ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُوْ لَهُمَا ... কোন বান্দা তার পিতা-মাতা বা যে কোন একজন মারা যাওয়া অবস্থায় ...	৩৮২ দুর্বল
৯৩৫	(خِيَارُ أُمَّتِيْ فِيْ كُلِّ قَرْنٍ خَمْسُمِائَةٍ، وَالْأَبْدَالُ أَرْبَعُوْنَ، فَلَا الْخَمْسُمِائَةُ ... প্রতিটি যুগে আমার উম্মাতের উত্তম ব্যক্তিরা হচ্ছেন পাঁচশজন। আর ...	৪০৮ জাল
৯৫০	(قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِنَّمَا أَتَقَبَّلُ الصَّلَاةَ مِمَّنْ تَوَاضَعَ بِهَا لِعَظَمَتِيْ، ... আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমি সেই ব্যক্তির সালাত কবূল করবো যে বিনম্র ...	৪২৮ দুর্বল

٢ــ الأدب والاستئذان

২। আদব ও অনুমতি প্রার্থনা

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৫২৩	(مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ بِالْفَارِسِيَّةِ، فَإِنَّهُ يُوْرِثُ ... তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি উত্তমরূপে আরবী ভাষায় কথা বলতে পারে...	৮০ জাল
৫৩৫	(حَمْلُ الْعَصَا عَلَامَةُ الْمُؤْمِنِ، وَسُنَّةُ الْأَنْبِيَاءِ). লাঠি বহন করা মু'মিনের আলামত এবং নাবীগণের সুন্নাত।	৮৮ জাল
৫৫৪	(إِنَّ حَادِيَنَا نَامَ فَسَمِعْنَا حَادِيَكُمْ فَمِلْتُ إِلَيْكُمْ، فَهَلْ تَدْرُوْنَ أَنَّى كَانَ ... আমাদের উট চালক ঘুমিয়ে গেছে। অতঃপর তোমাদের উট চালকের ...	১০০ জাল
৫৭৪	(إِنَّمَا يَفْعَلُ هَذَا (يَعْنِي تَقْبِيْلَ الْيَدِ) الْأَعَاجِمُ بِمُلُوْكِهَا، وَإِنِّيْ لَسْتُ بِمَلِكٍ، ... এরূপ করে থাকে (অর্থাৎ হাতে চুমু দেয়া) অনারবরা তাদের বাদশাদের ...	১১৬ জাল
৫৮৩	(أَتَرْعَوْنَ عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ؟! اذْكُرُوْهُ بِمَا فِيْهِ يَحْذَرْهُ النَّاسُ). তোমরা কি পাপাচারীকে স্মরণ করে বোকার ন্যায়-মন্দের দিকে দ্রুত চলতে ...	১২২ জাল
৫৮৪	(لَيْسَ لِفَاسِقٍ غِيْبَةٌ). পাপাচারীর গীবাত করলে গীবাত হয় না।	১২৩ বাতিল
৫৮৫	(مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ فَلَا غِيْبَةَ لَهُ). যে ব্যক্তি লজ্জার পর্দাকে নিক্ষেপ করেছে তার গীবাত করলে গীবাত হিসাবে ...	১২৪ নিতান্তই দুর্বল
৫৯৫	(إِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ وَاهْتَزَّ لِذَلِكَ الْعَرْشُ). যখন কোন ফাসেক ব্যক্তির প্রশংসা করা হয় তখন প্রতিপালক (আল্লাহ) ...	১৩০ মুনকার

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৫৯৬	(النَّاسُ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ، وَإِنَّمَا يَتَفَاضَلُوْنَ بِالْعَافِيَةِ، وَالْمَرْءُ كَثِيْرٌ بِأَخِيْهِ ... মানুষ হচ্ছে চিরুণীর দাঁতের ন্যায়। ক্ষমা করার দ্বারা পরস্পরের মাঝে ...	১৩১ নিতান্তই দুর্বল
৬১১	(مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ، وَلاَ نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ، وَلاَ عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ). যে ব্যক্তি ইসতিখারা (মঙ্গল প্রার্থনা) করবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। যে ব্যক্তি ...	১৪৫ জাল
৬১২	(الأَكْلُ مَعَ الْخَادِمِ مِنَ التَّوَاضُعِ، فَمَنْ أَكَلَ مَعَهُ اشْتَاقَتْ إِلَيْهِ الْجَنَّةُ). খাদেমের সাথে খাওয়া হচ্ছে বিনম্রতার অন্তর্ভুক্ত। যে তার সাথে খাবে ...	১৪৬ জাল
৬১৭	(اسْتَرْشِدُوْا الْعَاقِلَ تَرْشُدُوْا، وَلاَ تَعْصُوْهُ تَنْدَمُوْا). তোমরা জ্ঞানীর ন্যায় সঠিক পথে চলো সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে। তোমরা তার ...	১৪৯ জাল
৬২৮	(تَنَقَّهْ، وَتَوَقَّهْ). পবিত্ররূপে থাক আর বেছে বেছে চলো।	১৫৭ দুর্বল
৬৩২	(أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى إِلَى الْجَنَّةِ الْحَمَّادُوْنَ الَّذِيْنَ يَحْمَدُوْنَ اللهَ فِي السَّرَّاءِ وَ... সর্ব প্রথম প্রশংসাকারীদেরকে জান্নাতের দিকে ডাক দেয়া হবে যারা সুখে ও ...	১৫৯ দুর্বল
৬৩৬	(الْمُتَحَابُّوْنَ فِي اللهِ عَلَى كَرَاسِي مِنْ يَاقُوْتٍ أَحْمَرَ حَوْلَ الْعَرْشِ). আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে পরস্পরে মুহাব্বাতকারীরা আরশের চারপার্শ্বে ...	১৬৩ মুনকার
৬৩৮	(الْجَالِسُ وَسْطَ الْحَلْقَةِ مَلْعُوْنٌ). যে ব্যক্তি মজলিসের মধ্যে বসবে সে অভিশপ্ত।	১৬৪ দুর্বল
৬৫২	(مَا مِنْ عَبْدَيْنِ مُتَحَابَّيْنِ فِي اللهِ يَسْتَقْبِلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَيُصَافِحُهُ ... যে কোন দুই বান্দা আল্লাহর রাহে পরস্পরকে ভালবেসে একে অপরকে ...	১৭৪ নিতান্তই মুনকার
৬৬৪	(مِنْ كُنُوْزِ الْبِرِّ كِتْمَانُ الْمَصَائِبِ، وَمَا صَبَرَ مَنْ بَثَّ). বুরুকতুমানের গচ্ছিত সম্পদই হচ্ছে মসিবতের উৎপত্তি। যে তা ছড়িয়ে দিল ...	১৮৪ জাল
৬৯৫	(بُعِثْتُ بِمُدَارَاةِ النَّاسِ). লোকদের শিক্ষা দানের জন্যই আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।	২০৫ জাল
৭০৭	(كَانَ إِذَا اهْتَمَّ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ). তিনি যখন চিন্তিত হতেন তখন তাঁর দাড়ি ধরতেন।	২১৩ দুর্বল
৭০৮	(كَانَ لاَ يَقْعُدُ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ حَتَّى يُضَاءَ لَهُ بِسِرَاجٍ). তিনি অন্ধকার ঘরে আলো না জ্বালানো পর্যন্ত বসতেন না।	২১৪ জাল
৭৩৭	(مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُوْدٌ فَلْيُحَسِّنْ أَدَبَهُ وَاسْمَهُ، فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، فَإِنْ ... যে ব্যক্তির একটি (পুত্র) সন্তান ভূমিষ্ট হবে, সে যেন তাকে সুন্দর আচরণ ...	২৩২ দুর্বল
৭৪১	(الصَّمْتُ أَرْفَعُ الْعِبَادَةِ). চুপ থাকা হচ্ছে সর্বোচ্চ ইবাদাত।	২৩৫ দুর্বল
৭৪৮	(الْجَمَالُ صَوَابُ الْقَوْلِ بِالْحَقِّ، وَالْكَمَالُ حُسْنُ الْعَفَافِ بِالصِّدْقِ). সৌন্দর্য হচ্ছে সততার সাথে সঠিক কথায়। আর পরিপূর্ণতা হচ্ছে সত্যবাদিত ...	২৪০ নিতান্তই দুর্বল
৭৬৪	(إِذَا أُعْطِيَ أَحَدُكُمُ الرَّيْحَانَ فَلاَ يَرُدَّهُ؛ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ). তোমাদের কাউকে যদি সুগন্ধি দেয়া হয়, তাহলে সে যেন তা ফেরৎ না ...	২৫৫ দুর্বল
৭৭৬	(صِلُوْا قَرَابَاتِكُمْ وَلاَ تُجَاوِرُوْهُمْ؛ فَإِنَّ الْجِوَارَ يُوْرِثُ بَيْنَكُمُ الضَّغَائِنَ). তোমরা তোমাদের নিকটাত্মীয়দের সম্পর্ক সুদৃঢ় করো, তবে তাদের ...	২৬৪ জাল

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৭৮১	(أَرْبَعٌ لاَ يُصِبْنَ إِلاَّ بِعَجَبٍ: الصَّمْتُ ــ وَهُوَ أَوَّلُ الْعِبَادَةِ ــ وَالتَّوَاضُعُ، ... চারটি বস্তু আশ্চর্য হওয়ার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। চুপ থাকা-এটি ইবাদাতের ...	২৬৮ জাল
৭৯০	(تَلَمُّذُ الْفَقِيْرِ عِنْدَ الشَّهْوَةِ لاَ يَقْدِرُ عَلَى إِنْفَاذِهَا أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الْغَنِيِّ ... যৌন উত্তেজনার সময় দরিদ্র ব্যক্তির তা প্রয়োগ করতে সক্ষম না হওয়া ...	২৭৬ জাল
৮১০	(إِنَّ اللهَ أَمَرَنِيْ بِمُدَارَاةِ النَّاسِ كَمَا أَمَرَنِيْ بِإِقَامَةِ الْفَرَائِضِ). আমাকে আল্লাহ তা‘আলা লোকদের সাথে নরম আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছে ...	২৯০ নিতান্তই দুর্বল
৮১১	(بُعِثْتُ بِمُدَارَاةِ النَّاسِ). আমাকে লোকদের সাথে নরম আচরণ করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।	২৯১ জাল
৮২৪	(بَجِّلُوْا الْمَشَايِخَ؛ فَإِنَّ تَبْجِيْلَ الْمَشَايِخِ مِنْ إِجْلاَلِ اللهِ تَعَالَى). তোমরা শাইখদেরকে সম্মান প্রদর্শন করো; কারণ তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন ...	২৯৯ জাল
৮২৯	(رَأْسُ الدِّيْنِ الْوَرَعُ). ধর্মের মূল হচ্ছে পরহেজগারিতা।	৩০২ জাল
৮৩০	(رَدُّ جَوَابِ الْكِتَابِ حَقٌّ كَرَدِّ السَّلاَمِ). সালামের উত্তর দেয়ার ন্যায় চিঠির উত্তর দেয়া হচ্ছে তার প্রাপ্য।	৩০৩ জাল
৮৪১	(مَنْ كَرُمَ أَصْلُهُ، وَطَابَ مَوْلِدُهُ، حَسُنَ مَحْضَرُهُ). যার মূল সম্ভ্রান্ত হবে, তার জন্ম সুন্দর হবে এবং তার স্বীকৃতিপত্র ভাল হবে।	৩১১ বাতিল
৮৪৭	(إِيَّاكَ وَقَرِيْنَ السُّوْءِ فَإِنَّكَ بِهِ تُعْرَفُ). তুমি তোমাকে খারাপ বন্ধুর সংস্পর্শ হতে রক্ষা করো, কারণ তার দ্বারাই তুমি ...	৩১৬ জাল
৯০৮	(إِنَّ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ كَانَ يَقُوْلُ: لاَ تُكْثِرُوْا الْكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ فَتَقْسُو ... ঈসা ইবনু মারিয়াম বলতেন ঃ তোমরা আল্লাহর যিক্‌র বাদ দিয়ে বেশী ...	৩৭৫ ভিত্তিহীন
৯১৪	(أَرْشِدُوْا أَخَاكُمْ). তোমরা তোমাদের ভাইকে সঠিকভাবে পরিচালিত করো।	৩৮১ দুর্বল
৯২০	(لاَ تُكْثِرُوْا الْكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلاَمِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ قَسْوَةٌ ... আল্লাহর যিক্‌র বাদ দিয়ে তোমরা বেশী কথা বল না। কারণ আল্লাহর যিক্‌র ...	৩৮৯ দুর্বল
৯২৬	(يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الرَّبَّ وَاحِدٌ، وَالْأَبَ وَاحِدٌ، وَلَيْسَتِ الْعَرَبِيَّةُ بِأَحَدِكُمْ ... হে লোকেরা অবশ্যই প্রভু এক ও পিতা একজন। তোমাদের কারো সাথে ...	৩৯৪ নিতান্তই দুর্বল
৯৪০	(إِذَا شَرِبْتُمْ فَاشْرَبُوْا مَصًّا، وَإِذَا اسْتَكْتُمْ فَاسْتَاكُوْا عَرْضًا). তোমরা যখন পান করবে তখন চুসে পান কর আর যখন মিসওয়াক করবে ...	৪১৪ দুর্বল
৯৪১	(كَانَ يَسْتَاكُ عَرْضًا، وَيَشْرَبُ مَصًّا، وَيَقُوْلُ: هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ). তিনি পার্শ্বভাবে মিসওয়াক করতেন, চুসে (পানি) পান করতেন এবং বলতেন ...	৪১৪ দুর্বল
৯৪২	(كَانَ يَسْتَاكُ عَرْضًا، وَلاَ يَسْتَاكُ طُوْلاً). তিনি পার্শ্বভাবে মিসওয়াক করতেন, লম্বালম্বিভাবে মিসওয়াক করতেন না।	৪১৬ নিতান্তই দুর্বল
৯৫৬	(إِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيْرَهُ، فَلاَ يَنْظُرَنَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ؛ ... যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি তার দাস বা আশ্রিতাকে (দাসীকে) বিয়ে ...	৪৩৬ দুর্বল

<table>
<tr><th rowspan="3">হা: নং</th><th>হাদীছ</th><th rowspan="3">পৃষ্ঠা নং ও হুকুম</th></tr>
<tr><th>٣ــ الأضاحي والذبائح والأطعمة</th></tr>
<tr><th>৩। কুরবানী, যবেহ ও পানাহার</th></tr>
<tr><td>৫০৪</td><td>(نِعْمَ الطَّعَامُ الزَّبِيْبُ، يَشُدُّ العَصَبَ، وَيَذْهَبُ بِالْوَصَبِ، وَيُطْفِئُ الْغَضَبَ،...
সর্বোত্তম খাদ্য হচ্ছে কিশমিশ, সে মাংসপেশীকে শক্তিশালী করে, অলসতাে ...</td><td>৬৮
জাল</td></tr>
<tr><td>৫০৯</td><td>(عَلَيْكُمْ بِالْهِنْدَبَاءِ، فَإِنَّهُ مَا مِنْ يَوْمٍ إِلاَّ وَهُوَ يَقْطُرُ عَلَيْهِ قَطْرَةٌ مِنْ قَطْرِ...
কাঁচগুলোকে গ্রহণ কর, কারণ এমন কোন দিন নেই যে তার উপর জান্নাতের...</td><td>৭১
জাল</td></tr>
<tr><td>৫১০</td><td>(عَلَيْكُمْ بِالْقَرْعِ فَإِنَّهُ يُزِيْدُ بِالدِّمَاغِ، عَلَيْكُمْ بِالعَدَسِ فَإِنَّهُ قُدِّسَ عَلَى لِسَانِ ...
তোমরা কদু গ্রহণ কর (খাবে)। কারণ তা মস্তিষ্ক (বুদ্ধি) বৃদ্ধি করে। তোমরা ...</td><td>৭২
জাল</td></tr>
<tr><td>৫১২</td><td>(كُلُوْا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوْا بِهِ، فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ دَاءٍ مِنْهَا الْجُذَامُ).
তোমরা তেল ভক্ষণ কর এবং তা দ্বারা শরীর মালিশ কর। কারণ তা সত্তরটি ...</td><td>৭৪
মুনকার</td></tr>
<tr><td>৫২৪</td><td>(مَا أُنْفِقَتِ الْوَرَقُ فِي شَيْئٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ نَحِيْرَةٍ تُنْحَرُ فِي ...
আল্লাহর নিকট কোন ব্যাপারে রৌপ্য মুদ্রা খরচ করা ঈদের দিন যে কুরবানী...</td><td>৮০
নিতান্তই দুর্বল</td></tr>
<tr><td>৫২৫</td><td>(مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ فِي هَذَا الْيَوْمِ أَفْضَلُ مِنْ دَمٍ يُهْرَاقُ؛ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ...
রক্তের সম্পর্ক রক্ষা করা ব্যতীত আজকের এই দিনে আদম সন্তান যে সব...</td><td>৮১
দুর্বল</td></tr>
<tr><td>৫২৬</td><td>(مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ إِرْهَاقِ الدَّمِ...
ঈদুল আযহার দিবসে রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে আল্লাহর নিকট অতি ...</td><td>৮২
দুর্বল</td></tr>
<tr><td>৫২৭</td><td>(الأَضَاحِيُّ سُنَّةُ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ، قَالُوْا: فَمَا لَنَا فِيْهَا؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ ...
কুরবানী তোমাদের পিতা ইব্রাহীম (আঃ)-এর সুন্নাত। তারা বললঃ তাতে ...</td><td>৮৩
জাল</td></tr>
<tr><td>৫২৮</td><td>(يَا فَاطِمَةُ! قُوْمِيْ إِلَى أُضْحِيَتِكِ فَاشْهَدِيْهَا؛ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ عِنْدَ ...
হে ফাতেমা তোমার কুরবানীর নিকটে দাঁড়াও এবং তা অবলোকন কর। ...</td><td>৮৩
মুনকার</td></tr>
<tr><td>৫২৯</td><td>(مَنْ ضَحَّى طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، مُحْتَسِبًا لأُضْحِيَتِهِ، كَانَتْ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ).
যে ব্যক্তি নিজ খুশিতে কুরবানী করবে, তার কুরবানীর মাধ্যমে সন্তুষ্টি ও ...</td><td>৮৪
জাল</td></tr>
<tr><td>৫৩০</td><td>(أَيُّهَا النَّاسُ ضَحُّوْا، وَاحْتَسِبُوْا بِدِمَائِهَا؛ فَإِنَّ الدَّمَ وَإِنْ وَقَعَ فِي الأَرْضِ...
হে মানুষ! তোমরা কুরবানী কর এবং তার রক্ত দ্বারা সাওয়াব ও সন্তুষ্টি ...</td><td>৮৫
জাল</td></tr>
<tr><td>৬৩১</td><td>(ثَلاَثَةٌ لَيْسَ عَلَيْهِمْ حِسَابٌ فِيْمَا طَعِمُوْا إِذَا كَانَ حَلاَلاً، الصَّائِمُ ...
তিন ব্যক্তি কী পানাহার করলো তার কোন হিসাব হবে না যদি তা হালাল ...</td><td>১৫৮
জাল</td></tr>
<tr><td>৬৯০</td><td>(أَطْعَمَنِيْ جِبْرِيْلُ الْهَرِيْسَةَ مِنَ الْجَنَّةِ لأَشُدَّ بِهَا ظَهْرِيْ لِقِيَامِ اللَّيْلِ).
আমাকে জিবরীল জান্নাতের হারীসাহ (এক প্রকারের খাদ্য বিশেষ) আহার ...</td><td>২০১
জাল</td></tr>
<tr><td>৭২০</td><td>(لاَ يَدْخُلُ مَلَكُوْتَ السَّمَاوَاتِ مَنْ مَلأَ بَطْنَهُ).
যে ব্যক্তি পেট ভরে (পানাহার করে) খায় সে আসমানী রাজ্যসমূহে প্রবেশ ...</td><td>২২২
ভিত্তিহীন</td></tr>
<tr><td>৭২১</td><td>(لاَ تُمِيْتُوا الْقُلُوْبَ بِكَثْرَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، فَإِنَّ الْقَلْبَ كَالزَّرْعِ يَمُوْتُ ...
অধিক পানাহারের দ্বারা তোমরা হৃদয়গুলোকে মেরে ফেলো না। কারণ হৃদয় ...</td><td>২২৩
ভিত্তিহীন</td></tr>
<tr><td>৯০৪</td><td>(نَسَخَ الأَضْحَى كُلَّ ذَبْحٍ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ كُلَّ صَوْمٍ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ...
কুরবানী সকল প্রকার যবেহকে রহিত করেছে, রমাযানের সওম সকল প্রকার ...</td><td>৩৭২
নিতান্তই দুর্বল</td></tr>
</table>

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৯০৫	(كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ أَكَلَ مِمَّا يَلِيْهِ، وَإِذَا أُتِيَ بِالتَّمْرِ جَالَتْ يَدُهُ). তার নিকট যখন খাদ্য নেয়া হতো তখন তিনি তাঁর নিকট হতে খাওয়া শুরু ...	৩৭৩ জাল
৯২৭	(لاَ يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِيْءْ). তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন দাঁড়িয়ে পান না করে। যে ভুলে যাবে সে যেন ...	৩৯৪ মুনকার
৯৮০	(إِذَا أَكَلْتُمْ فَاخْلَعُوْا نِعَالَكُمْ، فَإِنَّهُ أَرْوَحُ لأَقْدَامِكُمْ). তোমরা যখন খানা খাবে তখন তোমাদের জুতাগুলো খুলে নিবে। কারণ তা ...	৪৬৬ নিতান্তই দুর্বল

٤ــ الإيمان والتوحيد والدين

৪। ঈমান, তাওহীদ ও দ্বীন

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৫০৫	(قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِيْ، وَيَصْبِرْ عَلَى بَلاَئِيْ، ... আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'আলা বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার ফয়সালায় সন্তুষ্ট ...	৬৯ নিতান্তই দুর্বল
৫০৬	(مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَاءِ اللهِ، وَيُؤْمِنْ بِقَدَرِ اللهِ، فَلْيَلْتَمِسْ إِلَهًا غَيْرَ اللهِ) যে ব্যক্তি আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট হবে না এবং আল্লাহর কুদরতের উপর ...	৬৯ নিতান্তই দুর্বল
৫৬৪	(الْفَقْرُ أَزْيَنُ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَأَحْسَنُ مِنَ الْعِذَارِ عَلَى خَدِّ الْفَرَسِ). দরিদ্রতা হচ্ছে মু'মিনের সর্বাপেক্ষা বড় অলংকার এবং ঘোড়ার গালের উপরে ...	১০৯ দুর্বল
৬২৫	(الإِيْمَانُ نِصْفَانِ، نِصْفٌ فِي الصَّبْرِ، وَنِصْفٌ فِي الشُّكْرِ). ঈমান দু'ভাগে বিভক্ত। অর্ধেক হচ্ছে ধৈর্যের মধ্যে আর অর্ধেক হচ্ছে কৃতজ্ঞতার মধ্যে।	১৫৫ নিতান্তই দুর্বল
৬৪৭	(أَيُّ الْخَلْقِ أَعْجَبُ إِلَيْكُمْ إِيْمَانًا؟ قَالُوْا: الْمَلاَئِكَةُ، قَالَ: وَمَا لَهُمْ ... কোন্ সৃষ্টি ঈমানের দিক দিয়ে তোমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক ...	১৭০ দুর্বল
৬৪৮	(أَتَدْرُوْنَ أَيُّ أَهْلِ الإِيْمَانِ أَفْضَلُ إِيْمَانًا؟ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ الْمَلاَئِكَةُ؟ ... ঈমানদারদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ঈমানদার কে তোমরা জান কি? তারা বলল ...	১৭১ নিতান্তই দুর্বল
৬৪৯	(إِنَّ أَشَدَّ أُمَّتِيْ حُبًّا لِيْ قَوْمٌ يَأْتُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ، يُؤْمِنُوْنَ بِيْ وَلَمْ ... আমার উম্মাতের সেই সম্প্রদায় আমাকে সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসে যারা ...	১৭২ বানোয়াট
৬৬২	(صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِيْ لاَ تَنَالُهُمَا شَفَاعَتِيْ؛ الْقَدَرِيَّةُ وَالْمُرْجِئَةُ. قُلْتُ: يَا ... আমার উম্মাতের দুই ধরনের মানুষকে আমার শাফা'য়াত সম্পৃক্ত করবে না। ...	১৮৩ জাল
৬৬৩	(لاَ رَاحَةَ لِلْمُؤْمِنِ دُوْنَ لِقَاءِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ). আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ না করা পর্যন্ত মু'মিনের কোন শান্তি নেই।	১৮৩ ভিত্তিহীন
৬৮৮	(أَوْحَى اللهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا دَاوُدُ! ... আল্লাহ দাউদ (আ ঃ)-এর নিকট অহী করলেন ঃ হে দাউদ! কোনো বান্দা ...	২০০ জাল
৬৯৭	(الإِيْمَانُ بِالنِّيَّةِ وَاللِّسَانِ، وَالْهِجْرَةُ بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ). ঈমান হচ্ছে নিয়্যাত ও মুখে উচ্চারণের বিষয় আর হিজরত হচ্ছে জীবন এবং ...	২০৬ জাল
৭১৭	(مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ). যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করবে, সে সৎ/সতী থাকবে না।	২২০ দুর্বল
৭৪৭	(قَالَ اللهُ تَعَالَى: مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِيْ وَقَدَرِيْ فَلْيَلْتَمِسْ رَبًّا غَيْرِيْ). আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার ফয়সালা ও আমার দেয়া তকদীরে ...	২৩৯ নিতান্তই দুর্বল

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৭৫৫	(إنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ لَمَّا قَضَى خَلْقَهُ اسْتَلْقَى، وَوَضَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى ... আল্লাহ তা'আলা যখন তার সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করা শেষ করলেন তখন চিৎ ...	২৪৭ খুবই মুনকার
৭৬০	(المُؤْمِنُ كَيِّسٌ فَطِنٌ حَذِرٌ). মু'মিন ব্যক্তি হচ্ছে বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং সাবধানতা অবলম্বনকারী।	২৫২ জাল
৮০৪	(الإِيْمَانُ بِالقَدَرِ يُذْهِبُ الهَمَّ وَالحُزْنَ). তকদীরে বিশ্বাস স্থাপন চিন্তা ও বিষণ্নতা দূর করে।	২৮৫ দুর্বল
৮০৭	(أَبْغَضُ العِبَادِ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ مَنْ كَانَ ثَوْبَاهُ خَيْرًا مِنْ عَمَلِهِ؛ ... আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত বান্দাহ সেই, যার কাপড় দু'টি তার কর্মের ...	২৮৮ জাল
৮১৫	(إِنَّ اللهَ لَيَدْفَعُ بِالمُسْلِمِ الصَّالِحِ عَنْ مِائَةِ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ جِيْرَانِهِ البَلَاءَ). নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা নেককার মুসলিম ব্যক্তির দ্বারা তার প্রতিবেশী ...	২৯৩ নিতান্তই দুর্বল
৮১৯	(آفَةُ الدِّيْنِ ثَلَاثَةٌ: فَقِيْهٌ فَاجِرٌ، وَإِمَامٌ جَائِرٌ، وَمُجْتَهِدٌ جَاهِلٌ). দ্বীনের বিপদ হচ্ছে তিনটি ঃ পাপাচারী ফাকীহ, অত্যাচারী ইমাম এবং অজ্ঞ...	২৯৬ জাল
৮৩৩	(العَبْدُ المُطِيْعُ لِوَالِدَيْهِ، وَالمُطِيْعُ لِرَبِّ العَالَمِيْنَ فِيْ أَعْلَى عِلِّيِّيْنَ). পিতা-মাতার অনুগত বান্দা আর সারা জাহানের প্রতিপালকের অনুগত বান্দা ...	৩০৬ জাল
৮৫৬	(طَلَبُ الحَقِّ غُرْبَةٌ). সত্যকে তালাস করা হচ্ছে নির্বাসন।	৩২৩ জাল
৯০৮	(لَا تَضْرِبُوْا إِمَاءَكُمْ عَلَى كَسْرِ إِنَائِكُمْ، فَإِنَّ لَهَا آجَالًا كَآجَالِ النَّاسِ). পাত্র ভাংগার কারণে তোমরা তোমাদের দাসীদেরকে প্রহার করো না। কারণ ...	৪১২ মিথ্যা

٥ــ البيوع والكسب والزهد

৫। ব্যবসা-বাণিজ্য, উপার্জন ও দুনিয়া পরিত্যাগ

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৫৩১	(خَيْرُكُمْ مَنْ لَمْ يَتْرُكْ آخِرَتَهُ لِدُنْيَاهُ، وَلَا دُنْيَاهُ لِآخِرَتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ كَلًّا عَلَى ... তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে তার দুনিয়ার কারণে আখেরাতকে ...	৬৬ জাল
৫৪০	(نُهِيْنَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِ المَجُوْسِيِّ وَطَائِرِهِ). আমাদেরকে অগ্নিপূজকের কুকুর ও তার পাখী দ্বারা শিকারকৃত পশু (ভক্ষণ ...	৯০ দুর্বল
৬৪০	(إِنَّ المَلَائِكَةَ لَتَفْرَحُ بِذِهَابِ الشِّتَاءِ؛ لِمَا يَدْخُلُ عَلَى فُقَرَاءِ المُؤْمِنِيْنَ ... শীতকাল চলে গেলে অবশ্যই ফেরেশতারা আনন্দিত হয়। কারণ শীত দরিদ্র ...	১৬৭ মুনকার
৬৬৬	(حَاكُوْا البَاعَةَ فَإِنَّهُ لَا ذِمَّةَ لَهُمْ). বিক্রেতাদের সাথে দর কষাকষি কর কারণ তাদের কোন যিম্মাদারী নেই।	১৮৫ ভিত্তিহীন
৬৬৭	(غَبْنُ المُسْتَرْسِلِ حَرَامٌ). বিক্রেতা কর্তৃক মূল্য সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ধোঁকা দেয়া হারাম।	১৮৫ নিতান্তই দুর্বল
৬৬৮	(غَبْنُ المُسْتَرْسِلِ رِبًا). বিক্রেতা কর্তৃক মূল্য সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ধোঁকা দেয়া সুদের অন্তর্ভুক্ত।	১৮৬ বাতিল
৬৭৪	(المَغْبُوْنُ لَا مَحْمُوْدٌ وَلَا مَأْجُوْرٌ). ধোঁকাপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রশংসিত নয় আর ছাওয়াবের ভাগীদারও নয়।	১৮৯ দুর্বল

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৮৪৪	(مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِي ثَمَنِهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ ... যে ব্যক্তি দশ দিরহাম দ্বারা একটি কাপড় খরিদ করবে যার মধ্যে একটি ...	৩১৩ নিতান্তই দুর্বল
৮৫৭	(مَنْ حَبَسَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ أَخْرَجَهُ فَطَحَنَهُ وَخَبَزَهُ وَتَصَدَّقَ ... যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন কোন খাদ্যদ্রব্য আটকিয়ে (জমা করে) রাখবে, অতঃপর ...	৩২৪ জাল
৮৫৮	(مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَتَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ). যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের নিকট বেশী লাভ করার উদ্দেশ্যে চল্লিশ দিন ...	৩২৫ জাল
৮৫৯	(مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ... যে ব্যক্তি মুসলমানদের নিকট বেশী লাভ করার উদ্দেশ্যে চল্লিশ দিন খাদ্য ...	৩২৫ জাল
৯৯০	(مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ). যে ব্যক্তি মুখাবারাহ পরিত্যাগ করবে না, সে যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ...	৪৭৩ দুর্বল

٦ــ التوبة والمواعظ والرقائق

৬। তাওবাহ্, মাও'ঈযাহ ও দাসত্ব

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৫০২	كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا، وَكَفَى بِالْيَقِينِ غِنًى، وَكَفَى بِالْعِبَادَةِ شُغْلًا). মৃত্যুর জন্য নসিহতই যথেষ্ট, বিশ্বস্ততার জন্য অমুখাপেক্ষীতাই যথেষ্ট এবং ...	৬৬ নিতান্তই দুর্বল
৬১৫	(التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ، وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا لَمْ يَضُرَّهُ ذَنْبٌ). গুনাহ হতে তাওবাকারী সেই ব্যক্তির ন্যায় যার কোন গুনাই নেই। আর ...	১৪৮ দুর্বল
৬১৬	(التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ، وَالْمُسْتَغْفِرُ مِنَ الذَّنْبِ وَهُوَ مُقِيمٌ ... গুনাহ হতে তাওবাকারী সেই ব্যক্তির ন্যায় যার কোন গুনাই নেই। আর ...	১৪৯ দুর্বল
৬৭৭	(ابْنَ آدَمَ! عِنْدَكَ مَا يَكْفِيكَ وَأَنْتَ تَطْلُبُ مَا يُطْغِيكَ. ابْنَ آدَمَ! لَا ... হে আদম সন্তান! তোমার নিকট তোমার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ থাকা সত্ত্বেও ...	১৯১ জাল
৭২২	(اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ مَطِيَّتَانِ، فَارْكَبُوهُمَا بَلَاغًا إِلَى الْآخِرَةِ، وَإِيَّاكَ وَالتَّسْوِيفَ ... রাত ও দিন দু'টি বাহন স্বরূপ। অতএব তোমরা সে দু'টির উপর আরোহণ ...	২২৩ নিতান্তই দুর্বল
৭৪৩	(عَجِبْتُ لِطَالِبِ الدُّنْيَا وَالْمَوْتُ يَطْلُبُهُ، وَغَافِلٍ وَلَيْسَ بِمَغْفُولٍ عَنْهُ، ... আমি আশ্চর্য হয় দুনিয়া তালাশকারী সেই ব্যক্তিকে দেখে যাকে মৃত্যু তালাশ ...	২৩৩ নিতান্তই দুর্বল
৭৭৭	(مَا أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَسَاءَهُ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْفِرْ مِنْهُ). কোন বান্দা গুনাহ করার পর তা তাকে চিন্তিত করলেই আল্লাহ তাকে ...	২৬৪ জাল
৮০৮	(أَوْحَى اللَّهُ إِلَى الدُّنْيَا: أَنِ اخْدُمِي مَنْ خَدَمَنِي، وَأَتْعِبِي مَنْ خَدَمَكِ). আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার নিকট অহী মারফৎ বলেন ঃ তুমি খেদমাত কর ...	২৮৯ জাল
৮০৯	(أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيَّ جِبْرِيلَ فِي أَحْسَنِ مَا كَانَ يَأْتِينِي صُورَةً فَقَالَ: ... আল্লাহ তা'আলা জিবরীলকে আমার নিকট সব চেয়ে সুন্দর আকৃতিতে প্রেরণ ...	২৮৯ মুনকার
৮২৩	(اعْمَلْ لِوَجْهٍ وَاحِدٍ يَكْفِكَ الْوُجُوهَ كُلَّهَا). তুমি এক চেহারার (সত্তার) জন্য আমল করো, তাহলে তা তোমাকে সকল ...	২৯৮ নিতান্তই দুর্বল
৮৭৪	(أَصْلِحُوا دُنْيَاكُمْ، وَاعْمَلُوا لِآخِرَتِكُمْ؛ كَأَنَّكُمْ تَمُوتُونَ غَدًا). তোমরা তোমাদের দুনিয়াকে শুদ্ধ করে নাও আর তোমাদের আখেরাতের ...	৩৭৪ নিতান্তই দুর্বল

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৮৮৩	(قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّوَجَلَّ: لَوْ أَنَّ عِبَادِيْ أَطَاعُوْنِيْ لأَسْقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ، ... তোমাদের প্রতিপালক বলেন ঃ যদি আমার বান্দারা আমার অনুসরণ করে, ...	৩৫৫ দুর্বল
৮৮৫	(لاَ تَمَنَّوْا الْمَوْتَ، فَإِنَّ هَوْلَ الْمَطْلَعِ شَدِيْدٌ، وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَنْ يَّطُوْلَ ... তোমরা মৃত্যু কামনা করো না। কারণ মৃত্যুর আক্রমণ কঠিন। বান্দার ...	৩৫৭ দুর্বল
৯৬৫	(إِذَا دَخَلَ النُّوْرُ الْقَلْبَ انْفَسَحَ وَانْشَرَحَ. قَالُوْا: فَهَلْ لِذَلِكَ إِمَارَةٌ ... যখন হৃদয়ে নূর প্রবেশ করে তখন তা প্রশস্ত হয়ে যায় ও খুলে যায়। তারা ...	৪৪৭ দুর্বল

٧ـ الجنائز والمرض والموت

৭। জানাযাহ, রোগ ও মৃত্যু

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৫৬৩	(ادْفِنُوْا مَوْتَاكُمْ وَسَطَ قَوْمٍ صَالِحِيْنَ، فَإِنَّ الْمَيِّتَ يَتَأَذَّى بِجَارِ ... তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের নেককার সম্প্রদায়ের মাঝখানে দাফন ...	১৬৮ জাল
৫৯৯	(إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ فَدَفَنْتُمُوْهُ فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَلْيَقُلْ: ... তোমাদের কোন ব্যক্তি মারা গেলে যখন তাকে দাফন করে ফেল তখন ...	১৩৩ মুনকার
৬১০	(مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّيْ أَخَاهُ بِمُصِيْبَةٍ إِلاَّ كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ... যে মু'মিন ব্যক্তি বিপদাপদে তার ভাইকে সমবেদনা জানাবে আল্লাহ ...	১৪৪ দুর্বল
৬১৩	(ادْفِنُوْا مَوْتَاكُمْ وَسَطَ قَوْمٍ صَالِحِيْنَ؛ فَإِنَّ الْمَيِّتَ يَتَأَذَّى بِجَارِ السُّوْءِ ... তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদেরকে নেককারদের মাঝে দাফন কর; কারণ ...	১৪৬ জাল
৬৯১	(ثَلاَثٌ مِنْ كُنُوْزِ الْبِرِّ: إِخْفَاءُ الصَّدَقَةِ، وَكِتْمَانُ الشَّكْوَى، وَكِتْمَانُ ... ভূপৃষ্ঠের গচ্ছিত সম্পদ হচ্ছে তিনিটি ঃ লুকিয়ে সাদকাহ করা, অভিযোগ ...	২০২ জাল
৬৯২	(ثَلاَثٌ مِنْ كُنُوْزِ الْبِرِّ، كِتْمَانُ الأَوْجَاعِ، وَالْبَلْوَى، وَالْمُصِيْبَاتِ، وَمَنْ ... ভূপৃষ্ঠের রক্ষিত সম্পদ হচ্ছে তিনিটি ঃ ব্যথা, দারুণ দুর্ভাগ্য ও মসিবতগুলো ...	২০৩ নিতান্তই দুর্বল
৬৯৩	(مِنْ كُنُوْزِ الْبِرِّ كِتْمَانُ الْمَصَائِبِ وَالأَمْرَاضِ وَالصَّدَقَةِ).. বিপদাপদ, রোগ-বালা এবং সাদাকাকে গোপন করা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের রক্ষিত ...	২০৪ দুর্বল
৭৯৯	(مَا الْمَيِّتُ فِيْ قَبْرِهِ إِلاَّ كَالْغَرِيْقِ الْمُسْتَغِيْثِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ أَبٍ ... মৃত ব্যক্তি তার কবরে- ডুবে যাওয়া সাহায্য প্রার্থনাকারীর ন্যায়, সে পিতা ...	২৮১ নিতান্তই মুনকার
৮২৭	(ذِهَابُ الْبَصَرِ مَغْفِرَةٌ لِلذُّنُوْبِ، وَذِهَابُ السَّمْعِ مَغْفِرَةٌ لِلذُّنُوْبِ، وَمَا ... দৃষ্টি শক্তি এবং শ্রবণ শক্তি চলে যাওয়া গুনাহ মোচনের কারণ। দেহ হতে ...	৩০১ জাল
৮২৮	(ذِهَابُ إِحْدَى رِجْلَيِ الرَّجُلِ غُفْرَانُ نِصْفِ ذُنُوْبِهِ، وَذِهَابُهُمَا كِلاَهُمَا ... যে ব্যক্তির দুই পায়ের এক পা চলে (নষ্ট হয়ে) যাবে তার অর্ধেক গুনাহ ক্ষমা ...	৩০২ জাল
৮৬৩	(إِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَى أَقَارِبِكُمْ وَعَشَائِرِكُمْ مِنَ الأَمْوَاتِ، فَإِنْ كَانَ ... তোমাদের আমলগুলো তোমাদের মৃত নিকটাত্মীয়দের উপর পেশ করা হবে। ...	৩২৯ দুর্বল
৮৬৪	(إِنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ إِذَا قُبِضَتْ تَلَقَّاهَا مِنْ أَهْلِ الرَّحْمَةِ مِنْ عِبَادِهِ كَمَا ... যখন মু'মিনের আত্মা কব্য করা হয়, তখন রহমতের অধিকারী তার বান্দারা ...	৩২৯ নিতান্তই দুর্বল
৮৮৪	(مَا يَنْفَعُكُمْ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى رَجُلٍ رُوْحُهُ مُرْتَهَنٌ فِيْ قَبْرِهِ، وَلاَ تَصْعَدُ ... যে ব্যক্তির রূহ তার কবরে ঋণগ্রস্ত হিসাবে রয়েছে তার জন্য আমার সালাত ...	৩৫৬ দুর্বল

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৮৮৫	(لاَ تَمَنَّوُا الْمَوْتَ، فَإِنَّ هَوْلَ الْمَطْلَعِ شَدِيْدٌ، وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَنْ يَّطُوْلَ ... তোমরা মৃত্যু কামনা করো না। কারণ মৃত্যুর আক্রমণ কঠিন। বান্দার ...	৩৫৭ দুর্বল
৯৬৬	(مَنْ جَلَسَ عَلَى قَبْرٍ يَبُوْلُ عَلَيْهِ أَوْ يَتَغَوَّطُ، فَكَأَنَّمَا جَلَسَ عَلَى جَمْرَةٍ). যে ব্যক্তি কবরের উপর বসে পেশাব বা পায়খানা করল, সে যেন অগ্নি শিখার...	৪৪৯ মুনকার
٨ــ الجهاد والسفر والغزو ৮। জিহাদ, সফর ও যুদ্ধ		
৫৪৮	(لَئِنْ أَظْهَرَنِيْ اللهُ عَلَيْهِمْ (يَعْنِي كُفَّارَ قُرَيْشٍ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا حَمْزَةَ) لأُمَثِّلَنَّ ... যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাদের উপর (কুরাইশ কাফিরদের উপর ...	৯৬ দুর্বল
৫৪৯	(لَئِنْ ظَفِرْتُ بِقُرَيْشٍ لأُمَثِّلَنَّ بِثَلاثِيْنَ رَجُلا مِنْهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ... আমি যদি কুরাইশদের উপর জয়ী হতে পারি তাহলে তাদের ত্রিশজনকে ...	৯৬ দুর্বল
৫৫০	(رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مَا عَلِمْتُ لَوَصُوْلاً لِلرَّحِمِ. فَعُوْلاً لِلْخَيْرَاتِ،... আল্লাহর রহমত আপনার উপর আমি আপনাকে যতটুকু জানি অবশ্যই ...	৯৭ দুর্বল
৫৬৫	(مَنِ اتَّخَذَ مِغْفَراً لِيُجَاهِدَ بِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ غَفَرَ اللهُ لَهُ، وَمَنِ اتَّخَذَ ... যে ব্যক্তি লোহার টুপি পরে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা ...	১১০ নিতান্তই মুনকার
৫৮৯	(لاَ يَحِلُّ لِثَلاثَةِ نَفَرٍ يَكُوْنُوْنَ بِأَرْضِ فَلاةٍ إِلاَّ أَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ). তিন ব্যক্তি কোন খোলা ময়দানে একত্রিত হলে তাদের মধ্য হতে একজনকে ...	১২৬ দুর্বল
৫৯৮	(لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ جَعَلَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ وَالْوَلاَئِدِ يَقُلْنَ: ... তিনি (নাবী (ﷺ)) যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন মহিলা এবং শিশু ...	১৩২ দুর্বল
৬০৩	(إِنَّ لِلّهِ تَعَالَى مُجَاهِدِيْنَ فِي الأَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الشُّهَدَاءِ، أَحْيَاءً ... যমীনের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার পথের মুজাহিদরা রয়েছে যারা শহীদদের ...	১৩৮ ভিত্তিহীন
৬২৬	(مَنْ رَابَطَ فَوَاقَ نَاقَةٍ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ). যে ব্যক্তি উটের মুখ খোলা ও বন্ধ করার সমপরিমাণ সময় নিজেকে আল্লাহর ...	১৫৬ মুনকার
৬৫৫	(إِذَا انْفَلَتَتْ دَابَّةُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضِ فَلاةٍ فَلْيُنَادِ: يَا عِبَادَ اللهِ احْبِسُوْا عَلَيَّ، ... যদি তোমাদের কোন ব্যক্তির পশু মরুভূমিতে হঠাৎ করে ছুটে যায়, তাহলে ...	১৭৭ দুর্বল
৬৫৬	(إِذَا أَضَلَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا، أَوْ أَرَادَ أَحَدُكُمْ غَوْثًا، وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ ... তোমাদের কোন ব্যক্তি যদি কিছু হারিয়ে ফেলে বা তোমাদের কেউ যদি ...	১৭৮ দুর্বল
৭৩৯	(شَرُّ الْحَمِيْرِ الأَسْوَدُ الْقَصِيْرُ). ছোট কালো বর্ণের গাধা হচ্ছে নিকৃষ্টতম গাধা।	২৩৩ জাল
৭৪০	(شَرُّ الْمَالِ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ الْمَمَالِيْكُ). শেষ যামানার নিকৃষ্টতম সম্পদ হচ্ছে দাস-দাসীরা।	২৩৪ জাল
৭৪২	(عَاقِبُوْا أَرِقَّاءَكُمْ عَلَى قَدْرِ عُقُوْلِهِمْ). তোমরা তোমাদের দাসদেরকে তাদের বিবেকের মাফিক শাস্তি দাও।	২৩৫ বাতিল
৮১৪	(مَا تَشْهَدُ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ لَهْوِكُمْ إِلاَّ الرِّهَانَ وَالنِّضَالَ). ঘোড় দৌড়ে এবং তীর নিক্ষেপে প্রতিযোগিতা করা ব্যতীত অন্য কোন খেলা ...	২৯৩ নিতান্তই দুর্বল

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৮১৬	(شَهِيْدُ الْبَرِّ يُغْفَرُ لَهُ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ وَالأَمَانَةَ، وَشَهِيْدُ الْبَحْرِ ... স্থলের শহীদের ঋণ এবং আমানত ব্যতীত সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া ...	২৯৪ দুর্বল
৮১৭	(شَهِيْدُ الْبَحْرِ مِثْلُ شَهِيْدِ الْبَرِّ، وَالْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ فِي... দরিয়ার শহীদ স্থলের শহীদের ন্যায়। দরিয়ার মধ্যে ঝুলন্ত ব্যক্তি স্থলে তার ...	২৯৫ জাল
৮৩৬	(لَرِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ مُحْتَسِبًا مِنْ غَيْرِ ... রমাযান ছাড়া অন্য কোন মাসে ছাওয়াবের আশায় মুসলমানদের ইজ্জত রক্ষা ...	৩০৮ জাল

٩ــ الحج والعمرة والزيارة

৯। হাজ্জ, উমরাহ্ ও যিয়ারাহ

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৫৪২	(حُجُّوْا، فَإِنَّ الْحَجَّ يَغْسِلُ الذُّنُوْبَ كَمَا يَغْسِلُ الْمَاءُ الدَّرَنَ). তোমরা হজ্জ কর, কারণ হজ্জ গুনাহগুলোকে ধুয়ে ফেলে যেরূপ পানি ...	৯২ জাল
৫৪৩	(حُجُّوْا قَبْلَ أَنْ لاَ تُحَجُّوْا: يَقْعُدُ أَعْرَابُهَا عَلَى أَذْنَابِ أَوْدِيَتِهَا، فَلاَ يَصِلُ ... তোমাদেরকে হজ্জ করার সুযোগ না দেয়ার পূর্বেই নিজেরা হজ্জ কর। ...	৯২ বাতিল
৫৪৪	(حُجُّوْا قَبْلَ أَنْ لاَ تُحَجُّوْا، فَكَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى حَبَشِيٍّ أَصْمَعَ، أَفْدَعَ، ... তোমাদেরকে হজ্জ করার সুযোগ না দেয়ার পূর্বেই নিজেরা হজ্জ কর। আমি ...	৯৩ জাল
৬৭৯	(إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، إِنَّ اللهَ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِيْ بِهِمْ ... আরাফার দিবসে আল্লাহ তা'আলা যমীনের নিকটবর্তী আসমানে নেমে আসেন...	১৯৩ দুর্বল
৬৮০	(إِنَّ لإِبْلِيْسَ مَرَدَةً مِنَ الشَّيَاطِيْنِ يَقُوْلُ لَهُمْ: عَلَيْكُمْ بِالْحُجَّاجِ وَالْمُجَاهِدِ ... ইবলীসের অধিক আক্রমণকারী শিষ্য রয়েছে, সে তাদেরকে বলে ঃ তোমরা ...	১৯৪ নিতান্তই দুর্বল
৬৮৫	(لاَ صَرُوْرَةَ فِي الإِسْلاَمِ). ইসলামের মধ্যে কোন প্রকার বৈরাগ্যতা নেই।	১৯৮ দুর্বল
৭৪৫	(مَنْ خَرَجَ حَاجًّا فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْحَاجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ ... যে ব্যক্তি হজ্জ করতে বের হয়ে মারা যাবে, তার জন্য কিয়ামত দিবস ...	২৩৮ দুর্বল
৭৭০	(إِذَا كَانَ عَشِيَّةُ عَرَفَةَ هَبَطَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَطَّلِعُ إِلَى ... যখন আরাফার দিনের বিকাল হয় তখন আল্লাহ তা'আলা প্রথম আসমানে ...	২৪৪ জাল
৯০০	(إِنِّيْ لأَعْلَمُ أَنَّكَ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَكِنَّ هَكَذَا فَعَلَ أَبِيْ إِبْرَاهِيْمُ). অবশ্যই আমি জানি তুমি কোন ক্ষতি ও উপকার করতে পারো না। কিন্তু ...	৩৬৯ মুনকার

١٠ــ الحدود والمعاملات والأحكام

১০। শাস্তি (হাদ), পরস্পরের মাঝে লেনদেন ও আহকাম

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৫০৩	(مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ- لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ... যে ব্যক্তি কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যার ব্যাপারে অর্ধ শব্দ দ্বারা সাহায্য করবে ...	৬৭ দুর্বল
৫১৪	(لَنْ تَهْلَكَ الرَّعِيَّةُ وَإِنْ كَانَتْ ظَالِمَةً مُسِيْئَةً إِذَا كَانَتِ الْوُلاَةُ هَادِيَةً مُهْدِيَةً... প্রজারা ধ্বংস হবে না তারা নিকৃষ্ট ধরনের অত্যাচারী হলেও যদি নেতারা ...	৭৫ দুর্বল

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৫৩৮	(مَنْ وَجَدَ مَالَهُ فِي الْفَيْءِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ وَجَدَهُ بَعْدَ ... যে ব্যক্তি তার মাল বন্টন করার পূর্বে ফায়ের মালের মধ্যে পাবে তা তার ...	৮৯ দুর্বল
৫৫৩	(عَادِيُّ الأَرْضِ لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ، ثُمَّ لَكُمْ مِنْ بَعْدُ، فَمَنْ أَحْيَا ... সাধারণ যমীন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য, তারপর তোমাদের জন্য। অতএ...	৯৯ মুনকার
৫৬৬	(إِنَّ لِيْ حِرْفَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ، فَمَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِيْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا ... আমার দু'টি পেশা আছে। যে ব্যক্তি সে দু'টোকে ভালবাসবে অবশ্যই সে ...	১১০ ভিত্তিহীন
৫৭৭	(إِذَا رَأَيْتُمْ أُمَّتِيْ تَهَابُ الظَّالِمَ أَنْ تَقُوْلَ لَهُ: إِنَّكَ أَنْتَ ظَالِمٌ، فَقَدْ تُوُدِّعَ مِنْهُمْ). যখন তোমরা আমার উম্মাতকে দেখবে তারা অত্যাচারীকে এ কথা বলতে ...	১১৭ দুর্বল
৫৯০	(مَنْ أَمَرَ بِمَعْرُوْفٍ فَلْيَكُنْ أَمْرُهُ بِمَعْرُوْفٍ). যে ব্যক্তি ভাল কাজেব নির্দেশ দিবে তার কর্ম যেন ভাল হয়।	১২৭ নিতান্তই দুর্বল
৬০২	(إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ: أَنَا اللهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا، مُلْكُ الْمُلُوْكِ، وَمَالِكُ ... আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমি আল্লাহ আমি ছাড়া সত্যিকার অর্থে অন্য ...	১৩৭ নিতান্তই দুর্বল
৬০৪	(السُّلْطَانُ ظِلُّ مِنْ ظِلِّ الرَّحْمٰنِ فِي الأَرْضِ، يَأْوِيْ إِلَيْهِ كُلُّ مَظْلُوْمٍ ... যমীনে বাদশা হচ্ছে দয়াময় আল্লাহর ছায়ার একটি ছায়া। তাঁর বান্দাদের ...	১৩৮ জাল
৬৫৮	(عَجَّ حَجَرٌ إِلَى اللهِ تَعَالٰى فَقَالَ: إِلٰهِيْ وَسَيِّدِيْ عَبَدْتُكَ مُنْذُ كَذَا ... একটি পাথর আল্লাহর নিকট চিৎকার করে বলল ঃ হে আমার প্রভু, হে আমার ...	১৮০ জাল
৬৭৫	(أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَاكِسْ عَنْ دِرْهَمِكَ؛ فَإِنَّ الْمَغْبُوْنَ لاَ ... আমার নিকট জিবরীল (আ ঃ) এসে বললেন ঃ হে মুহাম্মাদ আপনার দিরহাম ...	১৯০ ভিত্তিহীন
৭০১	(إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا وَلِّيَ وَلاَيَةً تَبَاعَدَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْهُ). যখন কোন ব্যক্তিকে নেতৃত্ব প্রদান করা হয় তখন আল্লাহ তার থেকে দূরে সরে যান।	২১০ ভিত্তিহীন
৭২৩	(مَا زَنٰى عَبْدٌ قَطُّ فَأَدْمَنَ عَلَى الزِّنَا إِلاَّ ابْتُلِيَ فِيْ أَهْلِ بَيْتِهِ). কোন বান্দা যেনা করে যদি তা অব্যাহত রাখে, তাহলে অবশ্যই তাকে তার ...	২২৩ জাল
৭২৪	(مَنْ زَنٰى زُنِيَ بِهِ وَلَوْ بِحِيْطَانِ دَارِهِ). যদি কোন ব্যক্তি যেনা করে, তাহলে তার সাথে যেনা করা হবে যদিও তার ...	২২৪ জাল
৭৪৬	(لاَ هَمَّ إِلاَّ هَمُّ الدَّيْنِ، وَلاَ وَجَعَ إِلاَّ وَجَعُ الْعَيْنِ). ঋণের চিন্তাই হচ্ছে একমাত্র চিন্তা আর চোখের ব্যথাই হচ্ছে একমাত্র ব্যথা।	২৩৯ জাল
৭৫৮	(مَنْ مَشٰى مَعَ ظَالِمٍ لِيُعِيْنَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلاَمِ). যে ব্যক্তি অত্যাচারীকে অত্যাচারী হিসাবে জানার পরেও তার সাথে তাকে ...	২৫০ নিতান্তই দুর্বল
৮০৫	(إِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ عَبْدًا لِلْخِلاَفَةِ مَسَحَ يَدَهُ عَلٰى جَبْهَتِهِ). যখন আল্লাহ তা'আলা তার কোন বান্দাকে খেলাফাত দেয়ার ইচ্ছা পোষণ ...	২৮৬ জাল
৮০৬	(إِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقًا لِلْخِلاَفَةِ مَسَحَ يَدَهُ عَلٰى نَاصِيَتِهِ، ... যখন আল্লাহ তা'আলা তার কোন সৃষ্টিকে খেলাফাত দেয়ার ইচ্ছায় সৃষ্টি ...	২৮৭ জাল
৮৩৭	(مَنْ أَرْضَى السُّلْطَانَ بِمَا يُسْخِطُ اللهَ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ دِيْنِ اللهِ). যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করার দ্বারা বাদশাকে সন্তুষ্ট করবে, সে ব্যক্তি ...	৩০৯ জাল
৮৯৭	(أَعْظَمُ النَّاسِ هَمًّا الْمُؤْمِنُ الَّذِيْ يَهْتَمُّ بِأَمْرِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ). সর্বাপেক্ষা বড় চিন্তামগ্ন সেই মু'মিন ব্যক্তি যে তার দুনিয়া ও আখেরাতের বিষ ...	৩৬৭ দুর্বল

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৯২৪	(إِنَّ مِنَ الذُّنُوْبِ ذُنُوْبًا لاَ يُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَلاَ الصِّيَامُ وَلاَ الْحَجُّ ... পাপের মধ্য হতে কতিপয় পাপ রয়েছে যেগুলোকে সালাত, সিয়াম, হজ্জ ...	৩৯২ জাল
৯২৫	(إِنَّ مِنَ الذُّنُوْبِ ذُنُوْبًا لاَ يُكَفِّرُهَا صِيَامٌ وَلاَ صَلاَةٌ وَلاَ حَجٌّ وَلاَ جِهَادٌ، ... গুনাহের মধ্যে কতিপয় গুনাহ রয়েছে যাকে সিয়াম, সালাত, হজ্জ ও ...	৩৯৩ দুর্বল
৯৩১	(مَا رَفَعَ أَحَدٌ صَوْتَهُ بِغِنَاءٍ إِلاَّ بَعَثَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَيْهِ شَيْطَانَيْنِ ... কোন ব্যক্তি গানের দ্বারা তার আওয়ায উঁচু করলে আল্লাহ তা'আলা তার ...	৪০৪ নিতান্তই দুর্বল
৯৮৯	(يَوْمٌ مِنْ إِمَامٍ عَادِلٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً، وَحَدٌّ يُقَامُ فِي الأَرْضِ ... ন্যায় পরায়ণ ইমামের (নেতার) একদিন ষাট বছরের ইবাদাতের চেয়ে ...	৪৭২ দুর্বল

١١ــ الزكاة والسخاء

১১। যাকাত ও দানশীলতা

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৫৭৫	(مَا تَلَفَ مَالٌ فِيْ بَرٍّ وَلاَ بَحْرٍ إِلاَّ بِحَبْسِ الزَّكَاةِ). যাকাত দেয়া বন্ধ করে দেয়ার কারণেই ভূপৃষ্ঠে এবং সমুদ্রে সম্পদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।	১১৭ মুনকার
৫৯৪	(هَدِيَّةُ اللهِ إِلَى الْمُؤْمِنِ السَّائِلُ عَلَى بَابِهِ). মু'মিনের দরজার নিকট সাহায্য প্রার্থী হচ্ছে আল্লাহর হাদীয়া।	১৩০ জাল
৬০০	(جُبِلَتِ الْقُلُوْبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا، وَبُغْضِ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهَا). অন্তরগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে যে ব্যক্তি তার সাথে ভাল আচরণ করবে ...	১৩৪ জাল
৬২১	(مَنْ أَغَاثَ مَلْهُوْفًا كَتَبَ اللهُ لَهُ ثَلاَثًا وَسَبْعِيْنَ مَغْفِرَةً، وَاحِدَةٌ فِيْهَا ... যে ব্যক্তি মাযলূম ব্যক্তিকে সাহায্য করবে আল্লাহ তার জন্য তেহাত্তরটি ...	১৫২ জাল
৬২২	(مَا جُبِلَ وَلِيُّ اللهِ إِلاَّ عَلَى السَّخَاءِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ). আল্লাহর অলীকে সৃষ্টি করা হয়েছে দানশীলতা এবং উত্তম চরিত্র দিয়ে।	১৫৩ জাল
৬৪৬	(شَابٌّ سَفِيْهٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَيْخٍ بَخِيْلٍ عَابِدٍ، إِنَّ السَّخِيَّ قَرِيْبٌ ... বোকা দানশীল যুবক আমার নিকট কৃপণ আবেদ শাইখ হতে অতি উত্তম। ...	১৬৯ জাল
৬৬৫	(الصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ). সাদাকাহ মন্দ মৃত্যু হতে রক্ষা করে।	১৮৪ দুর্বল
৬৭০	(لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ لأَخَذْتُ فُضُوْلَ الأَغْنِيَاءِ فَقَسَمْتُهَا ... আমি যা পিছনে ছেড়ে এসেছি তা যদি আগে জানতাম, তাহলে অবশ্যই আমি ...	১৮৭ ভিত্তিহীন
৬৭৩	(قَسَمٌ مِنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيْلٌ). আল্লাহর শপথ, কৃপণ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।	১৮৯ জাল
৭৪৯	(مَنْ أَغَاثَ مَلْهُوْفًا كَتَبَ اللهُ لَهُ ثَلاَثَةً وَسَبْعِيْنَ مَغْفِرَةً وَاحِدَةٌ ... যে ব্যক্তি অত্যাচারিত ব্যক্তিকে সহযোগিতা করবে, তার জন্য আল্লাহ তা' ...	২৪১ জাল
৭৫০	(مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ لَهْفَانَ غَفَرَ اللهُ لَهُ ثَلاَثًا وَسَبْعِيْنَ مَغْفِرَةً، ... যে ব্যক্তি মু'মিন ব্যক্তির দু'টি কষ্ট দূর করে দিবে আল্লাহ তাকে তিহাত্তরবার ...	২৪২ জাল
৭৫১	(مَنْ قَضَى لأَخِيْهِ حَاجَةً كُنْتُ وَاقِفًا عِنْدَ مِيْزَانِهِ، فَإِنْ رَجَحَ وَإِلاَّ شَفَعْتُ لَهُ). যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের প্রয়োজন মিটাবে, আমি তার হিসাব নিকাশের...	২৪৪ জাল

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৭৫২	(وَجَبَتْ مُحَبَّةُ اللهِ عَلَى مَنْ أُغْضِبَ فَحَلُمَ). যে ব্যক্তি নিজেকে রাগান্বিত করে ধৈর্য্য ধারণ করে, তার উপর আল্লাহর ...	২৪৪ জাল
৭৫৩	(مَنْ قَضَى لِأَخِيْهِ الْمُسْلِمِ حَاجَةً كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَمَنْ خَدَمَ اللهَ عُمْرَهُ). যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজনীয়তাকে পূর্ণ করবে তার ওই ব্যক্তির ...	২৪৫ জাল
৭৫৪	(نِعْمَ الشَّيْءُ الْهَدِيَّةُ أَمَامَ الْحَاجَةِ). প্রয়োজনীয়তা অনুভবকারীকে সম্মুখে হাদিয়া প্রদান করা হচ্ছে সর্বোত্তম বস্তু।	২৪৬ জাল
৭৬৯	(مَنْ ذَهَبَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ فَقُضِيَتْ حَاجَتُهُ كُتِبَتْ لَهُ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ... যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজনে যাবে অতঃপর তার প্রয়োজনীয়তাকে ...	২৫৮ জাল
৭৭৮	(لَا تَصْلُحُ الصَّنِيْعَةُ إِلَّا عِنْدَ ذِيْ حَسَبٍ أَوْ دِيْنٍ، كَمَا لَا تَصْلُحُ الرِّيَاضَةُ ... আভিজাত্যের অধিকারী বা দ্বীনদার ব্যক্তির নিকট ছাড়া কর্ম সঠিক হয় না, ...	২৬৫ নিতান্তই দুর্বল
৭৭৯	(إِنَّ الْمَعْرُوْفَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا لِذِيْ دِيْنٍ، أَوْ لِذِيْ حَسَبٍ، أَوْ لِذِيْ حِلْمٍ). ভালকর্ম সুষ্ঠরূপে সম্পন্ন হতে পারে একমাত্র দ্বীনদার ব্যক্তির বা আভিজাত্য ...	২৬৬ নিতান্তই দুর্বল
৭৯১	(الضِّيَافَةُ عَلَى أَهْلِ الْوَبَرِ، وَلَيْسَتْ عَلَى أَهْلِ الْمَدَرِ). মেহমানদারী করার দায়িত্ব শহরে বসবাসকারীদের উপর, গ্রামে বসবাসকারীদে...	২৭৭ জাল
৭৯৬	(لَيْسَ لِلدَّيْنِ دَوَاءٌ إِلَّا الْقَضَاءُ وَالْوَفَاءُ وَالْحَمْدُ). পরিশোধ করা, পূর্ণ করা এবং প্রশংসা করাই হচ্ছে ঋণের একমাত্র ওষুধ।	২৮০ নিতান্তই দুর্বল
৮৩৪	(الْعَنْبَرُ لَيْسَ بِرِكَازٍ، بَلْ هُوَ لِمَنْ وَجَدَهُ). সুগন্ধি কোন ভূ-গর্ভস্থ খণি নয়, বরং যে ব্যক্তি পাবে তা তার জন্য।	৩০৭ জাল
৮৯৮	(كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ فِيْ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ كُتِبَ لَهُ صَدَقَةٌ، ... প্রত্যেকটি ভাল কর্মই সাদকাহ। কোন ব্যক্তি তার নিজের জন্য ও তার ...	৩৬৭ দুর্বল
৮৯৯	(مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقِيَ دِيْنَهُ وَعِرْضَهُ بِمَا لَهُ فَلْيَفْعَلْ). তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি তার ধর্ম ও তার যে খ্যাতি রয়েছে তা রক্ষা ...	৩৬৮ জাল
৯০৭	(أَعْتِقُوْا عَنْهُ، يُعْتِقُ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ، عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ). (হত্যাকারী) ব্যক্তির পক্ষ হতে তোমরা (দাসী) মুক্ত করো, আল্লাহ তা'আলা ...	৩৭৪ দুর্বল

١٢ـ الزواج وتربية الأولاد

১২। বিবাহ ও সন্তান প্রতিপালন

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৫৭১	(كَمْ مِنْ حَوْرَاءَ عَيْنَاءَ مَا كَانَ مَهْرُهَا إِلَّا قَبْضَةً مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ مِثْلُهَا ... কতিপয় সাদা চোখ কালো মনি বিশিষ্ট সাদা রঙের নারী রয়েছে যাদের মহর ...	১১৪ জাল
৬২৭	(مَنْ صَبَرَ عَلَى سُوْءِ خُلُقِ امْرَأَتِهِ أَعْطَاهُ اللهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا ... যে ব্যক্তি স্ত্রীর খারাপ আচরণের উপর ধৈর্য ধারণ করবে আল্লাহ তাকে সেরূপ ...	১৫৬ ভিত্তিহীন
৬৩৯	(رَكْعَتَانِ مِنَ الْمُتَزَوِّجِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ رَكْعَةً مِنَ الْأَعْزَبِ). বিবাহিত ব্যক্তির দু'রাকা'আত অবিবাহিত ব্যক্তির সত্তর রাকা'আতের চেয়েও উত্তম।	১৬৫ জাল
৬৪০	(رَكْعَتَانِ مِنَ الْمُتَأَهِّلِ خَيْرٌ مِنَ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِيْنَ رَكْعَةً مِنَ الْعَزَبِ). বিবাহিত ব্যক্তির দুই রাকা'আত সালাত অবিবাহিত ব্যক্তির বিরাশি রাকা'আ ...	১৬৫ বাতিল

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৬৫৯	(أَيُّمَا شَابٍّ تَزَوَّجَ فِي حَدَاثَةِ سِنِّهِ، عَجَّ شَيْطَانُهُ: يَا وَيْلَهُ عَصَمَ مِنِّي دِيْنَهُ). যে কোন যুবক তার অল্প বয়সে বিয়ে করলে তার শয়তান চিল্লিয়ে বলে ঃ হায় ...	১৮১ জাল
৭১৪	(النِّسَاءُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ، صِنْفٌ كَالوِعَاءِ تَحْمِلُ وَتَضَعُ، وَصِنْفٌ ... মহিলারা হচ্ছে তিন প্রকারের। এক প্রকার পাত্রের ন্যায় অন্তসত্ত্বা হয় আর ...	২১৮ মুনকার
৭৩১	(تَزَوَّجُوْا وَلَا تُطَلِّقُوْا؛ فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَهْتَزُّ لَهُ الْعَرْشُ). তোমরা বিবাহ কর তবে তালাক দিও না। কারণ তালাক দিলে তার জন্য ...	২২৯ জাল
৭৩৬	(تَزَوَّجُوْا الأَبْكَارَ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَفْتَحُ أَرْحَامًا، وَأَثْبَتُ مَوَدَّةً). তোমরা কুমারী নারীদের বিয়ে কর, কারণ তারা কথাবার্তার দিক দিয়ে ...	২৩২ জাল
৭৩৮	(تَزَوَّجُوْا الزُّرْقَ فَإِنَّ فِيْهِنَّ يُمْنًا). তোমরা নীল বর্ণ বিশিষ্ট নারীকে বিয়ে কর। কারণ তাদের মধ্যে বরকত রয়েছে।	২৩৩ জাল
৭৫৭	(مَنْ وَطِيءَ امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، فَأَصَابَهُ جُذَامٌ، ... যে ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে তার মাসিক চলাকালীন সময়ে সহবাস করবে, ...	২৪৪ দুর্বল
৭৫৯	(أَرْبَعٌ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ: أَنْ تَكُوْنَ زَوْجَتُهُ مُوَافِقَةً، وَأَوْلَادُهُ أَبْرَارًا، ... মানুষের সৌভাগ্য হচ্ছে চারটি বস্তুতে ঃ তার স্ত্রী তার মতের অনুসারী হলে, ...	২৫১ নিতান্তই দুর্বল
৭৯৭	(الإِحْصَانُ إِحْصَانَانِ: إِحْصَانُ عَفَافٍ، وَإِحْصَانُ نِكَاحٍ). সাধ্বী দু' প্রকার ঃ সচ্চরিত্রতার সাধ্বী আর বিবাহের সাধ্বী।	২৮০ জাল
৮১৩	(إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَتَبَ الْغَيْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ، وَالْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ، ... আল্লাহ তা'আলা নারীদের উপর ঈর্ষা করাকে ফরয করেছেন আর পুরুষদের ...	২৯২ মুনকার
৮৪৫	(مَا أَكْرَمَ النِّسَاءَ إِلَّا كَرِيْمٌ، وَلَا أَهَانَهُنَّ إِلَّا لَئِيْمٌ). একমাত্র সম্মানিত ব্যক্তিই নারীদের সম্মান প্রদর্শন করে। আর অপদস্থ ব্যক্তি ...	৩১৪ জাল
৯৭৮	(أَعْلِنُوْا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوْهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفُوْفِ). তোমরা এই বিবাহের প্রচার কর। বিবাহ কর মসজিদের মধ্যে এবং দফ ...	৪৬৪ দুর্বল
৯৮২	(لَا تَكُوْنُ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا. قَالَهُ الَّذِيْ زَوَّجَهُ الْمَرْأَةَ عَلَى سُوْرَةٍ مِنَ ... তোমার পরে আর কারো জন্য তা মহর হিসাবে গণ্য হবে না। কথাটি (রাসূল ...	৪৬৮ মুনকার
৯৮৩	(قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى أَنْ تُقْرِئَهَا وَتُعَلِّمَهَا، وَإِذَا رَزَقَكَ اللهُ عَوَّضْتَهَا). তোমার সাথে এ শর্তে তার বিয়ে দিলাম যে, তাকে পড়াবে ও শিক্ষা দিবে...	৪৬৮ মুনকার

١٣ـــ السيرة النبوية

১৩। রাসূল (ﷺ)-এর জীবন চরিত

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৯০৯	(يَا عَمُّ! وَاللهِ لَوْ وَضَعُوْا الشَّمْسَ فِيْ يَمِيْنِيْ، وَالْقَمَرَ فِيْ يَسَارِيْ، عَلَى ... হে আমার চাচা! আল্লাহর কসম তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম ...	৩৭৬ দুর্বল
৯১৬	(التَّوَكُّؤُ عَلَى عَصًا مِنْ أَخْلَاقِ الأَنْبِيَاءِ، كَانَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ... লাঠির উপর ভর করা নাবীগণের চরিত্রগত অভ্যাস। রাসূল (ﷺ)-এর একটি ...	৩৮৩ জাল
৯৫৭	(إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ رَفَعَ لِي الدُّنْيَا، فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ ... দুনিয়াকে আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য উঁচু করে রেখেছেন। আমি তার ...	৪৩৯ নিতান্তই দুর্বল

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৯৭২	(أَمَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّمْسَ أَنْ تَتَأَخَّرَ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ، ... নাবী (ﷺ) সূর্যকে দিনের কিছু সময়ের জন্য (অস্ত যেতে) দেরী করতে ...	৪৫৮ দুর্বল
	١٤ــ الصلاة والأذان **১৪। সালাত ও আযান**	
৫০৮	(إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُقْبَلَ رُخْصَتُهُ، كَمَا يُحِبُّ الْعَبْدُ مَغْفِرَةَ رَبِّهِ). অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুমোদন প্রাপ্ত সহজ বস্তু গ্রহণ করাকে পছন্দ ...	৭০ বাতিল
৫২০	(مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَلَيْلَةَ الأَضْحَى؛ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ). যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার রাতে জাগ্রত থাকবে, সে ব্যক্তির ...	৭৮ জাল
৫২১	(مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا لِلهِ؛ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ). যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং সাওয়াবের প্রত্যাশায় ঈদুল ফিতর এবং ...	৭৯ নিতান্তই দুর্বল
৫২২	(مَنْ أَحْيَا اللَّيَالِي الأَرْبَعَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ لَيْلَةَ التَّرْوِيَةِ وَلَيْلَةَ عَرَفَةَ ... যে ব্যক্তি চারটি রাত (ইবাদাত করণার্থে) জাগ্রত থাকবে তার জন্য ...	৭৯ জাল
৫৪৬	(لِلإِمَامِ سَكْتَتَانِ، فَاغْتَنِمُوا الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ). ইমামের জন্য দু'টি সাকতা (চুপ থাকার সময়) রয়েছে, অতএব তোমরা দুই ...	৯৪ ভিত্তিহীন
৫৪৭	(كَانَ لِلنَّبِيِّ (ﷺ) سَكْتَتَانِ، سَكْتَةٌ حِينَ كَبَّرَ، وَسَكْتَةٌ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ قِرَاءَتِهِ). নাবী (ﷺ)-এর সালাতে দু'টি সাকতা ছিল। একটি সাকতা যখন তাকবীর ...	৯৪ দুর্বল
৫৫৯	(كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ "قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ" وَ" ... তিনি জুম'আর রাতের মাগরিবের সালাতে 'কুল ইয়া আইউহাল কাফিরূন' ...	১০৪ নিতান্তই দুর্বল
৫৬০	(كَانَ يُصَلِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرِ). তিনি রামাযান মাসে জামা'আত ছাড়াই বিশ রাকা'আত এবং বিতরের সালাত পড়তেন।	১০৫ জাল
৫৬২	(كَانَ يُمَكِّنُ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ مِنَ الأَرْضِ، ثُمَّ يَقُومُ كَأَنَّهُ السَّهْمُ لاَ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ). তিনি তার কপাল এবং নাককে মাটিতে স্থিরভাবে রাখতেন। অতঃপর তিনি ...	১০৮ জাল
৫৬৮	(مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلاَةِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ). যে ব্যক্তি সালাতে তার দু'হাত উঠাবে তার সালাতই হবে না।	১১১ জাল
৫৬৯	(مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ مُلِئَ فُوهُ نَارًا). যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিছু (সূরা ফাতিহা) পাঠ করবে তার মুখকে আগুন ...	১১২ জাল
৫৭৩	(مَنْ صَلَّى خَلْفَ عَالِمٍ تَقِيٍّ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى خَلْفَ نَبِيٍّ). যে ব্যক্তি পরহেযগার আলেমের পিছনে সালাত আদায় করলো, সে যেন ...	১১৬ ভিত্তিহীন
৫৯১	(مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ، إِلاَّ وَرَاءَ الإِمَامِ). যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে ছাড়া সূরা ফাতিহা ব্যতীত এক রাকা'আত সালাত ...	১২৭ দুর্বল
৬০৮	(لِيَؤُمَّكُمْ أَحْسَنُكُمْ وَجْهًا؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَن يَكُونَ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا، ... তোমাদের ইমামতি করবে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর চেহারার ...	১৪২ জাল
৬০৯	(إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ ... তারা যখন তিন ব্যক্তি একত্রিত হবে তখন তাদের মধ্যের কিতাবুল্লাহকে ...	১৪৩ মুনকার

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৬১৪	(إِنَّ لِلّٰهِ تَعَالَى فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ سِتُّمِائَةِ أَلْفِ عَتِيْقٍ مِنَ النَّارِ، ... প্রত্যেক জুম'আর দিবসে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুন হতে ছয় ..	১৪৭ মুনকার
৬২০	(مَنْ أَصْبَحَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَائِمًا، وَعَادَ مَرِيْضًا، وَأَطْعَمَ مِسْكِيْنًا وَشَيَّعَ ... যে ব্যক্তি জুম'আর দিবসে রোযা অবস্থায় সকাল করবে, রোগীর সেবা করবে, ...	১৫২ জাল
৬৫৪	(ثَلَاثٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيْمَانٍ دَخَلَ أَيَّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ، وَزُوِّجَ ... যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে তিনটি কাজ করবে, সে যে দরজা দিয়ে চায় জান্নাতে প্রবে ...	১৭৬ নিতান্তই দুর্বল
৬৫৭	(مَنْ تَرَكَ أَرْبَعَ جُمُعَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ). যে ব্যক্তি বিনা কারণে চার জুম'আহ (সালাতুল জুম'আহ) ছেড়ে দিবে, সে ...	১৭৯ দুর্বল
৬৬০	(كَانَ إِذَا صَلَّى مَسَحَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِهِ وَيَقُوْلُ: بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ ... তিনি যখন সালাত আদায় করতেন তখন তাঁর ডান হাত দ্বারা তাঁর মাথা ...	১৮১ নিতান্তই দুর্বল
৬৮১	(عَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ بَيْنَ الْعِشَائَيْنِ؛ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِمُلَاغَاةِ أَوَّلِ النَّهَارِ، وَتَذْهَبُ.. দুই ইশার মধ্যে তোমরা সালাত আদায় কর। কারণ তা দিনের প্রথম প্রহরের ...	১৯৫ জাল
৬৮৯	(زَيْنُ الصَّلَاةِ الْحِذَاءُ). সালাতের সৌন্দর্য হচ্ছে পাদুকা পরিধানে।	২০১ জাল
৭০৬	(كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ: "حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ" قَالَ: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مُفْلِحِيْنَ). তিনি যখন মুয়াযিযনকে বলতে শুনতেন ঃ কল্যাণের দিকে আস, তখন তিনি ...	২১২ জাল
৭১১	(إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْمُوْا؛ فَإِنَّهَا عَزْمَةٌ مِنَ اللهِ). তোমরা যখন (আযানের) আওয়ায শুনবে, তখন দাঁড়িয়ে যাবে। কারণ তা ...	২১৭ জাল
৭৬৫	(تَذْهَبُ الْأَرَضُوْنَ كُلُّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا الْمَسَاجِدَ؛ فَإِنَّهَا تَنْضَمُّ بَعْضُهَا إِلَى... মসজিদের স্থানগুলো ব্যতীত কিয়ামতের দিন সকল যমীন চলে যাবে। কারণ ...	২৫৫ জাল
৭৭৪	(يُحْشَرُ الْمُؤَذِّنُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نُوْقٍ مِنْ نُوْقِ الْجَنَّةِ يَقْدُمُهُمْ بِلَالٌ، ... কিয়ামতের দিন মুয়াযযিনদেরকে জান্নাতী উটনীগুলোর উপর আরোহণ ...	২৬৩ জাল
৭৭৫	(يَجِيءُ بِلَالٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَاحِلَةٍ رَحْلُهَا ذَهَبٌ وَزِمَامُهَا دُرٌّ وَيَاقُوْتٌ، ... কিয়ামতের দিন বিলাল একটি আরোহীর উপর আরোহণ করে আসবে। ...	২৬৩ জাল
৮২৬	(دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، فَرَأَيْتُ فِيْهَا جَنَابِذَ مِنْ لُؤْلُؤٍ، تُرَابُهَا الْمِسْكُ، فَقُلْتُ: ... আমি জান্নাতে প্রবেশ করে দেখলাম তাতে মতির তৈরি বহু উঁচু টিলা, যার ...	৩০০ জাল
৮৪৮	(مَنْ أَذَّنَ سَنَةً عَلَى نِيَّةٍ صَادِقَةٍ، لَا يَطْلُبُ عَلَيْهَا أَجْرًا حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ... যে ব্যক্তি সঠিক নিয়্যতের সাথে এক বছর আযান দিবে, তার জন্য কোন ...	৩১৭ জাল
৮৪৯	(مَنْ حَافَظَ عَلَى الْأَذَانِ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ). যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে এক বছর আযান দিবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে..	৩১৭ জাল
৮৫০	(مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِيْنَ مُحْتَسِبًا كَتَبَ اللهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ). যে ব্যক্তি সাত বছর ছাওয়াবের প্রত্যাশায় আযান দিবে, আল্লাহ তা'আলা ...	৩১৮ নিতান্তই দুর্বল
৮৫১	(مَنْ أَذَّنَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، ... যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে ঈমানের সাথে ছাওয়াবের প্রত্যাশায় আযান ...	৩১৯ দুর্বল
৮৫২	(الْمُؤَذِّنُ الْمُحْتَسِبُ كَالشَّهِيْدِ الْمُتَشَحِّطِ فِيْ دَمِهِ، يَتَمَنَّى عَلَى اللهِ مَا... ছাওয়াব প্রত্যাশী মুয়াযযিন নিজ রক্তে রঞ্জিত শহীদের ন্যায়। সে আযান ও ...	৩২০ দুর্বল

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৮৫৩	(الْمُؤَذِّنُ الْمُحْتَسِبُ كَالشَّهِيْدِ يَتَشَحَّطُ فِيْ دَمِهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ أَذَانِهِ، ... ছাওয়াব প্রত্যাশী মুয়ায্যিন নিজ রক্তে রঞ্জিত শহীদের ন্যায় যতক্ষণ পর্যন্ত ...	৩২০ নিতান্তই দুর্বল
৮৭৩	(إِنَّ مِنَ الْجَفَاءِ أَن يَّمْسَحَ الرَّجُلُ جَبِيْنَهُ قَبْلَ أَن يَّفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، ... কোন ব্যক্তির তার সালাত শেষ করার পূর্বেই তার কপাল মুছে ফেলা, তার ...	৩৩৯ নিতান্তই দুর্বল
৮৭৯	(لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ، وَلَا جُمُعَةٌ وَلَا اغْتِسَالُ جُمُعَةٍ، ... নারীদের উপর আযান, ইকামাত, জুম'আহর সালাত, জুম'আর দিনের গোছল ...	৩৪৩ জাল
৮৯১	(كَانَ بِلَالٌ إِذَا أَرَادَ أَن يُّقِيْمَ الصَّلَاةَ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ ... বিলাল যখন সালাতের ইকামাত দেয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন বলতেন : ...	৩৬২ জাল
৯০১	(خَصْلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِيْ أَعْنَاقِ الْمُؤَذِّنِيْنَ لِلْمُسْلِمِيْنَ: صَلَاتُهُمْ وَصِيَامُهُمْ). মুসলমানদের জন্য মুয়ায্যিনদের কাঁধে দু'টি অভ্যাস ঝুলন্ত থাকে। তাদের ...	৩৭০ জাল
৯১৭	(لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيْقَ إِلَّا فِيْ مِصْرٍ جَامِعٍ). শহরের জামে মসজিদ ছাড়া জুম'আহ ও ঈদের সালাত নেই।	৩৮৩ ভিত্তিহীন
৯১৮	(أَخِّرُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ. يَعْنِي النِّسَاءَ). তাদেরকে তোমরা পিছনে করে দাও যেভাবে আল্লাহ তাদেরকে পিছনে ...	৩৮৬ ভিত্তিহীন
৯২১	(إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّفِّ وَقَدْ تَمَّ، فَلْيَجْبِذْ إِلَيْهِ رَجُلًا يُقِيْمُهُ إِلَى جَنْبِهِ). তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন কাতারের নিকট পৌঁছবে এমতাবস্থায় যে, তা ...	৩৯০ দুর্বল
৯২২	(أَلَا دَخَلْتَ فِي الصَّفِّ، أَوْ جَذَبْتَ رَجُلًا صَلَّى مَعَكَ؟! أَعِدِ الصَّلَاةَ). তুমি কাতারে প্রবেশ করোনি কিংবা কোন ব্যক্তিকে টেনে নাওনি যাতে করে ...	৩৯০ নিতান্তই দুর্বল
৯২৪	(رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِيْ ... আমি রাসূল (ﷺ)-কে বানূ সাহাম গোত্রের দরযার নিচে সালাত আদায় ...	৩৯৫ দুর্বল
৯২৯	(كَانَ يَخِرُّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَلَا يَتَّكِئُ). তিনি তার দু' হাঁটুর উপর ভর করে সিজদায় যেতেন। কোন ঠেস লাগাতেন না।	৩৯৭ দুর্বল
৯৪৩	(كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ لَا يَعُوْدُ). তিনি যখন সালাত শুরু করতেন তখন তাঁর দু' হাত উত্তোলন করতেন। অতঃ...	৪১৬ বাতিল
৯৪৫	(كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ، وَيَنْهَى عَنْهَا، وَيُوَاصِلُ وَيَنْهَى عَنِ الْوِصَالِ). তিনি আসরের পরে সালাত আদায় করতেন এবং তা হতে নিষেধ করতেন। ...	৪২১ মুনকার
৯৪৬	(قَدِمَ عَلَيَّ مَالٌ فَشَغَلَنِيْ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ، ... আমার নিকট সম্পদ আসলে তা আমাকে যোহরের পরে যে দু' রাকা'আত ...	৪২২ মুনকার
৯৪৯	(كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظُّهْرِ بِالْهَاجِرَةِ، ... আমরা রাসূল (ﷺ)-এর সাথে দুপুরের সময় যোহরের সালাত আদায় ...	৪২৬ দুর্বল
৯৫১	(كَانَ إِذَا أَمَّنَ أَمَّنَ مَنْ خَلْفَهُ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ ضَجَّةً). যখন তিনি আমীন বলতেন তখন তাঁর পিছনের ব্যক্তিও আমীন বলত। ...	৪৩০ ভিত্তিহীন
৯৫২	(كَانَ إِذَا تَلَا {غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ} قَالَ: آمِيْنَ، حَتَّى ... তিনি যখন গায়রিল মাগযূবে আলাইহিম ওয়ালায যাল্লীন তেলাওয়াত করতেন ...	৪৩০ দুর্বল
৯৫৩	(إِذَا نَامَ الْعَبْدُ فِيْ سُجُوْدِهِ بَاهَى اللهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ مَلَائِكَتَهُ، قَالَ: ... বান্দা যখন তার সাজদার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে ...	৪৩৩ দুর্বল

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৯৫৫	(يَا مُعَاذُ إِذَا كَانَ فِي الشِّتَاءِ فَغَلِّسْ بِالْفَجْرِ، وَأَطِلِ الْقِرَاءَةَ قَدْرَ مَا... হে মু'য়ায! যখন শীতের সময় হবে তখন ফজরের সালাতকে গালাসে ...	৪৩৫ জাল
৯৬৩	(كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الأَضْحَى عَلَى الْمِنْبَرِ). তিনি জুম‘আহ, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে মিম্বারের উপর খুতবাহ ...	৪৪৪ দুর্বল
৯৬৪	(كَانَ إِذَا قَامَ يَخْطُبُ أَخَذَ عَصًا فَتَوَكَّأَ عَلَيْهَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ). তিনি যখন খুৎবাহ দেয়ার জন্য দাঁড়াতেন, তখন তিনি মিম্বারের উপর একটি ...	৪৪৫ ভিত্তিহীন
৯৬৭	(نَهَى أَن يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلاَةِ). কোন ব্যক্তি যখন তার সালাতের জন্য দাঁড়াবে, তখন তিনি তার হাতের ...	৪৫০ মুনকার
৯৬৮	(مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ إِذَا نَهَضَ الرَّجُلُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ... ফরয সালাতের মধ্যে সুন্নাত হচ্ছে এই যে, যখন কোন ব্যক্তি তার প্রথম ...	৪৫২ দুর্বল
৯৭০	(إِذَا فَرِغَ الرَّجُلُ مِنْ صَلاَتِهِ فَقَالَ: رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِيْنًا، ... যখন কোন ব্যক্তি তার সালাত শেষ করে বলবে ঃ আমি প্রভু হিসাবে ...	৪৫৪ জাল
৯৭৩	(لَوْ بُنِيَ هَذَا الْمَسْجِدُ إِلَى صَنْعَاءَ كَانَ مَسْجِدِيْ). যদি এ মসজিদ সান‘আ পর্যন্ত (সম্প্রসারণ করে) বানানো হয়, তাহলেও তা ...	৪৫৯ নিতান্তই দুর্বল
৯৭৪	(لَوْ زِدْنَا فِيْ مَسْجِدِنَا. وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ). যদি আমাদের মসজিদ সম্প্রসারণ করতাম। এমতাবস্থায় তিনি তার হাত ...	৪৬০ নিতান্তই দুর্বল
৯৭৭	(إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ فَلاَ يَرْكَعْ دُوْنَ الصَّفِّ حَتَّى يَأْخُذَ مَكَانَهُ مِنَ الصَّفِّ). যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি সালাতের জন্য আসবে তখন সে কাতারে তার ...	৪৬৪ দুর্বল
৯৮৪	(كَانَ يَسْتَحِبُّ أَن يُصَلِّيَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ حِيْنَ تَرْتَفِعُ الشَّمْسُ أَرْبَعَ ... তিনি অর্ধ দিবসের পরে সূর্য উপরে উঠে যাওয়ার সময় চার রাকা‘আত ...	৪৬৯ নিতান্তই দুর্বল
৯৮৫	(مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلاَتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ). যে ব্যক্তির সালাত তাকে তার নির্লজ্জ ও অশোভনীয় কাজ হতে বিরত করে না...	৪৭০ মুনকার
৯৮৬	(إِذَا خَلَعَ أَحَدُكُمْ نَعْلَيْهِ فِي الصَّلاَةِ، فَلاَ يَجْعَلْهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَأْثَمُ بِهِمَا، ... সালাতের মধ্যে তোমাদের কেউ যখন তার জুতা দু'টি খুলে নিবে, তখন সে ...	৪৭০ নিতান্তই দুর্বল
৯৮৭	(إِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ فِيْ نَعْلَيْكَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَضَعْهُمَا تَحْتَ قَدَمَيْكَ، ... তুমি যখন সালাত আদায় করবে তখন তোমার জুতা দু'টি পরিধান করেই ...	৪৭১ মুনকার
৯৮৮	(أَلْزِمْ نَعْلَيْكَ قَدَمَيْكَ، فَإِنْ خَلَعْتَهُمَا فَاجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ، وَلاَ تَجْعَلْهُمَا ... তুমি তোমার দু' পায়ে জুতা দু'টি পরিধান করে থাক। যদি তুমি সে দু'টি ...	৪৭২ নিতান্তই দুর্বল
৯৯১	(مَنْ صَلَّى صَلاَةً مَكْتُوبَةً مَعَ الإِمَامِ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِيْ سَكَتَاتِهِ، ... যে ব্যক্তি ইমামের সাথে ফরয সালাত আদায় করবে সে ‘সূরা ফাতিহা’ তার...	৪৭৪ নিতান্তই দুর্বল
৯৯২	(إِذَا كُنْتَ مَعَ الإِمَامِ فَاقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ قَبْلَهُ إِذَا سَكَتَ). তুমি যদি ইমামের সাথে থাক তাহলে যখন সে চুপ থাকবে তখন তার পূর্বেই ...	৪৭৬ দুর্বল
৯৯৩	(مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ). যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে পাঠ করবে তার সালাতই হবে না।	৪৭৭ বাতিল

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
	١٦ــ الصيام والقيام **১৫। সিয়াম ও কিয়াম**	
৫১৮	(مَن اعْتَكَفَ عَشْرًا فِي رَمَضَانَ كَانَ كَحَجَّتَيْنِ وَعُمْرَتَيْنِ). যে ব্যক্তি রামাযান মাসে দশদিন ই'তিকাফ করবে তা তার জন্য দুটি হজ্জ ...	৭৭ জাল
৫১৯	(إِنَّ هَاتَيْنِ صَامَتَا عَمَّا أَحَلَّ اللهُ، وَأَفْطَرَتَا عَلَى مَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ ... এই দুই নারী হালাল বস্তু পানাহার করা হতে সওম পালন করেছে। আল্লাহ ...	৭৮ দুর্বল
৬২৩	(مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْحَضَرِ فَلْيُهْدِ بَدَنَةً، فَإِن ... যে ব্যক্তি রামাযান মাসে হাযারে (সফরে না থেকে) থেকে একদিন রোযা ...	১৫৪ জাল
৬২৪	(مَن اكْتَحَلَ بِالإِثْمِدِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ لَمْ يَرْمَدْ أَبَدًا). যে ব্যক্তি আশুরার দিবসে ইছমিদ নামক পাথরে সুরমা ব্যবহার করবে। সে ...	১৫৫ জাল
৬৫৩	(الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ وَإِنْ كَانَ رَاقِدًا عَلَى فِرَاشِهِ). রোযাদারকে ইবাদাতের মধ্যে গণ্য করা হবে যদিও সে তার বিছানায় শুয়ে থাকে।	১৭৫ দুর্বল
৬৯৬	(لا بَأسَ بِقَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ مُفَرَّقًا). রমাযান মাসের বাকী রোযা ছেড়ে ছেড়ে মাঝে মধ্যে আদায় করাতে কোন ...	২০৫ দুর্বল
৮৩১	(رَمَضَانُ بِالْمَدِيْنَةِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَمَضَانَ فِيْمَا سِوَاهَا مِنَ الْبُلْدَانِ... মদীনায় এক রমাযান অবস্থান করা অন্য দেশে এক হাজার রমাযান অবস্থান ...	৩০৩ বাতিল
৮৩২	(مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ فَصَامَ وَقَامَ مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ لَهُ، كَتَبَ اللهُ لَهُ ... যে ব্যক্তি মক্কায় রমাযান মাস পাবে, অতঃপর সওম পালন করবে এবং যতটু ...	৩০৫ জাল
৮৩৮	(مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ، وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ، لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ... যে ব্যক্তি রমাযান পেল এমতাবস্থায় যে, তার উপর বিগত রমাযানের কিছু ...	৩০৯ দুর্বল
৮৭১	(يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيْمٌ، شَهْرٌ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ ... হে লোকেরা! তোমাদের নিকট এক মহান মাস আগমন করেছে। যে মাসের ...	৩৩৬ মুনকার
৯৩২	(مَنْ أَفْطَرَ (يَعْنِي فِي السَّفَرِ) فَرُخْصَةٌ، مَنْ صَامَ فَالصَّوْمُ أَفْضَلُ). যে ব্যক্তি সফরে ইফতার করবে তাতে তার জন্য অনুমতি রয়েছে। তবে যে ...	৪০৫ দুর্বল শায
৯৫৮	(كَانَ لا يَمَسُّ مِنْ وَجْهِي شَيْئًا وَأَنَا صَائِمَةٌ. قَالَتْهُ عَائِشَةُ). আমি সওম পালন করা অবস্থায় তিনি আমার চেহারার কোন কিছুই স্পর্শ ...	৪৪০ মুনকার
৯৬১	(إِنَّمَا الإِفْطَارُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ). কিছু প্রবেশ করলে সওম ছেড়ে দিতে হবে, কিছু বের হলে ছাড়তে হবে না।	৪৪৩ দুর্বল
৯৮১	(مَنْ كَانَتْ لَهُ حَمُوْلَةٌ تَأْوِي إِلَى شِبَعٍ {وَرِيٍّ}، فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ .... যে ব্যক্তির নিকট বাহন বোঝাই মাল থাকবে যা তাকে তৃপ্ত অবস্থার দিকে ...	৪৬৭ দুর্বল
৯৯৬	(كَانَ يُحِبُّ أَن يُفْطِرَ عَلَى ثَلاثِ تَمَرَاتٍ، أَوْ شَيْءٍ لَمْ تُصِبْهُ النَّارُ). তিনি তিনটি খেজুর দ্বারা ইফতার করাকে ভালবাসতেন কিংবা এমন কিছু ...	৪৮২ নিতান্তই দুর্বল
	১৬। চিকিৎসা ١٦ــ الطب	

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৭১০	(كَانَ يَسْتَعِطُ بِدُهْنِ الْجُلْجَانِ إِذَا وَجِعَ رَأْسَهُ. يَعْنِيْ دُهْنَ السِّمْسِمِ). যখন তাঁর মাথা ব্যথা করত তখন তিনি তিল বীজের তেল নাকে ঔষুধ ...	২১৬ সহীহ্ নয়
৭৬২	(مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلَاثَ غَدَوَاتٍ كُلَّ شَهْرٍ لَمْ يُصِبْهُ عَظِيْمٌ مِنَ الْبَلَاءِ). যে ব্যক্তি প্রতি মাসের তিন ভোর বেলা মধু চেটে খাবে তাকে বড় ধরনের ...	২৫৩ দুর্বল
৭৬৩	(مَنْ شَرِبَ الْعَسَلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ عَلَى الرِّيْقِ عُوْفِيَ مِنَ الدَّاءِ ... যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন থুথু মিশিয়ে মধু পান করবে তাকে বড় ধরনের ...	২৫৫ জাল
	١٧ـــ الطهارة والوضوء **১৭। পবিত্রতা ও উযূ**	
৫১৩	(غَسْلُ الإِنَاءِ، وَطَهَارَةُ الْفِنَاءِ يُوْرِثَانِ الْغِنَى). পাত্র ধৈত করা এবং আঙ্গিণা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা স্বাবলম্বী করে।	৭৫ জাল
৫৩৪	(الْهِرُّ سَبُعٌ). বিড়াল হচ্ছে হিংস্র জন্তু।	৮৮ দুর্বল
৬২৯	(مَنْ بَاتَ عَلَى طَهَارَةٍ ثُمَّ مَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ مَاتَ شَهِيْدًا). যে ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় রাত্রি যাপন করবে, অতঃপর সে রাতেই মারা যাবে ...	১৫৭ জাল
৬৪২	(السِّوَاكُ يُزِيْدُ الرَّجُلَ فَصَاحَةً). মিসওয়াক ব্যক্তির বাকপটুতা বৃদ্ধি করে।	১৬৭ জাল
৭৪৪	(مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عُنُقَهُ لَمْ يُغَلَّ بِالأَغْلَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). যে ব্যক্তি উযূ করল এবং তার কাঁধ মাসাহ করল, তাকে কিয়ামতের দিন গলা ...	২৩৬ জাল
৭৯৮	(عَلَيْكُمْ بِغَسْلِ الدُّبُرِ، فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْبَاسُوْرِ). তোমাদের উচিত পশ্চাত ভাগ (পাছা) ধুয়ে ফেলা, কারণ তা অশ্ব রোগকে নিয়ে.	২৮১ জাল
৮১৮	(لَا تَتَوَضَّؤُوْا فِي الْكَنِيْفِ الَّذِيْ تَبُوْلُوْنَ فِيْهِ؛ فَإِنَّ وَضُوْءَ الْمُؤْمِنِ يُوْزَنُ ... তোমরা সেই পায়খানার মধ্যে উযূ করো না যাতে তোমরা পেশাব করো। ...	২৯৬ জাল
৮৩৯	(مَنْ أَسْبَغَ الْوُضُوْءَ فِي الْبَرْدِ الشَّدِيْدِ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ كِفْلَانِ). যে ব্যক্তি প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে পূর্ণ করে উযূ করবে, তার দ্বিগুণ ছাওয়াব হবে।	৩১০ নিতান্তই দুর্বল
৮৪০	(مَنْ أَسْبَغَ الْوُضُوْءَ فِي الْبَرْدِ الشَّدِيْدِ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ كِفْلَانِ، ... যে ব্যক্তি প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে পূর্ণ করে উযূ করবে, তার দ্বিগুণ ছাওয়াব হবে। ...	৩১১ জাল
৯০৩	(إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَأَشْرِبُوْا أَعْيُنَكُمْ الْمَاءَ، وَلَا تَنْفُضُوْا أَيْدِيَكُمْ مِنَ الْمَاءِ؛ ... তোমরা যখন উযূ করবে তখন তোমাদের চোখগুলোতে পানি দিবে। তোমাদে ...	৩৭১ জাল
৯৩০	(مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا، فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ). যে ব্যক্তি জানাবাতের গোসলে একটি চুল পরিমাণ স্থান না ধুয়ে ছেড়ে দিবে, ...	৪০২ দুর্বল
৯৩৪	(لَا تَبُلْ قَائِمًا). তুমি দাঁড়িয়ে পেশাব কর না।	৪০৭ দুর্বল
৯৩৭	(إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْضِهَا، نَقَضَتْ شَعْرَهَا، وَغَسَلَتْ بِالْخَطْمِيِّ ... মহিলা যখন তার মাসিক হতে (পবিত্রতার জন্য) গোসল করবে তখন সে ...	৪১১ দুর্বল

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৯৩৯	(اسْتَاكُوا وَتَنَظَّفُوا، وَأَوْتِرُوا فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ). তোমরা মিসওয়াক কর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হও এবং বেত্র আদায় কর। ...	৪১৩ দুর্বল
৯৪৪	(نَهَى أَنْ يَبُوْلَ الرَّجُلُ وَفَرْجُهُ بَادٍ إِلَى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ). তিনি কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার গুপ্তাঙ্গকে সূর্য ও চন্দ্রের দিকে প্রকাশ করে ...	৪২০ বাতিল
৯৪৭	(اسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدَتِيَ الْقِبْلَةَ). তোমরা আমার বসার স্থানের কিবলাহ মুখী হও।	৪২৩ মুনকার
৯৪৮	(إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَالْبُزَاقِ، وَإِنَّمَا يَكْفِيْكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ... সেটি (মানী) থুথু ও কপের স্থলাভিষিক্ত। তুমি তাকে নেকড়া বা ইযখির ...	৪২৫ মুনকার
৯৫৪	(مَنِ اسْتَحَقَّ النَّوْمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوْءُ). যে ব্যক্তি ঘুমের উপযোগী হবে তার উপর উযূ করা ওয়াজিব।	৪৩৪ শায
৯৫৯	(الْوُضُوْءُ مِمَّا خَرَجَ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ). কিছু বের হলে তাতে উযূ করতে হবে, কিছু প্রবেশ করলে তাতে উযূ করতে ...	৪৪১ মুনকার
৯৬০	(إِنَّمَا الْوُضُوْءُ عَلَيْنَا مِمَّا خَرَجَ، وَلَيْسَ عَلَيْنَا مِمَّا دَخَلَ). কিছু বের হলে তাতে আমাদেরকে উযূ করতে হবে। কিছু প্রবেশ করলে ...	৪৪২ নিতান্তই দুর্বল
৯৬৯	(أَوَلاَ يَجِدُ أَحَدُكُمْ ثَلاَثَةَ أَحْجَارٍ: حَجَرَيْنِ لِلصَّفْحَتَيْنِ وَحَجَرًا لِلْمَسْرُبَةِ). তোমাদের কেউ কি তিনটি পাথর পাবে না, দু'টি দুই পার্শ্বের জন্য আর ...	৪৫৩ দুর্বল
৯৭৬	(إِنِّيْ لأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ، يَعْنِي الْجِمَاعَ بِدُوْنِ إِنْزَالٍ). আমি ও এই (নারী) তা করি অতঃপর গোছল করি। অর্থাৎ সহবাস করি বীর্য ...	৪৬২ দুর্বল
৯৯৫	(خُذُوا لِلرَّأْسِ مَاءً جَدِيْدًا). তোমরা মাথার (মাসার) জন্য নতুন পানি গ্রহণ কর।	৪৮০ নিতান্তই দুর্বল
৯৯৯	(إِنَّ الْقُبْلَةَ لاَ تَنْقُضُ الْوُضُوْءَ وَلاَ تُفْطِرُ الصَّائِمَ). চুমু দেয়া উযূ ভঙ্গ করে না আর সওমও ভাঙ্গে না।	৪৮৪ দুর্বল
১০০০	(تَوَضَّأْ وُضُوْءًا حَسَنًا، ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ. قَالَهُ لِمَنْ قَبَّلَ امْرَأَةً). তুমি ভালভাবে উযূ কর, অতঃপর দাঁড়াও ও সালাত আদায় কর। তিনি তা ...	৪৮৫ দুর্বল

١٨ـ العلم والحديث النبوي

১৮। ইল্‌ম ও হাদীছুন নাবাবী

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৫৫১	(مَنْ قَلَّدَ عَالِمًا لَقِيَ اللهَ سَالِمًا) যে ব্যক্তি আলেমের তাকলীদ করবে সে আল্লাহর সাথে নিরাপদে মিলিত হবে।	৯৮ ভিত্তিহীন
৫৫৫	(مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُصْلِحَ مَعِيْشَتَهُ، وَلَيْسَ مِنْ حُبِّكَ ... মুসলিম ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হচ্ছে তার জীবন ধারণকে সঠিকভাবে ...	১০২ নিতান্তই দুর্বল
৫৫৬	(مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ رِفْقُهُ فِي مَعِيْشَتِهِ). ব্যক্তির জ্ঞানের পরিচয় হচ্ছে তার জীবন ধারণের ক্ষেত্রে নম্রতা অবলম্বন করা।	১০২ দুর্বল
৬১৮	(مَثَلُ الَّذِيْ يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ فِي صِغَرِهِ كَالنَّقْشِ فِي الْحَجَرِ، وَمَثَلُ الَّذِيْ ... যে ব্যক্তি তার বাল্যকালে জ্ঞান শিক্ষা করবে তার উদাহরণ পাথরে নকশা ...	১৫০ জাল

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৬১৯	(مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَهُوَ شَابٌّ كَانَ بِمَنْزِلَةِ وَسْمٍ فِي حَجَرٍ، وَمَنْ تَعَلَّمَهُ ... যে ব্যক্তি যুবক থাকা অবস্থায় জ্ঞান অর্জন করল সে ব্যক্তি পাথরের উপর ...	১৫১ জাল
৭১২	(نِعْمَ الرَّجُلُ الْفَقِيهُ، إِنِ احْتِيجَ إِلَيْهِ انْتَفَعَ بِهِ، وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ أَغْنَى ... সেই ফাকীহ ব্যক্তি সর্বোত্তম যার মুখাপেক্ষী হলে তা দ্বারা সে উপকৃত হয় ...	২১৭ জাল
৭০০	(أَيُّمَا نَاشِئٍ نَشَأَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ حَتَّى يَكْبَرَ وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ ... যে কোন ব্যক্তি ছোট হতে বড় হওয়া পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ ও ইবাদাতের ...	২০৯ নিতান্তই দুর্বল
৭৩৪	(أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِالْفَقِيهِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: مَنْ لاَ يُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، ... আমি কি তোমাদের ফাকীহ সম্পর্কে সংবাদ দিব না? তারা বলল ঃ জি হ্যাঁ, ...	২৩১ মুনকার
৭৫৬	(الأَمْرُ الْمُفْظِعُ، وَالْحِمْلُ الْمُضْلِعُ، وَالشَّرُّ الَّذِي لاَ يَنْقَطِعُ إِظْهَارُ الْبِدَعِ). ভয়ানক কর্ম, বক্রতাকে বহন করা ও অব্যাহত নিকৃষ্ট কর্ম হচ্ছে বিদ্'আতকে...	২৪৯ নিতান্তই দুর্বল
৭৬৬	(أَرْبَعٌ لاَ يَشْبَعْنَ مِنْ أَرْبَعٍ: أَرْضٌ مِنْ مَطَرٍ، وَأُنْثَى مِنْ ذَكَرٍ، وَعَيْنٌ ... চারটি জিনিস চারটি বস্তু হতে তৃপ্ত হয় না ঃ যমীন বৃষ্টিতে, নারী পুরুষে, ...	২৫৬ জাল
৭৮২	(الْمُتَعَبِّدُ بِلاَ فِقْهٍ كَالْحِمَارِ فِي الطَّاحُونَةِ). না বুঝে ইবাদাতকারী যাঁতা (পেষণ যন্ত্রের) ঘুরানো গাধার ন্যায়।	২৬৯ জাল
৭৮৩	(تَنَاصَحُوا فِي الْعِلْمِ؛ فَإِنَّ خِيَانَةَ أَحَدِكُمْ فِي عِلْمِهِ أَشَدُّ مِنْ خِيَانَتِهِ فِي مَالِهِ... তোমরা পরস্পরে জ্ঞানের ব্যাপারে নসিহত কর। কারণ তোমাদের কোন ...	২৭০ জাল
৮২০	(أَجْوَعُ النَّاسِ طَالِبُ الْعِلْمِ، وَأَشْبَعُهُمُ الَّذِي لاَ يَبْتَغِيهِ). সর্বাপেক্ষা ক্ষুধার্ত ব্যক্তি হচ্ছে জ্ঞান অর্জনকারী আর সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা ...	২৯৬ জাল
৮২১	(احْتَبِسُوا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ضَالَّتَهُمْ، قَالُوا: وَمَا ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: الْعِلْمُ). তোমরা মু'মিনদের হারিয়ে যাওয়া বস্তুকে আটক করো। তারা বললো ঃ ...	২৯৭ জাল
৮২২	(إِذَا كَتَبْتُمُ الْحَدِيثَ فَاكْتُبُوهُ بِإِسْنَادِهِ، فَإِنْ يَكُ حَقًّا كُنْتُمْ شَرِيكًا فِي الأَجْرِ، ... তোমরা যখন হাদীছ লিখবে, তখন তা সনদসহ লিখ। কারণ যদি হাদীছটি ...	২৯৮ জাল
৮৫৫	(أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى الْخُلَفَاءِ مِنِّي وَمِنْ أَصْحَابِي وَمِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي؟ ... আমি কি তোমাদেরকে আমার, আমার সাথীদের ও আমার পূর্বের নাবীগণের ...	৩২৩ জাল
৮৬০	(إِذَا أَرَادَ اللهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا فَقَّهَهُمْ فِي الدِّينِ، وَوَقَّرَ صَغِيرُهُمْ ... যখন আল্লাহ তা'আলা কোন পরিবারের মধ্যে কল্যাণ কামনা করেন, তখন ...	৩২৬ জাল
৮৬১	(ضَعِ الْقَلَمَ عَلَى أُذُنِكَ؛ فَإِنَّهُ أَذْكَرُ لِلْمُمْلِي). তুমি তোমার কানে কলম রাখ। কারণ তা লেখককে বেশী স্মরণ করিয়ে দেয়।	৩২৭ জাল
৮৬২	(إِذَا كَتَبْتَ فَضَعْ قَلَمَكَ عَلَى أُذُنِكَ؛ فَإِنَّهُ أَذْكَرُ لَكَ). যখন তুমি লিখবে তখন তোমার কলমটি তোমার কানে রেখে দাও। কারণ ...	৩২৮ জাল
৮৬৭	(يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا قَعَدَ عَلَى كُرْسِيِّهِ لِقَضَاءِ ... কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফায়সালার জন্য যখন ...	৩৩২ জাল
৮৬৮	(يَبْعَثُ اللهُ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يُمَيِّزُ الْعُلَمَاءَ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ ... আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন বান্দাদেরকে একত্রিত করবেন। অতঃপর ...	৩৩৪ নিতান্তই দুর্বল
৮৬৯	(إِنَّ لِلّهِ عِنْدَ كُلِّ بِدْعَةٍ كِيدَ بِهَا الإِسْلاَمُ وَأَهْلُهُ وَلِيًّا يَذُبُّ عَنْهُ ... প্রতিটি বিদ'আতের নিকট - যার দ্বারা ইসলাম ও তার পরিবারের সাথে ...	৩৩৪ জাল

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৮৭০	(إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ كَهَيْئَةِ الْمَكْنُوْنِ لاَ يَعْرِفُهُ إِلاَّ الْعُلَمَاءُ بِاللهِ، فَإِذَا نَطَقُوْا ... লুকানো আকৃতিতে কিছু জ্ঞান রয়েছে যা একমাত্র আল্লাহ সম্পর্কে অবহিত ...	৩৩৫ নিতান্তই দুর্বল
৮৮১	(الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللهِ لِمَا يُرْضِي رَسُوْلَ اللهِ). সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি সেই বস্তুর জন্য রাসূলুল্লাহর দূতকে ...	৩৪৮ মুনকার
৮৮২	(لاَ تَعْجَلُوْا بِالْبَلِيَّةِ قَبْلَ نُزُوْلِهَا، فَإِنَّكُمْ إِن لَّمْ تَعْجَلُوْهَا قَبْلَ نُزُوْلِهَا، ... তোমরা বিপদ নাযিল হওয়ার পূর্বেই তার (সমাধানের) জন্য তাড়াহুড়া করো ...	৩৫৩ দুর্বল
৯৩৩	(سَارِعُوْا إِلَى تَعْلِيْمِ الْعِلْمِ وَالسُّنَّةِ وَالْقُرْآنِ، وَاقْتَبِسُوْهُنَّ مِنْ صَادِقٍ، ... তোমরা অর্জিত জ্ঞান, সুন্নাত ও কুরআন শিক্ষা দানে অগ্রণী হও। আমার ...	৪০৬ জাল
৯৭৯	(مَنْ أَدَّى إِلَى أُمَّتِيْ حَدِيْثًا يُقِيْمُ بِهِ سُنَّةً، أَوْ يُثْلِمُ بِهِ بِدْعَةً، فَلَهُ الْجَنَّةُ). যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের নিকট একটি হাদীছ পৌঁছে দিয়ে তার দ্বারা ...	৪৬৫ জাল
৯৯৪	(مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْنَ عَيْنَيْ جَهَنَّمَ مَقْعَدًا. قِيْلَ: ... যে ব্যক্তি আমি যা বলিনি তা বানিয়ে বলবে সে যেন জাহান্নামের দু' চোখের ...	৪৭৮ জাল

١٩ــ الفتن وأشراط الساعة والبعث والجنة والنار

১৯। ফিতনাহ, কিয়ামতের আলামত, জান্নাত ও জাহান্নাম

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৫০৭	(إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَنْبَتَ اللهُ لِطَائِفَةٍ مِنْ أُمَّتِيْ أَجْنِحَةً فَيَطِيْرُوْنَ مِنْ ... কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মাতের একটি দলকে পাখা বিশিষ্ট...	৬৯ জাল
৬০৫	(لَوْ قِيْلَ لأَهْلِ النَّارِ: إِنَّكُمْ مَاكِثُوْنَ فِي النَّارِ عَدَدَ كُلِّ حَصَاةٍ فِي الدُّنْيَا ... যদি জাহান্নামীদেরকে বলা হতো তোমরা জাহান্নামের আগুনে অবস্থান ...	১৪০ জাল
৬০৬	(لَيَأْتِيَنَّ عَلَى جَهَنَّمَ يَوْمٌ تَصْفِقُ أَبْوَابُهَا، مَا فِيْهَا مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ أَحَدٌ). জাহান্নামের জন্য এমন একটি দিন আসবে যেদিন তার দরজাগুলো বন্ধ করে ...	১৪০ জাল
৬০৭	(لَيَأْتِيَنَّ عَلَى جَهَنَّمَ يَوْمٌ كَأَنَّهَا زَرْعٌ هَاجٌ، وَآخَرُ تَخْفِقُ أَبْوَابُهَا). জাহান্নামের উপর এমন একদিন আসবে যেন তা পিপাসার্ত ক্ষেত। ...	১৪১ বাতিল
৬৩৫	(ذَرُوْا الْعَارِفِيْنَ الْمُحْدَثِيْنَ مِنْ أُمَّتِيْ، لاَ تُنَزِّلُوْهُمُ الْجَنَّةَ وَلاَ النَّارَ، ... তোমরা আমার উম্মাতের নবাবিস্কারী প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদেরকে পরিত্যাগ কর। ...	১৬২ জাল
৬৮২	(أَوَّلُ مَنْ أَشْفَعُ لَهُ مِنْ أُمَّتِيْ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ. وَأَهْلُ مَكَّةَ، وَأَهْلُ الطَّائِفِ). আমি আমার উম্মাতের যার জন্য সর্ব প্রথম শাফা'য়াত করব সে হচ্ছে মদীনা ...	১৯৬ দুর্বল
৬৮৪	(إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عُشْرَ مَا أُمِرَ بِهِ هَلَكَ، ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ ... তোমরা এমন এক যুগে আছ যে, তোমাদের যে ব্যক্তি নির্দেশিত কর্মের ...	১৯৭ দুর্বল
৭০৪	(أَهْلُ الْجَنَّةِ جُرْدٌ إِلاَّ مُوْسَى بْنُ عِمْرَانَ؛ فَإِنَّ لَهُ لِحْيَةً إِلَى سُرَّتِهِ). মূসা ইবনু ঈমরান ব্যতীত জান্নাতীরা পশমহীন হবে। তার দাড়ি তার নাভি ...	২১১ বাতিল
৭০৯	(إِنَّمَا حَرُّ جَهَنَّمَ عَلَى أُمَّتِيْ كَحَرِّ الْحَمَّامِ). আমার উম্মাতের উপর জাহান্নামের আগুনের গরম একটি ঘুঘুর গরমের ন্যায়।	২১৫ জাল
৮০৩	(كُلُّ مَنْ وَرَدَ الْقِيَامَةَ عَطْشَانُ). কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিই তৃষ্ণায় নিপতিত হবে।	২৮৪ জাল

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৮৬৫	(يُجْلِسُنِيْ عَلَى الْعَرْشِ). (আল্লাহ) আমাকে আরশের উপর বসাবেন।	৩৩০ বাতিল
৮৭৭	(أَوْلَادُ الزِّنَا يُحْشَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى صُوْرَةِ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيْرِ). যেনার ভূমিষ্ট সন্তানগুলোকে কিয়ামতের দিন বানর ও শূকরের আকৃতিতে ...	৩৪১ মুনকার
৮৭৮	(لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِيْنِيَّةُ، وَلَنِعْمَ الْأَمِيْرُ أَمِيْرُهَا، وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ). অবশ্যই কুসতুনতুনিয়া স্বাধীন করা হবে। অবশ্যই তার আমীর হবে উত্তম ...	৩৪২ দুর্বল
৯১০	(يَا جِبْرِيْلُ صِفْ لِيَ النَّارَ، وَانْعَتْ لِيْ جَهَنَّمَ، فَقَالَ جِبْرِيْلُ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ ... হে জিবরীল আপনি আমাকে আগুনের রূপ বর্ণনা করুন। আমাকে আপনি ...	৩৭৬ জাল

٢٠ـ فضائل القرآن والأدعية والأذكار

২০। কুরআন, দু'আ ও যিক্‌র এর ফযীলত

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৫১৫	(اذْكُرُوْا اللهَ ذِكْرًا يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ: إِنَّكُمْ تُرَاؤُوْنَ). তোমরা আল্লাহ্‌কে এমনভাবে স্মরণ করো যাতে করে মুনাফিকরা বলে ...	৭৬ নিতান্তই দুর্বল
৫১৬	(أَكْثِرُوْا ذِكْرَ اللهِ حَتَّى يَقُوْلَ الْمُنَافِقُوْنَ: إِنَّكُمْ مُرَاءُوْنَ). তোমরা আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর। যাতে করে মুনাফিকরা বলে যে, ...	৭৬ দুর্বল
৫১৭	(أَكْثِرُوْا ذِكْرَ اللهِ حَتَّى يَقُوْلُوْا: مَجْنُوْنٌ). তোমরা আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর। যাতে করে তারা (মুনাফিকরা) ...	৭৭ দুর্বল
৫৩৭	(مَنْ شَمَّ الْوَرْدَ الْأَحْمَرَ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، فَقَدْ جَفَانِيْ). যে ব্যক্তি লাল গোলাপের ঘ্রাণ নিবে, অতঃপর আমার উপর দূরূদ পাঠ করবে ...	৮৯ জাল
৫৩৯	(لَا تَذْكُرُوْنِيْ عِنْدَ ثَلَاثٍ: تَسْمِيَةِ الطَّعَامِ، وَعِنْدَ الذَّبْحِ، وَعِنْدَ الْعُطَاسِ). তিনটি সময়ে তোমরা আমাকে স্মরণ করো নাঃ খাবারের জন্য বিসমিল্লাহ ...	৯০ জাল
৫৫৭	(خُذُوْا مِنَ الْقُرْآنِ مَا شِئْتُمْ لِمَا شِئْتُمْ). তোমরা কুরআন হতে যা ইচ্ছা যে জন্য চাও গ্রহণ কর।	১০৩ ভিত্তিহীন
৫৫৮	(لَيْسَ بِكَرِيْمٍ مَنْ لَمْ يَتَوَاجَدْ عِنْدَ ذِكْرِ الْحَبِيْبِ). সে ব্যক্তি দয়ালু নয় যাকে বন্ধু কর্তৃক স্মরণ করার সময় পাওয়া যায় না।	১০৩ জাল
৫৬১	(إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْذَنْ لِمُتَرَنِّمٍ بِالْقُرْآنِ). আল্লাহ তা'আলা মধুর সূরে কুরআন তেলাওয়াতের অনুমতি দেননি।	১০৭ জাল
৫৯২	(أُسِّسَتِ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُوْنَ السَّبْعُ عَلَى "قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ"). সাত আসমান এবং সাত যমীনকে কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ-এর উপর প্রতিষ্ঠা...	১২৯ জাল
৬৩৭	(إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُلِحِّيْنَ فِي الدُّعَاءِ). আল্লাহ অবশ্যই দো'আর মধ্যে অতিরঞ্জিত করাকে ভালবাসেন।	১৬৩ বাতিল
৬৪৪	(حَامِلُ كِتَابِ اللهِ لَهُ فِيْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ كُلِّ سَنَةٍ مِائَتَا دِيْنَارٍ، ... আল্লাহর কিতাবকে বহনকারীর জন্য মুসলমানদের বাইতুল মাল হতে প্রতি ...	১৬৮ জাল
৬৪৫	(مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلَهُ مِائَتَا دِيْنَارٍ، فَإِنْ لَمْ يُعْطَهَا فِي الدُّنْيَا أَعْطِيَهَا فِيْ ... যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে তার জন্য একশত দীনার বরাদ্দ রয়েছে। যদি ...	১৬৮ জাল

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৬৭১	(ذَاكِرُ اللهَ فِي الغَافِلِيْنَ مِثْلَ الَّذِيْ يُقَاتِلُ عَنَ الفَارِّيْنَ، وَذَاكِرُ ... গাফেলদের মধ্যে আল্লাহকে স্মরণকারী সেই ব্যক্তির ন্যায় যে লড়াই করে সেই ...	১৮৭ নিতান্তই দুর্বল
৬৭২	(ذَاكِرُ اللهَ فِي الغَافِلِيْنَ بِمَنْزِلَةِ الصَّابِرِ فِي الفَارِّيْنَ). . গাফেলদের মধ্যে আল্লাহকে স্মরণকারী যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়নকারীদের ...	১৮৮ নিতান্তই দুর্বল
৬৭৬	(مَنْ سَاءَ خُلُقَهُ مِنَ الرَّقِيْقِ وَالدَّوَابِّ وَالصِّبْيَانِ فَاقْرَؤُوْا فِي أُذُنَيْهِ ... যদি কোন ব্যক্তির দাস/দাসী/চতুষ্পদ জন্তু বা শিশু সন্তানের চরিত্র মন্দ হয়ে ...	১৯০ জাল
৬৮৬	(اَللّٰهُمَّ وَاقِيَةً كَوَاقِيَةِ الوَلِيْدِ). হে আল্লাহ রক্ষা কর শিশু সন্তানকে রক্ষা করার ন্যায়।	১৯৯ দুর্বল
৬৯৮	(إِنَّ فَاتِحَةَ الكِتَابِ وَآيَةَ الكُرْسِيِّ وَالآيَتَيْنِ مِنَ (آلِ عِمْرَانَ): (شَهِدَ اللهُ ... নিশ্চয় সূরা ফাতিহাহ , আয়াতুল কুরসী এবং সূরা আল-ঈমরানের দুই আয়াত...	২০৭ জাল
৬৯৯	(لَمَّا نَزَلَتْ (الحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ)، ،آيَةُ (الكُرْسِيِّ)، وَ(شَهِدَ اللهُ)، ... যখন (আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন), (আয়াতুল কুরসী), ...	২০৮ জাল
৭০৫	(مَنْ لَزِمَ الإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَمِنْ كُلِّ ضِيْقٍ ... যে ব্যক্তি সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রতিটি চিন্তা ...	২১২ দুর্বল
৭৮০	(مَنْ دَعَا بِهَذِهِ الأَسْمَاءِ اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ: اَللّٰهُمَّ أَنْتَ حَيٌّ لا تَمُوْتُ، ... যে ব্যক্তি এ নামগুলোর দ্বারা দো'আ করবে আল্লাহ তার দো'আ কবূল ...	২৬৭ জাল
৮৪৩	(لا تَعْجِزُوْا فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ لا يَهْلِكُ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ). তোমরা দো'আতে অপারগ হয়ে যেও না। কারণ দো'আর সাথে কোন ব্যক্তি ...	৩১৩ নিতান্তই দুর্বল
৮৭৫	(لَوْ أَنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا بِحَذَافِيْرِهَا بِيَدِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِيْ ثُمَّ قَالَ: ''الحَمْدُ لِلّٰهِ''، ... যদি দুনিয়ার সকল প্রান্ত আমার উম্মাতের এক ব্যক্তির হাতে এসে যায় ...	৩৪০ জাল
৮৭৬	(لَوْ أَنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا بَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ فَأَكَلَهَا المُسْلِمُ أَوْ قَالَ: حَسَاهَا، ... যদি সম্পূর্ণ দুনিয়াটা একটি ডিম হতো আর মুসলিম ব্যক্তি তা খেয়ে নিত ...	৩৪১ দুর্বল
৮৮৬	(يَدْعُو اللهُ بِالمُؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى يُوَقِّفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيَقُوْلُ: ... আল্লাহ তা'আলা মু'মিন ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন ডাক দিয়ে তাকে ...	৩৫৭ দুর্বল
৮৯০	(مَنْ لَمْ يُكْثِرْ ذِكْرَ اللهِ تَعَالَى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الإِيْمَانِ). যে ব্যক্তি বেশী করে আল্লাহর যিক্র করে না, সে ঈমান হতে মুক্ত হয়ে গেছে।	৩৬১ জাল
৮৯৬	(جَدِّدُوْا إِيْمَانَكُمْ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيْمَانَنَا؟ قَالَ: ... তোমরা তোমাদের ঈমানকে পুনরায় সতেজ করে নাও। বলা হলো ঃ কীভাবে ...	৩৬৬ দুর্বল
৯০২	(كُلُّ أَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لا يُبْدَأُ فِيْهِ بِحَمْدِ اللهِ وَالصَّلاةِ عَلَيَّ فَهُوَ أَقْطَعُ أَبْتَرُ، ... প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কর্ম যদি আল্লাহর প্রশংসা ও আমার উপর সালাত না ...	৩৭০ জাল
৯১১	(اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ صَبُوْرًا، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ شَكُوْرًا، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ فِيْ عَيْنِيْ ... হে আল্লাহ তুমি আমাকে ধৈর্যশীল বানাও। হে আল্লাহ তুমি আমাকে কৃতজ্ঞ ...	৩৭৯ মুনকার
৯১৯	(مَا قَالَ عَبْدٌ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصًا إِلاَّ صَعِدَتْ لا يَرُدُّهَا حِجَابٌ، فَإِذَا ... ইখলাসের সাথে কোন বান্দা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললেই তা উপরে উঠে ...	৩৮৮ মুনকার

٢١ـ اللباس والزينة
২১। পোষাক ও সাজসজ্জা

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৫৫২	(جَلَسَ (ﷺ) عَلَى مِرْفَقَةِ حَرِيْرٍ). রাসূল (ﷺ) রেশমের তৈরি একটি চাটায়ের উপর বসেছিলেন।	৯৮ ভিত্তিহীন
৬০১	(اتَّخِذُوْا السَّرَاوِيْلاَتِ فَإِنَّهَا مِنْ أَسْتَرِ ثِيَابِكُمْ، وَخُصُّوْا بِهَا نِسَاءَكُمْ إِذَا... তোমরা পায়জামা পরিধান কর। কারণ তা তোমাদের সর্বাপেক্ষা পর্দাকারী ...	১৩৫ জাল
৬৫১	(مَنْ ادَّهَنَ وَلَمْ يُسَمِّ ادَّهَنَ مَعَهُ سَبْعُوْنَ شَيْطَانًا). যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ না বলে তেল মালিশ করবে, সত্তরজন শয়তান তার ...	১৭৪ মিথ্যা
৬৬৯	(عَلَيْكُمْ بِالْعَمَائِمِ فَإِنَّهَا سِيْمَا الْمَلاَئِكَةِ، وَأَرْخُوْهَا خَلْفَ ظُهُوْرِكُمْ). তোমরা পাগড়ী পরিধান কর, কারণ পাগড়ী হচ্ছে ফেরেশতাদের নিদর্শন এব ...	১৮৬ মুনকার
৬৭৮	(نَهَى أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا). তিনি {রাসূল (ﷺ)} মহিলাকে তার মাথা নেড়া করতে নিষেধ করেছেন।	১৯২ দুর্বল
৭১৩	(كَانَ إِذَا أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ، أَوِ احْتَجَمَ بَعَثَ بِهِ إِلَى الْبَقِيْعِ فَدُفِنَ) তিনি যখন তাঁর চুল ছাঁটতেন বা তাঁর নখ কাটতেন অথবা শিঙ্গা (চুঙ্গি ...	২১৮ বাতিল
৭১৬	(مَنْ لَبِسَ نَعْلاً صَفْرَاءَ لَمْ يَزَلْ فِي سُرُوْرٍ مَا دَامَ لاَبِسُهَا، وَذَلِكَ قَوْلُ ... যে ব্যক্তি হলুদ রঙয়ের জুতা পরিধান করবে, সে যতক্ষণ তা পরে থাকবে ...	২১৯ জাল
৭১৮	(مَنِ اعْتَمَّ فَلَهُ بِكُلِّ كَوْرَةٍ حَسَنَةٌ، فَإِذَا حَطَّ فَلَهُ بِكُلِّ حَطَّةٍ حَطَّةُ خَطِيْئَةٍ). যে ব্যক্তি পাগড়ী বাঁধবে তার জন্য প্রতিটি পেঁচে একটি করে সৎকর্ম লিপিবদ্ধ ...	২২১ জাল
৮০০	(إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ بَيْضَاءَ، وَإِنَّ أَحَبَّ الزِّيِّ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ ... আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে সাদা করে সৃষ্টি করেছেন। আর আল্লাহর ...	২৮২ জাল

٢٢ـ المبتدأ والأنبياء وعجائب المخلوقات
২২। সৃষ্টির সূচনা , নাবীগণ ও আশ্চর্য্যজনক সৃষ্টিকুল

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৫১১	(قُلُوْبُ بَنِي آدَمَ تَلِيْنُ فِي الشِّتَاءِ وَذَلِكَ لأَنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ طِيْنٍ ،... আদম সন্তানদের হৃদয়গুলো শীতকালে নরম হয়ে যায়। কারণ আল্লাহ তা'...	৭৩ জাল
৫৩৬	(كَانَتْ لِلأَنْبِيَاءِ كُلِّهِمْ مِخْصَرَةٌ يَتَخَصَّرُوْنَ بِهَا تَوَاضُعًا لِلّهِ عَزَّوَجَلَّ). প্রত্যেক নাবীরই লাঠি ছিল তার উপর ভর করে চলতেন আল্লাহ রব্বুল ...	৮৯ জাল
৫৭৬	(إِنَّمَا أُتِيَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنَ النَّظْرَةِ). দাউদ (আঃ)-এর দৃষ্টিতে ত্রুটি ছিল।	১১৭ জাল
৫৭৯	(هَذَا أَوَّلُ يَوْمٍ انْتَصَفَ فِيْهِ الْعَرَبُ مِنَ الْعَجَمِ. يَعْنِي يَوْمَ ذِيْ قَارٍ). এই সেই দিন যাতে আরবরা আযমীদের (অনারবদের) থেকে প্রতিশোধ ...	১১৯ দুর্বল
৬৪১	(كَانَ النَّاسُ يَعُوْدُوْنَ دَاوُدَ، يَظُنُّوْنَ أَنَّ بِهِ مَرَضًا وَمَا بِهِ إِلاَّ شِدَّةُ ... লোকেরা দাউদ (আ ঃ)-কে দেখতে যেত। তারা ধারণা করত যে প্রচণ্ড ...	১৬৬ জাল
৭০২	(كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ سُلَيْمَانَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ). সুলায়মান (আঃ)-এর আংটির নকশায় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ..	২১০ জাল

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৭০৩	(كَانَ فصُّ خَاتَمِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ سَمَاوِيًا، فَأُلْقِيَ إِلَيْهِ فَأَخَذَهُ ... সুলায়মান ইবনু দাউদ (আ ঃ)-এর আংটির পাথর ছিল আসমানের। ...	২১১ জাল
৭২৬	(إِنَّ اللَّوْحَ الْمَحْفُوْظَ الَّذِيْ ذَكَرَ اللهُ: (بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيْدٌ فِيْ لَوْحٍ ... লাওহুল মাহফূয যাকে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন (বরং সেটি মহান ...	২২৫ দুর্বল
৭৬৭	(خُلِقَ الْوَرْدُ الْأَحْمَرُ مِنْ عَرَقِ جِبْرِيْلَ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ، وَخُلِقَ الْوَرْدُ الْأَبْيَضُ.. লাল গোলাপ ফুলকে মি'রাজের রাতে জিবরীল (আঃ)-এর ঘাম হতে ...	২৫৭ জাল
৭৮৫	(لَوْ أَنَّ بُكَاءَ دَاوُدَ وَبُكَاءَ جَمِيْعِ أَهْلِ الْأَرْضِ يُعْدَلُ بِبُكَاءِ آدَمَ مَا عَدَلَهُ). যদি দাউদের কান্নাকে যমীনের সকল অধিবাসীদের কান্নার সাথে একত্রিত ...	২৭২ জাল
৭৮৮	(آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيْمُ حِيْنَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ: حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ). ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয় তখন সর্বশেষ যে কথাটি ...	২৭৫ জাল
৮৬৬	(إِنَّ كُرْسِيَّهُ وَسِعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَإِنَّهُ يَقْعُدُ عَلَيْهِ، مَا يَفْضُلُ مِنْهُ ... তাঁর (আল্লাহর) কুরসী আসমানগুলো ও যমীনকে ঘিরে রেখেছে। তিনি তার ...	৩৩১ মুনকার
৮৭২	(لَا تَقُوْلُوْا قَوْسَ قُزَحٍ، فَإِنَّ قُزَحَ شَيْطَانٌ، وَلَكِنْ قُوْلُوْا: قَوْسَ اللهِ ... তোমরা রংধনু বল না। কারণ রংধনু হচ্ছে শয়তান। তবে তোমরা বলো ...	৩৩৮ জাল
৮৮০	(لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَشَاهِدُ يُوْسُفَ، ... কোলে মাত্র তিনজন কথা বলেছেন ঃ ঈসা ইবনু মারিয়াম, ইউসুফের সাক্ষী, ...	৩৪৬ বাতিল
৮৮৭	(كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ مُسْرِفٌ عَلَى نَفْسِهِ، وَكَانَ مُسْلِمًا، ... তোমাদের পূর্বে নিজের উপর অপচয়কারী এক মুসলিম ব্যক্তি ছিল। ...	৩৫৯ বাতিল
৯০৬	(كُرْسِيُّهُ مَوْضِعُ قَدَمِهِ، وَالْعَرْشُ لَا يُقَدَّرُ قَدْرُهُ). তার পা রাখার স্থল হচ্ছে তার কুরসী। আর আরশের পরিমাপ করা যায় না।	৩৭৪ দুর্বল
৯১২	(إِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَالَتْ: يَا رَبِّ كَيْفَ صَبْرُكَ عَلَى بَنِيْ آدَمَ فِي الْخَطَايَا... ফেরেশতারা বলল ঃ হে প্রভু, আদম সন্তানের ভুলভ্রান্তি ও গুনাহসমূহের ...	৩৭৯ বাতিল
৯১৩	(لَعَنَ اللهُ الزُّهَرَةَ؛ فَإِنَّهَا هِيَ الَّتِيْ فَتَنَتِ الْمَلَكَيْنِ: هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ). যুহারাকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন। কারণ সে সেই নারী যে দু' ফেরেশতা ...	৪৮১ জাল
৯২৩	(إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً، وَهُمُ الْكَرُوْبِيُّوْنَ، مِنْ شَحْمَةِ أُذُنِ أَحَدِهِمْ إِلَى تَرْقُوَتِهِ ... আল্লাহর কতিপয় ফেরেশতা রয়েছে। তারা হচ্ছে কুরুবিউন (শাস্তি প্রদান ...	৩৯২ নিতান্তই দুর্বল
৯৯৭	(وُلِدْتُ فِيْ زَمَنِ الْمَلِكِ الْعَادِلِ). আমি ন্যায় পরায়ণ বাদশার যুগে জন্ম লাভ করেছি।	৪৮৩ ভিত্তিহীন
৯৯৮	(بَكَى شُعَيْبٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُبِّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى ... নাবী শু'য়ায়েব (ﷺ) আল্লাহর ভালবাসায় কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গেলেন। ...	৪৮৩ নিতান্তই দুর্বল

٢٣ـ المناقب والمثالب

২৩। গুণাবলী ও ত্রুটিবিচ্যুতি

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৫৩১	(يَخْرُجُ قَوْمٌ هَلْكَى لَا يُفْلِحُوْنَ قَائِدُهُمْ امْرَأَةٌ، قَائِدُهُمْ فِي الْجَنَّةِ). যাদের নেতৃত্ব দিবে নারী এমন একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি প্রকাশ পাবে, তারা ...	৮৫ মুনকার

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৫৩২	(إِنَّ اللهَ نَظَرَ فِي قُلُوْبِ الْعِبَادِ فَلَمْ يَجِدْ قَلْبًا أَتْقَى مِنْ أَصْحَابِيْ، ... আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের হৃদয়গুলোতে দৃষ্টি দিলে আমার সাথীদের চেয়ে ...	৮৬ জাল
৫৩৩	(مَا رَأَى الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ ... যেটিকে মুসলমানরা ভাল জানে তা আল্লাহর নিকটে ভাল। আর যাকে ...	৮৬ ভিত্তিহীন
৫৪৫	(مَنْ غَشَّ الْعَرَبَ لَمْ يَدْخُلْ فِي شَفَاعَتِيْ، وَلَمْ تَنَلْهُ مَوَدَّتِيْ). যে ব্যক্তি আরবদের সাথে প্রতারণা করবে, সে আমার শাফা'য়াতের অন্তর্ভুক্ত ...	৯৩ জাল
৫৬৭	(خَيْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ فُقَرَاؤُهَا، وَأَسْرَعُهَا تَضَجُّعًا فِي الْجَنَّةِ ضُعَفَاؤُهَا). এ উম্মাতের সর্বোত্তম ব্যক্তিরা হচ্ছে দরিদ্ররা। আর জান্নাতে স্থান করে ...	১১১ ভিত্তিহীন
৫৭০	(يَكُوْنُ فِي أُمَّتِيْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيْسَ أَضَرُّ عَلَى ... আমার উম্মাতের মধ্যে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে যাকে বলা হবে মুহাম্মাদ ...	১১৩ জাল
৫৭৮	(أَحِبُّوْا الْعَرَبَ وَبَقَاءَهُمْ، فَإِنَّ بَقَاءَهُمْ نُوْرٌ فِي الإِسْلَامِ، وَإِنَّ فَنَاءَهُمْ ... তোমরা আরবদেরকে ও তাদের অবশিষ্ট থাকাকে ভালবাস। কারণ তাদের ...	১১৮ দুর্বল
৬৫০	(أَحِبُّوْا قُرَيْشًا؛ فَإِنَّهُ مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ تَعَالَى). তোমরা কুরাইশদেরকে ভালবাস। কারণ যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসবে ...	১৭৩ নিতান্তই দুর্বল
৬৬১	(كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِيِّيْنَ فِي الْخَلْقِ، وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ، {فَبَدَأَ بِيْ قَبْلَهُمْ}). আমি সৃষ্টিকুলের মধ্যে নাবীগণের প্রথম ছিলাম আর প্রেরণের দিক দিয়ে আ...	১৮২ দুর্বল
৬৮৩	(أَمَانٌ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنَ الْغَرَقِ الْقَوْسِ، وَأَمَانٌ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنَ الإِخْتِلَافِ .. শিকারীর ঘর যমীনবাসীদের জন্য ডুবে যাওয়া হতে নিরাপদ স্থান। কুরায়েশ ...	১৯৬ নিতান্তই দুর্বল
৬৮৭	(اتَّخِذُوْا السُّوْدَانَ، فَإِنَّ ثَلَاثَةً مِنْهُمْ مِنْ سَادَاتِ أَهْلِ الْجَنَّةِ؛ لُقْمَانُ ... তোমরা সুদানকে (বাসস্থান হিসাবে) গ্রহণ কর। কারণ তাদের মধ্য হতে ...	১৯৯ নিতান্তই দুর্বল
৬৯৪	**(أَنَا خَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَأَنْتَ يَا عَلِيُّ خَاتَمُ الأَوْلِيَاءِ).** **আমি নাবীকুলের শেষ আর তুমি হে আলী! ওয়ালীকুলের শেষ।**	২০৪ জাল
৭১৫	(نِعْمَ الْفَارِسُ عُوَيْمِرٌ، غَيْرَ أَنَّهُ ـ يَعْنِيْ ـ غَيْرَ ثَقِيْلٍ). উত্তম ঘোড়া পরিচালনাকারী হচ্ছে উওয়াইমের। তিনি এ দ্বারা বুঝিয়েছেন যে ...	২১৯ দুর্বল
৭২৫	(اشْتَرُوْا الرَّقِيْقَ وَشَارِكُوْهُمْ فِيْ أَرْزَاقِهِمْ يَعْنِي كَسْبَهُمْ، وَإِيَّاكُمْ ... তোমরা দাস ক্রয় কর এবং তাদের রিয্ক অন্বেষণে নিজেদেরকে শরীক কর ...	২২৪ জাল
৭২৭	(دَعُوْنِيْ مِنَ السُّوْدَانِ، إِنَّمَا الأَسْوَدُ لِبَطْنِهِ وَفَرْجِهِ). তোমরা আমাকে সূদানের ব্যাপারে ছেড়ে দাও (কোন প্রশ্ন করো না)। ...	২২৬ জাল
৭২৮	(لَا خَيْرَ فِي الْحَبَشِ، إِذَا جَاعُوْا سَرَقُوْا، وَإِذَا شَبِعُوْا زَنَوْا، ... হাবশায় কোন কল্যাণ নেই। তারা যখন ক্ষুধার্ত হয় তখন তারা চুরি করে। ...	২২৭ জাল
৭২৯	(الزِّنْجِيُّ إِذَا شَبِعَ زَنَى، وَإِذَا جَاعَ سَرَقَ، وَإِنَّ فِيْهِمْ لَسَمَاحَةً وَنَجْدَةً). নিগ্রো ব্যক্তি যখন পরিতৃপ্ত হয় তখন যেনা করে, যখন ক্ষুধার্ত হয় ...	২২৮ জাল
৭৩০	(تَخَيَّرُوْا لِنُطَفِكُمْ، وَانْكِحُوْا فِي الأَكْفَاءِ، وَإِيَّاكُمْ وَالزِّنْجَ فَإِنَّهُ خَلْقٌ مُشَوَّهٌ). তোমরা তোমাদের বীর্যগুলোকে গুদামজাত কর, বিবাহ কর সমকক্ষদের ...	২২৮ জাল
৭৩২	(أَوَّلُ مَنْ أَشْفَعُ لَهُ مِنْ أُمَّتِيْ أَهْلَ بَيْتِيْ، ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ، ثُمَّ ... আমার উম্মাতের মধ্য হতে সর্বপ্রথম আমি আমার পরিবারবর্গের জন্য ...	২২৯ জাল

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৭৩৩	(أَوَّلُ مَنْ أَشْفَعُ لَهُ مِنْ أُمَّتِيْ الْعَرَبَ الَّذِيْنَ رَأَوْنِيْ وَآمَنُوْا بِيْ وَصَدَّقُوْنِيْ... আমার উম্মাতের মধ্য হতে সর্বপ্রথম আমি সেই আরবদের জন্য শাফা'য়াত ...	২৩০ জাল
৭৩৫	(كَثْرَةُ الْعَرَبِ وَإِيْمَانُهُمْ قُرَّةُ عَيْنٍ لِيْ، فَمَنْ أَقَرَّ بِعَيْنِيْ أَقْرَرْتُ بِعَيْنِهِ). আরবদের আধিক্য এবং তাদের ঈমান হচ্ছে আমার চোখের প্রশান্তি। ...	২৩১ জাল
৭৬১	(الْمَدِيْنَةُ قُبَّةُ الإِسْلاَمِ، وَدَارُ الإِيْمَانِ، وَأَرْضُ الْهِجْرَةِ وَمَبْوَأُ الْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ মদীনা হচ্ছে ইসলামের গম্বুজ, দারুল ঈমান, হিজরতের ভূমি এবং হালাল ও ...	২৫২ দুর্বল
৭৭১	(يَبْعَثُ اللهُ الأَنْبِيَاءَ عَلَى الدَّوَابِّ، وَيَبْعَثُ صَالِحًا عَلَى نَاقَتِهِ، كَمَا يُوَافِي ... (কিয়ামত দিবসে) আল্লাহ তা'আলা নাবীগণকে চতুষ্পদ জন্তুর উপর প্রেরণ ...	২৬০ জাল
৭৭২	(يَبْعَثُ اللهُ نَاقَةَ صَالِحٍ فَيَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا هُوَ وَمَنْ آمَنَ بِهِ مِنْ قَوْمِهِ، ... (কিয়ামত দিবসে) আল্লাহ তা'আলা সালেহ (আঃ)-এর উটনীকে প্রেরণ করবে...	২৬১ জাল
৭৭৩	(إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ حُمِلْتُ عَلَى الْبُرَاقِ، وَحُمِلَتْ فَاطِمَةُ عَلَى نَاقَةٍ ... যখন কিয়ামত দিবস সংঘটিত হয়ে যাবে তখন আমাকে বুরাকের উপর বহন ...	২৬২ জাল
৭৮৪	(قُرَيْشٌ خَالِصَةُ اللهِ، فَمَنْ نَصَبَ لَهَا حَرْبًا، أَوْفَمَنْ حَارَبَهَا سُلِبَ، وَمَنْ ... কুরাইশরা হচ্ছে আল্লাহর নির্বাচিত। যে ব্যক্তি তাদের বিপক্ষে বর্শা ধরবে বা ...	২৭২ জাল
৭৮৭	(الْعَبَّاسُ وَصِيِّيْ وَوَارِثِيْ). আব্বাস হচ্ছে আমার অসিয়তপ্রাপ্ত এবং আমার মিরাসের ভাগীদার।	২৭৪ জাল
৭৮৯	(عُنْوَانُ صَحِيْفَةِ الْمُؤْمِنِ حُبُّ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ). আলী ইবনু আবী তালেব (ﷺ)-কে ভালবাসাই হচ্ছে মু'মিন ব্যক্তির আমল ...	২৬৬ বাতিল
৮০১	(إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ جَعَلَ ذُرِّيَّةَ كُلِّ نَبِيٍّ فِيْ صُلْبِهِ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ ... আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নাবীর সন্তানদের তার পিঠেই রেখেছেন। আর ...	২৮৩ জাল
৮০২	(كُلُّ بَنِيْ أُنْثَى؛ فَإِنَّ عَصَبَتَهُمْ لأَبِيْهِمْ، مَا خَلاَ وَلَدُ فَاطِمَةَ فَإِنِّيْ أَنَا عَصَبَتُهُمْ.. ফাতিমাহ (ﷺ)-এর সন্তান ছাড়া প্রত্যেক নারী সন্তানদের আসাবাহ হচ্ছে ...	২৮৪ দুর্বল
৮১২	(يَا عَائِشَةُ! أَمَا تَعْلَمِيْنَ أَنَّ اللهَ زَوَّجَنِيْ فِي الْجَنَّةِ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ، ... হে আয়েশা! তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের মধ্যে আমাকে ...	২৯১ মুনকার
৮২৫	(جَبَلُ الْخَلِيْلِ جَبَلٌ مُقَدَّسٌ، وَإِنَّ الْفِتْنَةَ لَمَّا ظَهَرَتْ فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَوْ ... খালীলের পাহাড় পবিত্র পাহাড়, বানু ইসরাঈলের মধ্যে যখন ফিতনা-...	৩০০ মুনকার
৮৪২	(لاَ تَسْتَشِيْرُوْا الْحَاكَةَ وَلاَ الْمُعَلِّمِيْنَ؛ فَإِنَّ اللهَ سَلَبَ عُقُوْلَهُمْ، وَنَزَعَ ... তোমরা দাঁত ঝরে যাওয়া ব্যক্তি ও শিক্ষকদের পরামর্শ নিও না। কারণ ...	৩১২ জাল
৮৪৬	(إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَضَّلَ الْمُرْسَلِيْنَ عَلَى الْمُقَرَّبِيْنَ، فَلَمَّا بَلَغْتُ السَّمَاءَ ... আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণকে নিকটজনদের (ফেরেশতাদের) উপর অগ্রাধিকার...	৩১৬ জাল
৮৫৪	(اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي الَّذِيْنَ يَأْتُوْنَ بَعْدِيْ، يَرْوُوْنَ أَحَادِيْثِيْ وَسُنَّتِيْ، ... হে আল্লাহ! আমার খালীফাদের তুমি দয়া করো। যারা আমার পরে এসে ...	৩২১ বাতিল
৮৮৯	(الْجِيْزَةُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِصْرُ خَزَائِنُ اللهِ فِي الأَرْضِ). উপত্যকার পাড় জান্নাতের বাগিচাগুলোর একটি বাগিচা। আর যমীনের মধ্যে ...	৩৬০ জাল
৮৮৮	(مِصْرُ كِنَانَةُ اللهِ فِيْ أَرْضِهِ، مَا طَلَبَهَا عَدُوٌّ إِلاَّ أَهْلَكَهُ اللهُ)! আল্লাহর যমীনে মিস্‌র হচ্ছে তাঁর তীর রাখার থলি। কোন দুশমন্ তার ...	৩৬০ ভিত্তিহীন

হাঃ নং	হাদীছ	পৃষ্ঠা নং ও হুকুম
৮৯২	(مَنْ أَحَبَّ أَن يَّحْيَا حَيَاتِيْ، وَيَمُوْتَ مَوْتَتِيْ، وَيَسْكُنَ جَنَّةَ الْخُلْدِ الَّتِيْ ... যে ব্যক্তি আমার জীবনের ন্যায় জীবন ধারণ, আমার মৃত্যুর ন্যায় মৃত্যু ও ...	৩৬৩ জাল
৮৯৩	(مَنْ سَرَّهُ أَن يَّحْيَا حَيَاتِيْ، وَيَمُوْتَ مِيْتَتِيْ، وَيَتَمَسَّكَ بِالْقَصَبَةِ الْيَاقُوْتَةِ ... যে ব্যক্তিকে আমার জীবনের ন্যায় জীবন ধারণ, আমার মৃত্যুর ন্যায় মৃত্যু ও ...	৩৬৪ জাল
৮৯৪	(مَنْ سَرَّهُ أَن يَّحْيَا حَيَاتِيْ، وَيَمُوْتَ مَمَاتِيْ، وَيَسْكُنَ جَنَّةَ عَدْنٍ غَرَسَ... যে ব্যক্তিকে আমার জীবনের ন্যায় জীবন ধারণ, আমার মৃত্যুর ন্যায় মৃত্যু ...	৩৬৪ জাল
৮৯৫	(لاَ تَسُبُّوْا عَلِيًّا؛ فَإِنَّهُ مَمْسُوْسٌ فِيْ ذَاتِ اللهِ تَعَالَى). তোমরা আলী (রাঃ)-কে গালি দিবে না। কারণ সে আল্লাহর সত্তার মধ্যে ...	৩৬৫ নিতান্তই দুর্বল
৯৩৬	(الأَبْدَالُ فِيْ هَذِهِ الأُمَّةِ ثَلاَثُوْنَ، مِثْلُ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِ الرَّحْمَنِ عَزَّوَجَلَّ، ... এ উম্মাতের মধ্যে ইব্রাহীম খালীলুর রহমানের ন্যায় আবদালরা হচ্ছে ...	৪০৯ মুনকার
৯৬২	(مَا فَضَّلَكُمْ أَبُوْ بَكْرٍ بِكَثْرَةِ صِيَامٍ وَلاَ صَلاَةٍ، وَلَكِنْ بِشَيْءٍ وُقِرَ فِيْ صَدْرِهِ). আবূ বাক্‌রকে তোমাদের উপর বেশী সওম ও সালাত আদায়ের কারণে ...	৪৪৩ ভিত্তিহীন
৯৭১	(اللَّهُمَّ إِنَّ عَبْدَكَ عَلِيًّا احْتَبَسَ نَفْسَهُ عَلَى نَبِيِّكَ، فَرُدَّ عَلَيْهِ شَرْقَهَا.... হে আল্লাহ তোমার বান্দা আলী নিজেকে তোমার নাবীর জন্য নিয়োজিত ...	৪৪৩ জাল
৯৭৫	(حَيَاتِيْ خَيْرٌ لَكُمْ، تُحَدِّثُوْنَ وَيُحَدَّثُ لَكُمْ، وَوَفَاتِيْ خَيْرٌ لَكُمْ، تُعْرَضُ عَلَيَّ ... তোমাদের জন্য আমার জীবন কল্যাণকর। তোমরা হাদীছ বর্ণনা কর আর ...	৪৬১ দুর্বল

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য যার অশেষ মেহেরবাণীতে 'য'ঈফ ও জাল হাদীছ' সিরিজের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করতে সক্ষম হলাম। অতঃপর সালাত ও সালাম পাঠ করছি সর্বশেষ নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর। তাঁর উম্মাতের সেই সব ব্যক্তিদের উপরেও শান্তিধারা বর্ষিত হোক যারা সহীহ্ হাদীছ ও সহীহ আক্বীদাহ প্রচারের জন্য নিজেদেরকে তাঁরই অনুস্মৃত পথে উৎসর্গ করেছেন। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা আমরা চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জাল ও দুর্বল হাদীছ নির্ভর বহু বিদ্'আত ও ইসলামের নামে প্রচলিত বহু রীতি-নীতি হতে মুক্ত হয়ে সঠিক পথের নির্দেশনা পাচ্ছি।

পাঠক ভাই ও বোনেরা! প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় বিদ্'আতের অপকারিতা ও ভয়াবহতা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। তারই ধারাবাহিকতায় এ খণ্ডেও আরো কিছু সংযোজন করতে যাচ্ছি। আসলে বিদ্'আত নিয়ে আলোচনা করার মূল কারণ হচ্ছে সকল ধরনের বিদ্'আতই হয় মওযূ' (জাল), না হয় য'ঈফ (দুর্বল) হাদীছের উপর ভিত্তি করেই টিকে আছে। আর আমাদের সমাজেরই কিছু আলেম-ওলামা সেগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় নিজেদেরকে সার্বক্ষণিক জড়িত রেখেছেন।

মুহাম্মাদ (ﷺ)- মাটি দ্বারা সৃষ্ট নূর দ্বারা সৃষ্ট নন

একটি ঘটনা না বললেই নয়। বিগত রামাযানের কোন একদিন একটি বেসরকারী টিভি চ্যানেলে জনৈক মাওলানা সাহেবের আলোচনা ও প্রশ্ন উত্তর শোনার সুযোগ হয়েছিল। দুর্ভাগ্য হলেও সত্য, তিনি রাসূল (ﷺ) যে নূরের তৈরি তা প্রমাণ করার জন্য যার পর নেই চেষ্টা চালালেন। এক পর্যায়ে বললেন ঃ 'যাকে সৃষ্টি না করা হলে আসমান-যমীন কিছুই সৃষ্টি করা হত না, তিনি আবার কীভাবে মাটির তৈরি হতে পারেন'?

আবার বললেন ঃ যাঁর থুথু আর উযুর পানি নিয়ে কাড়াকাড়ি লেগে যেত, তিনি আবার কী করে মাটির তৈরি?

পাঠকবৃন্দ! প্রথম যুক্তিটি একটি জাল হাদীছ। সেটিই তার দলীল। আর দ্বিতীয় যুক্তিটি এধরনের যে, যা বলি সেটিকে তো একটা কিছু বলে সাব্যস্ত করাই চাই। তা না হলে তো প্রশ্নকারীর নিকট সম্পূর্ণরূপে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয়।

প্রশ্নকারী বিষয়টি নিয়ে আরেকটু বাড়াবাড়ি করলে তিনি বললেন ঃ তাহলে আপনাকে বলি শুনুন। ভারত উপমহাদেশের কোন এক বিশিষ্ট আলেমের নাম উল্লেখ করে বললেন, তার উর্দু ভাষায় একটি গ্রন্থ আছে, চকবাজারে পাবেন। তাতে তিনি রাসূল (ﷺ)-কে নূরের তৈরি হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

আবার বললেন ঃ যারা সেইরূপ লেখা পড়া করেছেন তারা আবার নূরের তৈরি কি না তা কীভাবে জানবে?

আবার কুরআনের আয়াত দ্বারা দলীলও দিলেন। বললেন পড়ুন আল্লাহর বাণী ঃ

(يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ) (المائدة:١٥)

"হে আহলে কিতাব! তোমাদের নিকট আমার রাসূল আগমন করেছেন। তোমরা কিতাবের যে সব বিষয় গোপন করতে, তিনি তার মধ্য হতে অনেক বিষয় প্রকাশ করেন এবং অনেক বিষয় মার্জনা করেন। তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি (নূর) এবং একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থ এসেছে" (সূরা মায়েদাহঃ ১৫)।

এ আয়াতের শেষাংশে নূর বা একটি উজ্জ্বল জ্যোতি দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? উক্ত আলেম সাহেব বললেন ঃ এ নূর দ্বারা রাসূল (ﷺ)-কে বুঝানো হয়েছে। যদি ধরে নেই যে 'নূর' দ্বারা রাসূল (ﷺ)-কে বুঝানো হয়েছে, তাহলে কি এ থেকে বুঝা যায় যে তিনি নূরের তৈরি? কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা আপনার-আমার মন মত করলে তা কোন দিনই গ্রহণযোগ্য হবে না। এর ব্যাখ্যা সালাফে ছালেহীনের (সাহাবা ও তাবে'ঈদের) থেকে মিলতে হবে। আর এ কারণেই কোন তাফসীর গ্রন্থে পাবেন না যে সাহাবা, তাবে'ঈ ও তাবে' তাবে'ঈদের থেকে কোন মুফাস্‌সির রাসূল (ﷺ)-কে নূরের তৈরি হিসাবে এই আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেছেন।

নূর দ্বারা রাসূল (ﷺ)-কে বুঝানো হয়েছে, এ থেকে প্রমাণ হয় না যে তিনি নূরের তৈরি। এমনকি মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' (রহঃ) তা বুঝেননি। তিনি তার তাফসীর 'মা'আরিফুল কুরআন' গ্রন্থে বলেছেন ঃ 'নবুওয়তের জ্যোতি'। (দেখুন বাংলা অনুবাদ [মাওলানা মুহিউদ্দীন খান] পৃষ্ঠা ৩২০)।

এছাড়াও আমরা যদি আরবী তাফসীর গ্রন্থগুলো দেখি, তাহলে সেখানে নূর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে তা পাব নিম্নরূপ ঃ

قيل: هو القرآن سماه نوراً لكشف ظلمات الشرك والشك أو لأنه ظاهر الإعجاز وقيل: النور الرسول وقيل: الإسلام وقيل: النور موسى والكتاب المبين التوراة. ولو اتبعوها حق الاتباع لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، إذ هي آمرة بذلك مبشرة به. (البحر المحيط في التفسير لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي:(٢٠٨/٤).

অর্থাৎ কেউ বলেছেন যে, নূর দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। কুরআনকে নূর নাম রাখার কারণ এই যে, তা শিরক ও সন্দেহের অন্ধকার হতে বের করে আনবে কিংবা তা বাহ্যিক মু'জিযাহ। আবার কেউ বলেছেন যে, নূর দ্বারা রাসূল (ﷺ)-কে বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ বলেছেন ঃ নূর দ্বারা ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ বলেছেন যে, নূর দ্বারা মূসা (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে আর 'কিতাবুন মুবীন' দ্বারা তাওরাতকে বুঝানো হয়েছে। কারণ তারা যদি তাওরাতের যথাযথ অনুসরণ করত, তাহলে অবশ্যই তারা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর ঈমান আনত। কেননা তাওরাতও তাঁর অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছে এবং সুসংবাদ প্রদান করেছে। {আল-বাহরুল মুহীত ফিত তাফসীর, মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ আবূ হায়য়ান আল-আনদালুসী, ৪/২০৮ পৃঃ}।

আপনি অন্যান্য আরবী তাফসীর গ্রন্থগুলো খুলে দেখুন বলা হয়েছে, নূর দ্বারা ইসলামকে বুঝানো হয়েছে কিংবা রাসূল (ﷺ)-কে বুঝানো হয়েছে। নূর দ্বারা কুরআন বা ইসলামকে বুঝানো হলে যে ব্যাখ্যা হবে, রাসূল (ﷺ)-কে বুঝানো হলেও একই ব্যাখ্যা হবে। অর্থাৎ তিনি তাঁর নবুওয়ত আর রিসালাতের জ্যোতি (নূর) দ্বারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাহেলী সমাজকে আলোকিত করেন। যদি একজন সাহাবী বা একজন তাবে'ঈ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলতেন, 'তোমাদের নিকট আল্লাহর নিকট হতে নূর এসেছে' অর্থাৎ নূরের সৃষ্টি মুহাম্মাদ (ﷺ) এসেছেন। তাহলে আলেম সাহেবের কথার একটু হলেও মূল্যায়ন করার সুযোগ ছিল। কিন্তু আল্লাহর রহমতে তাঁরা তা বলেননি। আর তাঁদের পক্ষে বলাও সম্ভব নয়। কারণ তাঁরা কুরআন ও নাবী (ﷺ)-এর সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন। তাঁরা বিদ'আতের অনুসারী ছিলেন না।

রাসূল (ﷺ) তাঁকে সম্মান দেখানোর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতেও নিষেধ করেছেন। আর তারা তাঁর এ নিষেধকে উপেক্ষা করে আরেক অন্যায় করছেন।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدَ اللّٰهِ وَرَسُولَهُ.

أخرجه البخاري (٣٤٤٥) وأحمد (١٤٩، ١٥٩، ٣١٣) والدارمي (٢٦٦٥).

ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি উমার (ﷺ)-কে মিম্বারের উপর বলতে শুনেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি নাবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, 'তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না যেমনভাবে খ্রীষ্টানরা ঈসা ইবনু মারিয়ামের প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করেছে। বরং আমি আল্লাহর বান্দা। অতএব তোমরা বল আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। (হাদীছটি ইমাম বুখারী হাঃ ৩৪৪৫; ইমাম আহমাদ হাঃ ১৪৯, ১৫৯, ৩১৩ ও দারেমী বর্ণনা করেছেন)।

আল্লাহ এসব তথাকথিত মাওলানাদেরকে হেদায়াত দান করুন!

কোন ব্যক্তিকে যখন আল্লাহ তা'আলা পথভ্রষ্ট করে সঠিক দ্বীন থেকে দূরে রাখতে চান, তখনই হয়তো না হকটাকে হক হিসাবে জানতে হবে এরূপ মানসিকতা তার মাঝে সৃষ্টি করে দেন। ফলে সে দিশেহারা হয়ে যায়। কুরআনের আয়াত ও নাবী (ﷺ)-এর সহীহ হাদীছ বুঝার ক্ষমতা তার আর থাকে না। আর তখনই সে কুরআন ও সহীহ হাদীছ ছেড়ে দিয়ে বলতে থাকে অমুক আলেম অমুক গ্রন্থের মধ্যে বলেছেন। আল্লাহ আর নাবীর কথা বেশী বড় না অমুক আলেম সাহেবের গ্রন্থের কথা বেশী বড় এটুকু বুঝার ক্ষমতাও তার থাকে না। অমুক আলেম যা কিছু বলে গেছেন, আর লিখে গেছেন তার সবই কি সঠিক? তিনি ভুল করতে পারেন না? তিনি যদি সেরূপ বলেই থাকেন তাহলে ভুল করেছেন। আর আপনি তার ভুল সিদ্ধান্তকেই আঁকড়ে ধরে থাকবেন!

আপনি যাঁকে নূরের তৈরি বলে চিহ্নিত করছেন। তিনিতো নিজেকে নূরের তৈরি বলে দাবী করেননি। আর করবেনই বা কেন? তিনিতো আদম সন্তান, যাকে সৃষ্টি

করা হয়েছে মাটি থেকে। হ্যাঁ যদি তিনি ফেরেশতা হতেন, তাহলে 'তিনি নূরের তৈরি' কথাটি কুরআন-হাদীছ সম্মত হতো। মক্কার কাফের-মুশরিকদের পক্ষে বুঝা সম্ভব হয়েছিল যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) অন্যান্য মানুষের ন্যায় সাধারণ একজন মানুষ। এ কারণেই তারা বলেছিল, যদি তাঁর সাথে ফেরেশতা নাযিল করা হতো আর সেও তাঁর সাথে ভীতি প্রদর্শন করত! দেখুন সূরা ফুরকানের সাত নম্বর আয়াত।

তবে তিনি আল্লাহর মনোনীত রাসূল ও নাবী এই ছিল পার্থক্য। এটিও আবার কুরআনে বলে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে ঘোষণা দিতে বলেছেন ঃ "আপনি বলে দিন অবশ্যই আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। তবে আমার নিকট ওহী নাযিল করা হয়..." (সূরা কাহাফ ঃ ১১০ ও সূরা ফুসসিলাত ঃ ৬)।

পাঠক ভাই ও বোনেরা! একটুখানি ভেবে দেখুন। নূর হতেইতো নূর বের হতে পারে। তাহলে তথাকথিত আলেমদেরকে বলতে হবে রাসূল (সাঃ)-এর মা আমিনাহ ও পিতা আব্দুল্লাহ অবশ্যই নূরের তৈরি ছিলেন। এভাবে পিছনের দিকে যেতে যেতে এক সময় তারা এও বলতে বাধ্য হবেন যে, তাহলে আদমও (আঃ) নূরের ছিলেন। আর সে সময়েই তাদের মুসলমানিত্ব নিয়ে টানা-হেচড়া লেগে যাবে।

আরো পিছনে যেতে পারি আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির পর আল্লাহ যখন তাঁর ডান হাত দিয়ে তার পিঠ মাসাহ্ করলেন, তখন তাদের মধ্যে আমাদের নাবী ছিলেন কি না? আর আদম (আঃ) যে মাটির তৈরি তাতো আমাদের নাবী (ﷺ) স্বয়ং বলেছেন ঃ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِقَتْ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ. أخرجه مسلم (٥٣١٤) وأحمد (٢٤٠٣٨).

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ 'ফেরেশতাদেরকে নূর দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, জিনদেরকে ঘন কালো আগুনের লেলিহান শিখা হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই বস্তু থেকে, যার দ্বারা তোমাদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে' (মুসলিম হাঃ ৫৩১৪ ও আহমাদ হাঃ ২৪০৩৮)।

এ হাদীছটি শাইখ আলবানী তার "সাহীহা" (১/৮২০ হাঃ ৪৫৮) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এ সহীহ হাদীছের মধ্যে মানুষের মুখে মুখে যে সব বানোয়াট হাদীছ প্রসিদ্ধি ও পরিচিতি লাভ করেছে, সে সব হাদীছ বাতিল হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন নিম্নোক্ত হাদীছটি ঃ

"أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر".

অর্থাৎ 'হে জাবের সর্ব প্রথম তোমার নাবীর নূরকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন।' কারণ সহীহ হাদীছ প্রমাণ করছে যে, শুধুমাত্র ফেরেশতাদেরকেই নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আদম ও তাঁর সন্তানদেরকে নয়। আর এ কারণেই রাসূল (ﷺ) কিয়ামতের দিন আদম সন্তানদের সর্দার হবেন। যার প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদীছ ঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا سَيِّدُ وَلَد آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ. أخرجه مسلم (٤٢٢٣) وأحمد (١٠٥٤٩).

আবূ হুরাইরাহ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ 'কিয়ামতের দিন আমি হবো আদম সন্তানদের সর্দার। সর্বপ্রথম কবর আমাকে নিয়ে ফেটে যাবে। আমিই প্রথম শাফা'আতকারী আর আমার শাফা'আতই সর্বপ্রথম গৃহীত হবে' (মুসলিম হাঃ ৪২২৩; আহমাদ হাঃ ১০৫৪৯)।

অতএব তিনি আদম সন্তান বলেইতো তিনি তাদের সর্দার হবেন। এছাড়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট মানব জাতি ফেরেশতাদের চেয়ে উত্তম। আর তাদের মধ্যে আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ) হচ্ছেন সর্বোত্তম। (শারহুন নাবাবী সহ সাহীহ মুসলিম গ্রন্থে উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা দেখুন)। অতএব নাবী (ﷺ)-কে মানব সন্তানের গণ্ডি হতে বের হবার কোনই প্রয়োজন নেই।

আল্লাহ কুরআন মাজীদে একাধিক আয়াতে বলেছেন ঃ তিনি আদম (আঃ) ও মানুষকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আপনাদের জ্ঞাতার্থে এখানে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো ঃ

(١) (إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللّٰه كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (آل عمران:٥٩)

(٢) (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ) (الأنعام:٢)

(٣) (قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) (الأعراف:١٢)

(٤) (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ) (المؤمنون:١٢)

(٥) (الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْأِنْسَانِ مِنْ طِينٍ) (السجدة:٧)

(٦) (فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ) (الصافات:١١)

(٧) (إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ) (ص:٧١)

(٨) (قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) (ص:٧٦)

দেখুন ঃ সূরা আলু-ইমরান (৫৯), সূরা আন'য়াম (২), সূরা আ'রাফ (১২) সূরা মু'মিনুন (১২), সূরা সাজদাহ (৭), সূরা সাফফাত (১১), সূরা সোয়াদ (৭১ ও ৭৬) ইত্যাদি।

এ ছাড়া আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূল (ﷺ)-কে বলার নির্দেশ দিলেন,

(قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً) (الكهف:١١٠)

"আপনি বলুন, আমি তোমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয় তবে আমার নিকট ওহী করা হয়..." (সূরা কাহাফ ঃ ১১০)।

কোন ব্যক্তি যদি আরবী অভিধানগুলোতে ''بَشَر'' 'বাশার' শব্দের অর্থ দেখেন তাহলে পাবেন 'বাশার' অর্থ ইনসান অর্থাৎ মানুষ। মানুষের শরীরের উপরের চামড়াকেও বাশার বলা হয়েছে। এটি একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, নারী-পুরুষ সকলের ক্ষেত্রে একইভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আরবী ভাষার পণ্ডিতগণ এরূপ অর্থই বর্ণনা করেছেন। তাদের মাঝে 'বাশার' শব্দের অর্থ যে মানুষ তা নিয়ে কোন মতভেদ নেই। (দেখুন আল্লামা ইবনুল মানযূর রচিত বিখ্যাত আরবী অভিধান ''লিসানুল আরাব'' ১/৪২৩)।

আল্লাহ কুরআন মাজীদের বহু আয়াতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আদম (আঃ) ও মানুষকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। আর রাসূল (ﷺ)-কেও, তিনি যে মানুষ ছিলেন তা বলার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমনটি আপনারা জেনেছেন। এখন তথাকথিত আলেমদের কাছে প্রশ্ন তিনি (রাসূল (ﷺ)) মানুষ ছিলেন কি না? তারা যদি বলেন যে, তিনি মানুষ ছিলেন। তাহলে তো তাদের সাথে আমাদের কোন দ্বন্দ্ব নেই। আর যদি বলেন যে, মানুষ ছিলেন না, তাহলে ভ্রান্ত চিন্তা-ভাবনা ছেড়ে দিয়ে তাওবা করে আয়াতের উপর তাদের ঈমান আনা যরূরী।

অতএব তথাকথিত আলেমদেরকে আহ্বান জানাবো কুরআন-হাদীছ বেশী বেশী পড়ার জন্য। এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। কারণ রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি পড়ার নির্দেশ দিয়েই সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হওয়া শুরু হয়।

ভ্রান্ত আবেগ দিয়ে সঠিক ইসলাম জানা যায় না। বাতিল ও বানোয়াট হাদীছকে আবেগের পুঁজি বানিয়ে ইসলামী সমাজের মাঝে টিকে থাকাও যায় না। কমপক্ষে নাবী (ﷺ)-এর নিম্নলিখিত হাদীছের আওতাভুক্ত হওয়া থেকে নিজেদেরকে রক্ষার্থে তাওবাহ করে প্রকৃত ইসলামকে বুঝার চেষ্টা করুন।

(مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ). رواه البخاري ومسلم.

'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করল, সে যেন জাহান্নামে তার স্থান বানিয়ে নিল' (বুখারী ও মুসলিম)।

এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীছের উদ্ধৃতি দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে বিশাল আকারের বই হয়ে যাবে। উপরোক্ত আলোচনাই পাঠকদের বিষয়টি বুঝার জন্য যথেষ্ট হবে বলে আমি মনে করি।

বিদ্'আতকে ভাল ও মন্দ দু'ভাগে ভাগ করা বিষয়ক সংশয় নিরসন

পাঠকবৃন্দ! আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, কতিপয় আলেম বিদ্'আতকে ভাল ও মন্দ দুই ভাগে ভাগ করে সমাজের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন। সাথে সাথে এ কথাও বলছেন যে, আমরা সম্মিলিতভাবে নাবীর উপর দুরূদ পাঠ করব, তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়াবো এটাতো ভাল বিদ্'আত (বিদ্'আতে হাসানাহ)। তাতে সমস্যা কোথায়? তারা তাদের সমর্থনে উমার (রাঃ) তারাবীর সালাত এক ইমামের পিছনে আদায় করা সম্পর্কে যে উক্তি করেছিলেন, সেটা দলীল

হিসাবে পেশ করে থাকেন। তিনি বলেছিলেন ঃ 'نعمت البدعة هذه' 'এতো ভাল বিদ্'আত'। এ উক্তি দিয়েই তারা বিদ্'আতের ধুম্রজাল ছড়িয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন।

অতএব উমার (রাঃ)-এর উক্ত উক্তির মর্ম বুঝার জন্য আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করছি।

প্রথমত আমরা তাঁর উক্তিটিকে দু'ভাবে নিতে পারি ঃ

১। যদি ধরে নেই যে, আপনাদের সমর্থনে তাঁর উক্তিটি একটি অকাট্য দলীল। এ দলীল হতে অন্য দিকে মুখ ফেরানোর কোনই সুযোগ নেই। তাহলে আপনার মত জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য বলবো, রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ 'وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ' '(শরীয়তের মাঝে) প্রত্যেক নবাবিষ্কারই বিদ্'আত আর প্রত্যেক বিদ্'আত ভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণামই জাহান্নাম'। 'কুল্লু' শব্দটি ব্যপকতার অর্থ বহন করে। অর্থাৎ শরীয়তের মধ্যে ইবাদাত হিসাবে যা কিছুই নবাবিষ্কার করা হবে তার সবই বিদ্'আত।{এ ব্যাখ্যা দেয়ার কারণ সমাজের মধ্যে এমন আলেমও রয়েছেন, যিনি বলেন তাহলে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা, বই ছাপানো ইত্যাদিও বিদ্'আত। তার উদ্দেশ্যে বলছি, এগুলো বিদ্'আত নয় এগুলো হচ্ছে কুরআন ও হাদীছ বুঝার মাধ্যম। কিয়ামত দিবস পর্যন্ত এগুলোর উন্নতি সাধন হতেই থাকবে। তবে মাধ্যমগুলোও আবার শরীয়ত সম্মত হতে হবে। শরীয়ত সম্মত নয় এমন মাধ্যমও রয়েছে। যখন আলেম সাহেব খুৎবাহ দিচ্ছেন, তখন সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার আর শির্ক-বিদ্'আতকে পরিহার করার জন্য সুমধুর কণ্ঠে বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু যখন তাকে বিদ্'আতগুলো চিহ্নিত করে দেখানো হচ্ছে, তখন তিনি বিদ্'আত কী আর কোনটিইবা বিদ্'আত কিংবা বিদ্'আতের অর্থইবা কী তিনি সে সবের আর কিছুই জানেন না। ফলে তিনি তখন বনে যাচ্ছেন বিদ্'আতের ধারক ও বাহক। তার মাঝের বিদ্'আতকে চিহ্নিত করার কারণে যিনি সুন্নাতের অনুসারী তিনি হচ্ছেন তার দুশমন।}

রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ 'প্রত্যেক বিদ্'আতই ভ্রষ্টতা'। উমার (رضي الله عنه)-এর উক্তি কি রাসূল (ﷺ)-এর এ কথার সাথে সাংঘর্ষিক না সাংঘর্ষিক নয়? তর্কের খাতিরে যদি বলি অবশ্যই সাংঘর্ষিক। তাহলে বলবো পাঠক ভাই ও বোনেরা! আপনারা রাসূলের কথা মানবেন, না উমার (رضي الله عنه)-এর কথা মানবেন? আল্লাহ আপনার উপর রাসূল (ﷺ)-এর অনুসরণ করা ফরয করেছেন না উমার (رضي الله عنه)-এর কথার অনুসরণ করা ফরয করেছেন? এ সিদ্ধান্তটি নেয়ার দায়িত্ব আপনাদের উপরেই ছেড়ে দিলাম। যে কোন মুসলিম ব্যক্তি যার মধ্যে সামান্যতম ঈমান আছে তিনিও বলবেন অবশ্যই আমি রাসূল (ﷺ)-এর অনুসরণ করব।

২। উমার (رضي الله عنه) কি রাসূল (ﷺ)-এর হাদীছটি জানতেন না? কিভাবে তিনি তার উক্ত বাক্যটি বললেন? অবশ্যই এর উত্তরে সকলে একমত হবেন এটি আবার

কি করে হয় যে, রাসূল (ﷺ) খুৎবার মধ্যে উক্ত হাদীছটি পাঠ করতেন আর উমার (رضي الله عنه) তা জানতেন না বা তিনি তা শুনেননি? এটিও সম্ভব নয়। অর্থাৎ তিনি হাদীছটি জানতেন। তাহলে তিনি কী জেনে শুনেই তাঁর বিরোধিতা করলেন নাকি তার উক্তির ভিন্ন অর্থ রয়েছে। সে অর্থকে এড়িয়ে গিয়ে তারা বিদ্'আতকে সাব্যস্ত করার জন্য তার উক্তিটিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করছেন। উমার (رضي الله عنه) রাসূল (ﷺ)-এর কথার বিরোধিতা করবেন এটা অসম্ভব। কারণ তিনি আল্লাহ ও তাঁর নাবীর কথার আনুগত্যের ক্ষেত্রে খুবই কঠোর ছিলেন। যার প্রমাণ মিলে বহু ঘটনা থেকে। অতএব অবশ্যই তিনি তার এই বিদ্'আত দ্বারা এমন অর্থ বুঝাতে চাননি যে অর্থ রাসূল (ﷺ) তাঁর বাণী দ্বারা বুঝিয়েছেন।

পাঠক মণ্ডলী লক্ষ্য করুন! উমার (رضي الله عنه) লোকদেরকে এক ইমামের অধীনে তারাবীর সালাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। রাসূল (ﷺ)-এর যুগেও কিন্তু এই সালাত আদায় করা হয়েছে। শুধু তাই নয় তিনি তিনরাত জামা'আতের সাথেও রামাযান মাসে কিয়ামুল লাইলের সালাত আদায় করেছেন, চতুর্থ রাতে আর বের হননি। রাসূল (ﷺ) বের না হওয়ার কারণও দর্শিয়েছেন ঃ

'إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها' 'আমি ভয় করেছি যে, তা তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া হবে, অতঃপর তোমরা তা আদায় করতে অপারগ হয়ে যাবে।' তিনি সাহাবাদেরকে নিয়ে জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করা অব্যহত না রাখার কারণ বর্ণনা করেছেন, যাতে তোমাদের উপর ফরয করে দেয়া না হয় এ ভয়ে। অতএব যেহেতু উমার (রাযি) দেখলেন এখন আর ফরয হওয়ার কোন সুযোগ নেই। কারণ যার মাধ্যমে ফরয হবে তিনি তো আর আমাদের মাঝে নেই। ফলে তিনি লোকদেরকে যখন দেখলেন যে, কেউ একাকি, কেউ আরেকজনকে সাথে নিয়ে, কেউ দুইজনকে সাথে নিয়ে কিংবা কেউ কয়েকজনকে সাথে নিয়ে সালাত আদায় করছে। তখন তিনি এই বিশৃঙ্খল অবস্থার অবসানকল্পে এক ইমামের পিছনে সালাত আদায় করার নির্দেশ দিলেন। তিনি রাসূল (ﷺ)-এর সেই জামা'আতবদ্ধভাবে রামাযানের রাতের সালাত আদায় করাকে পুনরায় চালু করলেন। তিনি নতুন করে কোন ভিত্তিহীন ইবাদাত চালু করেননি। বরং তিনি প্রতিষ্ঠিত ইবাদাতকে সুশৃঙ্খলভাবে আদায় করার পদ্ধতিকে পুনরায় চালু করেন। অতএব তাঁর উক্তি দ্বারা ভাল বিদ্'আত বলে শরীয়তের মধ্যে কোন নতুন ইবাদাত চালু করার কোনই সুযোগ নেই।

রামাযান মাসের রাতের সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করাকে রাসূল (ﷺ) সঙ্গত কারণে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সে কারণ অবশিষ্ট না থাকা সত্ত্বেও আবূ বাকর (رضي الله عنه) পুনরায় চালু করেননি। কিন্তু উমার (رضي الله عنه) জামা'আতের সাথে তা আদায় করার নির্দেশ দিয়ে বাহ্যিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে এটিকে ভাল বিদ্'আত বলে সম্বোধন করেন। দীর্ঘ দিন সম্মিলিত জামা'আতের সাথে চালু না থাকাই যেন বাহ্যিকভাবে নযীরহীন কিছু চালু করা হয়েছে। সেই হেতু তিনি বিদ্'আত বলে

সম্বোধন করেন। পারিভাষিক অর্থের সাথে এর কোন সামঞ্জস্য নেই। এরূপ ব্যাখ্যা করা ছাড়া কোন অবস্থাতেই বিদ্'আত শব্দের মূল আভিধানিক এবং পারিভাষিক অর্থের সাথে তাঁর থেকে উচ্চারণকৃত বিদ্'আত শব্দের মিল খুজে পাওয়া যায় না। কারণ এ সালাত নযীরহীন নয়, অথচ নতুনভাবে আবিস্কৃত নযীরহীন কিছুকেই আভিধানিক অর্থে বিদ্'আত বলা হয়।

আবার কোন কোন ব্যক্তি বিদ্'আতে হাসানাহ (ভাল বিদ্'আত) সাব্যস্ত করার জন্য রাসূল (ﷺ)-এর নিম্নোক্ত হাদীছ পেশ করে থাকেন ঃ 'من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة'' 'যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে ভাল সুন্নাত চালু করবে, সে তার ও তার উপর যে ব্যক্তি আমল করবে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তার ছাওয়াব পাবে'।

চিন্তা করা প্রয়োজন ছিল রাসূল (ﷺ) কিন্তু বলেননি যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে ভাল বিদ্'আত চালু করবে...। বলেছেন ভাল সুন্নাত চালু করবে। কারণ বিদ্'আত কখনও ভাল হতে পারে না। সুন্নাত ভাল হতে পারে।

এছাড়াও এ হাদীছটি যিনি বলেছেন, তিনিই কিন্তু সে হাদীছটিও বলেছেন। যাতে বলা হয়েছে যে, 'প্রত্যেক বিদ্'আতই ভ্রষ্টতা'। একই ব্যক্তি আবার আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নাবী ও রাসূল (ﷺ)। তিনি কি এমন কথা বলতে পারেন, যা তাঁরই অন্য কথাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে? অবশ্যই না। আর রাসূল (ﷺ)-এর কথায় দ্বন্দ্বও সৃষ্টি হতে পারে না।

আরেকটি ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে। সুন্নাত চালু করার অর্থ হচ্ছে, সেই সুন্নাতকে জীবিত করা, যেটি এক সময় সমাজে চালু ছিল কিন্তু বর্তমানে সেটির উপর আমল হচ্ছে না।

এছাড়া আরেকটি উত্তর হচ্ছে হাদীছটি রাসূল (ﷺ) কেন বলেছিলেন তার দিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। তাতেই স্পষ্ট হয়ে যাবে বিদ্'আতে হাসানাহ সাব্যস্ত করার জন্য কোন দিনই হাদীছটি দলীল হতে পারে না। রাসূল (ﷺ)-এর নিকট মুযার গোত্রের কতিপয় লোক অত্যন্ত ক্ষুধার্থ ও বেহাল অবস্থায় আসলে তিনি সালাত আদায়ের পর খুৎবাহ দিয়ে সাদকাহ করার দিকে ইঙ্গিত করলে, সাহাবাহগণ যে যা পারলেন সামর্থানুযায়ী দিলেন। ইতিমধ্যে এক আনসারী ব্যক্তি তার হাতে রৌপ্যের একটি ভারী পোটলা নিয়ে রাসূল (ﷺ)-এর সামনে রেখে দিলেন। তাতে রাসূল (ﷺ) আনন্দিত হয়ে বললেন ঃ'من سن في الإسلام...' 'যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে ভাল সুন্নাত চালু করবে...'।

অতএব এটি দ্বারা শরীয়তের মধ্যে নতুন কোন ইবাদাত চালু করার কথা বুঝানো হয়নি। কারণ শরীয়তের মধ্যে প্রত্যেক বিদ্'আতই ভ্রষ্টতা।

যে আমলটি কুরআন ও সহীহ হাদীছের মধ্যে নেই সেটিকে ভাল মনে করে যারা করবে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

(قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً) (الكهف:١٠٣-١٠٤)

"বলুন, আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকদের সংবাদ দিব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। তারাই সেসব লোক যাদের প্রচেষ্টা দুনিয়ার জীবনে বিভ্রান্ত হয়। অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করে" (সূরা কাহ্ফ ১০৩-১০৪)।

পাঠকবৃন্দ! অত্যন্ত আফসোসের সাথে বলতে হচ্ছে রাসূল (ﷺ)-এর ভবিষ্যৎবাণী যেহেতু মিথ্যা হওয়ার নয়, সেহেতু তারই নমুনা হয়তো আমরা আমাদের যুগে দেখছি। তিনি বলেন ঃ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ''لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ'' أخرجه البخاري (٣٤٥٦) ومسلم (٤٨٢٢) وأحمد (١١٣٧٢، ١١٤١٥، ١١٤٦٢).

আবূ সা'ঈদ খুদরী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, নাবী (সাঃ) বলেন ঃ অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের অনুসরণ করবে, প্রতি বিঘতে বিঘতে এবং প্রতি হাতে হাতে। (অর্থাৎ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ওদের অন্ধ অনুসরণ করে চলবে)। এমনকি তারা যদি গো সাপের গর্তেও ঢুকে তবে তোমরাও তাতে ঢুকবে। আমরা বললাম ঃ তারা কি ইয়াহুদ ও খ্রীষ্টান হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন ঃ তারা ছাড়া আর কারা?' হাদীছটি বুখারী (হাঃ ৩৪৫৬); মুসলিম (হাঃ ৪৮২২); আহমাদ (হাঃ ১১৩৭৩, ১১৪১৫) বর্ণনা করেছেন।

বানোয়াট ও দুর্বল হাদীছ নির্ভর বিদ্'আতে আমাদের ইসলামী সমাজ কলুষিত হয়ে উঠেছে। বিধায় বিদ্'আত ও তার কুপ্রভাব সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা হওয়া প্রয়োজন মনে করছি।

বিদ্'আতের অর্থ ও তার কুপ্রভাব

বিদ্'আতের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'নযীরহীনভাবে কিছু নব আবিষ্কার করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ ''بديع السموات والأرض'' البقرة: ١١٧. "তিনি (নযীরবিহীন) আসমান ও যমীনের স্রষ্টা" (সূরা বাকারাহ ১১৭)। ।

পারিভাষিক অর্থে বিদ্'আত বলা হয় ঃ 'ধর্মের মধ্যে যে নবাবিষ্কৃত ইবাদাত, বিশ্বাস ও কথার সমর্থনে কুরআন ও সুন্নাহের মধ্যে কোন দলীল মিলে না অথচ তা ছাওয়াবের উদ্দেশ্যে করা হয় তাকেই বিদ্'আত বলা হয়'।

ব্যক্তি, সমাজ, ধর্মীয় মাসআলা মাসায়েলের উপর বিদ্'আতের কুপ্রভাব অত্যন্ত ভয়ানক। তবে বিদ্'আতের স্তর রয়েছে। স্তরভেদে বিদ্'আতের ক্ষতিকর কুপ্রভাবগুলো প্রযোজ্য। একটি কথা মনে রাখতে হবে ক্ষেত্র বিশেষে বিদ্'আতকে

যত ছোটই ভাবা হোক, তা রাসূল (ﷺ)-এর এ (শারী'আতের মাঝে প্রত্যেক নবাবিষ্কারই বিদ্'আত আর প্রত্যেক বিদ্'আত ভ্রষ্টতা আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম) বাণীর আওতা হতে কোন অবস্থাতেই বের হবে না। অতএব বিদ্'আতের ভয়ানক ক্ষতিকর কুপ্রভাবগুলো আমাদের জানা দরকার। এ কারণেই নিম্নে সংক্ষেপে সেগুলো উল্লেখ করা হল ঃ

আল্লামাহ শাতেবী (রহঃ) সহ অন্যান্য ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ বিদ্'আতের যে সব কুপ্রভাব উল্লেখ করেছেন সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। বিদ্'আতীর কোন আমল কবুল করা হবে নাঃ

রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ

فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ. (أخرجه البخاري رقم الحديث ٣١٨٠).

'যে ব্যক্তি দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করবে বা কোন নবাবিষ্কারকারীকে আশ্রয় দিবে তার উপর আল্লাহ এবং সকল ফেরেশতা ও মানুষের অভিশাপ ..... তার ফরয ইবাদাত বা তাওবাহ্, নফল ইবাদাত বা ফিদইয়াহ কবূল করা হবে না...'। বুখারী 'কিতাবুল জিযিয়াহ' (হাঃ ৩১৮০)।

ইমাম আওযা'ঈ বলেন কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলেম বলেছেন ঃ বিদ্'আতির সালাত, সিয়াম, সাদাকাহ, জিহাদ,হাজ্জ, উমরাহ্, কোন ফরয ইবাদাত বা তাওবাহ্, নফল ইবাদাত বা ফিদইয়াহ গ্রহণযোগ্য হবে না। অনুরূপ কথা হিশাম ইবনু হাস্‌সানও বলেছেন।

আইউব আস-সুখতিয়ানী বলেন ঃ বিদ্'আতী তার প্রচেষ্টা যতই বৃদ্ধি করবে আল্লাহর নিকট হতে তার দূরত্ব ততই বৃদ্ধি পাবে।

এছাড়া যে বিদ্'আতকে পছন্দ করে তার ধারনা শরীয়ত পূর্ণ নয়, অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ "আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিয়েছি" (সূরা মায়েদাহ ঃ ২)। কারণ তার নিকট যদি দ্বীন পরিপূর্ণ হয়ে যেয়েই থাকে তাহলে সে শরীয়তের মধ্যে নতুন কিছুর প্রবেশ ঢুকাবে কেন বা তাকে অবহিত করার পরেও কেনই বা বিদ্'আতের উপর আমল করবে।

২। বিদ্'আত পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত বিদ্'আতির কোন প্রকার তাওবাহ্ করার সুযোগ জুটবে না ঃ

রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ

"إِنَّ اللهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ"

'আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বিদ্'আতির বিদ্'আতকে পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তাওবার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন'। (হাদীছটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন। দেখুন "সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব" ১/১৩০ হাঃ নং ৫৪ এবং "সিলসিলাতুস সাহীহাহ" হাঃ ১৬২০)।

৩। বিদ'আতী নাবী (ﷺ) এর হাওযে কাওছারের পানি পান করা হতে বঞ্চিত হবে ঃ

عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ وَرَدَ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَيَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي أخرجه مسلم (٤٢٤٣)

আবূ হাযেম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি সাহালকে বলতে শুনেছি তিনি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন, 'আমি তোমাদের পূর্বেই হাওযে কাওছারের নিকট পৌঁছে যাব। যে ব্যক্তি সেখানে নামবে এবং তার পানি পান করবে সে আর কখনও পিপাসিত হবে না। কতিপয় লোক আমার নিকট আসতে চাইবে, আমি তাদেরকে চিনি আর তারাও আমাকে চেনে। অতঃপর আমার ও তাদের মধ্যে পর্দা পড়ে যাবে। রাসূল (ﷺ) বলবেন ঃ তারাতো আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত। তাঁকে বলা হবে আপনি জানেন না আপনার পরে তারা কি আমল করেছে। তখন যে ব্যক্তি আমার পরে (দ্বীনকে) পরিবর্তন করেছে তাকে আমি বলবো ঃ দূর হয়ে যা, দূর হয়ে যা' (সাহীহ মুসলিম হাঃ ৪২৪৩)।

৪। **বিদ'আতী অভিশপ্ত ঃ** কারণ রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ

'যে ব্যক্তি দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করবে বা কোন নবাবিষ্কারকারীকে আশ্রয় দিবে তার উপর আল্লাহ এবং সকল ফেরেশতা ও মানুষের অভিশাপ...।

(বুখারী 'কিতাবুল জিযিয়াহ' হাঃ ৩১৮০)।

৫। বিদ'আতীর নিকট যাওয়া ও তাকে সম্মান করা ইসলামকে ধ্বংস করার শামিল ঃ

পূর্বোল্লিখিত হাদীছটিই এর দলীল হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। (যদিও আল্লামাহ শাতেবী (রহঃ) একটি দুর্বল হাদীছ দ্বারা দলীল দিয়েছেন।) কারণ বিদ'আতীকে আশ্রয় দিলেই তাকে সম্মান করা হয়। আর যখন এ কারণে ইবাদাতগুলো কবুল করা হয় না, তখন আশ্রয়দানকারী তার ইসলামকে যে ধ্বংস করে দিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বিশিষ্ট তাবেঈ' হাস্সান ইবনু আতিয়াহ (রহঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ 'কোন সম্প্রদায় যখন তাদের দ্বীনের মধ্যে কোন বিদ'আত চালু করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে অনুরূপ একটি সুন্নাতকে উঠিয়ে নেন। অতঃপর কিয়ামত পর্যন্ত তাদের নিকট সুন্নাতটি আর ফিরিয়ে দেন না'। (দারেমী তার "মুকাদ্দিমায়" হাঃ ৯৮ উল্লেখ করেছেন)।

আরো এসেছে যে, 'কোন ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন প্রকার বিদ'আত চালু করলেই সে তার চেয়ে উত্তম সুন্নাতকে পরিত্যাগ করে'। (আল-ই'তিসাম ১/১৫৩)।

ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ 'প্রত্যেক বছরই লোকেরা একটি করে বিদ্‌'আত চালু করবে আর একটি করে সুন্নাতকে মেরে ফেলবে। শেষ পর্যন্ত বিদ্‌'আত জীবিত হবে আর সুন্নাতগুলো মারা যাবে'। (আল-ইতিসাম ১/১৫৩)।

৬। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট হতে বিদ্‌'আতীর দূরত্ব বাড়তেই থাকবে ঃ

হাসান বাসরী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ বিদ্‌'আতী সালাত, সিয়াম ও ইবাদাতে যতই তার প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করবে ততই আল্লাহর নিকট হতে তার দূরত্ব বৃদ্ধি পাবে।

আইউব আস-সুখতিয়ানী বলেন ঃ বিদ্‌'আতী তার প্রচেষ্টা যতই বৃদ্ধি করবে আল্লাহর নিকট হতে তার দূরত্ব ততই বৃদ্ধি পাবে।

রাসূল (ﷺ) হতে বর্ণিত সহীহ হাদীছও এ অর্থের ইঙ্গিত বহন করছে। তিনি খারেজীদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ '...তারা দ্বীনের মধ্য হতে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমনভাবে তীর ধনুক হতে বেরিয়ে যায়'। (বুখারী ও মুসলিম)।

এ বেরিয়ে যাওয়া তাদের বিদ্‌'আতের কারণেই। এ হাদীছের মধ্যেই বলা হয়েছে 'অথচ তাদের সালাত ও সিয়ামগুলোর তুলনায় তোমাদের সালাত ও সিয়ামগুলোকে তোমরা তুচ্ছ মনে করবে'।

৭। বিদ্‌'আত ইসলামী লোকদের মাঝে দুশমনী, ঘৃণা, বিভেদ ও বিভক্তি সৃষ্টি করেঃ

কারণ বিদ্‌'আত লোকদেরকে বিভক্তির দিকে আহবান করে, কুরআন তারই প্রমাণ দিচ্ছে। আর এ থেকেই দুশমনী ও ঘৃণার সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

(وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (آل عمران:١٠٥)

"তোমরা সেই সব লোকদের মত হয়ো না যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পরেও মতভেদ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে ভয়ঙ্কর আযাব" (সূরা আলু-ইমরান ১০৫)।

তিনি আরো বলেন ঃ

(وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِه) (الأنعام:١٥٣)

"নিশ্চয় এটিই আমার সোজা সরল পথ তোমরা তারই অনুসরণ কর, তোমরা বহু পথের অনুসরণ কর না, কারণ তা তোমাদেরকে তাঁর এক পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে দিবে" (সূরা আন'আম ১৫৩)।

আল্লাহ বলেন ঃ

(إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ) (الأنعام:١٥٩)

"নিশ্চয় যারা তাদের দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং তারা দলে দলে বিভক্ত হয়ে গেছে আপনি তাদের কোন কিছুতেই অংশীদার নন" (সূরা আন'আম ১৫৯)।

হাসান বাসরী বলেন ঃ তুমি বিদ্'আতীর নিকট বসবে না, কারণ সে তোমার হৃদয়কে রোগাক্রান্ত করে দিবে।

অতএব দ্বীন পরিপূর্ণরূপে ও সুস্পষ্টভাবে আসার পরেও যদি কোন ব্যক্তি তাতে সন্তুষ্ট না হতে পেরে নতুন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটায়, তা ইসলামের মধ্যে বিভক্তির কারণ এতে কোন সন্দেহ নেই। আর এ বিভক্তিই পরস্পরের মাঝে দুশমনি সৃষ্টি করে। যার জলন্ত প্রমাণ আমরা সমাজের মাঝে দিবালোকের ন্যায় প্রত্যক্ষ করছি। অতএব বাস্তবতাও তার বিরাট একটি দলীল।

৮। বিদ্'আত মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর শাফা'আত প্রাপ্তি হতে বাধা প্রদান করবেঃ

কারণ হাদীছের মধ্যে বলা হয়েছে যে, বিদ্'আতীদেরকে হাওযে কাওছারের পানি পান করা হতে বঞ্চিত করা হবে। তিনি তাদের দূর হয়ে যেতে বলবেন। এটি প্রমাণ করছে যে তারা তাঁর শাফা'আত হতেও বঞ্চিত হবে।

এখানে শাতেবী (রহঃ) একটি দুর্বল হাদীছ দিয়ে দলীল গ্রহণ করে, সেটির অর্থকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। সেটি হচ্ছে 'বিদ্'আতী ছাড়া আমার উম্মাতের সবাই আমার শাফা'আত পাবে'। (আল-ইতিসাম ১/১৫৯)।

৯। বিদ্'আত সহীহ্ সুন্নাহ্কে বিতাড়িত করে তার স্থলাভিষিক্ত হয় ঃ

বাস্তব নমুনায় এর বিরাট প্রমাণ। সালাত শেষে জামা'আতবদ্ধ হয়ে হাত তুলে দো'আ করলে, সালাতের পরে পঠিতব্য মুতাওয়াতির সূত্রের সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত দো'আ ও যিক্রগুলো পড়া হয় না। এছাড়া ইসলামের বিভিন্ন ইবাদাতের মধ্যে দুর্বল হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত এরূপ বহু আমল আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যা সরাসরি সহীহ হাদীছের বিপরীত আমল। বিজ্ঞ পাঠকবৃন্দের নিকট এর চেয়ে আর বেশী কিছু বলা প্রয়োজন মনে করছি না। অতএব দুর্বল বা জাল হাদীছের উপর আমল করলে সহীহ্ সুন্নাহ্ বিতাড়িত হবেই। সালাফদের ভাষ্য উল্লেখ করে পূর্বে (৫) এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১০। বিদ্'আত সৃষ্টিকারী তার নিজের ও তার অনুসরণকারী বিদ্'আতের সাথে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তির সমপরিমাণ গুণাহের অংশীদার হবে ঃ

রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ

'من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً'
أخرجه البخاري ومسلم.

'যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার দিকে আহবান করবে সে তার গুণাহ ও তার অনুসারীর গুণাহ বহন করবে। অনুসরণকারীদের গুণাহ সমূহে সামান্য পরিমাণ ঘাটতি না করেই' (বুখারী ও মুসলিম)।

কোন সন্দেহ নেই বিদ্'আতের দিকে আহবান করা বা তার উপর আমল করা পথভ্রষ্টতারই একটি অংশ। কারণ রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ 'সব বিদ্'আতই ভ্রষ্টতা'।

১১। বিদ্'আতীর অমঙ্গলজনক শেষ পরিণতির ভয় রয়েছে ঃ

কারণ বিদ্'আতী গুণাহের সাথে জড়িত, আল্লাহর অবাধ্য। আল্লাহ যা হতে নিষেধ করেছেন সে তার সাথে জড়িত। তার সে অবস্থায় মৃত্যু হলে অমঙ্গলজনক মৃত্যু হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এছাড়া কিয়ামত দিবসে তাকে অমঙ্গলজনক পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। এর প্রমাণ তিন নম্বরে বর্ণিত হাদীছ, যা পড়লে সহজেই তা বুঝা সম্ভব।

১২। বিদ্'আতীর উপর দুনিয়াতে বেইজ্জতী আর আখেরাতে আল্লাহর ক্রোধ চাপিয়ে দেয়া হবে ঃ (আখেরাতেও বেইজ্জতী হতে হবে তার প্রমাণ তিন নম্বরে বর্ণিত হাদীছ)।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

(إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ) (الأعراف:١٥٢)

"অবশ্যই যারা গাভীর বাচ্চাকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দুনিয়াতেই ক্রোধ ও লাঞ্ছনা এসে পড়বে। মিথ্যারোপকারীদেরকে আমি অনুরূপ শাস্তি দিয়ে থাকি" (সূরা আ'রাফ ১৫২)।

সামেরীর প্ররোচনায় গাভীর বাচ্চা দ্বারা তারা পথভ্রষ্ট হয়েছিল এমনকি তারা তার এবাদাত করেছিল। আল্লাহ তা'আলা আয়াতের শেষে বলেছেন ঃ "وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ" (الأعراف:١٥٢) "মিথ্যারোপকারীদেরকে আমি অনুরূপ শাস্তি দিয়ে থাকি"। এটি ব্যাপকভিত্তিক কথা। এর সাথে বিদ্'আতেরও সাদৃশ্যতা আছে। কারণ সকল প্রকার বিদ্'আতও আল্লাহর উপর মিথ্যারোপের শামিল। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

(قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ) (الأنعام:١٤٠)

"নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা নিজ সন্তানদেরকে নির্বুদ্ধিতাবশতঃ বিনা জ্ঞানে হত্যা করেছে এবং আল্লাহ তাদেরকে যেসব রিয্ক দিয়েছিলেন, সেগুলোকে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে হারাম করে নিয়েছে। নিশ্চয় তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং সুপথগামী হয়নি" (সূরা আন'আম ১৪০)।

অতএব আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে যে ব্যক্তিই বিদ্'আত সৃষ্টি করবে তাকেই তার বিদ্'আতের কারণে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হতে হবে। তাবেঈ'দের যুগে বাস্তবে বিদ্'আতীদের ভাগ্যে এমনটিই ঘটেছিল। তাদেরকে তাদের বিদ্'আত নিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে।

১৩। সুন্নাতের বিরোধিতা করার কারণে বিদ্'আতী নিজেকে ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করে ঃ

সুফিয়ান ইবনু ওয়াইনাহ বলেন ঃ আমি ইমাম মালেক (রহঃ)-কে যে ব্যক্তি মদীনার মীকাতে পৌঁছার পূর্বেই ইহরাম বাঁধলো তার সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি উত্তরে বললেন ঃ সে আল্লাহ ও তার রাসূল (ﷺ)-এর বিরুদ্ধাচারণকারী। তার উপর দুনিয়াতে ফিতনার আর আখেরাতে পীড়াদায়ক শাস্তির আশঙ্কা করছি। তুমি কি আল্লাহ তা'আলার বাণী শুননি।

(فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (النور:٦٣)

"যারা তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা করবে তারা যেন সতর্ক হয় তাদেরকে ফিতনা পেয়ে যাওয়া বা তাদেরকে পিড়াদায়ক শাস্তি গ্রাস করা থেকে" (সূরা আন-নূর ৬৩)।

১৪। বিদ্'আতের অন্যতম ভয়াবহতা কারণ এই যে, সহীহ সুন্নাহ, তার ধারক-বাহক ও তার উপর আমলকারীকে বিদ্'আতী ঘৃণা করবে এবং তাকে মন্দ জানবে।

১৫। বিদ্'আতী নিজেকে শরী'আতের মধ্যে কিছু সংযোজনকারী হিসাবে প্রকাশ করে। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বীনকে তাঁর বান্দাদের জন্য পূর্ণ করে দিয়েছেন।

قال الله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأَسْلاَمَ دِيناً) (المائدة:٣)

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামাতকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে ধর্ম হিসাবে পছন্দ করলাম" (সূরা আল-মায়েদাহ ৩)।

১৬। বিদ্'আত হচ্ছে জ্ঞান ছাড়া আল্লাহর ব্যাপারে কথা বলা ঃ

শরী'আতের মধ্যে নিজের পক্ষ হতে কিছু বানিয়ে বললে তা যে কতই ভয়নক সেটি অনুধাবন করা যায় আল্লাহ কর্তৃক তাঁর নাবী (ﷺ)-কে সম্বোধন করে বলা নিম্নোক্ত কঠোর ভাষার আয়াতগুলিতে ঃ

(وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ، لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ) (الحاقة:٤٤-٤٧)

"সে যদি আমার নামে কোন কিছু রচনা করত, তাহলে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম, অতঃপর তার গ্রীবা কেটে দিতাম। তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারত না" (সূরা আল-হাক্কাহ্ ৪৪-৪৭)।

রাসূল (ﷺ)-কেও নিজের পক্ষ হতে কিছু বানিয়ে বলার অনুমতি দেয়া হয়নি, এ আয়াত তার জাজ্বল্য প্রমাণ। তেমনি তিনি তাঁর নিজের পক্ষ হতে কিছু বলতেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوْحَى} سورة النجم: ٣-٥.

"আর তিনি নিজ ইচ্ছায় কিছু বলেন না, যতক্ষণ না তাঁর নিকট ওহী নাযিল হয়" (সূরা আন-নাজমঃ ৩-৫)।

১৭। বিদ্'আতির জ্ঞান উলট-পালট হয়ে তার নিকট সব কিছুই গোলমেলে হয়ে যায়। ফলে সে বিদ্'আতকে সুন্নাত আর সুন্নাতকে বিদ্'আত মনে করে।

অতএব বিদ্'আতের ভয়বহতা হতে রক্ষা পেতে হলে, আমাদের মাঝে প্রচলিত বিদ্'আতগুলো হতে সতর্ক হয়ে সেগুলোকে পরিত্যাগ করে সহীহ সুন্নাহ মাফিক আমল করা ছাড়া আখেরাতে মুক্তির জন্য আমাদের সামনে আর কোন বিকল্প পথ খোলা নেই। আসুন আমরা দুর্বল ও বানোয়াট হাদীছগুলো জেনে সেগুলো পরিত্যাগ করি এবং সহীহ হাদীছের উপর ভিত্তি করে আমাদের জীবন গড়ি।

বিদ্'আতের সাথে জড়িত হওয়ার কারণগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। কুরআন, সুন্নাহ ও আরবী ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতা।

২। অতীতের সত্যানুসারী ব্যক্তিগণের মত ও পথের অনুসরণ না করা।

৩। প্রবৃত্তি বা মনোবৃত্তির অনুসরণ করা।

৪। সন্দেহমূলক বস্তুর সাথে জড়িত থাকা।

৫। শুধুমাত্র স্বীয় বুদ্ধির উপর নির্ভর করা।

৬। বড় বড় আলেমের উদ্ধৃতি দিয়ে তার অন্ধ অনুসরণ করা, যা গোঁড়ামির দিকে নিয়ে যায়। আর তখনই সে কুরআন ও সুন্নাতের দলীলগুলোকে অমান্য করে।

৭। মন্দ লোকদের সংস্পর্শে থাকা ও চলা।

পাঠক ভাই ও বোনেরা! যে ব্যক্তি উপরোক্ত আলোচনা বুঝতে সক্ষম হবেন। আমার মনে হয় সে ব্যক্তি নিজেকে বিদ্'আত ও তার ভয়াবহতা হতে রক্ষার্থে এখন থেকে যাঁচাই বাছাই করে পথ চলবেন। যাতে করে অসতর্কতা বশতঃ বিদ্'আতের মধ্যে জড়িয়ে না যান। যে আমলই আমরা করি না কেন তা যাচাই বাছাই করেই করা উচিত। কারণ হতে পারে বহু আমল আমার, আপনার জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে যেগুলো দুর্বল বা বানোয়াট হাদীছের উপর নির্ভরশীল।

রাসূল (ﷺ)-এর নিম্নোক্ত বাণী কোন ব্যক্তিরই ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না ঃ

'مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ'

'আমার এ নির্দেশের মাঝে যে ব্যক্তি এমন কিছু নবাবিস্কার করবে যা তার অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তা পরিত্যাজ্য)। (বুখারী হাঃ ২৬৯৭; মুসলিম হাঃ ৩২৪২; আবূ দাঊদ হাঃ ৩৯৯০; ইবনু মাজাহ হাঃ ১৪ (মুকাদ্দিমাহ)।

তিনি আরো বলেন ঃ

'مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ'

'যে ব্যক্তি এমন আমল করল যার উপর আমার নির্দেশ নেই সে আমলটি অগ্রহণযোগ্য' (বুখারী ও মুসলিম হাঃ ৩২৪৩)।

অতএব আমরা কার স্বার্থ রক্ষার্থে তথাকথিত হুজুরদের ধোঁকায় পড়ে নাবী (ﷺ) হতে সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীছগুলো ছেড়ে দিয়ে নিজেদেরকে বিপদগামী করব?

আসুন! আমরা রাসূল (ﷺ)-এর শাফা'আত প্রাপ্তির প্রত্যাশায় নিজেদেরকে তাঁর সহীহ সুন্নাহমুখী করি। আর অনুধাবন করি নিম্নোক্ত হাদীছটি। কারণ একমাত্র তাঁর সহীহ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার বিষয়টি যে কত বড় গুরুত্বপূর্ণ এটি তারই প্রমাণ বহন করছে ঃ

'وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ أَنْ يَتَّبِعَنِي'

أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٤٦٢٣) والدارمي في مقدمته (٤٣٦).

রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ 'সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার আত্মা যদি মূসা (ﷺ) জীবিত থাকতেন তাহলে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তার আর কোন সুযোগ ছিল না।'

(হাদীছটি ইমাম আহমাদ তার 'মুসনাদ' (১৪৬২৩) গ্রন্থে এবং দারেমী (৪৩৬) বর্ণনা করেছেন)।

অতএব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের সার্বিক কল্যাণ একমাত্র রাসূল (ﷺ)-এর আদর্শের মধ্যেই আমাদেরকে খুঁজে নিতে হবে।

আসুন! আমরা জাল ও য'ঈফ হাদীছগুলো জানি এবং তথাকথিত হুজুরদের জাল ও য'ঈফ হাদীছ নির্ভর ফাতোয়া ও আক্বীদাহ হতে নিজেদেরকে মুক্ত করি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর ও তাঁর নাবীর যথাযথ অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

পাঠকদের জ্ঞাতার্থে কয়েকটি আয়াত ও হাদীছ নিম্নে অনুবাদসহ উল্লেখ করা হল ঃ

قال الله تعالى:(اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ) (الأعراف:٣)

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ "তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে যা কিছু নাযিল হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ কর। তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কোন ওয়ালী আওলিয়ার অনুসরণ করো না" (সূরা আ'রাফ ঃ ৩)।

তিনি আরো বলেন ঃ

{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا} سورة الحشر: ٧

অর্থঃ "তোমাদের নিকট রাসূল যা কিছু নিয়ে এসেছেন তোমরা তা গ্রহণ কর আর তিনি যা কিছু হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাক" (সূরা আল-হাশ্‌রঃ ৭)।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. أخرجه مسلم كتاب الإيمان رقم الحديث-٧١) وأحمد: ٤١٤٨).

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা আমার পূর্বে কোন উম্মাতের মাঝে যাকেই নাবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন

তাঁর জন্য তাঁর উম্মাতের মধ্য হতে কতিপয় সাথী ছিল, যারা তাঁর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরেছিল এবং তাঁর নির্দেশের অনুসরণ করেছিল। অতঃপর তাদের পরে এক দল উত্তরসূরী আসবে যারা এমন সব কথা বলবে যা নিজেরা করবে না আর তারা এমন কিছু করবে যা তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়নি। যে ব্যক্তি হাত দ্বারা তাদের বিপক্ষে জিহাদ করবে সে মু'মিন, যে ব্যক্তি কথার দ্বারা তাদের বিপক্ষে জিহাদ করবে সে মু'মিন, যে ব্যক্তি অন্তর দ্বারা তাদের বিপক্ষে জিহাদ করবে সে মু'মিন। এর পরে সরিষা দানা পরিমাণ ঈমানের কোন অংশ নেই'। (মুসলিম হাঃ ৭১ কিতাবুল ঈমান; আহমাদ হাঃ ৪৭৪৮)।

روى الحافظ ابن عبد البر بإسناده عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إني لأخاف من أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: أخاف عليهم من زلة العالم ومن حكم جائر ومن هوى متبع). (جامع بيان العلم: ٢/١٤٣-١٣٧).

হাফিয ইবনু আব্দিল বার্র তার নিজ সনদে আম্‌র ইবনু আউফ আল-মুযানী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ 'আবশ্যই আমি আমার পরে আমার উম্মাতের তিনটি আমল হতে ভয় করছি। কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করল সেগুলি কি হে আল্লাহর রাসূল? উত্তরে তিনি বললেন ঃ আমি তাদের উপর আলেমদের পদস্খলন, অত্যাচারী শাসক ও মনোবৃত্তির অনুসরণের ভয় করছি' (জামে'উল বায়ানিল ইল্‌মঃ ২/১৪৩)।

قال صلى الله عليه وسلم: (ما تركت شيئاً مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئاً مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه...) رواه الإمام الشافعي في سننه (١٤/١) مرسلاً والطبراني وغيرهما قال شيخنا : وهو صحيح بمجموع طرقه.

রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে সব কিছুর নির্দেশ দিতে বলেছেন, তার কোন কিছুই তোমাদেরকে নির্দেশ দিতে ছাড়িনি। আর যে সব হতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নিষেধ করতে বলেছেন, সে সব থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করতেও ছাড়িনি' এটি ইমাম শাফে'ঈ তার "সুনান" (১/১৪) গ্রন্থে মুরসাল হিসাবে এবং তাবারানী সহ অন্য বিদ্বানগণ বর্ণনা করেছেন। শাইখ আলবানী বলেন ঃ হাদীছটি তার বিভিন্ন সূত্র একত্রিত করণের দ্বারা সহীহ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া। যার অশেষ মেহেরবানীতে য'ঈফ ও জাল হাদীছ সিরিজের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করতে সক্ষম হলাম। অতঃপর শুকরিয়া আদায় করছি সেই সব সম্মানিত দ্বীনি ভাইদের যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। বিশেষভাবে আমি স্মরণ করছি মুহতারাম প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব সাহেবকে যিনি তাঁর মূল্যবান মন্তব্য দিয়ে গ্রন্থটি' সৌন্দর্য মণ্ডিত করেছেন। আরো স্মরণ করছি তাওহীদ পাবলিকেশন্স-এর পরিচালক স্নেহভাজন দ্বীনি ভাই মুহাম্মাদ ওয়ালিউল্লাহকে যার বিভিন্নমুখী সহযোগিতা ১ম খণ্ড প্রকাশ করতে ভূমিকা রেখেছিল এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ক্ষেত্রেও তাই ঘটল।

অতঃপর আমি কৃতজ্ঞ সেই সব সম্মানিত দ্বীনি ভাইদের নিকট যারা সম্পাদনার কাজে অংশগ্রহণ করে এবং তাঁদের সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়ে গ্রন্থটির সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছেন। বিশেষ করে ঃ

- শাইখ আব্দুস সামাদ সালাফী, (প্রিন্সিপ্যাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী)
- অধ্যাপক আ, ন, ম রাশীদ আহমাদ (অধ্যাপক 'ভিজিটিং' সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি)।
- অধ্যাপক মোহাম্মাদ মোজাম্মেল হক (প্রবীণ সাহিত্যিক, গবেষক ও লেখক)।
- শাইখ আব্দুল্লাহ আল-মাস'উদ (কর্মকর্তা দাওঃ বিভাগ আর, আই, এইচ, এস)।
- মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সহকারী সম্পাদক, মাসিক 'আত-তাহরীক' রাজশাহী।

এ ছাড়া গ্রন্থটি প্রকাশ করতে আরো যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের সকলকে উত্তম বদলা দান করুন।

পাঠক ভাই ও বোনেরা! আল্লাহর লাখো শুকরিয়া ৩য় খণ্ডের কাজও অনেকটা এগিয়ে। যতদ্রুত সম্ভব ইনশাআল্লাহ সেটিও প্রকাশ করার চেষ্টায় আছি।

(যে কোন ধরনের ভুলের জন্য আমাকে অবহিত করলে বড়ই উপকৃত হব এবং কৃতজ্ঞ থাকব)

তাং ১২/০১/২০০৫ ইং **মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন**

بسم الله الرحمن الرحيم

অনুবাদের মধ্যে বর্ণিত বিভিন্ন ভাষ্য ও উক্তি বুঝার জন্য পাঠকবৃন্দের যা জানা একান্ত অপরিহার্য

হাদীছ শাস্ত্রের বিধান সম্পর্কীয় যে সব বাক্যের সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা জানা যরূরী, সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হল ঃ

১। **মুতাওয়াতিরঃ** সেই হাদীছকে মুতাওয়াতির বলা হয় যেটিকে সংখ্যায় এ পরিমাণ বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন যে, তাদের পক্ষে সাধারণত মিথ্যার উপর একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়। এরূপ; বাক্য ও অর্থ উভয় দিক দিয়েই হতে পারে যাকে বলা হয় 'মুতাওয়াতিবু লাফযী'। যেমন ঃ ''مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ''. এটিকে সত্তরের অধিক সাহাবী বর্ণনা করেছেন।

আবার শুধুমাত্র অর্থের দিক দিয়েও হতে পারে। যেমন মুযার উপর মাসাহ করা এবং কবরের আযাব সংক্রান্ত হাদীছ। এটিকে বলা হয় মুতাওয়াতিরু মা'নাবী।

২। **খবরু ওয়াহিদঃ** আভিধানিক অর্থে সেই হাদীছকে বলা হয় যেটিকে একজন ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীছকে খবরু ওয়াহিদ বলা হয় যার মধ্যে মুতাওয়াতির হাদীছের শর্তাবলী একত্রিত হয়নি।

এই খবরু ওয়াহিদ তিন প্রকার ঃ

(ক) **মাশহূর ঃ** আভিধানিক অর্থে যে হাদীছ মানুষের মুখে মুখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যদিও সেটি মিথ্যা হয় সেটিকেই মাশহূর বলা হয়।

আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীছটিকে মাশহূর বলা হয় যেটি তিন বা ততোধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। তবে তার (মাশহূর) স্তরটি মুতাওয়াতিরের স্ত র পর্যন্ত পৌঁছেনি।

(খ) **আযীয ঃ** সেই হাদীছকেই বলা হয় যার সনদের প্রতিটি স্তরে দুইজন করে বর্ণনাকারী রয়েছে।

(গ) **গারীব ঃ** যে হাদীছের সনদের কোন এক স্তরে মাত্র একজনে বর্ণনা করেছেন সে হাদীছটিকেই বলা হয় গারীব হাদীছ। যেমন ''إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ...'' নিয়ত সংক্রান্ত এ হাদীছটি।

৩। **মারফূ ঃ** নাবী (ﷺ)-এর কথা বা কাজ বা সমর্থনকে বলা হয় 'মারফূ' হাদীছ।

৪। **মওকূফ ঃ** সাহাবীর কথা বা কর্ম বা সমর্থনকে বলা হয় 'মওকূফ'।

৫। **মাকতূ ঃ** তাবে'ঈ বা তার পরের কোন ব্যক্তির কথা বা কাজকে বলা হয় 'মাকতূ'।

৬। **মুসনাদ ঃ** যে হাদীছের সনদ (কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা ছাড়াই) নাবী (সাঃ) পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে বলা হয় 'মুসনাদ'।

৭। **মুত্তাসিল** ঃ যে মারফূ বা মওকূফ-এর সনদটিতে কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা নেই তাকেই বলা হয় 'মুত্তাসিল'।

৭। **সহীহ** ঃ যে হাদীছ সনদের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ন্যায়পরায়ণ (নির্ভরযোগ্য) এবং পূর্ণাঙ্গ আয়ত্বশক্তি ও হেফযের গুণাবলী সম্বলিত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে শায এবং ক্রটিহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে তাকেই বলা হয় 'সহীহ হাদীছ'। এটিকে 'সহীহ লি যাতিহি'ও বলা হয়।

৮। **হাসান** ঃ যে হাদীছ সনদের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ন্যায়পরায়ণ (নির্ভরযোগ্য) এবং কিছুটা ক্রটিযুক্ত আয়ত্বশক্তি ও হেফযের গুণাবলী সম্বলিত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে শায এবং ক্রটিহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে তাকেই বলা হয় 'হাসান হাদীছ'। এটিকে 'হাসান লি যাতিহি'ও বলা হয়।

৯। **সহীহ লি গায়রিহি** (অন্যের কারণে সহীহ) ঃ এটি মূলত হাসান লি যাতিহি। কিন্তু হাসানের একাধিক সূত্র পাওয়া গেলে, সে সময় হাসান হতে সহীহার পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। তবে এর স্তরটি 'সহীহ লি যাতিহি'র চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের।

১০। **হাসান লি গায়রিহি** (অন্যের কারণে হাসান) ঃ এটি মূলত দুর্বল হাদীছ। কিন্তু যখন তা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয় এবং হাদীছটির বর্ণনাকারী ফাসেক বা মিথ্যার দোষে দোষী হবার কারণে দুর্বল না হয়, তখন এটি অন্যান্য সূত্রগুলোর কারণে 'হাসান'-এর পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। তবে এর স্তরটি 'হাসান লি যাতিহি'র চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের।

১১। **য'ঈফ** ঃ যে সনদে হাসান হাদীছের সনদের গুণাবলী একত্রিত হয়নি, হাসান-এর সনদের শর্তগুলোর যে কোনটি অনুপস্থিত থাকার কারণে, সে সনদের হাদীছটিকে 'য'ঈফ' বলা হয়।

এই 'য'ঈফে'র স্তরগুলো বিভিন্ন হতে পারে বর্ণনাকারীর মাঝের দুর্বলতা কম বেশী হবার কারণে। (যেমনভাবে সহীহ হাদীছের স্তরে পার্থক্য রয়েছে বর্ণনাকারী নির্ভরশীল বা বেশী নির্ভরশীল হওয়ার কারণে)। দুর্বলের প্রকার গুলোর মধ্যে রয়েছে; য'ঈফ, য'ঈফ জিদ্দান (নিতান্তই দুর্বল), ওয়াহিন, মুনকার, মুযতারিব, মু'যাল, মুরসাল মু'আল্লাক ইত্যাদি। তবে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রকার হচ্ছে মাওযূ' (জাল)।

১২। **মু'আল্লাক**ঃ যে হাদীছের সনদের শুরুতে একজন বা পর্যায়ক্রমে একাধিক বর্ণনাকারী উল্লেখ করা হয়নি সেই হাদীছকে 'মু'আল্লাক' বলা হয়। যেমন সনদের সকল বর্ণনাকারীকে উল্লেখ না করে এরূপ বলা যে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন কিংবা সাহাবী বা তাবে'ঈ ছাড়া সনদের সকল বর্ণনাকারীকে উল্লেখ না করা। এ হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।

১৩। **মুরসাল** ঃ যে সনদের শেষ ভাগে তাবে'ঈর পরের ব্যক্তি অর্থাৎ সাহাবীকে উহ্য রেখে তাবে'ঈ বলবেন ঃ রাসূল (ﷺ) বলেছেন। এরূপ সনদের হাদীছকে মুরসাল বলা হয়। এরূপ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

১৪। **মু'যাল** ঃ যে সনদে দুই বা ততোধিক বর্ণনাকারীকে পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হয়নি সেই সনদের হাদীছকে বলা হয় মু'যাল। এরূপ হাদীছ দুর্বলের পর্যায়ভুক্ত, গ্রহণযোগ্য নয়।

১৫। **মুনকাতি'** ঃ যে হাদীছের সনদে বিচ্ছিন্নতা ঘটেছে তাকেই বলা হয় 'মুনকাতি''। এ বিচ্ছিন্নতা যে ভাবেই হোক না কেন। মুরসাল, মু'আল্লাক, মু'যাল এসব গুলো এরই অন্তর্ভুক্ত। সনদের মধ্যে অজ্ঞতা থাকার কারণে এটি সকল আলেমের ঐকমত্যে দুর্বল হাদীছের অন্তর্গত।

১৬। **মাতরূক** ঃ সেই হাদীছকে বলা হয় যার সনদে মিথ্যার দোষে দোষী বর্ণনাকারী রয়েছে। এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।

১৭। **মা'রূফ** ঃ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী কর্তৃক দুর্বল বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করে বর্ণনা করাকেই বলা হয় 'মা'রূফ' হাদীছ। মারূফ হাদীছ গ্রহণযোগ্য।

১৮। **মুনকার** ঃ দুর্বল বর্ণনাকারী কর্তৃক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করে বর্ণনা করাকেই বলা হয় মুনকার হাদীছ। এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।

অন্য ভাষায় মুনকার বলা হয় সেই হাদীছকে যার সনদে এমন এক বর্ণনাকারী আছেন যার বেশী ভুল হয় বা যার অসতর্কতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিংবা পাপাচার প্রকাশ পেয়েছে।

১৯। **মাহ্ফূয** ঃ যে হাদীছটি বেশী নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তার চেয়ে কম নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছেন তাকে বলা হয় 'মাহফূয' হাদীছ। এ হাদীছ গ্রহণযোগ্য।

২০। **শায** ঃ যে হাদীছটি গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি তার মতই একাধিক বা তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তির বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছে সেটিকে বলা হয় 'শায'। এরূপ হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।

২১। **মাজহূল** ঃ যে বর্ণনাকারীর সত্ত্বা বা গুণাবলী সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না তাকেই বলা হয় 'মাজহূল'। এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।

২২। **জাহালাত** ঃ যে সনদের মধ্যের কোন বর্ণনাকারীর সত্ত্বা বা অবস্থা সম্পর্কে কিছূই জানা যায় না সে সনদটিকে জাহালাত (অজ্ঞতা) সম্বলিত সনদ বলা হয়।

২৩। **তাবে'** ঃ সেই হাদীছকে তাবে' বলা হয় যে হাদীছের বর্ণনাকারীগণ বাক্য এবং অর্থের দিক দিয়ে অথবা শুধু অর্থের দিক দিয়ে এককভাবে হাদীছ বর্ণনাকারীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, তবে একই সাহাবা হতে।

২৪। **শাহেদ** ঃ সেই হাদীছকে শাহেদ বলা হয় যে হাদীছের বর্ণনাকারীগণ বাক্য এবং অর্থের দিক দিয়ে অথবা শুধু অর্থের দিক দিয়ে এককভাবে হাদীছ বর্ণনাকারীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, তবে ভিন্ন সাহাবা হতে।

২৫। **মুতাবা'য়াত** ঃ হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী অন্য বর্ণনাকারীর সাথে মিল রেখে বর্ণনা করলে তাকে বলা হয় 'মুতাবা'য়াত'।

এটি দুই প্রকার ঃ

(ক) **মুতাবা'য়াতু তাম্মাহ** ঃ যদি সনদের প্রথম অংশের বর্ণনাকারীর স্থলে অন্য বর্ণনাকারী মিলে যায়, তাহলে তাকে 'মুতাবা'য়াতু তাম্মাহ' বলে।

(খ) **মুতাবা'য়াতু কাসিরা** ঃ যদি সনদের মাঝের কোন বর্ণনাকারীর স্থলে অন্য কোন বর্ণনাকারী মিলে যায় তাহলে তাকে বলা হয় 'মুতাবা'য়াতু কাসিরা'।

২৬। **মুদাল্লাস** ঃ সনদের মধ্যের দোষ লুকিয়ে তার বাহ্যিক সৌন্দর্য প্রকাশ করে বর্ণনা করা হাদীছকে 'মুদাল্লাস' বলা হয়। আর যে ব্যক্তি এরূপ করে তাকে বলা হয় 'মুদাল্লিস' (দোষ গোপণকারী)।

তাদলীস (সনদের দোষ গোপন করা) দুই প্রকার ঃ

(ক) তাদলীসুল ইসনাদ ঃ রাবী (বর্ণনাকারী) কর্তৃক তার শাইখকে লুকিয়ে তার শাইখের শাইখ হতে অথবা তার সমসাময়িক অন্য কোন ব্যক্তি হতে বর্ণনা করা, যার সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটেছে, কিন্তু তার থেকে সে শ্রবণ করেনি।

(খ) তাদলীসুত তাসবিয়া ঃ রাবী কর্তৃক এমন এক দুর্বল বর্ণনাকারী হতে হাদীছ বর্ণনা করা, সনদে যার অবস্থান এমন দুই নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর মাঝে যারা একে অপরের সাথে মিলিত হয়েছে। অতঃপর রাবী কর্তৃক সেই দুর্বল বর্ণনাকারীকে ঝুপিয়ে তার নির্ভরযোগ্য শাইখের মাধ্যমে অপর নির্ভরযোগ্য হতে বর্ণনা করা। (অথচ ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দিয়ে উভয়ের মাঝের দুর্বল বর্ণনাকারীকে উল্লেখ করা উচিত ছিল)। এটি সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম তাদলীস।

* **তাদলীসুশ শয়ূখ** ঃ রাবী কর্তৃক মানুষের নিকট তার শাইখের অপ্রসিদ্ধ নাম বা কুনিয়াত বা উপাধি ইত্যাদি উল্লেখ করার মাধ্যমে হাদীছ বর্ণনা করা।

মুদাল্লিস বর্ণনাকারী যদি স্পষ্ট ভাষায় শ্রবণ সাব্যস্ত করে, যেমন বলবে আমি শুনেছি, তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি স্পষ্টভাবে তার শ্রবণ সাব্যস্ত না করে, (যেমন বলবে অমুক হতে অমুক হতে, যেটাকে বলা হয় আন্ আন্ করে) তাহলে তার হাদীছ গ্রহণযোগ্য হবে না।

২৭। **মুরসালুল খাফী** ঃ রাবী কর্তৃক তার সমসাময়িক এমন ব্যক্তি হতে হাদীছ বর্ণনা করা যার সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটার ব্যাপারটি জানা যায় না।

২৮। **মাওযূ'** ঃ নিজে জাল করে রাসূল (ﷺ)-এর উপর মিথ্যারোপ করাকেই 'মাওযূ'' হাদীছ বলা হয়। (এরূপ বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করা হারাম)।

২৯। **মুযতারিব** ঃ আভিধানিক অর্থে মুযতারিব বলা হয় কর্মে ত্রুটিযুক্ত হওয়াকে।

আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীছকে মুযতারিব বলা হয়, যেটি সমশক্তিতে বিভিন্ন রূপে বর্ণিত হয়েছে। যার একটি অন্যটির সাথে সাংঘর্ষিক এবং একটিকে অন্যটির সাথে একত্রিত করেও আমল করা সম্ভবপর হয় না। এরূপ বিভিন্নতা সনদের বর্ণনাকারীদের নাম নিয়েও হতে পারে আবার হাদীছের ভাষাতেও হতে পারে। তবে এরূপ সনদের মধ্যেই বেশী ঘটে থাকে। এরূপ হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।

৩০। **মুসাহ্হাফ ঃ** আভিধানিক অর্থে তাসহীফ বলা হয় লিখতে এবং পড়তে ভুল করাকে।

পারিভাষিক অর্থে মুসাহ্হাফ বলা হয় ঃ শব্দ অথবা অর্থের দিক দিয়ে নির্ভরযোগ্যদের বর্ণনার বিরোধিতা করে হাদীছের শব্দে পরিবর্তন ঘটানোকে।

তাসহীফ সংঘটিত হয় সনদ এবং মাতান (হাদীছের ভাষ্য) উভয়ের মধ্যে।

সাধারণত শিক্ষক বা শাইখের নিকট শিক্ষা গ্রহণ না করে গ্রন্থরাজী হতে হাদীছ গ্রহণকারী রাবী তাসহীফ-এর মধ্যে পতিত হয়ে থাকেন।

হাফিয ইবনু হাজারের (রহঃ) নিকট মুসাহ্হাফ বলা হয় নির্ভরযোগ্যদের বর্ণনার বিরোধিতা করে হাদীছের সনদে ব্যক্তির নামের বা হাদীছের ভাষার কোন শব্দের অক্ষরের এক বা একাধিক নুকতাকে শব্দের আকৃতি ঠিক রেখে পরিবর্তন করাকে।

৩১। **মুদরাজ ঃ** আভিধানিক অর্থে কোন বস্তুকে অন্য কোন বস্তুর মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়াকেই বলা হয় 'মুদরাজ' বলা হয়।

আর পারিভাষিক অর্থে মুদরাজ বলা হয় সনদের মাঝে কারণ বশতঃ বর্ণনাকারীর পক্ষ হতে কোন কিছু সংযোজন করাকে অথবা হাদীছের ভাষ্যে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয় এরূপ কিছুর প্রবেশ ঘটিয়ে তার সাথে মিশিয়ে দেয়াকে (পৃথকভাবে উল্লেখ না করে)। মুদরাজ গ্রহণযোগ্য নয়, বরং হারাম। তবে যদি ব্যাখ্যা মূলক হয় তাহলে তা নিষিদ্ধ নয়।

নং	মুহাদ্দিছগণের পরিভাষায় বর্ণনাকারীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত দোষণীয় উক্তিগুলোর স্তর ছয়টি	হুকুম
১	প্রথমত: যে শব্দ মুবালাগার (বাড়তি অর্থের) প্রমাণ বহন করে, যেমন অমুক ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সব চাইতে বেশী মিথ্যুক বা সে হচ্ছে মিথ্যার শেষ সীমায় বা সে মিথ্যার স্তম্ভ বা সে মিথ্যার খুনি অথবা এরূপ অর্থবোধক ভাষ্য।	এই চার স্তরের ভাষ্যগুলো হতে যে কোন একটির দ্বারা দোষণীয় কোন বর্ণনাকারীর হাদীছ দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনকি শাহেদ হিসাবে বা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেও গ্রহণ করা যাবে না।
২	প্রথমটির চেয়ে একটু নীচু পর্যায়ের যদিও এ স্তরের শব্দগুলোও মুবালাগার অর্থ বহণ করে। যেমন অমুক ব্যক্তি দাজ্জাল বা সে কায্যাব (অত্যধিক মিথ্যাবাদী) বা অত্যধিক জালকারী বা হাদীছ জাল করে বা মিথ্যা বলে।	
৩	অমুক ব্যক্তি মিথ্যার বা জাল করার দোষে দোষী বা সে হাদীছ চুরী করত কিংবা সাকেত বা মাতরূক বা হালেক বা যাহেবুল হাদীছ বা তাকে মুহাদ্দিছগণ মিথ্যার দোষে পরিত্যাগ করেছেন বা তাকে মূল্যায়ন করা হয় না বা সে নির্ভরশীল নয় অথবা যে সব ভাষ্য অনুরূপ অর্থ বহণ করে।	
৪	অমুক ব্যক্তির হাদীছ পরিত্যাগ করা হয়েছে বা সে হাদীছের ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত বা নিতান্তই দুর্বল বা একেবারে দুর্বল বা মুহাদ্দিছগণ তাকে নিক্ষেপ করেছেন বা তার হাদীছ লিখার যোগ্য নয় বা তার নিকট হতে বর্ণনা করাই হালাল নয় বা সে কিছুই না। তবে শেষোক্ত ভাষ্য ইবনু মা'ঈন ব্যতীত অন্য সকলের নিকট, কারণ তার নিকট এ ভাষ্য দ্বারা যে ব্যক্তি কম হাদীছ বর্ণনা করেছে তাকে বুঝানো হয়ে থাকে।	
৫	অমুক ব্যক্তির দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না বা তাকে তাঁরা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন বা সে মুযতারিবুল হাদীছ বা দুর্বল বা তার অস্বীকার যোগ্য হাদীছ রয়েছে বা তার বহু অস্বীকার যোগ্য হাদীছ রয়েছে বা সে মুনকারুল হাদীছ। তবে ইমাম বুখারী কারো সম্পর্কে শেষোক্ত মন্তব্য করলে তার হাদীছ বর্ণনা করাই হালাল নয়।	৫ ও ৬ নং স্তরের যে কোন একটি ভাষ্য যদি কোন বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রে বলা হয় তাহলে তার হাদীছ পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা যেতে পারে।
	অমুক ব্যক্তির ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে বা কিছু সমালোচনা করা হয়েছে বা তাকে একবার অস্বীকার করা হয়েছে অন্যবার স্বীকার করা হয়েছে বা সে সেরূপ নয় বা সে শক্তিশালী নয় বা সে দৃঢ় নয় বা সে দলীল নয় বা সে ভাল নয় বা সে হাফিয নয় বা তার মধ্যে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে বা তার মধ্যে অজ্ঞতা রয়েছে বা তার মুখস্থ বিদ্যায় ত্রুটি রয়েছে বা তার হাদীছ প্রায় দুর্বলের অন্তর্ভুক্ত বা তার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে বা অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণ কথপোকথন করেছেন বা তার মধ্যে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে বা তার ব্যাপারে মুহাদ্দিছগণ চুপ থেকেছেন। তবে ইমাম বুখারী যখন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে শেষের ভাষ্য দু'টি বলেন, তখন তিনি তা দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝিয়ে থাকেন যার হাদীছকে মুহাদ্দিছগণ মিথ্যার দোষে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার কারণে পরিত্যাগ করেছেন।	

م	مراتب الجرح	وحكمه
١	الأولى ما دل على المبالغة نحو: فلان أكذب الناس، أو إليه المنتهى في الكذب، أو هو ركن الكذب، أو معدنه، أو نحو ذلك.	الحكم في أهل هذه المراتب أنه لا يحتج بأحد من أهل الأربع الأول منها ولا يستشهد به ولا يعتبر.
٢	ثم الثانية ما دون ذلك وإن اشتملت على المبالغة نحو: فلان دجال ، أو كذاب، أو وضاع وكذا يضع الحديث أو يكذب.	
٣	فلان متهم بالكذب أو الوضع أو يسرق الحديث أو ساقط أو متروك أو هالك أو ذاهب الحديث أو تركوه أو لا يعتبر به أو ليس بثقة أو نحو ذلك.	
٤	فلان رد حديثه أو مردود الحديث أو ضعيف جداً أو واه بمرة أو طرحوه أو لا يكتب حديثه أو لا تحل الرواية عنه، أو ليس بشيء عند غير ابن معين. لأنه يريد بـــ ليس بشيء ، أن أحاديثه قليلة.	
٥	فلان لا يحتج به أو ضعفوه أو مضطرب الحديث أو ضعيف أو له ما ينكر أو له مناكير أو منكر الحديث عند غير البخاري. لأن البخاري إذا قال في الزاوي أنه منكر الحديث لا تحل الرواية عنه.	وكل من ذكر في الخامسة والسادسة يعتبر بحديث أن يخرج للاعتبار.
٦	فلان فيه مقال أو أدنى مقال أو ينكر مرة ويعرف أخرى أوليس بذاك أو ليس بالقوي أو ليس بالمتين أو ليس بحجة أو بعمدة أو ليس بالحافظ أو فيه شيء أو فيه جهالة أو سيء الحفظ أو لين الحديث أو فيه لين. أو فلان تكلموا فيه أو فلان فيه نظر أو سكتوا عنه عند غير البخاري. لأن فلان فيه نظر أو فلان سكتوا عنه يقولهما البخاري فيمن تركوا حديثه.	

٥٠١. (خَيْرُكُمْ مَنْ لَمْ يَتْرُكْ آخِرَتَهُ لِدُنْيَاهُ، وَلاَدُنْيَاهُ لآخِرَتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ كَلاًّ عَلَى النَّاسِ).

৫০১। তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে তার দুনিয়ার স্বার্থের কারণে আখেরাতকে ছেড়ে দেয়নি এবং তার আখেরাতের কারণে দুনিয়াকে ছেড়ে দেয়নি। আর মানুষের উপর সে বোঝা হয়ে যায়নি।

হাদীছটি জাল।

এটি আবূ বাকর আল-আযদী তার "হাদীছ" (১/৫) গ্রন্থে, আবূ মুহাম্মাদ আয-যুরাব "যাম্মুর রিয়া" (১/২৯৩) গ্রন্থে এবং আল-খাতীব "তারীখু বাগদাদ" (৪/২২১) গ্রন্থে নো'য়াইম ইবনু সালেম ইবনে কুম্বার সূত্রে আনাস ইবনু মালেক (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি জাল। নো'য়াইম ইবনু সালেমকে হাফিয ইবনু হাজার এভাবেই "আল-লিসান" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ ইবনু কাত্তান বলেন ঃ তাকে চেনা যায় না।

আমি আলবানী বলছি ঃ তার নামে রদ-বদল করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে দুর্বলতার ক্ষেত্রে তিনি প্রসিদ্ধ, মাতরূকুল হাদীছ। তার নাম ইয়াগনাম ইবনু সালেম।

আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি দুর্বল। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি আনাস (ﷺ)-এর উপর হাদীছ জাল করতেন। ইবনু ইউনুস বলেন ঃ তিনি আনাস (ﷺ) হতে হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং মিথ্যা বলেছেন।

তার সূত্রে হাদীছটি দাইলামীও বর্ণনা করেছেন, যেমনভাবে সুয়ূতীর "আল্-হাবী" (২/২০২) এবং মানাবীর "ফাইযুল কাদীর" গ্রন্থে এসেছে।

হাদীছটি অন্য একটি জাল সনদে আনাস (ﷺ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে। সেটি হচ্ছে ৫০০ নম্বরে বর্ণিত হাদীছটি।

٥٠٢. كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظاً، وَكَفَى بِالْيَقِيْنِ غِنًى، وَكَفَى بِالْعِبَادَةِ شُغْلاً).

৫০২। নাসীহাতের জন্য মৃত্যুই যথেষ্ট, অমুখাপেক্ষীতার জন্য দৃঢ় বিশ্বাসই যথেষ্ট এবং ব্যতিব্যস্ততার জন্য ইবাদাতই যথেষ্ট।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি আবূ সা'ঈদ ইবনুল আ'রাবী তার "মু'জাম" (১/৯৭) গ্রন্থে, ইবনু বিশরান "আল-আমালী" (২/২০৮) গ্রন্থে, আবুল ফাতহ আল-আযদী "আল-মাওয়া'য়েয" (১/৭) গ্রন্থে, কাযা'ঈ (১/১১৪) এবং কাসেম ইবনু আসাকির "তা'যিয়াতুল মুসলিম" (২/২১৬/২) গ্রন্থে, অনুরূপ ভাবে আবূ নো'য়াইম "ফী হাদীছিল কুদায়মী" (২/৩৫) গ্রন্থে রাবী' ইবনু বাদ্‌র সূত্রে ইউনুস ইবনু উবায়েদ হতে তিনি হাসান হতে, তিনি আম্মার (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল। রাবী' ইবনু বাদ্‌র মাতরূক।

মওকূফ হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে। এটিকে ইমাম আহমাদ "আয-যুহ্দ" (১৭৬) গ্রন্থে এবং ইবনু আবিদ-দুনিয়া "কিতাবুল ইয়াকীন" গ্রন্থে (নং ৩১) জা'ফার ইবনু সুলায়মান সূত্রে ... আম্মার ইবনু ইয়াসির (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ ভাবে নো'য়াইম ইবনু হাম্মাদ "যাওয়ায়েদু যুহদি ইবনিল মুবারাক" (নং ১৪৮) গ্রন্থে ইবনু মাস'উদ (ﷺ) হতে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এটিই সঠিক ইন্‌শাআল্লাহ।

٥٠٣. (مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ- لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ).

৫০৩। যে ব্যক্তি কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যার ব্যাপারে অর্ধ শব্দ দ্বারা সাহায্য করবে, তার দুই চোখের মধ্যখানে আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ লিখা অবস্থায় সে আল্লাহর সাথে মিলিত হবে।

হাদীছটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু মাজাহ (২/১৩৪), উকায়লী "আয-যো'য়াফা" (৪৫৭) গ্রন্থে এবং বাইহাকী (৮/২২) ইয়াযীদ ইবনু যিয়াদ আশ-শামী সূত্রে যুহরী হতে তিনি সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে তিনি আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

উকায়লী বলেন ঃ ইয়াযীদ ইবনু হারূণ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ, তার মত ব্যক্তি ছাড়া কেউ তার অনুসরণ করেননি। ইমাম বাইহাকীও বলেছেন ঃ ইয়াযীদ মুনকারুল হাদীছ ।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইমাম বুখারী তার উপরোক্ত কথা দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, তার থেকে বর্ণনা করাই হালাল নয়। তিনি তার নিকট মিথ্যার দোষে দোষী ব্যক্তি। ইমাম যাহাবী তার জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে আবূ হাতিম হতে নকল করেছেন, তিনি বলেন ঃ

এ হাদীছটি বাতিল ও বানোয়াট। যাহাবী তার কথাকে স্বীকার করেছেন এবং ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (২/১০৪) গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহ, উমার ও আবূ সা'ঈদ (ﷺ)-এর হাদীছ হতে উল্লেখ করে সূত্রগুলোর ত্রুটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ এ হাদীছটি সহীহ নয়। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ এ হাদীছটি বানোয়াট, নির্ভরযোগ্যদের হাদীছ হতে তার কোন ভিত্তি নেই।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইমাম সুয়ূতী " আল-লাআলী" গ্রন্থে (২/১৮৭-১৮৮) কতিপয় শাহেদ উল্লেখ পূর্বক তার সমালোচনা করেছেন। সেগুলো প্রমাণ করে যে, হাদীছটি জাল নয় বরং য'ঈফ। সেগুলোর একটি ইবনু লু'লু' "আল-ফাওয়ায়েদুল মুনতাকাত" (২/৩১৮) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এটি মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও দুর্বল। কারণ আহওয়াস ইবনু হাকীম মুখস্থ বিদ্যায় দুর্বল ছিলেন।

আবূ নো'য়াঈম হাদীছটি "আখবারু আসফাহান" (১/১৫২,২৬৪) গ্রন্থে দাউদ ইবনুল মুহাব্বার সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন। এই ইবনুল মুহাব্বার মিথ্যুক। তবে ইবনু আসাকির (২/৩৮২/২), অনুরূপ ভাবে বাইহাকী "আশ-শু'আব" গ্রন্থে "আল-লাআলী" গ্রন্থের ন্যায় দু'টি সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। যার সনদের বর্ণনাকারী ইবনু হাফ্‌স ব্যতীত সকলেই নির্ভরযোগ্য। কারণ তার জীবনী পাওয়া যাচ্ছে না।

আবূ নো'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" (৫/৭৪) গ্রন্থে হাদীছটি হাকীম ইবনু নাফে' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটির সনদও দুর্বল।

٥٠٤. (نِعْمَ الطَّعَامُ الزَّبِيبُ، يَشُدُّ الْعَصَبَ، وَيَذْهَبُ بِالْوَصَبِ، وَيُطْفِئُ الْغَضَبَ، وَيُطَيِّبُ النَّكْهَةَ، وَيَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ، وَيُصَفِّي اللَّوْنَ، وَذَكَرَ خِصَالاً تَمَامَ الْعَشَرَةِ لَمْ يَحْفَظْهَا الرَّاوِيُّ).

৫০৪। সর্বোত্তম খাদ্য হচ্ছে কিশমিশ, সে মাংসপেশীকে শক্তিশালী করে, অলসতাকে দূর করে, ক্রোধকে মিটিয়ে ফেলে, মুখের গন্ধকে সুগন্ধিযুক্ত করে, কফকে বিতাড়িত করে, রঙকে উজ্জ্বল করে। তিনি দশটির মত গুণাবলী উল্লেখ করেছেন কিন্তু বর্ণনাকারী সেগুলো মুখস্থ করতে পারেনি।

হাদীছটি জাল।

হাদীছটিকে ইবনু হিব্বান "কিতাবুল মাজরূহীন" যা "আয-যো'য়াফা" নামে প্রসিদ্ধ (১/৩২৪ হিন্দী ছাপা), আবূ নো'য়াইম "আত-তিব্ব" (৯/১) গ্রন্থে, আল-খাতীব "আত-তালখীস" (২/৩৬) গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকির (৭/১১৫/১) সা'ঈদ ইবনু যাইয়্যাদ ইবনে ফায়েদ সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হাদীছটি বানোয়াট। এ সা'ঈদ সম্পর্কে আল-আযদী বলেন ঃ তিনি মাতরূক।

ইবনু হিব্বান পরক্ষণেই বলেন ঃ জানিনা সমস্যা কার নিকট হতে? সা'ঈদ হতে নাকি তার পিতা অথবা তার দাদা হতে? কারণ আবূ সা'ঈদের বর্ণনা ছাড়া তাদের দু'জনের কোন বর্ণনা আছে বলে জানা যায় না। আর শাইখ হতে যদি কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বর্ণনা না করে, তাহলে সেই শাইখ মাজহূল, তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। কারণ দুর্বল বর্ণনাকারীর বর্ণনা যে ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ নয় তাকে মাজহূলদের দল হতে বের করে ন্যায়পরায়ণদের দলভুক্ত করতে পারে না। কারণ দুর্বল ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণনা করা আর না করা হুকুম-এর দিক দিয়ে উভয়ই সমান।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার এ বক্তব্য শক্তিশালী ইঙ্গিত যোগাচ্ছে এ কথার যে, তার মাযহাব ছিল দুর্বল হাদীছের উপর আমল করাই জায়েয না। কারণ হুকুমের দিক দিয়ে দুর্বল বর্ণনাকারী, বর্ণনা না কারীর ন্যায়।

٥٠٥ـ (قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى: مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِيْ، وَيَصْبِرْ عَلى بَلَائِيْ، فَلْيَلْتَمِسْ رَبّاً سِوَائِيْ).

৫০৫। আল্লাহ্ তাবারাক ওয়া তা'আলা বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার ফয়সালায় সন্তুষ্ট হবে না এবং আমার বিপদাপদের সময় ধৈর্যধারণ করবে না, সে যেন আমাকে ছাড়া অন্য কোন প্রতিপালক তালাশ করে।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনু হিব্বান "আল-মাজরূহীন" (১/৩২৪) গ্রন্থে, তাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে, আবূ বাক্‌র আল-কালাবাযী "মিফতাহুল মা'আনী" (১/৩৭৬) গ্রন্থে, আল-খাতীব "আত-তালখীস" (২/৩৯) গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকির সা'ঈদ ইবনু যাইয়্যাদ ইবনে ফায়েদ সূত্রে ... বর্ণনা করেছেন।

হায়ছামী "আল-মাজমা'" (৭/২০৭) গ্রন্থে বলেন ঃ এই সা'ঈদ মাতরূক। হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইহইয়্যা" (৩/২৯৬) গ্রন্থে বলেন ঃ তার সনদটি য'ঈফ।

এটি তার শিথিলতা মূলক সিদ্ধান্ত অথবা সম্ভবত "তাখরীজুল ইহইয়্যা" গ্রন্থের আমাদের কপি হতে নিতান্তই শব্দটি ছুটে গেছে। কারণ মানাবী তার থেকে নকল করে বলেছেন ঃ এটি নিতান্তই দুর্বল আর এটিই সঠিকের নিকটবর্তী।

٥٠٦. (مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَاءِ اللهِ، وَيُؤْمِنْ بِقَدَرِ اللهِ، فَلْيَلْتَمِسْ إِلهاً غَيْرَ اللهِ)

৫০৬। যে ব্যক্তি আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট হবে না এবং আল্লাহর কুদরতের উপর ঈমান আনবে না, সে যেন আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোন মা'বূদকে তালাশ করে।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তাবারানী "আল-মু'জামুস সাগীর" (পৃঃ ১৮৭) গ্রন্থে, অনুরূপভাবে "আল-মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে, আর তার সূত্রে আবূ নো'য়াঈম "আখবারু আসফাহান" (২/২২৮) গ্রন্থে এবং আল-খাতীব "তারীখু বাগদাদ" (২/২২৭) গ্রন্থে সুহায়েল ইবনু আব্দিল্লাহ সূত্রে... আনাস ইবনু মালেক (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী বলেন ঃ খালিদ হতে সুহায়েল ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তাকে বলা হয় সুহায়েল ইবনু আবী হাযম। তিনি জামহূর ওলামার নিকট দুর্বল। ইবনু হিব্বান (১/৩৪৯) বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে এককভাবে এমন হাদীছ বর্ণনা করতেন যা নির্ভরশীলদের হাদীছের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল না।

٥٠٧. (إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَنْبَتَ اللهُ لِطَائِفَةٍ مِنْ أُمَّتِيْ أَجْنِحَةً فَيَطِيْرُوْنَ مِنْ قُبُوْرِهِمْ إِلى الْجِنَانِ، يَسْرَحُوْنَ فِيْهَا وَيَتَنَعَّمُوْنَ فِيْهَا كَيْفَ شَاءُوْا، فَتَقُوْلُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ: هَلْ رَأَيْتُمُ الْحِسَابَ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: مَا رَأَيْنَا حِسَاباً. فَتَقُوْلُ لَهُمْ: هَلْ جُزْتُمْ

الصِّرَاطَ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: مَا رَأَيْنَا صِرَاطاً. فَتَقُوْلُ لَهُمْ: هَلْ رَأَيْتُمْ جَهَنَّمَ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: مَا رَأَيْنَا شَيْئاً. فَتَقُوْلُ لَهُمُ الْمَلاَئِكَةُ: مِنْ أُمَّةِ مَنْ أَنْتُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَتَقُوْلُ: نَاشَدْنَاكُمُ اللهَ حَدِّثُوْنَا مَا كَانَتْ أَعْمَالُكُمْ فِي الدُّنْيَا؟ فَيَقُوْلُوْنَ: خَصْلَتَانِ كَانَتَا فِيْنَا فَبَلَغْنَا هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ بِفَضْلِ رَحْمَةِ اللهِ. فَيَقُوْلُوْنَ: وَمَاهُمَا؟ فَيَقُوْلُوْنَ: كُنَّا إِذَا خَلَوْنَا نَسْتَحْيِ أَنْ نَعْصِيَهُ، وَنَرْضَى بِالْيَسِيْرِ مِمَّا قَسَّمَ لَنَا، فَتَقُوْلُ الْمَلاَئِكَةُ: يَحِقُّ لَكُمْ هَذَا).

৫০৭। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মাতের একটি দলকে পাখা বিশিষ্ট করে দিবেন। তারা তাদের কবরগুলো হতে উঠে জান্নাতগুলোতে উড়ে বেড়াবে। তাতে তারা সাঁতার কাটবে এবং ইচ্ছা মাফিক নিয়ামাতরাজী উপভোগ করবে। ফেরেশতারা তাদেরকে বলবেঃ তোমরা কি হিসাব-কিতাব দেখেছ? তারা উত্তরে বলবেঃ আমরা হিসাব কিতাব দেখিনি। ফেরেশতারা তাদেরকে বলবেঃ তোমরা কি পুল-সিরাত অতিক্রম করেছ? তারা বলবে আমরা পুল-সিরাত দেখিনি। তারা তাদেরকে পুনরায় বলবেঃ তোমরা কি জাহান্নাম দেখেছ? তারা উত্তরে বলবেঃ না আমরা কিছুই দেখিনি। ফেরেশতারা তাদেরকে বলবেঃ তোমরা কার উম্মত? তারা বলবেঃ মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উম্মত। ফেরেশতারা বলবেঃ আমরা তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তোমাদের দুনিয়ার আমলগুলো আমাদের সামনে বর্ণনা কর? তারা বলবেঃ এমন দু'টি খাসলত আমাদের মাঝে ছিল যে, আল্লাহর রহমতের ফযীলতে আমরা এ স্তরে পৌঁছেছি। তারা (ফেরেশতারা) বলবেঃ সে দু'টি কী? তারা উত্তরে বলবেঃ যখন আমরা নির্জনতায় যেতাম তখন আমরা তাঁর (আল্লাহর) নাফারমানী করতে লজ্জা করতাম এবং আমাদের জন্য তাঁর বন্টনকৃত অল্প বস্তুতেই আমরা সন্তুষ্ট থাকতাম। এর পর ফেরেশতারা বলবেঃ এরূপই তোমাদের প্রাপ্য।

হাদীছটি জাল।

ইমাম গাযালী "আল-ইহইয়্যা" (৩/২৯৫) গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তার তাখরীজকারী হাফিয ইরাকী বলেন ঃ

হাদীছটি ইবনু হিব্বান "আয-যো'য়াফা" গ্রন্থে এবং আবূ আব্দীর রহমান আস-সুলামী আনাস (রাঃ)-এর হাদীছ হতে ভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করেছেন। যার সনদে হুমায়েদ ইবনু আলী আল-কায়সী রয়েছেন তিনি সাকেত (নিক্ষিপ্ত) ও হালেক (ধ্বংসপ্রাপ্ত)। এ ছাড়া কুরআন ও সহীহ হাদীছ বিরোধী হওয়ার কারণে হাদীছটি মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু হিব্বান (১/২৫৯) তাকে তার কতিপয় হাদীছ দ্বারা মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন। এটি সেগুলোর একটি।

٥٠٨. (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُقْبَلَ رُخْصَهُ، كَمَا يُحِبُّ الْعَبْدُ مَغْفِرَةَ رَبِّهِ).

৫০৮। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁর ছাড় দেয়া বস্তু গ্রহণ করাকে পছন্দ করেন বান্দা যেরূপ তার প্রভুর ক্ষমা করাকে পছন্দ করে।

হাদীছটি এ বাক্যে বাতিল।

এটি তাবারানী "আল-মু'জামুল আওসাত" (১/১০৪/১ যাওয়ায়েদুল মু'জামায়েন) গ্রন্থে ফায্ল ইবনুল আব্বাস হতে তিনি ইসমা'ঈল ইবনু ঈসা আল-আত্তার হতে তিনি আম্র ইবনু আব্দিল জাব্বার হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ ইবনে আদাম হতে...বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তাবারানী বলেছেন ঃ উক্ত চার ব্যক্তি হতে এ সনদ ব্যতীত ভিন্ন কোন সনদে বর্ণনা করা হয়নি। হাদীছটি ইসমা'ঈল এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি (ইসমা'ঈল) নির্ভরযোগ্য যেরূপ আল-খাতীব বলেছেন। সমস্যা হচ্ছে তার শাইখ আম্র ইবনু আব্দিল জাব্বার থেকে। ইবনু আদী তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি তার চাচা হতে মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

অথবা হাদীছটির সমস্যা হচ্ছে তার (ইসমা'ঈলের) শাইখের শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ হতে। বরং সমস্যার দায়ভারটি এর উপরে দেয়াই শ্রেয় হবে। কারণ ইমাম আহমাদ তার সম্পর্কে বলেন ঃ

তার হাদীছগুলো বানোয়াট। জুযজানী বলেন ঃ তার হাদীছগুলো মুনকার। যেরূপ ইমাম যাহাবীর "আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে। তিনি অন্যত্র বলেছেন ঃ

তিনি নির্ভরযোগ্য নন। তাকে আল-আযদী ও অন্য বিদ্বানগণ পরিত্যাগ করেছেন। তিনি আজব আজব বিষয় বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আবী হাতিম "আল-জারহু ওয়াত তা'দীল" (২/২/১৯৭) গ্রন্থে তার অন্য একটি হাদীছ উল্লেখ করে বলেছেন ঃ আমি আমার পিতাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম? তিনি বলেন ঃ আমি তাকে চিনি না। তার এ হাদীছটি বাতিল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আলোচ্য হাদীছটিও উল্লেখিত বাক্যে বাতিল।

তবে নিম্নের বাক্যে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যার কোন কোনটি সহীহ ঃ

"إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته" وفي رواية:
"..كما يحب أن تؤتى عزائمه".

অর্থঃ 'আল্লাহ তাঁর ছাড় দেয়া বস্তু গ্রহণ করাকে ভালবাসেন, যেরূপভাবে তাঁর অবাধ্য হওয়াকে অপছন্দ করেন। অন্য এক বর্ণনায় এসেছেঃ যেরূপ তিনি তাঁর দৃঢ় নির্দেশগুলো গ্রহণ করাকে পছন্দ করেন।'

এটি একদল সাহাবী হতে বর্ণিত হয়েছে। তাদের হাদীছগুলোকে আমি "আল-ইরওয়া" (৫৫৭) গ্রন্থে তাখরীজ করেছি।

৫০৭. (عَلَيْكُمْ بِالْهِنْدَبَاءِ، فَإِنَّهُ مَا مِنْ يَوْمٍ إِلاَّ وَهُوَ يَقْطُرُ عَلَيْهِ قَطْرَةٌ مِنْ قَطْرِ الْجَنَّةِ).

৫০৯। কাঁচগুলোকে গ্রহণ কর, কারণ এমন কোন দিন নেই যে তার উপর জান্নাতের পানির ফোঁটা পড়ছে না।

হাদীছটি জাল।

এটি আবূ নো'য়াইম "আত-তিব্ব" গ্রন্থে তার পিতা হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আবী ইয়াহইয়া হতে তিনি সালেহ ইবনু সাহাল হতে তিনি মূসা ইবনু মু'য়ায হতে তিনি উমার ইবনু ইয়াহইয়া হতে তিনি উম্মু কুলসূম বিনতু আবী সালামা হতে তিনি ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। মূসা এবং উমার উভয়কেই দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। এই উমার আমার ধারণা তিনি একটি হাদীছের পরের হাদীছের সনদেও আছেন। তার সম্পর্কে আবূ নো'য়াইম বলেছেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীছ, যেমনটি সেখানে আসবে।

আর তাদের নীচের দু'জনকে আমি চিনি না। একারণেই সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে বলেছেন ঃ পূরো সনদটিই ধ্বংসপ্রাপ্ত।

তিনি এটিকে আনাস (ﷺ)-এর হাদীছ হতেও উল্লেখ করে বলেছেন ঃ সনদটি পূর্বেরটির ন্যায়।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তা সত্ত্বেও সুয়ূতী ভুলে গিয়ে অথবা শিথিলতা করে ইবনু আব্বাস (ﷺ)-এর হাদীছটি "আল-জামে'উল সাগীর" গ্রন্থে আবূ নো'য়াইমের বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। তার ভাষ্যকার মানাবী বলেছেন ঃ

তার সনদে আম্র ইবনু আবী সালামা রয়েছেন তাকে ইবনু মা'ঈন ও অন্য বিদ্বানগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি তার ধারণা মাত্র, এ সনদে আম্র নেই।

হাদীছটিকে ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (২/২৯৮) গ্রন্থে হুসাইন (ﷺ)-এর হাদীছ হতে উল্লেখ করেছেন।

আর সাহমী "তারীখু জুরজান" (পৃঃ ৬৪) গ্রন্থে হুসাইন ইবনু উলওয়ান সূত্রে আবান ইবনু আবী আইয়াশ হতে তিনি আনাস (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

এই আবান মাতরূক, মিথ্যার দোষে দোষী। আর ইবনু উলওয়ান মিথ্যুক ও জালকারী।

ইবনুল কাইয়্যিম দৃঢ়তার সাথে বলেছেন হাদীছটি বানোয়াট। যেমনটি তার থেকে শাইখ আলী আল-কারী তার "মাওযূ'আত" (পৃঃ ১০৭, ১২৬) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং তা স্বীকার করেছেন।

٥١٠. (عَلَيْكُمْ بِالْقَرْعِ فَإِنَّهُ يَزِيْدُ بِالدِّمَاغِ، عَلَيْكُمْ بِالْعَدَسِ فَإِنَّهُ قُدِّسَ عَلَى لِسَانِ سَبْعِيْنَ نَبِياً).

৫১০। তোমরা কদু গ্রহণ কর (খাবে)। কারণ তা মস্তিষ্ক (বুদ্ধি) বৃদ্ধি করে। তোমরা ডাল গ্রহণ কর (খাবে), কারণ সত্তরজন নাবীর মুখে তার প্রশংসা করা হয়েছে।

হাদীছটি জাল।

এটি আবূ মূসা আল-মাদীনী "আল-আমালী" গ্রন্থের জুযউ-এর মধ্যে (১/৬৩) এবং আবূ নো'য়াইম "আত-তীব্ব" গ্রন্থে আম্‌র ইবনুল হুসায়েন সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে আলাছাহ হতে... বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি বানোয়াট। আম্‌র ইবনু হুসায়েন মিথ্যুক আর তার শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আলাছাহ দুর্বল। যেমনটি পূর্বে একাধিকবার গেছে, সর্বশেষ এ (৪২৫) হাদীছে।

এ সূত্রেই তাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, যেমনটি "আল-মাজমা'" (৫/৪৪) গ্রন্থে এসেছে। সুয়ূতী তার বর্ণনা হতেই "আল-জামে'উল সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

এ হাদীছটিই (৪০) নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানের উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বিতীয় ভাষাটি উল্লেখ করা, সেটি হচ্ছে ঃ ''عليكم بالقرع، فإنه يزيد في العقل، ويكثر الدماغ''. অর্থ ঃ 'তোমরা কদু খাবে কারণ তা বুদ্ধি বৃদ্ধি করে এবং মস্তিষ্ক বাড়ায়।'

হাফিয সুয়ূতী বলেছেন ঃ বাইহাকী মুরসাল হিসাবে আতা হতে বর্ণনা করেছেন। মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ হাফিয ইবনু হাজার মিখলাদ ইবনু কুরাইশকে "আল-লিসান" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন, ইবনু হিব্বান "আস-ছিকাত" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি ভুল করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সূত্রে যদি মুরসাল হওয়া ছাড়া অন্য কিছু নাও থাকে তবুও সেটি দুর্বল। যদিও হৃদয় ধাবিত হচ্ছে এদিকেই যে এটির মতনও (ভাষা) বানোয়াট।

অতঃপর আমি বাইহাকীর নিকট "শু'আবুল ঈমান" (২/১৯৮/২) গ্রন্থে হাদীছটির সনদ সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। মুরসাল হওয়া ছাড়াও তাতে আরেকটি সমস্যা রয়েছে। সেটি হচ্ছে সনদের বর্ণনাকারী আব্দুর রহমান ইবনু দুলহুমের জীবনী আমার নিকট আসমায়ে রিজালের যে সব গ্রন্থ আছে সেগুলোর মধ্যে পাচ্ছি না।

٥١١. (قُلُوبُ بَنِي آدَمَ تَلِيْنُ فِي الشِّتَاءِ وَذَلِكَ لأَنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ طِيْنٍ ، وَالطِّيْنُ يَلِيْنُ فِي الشِّتَاءِ).

৫১১। আদম সন্তানদের হৃদয়গুলো শীতকালে নরম হয়ে যায়। কারণ আল্লাহ তা'আলা আদমকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন আর মাটি শীতকালে নরম হয়ে যায়।

হাদীছটি জাল।

এটি আবূ নো'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" (৫/২১৬) গ্রন্থে উমার ইবনু ইয়াহইয়া সূত্রে শু'বা হতে তিনি ছাওর ইবনু ইয়াযীদ হতে... মু'য়ায ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ

উমার ইবনু ইয়াহইয়া মারফূ' হিসাবে এককভাবে বর্ণনা করেছেন, তিনি মাতরূকুল হাদীছ। সহীহ হচ্ছে এই যে, এটি খালেদ ইবনু মি'দানের কথা। ইমাম যাহাবী তার জীবনীতে বলেছেন ঃ

তিনি বানোয়াট হাদীছের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তার এ হাদীছটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ শু'বার ছাওর হতে কোন বর্ণনা সম্পর্কে আমার জানা নেই।

তিনি "তাবাকাতুল হুফ্ফায" গ্রন্থে বলেন ঃ এ হাদীছটি সহীহ নয়। শু'বার সাথে হাদীছটি জড়িয়ে দেয়া হয়েছে। উমারকে আমি চিনি না। তাকে আবূ নো'য়াইম পরিত্যাগ করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ আমার ধারণা উমার ইবনু ইয়াহইয়াকে দারাকুতনী দুর্বল বলেছেন।

অনুরূপ কথা ইবনু ইরাকের "তানযীহুশ শারী'য়াতিল মারফূ'য়াহ আনিল আখবারিশ শানী'য়াতিল মাওযূ'আহ" (১/৬৯) গ্রন্থেও এসেছে।

٥١٢. (كُلُوْا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوْا بِهِ، فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ دَاءٍ مِنْهَا الْجُذَامُ).

৫১২। তোমরা তেল ভক্ষণ কর এবং তা শরীরে মালিশ কর। কারণ তা সত্তরটি রোগের আরোগ্যদানকারী। যার একটি হচ্ছে কুষ্ঠ রোগ।

হাদীছটি মুনকার।

এটি আবূ নো'য়াইম "আত-তিব্ব" গ্রন্থে তাবারানী সূত্রে তিনি ইয়াহইয়া ইবনু আব্দিল বাকী হতে তিনি আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে আবী বায্যাহ হতে তিনি আলী ইবনু মুহাম্মাদ আর-রিহাল হতে তিনি আওযা'ঈ হতে তিনি আবূ মালেক হতে তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটি মুনকার, ইয়াহইয়া ইবনু আব্দিল বাকী হচ্ছেন আল-উযানী। তার থেকে তাবারানী আরেকটি হাদীছ "আল-মু'জামুস সাগীর" (পৃঃ ২৪৪) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তার কুনিয়াত হচ্ছে আবুল কাসেম, কিন্তু কে তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন তা পাচ্ছি না।

ইবনু আবী বায্যাহ হচ্ছেন আহমাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে কাসেম ইবনে আবী বায্যাহ আল-মাক্কী। আবূ হাতিম তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি হাদীছের ক্ষেত্রে দুর্বল। তার থেকে আমি হাদীছ বর্ণনা করি না। কারণ তিনি এটি ছাড়াও মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছেন। উকায়লী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ।

এ ছাড়া আলী ইবনু মুহাম্মাদ আর-রিহালের জীবনী পাচ্ছি না।

আবূ মালেক; বাহ্যিকতা প্রমাণ করছে যে, তাকেই "আল-মীযান" এবং "আল-লিসান" গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি হচ্ছেন আবূ মালেক দেমাস্কী। তাকে তাবে'ঈনদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তিনিই হাদীছটিকে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে আব্দুল্লাহ ইবনু দীনার বর্ণনা করেছেন, তিনি মাজহূল।

٥١٣. (غَسْلُ الإِنَاءِ، وَطَهَارَةُ الفِنَاءِ يُوْرِثَانِ الغِنَى).

৫১৩। পাত্র ধৌত করা এবং আঙ্গিণা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা স্বাবলম্বী করে।

হাদীছটি জাল।

এটি আল-খাতীব (১২/৯২) ও আস-সিলাফী "আত-তাউরিয়াত" (২/১০৫) গ্রন্থে আলী ইবনু মুহাম্মাদ আয-যুহরী সূত্রে ... আনাস (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আল-খাতীব বলেন ঃ হাদীছটি একমাত্র আলী যুহরী হতেই লিখেছি। তিনি ছিলেন মিথ্যুক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ জন্যই ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (২/৭৭) গ্রন্থে হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। সুয়ূতী "আল-লাআলী" (৪২) গ্রন্থে তার মতকে সমর্থন করেছেন। ইবনু ইরাকও "তানযীহুশ শারী'য়াহ" (১/২২৮) গ্রন্থে তার অনুসরণ করে বলেছেন ঃ "আল-মীযান" গ্রন্থে বলা হয়েছে এ হাদীছটি আলী ইবনু মুহাম্মাদ আয-যুহরী আবূ ই'য়ালার উপর জাল করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে তাকে সমর্থন করেছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সুয়ূতী হাদীছটিকে জাল হিসাবে স্বীকার করার পরেও কিভাবে "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন!

٥١٤. (لَنْ تَهْلِكَ الرَّعِيَةُ وَإِنْ كَانَتْ ظَالِمَةً مُسِيْئَةً إِذَا كَانَتِ الوُلاَةُ هَادِيَةً مُهْدِيَةً، وَلَنْ تَهْلِكَ الرَّعِيَةُ وَإِنْ كَانَتْ هَادِيَةً مُهْدِيَةً إِذَا كَانَتِ الوُلاَةُ ظَالِمَةً مُسِيْئَةً).

৫১৪। প্রজারা ধ্বংস হবে না তারা নিকৃষ্ট ধরনের অত্যাচারী হলেও যদি নেতারা হেদায়াত প্রাপ্ত হয়। প্রজারা ধ্বংস হবে না তারা হেদায়াত প্রাপ্ত হলে যদিও তাদের নেতারা নিকৃষ্ট ধরনের অত্যাচারী হয়।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি আবূ নো'য়াইম "ফাযীলাতুল আদেলীন" (পৃঃ ২২৭/১ নং ৬৩) গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু হাস্‌সান আস-সাম্‌তী সূত্রে আবূ উছমান আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ হতে ... তিনি ইবনু উমার (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি দুর্বল, অধিকাংশ ইমাম আস-সাম্‌তীকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তবে কেউ কেউ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। দারাকুতনী বলেছেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য দুর্বলদের থেকে হাদীছ বর্ণনা করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হাদীছে তার শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ দুর্বল। তাকে আল-আযদী স্পষ্টভাবেই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। যেমনটি "আল-মীযান" ও "আল-লিসান" গ্রন্থে এসেছে।

আল-খাতীব "তারীখু বাগদাদ" (৯/৪৫৯) গ্রন্থে তার জীবনী বর্ণনা করে তার দু'টি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। এটি সে দু'টির একটি। তিনি তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। যদি দুর্বল না হয় তিনি আমার নিকট মাজহূল।

٥١٥. (اذْكُرُوْا اللهَ ذِكْراً يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ: إِنَّكُمْ تُرَاؤُوْنَ).

৫১৫। তোমরা আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করো যাতে করে মুনাফিকরা বলে যে, তোমরা দেখানোর জন্য তা করছ।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

হাদীছটি তাবারানী (৩/৭৭/১) এবং তার থেকে আবূ নো'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" (৩/৮০-৮১) গ্রন্থে স্বীয় সনদে সা'ঈদ ইবনু সুফিয়ান আল-জাহদারী হতে তিনি আল-হাসান ইবনু আবী জা'ফার হতে... তিনি ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ

হাদীছটি গারীব। আল-হাসান হতে সা'ঈদ ছাড়া অন্য কেউ মওসূল সনদে বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এই হাসান খুবই দুর্বল। ইমাম যাহাবী তার কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করে সেগুলো সম্পর্কে বলেছেন ঃ এগুলো তার সমস্যাগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

ইবনু হিব্বান সা'ঈদ সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি ভুলকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সম্ভবত তিনিই ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে মুত্তাসিল হিসাবে বর্ণনা করতে গিয়ে ভুল করেছেন। কারণ বাইহাকী আবুল জাওযা হতে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর আমার নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, শাইখ আল-হাসান বেশী দুর্বল হওয়ার কারণে ভুলটি তার থেকেই ঘটেছে।

٥١٦. (أَكْثِرُوْا ذِكْرَ اللهِ حَتَّى يَقُوْلَ الْمُنَافِقُوْنَ: إِنَّكُمْ مُرَاءُوْنَ).

৫১৬। তোমরা আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর। যাতে করে মুনাফিকরা বলে যে, তোমরা দেখানোর জন্য তা করছ।

হাদীছটি দুর্বল।

এটিকে ইবনুল মুবারাক "আয-যুহুদ" (১/২০৪/১০২২) গ্রন্থে এবং আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ "যাওয়ায়েদুয যুহুদ" (পৃঃ ১০৮) গ্রন্থে সা'ঈদ ইবনু যায়েদ সূত্রে আমর ইবনু মালেক হতে তিনি আবুয জাওযা হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি দুর্বল। মুরসাল এবং সা'ঈদ ইবনু যায়েদ দুর্বল হওয়ার কারণে।

আবুয জাওযা সূত্রে ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে মারফূ' মুত্তাসিল হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তার সনদটি খুবই দুর্বল। সেটি পূর্বের আলোচিত হাদীছটি। সেটির ন্যায় নিম্নোক্ত হাদীছটিও ঃ

٥١٧. (اكْثِرُوْا ذِكْرَ اللهِ حَتَّى يَقُوْلُوْا: مَجْنُوْنٌ).

৫১৭। তোমরা আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর। যাতে করে তারা (মুনাফিকরা) বলে যে, তোমরা পাগল।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি হাকিম (১/৪৯৯), ইমাম আহমাদ (৩/৬৮), আব্দ ইবনু হুমাইদ "আল-মুনতাখাব মিনাল মুসনাদ" (১/১০২) গ্রন্থে, আছ-ছালাবী "আত-তাফসীর" (৩/১১৭-১১৮) গ্রন্থে, অনুরূপভাবে আল-ওয়াহেদী "আল-ওয়াসীত" (৩/২৩০/২) গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকির (৬/২৯/২) দাররাজ আবুস সামহে সূত্রে আবুল হায়ছাম হতে তিনি আবূ সা'ঈদ খুদরী হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর হাকিম বলেছেন ঃ সনদটি সহীহ।

যাহাবী তার সমালোচনা করেছেন, নাকি তাকে সমর্থন করেছেন, তা আমার নিকট স্পষ্ট হয়নি। তবে তিনি দুর্বল বলেছেন এরূপই তার কথায় মিলছে দু'টি কারণেঃ

১। এই দাররাজের এ হাদীছটি ছাড়া অন্য হাদীছগুলোর ক্ষেত্রে যখন হাকিম সহীহ বলেছেন, তখন তিনি দাররাজকে উল্লেখ করে তার (হাকিমের) সমালোচনা করে বলেছেন যে, তার বহু মুনকার হাদীছ রয়েছে। (২৯৪) নম্বরে একটি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

২। তার সম্পর্কে তিনি "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেছেন ঃ ইমাম আহমাদ বলেছেন ঃ তার হাদীছগুলো মুনকার এবং দুর্বল। ইয়াহইয়া বলেন ঃ তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। তার থেকে অন্য এক বর্ণনায় এসেছে ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য। নাসাঈ বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি দুর্বল। ইবনু আদী তার কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করে বলেছেন ঃ তার অধিকাংশ হাদীছ অনুসরণ যোগ্য নয়।

ইমাম যাহাবী তার কতিপয় মুনকার হাদীছ উল্লেখ করেছেন। এটি সেগুলোর একটি।

এ থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, হাফিয কর্তৃক হাদীছটিকে হাসান বলা সঠিক হয়নি। যেমনটি তার থেকে মানাবী নকল করেছেন।

٥١٨. (مَنِ اعْتَكَفَ عَشْرًا فِي رَمَضَانَ كَانَ كَحَجَّتَيْنِ وَعُمْرَتَيْنِ).

৫১৮। যে ব্যক্তি রামাযান মাসে দশদিন ই'তিকাফ করবে তা তার জন্য দুটি হজ্জ এবং দুটি উমরাহ করার সমতুল্য হয়ে যাবে।

হাদীছটি জাল।

এটি বাইহাকী "আশ-শু'আব" গ্রন্থে হুসাইন ইবনু আলী (ﷺ)-এর হাদীছ হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ সনদটি দুর্বল। মুহাম্মাদ ইবনু যাযান মাতরূক। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন ঃ তার হাদীছ লিখা যাবে না। তাতে আম্বাসা ইবনু

আব্দির রহমানও রয়েছেন তার সম্পর্কেও ইমাম বুখারী বলেন ঃ মুহাদ্দিসগণ তাকে পরিত্যাগ করেছেন। ইমাম যাহাবী "আয-যো'য়াফা" গ্রন্থে বলেছেন ঃ

তিনি মাতরূক, তাকে জাল করার দোষে দোষী করা হয়েছে। "ফায়যুল কাদীর" গ্রন্থে এরূপই এসেছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ আম্বাসা সম্পর্কেই আবূ হাতিম বলেছেন ঃ তিনি হাদীছ জাল করতেন। যেমনটি ইমাম যাহাবীর "আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে। অতঃপর তিনি তার কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করেছেন। এটি সেগুলোর একটি। তার সূত্রেই হাদীছটি তাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" (১/২৯২/১) গ্রন্থে এবং আবূ তাহের আল-আম্বারী "আল-মাশীখাহ" (কাফ ১৬২/১-২) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিব্বান (২/১৬৮) বলেন ঃ তিনি বহু বানোয়াট ও ভিত্তিহীন হাদীছের অধিকারী।

৫১৯. (إِنَّ هَاتَيْنِ صَامَتَا عَمَّا أَحَلَّ اللهُ، وَأَفْطَرَتَا عَلَى مَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِمَا، جَلَسَتْ إِحْدَاهُمَا إِلَى الأُخْرَى فَجَعَلَتَا تَأْكُلاَنِ لُحُوْمَ النَّاسِ).

৫১৯। এই দুই নারী হালাল বস্তু পানাহার করা হতে সওম পালন করেছে। আর আল্লাহ তাদের উপর যা কিছু হারাম করেছেন তা দ্বারা তারা ইফতার করেছে। একজন আরেকজনের নিকটে বসেছে এবং তারা দু'জনে মানুষের গোস্ত খাওয়া শুরু করেছে।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি ইমাম আহমাদ (৫/৪৩১) এক ব্যক্তি হতে... বর্ণনা করেছেন।

নাম না নেয়া ব্যক্তির কারণে এটির সনদটি দুর্বল। হাফিয ইরাকী বলেন ঃ তিনি মাজহূল। হাদীছটি তায়ালিসী আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। যার সূত্রে আর-রাবী' ইবনু সুবাইহ ইয়াযীদ হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। রাবী' ইবনু সুবাইহ দুর্বল আর তার শাইখ ইয়াযীদ ইবনু আবান আর-রুকাশী হচ্ছেন মাতরূক।

৫২০. (مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ الفِطْرِ وَلَيْلَةَ الأَضْحَى؛ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوْتُ القُلُوْبُ).

৫২০। যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার রাতে (ইবাদাতের উদ্দেশ্যে) জাগ্রত থাকবে, সে ব্যক্তির হৃদয় ঐদিন মৃত্যু বরণ করবে না যেদিন অন্য হৃদয়গুলো মৃত্যু বরণ করবে।

হাদীছটি জাল।

হায়ছামী "আল-মাজমা'" (২/১৯৮) গ্রন্থে বলেছেন ঃ

হাদীছটি তাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" এবং "আল-আওসাত" গ্রন্থে ওবাদাহ ইবনু সামেত হতে বর্ণনা করেছেন। এটির সনদে উমার ইবনু হারূণ রয়েছেন,

তিনি দুর্বল। ইবনু মাহদী ও অন্য বিদ্বানগণ তার প্রশংসা করেছেন। কিন্তু তাকে অধিকাংশরাই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু মাহদী হতে উল্টা মন্তব্যও এসেছে। যার জন্য তার উক্তির আমার নিকট কোন মূল্য নেই।

তার সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন এবং সালেহ জাযারাহ বলেছেন ঃ তিনি মিথ্যুক। ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (২/১৪২) গ্রন্থে অনুরূপ কথাই বলেছেন। অতঃপর তার একটি হাদীছ উল্লেখ করে তাকে জাল করার দোষে দোষী করেছেন। আর ইবনু হিব্বান (২/৯১) বলেছেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে মু'যাল হাদীছ বর্ণনা করতেন এবং তাদেরকে নিজের শাইখ হিসাবে দাবী করতেন অথচ তিনি তাদেরকে দেখেননি।

এ ব্যক্তি মিথ্যার দোষে দোষী। পূর্বেও তার কতিপয় হাদীছ গেছে যেমন (২৪০, ২৮৮ ও ৪৫৫)। আলোচ্য হাদীছটি অন্য সূত্রে নিম্নের বাক্যে বর্ণিত হয়েছে ঃ

٥٢١. (مَنْ قَامَ لَيْلَتَي الْعِيْدَيْنِ مُحْتَسِبًا لِلّٰهِ؛ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوْتُ الْقُلُوْبُ).

৫২১। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং ছাওয়াবের প্রত্যাশায় ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার রাত্রি জাগরণ করবে, সে ব্যক্তির হৃদয় ঐদিন মৃত্যু বরণ করবে না যেদিন অন্য হৃদয়গুলো মৃত্যু বরণ করবে।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনু মাজাহ (১/৫৪২) বাকিয়াহ ইবনুল ওয়ালীদ সূত্রে ... আবূ উমামা (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীছটির সনদ দুর্বল বাকিয়াহ কর্তৃক তাদলীসের কারণে। হাফিয ইরাকী "তাখরীযুল ইহইয়্যা" (১/৩২৮) গ্রন্থে বলেন ঃ সনদটি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বাকিয়াহ তাদলীসের ব্যাপারে মন্দ ব্যক্তি। কারণ তিনি মিথ্যুকদের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্যদের থেকে বর্ণনা করতেন। অতঃপর তার এবং নির্ভরযোগ্যদের মাঝের মিথ্যুকদেরকে ফেলে দিয়ে তাদলীস করতেন। তিনি তার যে শাইখকে সনদ হতে ফেলে দিয়েছেন তিনিই যে সেই সব মিথ্যুক শাইখদের একজন তা কোন দূরবর্তী কথা নয়।

আমি মিথ্যুক উমার ইবনু হারূণের বর্ণনাতে হাদীছটি দেখেছি যা পূর্বের হাদীছে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ছাওর ইবনু ইয়াযীদ হতে বর্ণনা করেছেন। দোষ গোপন করণার্থে বাকিয়াই যে তার শাইখকে ফেলে দিয়ে ছাওর হতে বর্ণনা করেছেন এটি কোন অসম্ভবমূলক কথা নয়। তার হাদীছের তাখরীজ ইন্‌শাআল্লাহ ৫১৬৩ নং হাদীছে আসবে।

٥٢٢. (مَنْ أَحْيَا اللَّيَالِي الأَرْبَعَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ لَيْلَةَ التَّرْوِيَةِ وَلَيْلَةَ عَرَفَةَ وَلَيْلَةَ النَّحْرِ وَلَيْلَةَ الْفِطْرِ).

৫২২। যে ব্যক্তি চারটি রাত (ইবাদাত করণার্থে) জাগ্রত থাকবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। তারবিয়ার রাত (যিল হিজ্জার আট তারিখের রাত) আরাফার রাত, কুরবানীর দিবসের রাত এবং ঈদুল ফিতরের রাত।

হাদীছটি জাল।

এটি নাস্‌র ইবনুল মাকদেসী "আল-আমালী" গ্রন্থের এক অংশে (২/১৮৬) সুওয়ায়েদ ইবনু সা'ঈদ সূত্রে আব্দুল রহীম ইবনু যায়েদ ইবনে আল-আম্মী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি বানোয়াট। হাদীছটিকে সুয়ূতী "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে ইবনু আসাকিরের বর্ণনায় মু'য়ায (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। তার ভাষ্যকার মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ ইবনু হাজার "তাখরীজুল আযকার" গ্রন্থে বলেছেন ঃ হাদীছটি গারীব। বর্ণনাকারী আব্দুর রহীম ইবনু যায়েদ আল-আম্মী মাতরূক। ইবনুল জাওযী বলেন ঃ হাদীছটি সহীহ নয়। আব্দুর রহীম সম্পর্কে ইয়াহইয়া বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক। নাসাঈ বলেন ঃ তিনি মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সুওয়ায়েদ ইবনু সা'ঈদও দুর্বল। অতএব সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন যার একটি অপরটির উর্দ্ধে।

হাদীছটি মুনযেরী "আত-তারগীব" (২/১০০) গ্রন্থে মধ্য শাবানের রাতকে যুক্ত করে পাঁচটি রাতের কথা উল্লেখ করে বর্ণনা করেছেন। এটি আল-আসফাহানী বর্ণনা করেছেন। অতঃপর মুনযেরী হাদীছটি দুর্বল কিংবা বানোয়াট হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

٥٢٣. (مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ أَن يَتَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَلا يَتَكَلَّمَنَّ بِالْفَارِسِيَّةِ، فَإِنَّهُ يُوْرِثُ النِّفَاقَ).

৫২৩। তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি উত্তমরূপে আরবী ভাষায় কথা বলতে পারে সে যেন ফার্সি ভাষায় কথা না বলে। কারণ তা নেফাকের অধিকারী করে দেয়।

হাদীছটি জাল।

এটি হাকিম (৪/৮৭) উমার ইবনু হারূণ সূত্রে উসামা ইবনু যায়েদ আল-লাইছী হতে তিনি নাফে' হতে তিনি ইবনু উমার (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম হাদীছটির ব্যাপারে চুপ থেকেছেন আর ইমাম যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন ঃ উমারকে ইবনু মা'ঈন মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন এবং তাকে একদল পরিত্যাগ করেছেন।

সুয়ূতী তার "আল-জামে'"-তে এ হাদীছটি উল্লেখ করার মাধ্যমে গ্রন্থটিকে কালিমালিপ্ত করেছেন। এ কারণে তার ভাষ্যকার মানাবী ইমাম যাহাবীর কথা উল্লেখ করে তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ লেখকের উচিত ছিল হাদীছটিকে ফেলে দেয়া অথবা তার প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরে ব্যাখ্যা প্রদান করা।

٥٢٤. (مَا أُنْفِقَتِ الْوَرِقُ فِي شَيْئٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ نَحِيْرَةٍ تُنْحَرُ فِي يَوْمِ عِيْدٍ).

৫২৪। আল্লাহর নিকট কোন ব্যাপারে রৌপ্য মুদ্রা খরচ করা ঈদের দিনে কুরবানী করার চাইতেও অতি উত্তম।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনু হিব্বান "আল-মাজরূহীন" (১/৮৮) গ্রন্থে, তাবারানী (৩/১০২/১), আবুল কাসেম আল-হামাদানী "আল-ফাওয়ায়েদ" (১/১৯৬/১) গ্রন্থে, দারাকুতনী তার "সুনান" (পৃঃ ৫৪৩) গ্রন্থে, আল-মুখাল্লেস তার "ফাওয়ায়েদ" (১/৮৪) গ্রন্থের এক অংশে এবং ইবনু আবী শুরাইহ "জুযউ বীবী" (১৬৮/১-২) গ্রন্থে ইব্‌রাহীম ইবনু ইয়াযীদ আল-খাওযী হতে ...ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম সুয়ূতী "আল-জামে'" গ্রন্থে তাবারানী এবং বাইহাকীর "সুনান" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন।

হায়ছামী "আল-মাজমা' (৪/১৭) গ্রন্থে বলেছেন ঃ তাবারানী ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, যার সনদে ইব্‌রাহীম ইবনু ইয়াযীদ আল-খাওযী রয়েছেন, তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বরং তিনি খুবই দুর্বল। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি বহু মুনকার এবং অতিশয় সন্দেহযুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এমন কি হৃদয়ে এটিই প্রাধান্য পাবে যে তিনি তা ইচ্ছাকৃতই করেছেন। তার সম্পর্কে আল-বারকী বলেন ঃ তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করা হতো। আল-বারকী যা উল্লেখ করেছেন ইমাম বুখারী তার ভাষ্যে সে দিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন ঃ

'তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ চুপ থেকেছেন।' হাফিয ইবনু কাসীর "ইখতিসারু উলূমিল হাদীছ" (পৃঃ ১১৮ তাহকীক আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের) গ্রন্থে বলেন ঃ

যখন ইমাম বুখারী কারো সম্পর্কে বলেন ঃ 'سكتوا عنه' 'তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ চুপ থেকেছেন' অথবা বলেন যে, 'فيه نظر' 'তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে', তখন বুঝতে হবে যে, তার স্তরটি তাঁর নিকট অত্যন্ত নিচু পর্যায়ের। তিনি দোষারোপ করার ক্ষেত্রে নরম ভাষা ব্যবহার করেছেন। আহমাদ শাকের বলেন ঃ

অনুরূপভাবে তিনি "منكر الحديث" 'মুনকারুল হাদীছ' বললে তা দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন মিথ্যুকদেরকে। ইমাম যাহাবী "আল-মীযান" (১/৫) গ্রন্থে বলেন ঃ ইবনুল কাত্তান বুখারীর উদ্ধৃতিতে বলেছেন, তিনি বলেন ঃ আমি যে ব্যক্তি সম্পর্কে মুনকারুল হাদীছ বলেছি তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করা হালাল নয়।

٥٢٥. (مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ فِي هَذَا الْيَوْمِ أَفْضَلُ مِنْ دَمٍ يُهْرَاقُ؛ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ رَحِماً تُوْصَلُ).

৫২৫। রক্তের সম্পর্ক রক্ষা করা ব্যতীত আজকের এই দিনে আদম সন্তান যে সব আমল করে, সে সবের মধ্যে রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে উত্তম আর কোন আমল নেই।

হাদীছটি দুর্বল।

মুনযেরী (২/১০২) বলেন ঃ হাদীছটি তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। তার সনদে ইয়াহইয়া ইবনুল হাসান আল-খুশানী রয়েছেন। তার অবস্থা আমার নিকট স্পষ্ট নয়।

হায়ছামী "আল-মাজমা'" (৪/১৮) গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি দুর্বল, যদিও তাকে একদল নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

তিনি যা বলেছেন তাই। কারণ আমার নিকট যে সব 'আসমায়ে রিজালের' গ্রন্থ রয়েছে তার কোনটিতেই তাকে পাচ্ছি না।

সাম'আনী যার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি হচ্ছেন আল-হাসান ইবনু ইয়াহইয়া আল-খুশানী এবং তিনি তার সম্পর্কে আলেমদের মতভেদও উল্লেখ করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাহযীব" গ্রন্থে তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি সত্যবাদী, বহু ভুলকারী।

সম্ভবত তিনিই এ হাদীছের বর্ণনাকারী। কিন্তু তাবারানীর কোন কপিকারকের নিকট তা পরিবর্তিত হয়ে গেছে, সে সম্পর্কে মুনযেরী অবহিত হননি।

অতঃপর আমি "আল-মু'জামুল কাবীর" (৩/১০৪/১) গ্রন্থে পেয়েছি, হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে আল-হাসান ইবনু ইয়াহইয়া আল-খুশানী হতে তিনি ইসমা'ঈল ইবনু আইয়াশ হতে তিনি লাইছ হতে... বর্ণনা করেছেন।

এ কারণে আমি আলবানীর নিকট আলোচ্য হাদীছের বর্ণনাকারী হচ্ছেন আল-হাসান ইবনু ইয়াহইয়া আল-খুশানী। যেমনটি উল্লেখ করেছেন আস-সাম'আনী। এ সনদের বর্ণনাকারী ইসমা'ঈল এবং লাইছ ইবনু আবী সুলায়েমও দুর্বল।

٥٢٦. (مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ إِرَهَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلاَفِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَّقَعَ عَلَى الأَرْضِ، فَطِيْبُوْا بِهَا نَفْساً).

৫২৬। ঈদুল আযহার দিবসে রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে আল্লাহর নিকট অতি পছন্দনীয় মানুষের আর কোন আমল নেই। কারণ সে কিয়ামত দিবসে তার শিং, তার পশম এবং তার খুরগুলো নিয়ে উঠবে। আর রক্ত যমীনে পতিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহর মনোনীত এক স্থানে পতিত হবে। অতএব তোমরা তা দ্বারা আত্মাকে পবিত্র কর।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি ইমাম তিরমিযী (২/৩৫২), ইবনু মাজাহ (২/২৭২), হাকিম (৪/২২১-২২২) এবং বাগাবী "শারহুস সুন্নাহ" (১/১২৯/১) গ্রন্থে আবুল মুসান্না সুলায়মান ইবনু ইয়াযীদ সূত্রে হিশাম ইবনু উরওয়াহ হতে...আয়েশা (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটিকে ইমাম তিরমিযী হাসান আখ্যা দিয়েছেন আর হাকিম বলেছেন ঃ সনদটি সহীহ! এ কারণে হাফিয যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ সুলায়মান দুর্বল, কেউ কেউ তাকে পরিত্যাগ করেছেন (গ্রহণ করেননি)।

অনুরূপভাবে মুনযেরীও "আত-তারগীব" (২/১০১) গ্রন্থে তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ তারা সকলেই আবুল মুসান্না সূত্রে বর্ণনা করেছেন অথচ তিনি দুর্বল যদিও তাকে কেউ কেউ নির্ভরযোগ্য বলেছেন। বাগাবী হাদীছটির শেষে বলেছেন ঃ তাকে আবূ হাতিম নিতান্তই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

٥٢٧. (الأَضَاحِيُّ سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوْا: فَمَا لَنَا فِيهَا؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، قَالُوْا فَالصُّوفُ؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ).

৫২৭। কুরবানী তোমাদের পিতা ইব্রাহীম (আঃ)-এর সুন্নাত। তারা বলল ঃ তাতে আমাদের জন্য কী রয়েছে? তিনি বললেন ঃ প্রত্যেক লোমের বিনিময়ে একটি করে হাসানাহ (ছাওয়াব) রয়েছে। তারা বলল ঃ পশম? তিনি বললেন ঃ পশমের প্রতিটি লোমে একটি করে হাসানাহ (ছাওয়াব) রয়েছে।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু মাজাহ (২/২৭৩) এবং হাকিম (২/৩৮৯) আয়েযুল্লাহ ইবনু আব্দিল্লাহ আল-মুশাজে'ঈ সূত্রে আবূ দাউদ আস-সাবী'ঈ হতে তিনি যায়েদ ইবনু আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেছেন ঃ সনদটি সহীহ! আর হাফিয যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন ঃ আয়েযুল্লাহ সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ।

এ সমালোচনাতে ঘাটতি রয়েছে, কারণ এতে সন্দেহ জাগায় যে, তার উপরের বর্ণনাকারী নিরাপদ। কারণ মুনযেরী হাকিম-এর সহীহ আখ্যা দানকে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ বরং তিনি নিতান্তই দুর্বল। আয়েযুল্লাহ হচ্ছেন আল-মুশাযে'ঈ আর আবূ দাউদ হচ্ছেন নুফা'ঈ ইবনুল হারেস আল-আ'মা, তারা উভয়েই সাকেত (নিক্ষিপ্ত-গ্রহণ যোগ্য নয়)।

এই আবূ দাউদ সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন ঃ তিনি জালকারী। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তার থেকে বর্ণনা করাই হালাল নয়। তিনিই যায়েদ ইবনু আরকাম হতে বর্ণনা করেছেন।

٥٢٨. (يَا فَاطِمَةُ! قُومِيْ إِلَى أُضْحِيَتِكِ فَاشْهَدِيهَا؛ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِيهِ، وَقُولِي: ''((إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ)). قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَذَا لَكَ وَلِأَهْلِ بَيْتِكَ خَاصَّةً وَأَهْلُ ذَاكَ أَنْتُمْ- أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً؟ قَالَ: لَا، بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً).

৫২৮। হে ফাতেমা! তোমার কুরবানীর নিকটে যাও এবং তা অবলোকন কর। কারণ তুমি যে সব গুনাহ করেছ তার রক্তের প্রথম ফোঁটা নির্গত হওয়ার সময়েই তোমাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর বল ঃ "আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যে যাঁর কোন শরীক

নেই, এর জন্যেই আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর আমি মুসলমানদের দল ভুক্ত"। ইমরান ইবনু হুসাইন বলেন, আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! এটি আপনার, আপনার পরিবার এবং আপনাদের পরিবারের জন্য খাস নাকি আমভাবে সকল মুসলমানের জন্য? তিনি বললেন ঃ না, আমভাবে সকল মুসলিমদের জন্য।

হাদীছটি মুনকার।

এটি হাকিম নায্‌র ইবনু ইসমা'ঈল আল-বাজালী সূত্রে আবূ হামযা ছুমালী হতে ... ইমরান ইবনু হুসাইন (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ সনদটি সহীহ!

হাফিয যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন ঃ বরং আবূ হামযা খুবই দুর্বল, আর ইবনু ইসমা'ঈল সেরূপ নয়।

আবূ হামযা (ছাবেত ইবনু আবী সুফিয়া) সূত্রে তাবারানী "আল-কাবীর" এবং "আল-আওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যেমনটি "আল-মাজমা'" (৪/১৭) গ্রন্থে এসেছে।

হাকিম তার একটি শাহেদ আবূ সা'ঈদ খুদরী (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তবে ভাষায় কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। হাফিয যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন ঃ আতিয়াহ দুর্বল।

তার সূত্রেই বায্‌যার এবং আবুশ শাইখ ইবনু হাইয়্যান "কিতাবুয যহায়া" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যেরূপভাবে "আত-তারগীব" (২/১০২) গ্রন্থে এসেছে। ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" (২/৩৮-৩৯) গ্রন্থে বলেছেন ঃ আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি ঃ উক্ত হাদীছটি মুনকার।

٥٢٩. (مَنْ ضَحَّى طِيْبَةً بِهَا نَفْسُهُ، مُحْتَسِباً لأُضْحِيَتِهِ، كَانَتْ لَهُ حِجَاباً مِنَ النَّارِ).

৫২৯। যে ব্যক্তি নিজ খুশিতে কুরবানী করবে, তার কুরবানীর মাধ্যমে সন্তুষ্টি ও ছাওয়াব প্রাপ্তির আশায়, তার জন্য তা জাহান্নাম হতে পর্দা স্বরূপ হয়ে যাবে।

হাদীছটি জাল।

হায়ছামী "আল-মাজমা'" (৪/১৭) গ্রন্থে বলেন ঃ এটি হাসান ইবনু আলীর হাদীছ হতে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এটিকে তাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। হাদীছটির সনদে সুলায়মান ইবনু আম্‌র আন-নাখ'ঈ রয়েছেন, তিনি মিথ্যুক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সুলায়মান সম্পর্কে ইবনু হিব্বান (১/৩৩০) বলেন ঃ তিনি বাহ্যিকভাবে একজন নেককার ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তিনি হাদীছ জাল করতেন।

সুয়ূতীর ত্রুটি এই যে, তিনি "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে এ সূত্রেই বর্ণনা করেছেন।

তার ভাষ্যকার মানাবী হায়ছামীর বক্তব্য দ্বারা তার প্রতিবাদ করে বলেছেন ঃ লেখকের উচিত ছিল কিতাব হতে হাদীছটি মুছে ফেলা।

٥٣٠. (أَيُّهَا النَّاسُ ضَحُّوْا، وَاحْتَسِبُوْا بِدِمَائِهَا؛ فَإِنَّ الدَّمَ وَإِنْ وَقَعَ فِي الأَرْضِ؛ فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي حِرْزِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ).

৫৩০। হে মানুষ! তোমরা কুরবানী কর এবং তার রক্ত দ্বারা ছাওয়াব ও সন্তুষ্টি প্রত্যাশা কর। কারণ রক্ত যদিও যমীনে পড়ে তবুও তা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর হেফাযাতের মধ্যে পড়ে।

হাদীছটি জাল।

হায়ছামী বলেন ঃ এটি আলী (ﷺ)-এর হাদীছ হতেও উল্লেখ করা হয়েছে। যেটিকে তাবারানী "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। যার সনদে আম্র ইবনুল হুসাইন আল-উকায়লী রয়েছেন, তিনি মাতরূকুল হাদীছ।

٥٣١. (يَخْرُجُ قَوْمٌ هَلْكَى لاَ يُفْلِحُوْنَ قَائِدُهُمْ امْرَأَةٌ، قَائِدُهُمْ فِي الْجَنَّةِ).

৫৩১। যাদের নেতৃত্ব দিবে নারী এমন একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি প্রকাশ পাবে, তারা নাজাতপ্রাপ্ত হবে না। তবে তাদের নেতৃত্ব দানকারী জান্নাতী হবে।

হাদীছটি মুনকার।

এটি আবূ সা'ঈদ ইবনুল আ'রাবী "আল-মু'জাম" (১/৭৭) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

আবূ মানসূর ইবনু আসাকির "আল-আরবা'উন ফী মানাকিবে উম্মাহাতিল মু'মেনীন" (২/২২৮ হাঃ ১২) গ্রন্থে সাগানী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। উকায়লী "আয-যো'য়াফা" (২৮৯) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

সনদের বর্ণনাকারী উমার ইবনু হাজান্না' অনুসরণযোগ্য নয়। তার মাধ্যম ছাড়া হাদীছটিকে চেনা যায় না। আরেক বর্ণনাকারী আব্দুল জাব্বার ইবনুল আব্বাস শী'আহ সম্প্রদায়ভুক্ত।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এই আব্দুল জাব্বার সত্যবাদী। তবে উমার ইবনু হাজান্না' সম্পর্কে উকায়লীর অনুসরণ করে হাফিয যাহাবী বলেন ঃ তাকে চেনা যায় না।

ইবনু হিব্বান তাকে "আছ-ছিকাত" (১/১৪৫) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন অপরিচিতদেরকে নির্ভরশীল আখ্যা দেয়া তার নীতি হওয়ার কারণে। তার এ নির্ভরযোগ্য আখ্যাদানের দ্বারা ধোঁকায় পড়া যাবে না। এ ব্যাপারে বার বার সতর্ক করা হয়েছে।

এ ছাড়া আরেক বর্ণনাকারী আতা ইবনুস সায়েবের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। অতএব হাদীছটি দুর্বল মুনকার। হাদীছটিকে ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (২/১০) গ্রন্থে উকায়লীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন এবং আব্দুল জাব্বার দ্বারা সমস্যা বর্ণনা করেছেন। তিনি তাতে ঠিক কাজটি করেননি! এ কারণেই "আল-লাআলী" (১০৯১) গ্রন্থে সুয়ূতী এবং "তানযীহুশ শারী'য়াহ" (১/১৯৫) গ্রন্থে উকায়লীর ভাষ্য দ্বারা তার প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেন ঃ ইবনুল হাজান্না' মাতরূকুল হাদীছ।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ কারণ তিনি মিথ্যুক ছিলেন। অতএব তার হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।

٥٣٢. (إِنَّ اللهَ نَظَرَ فِي قُلُوْبِ الْعِبَادِ فَلَمْ يَجِدْ قَلْباً أَنْقَى مِنْ أَصْحَابِيْ، وَلِذٰلِكَ اخْتَارَهُمْ، فَجَعَلَهُمْ أَصْحَاباً، فَمَا اسْتَحْسَنُوْا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا اسْتَقْبَحُوْا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ قَبِيْحٌ).

৫৩২। আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের হৃদয়গুলোতে দৃষ্টি দিলে আমার সাথীদের চেয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হৃদয় আর কারো পাননি। যার জন্য আল্লাহ তাদেরকে চয়ন করে আমার সাথী বানিয়ে দিয়েছেন। অতএব তারা যা কিছু উত্তম মনে করেছে তাই আল্লাহর নিকট উত্তম। আর তারা যা কিছুকে মন্দ জেনেছে তাই আল্লাহর নিকট মন্দ।

হাদীছটি জাল।

এটি আল-খাতীব (৪/১৬৫) সুলায়মান ইবনু আম্‌র আন-নাখ'ঈ সূত্রে আবান ইবনু আবী আইয়াশ হতে তিনি হুমায়েদ আত-তাবীল হতে তিনি আনাস (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ নাখ'ঈ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি মিথ্যুক, বার বার তা উল্লেখ করা হয়েছে। নিকটবর্তী হাদীছটি হচ্ছে (৫২৯)। এ জন্যই হাফিয ইবনু আব্দিল হাদী বলেছেন ঃ তার সনদটি সাকেত (নিক্ষিপ্ত)। সঠিক হচ্ছে এই যে, এটি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ হতে মওকুফ হিসাবে সহীহ। এটিকে "আল-কাশ্‌ফ" (২/১৮৮) গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। মওকূফ হাদীছটি নিম্নরূপ ঃ

٥٣٣. (مَا رَأَى الْمُسْلِمُوْنَ حَسَناً فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّءٌ).

৫৩৩। যেটিকে মুসলমানরা ভাল জানে তা আল্লাহর নিকটে ভাল। আর যাকে মুসলমানরা মন্দ জানে তা আল্লাহর নিকটেও মন্দ।

মারফূ' হিসাবে এটির কোন ভিত্তি নেই। ইবনু মাস'উদ হতে মওকূফ হিসাবে এসেছে।

এটিকে ইমাম আহমাদ (নং ৩৬০০), তায়ালিসী তার "মুসনাদ" (পৃঃ ২৩) এবং আবূ সা'ঈদ ইবনুল আ'রাবী তার "মু'জাম" (২/৮৪) গ্রন্থে আসেম সূত্রে যার্‌র ইবনু হুবায়েশ হতে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি হাসান। এটি হাকিম বর্ণনা করে বলেছেন ঃ সনদটি সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। হাফিয সাখাবী বলেছেন ঃ মওকূফ হিসাবে হাসান।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ অনুরূপভাবে আল-খাতীব "আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ" (২/১০০) গ্রন্থে মাস'উদী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি যার ইবনু হুবায়েশ-এর স্থলে আবূ ওয়ায়েলকে উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর তিনি আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ সনদটি সহীহ।

মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তার সনদে মিথ্যুক বর্ণনাকারী রয়েছে। যেমনটি কিছু পূর্বেই বর্ণনা করেছি।

আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে, ধর্মের মধ্যে বিদ্'আতে হাসানা (ভাল বিদ্'আত) সাব্যস্ত করার জন্যে কিছু লোক এ হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করে থাকে। বিদ্'আতে হাসানার জন্যে দলীল গ্রহণ করাটা মুসলমানদের অভ্যাসগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা এ হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করার দিকে ধাবিত হয় অথচ তাদের নিকট নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লুক্কায়িতই রয়ে গেছে ঃ

ক। এ হাদীছটি মওকূফ, নাবী (ﷺ) হতে সাব্যস্ত হওয়া সুস্পষ্ট দলীল 'সকল প্রকার বিদ্'আতই ভ্রষ্টতা'-এর সাথে সাংঘর্ষিক। অতএব তা দ্বারা দলীল গ্রহণ করাই জায়েয নয়।

খ। যদি ধরে নেয়া হয় যে দলীল গ্রহণ করার যোগ্য তাহলে নাবী (ﷺ) হতে সাব্যস্ত দলীলের বিপক্ষে হওয়ার কারণে তা নিম্নোক্ত কারণে গ্রহণ যোগ্য নয় ঃ

১। এর দ্বারা কোন বিষয়ের উপর শুধুমাত্র সাহাবাগণের একমত হওয়াকেই বুঝানো হয়েছে। যার ইঙ্গিত বহণ করছে হাদীছটির অন্য অংশ। যাকে শক্তি যোগাচ্ছে ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) কর্তৃক আবূ বাক্‌র (رضي الله عنه)-কে খলীফা হিসাবে নির্বাচিত করার বিষয়ে সাহাবাগণের একমত হওয়া দ্বারা দলীল গ্রহণ করা। এর ভিত্তিতে বলতে হচ্ছে যে আল-মুসলেমূন এর আলিফ ও লামটি ইসতিগরাকের (সবাইকে সম্পৃক্তকারী সূচক আলিফ-লাম) জন্য নয় যেমনটি তারা ধারনা করছে বরং এটি আলিফ-লামে আহাদ-এর জন্য অর্থাৎ নির্দিষ্ট মুসলমানদেরকে বুঝানো হয়েছে।

২। যদি ধরেইনি যে ইসতিগরাকের জন্য তাহলে অবশ্যই তা দ্বারা মুসলমানদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে বুঝানো হচ্ছে এমনটি নয়। কারণ জাহেল (অজ্ঞ) ব্যক্তি যে কিছুই বুঝে না সে কোনক্রমেই এ মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। অতএব যারা (আহলে ইলম) জ্ঞানী তাদেরকেই বুঝানো হচ্ছে এমনটিই ধরে নিতে হবে।

যদি তাই হয় তাহলে আমাদেরকে জানতে হবে আহলে ইলম কারা? এই আহলে ইলমের দলে সেই সব মুকাল্লিদ যারা নিজেদের উপর ইজতিহাদের পথকে বন্ধ করে ফেলেছে এবং ধারণা পোষণ করেছে যে, ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে তারা অন্তর্ভুক্ত কি না? কখনই তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তার বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

আল্লামা সুয়ূতী বলেন ঃ ''إن المقلد لايسمى عالما'' 'মুকাল্লিদ কখনও আলেম হতে পারে না।' সিন্দী ইবনু মাজার (১/৭) হাশিয়াতে এটি নকল করেছেন এবং তা স্বীকার করেছেন।

মোটকথা ইবনু মাস'উদ (ﷺ)-এর এই মওকূফ হাদীছ বিদ্'আতীদের জন্য দলীল নয়। কিভাবে তা হতে পারে যেখানে তিনি (ﷺ) নিজেই সাহাবাদের মধ্যে বিদ'আতের বিরুদ্ধে এবং তার অনুসরণ করতে নিষেধ করার ব্যাপারে যুদ্ধ ঘোষণায় কঠোর ছিলেন। তার বাক্য ও ঘটনাবলী "সুনানুদ্দারেমী" এবং "হিলইয়্যাতুল আওলিয়া" সহ অন্যান্য গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। তার নিম্নোক্ত বাক্যটিই আমাদের জন্য এ মূহুর্তে যথেষ্ট ঃ

''اتبعوا ولاتبتدعوا فقد كفيتم. عليكم بالأمر العتيق''.

'তোমরা অনুসরণ করো-বিদ'আত চালু করবে না-তোমাদের জন্য তাই যথেষ্ট। তোমরা নাবী (ﷺ)-এর নির্দেশকে ধারণ কর।'

অতএব হে মুসলিম ভাইয়েরা, আপনারা সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরুন হেদায়েত প্রাপ্ত হবেন এবং সফলকাম হবেন।

٥٣٤. (الهِرُّ سَبُعٌ).

৫৩৪। বিড়াল হচ্ছে হিংস্র জন্তু।

হাদীছটি দুর্বল।

এটিকে ইমাম আহমাদ (২/৪৪২), উকায়লী (৩৩১) এবং বাইহাকী (১/২৫১-২৫২) ঈসা ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে তিনি আবূ যুর'আহ হতে তিনি আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি দুর্বল ঈসা ইবনুল মুসাইয়্যাবের কারণে। তাকে ইবনু মা'ঈন, আবূ যুর'আহ, নাসাঈ, দারাকুতনী ও অন্য বিদ্বানগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। যেরূপ ইমাম যাহাবীর "আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে। অতঃপর তিনি তার এ হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। উকায়লী বলেন ঃ যে তার ন্যায় বা তার চেয়ে নিম্ন মানের সে ছাড়া অন্য কেউ তার অনুসরণ করেনি।

٥٣٥. (حَمْلُ العَصَا عَلَامَةُ المُؤْمِنِ، وَسُنَّةُ الأَنْبِيَاءِ).

৫৩৫। লাঠি বহন করা মু'মিনের আলামত এবং নাবীগণের সুন্নাত।

হাদীছটি জাল।

হাদীছটি দাইলামী "মুসনাদুল ফিরদাঊস" (২/৯৭) গ্রন্থে ইয়াহইয়া ইবনু হাশিম আল-গাস্সানী সূত্রে কাতাদা হতে তিনি আনাস (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি বানোয়াট। যদিও সুয়ূতী তার "আল-ফাতাওয়া" (২/২০১) গ্রন্থে উল্লেখ করে চুপ থেকেছেন! তিনি "আল-জামে'উল সাগীর" গ্রন্থেও

উল্লেখ করেছেন! এ জন্য তার ভাষ্যকার মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ এই গাস্‌সানী সম্পর্কে ইমাম যাহাবী "আয-যোয়াফা" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি হাদীছ জাল করতেন।

٥٣٦. (كَانَتْ لِلأَنْبِيَاءِ كُلِّهِمْ مِخْصَرَةٌ يَتَخَصَّرُوْنَ بِهَا تَوَاضُعاً للهِ عَزَّوَجَلَّ).

৫৩৬। প্রত্যেক নাবীরই লাঠি ছিল তার উপর ভর করে চলতেন আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের জন্য নম্রতা প্রকাশের লক্ষ্যে।

হাদীছটি জাল।

এটিকে দাইলামী ওয়াছীমা ইবনু মূসা সূত্রে সালামা ইবনুল ফযল হতে ... ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

সুয়ূতী "আল-ফাতাওয়া" গ্রন্থে (২/২০১) উল্লেখ করে চুপ থেকেছেন! এই ওয়াছীমা সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম "আল-জারহু" (৩/২/৫) গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি সালামা হতে জাল হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

জেনে রাখুন! লাঠি বহন করাকে উৎসাহিত করে কোন সহীহ্ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। এতটুকু বলা যায় যে, লাঠি বহন করা অভ্যাসগত সুন্নাত, ইবাদাতগত সুন্নত নয়।

٥٣٧. (مَنْ شَمَّ الْوَرْدَ الأَحْمَرَ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، فَقَدْ جَفَانِي).

৫৩৭। যে ব্যক্তি লাল গোলাপের ঘ্রাণ নিবে, অতঃপর আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে না, সে আমার সাথে কর্কশ আচরণ করল।

হাদীছটি জাল।

সুয়ূতী "আল-ফাতাওয়া" (২/১৮৩, ১৯২, ২০৮) গ্রন্থে বলেছেন ঃ হাদীছটি আব্দুর রহমান আস-সাফূরীর "নুযহাতুল মাজালেস" গ্রন্থে বর্ণিত সেই সব হাদীছের একটি যেগুলো নির্দ্বিধায় বাতিল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ জন্যই সুয়ূতী "যায়লুল আহাদীছিল মাওযূ'আহ" (৮৫,৮৬) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন যে, এটি মরক্কোবাসী কোন ব্যক্তির তৈরি করা।

٥٣٨. (مَنْ وَجَدَ مَالَهُ فِي الْفَيْءِ قَبْلَ أَنْ يُقْسِمَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ وَجَدَهُ بَعْدَ مَا قُسِّمَ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ).

৫৩৮। যে ব্যক্তি তার মাল বন্টন করার পূর্বে ফায়ের মালের মধ্যে পাবে তা তার জন্যেই। আর যে ব্যক্তি বন্টন করার পরে পাবে তার জন্য তা হতে কোন কিছুই নেই।

হাদীছটি য'ঈফ।

এটি দারাকুতনী (পৃঃ ৪৭২) ইসহাক ইবনু আব্দিল্লাহ সূত্রে ইবনু শিহাব হতে ... ইবনু উমার (ﷺ) হতে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ ইসহাক হচ্ছেন ইবনু আবী ফারওয়াহ। তিনি মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি ইবনু উমার (ﷺ) হতে অন্য সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। যাতে রিশদীন ইবনু সা'আদ রয়েছেন, তিনি দুর্বল। অন্য একটি সূত্রে ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতেও মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। যার সনদে আল-হাসান ইবনু আম্মারা রয়েছেন, তিনি হাদীছ জালকারী।

হাদীছটি অন্যান্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে যেগুলোকে যায়লা'ঈ "নাসবুর রায়া" (৩/৪৩৫) গ্রন্থে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। দারাকুতনী ও অন্য বিদ্বানগণ এর অর্থবোধক হাদীছ উমার (ﷺ) হতে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সেটিও দুর্বল, সনদে বিচ্ছিন্নতা থাকার কারণে। দারাকুতনী ও অন্য বিদ্বানগণ এরূপই বলেছেন।

٥٣٩. (لا تَذْكُرُونِي عِنْدَ ثَلاثٍ: تَسْمِيَةِ الطَّعَامِ، وَعِنْدَ الذَّبْحِ، وَعِنْدَ الْعُطَاسِ).

৫৩৯। তিনটি সময়ে তোমরা আমাকে স্মরণ করো নাঃ খাবারের জন্য বিসমিল্লাহ বলার সময়, যবেহ করার সময় এবং হাঁচি দেয়ার সময়।

হাদীছটি জাল।

এটিকে বাইহাকী (৯/২৮৬) সুলায়মান ইবনু ঈসা সূত্রে আব্দুর রহীম ইবনু যায়েদ আল-আম্মী হতে...মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

এটি মুনকাতি'। আব্দুর রহীম ও তার পিতা উভয়েই দুর্বল। আর সুলায়মান ইবনু ঈসা আস-সাজযীকে হাদীছ জালকারীদের মধ্যে গণ্য করা হয়।

অনুরূপ কথা ইবনু আব্দিল হাদী "তানকীহিত তাহকীক" (২/৩৯২) গ্রন্থে বলেছেন। আর বাইহাকীর পরিবর্তে হাকিমের উদ্ধৃতিতে বলেছেন। এই আব্দুর রহীম সম্পর্কে ইবনু হিব্বান (২/১৫২) বলেন ঃ তিনি তার পিতা হতে আশ্চর্যজনক কিছু বর্ণনা করেছেন। কোন সন্দেহ নেই যে, সে সবগুলো তারই কৃতকর্ম বা উলট পালটকৃত।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ যদি তাদের দু'জন হতে সেগুলো নিরাপদও হয় তবুও সাজযী হতে নিরাপদ নয়।

٥٤٠. (نُهِينَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوْسِيِ وَطَائِرِهِ).

৫৪০। আমাদেরকে অগ্নিপূজকের কুকুর ও তার পাখী দ্বারা শিকারকৃত পশু (ভক্ষণ করা) হতে নিষেধ করা হয়েছে।

হাদীছটি য'ঈফ।

এটি ইমাম তিরমিযী (২/৩৪১), বাইহাকী (৯/২৪৫) শুরায়েক সূত্রে হাজ্জাজ হতে তিনি কাসিম ইবনু আবী বায্যাহ হতে তিনি সুলায়মান আল-ইয়াশকুরী হতে... বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী হাদীছটিকে দুর্বল বলেছেন তার এ ভাষায়ঃ এটি গারীব, এ মাধ্যম ছাড়া এটিকে আমি চিনি না।

বাইহাকীও দুর্বল বলেছেন তার এ ভাষায়ঃ এটির সনদে এমন ব্যক্তি রয়েছেন যাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যায় না।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তারা দু'জন হচ্ছেন শুরায়েক ইবনু আব্দিল্লাহ আল-কাযী, তিনি তার মুখস্থ বিদ্যার দিক থেকে দুর্বল। আর হাজ্জাজ ইবনু আরতাত, তিনি মুদাল্লিস বর্ণনাকারী। আর এ অধ্যায়ে এমন কোন হাদীছ নেই যা আলোচ্য হাদীছটির জন্য সাক্ষী হতে পারে। আলোচ্য হাদীছটিকে আমরা দু'ভাবে বুঝতে পারিঃ

১। যদি অগ্নিপূজক তার কুকুরকে নিজেই প্রেরণের মাধ্যমে শিকার করে, তাহলে তার শিকারকৃত পশু খাওয়া যাবে না। তখন হাদীছটির অর্থ সহীহ হবে।

২। আর যদি কোন মুসলমান অগ্নিপূজকের কুকুরকে প্রেরণের মাধ্যমে শিকার করে তাহলে তার শিকারকৃত পশু খাওয়া যাবে, এ সময় হাদীছটির অর্থ সহীহ হবে না। ইমাম মালেক (রহঃ) "আল-মুওয়াত্তা" (২/৪১) গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

٥٤١. (ثَلاثٌ مِنْ أَخْلاقِ الإِيْمَانِ: مَنْ إِذَا غَضِبَ لَمْ يُدْخِلْهُ غَضَبُهُ فِي بَاطِلٍ، وَمَنْ إِذَا رَضِيَ لَمْ يُخْرِجْهُ رِضَاهُ مِنْ حَقٍّ، وَمَنْ إِذَا قَدِرَ لَمْ يَتَعَاطَ مَا لَيْسَ لَهُ).

৫৪১। ঈমানী চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় তিনটি বস্তুতেঃ যখন কোন ব্যক্তি রাগান্বিত হবে তখন তার রাগ কোন বাতিলকে ঘিরে হবে না। যখন সন্তুষ্ট হবে তখন তার সন্তুষ্টি হকের সীমা অতিক্রম করবে না। যখন সক্ষম হবে তখন যা তার নয় তা অন্য কাউকে দিবে না।

হাদীছটি জাল।

এটি তাবারানী "আল-মু'জামুস সাগীর" (পৃঃ ৩১) গ্রন্থে, তার থেকে আবূ নো'য়াইম "আখবারু আসফাহান" (১/১৩২) গ্রন্থে এবং ইবনু বিশরান "আল-আমালীল ফাওয়ায়েদ" (২/১৩৩/২) গ্রন্থে হাজ্জাজ ইবনু ইউসুফ ইবনে কুতায়বাহ হামাদানী হতে তিনি বিশ্‌র ইবনুল হুসাইন হতে তিনি যুবায়ের ইবনু আদী হতে... আনাস (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী বলেন ঃ বিশর ইবনুল হুসাইন ছাড়া অন্য কেউ যুবায়ের হতে বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি (বিশ্‌র) মিথ্যুক। হায়ছামী (১/৫৯) বলেন ঃ তাতে বিশ্‌র ইবনুল হুসাইন রয়েছেন, তিনি মিথ্যুক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার থেকে বর্ণনাকারী আল-হামাদানী মাজহূল যেমনটি ইবনুল মাদীনী বলেছেন। সুয়ূতী তার "আল-জামে'" গ্রন্থে উল্লেখ করে কালিমালিপ্ত করেছেন। এ কারণে তার ভাষ্যকার মানাবী হায়ছামীর উক্ত কথা দ্বারা তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ লেখকের উচিত ছিল হাদীছটিকে এ গ্রন্থ হতে ফেলে দেয়া।

হাফিয ইরাকী যে "তাখরীজুল ইহইয়া" (৪/৩০৭) গ্রন্থে শুধুমাত্র দুর্বল বলেছেন, তা তার থেকে এক ধরনের ভুল বা শিথিলতা। কারণ জাল হাদীছ দুর্বল হাদীছগুলোরই একটি প্রকার।

৫৪২. (حُجُّوْا، فَإِنَّ الحَجَّ يَغْسِلُ الذُّنُوْبَ كَمَا يَغْسِلُ المَاءُ الدَّرَنَ).

৫৪২। তোমরা হজ্জ কর, কারণ হজ্জ গুনাহগুলোকে ধুয়ে ফেলে যেরূপ পানি ময়লাগুলোকে ধুয়ে ফেলে।

হাদীছটি জাল।

এটিকে আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইবনু খালীল "আস-সুবা‘ঈয়াত" (১/১৮/১) গ্রন্থে ই‘য়ালা ইবনুল আশদাক হতে আব্দুল্লাহ ইবনু জারাদ হতে... বর্ণনা করেছেন।

একই সূত্রে তাবারানী "মু‘জামুল আওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। যেরূপ "আল-মাজমা‘" (৩/২০৯) ও "আল-জামে‘" গ্রন্থে এসেছে।

হায়ছামী বলেন ঃ এটির মধ্যে ই‘য়ালা ইবনুল আশদাক রয়েছেন, তিনি মিথ্যুক।

৫৪৩. (حُجُّوْا قَبْلَ أَن لاَّ تُحَجُّوْا: يَقْعُدُ أَعْرَابُهَا عَلَى أَذْنَابِ أَوْدِيَتِهَا، فَلاَ يَصِلُ إِلَى الحَجِّ أَحَدٌ).

৫৪৩। তোমাদেরকে হজ্জ করার সুযোগ না দেয়ার পূর্বেই নিজেরা হজ্জ কর। গ্রাম্য লোকেরা কাবার ওয়াদির অলি-গলিতে বসে থাকবে। ফলে হজ্জ আদায় করার জন্য কোন ব্যক্তি পৌঁছতে পারবে না।

হাদীছটি বাতিল।

হাদীছটি আবূ নো‘য়াইম "আখবারু আসফাহান" (২/৭৬-৭৭) গ্রন্থে, বাইহাকী (৪/৩৪১), আল-খাতীব "আত-তালখীস" (২/৯৬) গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনু ঈসা ইবনে বুহায়ের সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু আবী মুহাম্মাদ হতে তিনি তার পিতা হতে... আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে মারফূ‘ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এই আব্দুল্লাহ হচ্ছেন জানাদী। তাকে উকায়লী "আয-যো‘য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে তার এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ

সনদটি মাজহূল, এতে বিরূপ মন্তব্যও রয়েছে। ইমাম যাহাবী বলেন ঃ

সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন আর খবরটি মুনকার। তিনি "আল-মুহায্যাব" গ্রন্থে বলেন ঃ হাদীছটির সনদ নিতান্তই দুর্বল।

আব্দুল্লাহর শাইখ মুহাম্মাদ মাজহূল যেরূপ আবূ হাতিম বলেছেন। তবে ইবনু হিব্বান তাকে "আছ-ছিকাত" (২/২৬৮) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন! তিনি তার এ হাদীছটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

এ খবরটি বাতিল। আবূ মুহাম্মাদ কে জানা যায় না। তিনিই হচ্ছেন হাদীছটির সমস্যা।

٥٤٤. (حُجُّوْا قَبْلَ أَن لاَ تُحَجُّوْا، فَكَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلى حَبَشِيٍّ أَصْمَعُ، أَفْدَعُ، بِيَدِهِ مِعْوَلٌ يَهْدِمُهَا حَجَرًا حَجَرًا).

৫৪৪। তোমাদেরকে হজ্জ করার সুযোগ না দেয়ার পূর্বেই নিজেরা হজ্জ কর। আমি যেন ক্ষুদ্র কান এবং হাতের ও পায়ের জোড়া বাঁকা বিশিষ্ট এক হাবশীকে দেখছি যার হাতে একটি হাতুড়ি রয়েছে সে (কা'বা গৃহের) পাথরগুলোকে একটি একটি করে ভেঙ্গে ফেলছে।

হাদীছটি জাল।

এটি হাকিম (১/১৪৮), আবূ নো'য়াইম (৪/১৩১) এবং বাইহাকী (৪/৩৪০) ইয়াহইয়া ইবনু আব্দিল হামীদ আল-হিম্মানী হতে তিনি হুসাইন ইবনু উমার আল-আহমাসী হতে তিনি আ'মাশ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

হাকিম কোন হুকুম সিদ্ধান্ত প্রদান হতে চুপ থেকেছেন। এ কারণে হাফিয যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ হুসাইন দুর্বল আর ইয়াহইয়া আল-হিম্মানী ভাল নয়।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হুসাইন মিথ্যুক যেরূপ ইবনু খাররাশ ও অন্য বিদ্বানগণ বলেছেন। আর ইবনু হিব্বান (১/২৬৮) বলেছেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীছ বর্ণনাকারী। তিনি এককভাবে এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন যেমনটি আবূ নো'য়াইম বলেছেন।

٥٤٥. (مَنْ غَشَّ الْعَرَبَ لَمْ يَدْخُلْ فِي شَفَاعَتِيْ، وَلَمْ تَنَلْهُ مَوَدَّتِيْ).

৫৪৫। যে ব্যক্তি আরবদের সাথে প্রতারণা করবে, সে আমার শাফা'য়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর আমার ভালবাসাও তাকে গ্রহণ করবে না।

হাদীছটি জাল।

এটি ইমাম তিরমিযী (৪/৩৭৬), ইমাম আহমাদ (নং ৫১৯) এবং তার সূত্রে হাফিয ইরাকী "মাহাজ্জাতুল কুরবে ইলা মুহাব্বাতিল আরাব" (২/৮) গ্রন্থে, আব্দু ইবনু হুমায়েদ "আল-মুন্তাখাব মিনাল মুসনাদ" (১/৮) গ্রন্থে এবং আবূ সা'ঈদ ইবনুল আ'রাবী তার "মু'জাম" (২/১৩৬) গ্রন্থে হুসাইন ইবনু উমার সূত্রে মুখারিক ইবনু আব্দিল্লাহ হতে তিনি তারেক ইবনু শিহাব হতে... উছমান ইবনু আফ্ফান (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীছটি গারীব। হুসাইন ইবনু উমার আল-আহমাসী ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে হাদীছটিকে চিনি না। আর তিনি হাদীছবিদদের নিকট শক্তিশালী নন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বরং তিনি তাদের একাধিক ব্যক্তির নিকট মিথ্যুক। এ হাদীছটি নাবী (ﷺ) হতে সাব্যস্ত সহীহ হাদীছের সাথে সাংঘর্ষিক। তিনি বলেছেন ঃ ''شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي'' 'আমার শাফা'আত আমার উম্মাতের কাবীরা গুনাহকারীদের জন্য।' ''আর-রাওযুন নাযীর'' (নং ৪৩,৬৫) গ্রন্থে এবং '' মিশকাত'' (৫৫৯৮,৫৫৯৯) গ্রন্থে এটির তাখরীজ করা হয়েছে।

٥٤٦. (لِلإِمَامِ سَكْتَتَانِ، فَاغْتَنِمُوْا الْقِرَاءَةَ فِيْهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ).

৫৪৬। ইমামের জন্য দু'টি সাকতা (চুপ থাকার সময়) রয়েছে, অতএব তোমরা দুই সাকতার সময় সূরা ফাতিহা পাঠ করার সুযোগ গ্রহণ কর।

হাদীছটির মারফূ' হিসাবে কোন ভিত্তি নেই।

এটিকে ইমাম বুখারী ''জুযউল কিরাআহ'' (পৃঃ ৩৩) গ্রন্থে আবূ সালামা ইবনু আব্দির রহমান ইবনে আউফ হতে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার সনদটি হাসান।

অতঃপর তিনি আবূ সালামা হতে তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তার সনদটিও হাসান।

ইমাম নাবাবী ''আল-আযকার'' (পৃঃ ৬৩) গ্রন্থে বলেন ঃ সালাতুয যেহরিয়াতে ইমামের জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে এই যে, আমীন বলার পর দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকবে যাতে করে মুক্তাদীগণ সূরা ফাতিহা পড়ে নিতে পারেন। তার উপর টীকা লেখক শাইখ মুহাম্মাদ হুসাইন আহমাদ বলেন ঃ

হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন ঃ দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকা মুস্তাহাব হওয়ার দলীল হচ্ছে আবূ সালামা ইবনু আব্দির রহমানের হাদীছঃ ইমামের জন্য দু'টি সাকতা রয়েছে...। হাদীছটি ইমাম বুখারী ''আল-কিরাআতু খালফাল ইমাম'' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাতে আবূ সালামা সূত্রে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে এবং উরওয়াহ ইবনুয যুবায়ের হতেও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ হে আমার সন্তানেরা, তোমরা সূরা ফাতিহা পাঠ করবে যখন ইমাম চুপ থাকবে। আর চুপ থাকবে যখন ইমাম উঁচু স্বরে পাঠ করবে। কারণ যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ না করবে তার সালাতই হবে না।

তার ভাষ্যে যে বলেছেন ঃ হাদীছ আবী সালামা... , এ কথা বলাতে সন্দেহ হতে পারে যে এটি নাবী (ﷺ) পর্যন্ত মারফূ' হাদীছ। যার জন্য এখানে হাদীছটি উল্লেখ করে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, এটি মারফূ' নয় বরং এটি মওকূফ।

٥٤٧. (كَانَ لِلنَّبِيِّ (ﷺ) سَكْتَتَانِ، سَكْتَةٌ حِيْنَ كَبَّرَ، وَسَكْتَةٌ حِيْنَ يَفْرُغُ مِنْ قِرَاءَتِهِ).

৫৪৭। নাবী (ﷺ)-এর সালাতে দু'টি সাকতা ছিল। একটি সাকতা যখন তাকবীর দিতেন, আরেকটি সাকতা যখন তাঁর কিরাআত সমাপ্ত করতেন।

হাদীছটি দুর্বল।

ইমাম বুখারী "জুযউল কিরাআহ" (পৃঃ ২৩), আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও অন্য বিদ্বানগণ হাসান বাসরীর হাদীছ হতে সামুরা ইবনু জুন্দুব থেকে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি দুর্বল। দারাকুতনী তার "সুনান" (পৃঃ ১৩৮) গ্রন্থে সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে বলে সমস্যা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ হাসান সামুরা হতে শুনেছেন কি না তাতে মতভেদ রয়েছে। তিনি তার থেকে মাত্র একটি হাদীছ শুনেছেন। সেটি হচ্ছে আকীকার হাদীছ।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি (হাসান) সম্মানিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও মুদাল্লিস ছিলেন। যেমনটি বার বার তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি যে আলোচ্য হাদীছটি সামুরা হতে শুনেছেন তা সাব্যস্ত হয়নি।

এ হাদীছটির আরেকটি সমস্যা হচ্ছে হাদীছের বাক্যে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। কারণ ভিন্ন বর্ণনায় এসেছে সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে সাকতার কথা, আরেক বর্ণনায় এসেছে সূরা ফাতিহা এবং আরেকটি সূরা পাঠ শেষে রুকুর সময় সাকতা।

এই শেষোক্ত বাক্যটিই সঠিকের বেশী নিকটবর্তী। কারণ হাসানের ছাত্ররা এ বাক্যের উপরই একমত হয়েছেন।

আবূ বাক্র আল-জাস্সাস বলেন ঃ এ হাদীছটি সাব্যস্ত হয়নি।

নিম্নে বর্ণিত কারণে এ হাদীছটি শাফে'ঈ মাযহাবের অনুসারীদের জন্য সাকতা মুস্তাহাব হওয়ার জন্য দলীল হতে পারে নাঃ

১। হাদীছটির সনদ দুর্বল।

২। তার মতনে ইযতিরাব।

৩। দ্বিতীয় সাকতার ব্যাপারে সঠিক হচ্ছে এই যে, সেটি হবে রুকুর পূর্বে সকল প্রকার কিরাআত হতে মুক্ত হওয়ার পর, সূরা ফাতিহার শেষে নয়।

৪। যদি ধরে নেয়া হয় এই সাকতা দ্বারা সূরা ফাতিহা পাঠের পরের সাকতা বুঝানো হচ্ছে। তাহলে বলতে হবে যে এই সাকতা এমন দীর্ঘ নয় যে, তাতে মুক্তাদীগণ সূরা ফাতিহা পাঠ করতে সক্ষম হবে। এ জন্যেই কোন কোন মুহাক্কিক বলেছেন যে, এই দীর্ঘ সাকতা বিদ্'আত। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ "আল-ফাতাওয়া" (২/১৪৬-১৪৭) গ্রন্থে বলেছেন ঃ ইমাম আহমাদ মুক্তাদির কিরাআতের জন্য ইমাম কর্তৃক সাকতা করাকে মুস্তাহাব মনে করেননি। তার কোন কোন সাথী তাকে মুস্ত াহাব বলেছেন। এটি জানা কথা যে নাবী (ﷺ) যদি সূরা ফাতিহা পড়া যায় এরূপ দীর্ঘ সাকতা দিতেন তাহলে অবশ্যই তা আমাদের নিকট যথাযথভাবে বর্ণনা হয়ে আসত। অতএব যখন কেউ এটি নকল করেননি তখন বুঝা যাচ্ছে তা ছিল না। এ ছাড়া সকল সাহাবাগণ যদি ইমামের পিছনে প্রথম অথবা দ্বিতীয় সাকতার মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন, তাহলেও তা যথাযথভাবে বর্ণিত হয়ে আসত। এটি কিভাবে যেখানে একজন সাহাবাও বর্ণনা করেননি যে, তারা দ্বিতীয় সাকতাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। যদি

শরীয়তের হুকুম এরূপই হতো তাহলে অবশ্যই সাহাবাগণ সে সম্পর্কে সবার আগে জানবেন এটিই বেশী যুক্তিযুক্ত। অতএব বুঝা যাচ্ছে এরূপ সাকতা বিদ্'আত।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আবূ হুরাইরা (ﷺ)-এর নিম্নের কথাই শক্তি যোগাচ্ছে যে, রাসূল (ﷺ) দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকেননিঃ

রাসূল (ﷺ) যখন সালাতের জন্য তাকবীর দিতেন তখন কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল! তাকবীর এবং কিরাআতের মাঝে আপনার চুপ থাকা অবস্থায় কী বলেন ঃ তিনি বললেনঃ আমি আল্লাহুম্মা বাইদ বাইনী ওয়া বাইনা খাতাইয়াইয়া... বলি। রাসূল (ﷺ) যদি সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে অনুরূপ সাকতা করতেন, তাহলে অবশ্যই তারা সেই সাকতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন যেরূপ তাকবীরের পরের সাকতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন।

٥٤٨. (لَئِنْ أَظْهَرَنِيْ اللهُ عَلَيْهِمْ (يَعْنِي كُفَّارَ قُرَيْشٍ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا حَمْزَةَ) لأُمَثِّلَنَّ بِثَلاثِيْنَ رَجُلاً مِنْهُمْ).

৫৪৮। যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাদের উপর (কুরাইশ কাফিরদের উপর যারা হামযাকে হত্যা করেছে) বিজয়ী করে, তাহলে তাদের ত্রিশজনকে আমি মুসলা (নাক, কান, হাত, পা ইত্যাদি কর্তন) করবো।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি ইবনু ইসহাক "আস-সীরাহ" গ্রন্থে তার কোন এক সাথী হতে আতা ইবনু ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাদীছটি ইবনু কাসীর (২/৫৯২) উল্লেখ করেছেন এবং নিম্নের ভাষায় দুর্বল আখ্যা দিয়েছেনঃ

এটি মুরসাল। তার মধ্যে একজন মুবহাম (অজ্ঞাত) ব্যক্তি রয়েছেন যার নাম নেয়া হয়নি। অপর এক সূত্রে মুত্তাসিল হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আবূ হুরাইরাহ (ﷺ)-এর হাদীছ হতে এ মুত্তাসিল দুর্বল। যার বিবরণ সামনে আসবে। ইবনু আব্বাস (ﷺ)-এর হাদীছ হতেও বর্ণনা করা হয়েছেঃ

٥٤٩. (لَئِنْ ظَفِرْتُ بِقُرَيْشٍ لأُمَثِّلَنَّ بِثَلاثِيْنَ رَجُلاً مِنْهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ: ''وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا'' إِلى قَوْلِهِ: ''يَمْكُرُوْنَ''.

৫৪৯। আমি যদি কুরাইশদের উপর জয়ী হতে পারি তাহলে তাদের ত্রিশজনকে মুসলা করবো। তখন আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে নাযিল করলেনঃ "আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে...তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না" আন-নাহ্ল (১২৬)।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি তাবারানী (৩/১০৭-১০৮) আহমাদ ইবনু আইউব বাসরী হতে তিনি আব্দুল আলা হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক হতে... ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সনদটি দুর্বল। হায়ছামী (৬/১২০) বলেন ঃ তার সনদে আহমাদ ইবনু আইউব ইবনু রাশেদ রয়েছেন, তিনি দুর্বল।

বাইহাকী "দালায়েলুন নাবুয়াহ" (১/ উহুদ যুদ্ধ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও দুর্বল। তাতে বুরাইদাহ ইবনু সুফিয়ান রয়েছেন, তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন।

অন্য একটি সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে যেটিকে আল-মাহামেলী "আল-আমালী" (৭/নং ২) গ্রন্থে আব্দুল আযীয ইবনু ইমরান হতে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল। এই আব্দুল আযীয সম্পর্কে হাফিয বলেন ঃ তিনি মাতরূক। তার গ্রন্থগুলো পুড়ে গিয়েছিল, ফলে তিনি তার হেফয হতে হাদীছ বর্ণনা করেন। এ কারণে তার বড় ধরনের ভুল সংঘটিত হয়েছে।

٥٥٠. (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مَا عَلِمْتُ لَوَصُوْلاً لِلرَّحِمِ. فَعُوْلاً لِلْخَيْرَاتِ، وَاللهِ لَوْلاَ حَزَنَ مَنْ بَعْدِكَ عَلَيْكَ؛ لَسَرَّنِيْ أَنْ أَتْرُكَكَ حَتَّى يَحْشُرَكَ اللهُ مِنْ بُطُوْنِ السِّبَاعِ- أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا- أَمَا وَاللهِ عَلَى ذَلِكَ لأُمَثِّلَنَّ بِسَبْعِيْنَ كَمُثْلَتِكَ. فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ السُّوْرَةِ وَقَرَأَ: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ. فَكَفَّرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَعْنِي عَنْ يَمِيْنِهِ)، وَأَمْسَكَ عَنْ ذَلِكَ).

৫৫০। আল্লাহর রহমত আপনার উপর আমি আপনাকে যতটুকু জানি অবশ্যই আপনি রক্তের সম্পর্ক দৃঢ়কারী এবং উত্তম কর্মগুলো বাস্তবায়নকারী। আল্লাহর শপথ আপনার পরে কেউ যদি আপনার জন্য চিন্তিত না হতো; তাহলে অবশ্যই আমাকে খুশি করত আপনাকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছেড়ে দেয়া। যাতে করে আল্লাহ আপনার হাশর করেন পশু-পাখীর পেট হতে (অথবা অনুরূপ কথা বলেছেন)। আল্লাহর কসম আপনাকে যেরূপ মুসলা করেছে অনুরূপভাবে তাদের সত্তরজনকে আমি মুসলা করবো। জিবরীল (আঃ) মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নিকট এ সূরা (আয়াত) নিয়ে অবতরণ করলেন এবং পাঠ করলেনঃ "আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়... (আয়াতের শেষ পর্যন্ত) তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না"। অতঃপর রাসূল (ﷺ) তাঁর কসমের কাফ্ফারা দিলেন এবং তা (বাস্তবায়ন করা) হতে বিরত থাকলেন।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি আবূ বাক্‌র আশ-শাফে'ঈ "আল-ফাওয়ায়েদ" (২/৬/১-২) গ্রন্থে, হাকিম (৩/১৯৭), বায্যার, তাবারানী, বাইহাকী "দালায়েলুন নবুওয়াহ" (১/ উহুদ যুদ্ধ) এবং

আল-ওয়াহেদী (১/১৪৬) সালেহ আল-মুররী সূত্রে সুলায়মান আত-তাইমী হতে...বর্ণনা করেছেন।

হাকিম হাদীছটির উপর সিদ্ধান্ত প্রদানে হতে চুপ থেকেছেন। এ কারণে হাফিয যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ সালেহ দুর্বল। আর হাফিয ইবনু কাসীর (২/৫৯২) বলেছেন ঃ

এ সনদটিতে দুর্বলতা রয়েছে। কারণ সালেহ হচ্ছেন ইবনু বাসীর আল-মুররী, ইমামদের নিকট তিনি দুর্বল।

অনুরূপভাবে হায়ছামীও তাকে "আল-মাজমা'" (৬/১১৯) গ্রন্থে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

বাইহাকী অন্য একটি সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন যার সনদে পর্যায়ক্রমে তিন জন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন।

٥٥١. (مَنْ قَلَّدَ عَالِما لَقِيَ اللهَ سَالِما)

৫৫১। যে ব্যক্তি আলেমের তাকলীদ (দলীল ছাড়াই তার অন্ধ অনুসরণ) করবে সে আল্লাহর সাথে নিরাপদে মিলিত হবে।

এটির কোন ভিত্তি নেই।

এটি সম্পর্কে সাইয়েদ রাশীদ রিযা (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি "আল-মানার" (৩৪/৭৫৯) ম্যাগাজিনে উত্তরে বলেন ঃ এটি হাদীছ নয়।

٥٥٢. (جَلَسَ (ﷺ) عَلَى مِرْفَقَةِ حَرِيْرٍ).

৫৫২। রাসূল (ﷺ) রেশমের তৈরি একটি চাটায়ের উপর বসেছিলেন।

হাদীছটির কোন ভিত্তি নেই।

হাফিয যায়লা'ঈ "নাসবুর রায়া" (৪/২২৭) গ্রন্থে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। হানাফী মাযহাবের "আল-হিদায়াহ" গ্রন্থের লেখক পুরুষদের জন্য রেশম কাপড়ের উপর বসা জায়েয মর্মে এ হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন! যায়লা'ঈ বলেন ঃ

মাযহাবের উপর মুশকিল হয়ে যায় হুযাইফার হাদীছ। তিনি বলেন ঃ 'রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে স্বর্ণ এবং রুপার পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন, তাতে খানা খেতেও নিষেধ করেছেন এবং আমাদেরকে পাতলা ও মোটা রেশমী কাপড় পরিধান ও তার উপর বসতে নিষেধ করেছেন'। হাদীছটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ রেশমের কাপড়ের উপর বসা হারাম যেরূপ তা পরিধান করা হারাম। এটিই সঠিক, বুখারীর এ হাদীছ এবং পুরুষদের উপর তা পরিধান করা হারাম মর্মে বর্ণিত আম হাদীছের কারণে।

রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ 'তোমরা রেশম পরিধান করো না, কারণ যে তা দুনিয়াতে পরিধান করবে সে আখেরাতে তা পরিধান করতে পারবে না' বুখারী ও মুসলিম।

হাদীছটি আম ভাবে রেশমের উপর বসাকেও সম্পৃক্ত করছে। কারণ বসাটাও আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থে এক ধরনের পরিধান। যেমন আনাস (ﷺ) বলেছেন ঃ ''قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس'' 'আমি আমাদের একটি চাটায়ের দিকে গেলাম যেটি দীর্ঘদিন ব্যবহারের কারণে কালো হয়ে গেছিল।

একটু লক্ষ্য করুন কিভাবে জাল হাদীছ মানুষকে সহীহ্ হাদীছ হতে বিমুখ করে রাখে।

(فاعتبروا يا أولي الأبصار). "অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর" (সূরা হাশ্‌রঃ ২)।

৫৫৩. (عَادِيُّ الأَرْضِ لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ، ثُمَّ لَكُمْ مِنْ بَعْدُ، فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِمُحْتَجِرٍ حَقٌّ بَعْدَ ثَلاَثِ سِنِيْنَ).

৫৫৩। সাধারণ যমীন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য, তারপর তোমাদের জন্য। অতএব যে ব্যক্তি কোন মৃত যমীনকে চাষাবাদ করবে তা তার জন্যই। চাষাবাদ না করে তিন বছর দখলে রাখার পর তাতে তার আর কোন হক নেই।

হাদীছটি এ সমাপ্তির দ্বারা মুনকার।

এটিকে ইমাম আবূ হানীফাহ (রহঃ)-এর সাথী আবূ ইউসুফ (রহঃ) "কিতাবুল খিরাজ" (পৃঃ ৭৭) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটির সনদ তিনটি কারণে দুর্বল।

১। তাঊস হতে মুরসাল হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি একজন তাবে'ঈ।

২। তাঊস হতে বর্ণনাকারী লাইছ ইবনু আবী সুলায়েম দুর্বল, তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটার কারণে যেমনটি ইবনু হিব্বান "কিতাবুল মাজরূহীন" (১/৫৭, ২/২৩১) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

৩। আরেক বর্ণনাকারী আবূ ইউসুফের মধ্যে হেফযের দিক দিয়ে দুর্বলতা রয়েছে। তার সম্পর্কে ফাল্লাস বলেন ঃ তিনি সত্যবাদী বহু ভুলকারী। তাকে ইমাম বুখারী ও অন্য বিদ্বনগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন আর ইবনু হিব্বান সহ অন্য বিদ্বানগণ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি হাদীছের শেষাংশটি ''ليس لمحتجر...'' এককভাবে বর্ণনা করেছেন। কারণ ইয়াহইয়া ইবনু আদাম "কিতাবুল খিরাজ" (পৃঃ ৮৫,৮৬,৮৮) গ্রন্থে এবং বাইহাকী তার "সুনান" (৬/১৪৩) গ্রন্থে বহু সূত্রে লাইছ হতে মুরসাল হিসাবে উল্লেখিত বর্ধিত শেষাংশটি ছাড়াই বর্ণনা করেছেন । বর্ধিত অংশটুকু মুনকার।

ইমাম শাফে'ঈ এবং বাইহাকী অন্য সূত্রেও তাউস হতে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। বাইহাকী মওসূল হিসাবেও বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে মু'য়াবিয়া ইবনু হিশাম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এই মু'য়াবিয়া দুর্বল। অতএব মওসূল হিসাবে সঠিক নয়।

আবূ ইউসুফ উমার (ﷺ) হতে নিম্নোক্ত ভাষায় মওকূফ হিসাবেও বর্ণনা করেছেন।

(من أحيا أرضاً ميتة فهي له. وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين'' وذلك أن رجالا كانوا يحتجرون من الأرض مالا يعملون).

'যে ব্যক্তি কোন মৃত যমীনকে চাষাবাদ করবে তা তার জন্যই। চাষাবাদ না করে তিন বছর দখলে রাখার পর তাতে তার আর কোন হক নেই। এটি এ কারণে যে, লোকেরা যমীনে চাষাবাদ না করে নিশানা লাগিয়ে দখলে রাখত।'

তার এ বর্ণনাতে দুই জায়াগায় সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। কিন্তু ইয়াহইয়া ইবনু আদাম (৯০) এবং আবূ ওবায়েদ ইবনু সালাম (পৃঃ ২৯০) নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

(كان الناس يحتجرون على عهد عمر رضي الله عنه فقال: من أحيا أرضا فهي له. قال يحيى: كأنه لم يحلها له بالتحجير حتى يحييها).

লোকেরা উমার (ﷺ)-এর যুগে নিশানা লাগিয়ে যমীন দখল করে রাখত। এমতাবস্থায় তিনি বললেন ঃ 'যে ব্যক্তি কোন মৃত যমীনকে চাষাবাদ করবে তা তার জন্যই। ইয়াহইয়া বলেন ঃ তিনি যেন চাষাবাদ না করে যমীনকে দখলে রাখাকে হালাল হিসাবে দেখেননি।

এটির সনদটি উমার (ﷺ) পর্যন্ত সহীহ। তবে ''ليس بمحتجر...'' এই বর্ধিত অংশটুকু নেই।

তবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে এ বর্ধিত অংশটুকু উমার (ﷺ) হতে সাব্যস্ত হয়েছে। আবূ ইউসুফ দ্বিতীয় এবং ইয়াহইয়া তৃতীয় সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। যদিও সেগুলো দুর্বলতা হতে মুক্ত নয় তবুও একটি আরেকটিকে শক্তি যোগাচ্ছে।

মোটকথাঃ বর্ধিত অংশটুকু মারফূ' হিসাবে মুনকার। উমার (ﷺ)-এর কথা হিসাবে সঠিক। তবে আলোচ্য হাদীছটির প্রথম বাক্যটি দুর্বল মুরসাল হওয়ার কারণে। আর ''من أحيا أرضا ميتة فهي له'' এটি নাবী হতে সাব্যস্ত হয়েছে যেটিকে ইমাম আবূ দাউদ সহ অন্য বিদ্বানগণ বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারীও অনুরূপ অর্থের হাদীছ বর্ণনা করেছেন। দেখুন "ইরওয়া" হাঃ নং (১৫৪৮)।

৫৫৪. (إِنَّ حَادِيَنَا نَامَ فَسَمِعْنَا حَادِيَكُمْ فَمِلْتُ إِلَيْكُمْ، فَهَلْ تَدْرُوْنَ أَنَّى كَانَ الحِدَاءُ؟ قَالُوْا: لاَ وَاللهِ، قَالَ: إِنَّ أَبَاهُمْ مُضَرَ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ رُعَاتِهِ، فَوَجَدَ

إِبِلَهُ قَدْ تَفَرَّقَتْ، فَاخَذَ عَصًا فَضَرَبَ بِهَا كَفَّ غُلَامِهِ، فَعَدَا الْغُلَامُ فِي الْوَادِيَ وَهُوَ يَصِيْحُ: يَا يَدَاهْ يَا يَدَاهْ! فَسَمِعَتِ الإِبِلُ فَعَطَفَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ مُضَرَ: لَو اشْتَقَّ مِثْلَ هَذَا لَانْتَفَعَتْ بِهِ الإِبِلُ وَاجْتَمَعَتْ، فَاشْتَقَّ الْحِدَاءُ).

৫৫৪। আমাদের উট চালক ঘুমিয়ে গেছে। অতঃপর তোমাদের উট চালকের আওয়ায শুনলাম। এ জন্য তোমাদের নিকট আসলাম। তোমরা জান কি উট চালকরা কোথায় ছিল? তারা বললো আল্লাহর কসম, না। তিনি বললেনঃ তাদের পিতা মুযারা তার কোন এক রাখালের নিকট বের হল, সে তার উটগুলোকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পেল। এর জন্য একটি লাঠি নিয়ে তা দ্বারা তার দাসের হাতে প্রহার করল। এ কারণে তার দাস উপত্যকায় পালিয়ে গিয়ে চিৎকার করে বলল ঃ হায় আমার হাত! হায় আমার হাত! (এ আওয়ায) একটি উট শুনলো ফলে সে তার উপর দয়া করল। অতঃপর মুযারা বলল ঃ যদি এ দাসের ন্যায় (ডানে-বামে) দৌড়ে পালাতো তাহলে তার দ্বারা উট উপকৃত হত এবং একত্রিত হয়ে যেত। তখন উট চালকরা (ডানে-বামে) দৌড় দিল।

হাদীছটি জাল।

হাদীছটি ইবনুল জাওযী "তালবীসু ইবলীস" (পৃঃ২৩৮) গ্রন্থে আবুল বুখতারী ওয়াহাব সূত্রে তালহা আল-মাক্কী হতে তিনি তাদের কোন আলেম হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও বানোয়াট। এই আবুল বুখতারী মিথ্যার দোষে দোষী। তিনি হচ্ছেন ওয়াহাব ইবনু ওয়াহাব আল-মাদানী আল-কাযী। তার সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ আল্লাহর দুশমন মিথ্যা বলতেন। ইমাম আহমাদ বলেন ঃ

তিনি হাদীছ জাল করতেন। ইবনুল জাওযী তার "আল-মাওযূ'আত" (১/৪৭ ত্বো) গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন ঃ তিনি বড় বড় জালকারীদের একজন।

ইমাম যাহাবী আবুল বুখতারীর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে তার বহু হাদীছ উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এ হাদীছগুলো মিথ্যা।

এ হাদীছটির প্রথম বাক্যটি বাদে বাকী অংশগুলো বানোয়াট। কারণ প্রথম বাক্যটির মুরসাল হিসাবে শক্তিশালী শাহেদ পাওয়া যাচ্ছে। সেটি ইবনু সা'আদ "আত-তাবাকাত" (১/২) গ্রন্থে মুজাহিদ এবং তাউস হতে উল্লেখ করেছেন। ইবনুল আ'রাবী "হাদীছু সা'আদান ইবনু নাসর" (১/২২/১) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

এ মুরসাল সহীহ। ইবনুল আ'রাবী ঈকরিমা হতেও সহীহ সনদে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

٥٥٥. (مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أن يُصْلِحَ مَعِيْشَتَهُ، وَلَيْسَ مِنْ حُبِّكَ الدُّنْيَا طَلَبُ مَا يُصْلِحُكَ).

৫৫৫। মুসলিম ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হচ্ছে তার জীবন ধারণকে সঠিকভাবে পরিচালনার মাঝে। দুনিয়াকে তোমার ভালবাসার অর্থ এমন নয় যে, এরূপ বস্তুকে চাইবে যা তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনু আদী (১/১৭৫) সা'ঈদ ইবনু সিনান সূত্রে আবুয যাহেরীয়া হতে তিনি আবূ শাযারাহ হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

সা'ঈদ ইবনু সিনান আবূ মাহদী আল-হিমসী, তিনি যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশই নিরাপদ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছেঃ তিনি মাতরূক। দারাকুতনী ও অন্য বিদ্বানগণ তাকে জাল করার দোষে দোষী করেছেন।

আমি বলছি ঃ হাদীছটি ভিন্ন সূত্রে অনুরূপ অর্থে বর্ণিত হয়েছেঃ

٥٥٦. (مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ رِفْقُهُ فِي مَعِيْشَتِهِ).

৫৫৬। ব্যক্তির জ্ঞানের পরিচয় হচ্ছে তার জীবন ধারণের ক্ষেত্রে নম্রতা অবলম্বন করাতে।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন। আর তার সূত্রে ছা'য়ালাবী তার "তাফসীর" (৩/১৪৬/১) গ্রন্থে, ইবনু আদী (২/৩৭) এবং ইবনু আসাকির (১৩/৩৭৫/১) আবূ বাক্‌র ইবনু আবী মারিয়াম হতে তিনি যামারাহ ইবনু হাবীব হতে তিনি আবুদ দারদা হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন ঃ আবূ বাক্‌রের অধিকাংশ হাদীছ গারীব। নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ খুব কমই তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তিনি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত যাদের দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। তবে তার হাদীছ লিখা যায়।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার পরেও হাদীছটি মুনকাতি'। কারণ যামারাহ আবুদ দারদা হতে শুনেননি, যেমনটি হাফিয যাহাবী অবহিত করেছেন। কারণ তাদের দু'জনের মৃত্যুর মাঝে প্রায় একশত বছরের ব্যবধান।

হায়ছামী (৪/৭৪) ইবনু আবী মারিয়ামের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল শুধুমাত্র এ কারণই দেখিয়েছেন।

হাদীছটি সুয়ূতী "আল-জামে'" গ্রন্থে আহমাদ এবং বাইহাকীর বর্ণনায় আবুদ দারদা হতে বর্ণনা করেছেন। তার ভাষ্যকার মানাবী বলেন ঃ

বাইহাকী বলেছেন ঃ সা'ঈদ ইবনু সিনান আবুয যাহেরিয়া হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। হাফিয যাহাবী "আয-যো'য়াফা" গ্রন্থে বলেন ঃ সা'ঈদ ইবনু সিনান আবুয যাহেরিয়া হতে জাল করার দোষে দোষী।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ধারণা হতে পারে যে এ সূত্রটিও ইমাম আহমাদ হতে। আসলে কিন্তু সেরূপ নয়। হাদীছটি ইবনু আদী সা'ঈদ ইবনু সিনান হতে অন্য সূত্রে ইবনু উমার (ﷺ) হতে অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করেছেন।

এ ছাড়া ইবনুল আ'রাবী "আল-মু'জাম" (২/২৩৭) গ্রন্থে এবং আবূ নো'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" (১/১১) গ্রন্থে ফারাজ ইবনু ফুযালা সূত্রে ..আবুদ দারদা হতে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

ফারাজ ইবনু ফুযালা দুর্বল, যেরূপ "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে। তা ছাড়া অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। সম্ভবত এ মওকূফটিই হাদীছটির আসল। কোন বর্ণনাকারী ভুল করে মারফূ' করে ফেলেছে।

ওয়াকী' ইবনুল জার্‌রা কর্তৃক "আল-যুহুদ" (৩/৭২/১) গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকির (৩/৩৭৫/১) কর্তৃক ভিন্ন সূত্রে আবুদ দারদা হতে বর্ণনাকৃত মওকূফ হাদীছ, মওকূফ হওয়াকেই শক্তিশালী করছে।

٥٥٧. (خُذُوْا مِنَ الْقُرْآنِ مَا شِئْتُمْ لِمَا شِئْتُمْ).

৫৫৭। তোমরা কুরআন হতে যা ইচ্ছা যে জন্য চাও গ্রহণ কর।

হাদীছটির কোন ভিত্তি নেই।

সাইয়েদ রাশীদ রিযা "আল-মানার" ম্যাগাজিনের (২৮/৬৬০) সংখ্যায় বলেছেন ঃ আমি এটিকে হাদীছ গ্রন্থগুলোর কোনটিতেই দেখছি না।

٥٥٨. (لَيْسَ بِكَرِيْمٍ مَنْ لَمْ يَتَوَاجَدْ عِنْدَ ذِكْرِ الْحَبِيْبِ).

৫৫৮। সে ব্যক্তি দয়ালু নয় যাকে বন্ধু কর্তৃক স্মরণ করার সময় পাওয়া যায় না।

হাদীছটি জাল।

এটিকে মুহাম্মাদ ইবনু তাহের আল-মাকদেসী "সাফওয়াতুত তাসাউফ" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর তার সূত্রে "আওয়ারিফুল মা'য়ারিফ" গ্রন্থের লেখক আবূ হাফ্‌স উমার সাহরুওয়ারদী বর্ণনা করেছেন।

ইবনু তাইমিয়্যাহ "আস-সিমা ওয়ার রাক্‌স" (পৃঃ ১৬৯ মিন মাজমু'য়াতির রাসায়েলিল মিম্বারিয়াহ খণ্ড ৩ এ) গ্রন্থে বলেন ঃ

এ হাদীছটি সকল আলেমের ঐকমত্যে জাল ও মিথ্যা। তিনি আরো বলেন ঃ এটি ও এর ন্যায় হাদীছ সেই ব্যক্তিই বর্ণনা করবে, যে নাবী (ﷺ) এবং তাঁর সাথী ও তাদের পরবর্তীদের অবস্থা সম্পর্কে ঈমান ও ইসলামকে জানার দ্বারা সর্বাপেক্ষা অজ্ঞ।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আমি "সাফওয়াতুত তাসাউফ" গ্রন্থটি খুজেটি কিন্তু তাতে এ হাদীছটি পায়নি। সাহরুওয়ারদী "আওয়ারিফুল মা'য়ারিফ" (পৃঃ ১০৮-১০৯) গ্রন্থে আবূ বাক্র আম্মার ইবনু ইসহাক সূত্রে এটির সনদ বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এই আম্মার মিথ্যার দোষে দোষী। ইমাম যাহাবী তার জীবনীতে বলেছেন ঃ সম্ভবত তিনিই এই খুরাফাত (বিদ্'আত) তৈরিকারক। যাতে রয়েছেঃ 'মনের সাপ আমার কলিজায় দংশন করেছে।'

٥٥٩. (كَانَ يَقْرَأ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ''قُلْ يَاأَيُّهَا الكَافِرُوْنَ'' وَ'' قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ''، وَيَقْرَأ فِي الْعِشَاءِ الآخِرَةِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ''الْجُمُعَةَ'' وَ''الْمُنَافِقِيْنَ'').

৫৫৯। তিনি জুম'আর রাতের মাগরিবের সালাতে 'কুল ইয়া আইউহাল কাফিরূন' এবং 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করতেন। আর জুম'আর রাতের শেষ ইশায় (ফজরের সালাতে) সূরা 'জুম'আহ' এবং 'আল-মুনাফিকুন' পাঠ করতেন।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনু হিব্বান (৫৫২) এবং বাইহাকী (২/৩৯১) প্রথম অংশটি সা'ঈদ ইবনু সাম্মাক ইবনে হার্ব সূত্রে আবূ সাম্মাক ইবনু হার্ব হতে... বর্ণনা করেছেন। তিনি (ইবনু হিব্বান বলেন ঃ জাবের ইবনু সামুরাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট হতে এটিকে জানি না। ইবনু হিব্বান "আছ-ছিকাত" (২/১০৪) গ্রন্থেও সা'ঈদের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ সাম্মাক সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে নিরাপদ।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু হিব্বানের কথায় দ্বন্দ্ব লক্ষণীয়। কারণ তিনি একবার সমস্যা হিসাবে বলছেনঃ এটি মুরসাল, মওসূল হিসাবে সহীহ নয়। আবার বলেছেন: এটি মওসূল!

হাদীছটির সমস্যা হচ্ছে সা'ঈদ ইবনু সাম্মাক। তার সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম (২/১/৩২) তার পিতা হতে নকল করে বলেছেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীছ।

হাদীছটির সনদটি বর্ণিত হয়েছে "মাওয়ারিদুয যাম'আন" গ্রন্থে আর আমি সেখান হতেই নকল করেছি। আমার নিকট দুর্বলাতা সুস্পষ্ট। ইবনু হিব্বান নিজেও হাদীছটিকে অন্য গ্রন্থে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

এটি দুর্বল হওয়ার প্রমাণ বহন করছে রাসূল (ﷺ) হতে সাব্যস্ত হওয়া সহীহ হাদীছ। তিনি মাগরিবের সুন্নাতে প্রথম দু'টি সূরা পাঠ করতেন। মাগরিবের ফরয সালাতে নয়। এটি তাঁর থেকে বিভিন্ন সূত্রে এসেছে। আমি "সিফাতুস সালাত" (পৃঃ ১১৫) গ্রন্থে তার তাখরীজ করেছি।

٥٦٠. (كَانَ يُصَلِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ).

৫৬০। তিনি রামাযান মাসে জামা'আত ছাড়াই বিশ রাকা'আত এবং বিতরের সালাত পড়তেন।

হাদীছটি জাল।

হাদীছটি ইবনু আবী শাইবাহ "আল-মুসান্নাফ" (২/৯০/২) গ্রন্থে, আব্দু ইবনু হামীদ "আল-মুন্তাখাব মিনাল মুসনাদ" (৭৩/১-২) গ্রন্থে, তাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" (৩/১৪৮/২) এবং "আল-আওসাত" গ্রন্থে যেমনটি ইমাম যাহাবীর "আল-মুন্তাকা" (৩/২) গ্রন্থে ও "যাওয়ায়েদুল মু'জামায়িন" (১/১০৯/১) গ্রন্থে এসেছে, ইবনু আদী "আল-কামিল" (১/২) গ্রন্থে, আল-খাতীব "আল-মুওয়াযি্যহ" (১/২০৯) গ্রন্থে, আবুল হাসান আন-না'আলী তার "হাদীছ" (১/১২৭) গ্রন্থে, আবূ আম্র ইবনু মান্দাহ "আল-মুন্তাখাব মিনাল ফাওয়ায়েদ" (২/২৬৮) গ্রন্থে এবং বাইহাকী "আস-সুনানুল কুবরা" (২/৪৯৬) গ্রন্থে (তারা সকলে) আবূ শাইবাহ ইব্রাহীম ইবনু উছমান সূত্রে আল-হাকাম হতে তিনি মুকসিম হতে তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তাবারানী বলেন ঃ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে এ সনদ ছাড়া ভিন্ন কোন সনদে বর্ণনা করা হয়নি। বাইহাকী বলেন ঃ আবূ শাইবাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন, তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হায়ছামী "আল-মাজমা'" (৩/১৭২) গ্রন্থে অনুরূপ কথাই বলেছেন। অর্থাৎ আবূ শাইবাহ দুর্বল। ইবনু হাজার "ফতহুল বারী" (৪/২০৫) গ্রন্থে বলেন ঃ এটির সনদটি দুর্বল।

হাফিয যায়লা'ঈ অনুরূপভাবে "নাসবুর রায়া" (২/১৫৩) গ্রন্থে তাকে তার সনদের দিক দিয়ে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। অতঃপর তিনি ভাষার দিক দিয়ে হাদীছটিকে অস্বীকার করে বলেছেন ঃ

হাদীছটি সহীহ হাদীছের বিপরীতে এসেছে যেটি আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ "ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة" رواه الشيخان 'নাবী (ﷺ) রামাযান মাসে এবং রামাযান ছাড়া অন্য সময়ে এগার রাকা'আতের বেশী সালাত আদায় করতেন না।' বুখারী ও মুসলিম।

হাফিয ইবনু হাযার অনুরূপ কথাই বলেছেন। তবে তিনি কিছু বেশী বলেছেন ঃ 'অন্যদের চেয়ে আয়েশাই (রাঃ) নাবী (ﷺ)-এর রাতের বেলার অবস্থা সম্পর্কে বেশী জ্ঞাত ছিলেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ (রাঃ) তার {আয়েশা (রাঃ)-এর} মত হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যেটি ইবনু নাস্র "কিয়ামুল লাইল" (পৃঃ ৯০, ১১৪) গ্রন্থে, তাবারানী

"আল-মু'জামুস সাগীর" (পৃঃ ১০৮) গ্রন্থে এবং ইবনু হিব্বান তার সহীহার মধ্যে (নং ৯২০) বর্ণনা করেছেন।

কোন কোন দুর্বল বর্ণনাকারী জাবের (ﷺ)-এর হাদীছকে নষ্ট করে ফেলেছেন। বলেছেন ঃ "তিনি চব্বিশ রাকা'আত সালাত পড়েছেন এবং তিন রাকা'আত বিতর পড়েছেন।'

এ হাদীছটি সাহমী "তারীখু জুরজান" (৭৫,২৭৬) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি সহীহ নয়। কারণ এটির সনদে এমন ব্যক্তি আছেন যার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না। কেননা মুহাম্মাদ ইবনু হামীদ ও তার শাইখ উমার ইবনু হারূণকে মিথ্যার দোষে দোষী করা হয়েছে। তাদের দু'জনের বর্ণনা গণনার মধ্যেই নিয়ে আসা যায় না। আর যেখানে তাদের বিরোধিতা করা হয়েছে সেখানে তো প্রশ্নই আসে না। যেমন এখানে।

মোটকথাঃ ইমামগণের বক্তব্য এমর্মে এক যে, আবূ শাইবার হাদীছ দুর্বল। বরং হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে এ হাদীছটিকে আবূ শাইবার মুনকারগুলোর একটি মুনকার হিসাবে গণ্য করেছেন।

ফাকীহ আহমাদ ইবনু হাজার হায়তামী "আল-ফাতাওয়াল কুবরা" গ্রন্থে বলেছেন ঃ হাদীছটি খুবই দুর্বল।

আমার সিদ্ধান্ত এই যে হাদীছটি নিম্নোক্ত কারণে বানোয়াট ঃ

১। হাদীছটি আয়েশা এবং জাবের (ﷺ)-এর সহীহ হাদীছ বিরোধী।

২। বর্ণনাকারী আবূ শাইবাহ খুবই দুর্বল। যেমনটি বুঝা যাচ্ছে বাইহাকী ও অন্যদের বক্তব্যে। ইবনু মা'ঈন তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন। জুযজানী বলেন ঃ তিনি সাকেত (অগ্রহণযোগ্য)।

শু'বা এক ঘটনায় তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম বুখারী বলেছেন ঃ সাকাতু আন্হু (তারা তার ব্যাপারে চুপ থেকেছেন)। (এর ব্যাখ্যা পূর্বে দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ যার সম্পর্কে তিনি এরূপ কথা বলেছেন তিনি তার নিকট অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ভুক্ত, যেমনটি হাফিয ইবনু কাসীর "ইখতিসারু উলূমিল হাদীছ" (পৃঃ ১১৮) গ্রন্থে বলেছেন।

৩। আলোচ্য হাদীছটিতে এসেছে রাসূল (ﷺ)-এর রমাযানের সালাত জামা'আতহীন ছিল। এটি জাবের (ﷺ)-র সহীহ হাদীছ বিরোধী এবং আয়েশা (ﷺ)-এর অন্য এক হাদীছ বিরোধী ঃ

'রাসূল (ﷺ) এক মধ্য রাতে বের হলেন অতঃপর তিনি মসজিদে সালাত আদায় করলেন। কতিপয় ব্যক্তিও তাঁর সালাতের সাথে সালাত আদায় করল। বহু লোক হয়ে গেলে, তারা একে অপরের সাথে আলোচনা করল। এ কারণে বহু লোকের সমাগম ঘটলো এবং তারা সকলে তাঁর সাথে সালাত আদায় করল। তারা

অন্যদের সাথে আরো কথাবার্তা বলল, ফলে তৃতীয় রাতে মসজিদে লোকের সংখ্যা আরো বেড়ে গেল। রাসূল (ﷺ) বের হলেন তিনি সালাত আদায় করলেন।' আল-হাদীছ। এটি জাবেরের হাদীছের ন্যায়। তাতে আরো রয়েছেঃ

'কিন্তু আমি তোমাদের উপর তা ফরয করে দেয়া হবে এরূপ ভয় করছি, অতঃপর তোমরা তা আদায় করতে অক্ষম হয়ে যাবে।' বুখারী ও মুসলিম হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। এ সব কিছুই প্রমাণ করছে যে, আবূ শাইবার হাদীছটি বানোয়াট।

ফায়েদাঃ

জাবের এবং আয়েশার (رضي الله عنه) হাদীছ প্রমাণ করছে যে জামা'আতের সাথে সালাতুত তারাবীহ পড়া শরীয়ত সম্মত এবং তার রাকা'আত সংখ্যা হচ্ছে বিত্‌র সহ সর্বোচ্চ এগার রাকা'আত।

উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, তিনি বিশ রাকা'আত পড়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন তার সনদটি দুর্বল। তিনি যে এগারো রাকা'আত পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন সেটি সহীহ এবং সহীহ সুন্নাহের সাথে তার মিল রয়েছে। কোন সাহাবা হতেই তার বিপরীত সাব্যস্ত হয়নি।

٥٦١. (إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْذَنْ لِمُتَرَنِّمٍ بِالْقُرْآنِ).

৫৬১। আল্লাহ তা'আলা মধুর সূরে কুরআন তেলাওয়াতের অনুমতি দেননি।

হাদীছটি জাল।

তাবারানী "আল-মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে জাবের (رضي الله عنه)-এর হাদীছ হতে মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। হায়ছামী "মাজমা'উয যাওয়ায়েদ" (৭/১৭০) গ্রন্থে বলেন ঃ তার সনদে সুলায়মান ইবনু দাঊদ শাযকূনী রয়েছেন, তিনি মিথ্যুক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এরূপ হাদীছ বর্ণনা করাই তার মিথ্যুক হওয়ার প্রমাণ বহন করছে। কারণ হাদীছটি বাতিল নিম্নোক্ত সহীহ হাদীছের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়াই ঃ

"ما أذن الله لشيء لنبي (حسن الصوت) وفي لفظ: حسن الترنم يتغنى بالقرآن (يجهر به)".

'আল্লাহ তা'আলা নাবী (ﷺ)-কে সুন্দর আওয়াযে (অন্য ভাষায়) সুন্দর করে মধুর সূরে (প্রকাশ করে) যেভাবে কুরআন পাঠের অনুমতি দিয়েছেন এরূপ অনুমতি কোন বস্তুর ক্ষেত্রে দেননি।'

এটি বুখারী, মুসলিম, তাহাবী ও অন্য বিদ্বানগণ বর্ণনা করেছেন। আমার কিতাব "সিফাতু সালাতুন্নাবী" (পৃঃ ১৩০ সপ্তম সংস্করণ) গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

٥٦٢. (كَانَ يُمَكِّنُ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ مِنَ الأَرْضِ، ثُمَّ يَقُوْمُ كَأَنَّهُ السَّهْمُ لاَ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ).

৫৬২। তিনি তার কপাল এবং নাককে মাটিতে স্থিরভাবে রাখতেন। অতঃপর তিনি তাঁর দু' হাতের উপর ভর না দিয়ে এমনভাবে দাঁড়াতেন যেন তিনি প্রচণ্ড গরমের মধ্যে আছেন।

হাদীছটি জাল।

হায়ছামী (২/১৩৫) বলেন ঃ হাদীছটি তাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে মু'য়ায ইবনু জাবাল (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। যার সনদে খুসায়েব ইবনু জাহদার রয়েছেন। তিনি মিথ্যুক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বুখারী শরীফে (১/২৪১) বর্ণিত সহীহ হাদীছ এটির মিথ্যা হওয়ার প্রমাণ বহন করছে ঃ

'নাবী (ﷺ) যখন দ্বিতীয় সিজদাহ হতে তাঁর মাথা উঠাতেন তখন বসতেন এবং যমীনের উপর ভর করে উঠতেন।' এই বসাকে জালসায়ে ইস্তিরাহাহ বলা হয় যা ১৩ হতে ১৯ জন সাহাবাহ হতে বর্ণিত হয়েছে।

তবে নাক ও কপাল স্থিরভাবে যমীনে রাখার বিষয়টি সহীহ হাদীছে সাব্যস্ত হয়েছে। সেটিকে আমি সিফাতু সালাতিন্নাবী (ﷺ) গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

٥٦٣. (ادْفِنُوْا مَوْتَاكُمْ وَسْطَ قَوْمٍ صَالِحِيْنَ، فَإِنَّ الْمَيِّتَ يَتَأَذَّى بِجَارِ السُّوْءِ، كَمَا يَتَأَذَّى الْحَيُّ بِجَارِ السُّوْءِ).

৫৬৩। তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের নেককার সম্প্রদায়ের মাঝখানে দাফন কর। কারণ মৃত ব্যক্তি খারাপ প্রতিবেশীর কারণে কষ্ট পায় যেরূপ জীবিত ব্যক্তি মন্দ প্রতিবেশীর কারণে কষ্ট পায়।

হাদীছটি জাল।

এটি আল-কাযী আবূ আব্দিল্লাহ আল-ফালাকী "আল-ফাওয়ায়েদ" (১/৯১) এবং আবূ নো'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" (৬/৩৫৪) গ্রন্থে সুলায়মান ইবনু ঈসা সূত্রে মালেক ইবনু আনাস হতে তিনি তার চাচা আবূ সুহায়েল হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আবূ নো'য়াইম বলেছেন ঃ মালেকের হাদীছ হতে এটি গারীব, আমরা এটিকে একমাত্র এ সূত্রেই লিখেছি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এই সুলায়মান মিথ্যুক। যেমনটি একাধিকবার তার সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। মানাবী বলেন ঃ

এ জন্যই জুযকানী হাদীছটিকে "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনুল জাওযীও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু লেখক (সুয়ূতী) তার

সমালোচনা করে সর্বোচ্চ যা নিয়ে এসেছেন তা হচ্ছে এ হাদীছটির মতই একটি শাহেদ নিয়ে এসেছেন!

٥٦٤. (الفقرُ أزْيَنُ عَلَى المُؤْمِنِ وَأحْسَنُ مِنَ العَذَار عَلَى خَدِّ الفَرَس).

৫৬৪। দরিদ্রতা হচ্ছে মু'মিনের সর্বাপেক্ষা বড় অলংকার এবং ঘোড়ার গালের উপরের বর্ধিত লাগামের চেয়েও বেশী উত্তম।

হাদীছটি দুর্বল।

হাদীছটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছেঃ

এক ঃ আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ ইবনে আন'আম হতে তিনি সা'আদ ইবনু মাস'উদ আল-কিন্দী হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ইবনুল মুবারাক "আয-যুহ্দ" (২/১৮১) গ্রন্থে, আল-হারবী "আল-গারীব" (৫/৫২/১) গ্রন্থে এবং আবুল কাসেম আল-হামাদানী "আল-ফাওয়ায়েদ" (১/২০২/২) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ ইবনে আন'আমের কারণে। তার সম্পর্কে পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে। ইবনু হিব্বান তার সম্পর্কে (২/৫৩) বলেন ঃ

তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্ভরশীলদের থেকে যেগুলো তাদের হাদীছ নয় সেগুলো নিয়ে এসেছেন। তিনি মুহাম্মাদ ইবনু সা'ঈদ ইবনে আবী কায়েস হতে তাদলীস করতেন।

হাদীছটি সুয়ূতী "আয-যাইল" (নং ৮০৩) গ্রন্থে ইবনু আদীর বর্ণনা হতে উল্লেখ করে তার উদ্ধৃতিতে বলেছেন যে, হাদীছটি মুনকার।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সুয়ূতী তাবারানীর সূত্রে "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন অথচ তিনি "আয-যাইল" গ্রন্থে উল্লেখ করে জাল হিসাবে হুকুম লাগিয়েছেন।

দুই ঃ হাদীছটি আহমাদ ইবনু আম্মার মালেক ইবনু আনাস হতে তিনি নাফে' হতে তিনি ইবনু উমার (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

এটি কাযী আল-ফালাকী (২/৯০) বর্ণনা করেছেন। এটিও নিতান্তই দুর্বল। ইবনু আম্মার হচ্ছেন দেমাস্কী হিশাম ইবনু আম্মারের ভাই। তার সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মাতরূক। যাহাবী তার একটি হাদীছ "আল-মীযান" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি মুনকার।

তিন ঃ সাদ্দাদ ইবনু আউস হতে বর্ণিত হয়েছে।

এটি তাবারানী দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। যেমনটি হাফিয ইরাকীর "আল-মুগনী" (৪/১৬৯) গ্রন্থে এসেছে। অতঃপর বলেছেন ঃ এটি আব্দুর রহমান ইবনু

যিয়াদ ইবনে আন'আমের কথা হিসাবে পরিচিত। ইবনু আদী "আল-কামিল" গ্রন্থে এরূপই বর্ণনা করেছেন।

٥٦٥. (مَنِ اتَّخَذَ مِغْفَراً لِيُجَاهِدَ بِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ غَفَرَ اللهُ لَهُ، وَمَنِ اتَّخَذَ بَيْضَةً بَيَّضَ اللهُ وَجْهَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنِ اتَّخَذَ دِرْعاً كَانَتْ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

৫৬৫। যে ব্যক্তি লোহার টুপি পরে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। যে ব্যক্তি (জিহাদের উদ্দেশ্যে) টুপি পরিধান করবে আল্লাহ তার মুখমণ্ডলকে উজ্জ্বল করে দিবেন। যে ব্যক্তি যুদ্ধের পোষাক পরিধান করবে তা তার জন্য কিয়ামতের দিন জাহান্নাম হতে ঢাল স্বরূপ হয়ে যাবে।

হাদীছটি নিতান্তই মুনকার।

এটিকে আল খাতীব "তারীখু বাগদাদ" (৭/১২৮) গ্রন্থে বিশরান ইবনু আব্দিল মালেক বাগদাদী সূত্রে ... হাসান বাসরী হতে বর্ণনা করেছেন।

আল-খাতীব বলেন ঃ মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও হাদীছটি নিতান্তই মুনকার। বিশরান এবং হাসানের মধ্যবর্তী সকল বর্ণনাকারী মালতী সম্প্রদায়ভুক্ত। হাফিয আব্দুল গনী ইবনু সা'ঈদ আল-মিসরী বলেন ঃ তারা কেউ নির্ভরযোগ্য নন।

হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে বর্ণনাকারী দাহশামের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে তার বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

অপর বর্ণনাকারী ওবাইদুল্লাহ ইবনু যিরার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন ঃ তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। আর তার পিতা যিরার হচ্ছে ইবনু আম্র আল-মালতী, তার সম্পর্কে যাহাবী "আল-মুগনী" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীছ।

٥٦٦. (إِنَّ لِيْ حِرْفَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ، فَمَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِيْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِيْ: اَلْفَقْرُ وَالْجِهَادُ).

৫৬৬। আমার দু'টি পেশা আছে। যে ব্যক্তি সে দু'টোকে ভালবাসবে অবশ্যই সে আমাকে ভালবাসল। আর যে ব্যক্তি সে দু'টোকে ঘৃণা করবে সে আমাকে ঘৃণা করল। সে দু'টো হচ্ছে দরিদ্রতা ও জিহাদ।

হাদীছটির কোন্ ভিত্তি নেই।

হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইহইয়া" (৪/১৬৮) গ্রন্থে বলেন ঃ আমি তার কোন্ ভিত্তি পাচ্ছি না।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আমার নিকট হাদীছটি মুনকার। কারণ নাবী (ﷺ) দরিদ্রতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। অতএব কিভাবে বোধগম্য হয় যে, তিনি তার উম্মাতকে সেই বস্তুকে ভালবাসার জন্য উৎসাহিত করবেন যা থেকে তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন?

٥٦٧. (خَيْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ فُقَرَاؤُهَا، وَأَسْرَعُهَا تَضَجُّعاً فِي الْجَنَّةِ ضُعَفَاؤُهَا).

৫৬৭। এ উম্মাতের সর্বোত্তম ব্যক্তিরা হচ্ছে দরিদ্ররা। আর জান্নাতে স্থান করে নেয়ার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা ধাবমান হচ্ছে উম্মাতের দুর্বলরা।

হাদীছটির কোন ভিত্তি নেই।

হাফিয ইরাকী (৪/১৬৮) বলেন ঃ আমি এর কোন ভিত্তি পাচ্ছি না।

٥٦٨. (مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلاةِ فَلا صَلاةَ لَهُ).

৫৬৮। যে ব্যক্তি সালাতে তার দু'হাত উঠাবে তার সালাতই হবে না।

হাদীছটি জাল।

হাদীছটি ইবনু তাহের "তাযকিরাতুল মাওযূ'আত" (পৃঃ ৮৭) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

এর সনদে মামূন ইবনু আহমাদ আল-হারাবী রয়েছেন তিনি দাজ্জাল হাদীছ জালকারী।

তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন ঃ তিনি মহা বিপদ ও অপদস্থমূলক বস্তু নিয়ে এসেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্যদের বরাতে হাদীছ জাল করেছেন, এটি সেগুলোর একটি। "আল-লিসান" গ্রন্থে এসেছে ঃ

আবূ নো'য়াইম বলেন ঃ তিনি জালকারী খাবীছ, তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আমার নিকট স্পষ্ট হচ্ছে যে, এরূপ হাদীছ যিনি জাল করেছেন তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী, ধ্বংসপ্রাপ্ত গোঁড়া। কারণ তার জীবনীতে যে সব হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে সবগুলোই ইমাম আবূ হানীফা (রহিঃ)-এর সমর্থনে আর ইমাম শাফে'ঈর কুৎসা রটনায়। সেগুলোর মধ্যে এ হাদীছটি একটি। কারণ আলোচ্য হাদীছটি শাফে'ঈ মাযহাবের সুস্পষ্ট বিরোধী, যিনি বলেন যে, রুকূ'তে যাবার সময় এবং রুকূ' হতে উঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়িন করা শরীয়ত সম্মত। নিঃসন্দেহে তার এ কথাই সঠিক। অথচ এই খাবীছ শুধু রাফ'উল ইয়াদায়িনকে (মাযহাবের সিদ্ধান্তানুযায়ী) মাকরূহ বলেই ক্ষান্ত থাকেননি তিনি এর সমর্থনে হাদীছ জাল করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, রাফ'উল ইয়াদায়িন সালাতকে বাতিল করে দেয়। সম্ভবত তিনি মাকহূলের বর্ণনায় আবূ হানীফা (রহিঃ) হতে বর্ণিত ভাষ্যকে শক্তি যোগাতে চেয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন ঃ

"من رفع يديه في الصلاة فسدت صلاته" 'যে ব্যক্তি সালাতে তার দু'হাত উঠাবে তার সালাত নষ্ট হয়ে যাবে।' এ বর্ণনার কারণে আমীর কাতেবুল ইতকানী অজ্ঞাতভাবে তার উপর ভিত্তি করে রাফ'উল ইয়াদায়িন দ্বারা সালাত বাতিল হওয়ার বিবরণ দিয়ে একটি কিতাব রচনা করেছেন। অনুরূপ ভাবে যে ব্যক্তি তার পথে চলেছে, সে এ বর্ণনার দ্বারা অতর্কিত আক্রমণ করে কোন হানাফী ব্যক্তির

শাফে'ঈর পিছনে সালাতে ইকতিদা করা না জায়েয হওয়ার ফয়সালা দিয়েছে। কারণ তারা তাদের সালাতে রাফ'উল ইয়াদায়িন করে! যদিও ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) হতে এ বর্ণনাটি বাতিল, যেমনটি আল্লামা আবুল হাসানাত লাখনুভী "আল-ফাওয়ায়েদুল বাহিয়াহ ফী তারাযেমিল হানাফীয়াহ" (১১৬, ২১৬,২১৭) গ্রন্থে তাহকীক করেছেন।

এ হাদীছটি শাইখ আল-কারী তার "মাওযূ'আত" (পৃষ্ঠা নং ৮১) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এ হাদীছটি মুহাম্মাদ ওকাশাহ আল-কারমানী জাল করেছেন (আল্লাহ তার খারাপ পরিণতি করুন)। অতঃপর তিনি ইবনুল কাইয়্যিম হতে নকল করেছেন, তিনি বলেন ঃ হাদীছটি জাল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ শাইখ আল-কারীর বক্তব্য হারাবী যে জালকারী তার বিপরীতে হচ্ছে। যদি কিরমানীও জালকারী হয় তাহলে বলতে হবে যে, সম্ভবত তাদের একজন অপরজন হতে চুরি করেছেন।

ভেবে দেখুন! কিভাবে নাবী (ﷺ) হতে সাব্যস্ত হওয়া সুন্নাতকে ছেড়ে দিয়ে জাল হাদীছকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

ফায়েদাঃ রুকূ'তে যাবার সময় এবং রুকূ' হতে উঠার সময় হাত উঠানোর ব্যাপারে নাবী (ﷺ) হতে অনেক সহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। বরং আলেমদের নিকট সেগুলো মুতাওয়াতিরের পর্যায়ভুক্ত। নাবী (ﷺ) হতে ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه)-এর সূত্র ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যমে তা ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে সহীহ সুন্নাহ সাব্যস্ত হয়নি। কিন্তু ইবনু মাস'উদের হাদীছের উপর আমল করা উচিত হবে না। কারণ তা না-সূচক। কেননা মাযহাবী থিওরীতে বলা হয়েছে, হানাফী ও অন্যদের নিকট যখন হ্যাঁ-সূচক এবং না-সূচকের সাথে দ্বন্দ্ব দেখা দিবে তখন হ্যাঁ-সূচক অগ্রাধিকার পাবে না-সূচকের উপর। এরূপ নীতি বলবৎ হয় যদি হ্যাঁ-সূচকের পক্ষে একজনও হয় তবুও। অতএব যেখানে বিরাট এক জামা'আত হ্যাঁ-সূচকের পক্ষে সেখানে অন্য কোন প্রশ্নই আসতে পারে না। যেমনটি এ মাসআলার ক্ষেত্রে। তাদের উচিত ছিল দলীল সাব্যস্ত হওয়ার পরে আর গোঁড়ামি না করা। কিন্তু দুংখের বিষয় এই যে, তাদের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ তা (রাফ'উল ইয়াদায়িনকে) গ্রহণ করেননি। ফলে ছেড়ে দেয়াটাই তাদের আলামতে পরিণত হয়েছে!

উক্ত হারাবীর আরো একটি জাল হাদীছ ঃ

٥٦٩. (مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ مُلِئَ فُوْهُ نَاراً).

৫৬৯। যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে কিছু (সূরা ফাতিহা) পাঠ করবে তার মুখকে আগুন দিয়ে ভরে দেয়া হবে।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু তাহের "তাযকিরাতুল মাওযূ'আত" (পৃঃ ৯৩) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটির সনদে মামূন ইবনু আহমাদ আল-হারাবী রয়েছেন। তিনি দাজ্জাল, জাল হাদীছ বর্ণনাকারী।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার সম্পর্কে পূর্বের হাদীছে আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচ্য হাদীছটি ইবনু হিব্বান "আয-যো'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। যাহাবী এটিকে তার বিপদগুলোর একটি হিসাবে গণ্য করেছেন।

কোন কোন হানাফী ব্যক্তি অতর্কিতে আক্রমণ করে উক্ত জাল হাদীছ দলীল হিসাবে গ্রহণ পূর্বক ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ করা হারাম হওয়ার দলীল দিয়ে থাকেন। আবুল হাসানাত লাখনুভী "আত-তা'লীকিল মুমযিদ আলা মুওয়াত্তা মুহাম্মাদ" (পৃঃ ৯৯) গ্রন্থে বলেন ঃ

"আন-নেহায়া" গ্রন্থের লেখকসহ অন্যরা হাদীছটি উল্লেখ করেছেন মারফূ' হিসাবে নিম্নের ভাষায় "ففي فيه جمرة" 'তার মুখে প্রজ্জ্বলিত আগুনের টুকরা দিয়ে দেয়া হবে।' এটির কোন ভিত্তি নেই।

তার কিছু পূর্বে বলেছেন ঃ ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করা নিষেধ মর্মে কোন সহীহ হাদীছ মারফূ' হিসাবে বর্ণিত হয়নি। এ বিষয়ে যা কিছু মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা হয় ভিত্তিহীন, অথবা সহীহ নয়।

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী আলেমগণ তিনভাগে বিভক্ত হয়েছেন।

১। যেহরী এবং সিররী উভয় ক্ষেত্রে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব।

২। উভয়টিতে চুপ থাকতে হবে।

৩। যেহরী রাকা'আতগুলো বাদ দিয়ে শুধুমাত্র সিররীগুলোতে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে। আমি আলবানীর নিকট শেষোক্তটি সঠিকের বেশী নিকটবর্তী। এটিই ইমাম মালেক ও আহমাদের মাযহাব। এ মতকেই কোন কোন হানাফী মাযহাবের আলেম প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন আবুল হাসানাত লাখনুভী তার আলোচিত গ্রন্থটিতে।

উক্ত দাজ্জাল হারাবীর ইমাম শাফে'ঈ (রহঃ) সম্পর্কে আরো একটি হাদীছঃ

٥٧٠. (يَكُوْنُ فِي أُمَّتِيْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيْسَ أَضَرُّ عَلَى أُمَّتِيْ مِنْ إِبْلِيْسَ، وَيَكُوْنُ فِي أُمَّتِيْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ هُوَ سِرَاجُ أُمَّتِيْ).

৫৭০। আমার উম্মাতের মধ্যে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে যাকে বলা হবে মুহাম্মাদ ইবনু ইদ্রীস। সে আমার উম্মাতের জন্য ইবলীসের চেয়েও বেশী ক্ষতিকর

হবে। আর আমার উম্মাতের মধ্যে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব হবে যাকে বলা হবে আবূ হানীফাহ। সে হবে আমার উম্মাতের চেরাগ।

হাদীছটি জাল।

এটিকে ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (১/৪৫৭) গ্রন্থে মামূন ইবনু আহমাদ আস-সুলামী সূত্রে আহমাদ ইবনু আব্দিল্লাহ আল-যুওয়াইবারী হতে ...বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

এটিকে মামূন ইবনু আহমাদ আস-সুলামী এবং আহমাদ ইবনু আব্দিল্লাহ আল-যুওয়াইবারী জাল করেছেন। ইমাম হাকিম "আল-মাদখাল" গ্রন্থে বলেন ঃ মামূনকে বলা হয়েছিল, ইমাম শাফে'ঈ ও তার অনুসারীর সম্পর্কে আপনার মতামত কী? তিনি উত্তরে উক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন। অতএব তিনিই এ হাদীছটি জালকারী।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ "আল-লিসান" গ্রন্থে কিছু বেশী এসেছে ঃ অতঃপর হাকিম বলেছেন ঃ এধরনের হাদীছ যে রাসূল (ﷺ)-এর উপর জাল করা হয়েছে তার সাক্ষ্য প্রদান করে সেই ব্যক্তিও যাকে আল্লাহ তা'আলা সামান্যতম জ্ঞান দান করেছেন।

হাদীছটির আরো সূত্র এসেছে, যা দ্বারা সে ব্যক্তিই খুশি হতে পারে যে ইমাম আবূ হানীফাহ (রহঃ)-এর গোঁড়ামি করতে গিয়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপণিত হয়েছে। কারণ সে সূত্রগুলো ঘোরপাক করছে কতিপয় মিথ্যুক এবং মাজহূল বর্ণনাকারীর মধ্যে। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে আল্লামা আইনী সেসব সূত্রগুলো দ্বারা হাদীছটিকে শক্তিশালী করার চেষ্টা চালিয়েছেন। আর শাইখ কাওছারী তার থেকে সহযোগিতা নিয়েছেন। কাওছারীর ব্যাপারে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ তিনি (কাওছারী) ইমাম (রহঃ)-এর গোঁড়ামি করতে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

আশ্চর্য হতে হচ্ছে আল্লামা আইনীর ব্যাপারে। কারণ তিনি এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ নন। আল্লামা মুহাক্কিক আল-মু'য়াল্লেমী আল-ইয়ামানী "আত-তানকীল বিমা ফী তানীবিল কাওছারী মিনাল আবাতীল" (১/২০, ৪৪৬-৪৪৯) গ্রন্থে তাদের উভয়ের প্রতিবাদ করেছেন।

٥٧١. (كَمْ مِنْ حَوْرَاءَ عَيْنَاءَ مَا كَانَ مَهْرُهَا إِلاَّ قَبْضَةَ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ مِثْلُهَا مِنْ تَمْرٍ).

৫৭১। কতিপয় সাদা চোখ কালো মনি বিশিষ্ট সাদা রঙের নারী রয়েছে যাদের মহর মাত্র এক মুষ্টি পরিমাণ গমের বা তার সমপরিমাণ খেজুরের।

হাদীছটি জাল।

এটি উকায়লী "আয-যো'য়াফা" (পৃঃ ১৩) গ্রন্থে, তার থেকে ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (৩/২৫৩) গ্রন্থে এবং ইবনু হিব্বান "আয-যো'য়াফা" (১/৮৪)

গ্রন্থে আবান ইবনুল মুহাব্বার হতে তিনি নাফে' হতে তিনি ইবনু উমার (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। উকায়লী বলেছেন ঃ

আবান হচ্ছেন শামী, তিনি মুনকারুল হাদীছ। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ

তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে এমন কিছু বর্ণনা করেছেন যেগুলো তাদের হাদীছ নয়। এমনকি এ বিষয়ে জ্ঞাত ব্যক্তির কোন সন্দেহ থাকার কথা নয় যে, তা তারই কৃতকর্ম। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা এবং তার থেকে বর্ণনা করা জায়েয নয়। তিনি তার এ হাদীছটি সম্পর্কে বলেন ঃ হাদীছটি বাতিল।

হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে উকায়লী হতে নকল করেছেন, তিনি বলেন ঃ তার মত বা তার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তি ছাড়া তার মুতাবা'য়াত করেনি।

ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" (১/২২) গ্রন্থে বলেন, আমার পিতা বলেন ঃ এ হাদীছটি বাতিল। আবান মাজহূল, হাদীছের ক্ষেত্রে দুর্বল।

মানাবী বলেন ঃ ইবনুল জাওযী যে হাদীছটিকে "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, সুয়ূতী তা সমর্থন করেছেন। সুয়ূতীর "আল-লাআলী" (২/৪৫২) গ্রন্থে দেখুন।

٥٧٢. (ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ أَظَلَّهُ اللهُ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ، الوَضُوْءُ عَلَى المَكَارِهِ، وَالمَشْيُ إِلَى المَسَاجِدِ فِي الظُّلَمِ، وَإِطْعَامُ الجَائِعِ).

৫৭২। তিনটি অভ্যাস যার মধ্যে থাকবে তাকে আল্লাহ তা'আলা সেই দিন আরশের ছায়াতলে ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর (আরশের) ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। কষ্টের সময় উযু করা, অন্ধকারে মসজিদে যাওয়া এবং ক্ষুধার্তকে আহার করানো।

হাদীছটি জাল।

এটি ইমাম সুয়ূতী "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে আবুশ শাইখ কর্তৃক "আস-সাওয়াব" এবং আসফাহানী কর্তৃক "আত-তারগীব" গ্রন্থের বর্ণনা থেকে জাবের (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। মানাবী তার কোন সমালোচনা করেননি। সম্ভবত তিনি তার সনদটি সম্পর্কে অবহিত হননি। হাদীছটির প্রথম অংশটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন যার বিবরণ ৯২ নং হাদীছে গেছে।

মানাবী ইমাম তিরমিযীর হাদীছটি বর্ণনা করার সময় সুয়ূতীর সমালোচনা করে বলেছেন ঃ তার সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু ইব্রাহীম আল-গিফারী রয়েছেন। আল-মিযযী তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি জাল করার দোষে দোষী।

অবস্থাদৃষ্টে দেখা যাচ্ছে যে, দু'টি হাদীছ আসলে একটিই হাদীছ। অতএব দু'টির হুকুম একই হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর তা হচ্ছে হাদীছটি জাল। যদি আলোচ্য

হাদীছটির সূত্র ভিন্ন হত তাহলে অবশ্যই তিনি (মানাবী) তা বর্ণনা করতেন। কারণ এরূপ বর্ণনা করাই হচ্ছে মুহাদ্দিছগণের নীতি।

٥٧٣. (مَنْ صَلَّى خَلْفَ عَالِمٍ تَقِيٍّ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى خَلْفَ نَبِيٍّ).

৫৭৩। যে ব্যক্তি পরহেযগার আলেমের পিছনে সালাত আদায় করলো, সে যেন নাবীর পিছনে সালাত আদায় করলো।

হাদীছটির কোন ভিত্তি নেই।

এ কারণেই হাফিয যায়লা'ঈ "নাসবুর রায়া" (২/২৬) গ্রন্থে তার ভাষায় ইঙ্গিত করেছেন যে, এটি গারীব। যেসব হাদীছের কোন ভিত্তি নেই সেই সব হাদীছের ব্যাপারে এরূপ বলাটা তার অভ্যাস। এটি হেফয করে নিন। কারণ এটি তার ব্যক্তিগত থিওরী।

٥٧٤. (إِنَّمَا يَفْعَلُ هَذَا (يَعْنِي تَقْبِيلَ الْيَدِ) الأَعَاجِمُ بِمُلُوكِهَا، وَإِنِّيْ لَسْتُ بِمَلِكٍ، إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِنْكُمْ).

৫৭৪। অনারবরা তাদের বাদশাদের সাথে এরূপ করে থাকে (অর্থাৎ হাতে চুমু দেয়া)। আমি বাদশা নই বরং আমি তোমাদেরই একজন।

হাদীছটি জাল।

এ হাদীছটি ৮৯ নম্বর হাদীছের অংশ বিশেষ। সেটির সনদের উপর আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে।

সহীহ হাদীছে কোন কোন ব্যক্তি কর্তৃক রাসূল (ﷺ)-এর হাত চুমু দেয়ার কথা এসেছে। তিনি তাদের এরূপ করাকে অস্বীকার করেননি। এটি প্রমাণ করছে যে, আলেমের হাতে চুমু দেয়া যায়। সালাফে সালেহীনগণ তাদের সম্মানিত ব্যক্তিদের সাথে এরূপ করেছেন। এ মর্মে কতিপয় আছার ইমাম আবূ দাউদ-এর ছাত্র আবূ সা'ঈদ ইবনুল আ'রাবীর "আল-কুবলু ওয়াল মু'য়ানাকা" গ্রন্থে এবং ইমাম বুখারীর "আদাবুল মুফরাদ" (পৃঃ ১৪২) গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, আলেমরা সাধারণ লোকদের পক্ষ হতে তাদের হাতে চুমু দেয়াকে অভ্যাসে পরিণত করে নিবেন। আর তাদের সাথে যখনই মিলিত হবেন তখনই হাতে চুমু দিবেন, যেমনটি তাদের কেউ কেউ করছেন। কারণ এরূপ অভ্যাস করে নেয়া নিশ্চিতভাবে রাসূল (ﷺ)-এর আদর্শ বিরোধী। তাঁর সাথে এরূপ করতেন খুব কম সংখ্যক সাহাবী যারা তাঁর আদর্শ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, আর সেটি হচ্ছে মুসাফাহা করা। এ কারণেই তাঁর সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত এবং তাঁর অতি নিকটবর্তী সাহাবী যেমন আবূ বাক্‌র সহ দশজন জান্নাতের সার্টিফিকেটপ্রাপ্তদের কেউ তাঁর হাতে চুমু দিয়েছেন এমনটি বর্ণিত হয়নি। অথচ বর্তমান যুগে কোন কোন শাইখের হাতে চুমু না দিলে প্রচণ্ড রাগান্বিত হন, কিন্তু মুসাফাহা করা ছেড়ে দিলে রাগান্বিত হন না। অথচ মুসাফাহা করা মুস্তাহাব এবং তাতে বড় ধরনের সাওয়াব

রয়েছে। আর হাতে চুমু দেয়ার ব্যাপারে এতোটুকু বলা যেতে পারে যে, সেটি জায়েয।

٥٧٥. (مَا تَلَفَ مَالٌ فِيْ بَرٍّ وَلاَ بَحْرٍ إِلاَّ بِحَبْسِ الزَّكَاةِ).

৫৭৫। যাকাত দেয়া বন্ধ করে দেয়ার কারণেই ভূপৃষ্ঠে এবং সমুদ্রে সম্পদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

হাদীছটি মুনকার।

হায়ছামী "আল-মাজমা'" (৩/৬৩) গ্রন্থে বলেন ঃ হাদীছটি তাবারানী "আল-মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। যার সনদে উমার ইবনু হারূণ রয়েছেন, তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বরং তিনি মিথ্যুক যেমনটি একাধিকবার পূর্বে তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তবে হাদীছটির ভিন্ন সূত্র রয়েছে, যেটি ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" (১/২২০-২২১) গ্রন্থে আর্‌রাক ইবনু খালেদ সূত্রে তার পিতা হতে বর্ণনা করে বলেন, আমার পিতা বলেছেন ঃ হাদীছটি মুনকার। বর্ণনাকারী ইব্‌রাহীম ওবাদাকে (ﷺ) পাননি। আর আর্‌রাক মুনকারুল হাদীছ।

٥٧٦. (إِنَّمَا أُتِيَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنَ النَّظْرَةِ).

৫৭৬। দাউদ (আঃ)-এর দৃষ্টিতে ত্রুটি ছিল।

হাদীছটি জাল।

আবূ বাক্‌র ইবনু আবী আলী আল-মু'য়াদ্দিল "আল-আমালী" (কাফ ১/১২) গ্রন্থে এবং আবূ নো'য়াইম "আহমাদ ইবনু ইসহাকের... কপিতে" (কাফ ২/১৫৮) বর্ণনা করেছেন।

ইমাম যাহাবী এই কপি সম্পর্কে বলেছেন ঃ তাতে বিপদ রয়েছে, আহমাদ ইবনু ইসহাক দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হালাল নয়, কারণ তিনি মিথ্যুক।

হাফিয ইবনু হাজার তার "আল-লিসান" গ্রন্থে তা সমর্থন করেছেন।

কোন কোন মুহাদ্দিছ এই "আল-আমালী" গ্রন্থে হাদীছটির পার্শ্বে লিখেছেনঃ হাদীছটি বানোয়াট।

পূর্বে এ হাদীছটি ভিন্ন ভাষায় (৩১২) নম্বরে আলোচিত হয়েছে।

٥٧٧. (إِذَا رَأَيْتُمْ أُمَّتِيْ تَهَابُ الظَّالِمَ أَنْ تَقُوْلَ لَهُ: إِنَّكَ أَنْتَ ظَالِمٌ، فَقَدْ تُوُدِّعَ مِنْهُمْ).

৫৭৭। যখন তোমরা আমার উম্মাতকে দেখবে তারা অত্যাচারীকে এ কথা বলতে ভয় করছে যে, অবশ্যই তুমি অত্যাচারী। তখন সে (অত্যাচারী) তাদের থেকে বিরত থাকবে।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি ইমাম আহমাদ (নং ৬৫২০) এবং হাকিম (৪/৪৪৫) আবুয যুবায়ের সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু আম্‌র হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। হাকিম বলেছেন ঃ

সনদটি সহীহ। আর ইমাম যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ কখনও নয়। সনদটি সহীহ নয়। কারণ আবুয যুবায়ের ইবনু আম্‌র হতে শুনেননি। যেমনটি ইবনু মা'ঈন এবং আবূ হাতিম বলেছেন। সম্ভবত এ জন্যে হাকিম পরবর্তীতে সতর্ক হয়েছেন। কারণ তিনি এ সনদেই অন্য একটি হাদীছ (৪/৪৪৫) বর্ণনা করার পর বলেছেন ঃ

যদি আবুয যুবায়ের আব্দুল্লাহ ইবনু আম্‌র হতে শুনে থাকেন তাহলে হাদীছটি সহীহ। ইমাম যাহাবীও তার এ কথার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আমাদের বন্ধু আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের (রহঃ) বলেছেন ঃ আবুয যুবায়ের তার থেকে শুনেছেন। কথাটি শক্তিশালী নয়, কারণ এটির ভিত্তি হচ্ছে ইবনু লাহী'য়ার বর্ণনার উপর। তিনি মুখস্থ বিদ্যায় দুর্বল। তাকে জামহূরে ওলামা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তার বর্ণনা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। বিশেষ করে শ্রবণ সাব্যস্ত করা দুই ইমাম ইবনু মা'ঈন এবং আবূ হাতিমের বিপরীতে হওয়ার কারণে।

যদি ধরে নেই যে আবুয যুবায়ের-এর শ্রবণ ইবনু আম্‌র হতে সাব্যস্ত হয়েছে। তার পরেও এ হাদীছটির সনদ মুত্তাসিল তা বলা যায় না। কারণ আবুয যুবায়ের মুদাল্লিস, তিনি যার সাথে মিলিত হয়েছেন না শুনেও তার থেকে বর্ণনা করেছেন। অতএব দৃঢ়তার সাথে বলছি যে, হাদীছটির সনদটি দুর্বল।

হাদীছটির শাহেদ এসেছে কিন্তু তা নিতান্তই দুর্বল। তা না হলে হাসান বলে হুকুম লাগাতাম। সুয়ূতী "আল-জামে'" গ্রন্থে ইমাম তাবারানীর "আল-আওসাত" গ্রন্থের বরাতে জাবের (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। মানাবী বলেছেন ঃ

সনদের বর্ণনাকারী সাইফ ইবনু হারূণকে নাসাঈ এবং দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

দারাকুতনী "সুওয়ালাতুল বারকানী আনহু" (নং ১৯৬) গ্রন্থে বলেছেন ঃ তিনি দুর্বল, কূফী মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি অত্যন্ত দুর্বল।

٥٧٨. (أَحِبُّوْا الْعَرَبَ وَبَقَاءَهُمْ، فَإِنَّ بَقَاءَهُمْ نُوْرٌ فِي الإِسْلَامِ، وَإِنَّ فَنَاءَهُمْ ظُلْمَةٌ فِي الإِسْلَامِ).

৫৭৮। তোমরা আরবদেরকে ও তাদের অবশিষ্ট থাকাকে ভালবাস। কারণ তাদের অবশিষ্ট থাকা হচ্ছে ইসলামের জন্য নূর স্বরূপ, আর তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া হচ্ছে ইসলামের জন্য অন্ধকার স্বরূপ।

হাদীছটি দুর্বল।

এটিকে আবূ নো'য়াইম আহমাদ ইবনু ইসহাকের কপিতে (কাফ ১/১০৮) আবূ ইসহাক হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এই কপিতে বিপদ রয়েছে। কিন্তু আবুশ শাইখ "কিতাবুছ ছাওয়াব ওয়াল ফাযায়েলুল আ'মাল" গ্রন্থে অন্য সূত্রে আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু জা'আদ হতে তিনি মানসূর ইবনু আবী মাযাহিম হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল খাত্তাব হতে ...বর্ণনা করেছেন। হাদীছটি হাফিয ইরাকী "মুহাজ্জাতুল কুরবে ইলা মুহাব্বাতিল আরাব" (২/৫) গ্রন্থে উল্লেখ করার পর বলেছেন ঃ

মুহাম্মাদ ইবনুল খাত্তাব ছাড়া অন্য কারো ব্যাপারে সনদে দৃষ্টি দেয়ার কিছু নেই। তাকে ইবনু আবী হাতিম "আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর পিতা আবূ হাতিম তার সম্পর্কে বলেছেন ঃ তাকে আমি চিনি না। আযদী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। তাকে ইবনু হিব্বান "আছ-ছিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তিনি তার নিকট নির্ভরযোগ্য।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনিই পূর্বে আলোচিত ১৬৩ নম্বর হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনুল খাত্তাব মাজহূলুল হাল। সেখানে তার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এ হাদীছটির একটি মুতাবা'য়াত (অনুগামী হাদীছ) পাওয়া গেছে সেটিকে আবুশ শাইখ "তারীখু আসফাহান" (কাফ ১/১৬০) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মুতাবা'য়াতটি দুর্বল। কারণ তার বর্ণনাকারী আব্দুস সামাদ ইবনু জাবের আয-যব্বী সম্পর্কে ইবনু মা'ঈনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি বলেন ঃ আব্দুস সামাদ দুর্বল। ইবনু হিব্বান (২/১৪২) বলেন ঃ

তার বর্ণনা কম হওয়া সত্ত্বেও তিনি বহু ভুল করতেন এবং বর্ণনার ক্ষেত্রে সন্দেহপ্রবণ ছিলেন। আর তার ছেলে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুস সামাদ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন ঃ তিনি মুনকারের অধিকারী।

এ ছাড়া আরেক বর্ণনাকারী আবূ যুফার (হুযায়েল ইবনু ওবাইদুল্লাহ আয-যব্বী) সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই জানা যাচ্ছে না।

মোটকথা হাদীছটি উভয় সূত্রেই দুর্বল। এ ছাড়া অন্য সমস্যাও রয়েছে তা হচ্ছে ইনকিতা' (সনদে বিচ্ছিন্নতা) আতা এবং আবূ হুরাইরাহ (ﷺ)-এর মধ্যে। তারা আবূ হুরাইরাহ হতে তার কোন বর্ণনায় উল্লেখ করেননি। কারণ তাদের উভয়ের মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে কমপক্ষে বাহাত্তর বছরের। আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) ৫৭/৫৮/৫৯ হিজরীতে আর আতা ১৩১ হিজরীতে মারা যান।

٥٧٩. (هَذَا أَوَّلُ يَوْمٍ انْتَصَفَ فِيْهِ الْعَرَبُ مِنَ الْعَجَمِ. يَعْنِي يَوْمَ ذِيْ قَارٍ).

৫৭৯। এই সেই দিন যাতে আরবরা আযমীদের (অনারবদের) থেকে প্রতিশোধ নিয়েছে। অর্থাৎ *যী-কারের দিনকে বুঝানো হচ্ছে।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি ইবনু কাফে' "মু'জামুস সাহাবাহ" (২/১২) গ্রন্থে সুলায়মান ইবনু দাউদ আল-মুনকেরী সূত্রে ইয়াহইয়া ইবনু ইয়ামান হতে তিনি আবূ আব্দিল্লাহ আত-তাইমী হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল আখরাম হতে তিনি তার পিতা হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি জাল। এই সুলায়মান হচ্ছেন শাযকূনী, তিনি মিথ্যুক। তাকে ইবনু মা'ঈন এবং সালেহ জাযারাহ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আর ইয়াহইয়া ইবনু ইয়ামান দুর্বল। এ ছাড়া তার শাইখ আবূ আব্দিল্লাহকে আমি চিনি না।

তাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" (২/৬২) গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সে সনদেও শাযকূনী রয়েছেন। তবে আমি এর একটি শক্তিশালী মুতাবা'য়াত পেয়েছি। সেটি খালীফাহ ইবনু খাইয়াত "কিতাবুত তাবাকাত" (১/১২) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

এই খালীফাহ নির্ভরযোগ্য। বুখারী তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। তিনি একজন ঐতিহাসিক। তবে তার সনদের আল-আশহাব আয-যব'ঈ মাজহূল। ইবনু আবী হাতিম "আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল" (১/১/৩৪২) গ্রন্থে তাকে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি।

এ ছাড়া যে সব সূত্রে বর্ণিত হয়েছে কোনটিই দুর্বলতা হতে মুক্ত নয়।

* যী-কারের দিন সেটিই যেদিনে পারস্য এবং মুশরিকদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধে মুশরিকরা (বাক্র ইবনু ওয়ায়েল গোত্র) নাবী (ﷺ)-এর মাধ্যমে সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছিল। যারা বলেছেন যে, মুসলমান এবং পারস্যদের সাথে সংঘটিত যুদ্ধকে যী-কার বলা হয় তারা ভুল করেছেন।

৫৮০. (مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَرُدُّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَن يَرُدَّ عَنْهُ نَارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: ''وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ).

৫৮০। কোন মুসলিম ব্যক্তি তার ভাইয়ের বেইজ্জতীকে প্রতিহত করলে আল্লাহর উপর কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন হতে তাকে রক্ষা করা অপরিহার্য হয়ে যায়। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেনঃ "আমার উপর মু'মিনদেরকে সাহায্য করা অপরিহার্য ছিল।"

হাদীছটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আবী হাতিম লাইছ সূত্রে শাহর ইবনু হাওশাব হতে তিনি উম্মুদ দারদা হতে তিনি আবুদ দারদা হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আবুশ শাইখ "কিতাবুছ ছাওয়াব" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যেমনটি "আত-তারগীব" (৩/৩০২) গ্রন্থে এসেছে। ইবনু কাছীর তার "তাফসীর" (৩/৪৩৬) গ্রন্থে উল্লেখ করে কোন হুকুম না লাগিয়ে চুপ থেকেছেন দুর্বলতা স্পষ্ট হওয়ার কারণে। কারণ শাহর ইবনু হাওশাব

দুর্বল। অনুরূপ লাইছ ইবনু আবী সুলায়েমও দুর্বল। ভাষা ও সনদের মধ্যে এর বিপরীত বর্ণনা এসেছে। যেটিকে ইমাম আহমাদ (৬/৪৬১) এবং আবুশ শাইখ "আল-ফাওয়ায়েদ" (২/৮০) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু আবী যিয়াদ রয়েছেন। তার মধ্যেও দুর্বলতা রয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন। এ জন্য মুনযেরী বলেছেন ঃ এটি হাসান, তা সঠিক নয়।

হাদীছটি উম্মুদ দারদা হতে ভিন্ন সূত্রেও সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হয়েছে। যেটি ইমাম তিরমিযী (৩/১২৪) এবং আহমাদ (৬/৪৫০) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটির সনদে মারযূক আবূ বাক্‌র আত-তাইমী রয়েছেন। তিনি মাজহূল। ইমাম যাহাবী বলেন ঃ আবূ বাক্‌র আন-নাহশালী ছাড়া অন্য কেউ তার থেকে বর্ণনা করেননি।

٥٨١. (إِذَا اسْتَشَاطَ السُّلْطَانُ تَسَلَّطَ الشَّيْطَانُ).

৫৮১। যখন বাদশা ক্রোধে জ্বলে উঠে তখন শয়তান তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি ইমাম আহমাদ (৪/২২৬) উরওয়াহ ইবনু মুহাম্মাদ হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি তার দাদা হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদটি দুর্বল। উরওয়াহ ও তার পিতা আমার নিকট মাজহূলুল হাল। ইবনু হিব্বান ছাড়া অন্য কেউ তাদের দু'জনকে নির্ভরযোগ্য বলেননি। ইবনু হিব্বান কর্তৃক নির্ভরযোগ্য বলা গ্রহণযোগ্য নয়। এ সম্পর্কে পূর্বে বহুবার আলোচনা করা হয়েছে।

হায়ছামীর (৭/৭১) কথায় (ইমাম আহমাদ এবং তাবারানী বর্ণনা করেছেন আর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরশীল) ধোঁকায় পড়ার কোন সুযোগ নেই। কারণ তিনি বুঝাচ্ছেন তারা নির্ভরযোগ্য ইবনু হিব্বানের নিকট।

٥٨٢. (إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ).

৫৮২। অবশ্যই রাগ সৃষ্টি হয় শয়তানের নিকট হতে। আর শয়তানকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন হতে। এই আগুনকে নিভানো হয়ে থাকে পানি দ্বারা, অতএব তোমাদের কেউ যদি রাগান্বিত হয় তাহলে সে যেন উযূ করে।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি ইমাম আহমাদ পূর্বের হাদীছটির সনদে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী "আত-তারীখ" (৪/১/৮) গ্রন্থে, আবূ দাউদ (২/২৮৭) এবং ইবনু আসাকির (৫/৩৩৭/২) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সনদটি দুর্বল। তাতে দু'জন মাজহূল বর্ণনাকারী রয়েছেন। যেমনটি বর্ণনা করেছি পূর্বের হাদীছটিতে।

হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইহইয়া" (৩/১৪৫,১৫১) গ্রন্থে এবং ইবনু হাজার "ফাতহুল বারী" (১০/৩৮৪) গ্রন্থে কোন হুকুম না লাগিয়ে চুপ থেকেছেন।

হাদীছটি মু'য়াবিয়া হতে ভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। যাতে গোছল করার কথা বলা হয়েছে।

এটি আবূ নো'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" (২/১৩০) গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকির (১৬/৩৬৫/১) যুবায়ের ইবনু বাক্কার হতে... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটিও দুর্বল। সনদের বর্ণনাকারী ইয়াসীন ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু উরওয়াহর জীবনী পাচ্ছি না।

সনদের আরেক বর্ণনাকারী আব্দুল মাজীদ ইবনু আব্দিল আযীযের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ

তিনি সত্যবাদী, ভুল করতেন এবং মুরজিয়া মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। ইবনু হিব্বান একটু সামনে বেড়ে বলেছেন ঃ তিনি মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু হিব্বান (২/১৫২) বলেন ঃ হাদীছটি নিতান্তই মুনকার। তিনি আখবারগুলোকে উলট পালট করে ফেলতেন এবং প্রসিদ্ধদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীছ বর্ণনা করতেন। অতএব তাকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়।

٥٨٣. (أَتَرْعَوْنَ عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ؟! اذْكُرُوْهُ بِمَا فِيْهِ يَحْذَرُهُ النَّاسُ).

৫৮৩। তোমরা কি পাপাচারীকে স্মরণ করে বোকার ন্যায় মন্দের দিকে দ্রুত চলতে চাচ্ছ?! তোমরা তাকে এমনভাবে স্মরণ কর যাতে করে লোকেরা তাকে ভয় করে চলে।

হাদীছটি জাল।

এটি উকায়লী "আয-যো'য়াফা" (৭২) গ্রন্থে, ইবনু হিব্বান (১/২৫১), আবুল হাসান আল-হারবী "আল-আমালী" (১/২৪৫) গ্রন্থে, ইবনু আদী (২/২৬০) ও আরো অনেকে জারূদ ইবনু ইয়াযীদ সূত্রে বাহ্য ইবনু হাকীম হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি তার দাদা হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

উকায়লী বলেন ঃ বাহযের হাদীছ হতে এটির কোন ভিত্তি নেই। অন্য কারো হাদীছ হতেও নেই। সাব্যস্ত করা যায় এমন কোন সূত্রেও এটির মুতাবা'য়াত করা হয়নি।

বাইহাকী বলেন ঃ আমি হাকিম হতে শুনেছি তিনি বলেন ঃ আমি আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াকূব আল-হাফিযকে একাধিকবার বলতে শুনেছি ঃ আবূ বাক্র আল-জারূদী যখন তার দাদার কবরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করতেন, তখন

বলতেন ঃ হে আমার দাদা! আপনি যদি বাহ্য ইবনু হাকীমের হাদীছটি বর্ণনা না করতেন তাহলে আপনাকে যিয়ারাত করতাম! ইবনু আদী ও বাইহাকী বলেন ঃ

একদল দুর্বল বর্ণনাকারী তার থেকে চুরি করে বাহ্য ইবনু হাকীম হতে বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে কিছুই সহীহরূপে সাব্যস্ত হয়নি।

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ আসলেই হাদীছটি বাতিল। এসব সূত্রগুলো সবই বাতিল, এগুলোর কোন ভিত্তি নেই।

٥٨٤. (لَيْسَ لِفَاسِقٍ غِيْبَةٌ).

৫৮৪। পাপাচারীর গীবাত করলে গীবাত হয় না।

হাদীছটি বাতিল।

এটি তাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে, আবুশ শাইখ "আত-তারীখ" (পৃঃ ২৩৬) গ্রন্থে, ইবনু আদী (কাফ ২/৬১) ও আরো অনেকে জা'য়াদাবাহ ইবনু ইয়াহইয়া আল-লাইছী সূত্রে আল-আলা ইবনু বিশ্র হতে তিনি সুফিয়ান হতে তিনি বাহ্য ইবনু হাকীম হতে ... মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল। জা'য়াদাবাহ সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মাতরূক।

আল-আলা ইবনু বিশ্রকে আল-আযদী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। হাদীছটি হাকিম উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

এটি সহীহ নয়। ইবনু হিব্বান "আছ-ছিকাত" গ্রন্থে আল-আলার জীবনীতে বলেছেন ঃ তার থেকে জা'য়াদাবাহ ইবনু ইয়াহইয়া মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেন ঃ আল-আলা ইবনু বিশ্রকে চেনা যায় না, আর এ ভাষা অপরিচিত।

মানাবী ইবনু আদীর সূত্রে ইমাম আহমাদ হতে নকল করেছেন, তিনি বলেন ঃ হাদীছটি মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আরেকটি সূত্র পেয়েছি। যেটি আবূ নো'য়াইম "আখবারু আসফাহান" (১/১৩৯-২৪০) গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াকূব হতে তিনি ইব্রাহীম ইবনু সালাম আল-মাক্কী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি দুর্বল। আবূ নো'য়াইম এই মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াকূবের জীবনী বর্ণনা করেছেন, কিন্তু ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। এ ছাড়া ইব্রাহীম ইবনু সালামকে আমি চিনি না।

ইবনুল কাইয়্যিম হাদীছটি "আল-মানার" (পৃঃ ৬১) গ্রন্থে মাওযূ' হাদীছের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

দারাকুতনী এবং আল-খাতীব বলেন ঃ এটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে অথচ হাদীছটি বাতিল।

٥٨٥. (مَنْ أَلْقَي جِلْبَابَ الْحَيَاءِ فَلا غِيْبَةَ لَهُ).

৫৮৫। যে ব্যক্তি লজ্জার পর্দাকে নিক্ষেপ করেছে তার গীবাত করলে গীবাত হিসাবে গণ্য হবে না।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ঈসা ইবনু আলী আল-ওয়াযীর "সিত্তাতু মাজালিস" (২/১৯৩) গ্রন্থে আবুল কাসেম আল-মিহরাওয়ানী "আল-ফাওয়ায়েদুল মুন্তাখাবাহ" (১/৪১) গ্রন্থে, বাইহাকী তার "সুনান" (১০/২১০) গ্রন্থে, আল-খাতীব (৮/৪৩৮), আবূ মুহাম্মাদ ইবনু শায়বান আল-আদল "আল-ফাওয়ায়েদ" (১/২২০/১) গ্রন্থে এবং কাযা'ঈ (১/৩৬) রাওয়াদ ইবনুল জাররাহ আবূ ঈসাম আল-আসকালানী সূত্রে আবূ সা'আদ আস-সা'য়েদী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

বাইহাকী বলেন ঃ রাওয়াদ শক্তিশালী নন। আল-মিহরাওয়ানী বলেন ঃ হাদীছটি গারীব। এটিকে আমরা একমাত্র রাওয়াদের হাদীছ হতেই লিখেছি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটির সমস্যা দু'টি ঃ

১। এই রাওয়াদ সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাযার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেছেন ঃ

তিনি সত্যবাদী, কিন্তু তার শেষ বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল, ফলে তাকে পরিত্যাগ করা হয়। তিনি ছাওরী হতে যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন তা খুবই দুর্বল।

২। এই আবূ সা'আদ সম্পর্কে ইমাম যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ

তিনি ভাল নন। অতঃপর তিনি তার এ হাদীছটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটিকে আলী ইবনু আহমাদ আস-সুলায়মানী ঐ ব্যক্তির হাদীছ হিসাবে উল্লেখ করেছেন যিনি জাল করতেন।

দারাকুতনী "সুওয়ালাতুল বারকানী আনহু" (নং ৫৭৪) গ্রন্থে বলেছেন ঃ তিনি মাজহূল, তার হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।

আল-খাতীবের নিকট (৪/১৭১) হাদীছটির আরেকটি সূত্র রয়েছে। কিন্তু এটি পূর্বেরটির চেয়ে আরো বেশী দুর্বল। কারণ এটির বর্ণনাকারী আর-রাবী' ইবনু বাদ্‌র মাতরূক। আর তার শাইখ আবান ইবনু আবী আইয়াশ জাল করার দোষে দোষী।

٥٨٦. (لَيْسَ مِنِّيْ ذُوْ حَسَدٍ وَلاَ نَمِيْمَةٍ وَلاَ كَهَانَةٍ، وَلاَ أَنَا مِنْهُ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: ''وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيْنًا'').

৫৮৬। হিংসুক, চোগলখোর এবং ভবিষ্যৎ বর্ণনাকারী আমার অন্তর্ভুক্ত নয় আর আমি তার অন্তর্ভুক্ত নই। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ যারা বিনা অপরাধে মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে" সূরা আহ্যাবঃ ৫৮।

হাদীছটি জাল।

এটি হায়ছামী (৮/৯১) আব্দুল্লাহ ইবনু বুস্র-এর হাদীছ হতে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটিকে তাবারানী বর্ণনা করেছেন। যার সনদে সুলায়মান ইবনু সালামা আল-খাবায়েরী রয়েছেন, তিনি মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ কারণ তিনি মিথ্যার দোষে দোষী। ইবনুল জুনায়েদ বলেন ঃ তিনি মিথ্যা বলতেন।

হাফিয যাহাবী তার একটি হাদীছ উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এ হাদীছটি জাল।

٥٨٧. (ثَلاَثَةٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ آوَاهُ اللهُ فِي كَنَفِهِ، وَسَتَرَ عَلَيْهِ بِرَحْمَتِهِ، وَأَدْخَلَهُ فِي مُحَبَّتِهِ، مَنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرَ، وَإِذَا قَدِرَ غَفَرَ، وَإِذَا غَضِبَ فَتَرَ).

৫৮৭। তিনটি বস্তু যার মধ্যে থাকবে আল্লাহ্ তাকে তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দান করবেন, তাঁর রহমতের দ্বারা আচ্ছাদিত করবেন এবং তাকে তাঁর ভালবাসার অন্তর্ভুক্ত করবেন। যখন সে ব্যক্তিকে কিছু দেয়া হবে তখন সে শুকরিয়া আদায় করবে, সে বদলা নিতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমা করে দিবে এবং সে যখন রাগান্বিত হয় তখন বিনম্র হয়ে যায়।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু হিব্বান "আয-যো'য়াফা" (২/৯৩) গ্রন্থে, হাকিম (১/১২৫) এবং আল-খাতীব "আত-তালখীস" (২/৭৬) গ্রন্থে উমার ইবনু রাশেদ হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান ইবনে আবী যিঈব আল-কুরাশী হতে... বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন ঃ সনদটি সহীহ!

হাফিয যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন ঃ বরং একেবারে দুর্বল। কারণ এই উমার সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন ঃ তার হাদীছকে আমি মিথ্যা হিসাবে পেয়েছি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার কুনিয়াত হচ্ছে আবূ হাফ্স আল-জারী। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ

তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাদীছ জালকারী। তাকে দোষারোপ করার উদ্দেশ্য ছাড়া কোন গ্রন্থেই উল্লেখ করা হালাল নয়। কিভাবে তার থেকে বর্ণনা করা যায়?

মানাবী সুয়ূতী কর্তৃক "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করার কারণে তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ তিনি তার গ্রন্থে উল্লেখ করে ঠিক করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটির অন্য একটি সূত্র রয়েছে। সেটিকে ইবনু আদী (৩৩১/১-২) আহমাদ ইবনু দাউদ ইবনে আবী সালেহ হতে ...বর্ণনা করেছেন। এই আহমাদ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান এবং ইবনু তাহের বলেন ঃ তিনি হাদীছ জালকারী।

٥٨٨. (مَنْ دَفَعَ غَضَبَهُ دَفَعَ اللهُ عَنْهُ عَذَابَهُ، وَمَنْ حَفِظَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللهِ قَبِلَ عُذْرَهُ).

৫৮৮। যে ব্যক্তি তার রাগকে প্রতিহত করবে আল্লাহ তা'আলা তার থেকে তার শাস্তিকে প্রতিহত করবেন। যে ব্যক্তি তার যবানকে হেফাযাত করবে আল্লাহ তা'আলা তার লজ্জাস্থানকে হেফাযাত করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট ওযর পেশ করবে আল্লাহ তা'আলা তার ওযরকে কবূল করবেন।

হাদীছটি জাল।

এটি আবূ নো'য়াইম "আখবারু আসফাহান" (২/১১১) গ্রন্থে আব্দুস সালাম ইবনু হাশিম হতে মু'য়াল্লাক হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি মিথ্যা। এই আব্দুস সালাম মিথ্যার দোষে দোষী। তার সম্পর্কে আম্‌র ইবনু আলী আল-ফাল্লাস বলেন ঃ আমি তার ব্যাপারে দৃঢ়তার সাথে বলছি যে, তিনিই মিথ্যার সাথে জড়িত।

হায়ছামী "আল-মাজমা'" (৮/৬৮) গ্রন্থে শুধুমাত্র দুর্বল বলে শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। তিনি শেষ ব্যক্যটি বাদ দিয়ে বলেছেন ঃ এটিকে তাবারানী "আল-আওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। যার সনদে আব্দুস সালাম ইবনু হাশিম রয়েছেন। তিনি দুর্বল।

হাদীছটি সুয়ূতী "আল-জামে'" গ্রন্থে তাবারানীর বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। এ কারণে মানাবী হায়ছামীর উক্ত বক্তব্য উল্লেখ করে তার সমালোচনা করেছেন।

হাদীছটিকে মুনযেরী (৩/২৭৯) দুর্বল অথবা জাল হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

٥٨٩. (لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةِ نَفَرٍ يَكُوْنُوْنَ بِأَرْضِ فَلاَةٍ إِلاَّ أَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ).

৫৮৯। তিন ব্যক্তি কোন খোলা ময়দানে একত্রিত হলে তাদের মধ্য হতে একজনকে আমীর না বানিয়ে অবস্থান করা তাদের জন্য হালাল নয়।

হাদীছটি দুর্বল।

হাদীছটি ইমাম আহমাদ (নং ৬৬৪৭) ইবনু লাহী'য়াহ সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু হুবাইরাহ হতে... মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু লাহী'য়ার কারণে এ সনদটি দুর্বল। কারণ হেফযে ক্রটি থাকার কারণে তিনি দুর্বল। এ অধ্যায়ে যে হাদীছটি সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, সেটি আবূ দাউদ (১/৪০৭) ও অন্য বিদ্বানগণ আবূ হুরাইরাহ (ﷺ)-এর হাদীছ হতে মারফূ' হিসাবে নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করেছেন ঃ ''إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم''. 'যখন তিন ব্যক্তি কোন সফরে একত্রিত হবে, তখন তারা অবশ্যই তাদের একজনকে আমীর নির্বাচন করবে।'

এটির সনদ হাসান। এর শাহেদও রয়েছে। যদি চান তাহলে "আল-মাজমা'" (৫/২৫৫) গ্রন্থ দেখুন। সবগুলোই ''الأمر'' নির্দেশ সূচক ক্রিয়া দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোর কোনটিতেই ''لايحل'' হালাল নয় এ শব্দ আসেনি। এ শব্দটি একমাত্র ইবনু লাহী'য়াহ বর্ণনা করেছেন। এ কারণে এটি দুর্বল এবং মুনকার।

٥٩٠. (مَنْ أَمَرَ بِمَعْرُوْفٍ فَلْيَكُنْ أَمْرُهُ بِمَعْرُوْفٍ).

৫৯০। যে ব্যক্তি ভাল কাজের নির্দেশ দিবে তার কর্ম যেন ভাল হয়।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

হাদীছটি আবুল আব্বাস আল-আসাম "জুযউ মিন হাদীছিহি" (১/১৯৩ নং ১২৯) গ্রন্থে, আলী ইবনুল হাসান ইবনে ইসমা'ঈল আল-আবাদী তার "হাদীছ" (১৫৬/১-২) এবং যিয়া "আল-মুন্তাকা মিন মাসমূ'য়াতিহি বেমারু" (১/৪২) গ্রন্থে সালাম ইবনু মায়মূন আল-খাওয়াস হতে তিনি যাফের ইবনু সুলায়মান হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল। কারণ এই সালামকে ইমাম যাহাবী "আয-যো'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করার পর বলেছেন, ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা বাতিল। আবূ হাতিম বলেন ঃ যাফের ইবনু সুলায়মান হতে তার হাদীছ লিখা যায় না। ইবনু আদী বলেন ঃ তার হাদীছের অনুসরণ করা যায় না। ইবনু মা'ঈন তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। আর মুসান্না ইবনুস সাবাহ হতে তাকে ইবনু মা'ঈন দুর্বল বলেছেন। নাসাঈ বলেন ঃ তিনি মাতরূক।

এতো কিছু সত্ত্বেও হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইহইয়া" (২/২৯২) গ্রন্থে কোন প্রকার হুকুম না লাগিয়ে চুপ থেকেছেন।

٥٩١. (مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ، إِلاَّ وَرَاءَ الإِمَامِ).

৫৯১। যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে ছাড়া সূরা ফাতিহা ব্যতীত এক রাকা'আত সালাত আদায় করল সে যেন সালাতই আদায় করল না।

হাদীছটি দুর্বল।

হাদীছটি কাযী আবুল হাসান আল-খাল'ঈ "আল-ফাওয়ায়েদ" (১/৪৭) গ্রন্থে ইয়াহইয়া ইবনু সালাম হতে তিনি মালেক ইবনু আনাস হতে... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইয়াহইয়া ইবনু সালামকে দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, যেমনটি "আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে। যায়লা'ঈ (১/১০) দারাকুতনী হতে নকল করেছেন, তিনি "গারায়েবে মালেক" গ্রন্থে বলেছেন ঃ এটি বাতিল, মালেক হতে সহীহ নয়।

সঠিক হচ্ছে এই যে, এটি মওকূফ। খাল'ঈ কা'য়ানাবী হতে আর বাইহাকী (২/১৬০) ইবনু বুকায়ের হতে ... অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

বাইহাকী বলেন ঃ মালেক হতে ইয়াহইয়া ইবনু সালাম ও অন্যরা মারফূ' করে ফেলেছেন। তার দ্বারা দলীল হিসাবে বর্ণনা করাই হালাল নয়।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটি ''إلا وراء الإمام'' এ অংশটুকু বাদ দিয়ে সহীহ। তার সাক্ষ্য দিচ্ছে রাসূল (ﷺ)-এর নিম্নোক্ত বাণীঃ ''لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب'' 'যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করবে না তার সালাতই হবে না।' এটি বুখারী ও মুসলিম ওবাদাহ ইবনুস সামেত হতে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া রাসূল (ﷺ) সালাতে ত্রুটিকারী ব্যক্তিকে প্রথম রাকা'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি তাকে তার সব সালাতে তা পাঠ করার নির্দেশ দেন।

কিন্তু 'ইমামের পিছনে ছাড়া' এ বর্ধিত অংশটুকুর সমর্থনে নাবী (ﷺ)-এর অন্য বাণী হতে প্রমাণ মিলে ঃ ''من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة''. 'যে ব্যক্তির ইমাম থাকবে ইমামের কিরাআত তার কিরাআত হিসাবে গণ্য হবে।' এটি আমাদের নিকটে সহীহ সূত্রের সংখ্যা অনেক হওয়ার কারণে। সেগুলো যায়লা'ঈ (২/৬-১১) উল্লেখ করেছেন। আমিও "আল-ইরওয়া" (নং ৪৯৩) গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

হাদীছটির সকল সূত্রেই দুর্বলতা রয়েছে। কিন্তু সূত্রগুলো সংখ্যায় অনেক হওয়ায় তা মোচনযোগ্য। মুরসাল হিসাবে সহীহ সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু শাদ্দাদ হতে বর্ণিত হয়েছে।

তবে শুধুমাত্র যেহরী রাকা'আত গুলোতে ইমামের পিছনে পাঠ করবে না। সিররীগুলোতে পাঠ করতেই হবে। কারণ সিররীগুলোতে ইমামের কিরা'আত তার পিছনের ব্যক্তির কিরা'আত হিসাবে গণ্য হবে না, তা শুনতে না পারা এবং তার দ্বারা কোন উপকারিতা না পাওয়ার কারণে। এটিই ইমাম মালেক ও আহমাদ সহ অন্য বিদ্বানদের মত। সম্ভবত এটিই বেশী ইনসাফ ভিত্তিক কথা। যেমনটি ইবনু তাইমিয়্যাহ "আল-ফাতাওয়া" গ্রন্থে বলেছেন।

٥٩٢. (أسِّسَتِ السَّمٰوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُوْنَ السَّبْعُ عَلٰى ''قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ'').

৫৯২। সাত আসমান এবং সাত যমীনকে কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ-এর উপর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

হাদীছটি জাল।

আবুল হাসান আল-খাল'ঈ "আল-ফাওয়ায়েদ" (২/৫৩) গ্রন্থে এবং আদ-দায়নূরী "আল-মুজালাসা" (৩৬/৩/১) গ্রন্থে মূসা ইবনু মুহাম্মাদ হতে তিনি শিহাব ইবনু খিরাশ আল-হাওশাবী হতে... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি বানোয়াট। মূসা ইবনু মুহাম্মাদ সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম "আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল" (৪/১/১৬১) গ্রন্থে বলেন ঃ আমার পিতা বলেছেন ঃ তিনি মিথ্যা বলতেন এবং বাতিলগুলো বর্ণনা করতেন। মূসা ইবনু সাহাল আর-রামালী বলেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি মিথ্যা বলতেন। আবূ যুর'আহও বলেন ঃ তিনি মিথ্যা বলতেন।

ইবনু হিব্বান (২/২৪১-২৪২) বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উপর হাদীছ জাল করতেন। যার কোন ভিত্তি নেই তিনি তা নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করতেন। উকায়লী (পৃঃ ৪১০) বলেন ঃ তিনি নির্ভরশীলদের থেকে বাতিল এবং বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেন। মোটকথা তার হাদীছ বানোয়াট।

٥٩٣. (الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الأُمَّهَاتِ، مَنْ شِئْنَ أَدْخَلْنَ، وَمَنْ شِئْنَ أَخْرَجْنَ).

৫৯৩। মায়েদের পায়ের নিচে জান্নাত। যাকে ইচ্ছা প্রবেশ করাবে আর যাকে ইচ্ছা বের করে দিবে।

হাদীছটি জাল।

হাদীছটি ইবনু আদী (১/৩২৫) এবং উকায়লী "আয-যো'য়াফা" গ্রন্থে মূসা ইবনু মুহাম্মাদ হতে তিনি মায়মূন হতে... বর্ণনা করেছেন।

উকায়লী বলেন ঃ এটি মুনকার। এই মূসা সম্পর্কে পূর্বের হাদীছে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি মিথ্যুক।

এরূপ বানোয়াট হাদীছ হতে আমাদেরকে নিরাপদে রাখতে পারে মু'য়াবিয়া ইবনু জাহেমার হাদীছ। তিনি রাসূল (ﷺ)-এর নিকট আসলেন অতঃপর বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমি যুদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করছি, এ জন্যই আপনার নিকট পরামর্শ করতে এসেছি? তিনি বললেন ঃ তোমার মা আছে কি? সে বলল হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তুমি তার খেদমাতে ব্যস্ত থাক, কারণ তার দুই পায়ের নিচে জান্নাত।

হাদীছটি নাসাঈ (২/৫৪) ও অন্য বিদ্বানগণ যেমন তাবারানী (১/২২৫/২) বর্ণনা করেছেন। এর সনদটি হাসান। এটিকে হাকিম (৪/১৫১) সহীহ বলেছেন। যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। মুনযেরীও (৩/২১৪) তাকে সমর্থন করেছেন।

٥٩٤. (هَدِيَّةُ اللهِ إِلَى الْمُؤْمِنِ السَّائِلُ عَلَى بَابِهِ).

৫৯৪। মু'মিনের দরযার নিকট সাহায্য প্রার্থী হচ্ছে আল্লাহর হাদীয়া।

হাদীছটি জাল।

হাদীছটি তাম্মাম "আল-ফাওয়ায়েদ" (৯/১৬৭/২) গ্রন্থে এবং যিয়া "আল-মুন্ত াকা মিন মাসমূ'য়াতিহি বেমারু" (২/৬২) গ্রন্থে আবূ আইউব সুলায়মান ইবনু সালামা আল-খাবায়েরী হতে তিনি সা'ঈদ ইবনু মূসা হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আল-খাতীব বলেন ঃ সা'ঈদ মাজহূল। আর আল-খাবায়েরী প্রসিদ্ধ দুর্বল। মানাবী বলেন, যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেছেন ঃ এটি বানোয়াট আর সা'ঈদ হালেক (ধ্বংস প্রাপ্ত)। তিনি অন্য স্থানে বলেছেন ঃ এটি মিথ্যা। ইবনুল জাওযী বলেছেন ঃ হাদীছটি সহীহ নয়। সা'ঈদ ইবনু মূসাকে ইবনু হিব্বান জাল করার দোষে দোষী করেছেন।

হাদীছটির অন্য সূত্র হতে মুতাবা'য়াত (সমর্থক হাদীছ) পাওয়া যায়। কিন্তু কোনটিই বানোয়াটের সীমা হতে হাদীছটিকে বের করে আনতে পারেনি।

٥٩٥. (إِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ وَاهْتَزَّ لِذَلِكَ الْعَرْشُ).

৫৯৫। যখন কোন ফাসেক ব্যক্তির প্রশংসা করা হয় তখন প্রতিপালক (আল্লাহ) রাগান্বিত হন। আর এ কারণে আরশ কেঁপে উঠে।

হাদীছটি মুনকার।

এটি আবুশ শাইখ "আল-আওয়ালী" (১/৩২) গ্রন্থে এবং আল-খাতীব তার "তারীখ" (৭/২৯৮ ও ৮/৪২৮) গ্রন্থে আনাসের খাদেম আবূ খালাফ সূত্রে আনাস ইবনু মালেক হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

এ সূত্রেই ইবনু আবিদ দুনিয়া "যাম্মুল গীবাহ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। যেমনটি মানাবী উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

হাফিয যাহাবী আবূ খালাফ সম্পর্কে বলেন, ইয়াহইয়া বলেছেন ঃ তিনি মিথ্যুক। আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। ইবনু হাজার "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে বলেন ঃ সনদটি দুর্বল। ইবনু আদী বুরায়দা হতে বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইরাকী বলেন ঃ তার সনদটি দুর্বল। "আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে হাদীছটি মুনকার।

٥٩٦. (النَّاسُ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ، وَإِنَّمَا يَتَفَاضَلُونَ بِالْعَافِيَةِ، وَالْمَرْءُ كَثِيْرٌ بِأَخِيْهِ يَرْفِدُهُ وَيَحْمِلُهُ، وَلاَ خَيْرَ فِي صُحْبَةِ مَنْ لاَ يَرَى لَكَ مِثْلَ مَا تَرَى لَهُ).

৫৯৬। মানুষ হচ্ছে চিরুণীর দাঁতের ন্যায়। ক্ষমা করার দ্বারা পরস্পরের মাঝে প্রাধান্য বিস্তার করে। বহু মানুষ আছে যে তার ভাইকে কিছু দান করে এবং তার জন্য কষ্ট করে। কিন্তু সেই ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক গড়ার মাঝে কোন কল্যাণ নিহিত নেই যে ব্যক্তির জন্য তুমি যা পছন্দ কর সে তোমার জন্য সেরূপ করে না।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনু আদী (২/১৫৩) মুসাইয়্যাব ইবনু ওয়াযেহ হতে তিনি সুলায়মান ইবনু আম্‌র হতে তিনি ইসহাক ইবনু আব্দিল্লাহ হতে ...বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

এ হাদীছটি সুলায়মান ইসহাকের উপর জাল করেছেন।

তার সূত্রেই কাযা'ঈ (২/৯/১) এবং ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (৩/৮০) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। সুয়ূতী "আল-লাআলী" (২/২৯০) গ্রন্থে তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ তার অন্য সূত্রও রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সেটি দুলাবী (১/১৬৮), ইবনু হিব্বান "আল-মাজরূহীন" (১/১৮৮-১৮৯) গ্রন্থে, আল-খাত্তাবী "গারীবুল হাদীছ" (২/১১৯) গ্রন্থে, ইবনু আসাকির (২/১১৯, ৩/২০৫/২) এবং আবূ নো'য়াইম (২/১০) বিভিন্ন সূত্রে বাক্কার ইবনু শু'য়াইব হতে ... বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল। কারণ এই বাক্কার ইবনু শু'য়াইব সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে যা তাদের হাদীছ নয় তা বর্ণনা করেছেন। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা জায়েয নয়।

অতঃপর তিনি তার এ মুনকার হাদীছটি উল্লেখ করেছেন, যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে বলেছেন। জুযজানী বলেন ঃ হাদীছটি খুবই মুনকার।

এ ছাড়াও হাদীছটি আরো বহু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু প্রতিটির সনদে বেশী দুর্বলতা থাকার কারণে নিতান্তই দুর্বল-এর পর্যায় হতে বের করে আনা সম্ভব হয়নি।

٥٩٧. (نَعَمْ؛ خِصَالٌ أَرْبَعٌ: الدُّعَاءُ لَهُمَا، وَالاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ وَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لاَ رَحِمَ لَكَ إِلاَّ مِنْ قِبَلِهِمَا. قَالَهُ لِمَنْ سَأَلَهُ: هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَبَرُّهُمَا بِهِ؟).

৫৯৭। হ্যাঁ; চারটি খাসলত রয়েছে। উভয়ের জন্য দো'আ করা। উভয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। উভয়ের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা। উভয়ের পক্ষ হতে তোমার একমাত্র আত্মীয়তার বন্ধনকে রক্ষা করা। তিনি উক্ত বাক্যগুলো সেই ব্যক্তিকে বলেছিলেন, যে তাঁকে প্রশ্ন করেছিল ঃ আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের দু'জনের জন্য সদ্ব্যবহার মূলক কিছু করার আছে কী যা দ্বারা তাদের দু'জনের জন্য কল্যাণকর কিছু করতে পারি?

হাদীছটি দুর্বল।

এটি আবূ বাক্‌র ইবনু আবী শায়বাহ "আল-আদাব" (১/১৫১/১-২) গ্রন্থে ফুযায়েল ইবনু দুকায়েন হতে তিনি ইবনুল গাসীল হতে তিনি আসীদ ইবনু আলী হতে...বর্ণনা করেছেন।

এ ছাড়া রুওয়ানী তার "মুসনাদ" (১/২৫১) গ্রন্থে, আল-খাতীব "আল-মুওয়াযি্যহ" (১/৪১-৪২) গ্রন্থে, আল-ওয়াহেদী (২/১৫৩) এবং আবূ আব্দির রহমান সুলামী "আদাবুস সুহবাহ" (পৃঃ ৪১) গ্রন্থে অন্য সূত্রে আব্দুর রহমান ইবনুল গাসীল হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল। আলীকে ইবনু হিব্বান ছাড়া অন্য কেউ নির্ভরযোগ্য বলেননি। আর আলীর ছেলে আসীদ ছাড়া তার থেকে অন্য কেউ হাদীছটি বর্ণনা করেননি। এ কারণেই ইমাম যাহাবী বলেন ঃ তাকে চেনা যায় না। হাফিয ইবনু হাজার মাকবূল বলে সে দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

তার থেকেই হাদীছটি আবূ দাঊদ (৫১৪২), ইবনু মাজাহ (৩৬৬৪), আহমাদ (৩/৪৯৭-৪৯৮) ও ইবনু হিব্বান (২০৩০) বর্ণনা করেছেন।

٥٩٨. (لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ جَعَلَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ وَالْوَلَائِدِ يَقُلْنَ:

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَاتِ الْوَدَاعِ

وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعِ)

৫৯৮। তিনি (নাবী (ﷺ)) যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন মহিলা এবং শিশু সন্তানেরা বলতে লাগলোঃ আমাদের উপর সানাইয়াতুল ওয়াদার দিক হতে চন্দ্র উদিত হয়েছে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দা'ওয়াত দানকারী যে দা'ওয়াত দিচ্ছে তার জন্য আমাদের শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি আবুল হাসান আল-খাল‘ঈ "আল-ফাওয়ায়েদ" (২/৫৯) গ্রন্থে, অনুরূপভাবে বাইহাকী "দালায়েলুল নুবওয়াহ" (২/২৩৩-তয়া) গ্রন্থে ফায্‌ল ইবনুল হুবাব হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ হতে... বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি দুর্বল। বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। কিন্তু সনদটি মু'যাল। এর সনদ হতে তিন বা ততোধিক বর্ণনাকারীকে ফেলে দেয়া হয়েছে। (এরূপ সনদকেই মু‘যাল বলা হয়)।

বাইহাকী বলেন যেমনটি "তারীখু ইবনু কাসীর" (৫/২৩) গ্রন্থে এসেছেঃ

এটি আমাদের আলেমগণ নাবী (ﷺ) যখন মক্কা হতে মদীনায় আগমন করেন তখনকার ঘটনা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তাবূক হতে নাবী (ﷺ) ফিরে আসার সময় সানিয়াতুল ওয়াদা' হতে মদীনায় প্রবেশের সময়কার ঘটনা হিসাবে নয়।

আলেমদের উদ্ধৃতিতে বাইহাকী এরূপই বর্ণনা করেছেন। ইবনুল জাওযী "তালবীসু ইবলীস" (পৃঃ ২৫১) গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে তা উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু ইবনুল কাইয়্যিম তার প্রতিবাদ করে (৩/১৩) বলেছেন ঃ সেটি ধারণা মাত্র। কারণ সানিয়াতুল ওয়াদা' শাম দেশের দিকে। মক্কা হতে মদীনা আগমনকারী ব্যক্তি সে স্থানকে দেখতে পায় না। শাম দেশ ভ্রমণকারী ছাড়া তাকে অন্য কেউ অতিক্রম করে না।

তা সত্ত্বেও লোকেরা উক্ত ব্যাখ্যার বিপরীত বলে থাকে। ঘটনাটি আসলে সাব্যস্তই হয়নি!

নির্দেশনাঃ গাযালী এ ঘটনাটি একটু বাড়িয়ে বলেছেন ঃ তিনি বলেছেন যে, দফ বাজিয়ে এবং সূর করে তারা উক্ত কবিতা পাঠ করেছিল। অথচ এর কোন ভিত্তি নেই। যেমনটি হাফিয ইরাকী ইঙ্গিত দিয়েছেন।

٥٩٩. (إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ فَدَفَنْتُمُوْهُ فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَلْيَقُلْ: يَا فُلاَنَ ابْنَ فُلاَنَةَ! فَإِنَّهُ سَيَسْمَعُ، فَلْيَقُلْ: يَا فُلاَنَ بْنَ فُلاَنَةَ! فَإِنَّهُ سَيَسْتَوِي قَاعِداً، فَلْيَقُلْ: يَا فُلاَنَ ابْنَ فُلاَنَةَ، فَإِنَّهُ سَيَقُوْلُ: أَرْشِدْنِي أَرْشِدْنِيْ رَحِمَكَ اللهُ ، فَلْيَقُلْ: اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنْ دَارِ الدُّنْيَا: شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيْهَا وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ، فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيْرًا يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُوْلُ لَهُ: مَا نَصْنَعُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ؟ فَيَكُوْنُ اللهُ حَجِيْجَهُمَا دُوْنَهُ).

৫৯৯। তোমাদের কোন ব্যক্তি মারা গেলে, যখন তাকে দাফন করে ফেল তখন তোমাদের একজন তার মাথার নিকট দাঁড়িয়ে বলবেঃ হে উমুকের ছেলে উমুক! কারণ অচিরেই শ্রবণ করবে। সে যেন বলে ঃ হে উমুকের ছেলে উমুক! কারণ সে অচিরেই উঠে বসবে। সে যেন বলে ঃ হে উমুকের ছেলে উমুক। কারণ সে অচিরেই বলবে ঃ তুমি আমাকে সঠিক পথ দেখাও তুমি আমাকে সঠিক পথ দেখাও আল্লাহ্ তোমাকে দয়া করুন। সে যেন বলে ঃ তুমি দুনিয়ার ঘর হতে যা নিয়ে বেরিয়ে এসেছ তুমি তা স্মরণ কর। সত্যিকার অর্থে আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল। কিয়ামত আগত তাতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ কবরবাসীকে উঠিয়ে আনবেন। কারণ মুনকার এবং নাকীর পরস্পরের হাত ধরে তাকে বলবে ঃ কি করব সেই ব্যক্তির নিকট যাকে তার প্রমাণাদির তালকীন (শিক্ষা) দেয়া হয়েছে? ফলে তার নিকট আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দু'জনের বাদানুবাদের কারণ হয়ে যাবেন।

হাদীছটি মুনকার।

এটি কাযী আল-খাল'ঈ "আল-ফাওয়ায়েদ" (২/৫৫) গ্রন্থে আবুদ দারদা হাশিম ইবনু মুহাম্মাদ আল-আনসারী হতে তিনি উতবাহ ইবনুস সাকান হতে তিনি আবূ যাকারিয়া হতে... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল। এটির সনদের উতবা ইবনুস সাকান ব্যতীত অন্য কাউকে চিনি না। দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীছ। বাইহাকী বলেন ঃ তিনি অত্যন্ত দুর্বল, তাকে জাল করার দোষে দোষী করা হয়।

হাদীছটি হায়ছামী (৩/৪৫) সা'ঈদ ইবনু আব্দিল্লাহ আল-আযদী হতে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ এটিকে তাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। যার সনদে একদল বর্ণনাকারী আছেন যাদেরকে আমি চিনি না।

ইমাম নাবাবী "আল-মাজমূ'" (৫/৩০৪) গ্রন্থে বলেন ঃ এটির সনদ দুর্বল। ইবনু সালাহ বলেন ঃ সনদটি প্রতিষ্ঠিত নয়।

অনুরূপভাবে হাফিয ইরাকীও "তাখরীজুল ইহইয়া" (৪/৪২০) গ্রন্থে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনুল কাইয়্যিম "যাদুল মা'আদ" (১/২০৬) গ্রন্থে বলেন ঃ মারফূ' হিসাবে সহীহ নয়।

হাদীছটির সাক্ষীমূলক কিছুই মিলে না।

মোটকথা হাদীছটি আমার নিকট জাল না হলেও মুনকার। সান'আনী "সুবুলুস সালাম" (২/১৬১) গ্রন্থে বলেন ঃ ইমামদের ভাষ্য যা প্রমাণ করে তাতে এটি দুর্বল। এর উপর আমল করা বিদ্'আত।

এ ছাড়া ফাযায়েলের ক্ষেত্রেও যে দুর্বল হাদীছের উপর আমল করা যাবে না এটিই সঠিক। (এ বিষয়ে প্রথম খণ্ডের ভূমিকাতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

٦٠٠. (جُبِلَتِ الْقُلُوْبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا، وَبُغْضِ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهَا).

৬০০। অন্তরগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে যে ব্যক্তি তার সাথে ভাল আচরণ করবে তাকে ভালবাসার জন্য আর যে তার সাথে খারাপ আচরণ করবে তাকে ঘৃণা করার জন্য।

হাদীছটি জাল।

এটিকে ইবনুল আ'রাবী "আল-মু'জাম" (২/২১-২২) গ্রন্থে, ইবনু আদী (১/৮২), আবূ মূসা আল-মাদীনী "মান আদরাকাহুল খালালু মিন আসহাবে ইবনে মান্দাহ" (১৫০-১৫২) গ্রন্থে, আবূ নো'য়াইম (৪/১২১), আল-খাতীব (৭/৩৪৬) এবং কাযা'ঈ ইসমা'ঈল ইবনু আবান হতে তিনি আ'মাশ হতে তিনি হায়তামা হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আবূ নো'য়াইম বলেন ঃ এটি গারীব, আমরা একমাত্র এ সূত্রেই এটিকে লিখেছি। ইবনু আদীও অনুরূপ বলেছেন তবে একটু বেশী বলেছেন ঃ এটি আ'মাশ হতে মওকূফ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এই ইসমা'ঈল সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন ঃ তিনি জাল হাদীছ বর্ণনা করেছেন ...। এ কারণে আমরা তাকে ছেড়ে দিয়েছি (গ্রহণ করিনি)। ইবনু হিব্বান (১/১৬১) বলেন ঃ

তিনি নির্ভরযোগ্যদের উপর হাদীছ জাল করতেন। আবূ দাঊদ বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক ছিলেন।

মানাবী "আল-লিসান" গ্রন্থ হতে নকল করেছেন, আযদী বলেন ঃ এ হাদীছটি বাতিল। মানাবী বলেন ঃ আমি ইবনু আব্দিল হাদীর "তাযকিরা" গ্রন্থে তার হাতের লিখায় দেখেছি মাহনা বলেন ঃ আমি ইমাম আহমাদ এবং ইয়াহইয়াকে তার (ইসমা'ঈল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম? তারা উভয়েই বলেন ঃ এটির কোন ভিত্তি নেই। এটি বানোয়াট।

তা সত্ত্বেও সুয়ূতী "আল-জামে'" গ্রন্থে হাদীছটি উল্লেখ করে বলেছেন যে, হাদীছটিকে বাইহাকী মওকূফ হিসাবে সহীহ বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি মওকূফ হিসাবেও বানোয়াট। কারণ মওকূফ হিসাবেও এসব সূত্রেই এসেছে। এ কারণেই সাখাবী বলেছেন ঃ এটি মারফূ' এবং মওকূফ হিসাবেও বাতিল।

٦٠١. (اتَّخِذُوْا السَّرَاوِيْلاَتِ فَإِنَّهَا مِنْ أَسْتَرِ ثِيَابِكُمْ، وَخُصُّوْا بِهَا نِسَاءَكُمْ إِذَا خَرَجْنَ).

৬০১। তোমরা পায়জামা পরিধান কর। কারণ তা তোমাদের সর্বাপেক্ষা পর্দাকারী কাপড়। বিশেষ করে তোমাদের নারীরা যখন বের হবে তখন তা পরিধান করাও।

হাদীছটি জাল।

এটিকে উকায়লী (পৃ ঃ১৮), ইবনু আদী (১/৪), দাইলামী (১/২/২০০) এবং ইবনু আসাকির (২/৩৮০/২) ইব্‌রাহীম ইবনু যাকারিয়া হতে তিনি হুমাম হতে তিনি কাতাদাহ হতে ... বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌রাহীমের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে উকায়লী হাদীছটি উল্লেখ করার পর বলেছেন ঃ তিনি বহু মুনকার ও বহু ভুলের অধিকারী। একমাত্র তার মাধ্যমেই এ হাদীছটি জানা যায়। তার মুতাবা'য়াত করা হয়নি। ইবনু আদী বলেন ঃ

এ হাদীছটি মুনকার। হুমাম হতে একমাত্র ইব্‌রাহীম ইবনু যাকারিয়াই বর্ণনা করেছেন। তাকে একমাত্র এ সূত্রেই চিনি। আর ইব্‌রাহীম নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বহু বাতিল হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদীর সূত্রে ইবনুল জাওযী হাদীছটি "আল-মাওযূ'আত" (৩/৪৫) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি বানোয়াট, ইব্‌রাহীম জাল করার দোষে দোষী। অতঃপর তিনি উকায়লী এবং ইবনু আদীর ভাষ্যগুলো উল্লেখ করেছেন।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" (২/২৬০) গ্রন্থে তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ হাদীছটি বায্যার, বাইহাকী "আল-আদাব" গ্রন্থে এ সূত্রেই বর্ণনা করেছেন। যে ইব্রাহীমকে ইবনু আদী জাল করার দোষে দোষী করেছেন, তিনি হচ্ছেন ওয়াসেতী আল-আবাদী। তিনি এ হাদীছের সনদে নেই। যিনি আছেন তিনি হচ্ছেন, ইব্রাহীম ইবনু যাকারিয়া ইজলী আল-বাসরী। যেমনটি উকায়লী স্পষ্টভাবে বলেছেন। যাহাবী দু'জনকে এক করে ফেলেছেন। অথচ ইবনু হিব্বান ইজলীকে "আছ-ছিকাত" গ্রন্থে আর ওয়াসেতীকে "আয-যো'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সমালোচনা বড় কিছু নয়। কারণ এই ইজলীকে একমাত্র ইবনু হিব্বানই নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আর তিনি নির্ভরযোগ্য বলার ক্ষেত্রে একজন শিথিলতা প্রদর্শনকারী। উকায়লী (যার কথা হাদীছটির হুকুমের ক্ষেত্রে সঠিকের বেশী নিকটবর্তী) তার বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ তিনি বহু মুনকার ও বহু ভুলের অধিকারী।

অতঃপর তিনি তার দু'টি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। এটি সে দু'টির একটি। এ'টি সম্পর্কে ইবনু আদী কী বলেছেন তা একটু পূর্বেও উল্লেখ করেছি। তিনি বলেন ঃ ইব্রাহীম ইবনু যাকারিয়া মু'য়াল্লিম আল-আব্দাস্তানী আল-ইজলী আয-যারীরের কুনিয়াত হচ্ছে আবূ ইসহাক। তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বাতিল হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তিনি তার এ হাদীছটি উল্লেখ করে পূর্বোল্লেখিত কথা দ্বারা তার সমস্যা বর্ণনা করেছেন। এই দুই ইমাম কর্তৃক ইব্রাহীমকে দুর্বল আখ্যাদান এবং তার হাদীছকে মুনকার হিসাবে চিহ্নিত করণ অগ্রাধিকার পাবে ইবনু হিব্বান কর্তৃক তাকে নির্ভরযোগ্য বলার আগে, যেদিকে ইমাম সুয়ূতী গেছেন। বিশেষ করে ইমাম যাহাবী এ হাদীছটিকে ইজলীর বিপদগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

অতঃপর আমি ইবনু আবী হাতিমের "আল-ইলাল" (১/৪৯২-৪৯৩) গ্রন্থে দেখেছি তিনি তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন ঃ এ হাদীছটি মুনকার, ইব্রাহীম মাজহূল।

এ হাদীছটিতে আরেকটি সমস্যা আছে, তার দ্বারা সমস্যা বর্ণনা করাই উত্তম। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, যারা এ হাদীছটির ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন তারা সে দিকে লক্ষ্যই করেননি। সে সমস্যাটি হচ্ছে বর্ণনাকারী আসবাগ ইবনু নুবাতাহ, তার দুর্বল হওয়ার বিষয়ে সকলেই একমত।

বরং আবূ বাক্র ইবনু আইয়াশ বলেছেন ঃ তিনি মিথ্যুক।

নাসাঈ এবং ইবনু হিব্বান বলেছেন ঃ তিনি মাতরূক। ইমাম যাহাবী তাকে "আয-যো'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইবনু মা'ঈন ও অন্য বিদ্বানগণ তার সম্পর্কে বলেছেন ঃ তিনি কিছুই না। হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেছেন ঃ তিনি মাতরূক।

মোটকথা হাদীছটি বানোয়াট। ইমাম সুয়ূতী যে শাহেদ উল্লেখ পূর্বক বলেছেন ঃ এসব সূত্রগুলো একত্রিত করলে এটি হাসান হাদীছের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। তার এ কথায় বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ তিনি যেসব সূত্রগুলোর দিকে ইঙ্গিত করেছেন সেগুলো জালকারী, মিথ্যার দোষে দোষী ও মাজহূল বর্ণনাকারী হতে মুক্ত নয়। এ ছাড়া তার কোন কোনটি আবার মুরসালও।

٦٠٢. (إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ: أَنَا اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا، مُلْكُ الْمُلُوْكِ، وَمَالِكُ الْمُلُوْكِ، قُلُوْبُ الْمُلُوْكِ بِيَدَيَّ، وَإِنَّ الْعِبَادَ أَطَاعُوْنِيْ حَوَّلْتُ قُلُوْبَ مُلُوْكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَإِنَّ الْعِبَادَ عَصَوْنِيْ حَوَّلْتُ قُلُوْبَ مُلُوْكِهِمْ بِالسَّخَطِ وَالنِّقْمَةِ فَسَامُوْهُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ، فَلاَ تُشْغِلُوْا أَنْفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوْكِ، وَلَكِنِ اشْغِلُوْا أَنْفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ أَكْفِكُمْ مُلُوْكَكُمْ).

৬০২। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমি আল্লাহ আমি ছাড়া সত্যিকার অর্থে অন্য কোন উপাস্য নেই। রাজাদের রাজত্ব, রাজাদের মালিক এবং রাজাদের অন্তরগুলো আমার হাতে। বান্দারা যদি আমার উপাসনা করে তাহলে তাদের রাজাদের হৃদয়গুলো তাদের উপর আমি নরম এবং দয়া প্রবণ করে দিই। বান্দারা যদি আমার নাফারমানী করে তাহলে তাদের রাজাদের হৃদয়গুলোকে রাগান্বিত এবং শাস্তিমূলক করে দি। ফলে তারা তাদেরকে খারাপ শাস্তি দ্বারা শাস্তি দেয়। অতএব তোমরা রাজাদের বিপক্ষে দো'আ করতে নিজেদেরকে ব্যস্ত করো না। বরং তোমরা তোমাদেরকে যিক্‌র ও আনুগত্যের মাঝে ব্যস্ত রাখো আমি তোমাদের জন্য তোমাদের রাজাদের বিপক্ষে যথেষ্ট।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তাবারানী, তার থেকে আবূ নো'য়াইম (২/৩৮৯) এবং তাম্মাম (৬/৭৭/১) আবূ আম্‌র আল-মিকদাম ইবনু দাউদ হতে তিনি আলী ইবনু মা'বাদ হতে তিনি ওয়াহাব ইবনু রাশেদ হতে... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল। এই মিকদাম ইবনু দাউদ সম্পর্কে ইমাম নাসাঈ বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

ওয়াহাব ইবনু রাশেদ সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন ঃ তার হাদীছ সঠিক নয়, তার সকল হাদীছে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মাতরূক।

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তার দ্বারা কোন অবস্থাতেই দলীল গ্রহণ করা হালাল নয়। হায়ছামী (৫/২৪৯) বলেন ঃ হাদীছটি তাবারানী "আল-আওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তাতে ওয়াহাব ইবনু রাশেদ রয়েছেন, তিনি মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটি দুর্বল হওয়ার জন্য শুধুমাত্র ওয়াহাবকে দোষ দেয়া ঠিক হবে না। কারণ মিকদামও তার ন্যায় দুর্বল।

٦٠٣. (إِنَّ لِلّٰهِ تَعَالَى مُجَاهِدِيْنَ فِي الْأَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الشُّهَدَاءِ، أَحْيَاءً مَرْزُوْقِيْنَ، يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ، يُبَاهِي اللّٰهُ بِهِمْ مَلَائِكَةَ السَّمَاءِ، وَتُزَيَّنُ لَهُمُ الْجَنَّةُ كَمَا تُزَيَّنَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم؛ هُمُ الْآمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَالْمُحِبُّوْنَ فِي اللّٰهِ، وَالْمُبْغِضُوْنَ فِي اللّٰهِ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّ الْعَبْدَ مِنْهُمْ لَيَكُوْنَ فِي الْغُرْفَةِ فَوْقَ الْغُرُفَاتِ، فَوْقَ غُرَفِ الشُّهَدَاءِ، لِلْغُرْفَةِ مِنْهَا ثَلَاثُمِائَةِ أَلْفِ بَابٍ، مِنْهَا الْيَاقُوْتُ وَالزَّمُرُّدُ الْأَخْضَرُ، عَلَى كُلِّ بَابٍ نُوْرٌ، وَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ لَيَتَزَوَّجُ بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفِ حَوْرَاءِ، قَاصِرَاتِ الطَّرْفِ عِيْنٍ، كُلَّمَا الْتَفَتَ إِلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَنَظَرَ إِلَيْهَا تَقُوْلُ لَهُ: أَتَذْكُرُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوْفِ، وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ؟ كُلَّمَا نَظَرَ إِلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ذَكَرَتْ لَهُ مَقَاماً أَمَرَ فِيْهِ بِمَعْرُوْفٍ، وَنَهَى فِيْهِ عَنْ مُنْكَرٍ)

৬০৩। যমীনের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার পথের মুজাহিদরা রয়েছে যারা শহীদদের চেয়েও উত্তম। তাদেরকে জীবিত অবস্থায় রিযক দেয়া হয়ে থাকে। তারা যমীনের উপর বিচরণ করে। আল্লাহ্ তাদের নিয়ে আসমানের ফেরেশতাদের সামনে অহংকার করেন এবং তাদের জন্য জান্নাতকে সাজানো হবে যেরূপ রাসূল (ﷺ)-এর জন্য উম্মু সালামাকে সাজানো হয়েছিল। তারা সৎকাজের নির্দেশ দিবে অসৎ কাজ হতে নিষেধ করবে। তারা আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ভালবাসবে আর আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ঘৃণা করবে। ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার আত্মা অবশ্যই তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বান্দা বহুঘরের উপরের ঘরে বাস করবে। শহীদদের ঘরেরও উপরে। সেই সব ঘরের প্রতিটিতে তিন লক্ষটি দরজা থাকবে। যার কোন কোনটি ইয়াকূত পাথরের আবার কোনটি সবুজ যামরাদ পাথরের। প্রত্যেকটি দরজায় আলো থাকবে। তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি তিনলক্ষটি হুরকে বিবাহ্ করবে। যাদের চোখের দৃষ্টি নিম্নমুখী হবে। তাদের যে কোন একজনের দিকে যখন দৃষ্টি দিবে তখন সে তাকে বলবে ঃ তুমি কি সেই দিনটিকে স্মরণ করছ যেদিন তুমি সৎ কর্মের নির্দেশ দিয়েছিলে এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করেছিলে? যখনই তাদের মধ্য হতে যে কোন একজনের দিকে দৃষ্টি দিবে, তখনই সে তাকে স্মরণ করিয়ে দিবে এমন এক স্থানের যেখানে সে সৎ কাজের নির্দেশ দিয়েছিল এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করেছিল।

হাদীছটির কোন ভিত্তি নেই।

এটিকে গাযালী (২/২৭৩) আবূ যার (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইরাকী তার "তাখরীজুল ইহইয়া" গ্রন্থে বলেছেন ঃ হাদীছটির ভিত্তি সম্পর্কে আমি অবহিত হইনি। এটি মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির জাল হওয়াটাই সুস্পষ্ট।

٦٠٤. (السُّلْطَانُ ظِلُّ مِنْ ظِلِّ الرَّحْمٰنِ فِي الْأَرْضِ، يَأْوِي إِلَيْهِ كُلُّ مَظْلُوْمٍ مِنْ عِبَادِهِ، فَإِنْ عَدَلَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ، وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الشُّكْرُ، وَإِنْ جَارَ، أَوْ حَافَ،

أَوْ ظَلَمَ كَانَ عَلَيْهِ الإِصْرُ، وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الصَّبْرُ، إِذَا جَارَتِ الْوُلَاةُ قَحَطَتِ السَّمَاءُ، وَإِذَا مَنَعَتِ الزَّكَاةُ هَلَكَتِ الْمَوَاشِي، وَإِذَا ظَهَرَ الرِّبَا (وَفِي نُسْخَةٍ: الزِّنَا) ظَهَرَ الْفَقْرُ وَالْمَسْكَنَةُ، وَإِذَا أُخْفِرَتِ الذِّمَّةُ أُدِيلَ لِلْكُفَّارِ).

৬০৪। যমীনে বাদশা হচ্ছে দয়াময় আল্লাহর ছায়ার একটি ছায়া। তাঁর বান্দাদের থেকে প্রত্যেক অত্যাচারিত ব্যক্তি তার নিকট আশ্রয় নিয়ে থাকে। সে যদি ইনসাফ করে তাহলে তার জন্য রয়েছে সাওয়াব, আর প্রজার কর্তব্য হচ্ছে শুকরিয়া আদায় করা। আর সে যদি অত্যাচার করে বা অবিচার করে বা যুলুম করে, তাহলে তা তার উপর গুনাহস্বরূপ হবে। তখন প্রজাদের উচিত হবে ধৈর্য ধারণ করা। যখন দায়িত্বশীলরা অত্যাচার করবে তখন আসমান হতে দুর্ভিক্ষ নেমে আসবে। যদি যাকাত বন্ধ করে দেয়া হয় তাহলে চতুষ্পদ জন্তুগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে। যখন সুদের (অন্য বর্ণনায় এসেছে) যেনার বিস্তার ঘটবে তখন দরিদ্রতা ছড়িয়ে পড়বে। যখন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হবে তখন কাফেরদেরকে সহযোগিতা করা হবে।

হাদীছটি জাল।

এটি তাম্মাম (আল-ফাওয়ায়েদ" (৫/৮০-৮১ অন্য কপিতে ৫/৪৯-৫০) গ্রন্থে, ইবনু আদী "আল-কামিল" (১/১৭৫) গ্রন্থে, যিয়া "আল-মুন্তাকা মিম মাসমূ'য়াতিহি বেমার্ক" (২/২৭) গ্রন্থে সা'ঈদ ইবনু সিনান সূত্রে আবুয যাহেরিয়া হতে তিনি কাছীর ইবনু মুর্‌রা হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

প্রথম অংশটি কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" (কাফ ২/২২) গ্রন্থে এবং দাইলামী (২/২২০) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি বানোয়াট। সা'ঈদ ইবনু সিনান হচ্ছেন আবূ মাহদী আল-হিমসী। তাকে ইমাম বুখারী নিম্নোক্ত ভাষায় মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। জুযজানী বলেন ঃ

আমার ভয় হচ্ছে যে, তার হাদীছগুলো বানোয়াট। দারাকুতনী বলেন ঃ

তিনি হাদীছ জালকারী। তাকে সকল ইমাম দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু আদী বলেন ঃ তার অধিকাংশ বর্ণনাই নিরাপদ নয়। এ কারণেই ইমাম যাহাবী তাকে "আয-যো'য়াফা ওয়াল মাতরূকীন" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ তিনি হালেক। হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি মাতরূক। দারাকুতনী ও অন্য বিদ্বানগণ তাকে জাল করার দোষে দোষী করেছেন।

হাদীছটিকে ইমাম সুয়ূতী "আল-জামে'" গ্রন্থে বায্‌যার, হাকীম ও বাইহাকীর বর্ণনায় ইবনু উমার (রাঃ) হতে উল্লেখ করেছেন। এ কারণে মানাবী তার সমালোচনা করেছেন। (কারণগুলো পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে)।

٦٠٥. (لوْ قِيْلَ لأهْلِ النَّارِ: إنَّكُمْ مَاكِثُوْنَ فِي النَّارِ عَدَدَ كُلِّ حَصَاةٍ فِي الدُّنْيَا سَنَةً لفَرِحُوْا بِهَا، ولَوْقِيْلَ لأهْلِ الْجَنَّةِ: إنَّكُمْ مَاكِثُوْنَ فِي الْجَنَّةِ د كُلِّ حَصَاةٍ فِي الدُّنْيَا سَنَةً لحَزِنُوْا، ولَكِنَّهُمْ خُلِقُوْا لِلأبَدِ وَالأمَدِ).

৬০৫। যদি জাহান্নামীদেরকে বলা হতো দুনিয়াতে যত পাথর আছে তত বছরের সমপরিমাণ তোমরা জাহান্নামের আগুনে অবস্থান করবে, তাহলে অবশ্যই তারা তাতে আনন্দিত হতো। আর যদি জান্নাতীদের বলা হতো তোমরা জান্নাতে অবস্থান করবে দুনিয়াতে যত পাথর আছে তত বছরের সমপরিমাণ, তাহলে অবশ্যই তারা চিন্তিত হতো। কিন্তু তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে স্থায়িত্বের জন্য, অনন্তকালের জন্য।

হাদীছটি জাল।

এটিকে তাবারানী (৩/৭৫/২) এবং আবূ নো'য়াইম (৪/১৬৮) হাকাম ইবনু যহীর সূত্রে সুদ্দী হতে তিনি মুররা হতে তিনি ইবনু মাস'উদ (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আবূ নো'য়াইম বলেন ঃ হাকাম এককভাবে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু মা'ঈন ও অন্য বিদ্বানগণের নিকট তিনি মিথ্যুক। ইবনু হিব্বান (১/২৪৫) বলেন ঃ

তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বহু বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি তার অন্য একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। হায়ছামী "আল-মাজমা'" (১০/৩৯৬) গ্রন্থে বলেছেন ঃ

তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" (২/২২৪) গ্রন্থে বলেন, আমার পিতা বলেছেন ঃ এ হাদীছটি মুনকার।

হাদীছটি সুয়ূতী "আল-জামে'" গ্রন্থে তাবারানীর বর্ণনায় উল্লেখ করে ত্রুটি করেছেন। মানাবী শুধুমাত্র হায়ছামীর উপরোল্লেখিত কথা দ্বারা সমালোচনা করেছেন।

কুরআনের আয়াত এবং সহীহ হাদীছ যা জাহান্নামে স্থায়ীভাবে থাকার বিবরণ দিয়েছে তাই আমাদেরকে এরূপ জাল হাদীছ হতে মুক্ত রাখতে পারে।

٦٠٦. (لَيَأتِيَنَّ عَلى جَهَنَّمَ يَوْمٌ تَصْفِقُ أبْوَابُهَا، مَا فِيْهَا مِنْ أمَّةِ مُحَمَّدٍ أحَدٌ).

৬০৬। জাহান্নামের জন্য এমন একটি দিন আসবে যেদিন তার দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হবে। তখন উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার কোন ব্যক্তিই তাতে (জাহান্নামে) থাকবে না।

হাদীছটি জাল।

হাদীছটি ইবনু আদী আলা ইবনু যাইদাল সূত্রে আনাস (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এই আলা সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন ঃ তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত। ইবনুল মাদীনী বলেন ঃ তিনি হাদীছ জাল করতেন। ইবনু হিব্বান (২/১৬৯) বলেন ঃ

তিনি আনাস ইবনু মালেক (ﷺ) হতে একটি কপি বর্ণনা করেছেন যার সবগুলোই বানোয়াট। আশ্চর্য হবার উদ্দেশ্য ছাড়া কোন গ্রন্থে তার হাদীছ উল্লেখ করাই হালাল নয়।

হাদীছটি এখানে উল্লেখ করার কারণ এই যে দু'জন সম্মানিত আলেম এটিকে উল্লেখ করে কোন হুকুম না লাগিয়ে চুপ থেকেছেন। একজন হচ্ছেন হাফিয ইবনু হাজার "তাখরীজু আহাদীছিল কাশ্‌শাফ" (৪/৮৭ নং '৯৪) গ্রন্থে আর দ্বিতীয়জন হচ্ছেন মানাবী।

হাদীছটির অর্থ সঠিক হিসাবে ধরা যেতে পারে যদি উম্মাত দ্বারা উম্মাতুল ইজাবাহ ধরা হয় (অর্থাৎ যারা তাঁর দাওয়াত কবূল করেছে)। আর যদি উম্মাতে দাওয়াহ (যাদেরকে শুধুমাত্র দাওয়াত দেয়া হয়েছে) ধরা হয় তাহলে এটি জালই থাকবে।

٦٠٧. (لَيَأتِيَنَّ عَلَى جَهَنَّمَ يَوْمٌ كَأَنَّهَا زَرْعٌ هَاجٌ، وَآخَرُ تَخْفِقُ أَبْوَابُهَا).

৬০৭। জাহান্নামের উপর এমন একদিন আসবে যেন তা পিপাসার্ত ক্ষেত। আরেক দিন আসবে যখন দরজাগুলো শব্দ করতে থাকবে।

হাদীছটি বাতিল।

এটি ইমাম তাবারানী তার "জুযউম মিন হাদীছিহি" গ্রন্থে আবূ নো'য়াইম (১/২৮) এবং আল-খাতীব কর্তৃক "আত-তারীখ" (৯/১২২) গ্রন্থের বর্ণনা হতে আব্দুল্লাহ ইবনু মিস'আর হতে তিনি জা'ফার হতে... বর্ণনা করেছেন।

এটিকে ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (৩/২৬৮) গ্রন্থে এ সূত্রেই উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এ হাদীছটি বানোয়াট। জা'ফার ইবনুয যুবায়ের মাতরূক।

সুয়ূতী (২/৪৬৬) এবং ইবনু ইরাক (১/৩৯১) তার বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এই জা'ফার জালকারী। পূর্বেও তার কতিপয় হাদীছ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইবনু মিস'আরও হালেক। ইমাম যাহাবী জা'ফারের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন সনদের বর্ণনাকারী।

তিনি ইবনু মিস‘আরের জীবনীতে বলেন ঃ আবূ হাতিম বলেছেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীছ। উকায়লী বলেন ঃ তার হাদীছের মুতাবা‘য়াত করা যাবে না। অতঃপর তিনি এ হাদীছটি সম্পর্কে বলেছেন ঃ হাদীছটি বাতিল।

হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে তার বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। তবে তিনি "তাখরীজু আহাদিছিল কাশ্‌শাফ" (৪/৮৭ নং ১৯৪) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেননি কে বর্ণনা করেছেন।

সম্ভবত হাদীছটি কোন সাহাবী হতে মওকূফ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু মওকূফের সনদে বর্ণনাকারী আবূ বাল্‌জ রয়েছেন। তিনি হেফযের দিক দিয়ে দুর্বল। এ জন্য যাহাবী বলেছেন ঃ এটি তার বিপদগুলোর অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর বলেছেন ঃ এটি মুনকার।

মোটকথা হাদীছটি মারফূ‘ এবং মওকূফ উভয় দিক দিয়েই সহীহ নয়।

٦٠٨. (لِيَؤُمَّكُمْ أَحْسَنُكُمْ وَجْهًا؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَن يَكُوْنَ أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا، وَقُوْا بِأَمْوَالِكُمْ عَنْ أَعْرَاضِكُمْ، وَلْيُصَانِعْ أَحَدُكُمْ بِلِسَانِهِ عَنْ دِيْنِهِ).

৬০৮। তোমাদের ইমামতি করবে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর চেহারার অধিকারী ব্যক্তি। কারণ তোমাদের মধ্যে তার চরিত্রই উত্তম হওয়ার কথা। আর তোমাদের ধন-সম্পদ দ্বারা তোমাদের খ্যাতিকে রক্ষা কর। তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন তার যবানকে তার দ্বীনের ব্যাপারে নরম করে।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু আদী (২/৯৭) এবং তার থেকে ইবনু আসাকির (৫/৬৪/১) হুসাইন ইবনুল মুবারাক আত-তাবরানী হতে তিনি ইসমা‘ঈল ইবুন আইয়াশ হতে...বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন ঃ এই হুসাইন শামবাসীদের থেকে মুনকার সনদ এবং মুনকার ভাষা দ্বারা হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম যাহাবী এবং মানাবী উভয়ে ইবনু আদী হতে নকল করেছেন, তিনি বলেন ঃ তিনি মিথ্যার দোষে দোষী। কিন্তু আমি (আলবানী) "আল-কামিল" গ্রন্থের আমাদের কপিতে পাচ্ছি না। অতঃপর যাহাবী তার আরেকটি হাদীছ উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি মিথ্যা। সেটি সম্পর্কে ১৯১ নং হাদীছে আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীছটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ‘আত" (১/১০০) গ্রন্থে হাযরামীর সূত্রে হাস্‌সান ইবনু ইউসুফ আত-তামীমী হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান হতে... বর্ণনা করে বলেছেন ঃ এটি বানোয়াট। হাযরামী মাজহূল আর মুহাম্মাদ মিথ্যুক। হুসাইন ইবনুল মুবারাক ইসমা‘ঈল ইবনু আইয়াশ হতে তার মুতাবা‘য়াত করেছেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে হুসানের মধ্যে। কারণ তিনি মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

হাদীছটি দাইলামী এই হুসাইন সূত্রেই বর্ণনা করেছেন। যেমনটি "আল-লাআলী" (২/২২) গ্রন্থে এসেছে।

ইবনু আসাকির (১৫/২৪০/১) মুহাম্মাদ ইবনু সুব্হ সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই মুহাম্মাদের জীবনীতে ভাল-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি। এ ছাড়া তার ও হিশামের মাঝের বর্ণনাকারী ইসমা'ঈল ইবনু মুহাম্মাদকে আমি চিনি না। সুয়ূতীও তার ব্যাপারে চুপ থেকেছেন।

জেনে রাখুন! শরীয়তের মধ্যে এমন কিছুর প্রমাণ মিলে না যে, ভাল চেহারার সাথে ভাল চরিত্রের কোন সম্পর্ক রয়েছে। কখনও তা হতেও পারে আবার কখনও বিপরীতও হতে পারে। ইমাম আহমাদ তার "মুসনাদ" (৩/৪৯২) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ লাহাব (আল্লাহর অভিশাপ তার উপর)-এর চেহারায় উজ্জ্বলতা ছিল, সে লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ছিল। ইবনু কাছীর বলেন ঃ তার চেহারায় উজ্জ্বলতা থাকার কারণেই আবূ লাহাব বলা হতো। অথচ চরিত্রের দিকে দিয়ে আল্লাহর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট সৃষ্টি ছিল। সহীহ হাদীছে বলা হয়েছে ঃ

'' إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولا إلى أجسامكم، ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم''. رواه مسلم وغيره.

অর্থ ঃ 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আকৃতি, তোমাদের শরীর ও তোমাদের ধন-সম্পদের দিকে দৃষ্টি দিবেন না। বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে দৃষ্টি দিবেন। হাদীছটি ইমাম মুসলিম ও অন্য বিদ্বানগণ বর্ণনা করেছেন।

٦٠٩. (إِذَا كَانُوْا ثَلاَثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا، فَإِنْ كَانُوْا فِي السِّنِّ سَوَاء فَأَحْسَنُهُمْ وَجْهًا).

৬০৯। যখন তিন ব্যক্তি একত্রিত হবে তখন তাদের মধ্যের কিতাবুল্লাহকে উত্তমরূপে পাঠকারী ব্যক্তি ইমামতি করবে। যদি (কিতাবুল্লাহকে) পাঠ করার ক্ষেত্রে সমান হয়ে যায় তাহলে তাদের মধ্যের বয়সে বড় ব্যক্তি ইমামতি করবে। যদি বয়সের ক্ষেত্রে সমান হয়ে যায় তাহলে তাদের মধ্যে যার চেহারা বেশী সুন্দর সে ইমামতি করবে।

হাদীছটি মুনকার এর কোন ভিত্তি নেই।

এটিকে বাইহাকী (৩/১২১) আব্দুল আযীয ইবনু মা'য়াবিয়া হতে...বর্ণনা করে দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

হাদীছটির সমস্যা হচ্ছে এই আব্দুল আযীয। তাকে ইবনু হিব্বান "আছ-ছিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করে তার এ হাদীছটিকে অস্বীকার করে বলেছেন ঃ এটি মুনকার, এর কোন ভিত্তি নেই। সম্ভবত তার উপর এটিকে প্রবেশ করানো হয়েছে। এটি ছাড়া তার হাদীছ নির্ভরযোগ্যদের হাদীছের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। হাফিয ইবনু

হাজার হাদীছটি "তাহযীবুত তাহযীব" গ্রন্থে উল্লেখ করে ইবনু হিব্বানের বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। মানাবী বলেছেন ঃ

তাতে আব্দুল আযীয রয়েছেন। তাকে হাকিম এ হাদীছ দ্বারা আক্রমণ করে বলেছেন ঃ হাদীছটি মনুকার। এ হতেই বুঝা যাচ্ছে যে, শুধুমাত্র দুর্বল বলাটা সঠিক নয়।

এ ছাড়া সহীহ হাদীছে এসেছে ঃ

'তোমাদের মধ্যে কিতাবুল্লাহকে উত্তমরূপে পাঠকারী ব্যক্তি ইমামতি করবে, যদি (কিতাবুল্লাহকে) পাঠ করার ক্ষেত্রে সমান হয়ে যায় তাহলে তাদের মধ্যের যে ব্যক্তি সুন্নাতের জ্ঞান বেশী রাখে সে ইমামতি করবে। যদি তারা সুন্নাতের জ্ঞানের দিক দিয়ে সমান হয়ে যায়, তাহলে যে আগে হিযরত করেছে সে তাদের ইমামতি করবে। যদি হিযরতের দিক দিয়ে সমান হয়ে যায়, তাহলে তাদের মধ্যে বয়সে বড় ব্যক্তি ইমামতি করবে।'

হাদীছটি ইমাম মুসলিম ও অন্য বিদ্বানগণ বর্ণনা করেছেন। এই সহীহ হাদীছ সহ অন্য কোন সহীহ হাদীছে সুন্দর চেহারার কথা বলা হয়নি। উল্লেখিত ইমামগণ আলোচ্য হাদীছটিকে অস্বীকার করেছেন।

কোন কোন মাযহাবের মধ্যে এ মুনকার হাদীছকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে সুন্দর চেহারার ইমামকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। বরং তাদের কেউ কেউ বাড়াবাড়ি করে বলেন ঃ

'যার স্ত্রী সুন্দর ইমামতিতে সে অগ্রাধিকার পাবে, কারণ সে নিজকে পবিত্র রাখতে সক্ষম। অতঃপর যার মাথা বড় সে, অতঃপর যার অঙ্গটা (পুরুষাঙ্গ) বেশী ছোট সে ইমামতি করবে।'

এ তথ্যের জন্য হানাফী মাযহাবের "মারাকিয়ুল ফালাহ" (পৃ ঃ ৫৫) গ্রন্থটি দেখুন। কার পুরুষাঙ্গ কত ছোট কিভাবে দেখবেন? গুপ্তাঙ্গ না খুলে কি তা দেখা সম্ভব? এটি কি বিবেকবর্জিত কথা নয়? তার পরেও তারা নাম দিয়েছেন এরূপ মতামতকে নাকি বলা হয় ফিকাহ!

হে আল্লাহ তোমার হেদায়াত প্রার্থনা করছি।

٦١٠. (مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلاَّ كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

৬১০। যে মু'মিন ব্যক্তি বিপদাপদে তার ভাইকে সমবেদনা জানাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন সম্মানের অলংকার পরিধান করিয়ে দিবেন।

হাদীছটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু মাজাহ কায়েস আবূ আম্মারা হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আবী বাক্র হতে ... বর্ণনা করেছেন। এই কায়েসের কারণে এ সনদটি দুর্বল।

ইমাম বুখারী বলেন ঃ তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। উকায়লী তাকে "আয-যো'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে তার দু'টি হাদীছ নিয়ে এসেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ হাদীছ দু'টির মুতাবা'য়াত করা হয়নি। দু'টির একটি হচ্ছে এটি।

ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন সে দিকে দৃষ্টি দেয়া যাবে না। কারণ পূর্বে বহুবার আলোচনা করা হয়েছে।

এ কারণে ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে, হাফিয ইবনু হাজার "আত-তালখীস" (৫/২৫২) গ্রন্থে হাদীছটি উল্লেখ করে চুপ থেকেছেন। সুয়ূতীও "আল-লাআলী" (২/৪২৪) গ্রন্থে তাকে অনুসরণ করেছেন। তার চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ইমাম নাবাবী "আল-আযকার" (১৮৮) গ্রন্থে বলেছেন ঃ সনদটি হাসান। আর মানাবী তাকে সমর্থন করেছেন। সম্ভবত ইমাম নাবাবী হাদীছটির সমস্যা সম্পর্কে পরবর্তীতে অবগত হয়েছেন। যার জন্য তিনি "আর-রিয়ায" গ্রন্থে উল্লেখ করেননি।

٦١١. (مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ، وَلاَ نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ، وَلاَ عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ).

৬১১। যে ব্যক্তি ইসতিখারা (মঙ্গল প্রার্থনা) করবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। যে ব্যক্তি পরামর্শ করবে সে অনুতপ্ত হবে না। যে ব্যক্তি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে চলবে সে কারো মুখাপেক্ষী হবে না।

হাদীছটি জাল।

এটি তাবারানী "মু'জামুস সাগীর" (পৃ ঃ ২০৪) গ্রন্থে আব্দুল কুদ্দুস ইবনু আব্দিস সালাম ইবনে আব্দিল কুদ্দুস হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি তার দাদা আব্দুল কুদ্দুস ইবনু হাবীব হতে তিনি হাসান হতে... বর্ণনা করেছেন। তাবারানী বলেন ঃ

হাসান হতে আব্দুল কুদ্দুস এককভাবে এবং তার ছেলে তার থেকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ দাদা আব্দুল কুদ্দুস মিথ্যুক। আর ছেলেকে ইবনু হিব্বান জাল করার দোষে দোষী করেছেন। যেমনটি ৭৬৭ নং হাদীছে আসবে।

সুয়ূতী হাদীছটি "আল-জামে'" গ্রন্থে শুধুমাত্র তাবারানীর "মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। অনুরূপ ভাবে হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ হতে বুঝা যাচ্ছে যে সনদ একই। মিথ্যুক

ব্যক্তি একভাবে বর্ণনা করা সত্ত্বেও সুয়ূতী কর্তৃক "আল-জামে'" গ্রন্থে উল্লেখ করা সঠিক হয়নি।

٦١٢. (الأَكْلُ مَعَ الْخَادِمِ مِنَ التَّوَاضُعِ، فَمَنْ أَكَلَ مَعَهُ اشْتَاقَتْ إِلَيْهِ الْجَنَّةُ).

৬১২। খাদেমের সাথে খাওয়া হচ্ছে বিনম্রতার অন্তর্ভুক্ত। যে তার সাথে খাবে তার জন্য জান্নাত অত্যাধিক আগ্রহ প্রকাশ করবে।

হাদীছটি জাল।

এটি দাইলামী (১/২/২৬৮) আবূ আলী ইবনুল আশ'য়াছ হতে তিনি শুরায়িহ ইবনু আব্দিল কারীম হতে তিনি জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটিকে সুয়ূতী "যায়লুল আহাদীছিল মাওযূ'আহ" (পৃ ঃ ১৯৫) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ ইবনুল আশ'য়াছকে তারা (মুহাদ্দিছগণ) মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। দাইলামী বলেন ঃ "কিতাবুল আরূস"-এর সনদগুলো খুবই দুর্বল। তার উপর নির্ভর করা যায় না। আর হাদীছগুলো নিতান্তই মুনকার।

আমি বলছি ঃ "কিতাবুল আরূসের" বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু কাছীর আল-কুরাশী সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন ঃ তার হাদীছকে আমরা পুড়িয়ে দিয়েছি। ইমাম বুখারী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ।

জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ সম্পর্কে জুযকানী "কিতাবুল আবাতীল" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি সমালোচিত। তার দ্বারাই ইবনু ইরাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ" (২/২৬৭) গ্রন্থে সমস্যা বর্ণনা করেছেন এবং তার মুকাদ্দিমাতে (১/৪৫) বলেছেন ঃ দাইলামী তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন।

তা সত্ত্বেও সুয়ূতী "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীছটি উল্লেখ করেছেন।

٦١٣. (ادْفِنُوْا مَوْتَاكُمْ وَسَطَ قَوْمٍ صَالِحِيْنَ؛ فَإِنَّ الْمَيِّتَ يَتَأَذَّى بِجَارِ السُّوْءِ كَمَا يَتَأَذَّى الْحَيُّ بِجَارِ السُّوْءِ).

৬১৩। তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদেরকে নেককারদের মাঝে দাফন কর। কারণ মৃত ব্যক্তি মন্দ প্রতিবেশীর কারণে কষ্টভোগ করে যেরূপ মন্দ প্রতিবেশীর কারণে জীবিত ব্যক্তি কষ্ট পেয়ে থাকে।

হাদীছটি জাল।

এটি আবূ নো'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" (৬/৩৫৪) গ্রন্থে এবং আবূ আব্দিল্লাহ আল-ফালাকী "আল-ফাওয়ায়েদ" (কাফ ১/৯১) গ্রন্থে সুলায়মান ইবনু ঈসা হতে তিনি মালেক হতে তিনি তার চাচা হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আবূ নো'য়াইম বলেন ঃ এটি গারীব। একমাত্র এ সূত্রেই আমরা হাদীছটি লিখেছি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে সুলায়মান আস-সাজযী। তিনি মিথ্যুক, যেমনটি আবূ হাতিম ও অন্য বিদ্বানগণ বলেছেন। ইবনু আদী বলেন ঃ

তিনি হাদীছ জাল করতেন। তার সূত্রেই ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (৩/২৩৭) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ হাদীছটি সহীহ নয়। সুলায়মান মিথ্যুক।

ইবনুল জাওযী হাদীছটি দাউদ ইবনুল হুসায়েন হতে তিনি ইব্রাহীম ইবনুল আশ'য়াছ হতে... বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ

দাউদ নির্ভরশীলদের উদ্ধৃতিতে যা তাদের হাদীছের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয় তাই বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণনাগুলো হতে বেঁচে থাকা ওয়াজিব। এ হাদীছটিতে সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে দাউদই। তিনি বলেন ঃ হাদীছটি বাতিল, এর কোন ভিত্তি রাসূল (ﷺ) হতে মিলে না। {যে ব্যক্তি এরূপ হাদীছ ইব্রাহীম ইবনুল আশ'য়ছ হতে বর্ণনা করবে তার বর্ণনা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। কারণ ইব্রাহীম একজন নির্ভরযোগ্য ইমাম। সমস্যা হচ্ছে দাউদ হতেই।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ দারাকুতনী তার সমালোচনা করে বলেন ঃ ইব্রাহীম দুর্বল, নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে তিনি ভিত্তিহীন হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাদের ধারণা তিনি একজন আবেদ ছিলেন। এ ছাড়া সনদের আরেক বর্ণনাকারী মারওয়ান আল-ফাযারী সুহায়েল ইবনু আবী সালেহ হতে শ্রবণ করেননি এবং তার থেকে বর্ণনাও করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ দারাকুতনী কর্তৃক ইব্রাহীমকে দুর্বল আখ্যা প্রদান ইবনু হিব্বানের নিজের ভাষ্যই প্রমাণ করছে। তিনি "আছ-ছিকাত" গ্রন্থে বলেন ঃ

তিনি গারীব বর্ণনা করতেন, এককভাবে বর্ণনা করতেন, ভুল করতেন এবং অন্যের বিরোধিতা করে বর্ণনা করতেন।

এ হাদীছটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোনটির দ্বারাই হাদীছটি সাব্যস্ত করা সম্ভব হয়নি।

٦١٤. (إِنَّ لِلّٰهِ تَعَالَى فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ سِتُّمِائَةِ أَلْفِ عَتِيْقٍ مِنَ النَّارِ، كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ).

৬১৪। প্রত্যেক জুম'আর দিবসে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুন হতে ছয় লক্ষ লোককে মুক্ত করে দেন। যাদের সবার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গিয়েছিল।

হাদীছটি মুনকার।

এটি ইবনু হিব্বান "আল-মাজরূহীন" (১/১৬৯) গ্রন্থে, তাম্মাম "আল-ফাওয়ায়েদ" (১/২৩৬) গ্রন্থে, ইবনু আদী "আল-কামিল" (২/২৯) গ্রন্থে এবং আল-ওয়াহেদী "আত-তাফসীর" (৪/১৪৫/১) গ্রন্থে ইয়াহইয়া ইবনু সুলায়েম আত-তায়েফী সূত্রে আযওয়ার ইবনু গালিব হতে তিনি সুলায়মান আত-তাইমী হতে... বর্ণনা করেছেন।

ইবনু হিব্বান এই আযওয়ারের জীবনীতে বলেন ঃ

তিনি কম সংখ্যক হাদীছই বর্ণনা করেছেন। তা সত্ত্বেও নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছেন যার মুতাবা'য়াত করা যায় না। সম্ভবত তিনি তার অজান্তে ভুল করতেন। ফলে তিনি যখন এককভাবে বর্ণনা করেছেন তখন তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

তিনি তার এ হাদীছটি উল্লেখ করে আরো বলেছেন ঃ এ ভাষাটি বাতিল তার কোন ভিত্তি নেই।

ইমাম যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেছেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। এমন কিছু নিয়ে এসেছেন যা সঠিক হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। অতএব তিনি মিথ্যা বলেছেন।

٦١٥. (التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ، وَإِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا لَمْ يَضُرَّهُ ذَنْبٌ).

৬১৫। গুনাহ হতে তাওবাকারী সেই ব্যক্তির ন্যায় যার কোন গুনাই নেই। আর আল্লাহ তা'আলা যে বান্দাকে ভালবাসেন গুনাহ তার ক্ষতি করতে পারে না।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি আল-কুশায়রী "আর-রিসালাহ" (পৃ ঃ ৫৯) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর তার সূত্রে ইবনুন নাজ্জার (১০/১৬১/২) আনাস ইবনু মালেক (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। একমাত্র দারাকুতনীর শাইখ আহমাদ ইবনু মাহমূদ ইবনে খারযায ছাড়া আনাস (ﷺ)-এর নীচের বর্ণনাকারীদের কারো জীবনী কোন্ গ্রন্থে পাচ্ছি না। দারাকুতনী তার একটি হাদীছ মালেক হতে তিনি যুহরী হতে আর তিনি আনাস (ﷺ) হতে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

এ সনদের এ হাদীছটি বাতিল। ইমাম মালেকের নীচের বর্ণনাকারীগণ দুর্বল। তিনি অন্যত্র বলেন ঃ তিনি মাজহূল যেমনটি "আল-লিসান" গ্রন্থে এসেছে।

বাহ্যিকতা প্রমাণ করছে যে, তিনিই হচ্ছেন এ হাদীছটির সমস্যা।

হাদীছটি "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে সুয়ূতী কুশায়রী এবং ইবনুন নাজ্জারের বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। মানাবী হাদীছটির ব্যাপারে কোন কথা বলেননি!

তবে হাদীছটির প্রথম অংশের আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (ﷺ) এবং আবূ সা'ঈদ আল-আনসারী (ﷺ)-এর হাদীছ হতে শাহেদ রয়েছে। এটি ইবনু মাজাহ, তাবারানী, আবূ নো'য়াইম সহ আরো অনেকে বর্ণনা করেছেন।

মোটকথা পূরো হাদীছটি দুর্বল। তবে হাদীছটির প্রথম অংশটি বিভিন্ন সূত্রগুলো একত্রিত হওয়ার কারণে হাসান হাদীছের অন্তর্ভুক্ত। সাখাবী বলেন ঃ আমাদের শাইখ ইবনু হাজার বিভিন্ন শাহেদ থাকার কারণে প্রথম অংশটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনু আব্বাস (ﷺ)-এর হাদীছ হতে অন্যরূপ বর্ধিত অংশসহ তার অন্য একটি শাহেদ এসেছে। সেটি হচ্ছে নিম্নেরটি ঃ

٦١٦. (التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ، وَالْمُسْتَغْفِرُ مِنَ الذَّنْبِ وَهُوَ مُقِيْمٌ عَلَيْهِ كَالْمُسْتَهْزِيءِ بِرَبِّهِ، وَمَنْ آذَى مُسْلِمًا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلَ مَنَابِتِ النَّخْلِ).

৬১৬। গুনাহ হতে তাওবাকারী সেই ব্যক্তির ন্যায় যার কোন গুনাই নেই। আর গুনাহের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে গুনাহ হতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী তার প্রতিপালকের সাথে বিদ্রুপকারীর ন্যায়। যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তিকে কষ্ট দিবে যত খেজুর গাছ জন্মিবে তার সমপরিমাণ তার গুনাহ্ হবে।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি বাইহাকী "আল-শু'আব" (২/৩৭৩/১) গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকির "আল-আমালী" গ্রন্থের ৩২ নম্বর খণ্ডের তাওবাহ অধ্যায়ে (৪/১) আল-খাতীব সূত্রে তার সনদে সালাম ইবনু সালেম হতে তিনি সা'ঈদ আল-হিমসী হতে তিনি আসেম আল-জুযামী হতে...বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তিনি "আত-তারীখ" (১৫/২৯৫/২) গ্রন্থে অন্য সূত্রে সালাম হতে তিনি সা'ঈদ ইবনু আব্দিল আযীয হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল। সালাম ইবনু সালেম হচ্ছেন আল-বালখী আয-যাহেদ। ইমাম যাহাবী তাকে "আয-যো'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ ইমাম আহমাদ ও নাসাঈ বলেছেন ঃ তিনি দুর্বল।

আর সা'ঈদ আল-হিমসীকে আমি চিনি না। হতে পারে তিনি সা'ঈদ ইবনু সিনান আবূ মাহদী আল-হিমসী। তিনি খুবই দুর্বল।

٦١٧. (اسْتَرْشِدُوْا الْعَاقِلَ تَرْشُدُوْا، وَلاَ تَعْصُوْهُ تَنْدَمُوْا).

৬১৭। তোমরা জ্ঞানীর ন্যায় সঠিক পথে চলো সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে। তোমরা তার নাফারমানী করো না অনুতপ্ত হবে।

হাদীছটি জাল।

এটি আল-খাতীব সুলায়মান ইবনু ঈসা হতে পূর্বোল্লেখিত ৬১৩ নং হাদীছের সনদে আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

এই সুলায়মান মিথ্যুক যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম যাহাবী তার জিবনী আলোচনা করতে গিয়ে এ হাদীছটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি সহীহ নয়। এ কথার দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন এটি বানোয়াট।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি এককভাবে এটি বর্ণনা করেননি। আবুল হাসান আন-না'আলী "জুযউম মিন হাদীছিহি" (১/১২৭) গ্রন্থে এবং কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" (১/৬১) গ্রন্থে আলী ইবনু যিয়াদ আল-মাত্তুছী হতে তিনি আব্দুল আযীয ইবনু আবী রাজা হতে... বর্ণনা করেছেন।

এই আব্দুল আযীয সম্পর্কে যাহাবী বলেন ঃ দারাকুতনী বলেছেন ঃ তিনি মাতরূক, তার রচিত একটি গ্রন্থ রয়েছে যার সবই বানোয়াট।

এ হাদীছটির আরেকটি সূত্র আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে পেয়েছি। যার মধ্যে দাঊদ ইবনুল মুহাব্বার এবং আব্বাদ ইবনু কাছীর রয়েছেন। তারা দু'জনই মিথ্যুক।

٦١٨. (مَثَلُ الَّذِيْ يَتَعَلَّمُ العِلْمَ فِي صِغَرِهِ كَالنَّقْشِ فِي الحَجَرِ، وَمَثَلُ الَّذِيْ يَتَعَلَّمُ العِلْمَ فِي كِبَرِهِ كَالَّذِيْ يَكْتُبُ عَلَى المَاءِ).

৬১৮। যে ব্যক্তি তার বাল্যকালে জ্ঞান শিক্ষা করবে তার উদাহরণ পাথরে নকশা করার ন্যায়। আর যে ব্যক্তি বড় অবস্থায় জ্ঞান শিক্ষা করবে তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে পানির উপর লিখে।

হাদীছটি জাল।

এটি সুয়ূতী "আল-জামে'" গ্রন্থে তাবারানীর "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থের বর্ণনায় আবুদ দারদা হতে বর্ণনা করেছেন।

তার ভাষ্যকার মানাবী বলেন ঃ মুসান্নেফ "আদ-দুরার" গ্রন্থে বলেন ঃ সনদটি দুর্বল। হায়ছামী বলেন ঃ সনদে মারওয়ান ইবনু সালেম আশ-শামী রয়েছেন- তাকে বুখারী, মুসলিম ও আবূ হাতিম দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইমাম বুখারী তাকে নিতান্তই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ।

অনুরূপ ভাষ্য ইমাম মুসলিম ও আবূ হাতিমও বলেছেন। পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে ইমাম বুখারী যার সম্পর্কে 'মুনকারুল হাদীছ' বলেছেন তার থেকে বর্ণনা করাই হালাল নয়। এ জন্য শুধুমাত্র দুর্বল বলাটা ত্রুটি।

আমার সিদ্ধান্ত এই যে, এ হাদীছটি বানোয়াট। কারণ ইবনু সালেম সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেছেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ।

আর তার এ কথাকে আবূ আরূবাহ আল-হাররানী শক্তি যুগিয়েছেন, তিনি বলেন ঃ

তিনি হাদীছ জাল করতেন।

সাজী বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক, হাদীছ জালকারী।

ইবনু হিব্বান (২/৩১৭) বলেন ঃ তিনি প্রসিদ্ধদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীছ বর্ণনাকারী। আর নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে তিনি এমন হাদীছ নিয়ে এসেছেন যা তাদের হাদীছ নয়।

হাদীছটি আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে অন্য বাক্যেও বর্ণিত হয়েছে, সেটি হচ্ছে নিম্নোক্ত হাদীছটি ঃ

٦١٩. (مَنْ تَعَلَّمَ العِلْمَ وَهُوَ شَابٌّ كَانَ بِمَنْزِلَةِ وَسْمٍ فِي حَجَرٍ، وَمَنْ تَعَلَّمَهُ بَعْدَ كِبَرٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ كُتَّابٍ عَلَى ظَهْرِ المَاءِ).

৬১৯। যে ব্যক্তি যুবক থাকা অবস্থায় জ্ঞান অর্জন করল সে ব্যক্তি পাথরের উপর অংকণকারীর স্থলাভিষিক্ত। আর যে ব্যক্তি বড় হবার পর জ্ঞান অর্জন করল সে ব্যক্তি পানির উপর লেখকদের স্থলাভিষিক্ত।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (১/২১৮) গ্রন্থে হান্নাদ ইবনু ইব্রাহীম আন-নাসাফী সূত্রে তার সনদে বাকিয়াহ ইবনুল ওয়ালীদ হতে তিনি মা'মার হতে...বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

এটি সহীহ নয়। হান্নাদের উপর নির্ভর করা যায় না। আর বাকিয়াহ মুদাল্লিস।

সুয়ূতীও "আল-লাআলী" (১/১৯৬) গ্রন্থে তাকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু তিনি নিম্নোক্ত কথা দ্বারা তার সমালোচনা করেছেন ঃ

ইসমা'ঈল ইবনু আবী রাফে'র মুরসাল বর্ণনা হতে তার শাহেদ আছে। যেটি বাইহাকী "আল-মাদখাল" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আবুদ দারদার সূত্র হতেও শাহেদ আছে।

অতঃপর তিনি আবুদ দারদার সনদ ও ভাষাটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেটি বানোয়াট। তার বিবরণ পূর্বের হাদীছের আলোচনায় দেয়া হয়েছে। আর তিনি যে মুরসালটির কথা বলেছেন তাতে তিনি ইসমা'ঈল পর্যন্ত তার সনদই উল্লেখ করেননি। অতএব এটি শাহেদ হওয়ার যোগ্য নয়। কারণ সেটি নিতান্তই দুর্বল।

ইবনু হিব্বান (১/১১২) বলেন ঃ ইসমা'ঈল একজন সৎ লোক ছিলেন। কিন্তু তিনি তার হাদীছগুলো উলট পালট করে ফেলতেন। ফলে তার হাদীছে মুনকারের আধিক্যতা এসে যায়। এমনকি হৃদয়ে মনে হবে যেন তিনি তা ইচ্ছা করেই করতেন।

আবার বলা যায় যে এটি মু'যাল পর্যায়ভুক্ত। কারণ ইসমা'ঈল তাবে'ঈ ছিলেন না। তিনি কোন কোন তাবে'ঈ হতে বর্ণনা করেছেন।

٦٢٠. (مَنْ أَصْبَحَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَائِماً، وَعَادَ مَرِيْضًا، وَأَطْعَمَ مِسْكِيْنًا وَشَيَّعَ جَنَازَةً، لَمْ يَتَّبِعْهُ ذَنْبٌ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً).

৬২০। যে ব্যক্তি জুম'আর দিবসে রোযা অবস্থায় সকাল করবে, রোগীর সেবা করবে, একজন মিসকীনকে পানাহার করাবে এবং মৃত ব্যক্তিকে বিদায় দেয়ার উদ্দেশ্যে কিছু দূর পর্যন্ত খাটলির পিছনে যাবে চল্লিশ বছর গুনাহ তার অনুসরণ করবে না।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু আদী "আল-কামিল" (২/১২২) গ্রন্থে এবং তার সূত্র হতে ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (২/১০৭) গ্রন্থে আম্র ইবনু হামযাহ বাসরী হতে তিনি আল-খালীল ইবনু মুররাহ হতে তিনি ইসমা'ঈল ইবনু ইব্রাহীম হতে... বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী বলেন ঃ এটি বানোয়াট। আম্র, খালীল ও ইসমা'ঈল তারা সকলেই দুর্বল এবং ত্রুটিযুক্ত।

সুয়ূতী তার সমালোচনা করে বলেছেন, এটি জাল হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। কারণ আল-খালীলকে আবূ যুর'আহ শাইখুন সালেহুন বলে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ কিন্তু ইমাম বুখারী 'মুনকারুল হাদীছ' বলে এবং অন্যত্র 'তার মধ্যে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে' বলে তাকে মিথ্যার দোষে দোষী সাব্যস্তের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

তিনি এরূপ মন্তব্য একমাত্র সেই ব্যক্তি সম্পর্কেই করেছেন যার থেকে বর্ণনা করাই হালাল নয়। যেমনটি পূর্বে বহুবার এ ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

ভাষার দিক দিয়েও হাদীছটি সঠিক নয়। কারণ সহীহ হাদীছে এর কোন নযীর মিলে না।

٦٢١. (مَنْ أَغَاثَ مَلْهُوْفًا كَتَبَ اللهُ لَهُ ثَلاَثًا وَسَبْعِيْنَ مَغْفِرَةً، وَاحِدَةٌ فِيْهَا صَلاَحُ أَمْرِهِ كُلِّهِ، وَثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ لَهُ دَرَجَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

৬২১। যে ব্যক্তি মাযলূম ব্যক্তিকে সাহায্য করবে আল্লাহ্ তার জন্য তেহাত্তরটি ক্ষমা লিখে দিবেন। তার একটিতে তার সকল কর্মের সঠিকতা থাকবে। আর বাহাত্তরটিতে তার জন্য কিয়ামত দিবসের মর্যদাগুলো থাকবে।

হাদীছটি জাল।

এটি ইমাম বুখারী "আত-তারীখ" (২/১/৩২০) গ্রন্থে, ইবনু আবিদ দুনিয়া "কাযাউল হাওয়ায়েজ" (পৃ ঃ ৩৮, ৯৫) গ্রন্থে, ইবনু আদী "আল-কামিল" (২/১৪৩) গ্রন্থে, আল-খারয়েতী "মাকারিমুল আখলাক" (পৃ ঃ ১৫) গ্রন্থে, ইবনু হিব্বান "আল-মাজরূহীন" (১/৩০৪) গ্রন্থে, আবূ আলী আস-সাওয়াফ তার "হাদীছ" (২/৮৫) গ্রন্থে, আল-খাতীব (৬/৪১) এবং ইবনু আসাকির (৬/২৩৫/২) যিয়াদ ইবনু আবী হাস্‌সান সূত্রে আনাস (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (২/১৭১) গ্রন্থে উকায়লীর বর্ণনা হতে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

এটি বানোয়াট। তার সমস্যা হচ্ছে যিয়াদ। উকায়লী বলেন ঃ তার মুতাবা'য়াত করা যায় না আর হাদীছটি তার মাধ্যম ছাড়া অন্য মাধ্যমে জানাও যায় না।

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ শু'বাহ কঠোর ভাবে তার উপর আক্রমণ করেছেন। যারা মুনকার হাদীছ ও সন্দেহমূলক বহু কিছু বর্ণনাকারী তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত।

হাকিম এবং নাক্কাশ বলেন ঃ তিনি আনাস (ﷺ) হতে বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেছেন। শু'বাহ কঠোর ভাবে তার উপর আক্রমণ করে তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আর বাইহাকী বলেছেন ঃ তিনি এ হাদীছটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

সুয়ূতী অভ্যাসগত ভাবে তার (ইবনুল জাওযীর) সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তার উল্লেখকৃত সূত্রের একটিতে ইসমা'ঈল ইবনু আইয়াশ রয়েছেন, হেজাজীদের থেকে তার বর্ণনায় দুর্বলতা রয়েছে। এটি সে বর্ণনারই অন্তর্ভুক্ত। আরেক বর্ণনাকারী আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দিল গাফ্ফার রয়েছেন, তিনি সমালোচিত ব্যক্তি। এ ছাড়া আরো একদল আছে যাদেরকে আমি চিনি না।

অন্য একটি সূত্রে আনাসের দাস দীনার রয়েছেন। তিনি মিথ্যুক। এটি আল-খাতীব (১১/১৭৫) বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিব্বান (১/২৯০) বলেন ঃ তিনি আনাস (ﷺ) হতে বানোয়াট বহু কিছু বর্ণনা করতেন।

এ কারণেই সুয়ূতী কর্তৃক হাদীছটি "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করা ভাল হয়নি। হাদীছটিকে ইবনু তাহের "তাযকিরাতুল মাওযূ'আত" (পৃ ঃ ৮০) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

٦٢٢. (مَا جُبِلَ وَلِيُّ اللهِ إِلاَّ عَلَى السَّخَاءِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ).

৬২২। আল্লাহর অলীকে দানশীলতা এবং উত্তম চরিত্র দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে।

হাদীছটি জাল।

এটি আবুল কাসেম আল-কুশায়রী "আল-আরবা'উন" (কাফ ২/১৫৭) গ্রন্থে, কাযী আবূ আব্দিল্লাহ আল-ফালাকী "আল-ফাওয়ায়েদ" (কাফ ১/৮৯) গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকির (১৫/৪০৭/১) ইউসুফ ইবনুস সাফার আবুল ফায়েয সূত্রে আওযা'ঈ হতে ... মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে ইবনুস সাফার- তিনি মিথ্যুক। যেমনটি বার বার তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হাদীছটি ইবনুল জাওযী তার সূত্রেই "আল-মাওযূ'আত" (২/১৭৯) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন, দারাকুতনী বলেন ঃ ইউসুফ মিথ্যা বলতেন আর হাদীছটি সাব্যস্ত হয়নি।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" (২/৯১) গ্রন্থে এবং ইবনু ইরাক "তানিযীহুশ শারী'য়াহ" (কাফ ২/২৬২) গ্রন্থে তাকে সমর্থন করেছেন।

এ হাদীছটি বাকিয়ার সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। তার সূত্র দ্বারা ধোঁকায় পড়া যাবে না। কারণ তিনি তার এবং আওযা'ঈর মধ্যের মিথ্যুক ইবনুস সাফারকে তাদলীস করে ফেলে দিয়েছেন।

٦٢٣. (مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْحَضَرِ فَلْيُهْدِ بَدَنَةً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُطْعِمْ ثَلاَثِيْنَ صَاعًا مِنْ تَمْرِ الْمَسَاكِيْنَ).

৬২৩। যে ব্যক্তি রামাযান মাসে হাযারে (সফরে না থেকে) থেকে একদিন সওম ছেড়ে দিবে সে যেন একটি উট হাদিয়াহ দেয়। যদি তা না পায় তাহলে ত্রিশ সা' খেজুর মিসকীনদেরকে খাওয়াবে।

হাদীছটি জাল।

এটিকে ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে দারাকুতনীর বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন।

এটির সনদে খালেদ ইবনু আম্‌র হিমসী, হারেস ইবনু উবায়দাহ আল-কালা'ঈ ও মুকাতিল ইবনু সুলায়মান রয়েছেন।

ইবনুল জাওযী (২/১৯৬) বলেন ঃ মুকাতিল মিথ্যুক আর হারেস দুর্বল। সুয়ূতী "আল-লাআলী" (২/১০৬) গ্রন্থে তাকে সমর্থন করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করায় মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন, দারাকুতনী বলেন ঃ হারেস এবং মুকাতিল নিতান্তই দুর্বল।

"আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে, এ হাদীছটি বাতিল। খালেদ ধ্বংসপ্রাপ্ত, তার শাইখ দুর্বল, মুকাতিল নির্ভরযোগ্য নয়। এই খালেদকে ফিরইয়াবী মিথ্যুক আর ইবনু আদী

খুবই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। অতঃপর তিনি পূর্বে আলোচিত ইবনুল জাওযীর কথাগুলো উল্লেখ করেছেন।

٦٢٤. (مَنِ اكْتَحَلَ بِالإِثْمِدِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ لَمْ يَرْمَدْ أَبَداً).

৬২৪। যে ব্যক্তি আশুরার দিবসে ইছমিদ নামক পাথরের সুরমা ব্যবহার করবে। সে কখনও ঝাপ্সা দেখবে না।

হাদীছটি জাল।

এটিকে ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে হাকিমের সূত্রে যুওয়াইবীর হতে তিনি যাহ্হাক হতে...বর্ণনা করেছেন। ইবনুল জাওযী (২/২০৪) বলেন ঃ

হাকিম বলেছেন ঃ আমি আল্লাহর নিকট যুওয়াইবীরের যিম্মা হতে মুক্ত।

সুয়ূতী যেন "আল-লাআলী" (২/১১১) গ্রন্থে তার বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। কারণ তিনি বলেছেন যে হাদীছটি বাইহাকী "শু'আবুল ঈমান" গ্রন্থে হাকিম হতে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ এর সনদ একেবারে দুর্বল, যুওয়াইবীর দুর্বল আর যাহ্হাকের ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ ঘটেনি। অর্থাৎ সনদে বিচ্ছিন্নতা (মুনকাতি') রয়েছে।

সুয়ূতী আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে তার একটি শাহেদ উল্লেখ করেছেন। যেটি ইবনুন নাজ্জার বর্ণনা করেছেন। তার সনদে ইসমা'ঈল ইবনু মা'মার রয়েছেন, সুয়ূতী তার সম্পর্কে বলেন ঃ "আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তিনি কিভাবে ভুলে গেলেন আর "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করলেন! এ কারণেই মানাবী সাখাবীর কথা নকল করে তার সমালোচনা করেছেন। সাখাবী হাকিমের পূর্বোক্ত কথার পরেই বলেছেন ঃ

বরং এটি বানোয়াট। ইবনু রাজাব হতেও অনুরূপ কথা বর্ণনা করা হয়েছে। শাইখ আল-কারী তার "মাওযূ'আত" (পৃ ঃ ১২২) গ্রন্থে ইবনুল কাইয়্যিম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ

আশুরার দিবসকে উপলক্ষ করে সুরমা ব্যবহার, তেল লাগানো এবং সুগন্ধি ব্যবহার সম্পর্কে যত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তার সবই মিথ্যুকদের বানানো। আরেকটি দল এ দিনটি তাদের কষ্টের এবং দুঃখের দিন হিসাবে গ্রহণ করেছে। উভয় দলই বিদ'আতী, সুন্নাত বহির্ভূত কর্মে লিপ্ত। আহলে সুন্নাতের দল নাবী (ﷺ)-এর সুন্নাতের উপর আমলার্থে এ দিনে সওম পালন করে শয়তান নির্দেশিত সকল প্রকার বিদ'আত হতে বেঁচে থাকে।

٦٢٥. (الإِيْمَانُ نِصْفَانِ، نِصْفٌ فِي الصَّبْرِ، وَنِصْفٌ فِي الشُّكْرِ).

৬২৫। ঈমান দু'ভাগে বিভক্ত। অর্ধেক হচ্ছে ধৈর্যের মধ্যে আর অর্ধেক হচ্ছে কৃতজ্ঞতার মধ্যে।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

ীকে খারায়েতী "কিতাবু ফাযীলাতিশ শুক্‌র" (১/১২৯) গ্রন্থে এবং দাইলামী "ফিরদাউস" (১/২/৩৬১) গ্রন্থে ইয়াযীদ আর-রুকাশী হতে তিনি আনাস ইবনু মালেক (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল। ইয়াযীদ হচ্ছেন ইবনু আবান, তিনি মাতরূক যেমনটি নাসাঈ ও অন্য বিদ্বানগণ বলেছেন।

হাদীছটি বাইহাকী কর্তৃক "আশ-শু'আব" গ্রন্থের বর্ণনা হতে "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। মানাবী বলেন ঃ তাতে ইয়াযীদ আর-রুকাশী রয়েছেন, তাকে যাহাবী ও অন্য বিদ্বানগণ মাতরূক বলেছেন।

٦٢٦. (مَنْ رَابَطَ فُوَاقَ نَاقَةٍ حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ).

৬২৬। যে ব্যক্তি উটের মুখ খোলা ও বন্ধ করার সমপরিমাণ সময় নিজেকে আল্লাহর পথে জড়িত রাখবে আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন।

হাদীছটি মুনকার।

এটিকে উকায়লী "আয-যো'য়াফা" (পৃ ঃ ৬) এবং আল-খাতীব "আত-তারীখ" (৭/২০৩) গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু হামীদ হতে তিনি আনাস ইবনু আব্দিল হামীদ হতে ...বর্ণনা করেছেন। উকায়লী বলেন ঃ

এ হাদীছটি মুনকার। তিনি বলেন ঃ তার (ইবনু হামীদের) এরূপ আরো হাদীছ রয়েছে।

অতঃপর উকায়লী হাদীছটি সুলায়মান ইবনু মিরকা' আল-জানদা'ঈ সূত্রে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ সুলায়মান মুনকারুল হাদীছ। তার হাদীছের মুতাবা'য়াত করা যায় না।

٦٢٧. (مَنْ صَبَرَ عَلَى سُوْءِ خُلُقِ امْرَأَتِهِ أَعْطَاهُ اللهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ مَا أَعْطَى أَيُّوْبَ عَلَى بَلاَئِهِ، وَمَنْ صَبَرَتْ عَلَى سُوْءِ خُلُقِ زَوْجِهَا أَعْطَاهَا اللهُ مِثْلَ ثَوَابِ آسِيَةَ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ).

৬২৭। যে ব্যক্তি স্ত্রীর খারাপ আচরণের উপর ধৈর্য ধারণ করবে আল্লাহ তাকে সেরূপ সাওয়াব দান করবেন যেরূপ আইউবকে তার বিপদের সময় দান করেছিলেন। আর যে নারী তার স্বামীর খারাপ আচরণের উপর ধৈর্য ধারণ করবে আল্লাহ তাকে ফেরা'উনের স্ত্রী আসিয়ার ন্যায় সাওয়াব দান করবেন।

এ বাক্যে হাদীছটির কোন ভিত্তি নেই।

এটিকে গাযালী "আল-ইহইয়া" (২/৩৯) গ্রন্থে এভাবেই উল্লেখ করেছেন। তার তাখরীজকারী হাফিয ইরাকী বলেছেন ঃ আমি এর কোন ভিত্তি সম্পর্কে অবহিত হয়নি। যুবায়দী "শারহুল ইহইয়া" (৫/৩৫২) গ্রন্থে তাকে সমর্থন করেছেন। "আত-তাবাকাত" (৪/১৫৪) গ্রন্থে সুবকী অনুরূপ কথাই উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির প্রথম অংশটির মূল পেয়েছি, কিন্তু বানোয়াট। হারেস ইবনু আবী উসামা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

বড় বড় পৃষ্ঠার বারো পৃষ্ঠার এক দীর্ঘ হাদীছের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। সুয়ূতী সেটিকে "আল-লাআলী" (২/৩৬১-৩৭৩) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

হাফিয ইবনু হাজার "আল-মাতালিবুল আলিয়া" গ্রন্থে বলেছেন ঃ হাদীছটির পূরোটাই রাসূল (ﷺ)-এর উপর বানানো হয়েছে। এর দ্বারা মায়সারা ইবনু আব্দে রাব্বিহিকে মিথ্যার দোষে দোষী করা হয়েছে। যার মধ্যে কোন বরকত দেয়া হয়নি।

٦٢٨. (تَنَقَّهْ، وَتَوَقَّهْ).

৬২৮। পবিত্ররূপে থাক আর বেছে বেছে চলো।

হাদীছটি দুর্বল।

এটিকে উকায়লী "আয-যো'য়াফা" (পৃ ঃ ২২২) গ্রন্থে, তাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে আর তার থেকে আবূ নো'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" (৭/২৬৭) গ্রন্থে, তাম্মাম "আল-ফাওয়ায়েদ" (৩/৪০) গ্রন্থে, আবূ মুহাম্মাদ আল-খালদী "জুযইউম মিন ফাওয়ায়েদ" (১/৪৪) গ্রন্থে, আবুল আব্বাস ইবনুল মুনীর "আল-আমালী" (১/২৮) গ্রন্থের পঞ্চম মসলিসে, আর-রামহুরমুযী "আল-মুহাদ্দিছুল ফাসেল" (পৃ ঃ৪৯) গ্রন্থে এবং "আল-আমছাল" (২/১২৩) গ্রন্থে ও আরো অনেকে আব্দুল্লাহ ইবনু মিস'আর সূত্রে মিস'আর হতে তিনি ওয়াবরা হতে ...বর্ণনা করেছেন। উকায়লী বলেন ঃ

আব্দুল্লাহর মুতাবা'য়াত করা যায় না, হাদীছটি একমাত্র তার মাধ্যমেই জানা যায়।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইমাম যাহাবী বলেন ঃ তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত। আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীছ। তিনিই ৬০৭ নম্বর হাদীছের বর্ণনাকারী।

সুয়ূতী একটি মুরসাল বর্ণনাকে আলোচ্য হাদীছটির শাহেদ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। সেটি সহীহ নয়।

٦٢٩. (مَنْ بَاتَ عَلَى طَهَارَةٍ ثُمَّ مَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ مَاتَ شَهِيْدًا).

৬২৯। যে ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় রাত্রি যাপন করবে, অতঃপর সে রাতেই মারা যাবে সে শহীদ হিসাবে মৃত্যু বরণ করল।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনুস সুন্নী "আমালুল ইয়াওয়াম ওয়াল লাইলাহ" (নং ৭২৯) গ্রন্থে সুলায়মান ইনু সালামা আল-খাবায়েরী হতে তিনি ইউনুস ইবনু আতা হতে তিনি সালামা আল-লাইছী এবং শুরায়িক ইবনু আবী নামির হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি বানোয়াট। সুলায়মান সম্পর্কে ইবনুল জুনায়েদ বলেন ঃ তিনি মিথ্যা বলতেন।

ইউনুস ইবনু আতা সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি আশ্চর্যজনক হাদীছ বর্ণনাকারী, তার হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা না জায়েয।

হাকিম, আবূ সা'ঈদ নাক্কাশ ও আবূ নো'য়াইম বলেন ঃ তিনি হুমায়েদ আত-তাবীল হতে জাল হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তা সত্ত্বেও সুয়ূতী "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে ইবনুস সুন্নীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন! মানাবীও কোন প্রকার সমালোচনা করেননি!

٦٣٠. (قَالَ اللهُ تَعَالَى: الإِخْلاَصُ سِرٌّ مِنْ سِرِّيْ، اسْتَوْدَعْتُهُ قَلْبَ مَنْ أَحْبَبْتُ مِنْ عِبَادِي).

৬৩০। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ইখলাস হচ্ছে আমার রহস্যময়তার এক রহস্য। তাকে আমার বান্দাদের মধ্য হতে সেই হৃদয়ে রক্ষিত করে রেখেছে যাকে আমি ভালবাসি।

হাদীছটি দুর্বল।

এটিকে গাযালী "আল-ইহইয়া" (৪/৩২২) গ্রন্থে হাসান হতে বর্ণনা করেছেন। তার তাখরীজকারী হাফিয ইরাকী বলেন ঃ

এটির সনদের বর্ণনাকারী আহমাদ ইবনু আতা এবং আব্দুল ওয়াহিদ ইবনু যায়েদ তারা উভয়েই মাতরূক। আবুল কাসেম আল-কুশায়রী "আর-রিসালাহ" গ্রন্থে দুর্বল সনদে আলী ইবনু আবী তালেবের হাদীছ হতে বর্ণনা করেছেন।

٦٣١. (ثَلاَثَةٌ لَيْسَ عَلَيْهِمْ حِسَابٌ فِيْمَا طَعِمُوْا إِذَا كَانَ حَلاَلاً، الصَّائِمُ وَالْمُتَسَحِّرُ، وَالْمُرَابِطُ فِي سَبِيْلِ اللهِ).

৬৩১। তিন ব্যক্তি কী পানাহার করলো তার কোন হিসাব হবে না যদি তা হালাল হয়। সাওম পালনকারী, সাহ্‌রী ভক্ষণকারী এবং আল্লাহর পথে নিজেকে জড়িতকারী।

হাদীছটি জাল।

এটিকে তাবারানী (৩/১৪৩/১) আব্দুল্লাহ ইবনু ইসমাহ হতে তিনি আবুস সাবাহ হতে তিনি আবূ হাশেম হতে... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি বানোয়াট। মানাবী হায়ছামীর উদ্ধৃতিতে বলেছেন ঃ আব্দুল্লাহ ইবনু ইসমাহ এবং আবুস সাবাহ তারা উভয়েই মাজহূল। তিনি নিজেও তা সমর্থন করেছেন।

কখনও নয়, আবুস সাবাহ মাজহূল নন। বরং তিনি পরিচিত তবে জাল করার সাথে। তাকে হাফিয "আল-লিসান" গ্রন্থে উল্লেখ করে তার নাম আব্দুল গফূর বলেছেন।

ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তার হাদীছ কিছুই না। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি হাদীছ জালকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইমাম বুখারী বলেন ঃ তাকে মুহাদ্দিছগণ পরিত্যাগ করেছেন। ইবনু আদী বলেন ঃ তিনি দুর্বল, মুনকারুল হাদীছ।

অতঃপর তিনি তার কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করেছেন, যার কোন কোনটিতে জালের আলামত সুস্পষ্ট। তিনি এ হাদীছটির দ্বারা মিথ্যার দোষে দোষী।

٦٣٢. (أَوَّلُ مَنْ يُدْعَى إِلَى الْجَنَّةِ الْحَمَّادُوْنَ الَّذِيْنَ يَحْمَدُوْنَ اللهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ).

৬৩২। সর্ব প্রথম প্রশংসাকারীদেরকে জান্নাতের দিকে ডাক দেয়া হবে যারা সুখে ও দুঃখে আল্লাহর প্রশংসা করে।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি তাবারানী "আল-মু'জামুস সাগীর" (পৃ ঃ ৫৭) ও "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে এবং "আল-আওসাত" গ্রন্থে, আবুশ শাইখ তার "আহাদীছ" (২/১৬) গ্রন্থে, আবূ বাক্র ইবনু আবী আলী আল-মা'য়াদ্দিল "সাব'উ মাজালেস মিনাল আমালী" (১/১২) গ্রন্থে এবং আবূ নো'য়াইম (৫/৬৯) আলী ইবনু আসেম হতে তিনি কায়েস ইবনুর রাবী' হতে তিনি হাবীব ইবনু আবী ছাবেত হতে... বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী ও আবূ নো'য়াইম বলেন ঃ হাদীছটি হাবীব হতে একমাত্র কায়েস ইবনুর রাবী' এবং শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ বর্ণনা করেছেন। তাবারানী একটু বেশী বলেছেন ঃ শু'বা হতে একমাত্র নাস্র ইবনু হাম্মাদ বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তাবারানী "আল-মু'জামুস সাগীর" গ্রন্থে, বাগাবী "শারহুস সুন্নাহ" (১/১৪৪/২) এবং যিয়া "আল-মুখতারাহ" (৭/১৩/১) গ্রন্থে নাস্র ইবনু হাম্মাদ সূত্রে শু'বা হতে তিনি হাবীব হতে বর্ণনা করেছেন।

এই মুতাবা'য়াত নিতান্তই দুর্বল। কারণ এর বর্ণনাকারী নাস্র ইবনু হাম্মাদ মিথ্যুক।

আর প্রথম সূত্রটি তিনটি কারণে দুর্বল ঃ

১ ও ২। আলী ইবনু আসেম দুর্বল। অনুরূপভাবে কায়েস ইবনুর রাবী'ও দুর্বল।

৩। হাবীব ইবনু আবী ছাবেত 'আন্ আন্' করে বর্ণনা করেছেন। তিনি মুদাল্লিস।

হাদীছটি ইবনু আবিদ দুনিয়া "আস-সাব্‌র" (১/৫০) গ্রন্থে ও হাকিম (১/৫০২) সহীহ সনদে আব্দুর রহমান ইবনু আব্দিল্লাহ আল-মাস'উদী হতে তিনি হাবীব ইবনু আবী ছাবেত হতে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ এটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন!

এ সহীহ বলার মধ্যে কতিপয় ধরার বিষয় আছে ঃ

১। মাস'উদী হতে ইমাম মুসলিম মোটেই বর্ণনা করেননি। ইমাম বুখারী মু'য়াল্লাকের ক্ষেত্রে বর্ণনা করেছেন। অতএব মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ বলাটা ঠিক না।

২। মাস'উদী দুর্বল তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটার কারণে। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ

তার পূর্বের হাদীছ পরের হাদীছের সাথে মিশে গিয়েছিল, পার্থক্য করা যেত না। অতএব তাকে পরিত্যাগ করাই হচ্ছে তার প্রাপ্য। ইমাম যাহাবী নিজে "আল-মীযান" গ্রন্থে হেফযের দিক দিয়ে তিনি মন্দ ছিলেন বলে আখ্যা দিয়েছেন। অতএব তার হাদীছ কিভাবে সহীহ হয়?

৩। হাবীব ইবনু আবী ছাবেত 'আন্ আন্' করে বর্ণনা করেছেন। তিনি মুদাল্লিস। তার হাদীছ সহীহ হয় কিভাবে?

٦٣٣. (مَنْ نَظَرَ فِي الدُّنْيَا إِلى مَنْ هُوَ دُوْنَهُ، وَنَظَرَ فِي الدِّيْنِ إِلى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ كَتَبَهُ اللهُ صَابِرًا وَشَاكِرًا، وَمَنْ نَظَرَ فِي الدُّنْيَا إِلى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ وَفِي الدِّيْنِ إِلى مَنْ هُوَ دُوْنَهُ لَمْ يَكْتُبْهُ اللهُ صَابِرًا وَلاَ شَاكِرًا).

৬৩৩। যে ব্যক্তি দুনিয়াবী বিষয়ে তার নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি দিবে আর দ্বীনের ব্যাপারে তার উপর স্তরের ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি দিবে আল্লাহ্ তাকে ধৈর্যশীল এবং শুকুরগুজার হিসাবে লিপিবদ্ধ করবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়াবী বিষয়ে তার উচ্চ স্তরের ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি দিবে আর দ্বীনী ব্যাপারে তার নিম্ন স্তরের ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি দিবে আল্লাহ্ তাকে ধৈর্যশীল এবং শুকুরগুজার হিসাবে লিপিবদ্ধ করবেন না।

এ ভাষায় হাদীছটির কোন ভিত্তি নেই।

এটি গাযালী "আল-ইহইয়া" (৪/১০৮) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হাফিয ইরাকী বলেন ঃ তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী মুছান্না ইবনু সাবাহ সূত্রে (৩/৩২০) আম্র ইবনু

শু'আয়িব হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তবে ভাষায় পার্থক্য রয়েছে।

এ হাদীছটি গারীব-এ কথা বলার মাধ্যমে তিরমিযী এটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

তার সমস্যা হচ্ছে মুছান্না। হাফিয ইরাকী বলেন ঃ তিনি দুর্বল।

এ দুর্বল হাদীছ হতে আমরা নিরাপদে থাকতে পারি রাসূল (ﷺ) হতে সাব্যস্ত হওয়া নিম্নোল্লিখিত সহীহ হাদীছ দ্বারা ঃ

''انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم).

'তোমরা তোমাদের নিচু স্তরের ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি দাও, তোমাদের উপরের স্তরের ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি দিও না। কারণ তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে এই যে, তোমাদের উপর আল্লাহর দেয়া নে'য়ামাতকে অবহেলা করবে না।'

হাদীছটি ইমাম মুসলিম ও তিরমিযী বর্ণনা করে বলেছেন ঃ এটি সহীহ। ইমাম বুখারীও অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

٦٣٤. (إِنَّكُمْ لا تَسَعُوْنَ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، فَلْيَسَعْهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ).

৬৩৪। তোমরা লোকদেরকে তোমাদের সম্পদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করো না। তোমরা তাদেরকে তোমাদের হাস্যোজ্জ্বল চেহারা এবং সুন্দর আচরণ দ্বারা পরিতৃপ্ত কর।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি আলী ইবনু হার্ব আত-তাঈ তার "হাদীছ" (১/৮১) গ্রন্থে এবং আবূ নো'য়াইম (১০/২৫) আব্দুল্লাহ ইবনু সা'ঈদ আল-মাকবুরী সূত্রে তার দাদা হতে তিনি আবূ হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন।

সুয়ূতী বলেছেন ঃ হাকিম এবং বাইহাকীও বর্ণনা করেছেন। মানাবী বলেছেন ঃ

বাইহাকী বলেন ঃ আব্দুল্লাহ ইবনু সা'ঈদ তার পিতা হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা হতে অন্য এক দুর্বল সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। "আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে ঃ এই আব্দুল্লাহ ইবনু সা'ঈদ একেবারে দুর্বল। ফাল্লাস বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ, মাতরূক। ইয়াহইয়া বলেন ঃ আমার কাছে তার মিথ্যা প্রকাশ পেয়ে গেছে। দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মাতরূক। অতঃপর তিনি বলেন, বুখারী বলেছেন ঃ মুহাদ্দিছগণ তাকে পরিত্যাগ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটি হায়ছামী "আল-মাজমা" (৮/২২) গ্রন্থে আবূ ই'য়ালা এবং বায্যারের বর্ণনায় উল্লেখ করে বলেছেন ঃ তাতে আব্দুল্লাহ ইবনু সা'ঈদ রয়েছেন, তিনি দুর্বল।

মুনযেরী যে বলেছেন, আবূ ই'য়ালা এবং বায্যার বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন, সেগুলোর একটি হাসান ও ভাল।

আমার ভয় হচ্ছে যে, এরূপ কথা তিনি সন্দেহ বশত দু'টি কারণে বলেছেন ঃ

১। যদি তার হাসান সূত্র থাকতো তাহলে হায়ছামী শুধুমাত্র দুর্বল সূত্রটিই উল্লেখ করতেন না।

২। বাইহাকী স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, মাকবুরী হাদীছটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

٦٣٥. (ذَرُوْا الْعَارِفِيْنَ الْمُحْدَثِيْنَ مِنْ أُمَّتِيْ، لاَ تُنَزِّلُوْهُمُ الْجَنَّةَ وَلاَ النَّارَ، حَتَّى يَكُوْنَ اللهُ الَّذِيْ يَقْضِيْ فِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

৬৩৫। তোমরা আমার উম্মাতের নবাবিষ্কারী প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদেরকে পরিত্যাগ কর। তাদেরকে জান্নাতে স্থান দিও না আর জাহান্নামেও না। আল্লাহই কিয়ামত দিবসে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা দিবেন।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু আদী (১/২০৮), ছাকাফী "আল-ফাওয়ায়েদুল আওয়ালিল মুনতাকাত" {"আছ-ছাকাফিয়াত" নামে প্রসিদ্ধ} (খণ্ড ৬/ নং ১০) গ্রন্থে এবং আল-খাতীব "আত-তারীখ" (৮/২৯২) গ্রন্থে আইউব ইবনু সুওয়ায়েদ সূত্রে সুফিয়ান হতে তিনি খালেদ ইবনু আবী কারীমাহ হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু মিসওয়ার হতে ... বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি বানোয়াট। আব্দুল্লাহ ইবনু মিসওয়ার মিথ্যার দোষে দোষী। ইমাম যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ

ইমাম আহমাদ ও অন্য বিদ্বানগণ বলেছেন ঃ তার হাদীছগুলো বানোয়াট। অতঃপর তিনি তার হাদীছগুলো উল্লেখ করেছেন। এটি সেগুলোর একটি। "আল-লিসান" গ্রন্থে এসেছে ঃ

ইবনুল মাদীনী বলেন ঃ তিনি রাসূল (ﷺ)-এর উপর হাদীছ জাল করতেন। তিনি শুধুমাত্র শিষ্টাচার বা উৎসর্গকৃত বস্তুর বিষয়ে হাদীছ জাল করতেন। তাকে যখন প্রশ্ন করা হত, তখন তিনি বলতেন ঃ অবশ্যই তাতে সাওয়াব রয়েছে।

ইমাম বুখারী বলেন ঃ তিনি হাদীছ জালকারী। নাসাঈ বলেন ঃ

তিনি মিথ্যুক। ইবনু হিব্বান (২/২৯) বলেন ঃ

তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীছ বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

তা সত্ত্বেও সুয়ূতী হাদীছটি "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন!

٦٣٦. (المُتَحَابُّوْنَ فِي اللهِ عَلَى كَرَاسِيِ مِّنْ يَاقُوْتٍ أَحْمَرَ حَوْلَ الْعَرْشِ).

৬৩৬। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে পরস্পরে মুহাব্বাতকারীরা আরশের চারপার্শ্বে লাল রঙয়ের ইয়াকূত পাথরের চেয়ারে থাকবে।

হাদীছটি মুনকার।

এটি তাবারানী (১/১৯৮/২) এবং আছ-ছাকাফী "আছ-ছাকাফিয়াত" (৬/৪৯/২) গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দিল আযীয আল-লাইছী হতে তিনি সুলায়মান ইবনু আতা হতে...বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন ঃ এ হাদীছটি নিরাপদ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সনদটি নিতান্তই দুর্বল। এই আব্দুল্লাহ লাইছী সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও আবূ হাতিম বলেন ঃ

তিনি মুনকারুল হাদীছ। ইবনু হিব্বান "আল-মাজরূহীন" (২/১৬) গ্রন্থে বলেন ঃ

তার শেষ বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল, তিনি তার অজান্তেই সনদগুলো উলট পালট করে ফেলতেন। আর মুরসাল হাদীছগুলোকে মারফূ' করে ফেলতেন। ফলে তাকে পরিত্যাগ করাই তার প্রাপ্য।

তার শাইখ সুলায়মান ইবনু আতাকে ইবনু আবী হাতিম (২/১/১৩৩) উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। তবে ইবনু হিব্বান তাকে "আছ-ছিকাত" (২/১০৯) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

সুয়ূতী হাদীছটি "আল-জামে" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ কারণে মানাবী তার সমালোচনা করেছেন।

হাদীছটি নূরের চেয়ারের ভাষ্যে সাব্যস্ত হয়েছে। দেখুন "আত-তারগীব" (৪/৪৭-৪৮)। অতএব ইয়াকূতের চেয়ারের কথা উল্লেখ হওয়ায় আলোচ্য হাদীছটি মুনকার।

٦٣٧. (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُلِحِّيْنَ فِي الدُّعَاءِ).

৬৩৭। আল্লাহ অবশ্যই দো'আর মধ্যে অতিরঞ্জিত করাকে ভালবাসেন।

হাদীছটি বাতিল।

এটি উকায়লী "আয-যো'য়াফা" (৪৬৭) গ্রন্থে এবং আবূ আব্দিল্লাহ আল-ফালাকী "আল-ফাওয়ায়েদ" (২/৮৯) গ্রন্থে বাকিয়াহ হতে তিনি ইউসুফ ইবনুস সাফার হতে তিনি আওযা'ঈ হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল বরং বানোয়াট। ইউসুফ ইবনুস সাফার মিথ্যুক। বরং বাইহাকী বলেন ঃ তাকে হাদীছ জালকারীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। মানাবী হাফিয ইবনু হাজারের উদ্ধৃতিতে বলেন ঃ ইউসুফ ইবনুস সাফার আওযা'ঈ হতে এককভাবে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তিনি মাতরূক। সম্ভবত বাকিয়াহ তাদলীস করেছেন।

ইবনু আদী "আল-কামিল" (১/৪১৮) গ্রন্থে বলেন ঃ যেসব হাদীছ ইউসুফ আওযা'ঈ হতে বর্ণনা করেছেন তার সবই বাতিল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বাকিয়াহ এ হাদীছটি ইউসুফ হতে দু'ভাবে বর্ণনা করেছেন। একবার স্পষ্টভাবে তার থেকে শ্রবণ সাব্যস্ত করেছেন। আরেকবার তাকে (ইউসুফকে) ফেলে দিয়েছেন। কারণ তিনি দুর্বল এবং মাতরূকীনদের থেকে তাদলীস করতেন। এ দ্বিতীয় বর্ণনাটি তারই প্রমাণ।

٦٣٨. (الجَالِسُ وَسَطَ الحَلْقَةِ مَلْعُونٌ).

৬৩৮। যে ব্যক্তি মজলিসের মধ্যে বসবে সে অভিশপ্ত।

হাদীছটি দুর্বল।

এটিকে আল-কুতায়ফী "আল-আলফু দীনার" (১/১৬/২) গ্রন্থে শুরায়িক সূত্রে শু'বা হতে তিনি হুমাম হতে তিনি কাতাদা হতে... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ দু'টি কারণে সনদটি দুর্বল ঃ

১। শুরায়িক হচ্ছেন ইবনু আব্দিল্লাহ আল-কাযী- তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ

তিনি বহু ভুল করতেন। যখন তাকে কুফায় কাযী হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয় তখন হতে তার মুখস্থ বিদ্যায় পরিবর্তন ঘটেছিল ।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার মুতাবা'য়াত করা হয়েছে। তবে শব্দে হেরফের রয়েছে।

২। সনদে আবূ মিজলায এবং হুযায়ফার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সংঘটিত হয়েছে। কারণ আবূ মিজলায হুযায়ফা হতে শ্রবণ করেননি, যেমনটি ইবনু মা'ঈন বলেছেন। বরং ইমাম আহমাদ বলেন ঃ মিজলাযের তার সাথে সাক্ষাতই ঘটেনি।

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক শুরায়িকের মুতাবা'য়াত করেছেন। যেটি ইমাম তিরমিযী (৪/৭) নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ

'হুযায়ফা বলেন ঃ মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ভাষায় সেই ব্যক্তি অভিশপ্ত কিংবা মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ভাষায় সেই ব্যক্তির উপর আল্লাহর অভিশাপ যে ব্যক্তি মজলিসের মধ্য স্থলে বসল।' অনুরূপভাবে হাকিম (৪/২৮১), আহমাদ (৫/৩৮৪,৩৯৮,৪০১) শু'বা হতে বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেছেন ঃ হাদীছটি হাসান সহীহ। হাকিম বলেন ঃ হাদীছটি শাইখায়নের শর্তানুযায়ী সহীহ। ইমাম যাহাবীও তার মতই মত দিয়েছেন!

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তারা সকলে উল্লেখিত বিচ্ছিন্নতাকে ভুলে গেছেন। তা দ্বারা ইমাম আহমাদও হাদীছটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন। কারণ তিনি সহীহ সনদে শু'বার উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ আবূ মিজলায হুযায়ফা হতে শ্রবণ করেননি।

হাদীছটি আবূ দাউদ ও তিরমিযী ভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেটিও দুর্বল।

٦٣٩. (رَكْعَتَانِ مِنَ الْمُتَزَوِّجِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ رَكْعَةً مِنَ الأَعْزَبِ).

৬৩৯। বিবাহিত ব্যক্তির দু'রাকা'আত অবিবাহিত ব্যক্তির সত্তর রাকা'আতের চেয়েও উত্তম।

হাদীছটি জাল।

এটি উকায়লী "আয-যো'য়াফা" (৪৩২) গ্রন্থে মুজাশে' ইবনু আম্‌র হতে তিনি আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদ হতে ... বর্ণনা করেছেন।

মুজাশে'র হাদীছ মুনকার, নিরাপদ নয়। ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তাকে মিথ্যুক হিসাবে পেয়েছি। ইবনু হিব্বান (২/৩২১) বলেন ঃ

তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাদীছ জাল করতেন। তাকে শুধুমাত্র দোষারোপ করার উদ্দেশ্যেই উল্লেখ করা বৈধ।

উকায়লীর উদ্ধৃতিতে ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (২/২৫৭) গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। সুয়ূতী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ তার অন্য সূত্রও রয়েছে। এ সমালোচনার কোন যৌক্তিকতা নেই। কারণ অন্য সূত্রটি বাতিল। তার দ্বারা সাক্ষ্য (শাহেদ) গ্রহণ করা যায় না।

এ ছাড়া এটির আরেকটি সমস্যা হচ্ছে এই যে, আব্দুর রহমান ইবনু যায়েদও মিথ্যার দোষে দোষী। পূর্বেও তার কতিপয় হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যদি মুজাশে' হতে হাদীছটি নিরাপদ হয় তাহলে তার থেকে নিরাপদ নয়।

অতঃপর আমি হাদীছটির আরেকটি সূত্র পেয়েছি যেটি আবুল হাসান আল-আবনূসী "আল-ফাওয়ায়েদ" (১/৩২) গ্রন্থে আহমাদ ইবনু মুসলিম হতে তিনি আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ হতে তিনি দাউদ ইবনু আব্দিল্লাহ আন-নুমারী হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি সাকেত (নিক্ষিপ্ত)। কারণ আহমাদ ইবনু মুসলিম এবং দাউদ ইবনু আব্দিল্লাহ আন-নুমারীর জীবনী কে বর্ণনা করেছেন পাচ্ছি না। আর আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ মিথ্যুক। ইমাম যাহাবী বলেন ঃ

আবূ হাতিম এবং ইবনু সা'য়েদ তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি দুর্বল। অন্যবার বলেছেন ঃ তিনি মাতরূক।

٦٤٠. (رَكْعَتَانِ مِنَ الْمُتَأَهِّلِ خَيْرٌ مِنَ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِيْنَ رَكْعَةً مِنَ الْعَزَبِ).

৬৪০। বিবাহিত ব্যক্তির দুই রাকা'আত সালাত অবিবাহিত ব্যক্তির বিরাশি রাকা'আতের চেয়েও উত্তম।

হাদীছটি বাতিল।

এটি তাম্মাম আর-রাযী "আল-ফাওয়ায়েদ (৬/১১৮/১) গ্রন্থে এবং যিয়া "আল-মুখতারাহ" (১/১১৭) গ্রন্থে মাস'উদ ইবনু আম্‌র আল-বাক্‌রী হতে... বর্ণনা করেছেন।

ইমাম যাহাবী মাস'উদের জীবনীতে বলেন ঃ আমি তাকে চিনি না, তার হাদীছ বাতিল।

অতঃপর তিনি এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে তার বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" (২/১৬০) গ্রন্থে অন্য সূত্র রয়েছে বলার পর বলেছেন ঃ হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ এ হাদীছটি মুনকার, এটির তাখরীজ করার কোন অর্থ হয় না! অতএব ইমাম সুয়ূতী কর্তৃক হাদীছটির অন্য সূত্র রয়েছে এরূপ বলে ইবনুল জাওযীর সমালোচনা করার কোন অর্থ হয় না। "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থেও উল্লেখ করাটা অর্থহীন।

٦٤١. (كَانَ النَّاسُ يَعُوْدُوْنَ دَاوُدَ، يَظُنُّوْنَ أَنَّ بِهِ مَرَضًا وَمَا بِهِ إِلاَّ شِدَّةُ الْخَوْفِ مِنَ اللهِ تَعَالَى).

৬৪১। লোকেরা দাউদ (আ ঃ)-কে দেখতে যেত। তারা ধারণা করত যে প্রচণ্ড আল্লাহ ভীতিই ছিল তার অসুখ।

হাদীছটি জাল।

এটি তাম্মাম "আল-ফাওয়ায়েদ" (২/৪৯) গ্রন্থে, তার থেকে ইবনু আসাকির (১৪/৩৩৮/২) এবং আবূ নো'য়াইম বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে দাউদ (আঃ)-এর জীবনীতে ইবনু আসাকির এবং যিয়া "আল-আহাদীছু ওয়াল হিকায়াত" (২/১৫০) গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান ইবনে গাযওয়ান আয-যাব্বী হতে তিনি আল-আশজা'ঈ হতে তিনি সুফিয়ান হতে... বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আসাকির বলেন ঃ হাদীছটি নিতান্তই গারীব এবং ইবনু গাযওয়ান দুর্বল।

হাদীছটি সুয়ূতী "আল-জামে'" গ্রন্থে একমাত্র ইবনু আসাকিরের বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। এ কারণে মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ আবূ নো'য়াইমও হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। অতঃপর মানাবী বলেন ঃ তাতে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান রয়েছেন।

হাফিয যাহাবী বলেছেন, ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি হাদীছ জালকারী। ইবনু আদী বলেন ঃ তিনি জাল করার দোষে দোষী।

যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেছেন, দারাকুতনী ও অন্য বিদ্বানগণ বলেন ঃ তিনি হাদীছ জাল করতেন। ইবনু আদী বলেন ঃ নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে তার বাতিল হাদীছ রয়েছে।

হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে বলেছেন, ইবনু আদী বলেন ঃ তিনি হাদীছ জালকারীদের অন্তর্ভুক্ত। হাকিম বলেন ঃ তিনি ইমাম মালেক এবং ইব্রাহীম ইবনু সা'আদ হতে কতিপয় জাল হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

বাহ্যিকতা প্রমাণ করছে যে, এটি ইসরাইলী বর্ণনা।

٦٤٢. (السِّوَاكُ يُزِيْدُ الرَّجُلَ فَصَاحَةً).

৬৪২। মিসওয়াক ব্যক্তির বাকপটুতা বৃদ্ধি করে।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু আদী "আল-কামিল" (২/৩৮৮) গ্রন্থে, আল-খাতীব "তালখীসুল মুতাশাবেহ" (২/১৪৭) গ্রন্থে আবূ ই'য়ালা সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু বাহ্‌র হতে তিনি মু'য়াল্লা ইবনু মায়মূন হতে তিনি আম্‌র ইবনু দাঊদ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

উকায়লী "আয-যো'য়াফা" (২৭৭) গ্রন্থে, আবূ বাক্‌র আল-খাতালী "জুযউম মিন হাদীছ" (২/৪৪) গ্রন্থে, আবূ সা'ঈদ ইবনুল আ'রাবী "আল-মু'জাম" (১/১২২) গ্রন্থে, তার থেকে কাযা'ঈ (১/১৩) এবং দাইলামী (২/২২২) অন্য সূত্রে মু'য়াল্লা হতে বর্ণনা করেছেন।

উকায়লী বলেন ঃ তিনি (মু'য়াল্লা) সিনান ইবনু আবী সিনান হতে বর্ণনা করেছেন, তারা উভয়েই মাজহূল। হাদীছটি ত্রুটিযুক্ত।

ইবনু আদী মু'য়াল্লার জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। তিনি তার আরো দু'টি হাদীছ উল্লেখ করার পর বলেছেন ঃ উল্লেখিত হাদীছ ছাড়াও তার থেকে বর্ণিত আরো হাদীছ রয়েছে, সেগুলো নিরাপদ নয়। বরং সেগুলো মুনকার।

"আল-কাশফ" গ্রন্থে এসেছে, সাগানী বলেন ঃ হাদীছটির জাল হওয়াটা সুস্পষ্ট। ইবনুল জাওযী বলেন ঃ এটির কোন ভিত্তি নেই।

٦٤٣. (إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَفْرَحُ بِذِهَابِ الشِّتَاءِ؛ لِمَا يَدْخُلُ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ مِنَ الشِّدَّةِ).

৬৪৩। শীতকাল চলে গেলে অবশ্যই ফেরেশতারা আনন্দিত হয়। কারণ শীত দরিদ্র মু'মিনদের কষ্ট বয়ে আনে।

হাদীছটি মুনকার।

এটি ইবনু আদী পূর্বের হাদীছটির সনদে বর্ণনা করেছেন। আর উকায়লী (৪২২), অনুরূপভাবে তাবারানী (৩/১১২/১) অন্য সূত্রে মা'য়াল্লা ইবনু মায়মূন হতে তিনি মুজাহিদ হতে... বর্ণনা করেছেন। উকায়লী বলেন ঃ

মা'য়াল্লা ইবনু মায়মূন মুনকারুল হাদীছ। তার হাদীছের মুতাবা'য়াত করা যায় না। এ হাদীছটি একমাত্র তার মাধম্যেই জানা যায়। তার অনুরূপ আরো মুনকার হাদীছ রয়েছে সেগুলোরও মুতাবা'য়াত করা যায় না।

'তার হাদীছের মুতাবা'য়াত করা যায় না' এ কথাটি আশ্চর্যজনক। কারণ তিনি নিজেই (পৃ ঃ১৫০) নো'য়াইম ইবনু হাম্মাদের সূত্রে... হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

উকায়লী বলেন ঃ তার হাদীছ নিরাপদ নয়। কারণ মুজাহিদ হতে বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু নুমায়ের বর্ণনা করার দিক দিয়ে প্রসিদ্ধ নন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ নো'য়াইম দুর্বল।

٦٤٤. (حَامِلُ كِتَابِ اللهِ لَهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِيْنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِائَتَا دِيْنَارٍ، فَإِنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَضَى اللهُ لَهُ ذَلِكَ الدَّيْنَ).

৬৪৪। আল্লাহর কিতাবকে বহনকারীর জন্য মুসলমানদের বাইতুল মাল হতে প্রতি বছর দু'শত দীনার করে বরাদ্দ রয়েছে। তার উপর ঋণ থাকা অবস্থায় যদি সে মৃত্যু বরণ করে তাহলে আল্লাহই তার ঋণ পরিশোধ করবেন।

হাদীছটি জাল।

এটি দাইলামী আব্বাস ইবনুয যাহ্হাক হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনে আব্দিল্লাহ আল-হারাবী হতে তিনি মুকাতিল ইবনু সুলায়মান হতে...বর্ণনা করেছেন।

হাদীছটি সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে আগত হাদীছটির শাহেদ হিসাবে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ আব্বাস দাজ্জাল। মুকাতিল ইবনু সুলায়মান সম্পর্কে ওয়াকী' ও অন্য বিদ্বানগণ বলেছেন ঃ তিনি মিথ্যুক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তাহলে হাদীছটি উল্লেখ করার উপকারিতা কী? আর কেনই বা তিনি "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করলেন? আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তিনি শুধু হাদীছটির প্রথম অংশটি উল্লেখ করেছেন।

ইবনুল জাওযী হাদীছটি "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

٦٤٥. (مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلَهُ مِائَتَا دِيْنَارٍ، فَإِنْ لَمْ يُعْطَهَا فِي الدُّنْيَا أَعْطِيَهَا فِي الْآخِرَةِ).

৬৪৫। যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে তার জন্য একশত দীনার বরাদ্দ রয়েছে। যদি তাকে তা দুনিয়াতে দেয়া না হয়, তাহলে তাকে তা আখেরাতে দেয়া হবে।

হাদীছটি জাল।

হাদীছটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (১/২৫৫) গ্রন্থে ইবনু আদীর বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। তিনি আম্‌র ইবনু জামী' হতে তিনি জুওয়ায়বির হতে তিনি যাহ্‌হাক হতে ...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইবনুল জাওযী বলেন : জুওয়ায়বির ধ্বংসপ্রাপ্ত আর আম্‌র মিথ্যুক।

সুয়ূতী (১/২৪৬) অভ্যাসগত ভাবে তার সমালোচনা করে বলেছেন : হাদীছটির আরেকটি মওকূফ সূত্র রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি : অতঃপর তিনি বাইহাকীর বর্ণনা হতে হাদীছটি আব্দুল মালেক ইবনু হারূণ হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি তার দাদা হতে তিনি আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। সুয়ূতী বলেন : আব্দুল মালেক মিথ্যুক। তার আরেকটি সূত্র রয়েছে।

অতঃপর তিনি পূর্বোল্লিখিত হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। যার মধ্যে দাজ্জাল বর্ণনাকারী রয়েছেন। এ ছাড়াও আরেকজন মিথ্যুক বর্ণনাকারী রয়েছেন। যেমনটি সুয়ূতী নিজেই বলেছেন।

٦٤٦. (شَابٌ سَفِيهٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَيْخٍ بَخِيلٍ عَابِدٍ، إِنَّ السَّخِيَّ قَرِيبٌ مِنَ اللهِ، قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّ الْبَخِيلَ بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ).

৬৪৬। বোকা দানশীল যুবক আমার নিকট কৃপণ আবেদ শাইখ হতে অতি উত্তম। নিশ্চয় দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী ও জাহান্নাম হতে দূরে। আর কৃপণ ব্যক্তি জান্নাত হতে দূরে, জাহান্নামের নিকটবর্তী।

হাদীছটি জাল।

এটি তাম্মাম আর-রাযী (৩/৩৮-৩৯) মুহাম্মাদ ইবনু যাকারিয়া আল-গাল্লাবী সূত্রে আল-আব্বাস ইবনু বাক্কার হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ হতে তিনি মায়মূন ইবনু মিহরান হতে তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি : আল-গাল্লাবী জালকারী। তার সম্পর্কে বহুবার আলোচনা করা হয়েছে।

সুয়ূতী হাদীছটির প্রথম অংশটি "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাকিম কর্তৃক তার "তারীখ" গ্রন্থে এবং দাইলামী কর্তৃক "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তার ভাষ্যকার মানাবী কোন প্রকার হুকুম না লাগিয়ে চুপ থেকেছেন! তিনি তার "আল-লাআলী" (২/৯৩) গ্রন্থে পূর্ণ হাদীছটি তাম্মামের সূত্র হতে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সনদ হতে কতিপয় বর্ণনাকারীকে ছেড়ে দিয়েছেন (উল্লেখ করেননি)। তাদের মধ্যে এই আল-গাল্লাবীও রয়েছেন। তিনিই হাদীছটির সমস্যা।

হাদীছটির দ্বিতীয় অংশকে ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে অন্য সূত্রে উল্লেখ করেছেন। উকায়লী বলেন ঃ এ হাদীছটির কোন ভিত্তি নেই।

٦٤٧. (أيُّ الخَلْقِ أعْجَبُ إلَيْكُمْ إيْمَانًا؟ قَالُوْا: المَلائِكَةُ، قَالَ: وَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُوْنَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ عَزَّوَجَلَّ؟ قَالُوْا: فَالنَّبِيُّوْنَ، قَالَ: وَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُوْنَ وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ؟ قَالُوْا: فَنَحْنُ، قَالَ: وَمَالَكُمْ لا تُؤْمِنُوْنَ وَأنَا بَيْنَ أظْهُرِكُمْ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ألا إنَّ أعْجَبَ الخَلْقِ إلَيَّ إيْمَانًا لَقَوْمٌ يَكُوْنُوْنَ مِنْ بَعْدِكُمْ يَجِدُوْنَ صُحُفًا فِيْهَا كِتَابٌ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا فِيْهَا).

৬৪৭। কোন্ সৃষ্টি ঈমানের দিক দিয়ে তোমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক মনে হয়? তারা বলল ঃ ফেরেশতারা। তিনি বললেন ঃ তারা তাদের প্রভুর নিকটে থাকা সত্ত্বেও কেন ঈমান আনবে না? তারা বলল ঃ তাহলে নাবীগণ। তিনি বললেন ঃ তাদের উপর ওয়াহী নাযিল হওয়া সত্ত্বেও কেন তারা ঈমান আনবে না? তারা বলল ঃ তাহলে আমরা। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেন তোমরা ঈমান আনবে না? অতঃপর বর্ণনাকারী বলেন ঃ রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ

জেনে রাখ! আমার নিকট ঈমানের দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ধরনের সৃষ্টি হচ্ছে সেই জাতি যারা তোমাদের পরে আসবে এবং এমন ধরনের গ্রন্থগুলো প্রাপ্ত হবে যার মধ্যে একটি গ্রন্থ থাকবে তাতে যা আছে তারা তার উপর ঈমান আনবে।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি হাসান ইবনু আরাফা ইসমা'ঈল ইবনু আইয়াশ আল-হিমসী হতে তিনি মুগীরা ইবনু কায়েস হতে তিনি আম্‌র ইবনু শু'য়ায়িব হতে... বর্ণনা করেছেন।

হাদীছটি ইসমা'ঈল ইবনু মুহাম্মাদ আস-সাফ্‌ফার হাসান হতে তার "জুযউ" (২/৯০) গ্রন্থে, অনুরূপভাবে বাইহাকী "আদ-দালায়েল" (খণ্ড ২) গ্রন্থে এবং আল-খাতীব "শারাফু আসহাবিল হাদীছ" (২/২৬) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল। ইসমা'ঈল ইবনু আইয়াশ শামীদের ছাড়া অন্যদের থেকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে দুর্বল আর এটি অন্যদের থেকে বর্ণনারই অন্তর্ভুক্ত। মুগীরাও দুর্বল। ইবনু আবী হাতিম (৪/১/২২৭) বলেন ঃ

তিনি বাস্‌রী, তিনি আম্‌র ইবনু শু'য়ায়িব হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি মুনকারুল হাদীছ।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু হিব্বান তাকে "আছ-ছিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যেমনটি "আল-লিসান" গ্রন্থে এসেছে।

হাদীছটি বাইহাকী অন্য সূত্রে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সেটি মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও দুর্বল। আবূ নো'য়াইম "আখবারু আসফাহান" (১/৩০৮-৩০৯) গ্রন্থে এবং সাহমী (৩৬৩) খালেদ ইবনু ইয়াযীদ আল-উমারী সূত্রে সাওরী হতে... মওসূল হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এই উমারী মিথ্যুক জালকারী।

হাদীছটি অন্য বাক্যেও বর্ণনা করা হয়েছে, সেটি হচ্ছে ঃ

٦٤٨. (أَتَدْرُوْنَ أَيَّ أَهْلِ الإِيْمَانِ أَفْضَلُ إِيْمَانًا؟ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ الْمَلاَئِكَةُ؟ قَالَ: هُمْ كَذَلِكَ، وَيَحِقُّ ذَلِكَ لَهُمْ، وَمَا يَمْنَعُهُمْ وَقَدْ أَنْزَلَهُمُ اللهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي أَنْزَلَهُمْ بِهَا؟ بَلْ غَيْرُهُمْ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ فَالأَنْبِيَاءُ الَّذِيْنَ أَكْرَمَهُمُ اللهُ تَعَالَى بِالنُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ؟ قَالَ: هُمْ كَذَلِكَ وَيَحِقُّ لَهُمْ ذَلِكَ، وَمَا يَمْنَعُهُمْ وَقَدْ أَنْزَلَهُمُ اللهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي أَنْزَلَهُمْ بِهَا؟ بَلْ غَيْرُهُمْ. قَالَ: قُلْنَا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: أَقْوَامٌ يَأْتُوْنَ مِن بَعْدِيْ فِي أَصْلاَبِ الرِّجَالِ فَيُؤْمِنُوْنَ بِيْ وَلَمْ يَرَوْنِي، وَيَجِدُوْنَ الْوَرَقَ الْمُعَلَّقَ فَيَعْمَلُوْنَ بِمَا فِيْهِ، فَهَؤُلاَءِ أَفْضَلُ أَهْلِ الإِيْمَانِ إِيْمَانًا).

৬৪৮। ঈমানদারদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ঈমানদার কে তোমরা জান কি? তারা বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল তারা ফেরেশতারা? তিনি বললেন ঃ তারাতো সেরূপই এবং তা তাদের কর্তব্যও বটে। তাদেরকে কোন বস্তুটি (ঈমান আনা হতে) বাধা সৃষ্টি করবে এমতাবস্থায় যে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন এক মর্যাদা দান করেছেন যার দ্বারা শুধু তারাই অলংকৃত? বরং তারা ছাড়া অন্যরা। তারা বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে নাবীগণ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা নুবুওয়াত এবং রিসালাত দ্বারা সম্মানিত করেছেন? তিনি বললেন ঃ তারাতো সেরূপই এবং তা তাদের কর্তব্যও বটে। তাদেরকে কোন বস্তু (ঈমান আনা হতে) বাধা সৃষ্টি করবে এমতাবস্থায় যে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন এক মর্যাদা দান করেছেন যার দ্বারা শুধু তারাই অলংকৃত? বরং তারা ছাড়া অন্যরা। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বললাম ঃ তাহলে তারা কারা হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন ঃ তারা এমন কতিপয় জাতি যারা আমার পরে আসবে, তারা এখন তাদের পুরুষদের পিঠেই রয়েছে। অতঃপর তারা আমার উপর ঈমান আনবে অথচ আমাকে তারা দেখেনি। তারা ঝুলন্ত পাতা পাবে অতঃপর তারা তাতে যা আছে তার উপর আমল করবে। তারাই হচ্ছে ঈমানদারদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ঈমানদার।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি বাগাবী "হাদীছু মুস'য়াব আয-যুবায়দী" (২/১৫২) গ্রন্থে, তার থেকে ইবনু আসাকির (১৬/২৭৪/১), আল-খাতীব "শারাফু আসহাবিল হাদীছ" (৩৬, ৩৭) গ্রন্থে আবূ ই'য়ালা সূত্রে এটি তার "মুসনাদ" (২/১৩) গ্রন্থে এবং হাকিম (৪/৮৫-৮৬) বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে আল-হারাবী "যাম্মুল কালাম" (১/১৪৮) গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু আবী হামীদ হতে তিনি যায়েদ ইবনু আসলাম হতে তিনি তার

পিতা হতে...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ সনদটি সহীহ। ইমাম যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন ঃ

মাদকে মুহাদ্দিছগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তাকে ইমাম বুখারী মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন। বলেছেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। নাসাঈ বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন। তিনি এমন এক স্তরের ব্যক্তি যার হাদীছ দ্বারা সাক্ষ্য (শাহেদ) গ্রহণ করা যায় না। যেমনটি সুয়ূতী "তাদরীবুর রাবী" (পৃ ঃ ১২৭) গ্রন্থে বলেছেন। এ কারণেই এ হাদীছটি পূর্বোল্লিখিত হাদীছের শাহেদ হবার যোগ্য নয়।

জানি না ইবনু কাসীর কেন "ইখতিসারু উলূমিল হাদীছ" (পৃ ঃ ১৪৩) গ্রন্থে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত হয়েছে বললেন। সম্ভবত তিনি ধারণা করেছেন যে, মুহাম্মাদ ইবনু আবী হামীদ শাহেদযোগ্য। অথবা তিনি অন্য কোন সূত্র পেয়েছেন। যার দ্বারা হাদীছটি শক্তিশালী হয়েছে। কিন্তু আমরা তা পায়নি। যেহেতু অন্য সূত্র আমরা পায়নি। অতএব আমরা যা বলেছি, তাই আমাদেরকে বলতে হবে।

হাদীছটির অন্য সূত্রও পাওয়া গেছে কিন্তু দুর্বলতা হতে মুক্ত নয়। বিধায় দুর্বলতা হতে তার বের হয়ে আসা সম্ভব হয়নি। সেটিকে উকায়লী "আয-যো'য়াফা" (৪২৭) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

٦٤٩. (إِنَّ أَشَدَّ أُمَّتِي حُبًّا لِي قَوْمٌ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي، يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي، يَعْمَلُونَ بِمَا فِي الْوَرَقِ الْمُعَلَّقِ).

৬৪৯। আমার উম্মাতের সেই সম্প্রদায় আমাকে সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসে যারা আমার পরে আসবে। আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে অথচ তারা আমাকে দেখেনি। তারা ঝুলন্ত পাতার মধ্যে যা কিছু পাবে তার উপর আমল করবে।

হাদীছটি এ বাক্যে বানোয়াট।

হাদীছটি ইবনু আসাকির তার 'আত-তারীখ" (১১/১৩৭/২) গ্রন্থে আহমাদ ইবনুল কাসেম হতে... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটি আবূ হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে দু'টি সূত্রে "নুবায়েত ইবনু শারীতের কপিতে" (নং ৫৭, ৫৮) এসেছে। যার মধ্যে কতিপয় সমস্যা রয়েছে। যেমনটি ইমাম যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে আহমাদ ইবনু ইসহাকের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করাই হালাল নয়, কারণ তিনি মিথ্যুক। হাফিয ইবনু হাজার তার বক্তব্যকে "আল-লিসান" গ্রন্থে সমর্থন করেছেন।

তার থেকে বর্ণনাকারী আহমাদ ইবনুল কাসেম সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেন ঃ

তাকে ইবনু মাকূলা কিছুটা দুর্বল আর দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

এ বিষয়ে নিম্নে বর্ণিত হাদীছটি সহীহ ইন্‌শাআল্লাহ।

আবূ জাম'য়াহ হতে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ

تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن بالجراح فقال: يا رسول الله أحد منا خير منا؟ أسلمنا وجاهدنا معك، قال: نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني).

'আমরা একদা রাসূল (ﷺ)-এর সাথে দুপুরের খাবার খেলাম, আমাদের সাথে আবূ উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ ছিলেন। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল আমাদের চেয়ে কি কেউ উত্তম আছে? আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং আমরা আপনার সাথে জিহাদ করেছি। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তারা এক সম্প্রদায় যারা তোমাদের পরে আসবে, অতঃপর আমাকে না দেখা সত্ত্বেও তারা আমার উপর ঈমান আনবে।'

এটি দারেমী (২/৩০৮), আহমাদ (৪/১০৬) ও হাকিম (৪/৮৪) বর্ণনা করেছেন। হাকিম হাদীছটিকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন আর যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ দারেমী এবং ইমাম আহমাদের একটি সনদ সহীহ ইন্‌শায়াল্লাহ। সুয়ূতী "তাদরীবুর রাবী" (পৃ ঃ ১৫০) গ্রন্থে অন্য ভাষায় তাদের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। সেটি তার থেকে ভুল।

٦٥٠. (احِبُّوْا قُرَيْشًا؛ فَإِنَّهُ مَنْ أحَبَّهُمْ أحَبَّهُ اللهُ تَعَالَى).

৬৫০। তোমরা কুরাইশদেরকে ভালবাস। কারণ যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ভালবাসবেন।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি আল-হাসান ইবনু আরাফা তার "জুযউ" (১/১০৭) গ্রন্থে ঈসা ইবনু মারহূম হতে তিনি আব্দুল মুহায়মেন ইবনু আব্বাস হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল। কারণ এই আব্দুল মুহায়মেন সম্পর্কে ইমাম বুখারী এবং আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। নাসাঈ বলেন ঃ

তিনি নির্ভরযোগ্য নন। অন্যত্র বলেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীছ। ইবনু হিব্বান (২/১৪১) বলেন ঃ

তিনি তার পিতা হতে বহু মুনকার হাদীছ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বেশী সন্দেহপ্রবণ হওয়ার কারণে তার মুতাবা'য়াত করা যায় না। যখন তার বর্ণনাই তার সন্দেহ প্রবণতা প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে তখন তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করাই বাতিল।

٦٥١. (مَنْ ادَّهَنَ وَلَمْ يُسَمِّ ادَّهَنَ مَعَهُ سَبْعُوْنَ شَيْطَانًا).

৬৫১। যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ না বলে তেল মালিশ করবে, সত্তরজন শয়তান তার সাথে তেল মালিশ করবে।

হাদীছটি মিথ্যা।

এটি ইবনুস সুন্নী (নং ১৭০) বাকিয়াহ ইবনুল ওয়ালিদ হতে তিনি মাসলামা ইবনু নাফে' হতে তিনি তার ভাই দুওয়ায়িদ ইবনু নাফে' কুরাশী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। কারণ দুওয়ায়িদ ইবনু নাফে' একজন তাবে' তাবে'ঈ। তিনি উরওয়াহ ইবনুয যুবায়ের হতে বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি মাকবূল। অর্থাৎ মুতাবা'য়াতের সময়। তাছাড়া তিনি দুর্বল।

তার ভাই মাসলামার জীবনী কে রচনা করেছেন পাচ্ছি না। ইবনু আবী হাতিম "আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল" গ্রন্থে তার জীবনী আলোচনা করেননি।

এ ছাড়া বাকিয়াহ মুদাল্লিস, দুর্বল এবং মিথ্যার দোষে দোষী বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণনা করা হচ্ছে তার অভ্যাস। অতঃপর তিনি তার হাদীছের সনদ হতে তাদেরকে তাদলীস করে ফেলে দিয়েছেন। সম্ভবত তিনি এ হাদীছটি কোন এক জালকারী হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তাকে সনদ হতে ফেলে দিয়েছেন। এ সনদের কোন বর্ণনাকারী সন্দেহ বশত বলেছেন যে, আমাকে মাসলামা হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। যদি এটি সঠিক হয় যে, তিনি তার থেকে শুনেছেন তাহলে তিনি তার মাজহূল শাইখদের একজন।

ইবুন আবী হাতিম "আল-ইলাল" (২/৩০৫) গ্রন্থে বলেন ঃ আমি আমার পিতাকে যে হাদীছটি হারিস ইবনু নু'মান শু'বা হতে তিনি মাসলামা ইবনু নাফে'... হতে বর্ণনা করেছেন সেটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন ঃ

এই হারিস ইবনু নু'মান হাদীছ বানাতেন। এ হাদীছটি মিথ্যা। বাকিয়াহ হাদীছটি মাসলামা ইবনু নাফে' হতে বর্ণনা করেছেন।

অথচ তা হাফিয যাহাবী এবং হাফিয ইবনু হাজারের নিকট লুক্কায়িতই রয়ে গেছে।

٦٥٢. (مَا مِنْ عَبْدَيْنِ مُتَحَابَّيْنِ فِي اللهِ يَسْتَقْبِلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَيُصَافِحُهُ وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ لَمْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَغْفِرَ اللهُ لَهُمَا ذُنُوبَهُمَا مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَمَا تَأَخَّرَ).

৬৫২। যে কোন দুই বান্দা আল্লাহর রাহে পরস্পরকে ভালবেসে একে অপরকে অভিনন্দন জানিয়ে মুসাফাহা করলে এবং নাবী (ﷺ)-এর উপর দুরূদ পাঠ করলে, তারা দু'জন পৃথক হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা উভয়ের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিবেন।

এ বাক্যে হাদীছটি নিতান্তই মুনকার।

এটি ইবনুস সুন্নী (নং ১৯০), ইবনু হিব্বান "আয-যো'য়াফা (১/২৮৯) গ্রন্থে এবং আল-বাতেরকানী "জুযউম মিন হাদীছিহি" (১/১৬৫) গ্রন্থে দারসাত ইবনু হামযাহ হতে তিনি মাতার ওররাক হতে তিনি কাতাদাহ হতে... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল। দারসাত ইবনু হামযাহ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি নিতান্তই মুনকারুল হাদীছ ছিলেন। তিনি মাতার ও অন্যদের থেকে এমন কিছু বর্ণনা করেছেন যে, শ্রবণকারীর নিকট তা জালই মনে হবে। তাকে দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

কাতাদার মধ্যে তাদলীস ছিল। তিনি আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীছটির অর্থবোধক বহু হাদীছ সাহাবাদের থেকে বর্ণিত হয়েছে যার কোনটিতেই নাবী (ﷺ)-এর উপর দুরূদ পাঠ করার কথা এবং পরবর্তী গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবার কথা উল্লেখ করা হয়নি। এটিই প্রমাণ করছে যে, বর্ধিত অংশগুলোর কারণে হাদীছটি মুনকার।

٦٥٣. (الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ وَإِنْ كَانَ رَاقِدًا عَلَى فِرَاشِهِ).

৬৫৩। সওম পালনকারীকে ইবাদাতের মধ্যে গণ্য করা হবে যদিও সে তার বিছানায় শুয়ে থাকে।

হাদীছটি দুর্বল।

এটিকে তাম্মাম (১৮/১৭২-১৭৩) বর্ণনা করেছেন।

এটির সনদের বর্ণনাকারী আবূ বাক্র ইয়াহইয়া আল-যুজাজ, মুহাম্মাদ ইবনু হারূণ এবং হাশেম ইবনু আবী হুরাইরাহর কারণে হাদীছটি দুর্বল।

এ সনদটি দুর্বল। কারণ ইয়াহইয়া আল-যুজাজ ও মুহাম্মাদ ইবনু হারূণের জীবনী কে উল্লেখ করেছেন পাচ্ছি না। আর হাশেম ইবনু আবী হুরাইরাহর জীবনী ইবনু আবী হাতিম (৪/২/১০৫) আলোচনা করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। তিনি বলেছেন ঃ

এই আবূ হুরাইরাহর নাম হচ্ছে ঈসা ইবনু বাশীর। ইমাম যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে তাকে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

তাকে চেনা যায় না। উকায়লী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ।

হাদীছটি সুয়ূতী "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে দাইলামী কর্তৃক "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ

তার সনদে মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনে সাহাল রয়েছেন। যাহাবী তার সম্পর্কে "আয-যো'য়াফা" গ্রন্থে বলেন, ইবনু আদী বলেছেন ঃ তিনি হাদীছ জালকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি দাইলামীর সূত্রে আছেন। কিন্তু তাম্মামের সূত্রে এই জালকারী না থাকার কারণে হাদীছটি বানোয়াটের পর্যায়ভুক্ত হয় না।

হাদীছটি আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ "যাওয়ায়েদুয যুহুদ" (পৃ ঃ ৩০৩) গ্রন্থে আবুল আলিয়াহ হতে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এর সনদটি সহীহ। সম্ভবত মূল হাদীছটি মওকূফ। কোন দুর্বল বর্ণনাকারী ভুল করে মারফূ' করে ফেলেছেন।

٦٥٤. (ثَلاَثٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيْمَانٍ دَخَلَ أَيَّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ، وَزُوِّجَ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنَ حَيْثُ شَاءَ، مَنْ عَفَا عَنْ قَاتِلِهِ، وَأَدَّى دَيْنًا خَفِيًا، وَقَرَأَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ). قَالَ: فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: أَوْ إِحْدَاهُنَّ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: أَوْ إِحْدَاهُنَّ).

৬৫৪। যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে তিনটি কাজ করবে, সে যে দরজা দিয়ে চায় জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং হুরদের মধ্যে যাকে চায় তার সাথে তার বিবাহ দেয়া হবে। যে ব্যক্তি তার হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিবে, লুক্কায়িত ঋণ পরিশোধ করবে এবং প্রতিটি ফরয সালাতের পর দশবার করে সূরা কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ পাঠ করবে। বর্ণনাকারী বলেন, আবূ বাক্র (ﷺ) বললেন ঃ যদি সেগুলোর একটি করে হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন ঃ যদি একটি করে তবুও।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি আবূ ই'য়ালা তার "মুসনাদ" (কাফ ২/১০৫) গ্রন্থে, তাবারানী "আল-মু'জামুল আওসাত" (কাফ ২/১৮৬) গ্রন্থে, আবূ মুহাম্মাদ আল-জাওহারী "আল-ফাওয়ায়েদুল মুন্তাকাত" (২/৪) গ্রন্থে এবং আবূ মুহাম্মাদ আল-খাল্লাল "ফাযায়েলুল ইখলাস" (কাফ ২/২০১) গ্রন্থে উমার ইবনু নাবহান হতে তিনি আবূ শাদ্দাদ হতে তিনি জাবের (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তাবারানী বলেন ঃ

এ হাদীছটি একমাত্র এ সনদেই বর্ণনা করা হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল। উমার ইবনু নাবহান সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি কিছুই না। ইবনু হিব্বান "আয-যো'য়াফা" (২/৯০) গ্রন্থে বলেন ঃ

তিনি প্রসিদ্ধদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীছ বর্ণনাকারী, তাকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। এ ছাড়া আবূ শাদ্দাদকে আমি চিনি না।

হাফিয ইবনু হাজার "নাতায়েজুল আফকার" (১/১৫৪/১) গ্রন্থে বলেন ঃ এ হাদীছটি গারীব। আর আবূ শাদ্দাদ সম্পর্কে বলেন ঃ তার নাম ও অবস্থা কোনটিই জানা যায় না। তার থেকে বর্ণনাকারীকে একদল মুহাদ্দিছ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হায়ছামী "আল-মাজমা'" (১০/১০২) গ্রন্থে বলেন ঃ হাদীছটি আবূ ই'য়ালা বর্ণনা করেছেন। তাতে উমার ইবনু নাবহান রয়েছেন, তিনি মাতরূক।

হাদীছটি ইবনুস সুন্নী আম্‌র ইবনু খালেদ সূত্রে আল-খালীল ইবনু মুররা হতে তিনি ইসমা'ঈল ইবনু ইব্‌রাহীম আল-আনসারী হতে... বর্ণনা করেছেন।

মুনযেরী হাদীছটি "আত-তারগীব" (৩/২০৮) গ্রন্থে তাবারানীর "আল-আওসাত" গ্রন্থের বর্ণনায় উল্লেখ করে দুর্বল হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি আরো বেশী দুর্বল। কারণ আনসারী মাজহূল। খালীল ইবনু মুররা একেবারে দুর্বল আর আম্‌র ইবনু খালেদ মিথ্যুক।

ইবনু আসাকির অন্য একটি সূত্রে "তারীখু দেমাস্ক" (১৭/২৭৪/১) গ্রন্থে হাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান সূত্রে ইসমা'ঈল ইবনু ইব্‌রাহীম আনসারী হতে বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এই হাম্মাদের মুতাবা'য়াত দ্বারা খুশী হওয়ার কিছু নেই। কারণ আবূ যুর'আহ বলেন ঃ তিনি মুনকার হাদীছ বর্ণনাকারী। আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি মাজহূল শাইখ, মুনকারুল হাদীছ, হাদীছের ক্ষেত্রে দুর্বল।

٦٥٥. (إِذَا انْفَلَتَتْ دَابَّةُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَلْيُنَادِ: يَا عِبَادَ اللهِ احْبِسُوْا عَلَيَّ، يَا عِبَادَ اللهِ احْبِسُوْا عَلَيَّ، فَإِنَّ لِلّٰهِ فِي الْأَرْضِ حَاضِرًا سَيَحْبِسُهُ عَلَيْكُمْ).

৬৫৫। যদি তোমাদের কোন ব্যক্তির পশু মরুভূমিতে হঠাৎ করে ছুটে যায়, তাহলে সে যেন ডাক দেয় ঃ হে আল্লাহর বান্দারা তোমরা আমার জন্য ধর, হে আল্লাহর বান্দারা তোমরা আমার জন্য ধর। কারণ যমীনে আল্লাহর উপস্থিত বান্দা রয়েছে সে দ্রুত তাকে তোমাদের জন্য ধরে আনবে।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি তাবারানী (৩/৮১/১), আবূ ই'য়ালা তার "মুসনাদ" (১/২৫৪) গ্রন্থে এবং তার থেকে ইবনুস সুন্নী "আমালুল ইয়াওয়াম ওয়াল লাইল" (৫০০) গ্রন্থে মা'রূফ ইবনু হাস্‌সান আস-সামারকান্দী সূত্রে সা'ঈদ ইবনু আবী আরূবা হতে তিনি কাতাদাহ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দু'টি কারণে দুর্বল ঃ

১। বর্ণনাকারী এই মা'রূফ পরিচিত নন। ইবনু আবী হাতিম (৪/১/৩৩৩) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেন ঃ তিনি মাজহূল। ইবনু আদী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। হায়ছামীও (১০/১৩২) এ কারণই দর্শিয়ে বলেছেন ঃ তাতে মা'রূফ রয়েছেন, তিনি দুর্বল।

২। সনদে বিচ্ছিন্নতা। হাফিয ইবনু হাজার এ সমস্যার কথাই উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ হাদীছটি গারীব, সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু বুরায়দাহ এবং ইবনু মাস'উদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। ইবনু আলান "শারহুল আযকার" (৫/১৫০) গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন।

হাফিয সাখাবী বলেন ঃ সনদটি দুর্বল। কিন্তু ইমাম নাবাবী বলেন ঃ তিনি ও আরো কতিপয় বড় শাইখ বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ কোন ইবাদাত পরীক্ষা করার মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বিশেষ করে যদি সেটি গায়েবী ব্যাপারে হয় যেমন এ হাদীছটি। অভিজ্ঞতা আর পরীক্ষা করার দ্বারা কোন হাদীছকে সহীহ সাব্যস্ত করা জায়েয না। এ হাদীছটিকে কেউ কেউ মৃত ব্যক্তির নিকট বিপদের সময় সাহায্য প্রার্থনা করা যাবে মর্মে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। নিঃসন্দেহে তা নিছক শিরক।

হাদীছটি অন্য একটি সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সেটি মু'যাল। তা ছাড়াও তাতে ইবনু ইসহাক নামের এক মুদাল্লিস বর্ণনাকারী রয়েছেন।

٦٥٦. (إِذَا أَضَلَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا، أَوْ أَرَادَ أَحَدُكُمْ غَوْثًا، وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ فَلْيَقُلْ: يَا عِبَادَ اللهِ أَغِيثُونِي، يَا عِبَادَ اللهِ أَغِيثُونِي؛ فَإِنَّ لِلّٰهِ عِبَادًا لَا نَرَاهُمْ).

৬৫৬। তোমাদের কোন ব্যক্তি যদি কিছু হারিয়ে ফেলে বা তোমাদের কেউ যদি সাহায্য পাওয়ার ইচ্ছা করে এমন এক ভূমিতে যেখানে কোন মানুষ নেই, তাহলে সে যেন বলে ঃ হে আল্লাহর বান্দারা তোমরা আমাকে সাহায্য কর, হে আল্লাহর বান্দারা তোমরা আমাকে সাহায্য কর, কারণ আল্লাহর এমন বান্দা রয়েছে যাদেরকে আমরা দেখি না।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি তাবারানী "মু'জামুল কাবীর" (৬/৫৫/১) গ্রন্থে আল-হুসাইন ইবনু ইসহাক হতে তিনি আহমাদ ইবনু ইয়াহইয়া আস-সূফী হতে তিনি আব্দুর রহমান ইবনু শুরায়িক হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু ঈসা হতে তিনি ইবনু আলী হতে তিনি উতবাহ ইবনু গাযওয়ান হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সনদটি নিম্নে বর্ণিত সমস্যার কারণে দুর্বল ঃ

১ ও ২। আব্দুর রহমান ইবনু শুরায়িক ও তার পিতা দুর্বল। হাফিয ইবনু হাজার আব্দুর রহমান সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি সত্যবাদী, ভুল করতেন। আর তার

পিতা সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি সত্যবাদী, বহু ভুল করতেন। তাকে যখন কূফার কাযী নিয়োগ করা হয় তখন হতে তার হেফযে পরিবর্তন ঘটে।

৩। সনদে উতবাহ ও ইয়াযীদ ইবনু আলীর (সঠিক হচ্ছে যায়েদ ইবনু আলী) মধ্যে বিচ্ছিন্নতা। যায়েদ আশি হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন আর উতবাহ বিশ হিজরীতে মারা যান।

তবে মওকূফ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে।

'কারণ আল্লাহর এমন বান্দা রয়েছে যাদেরকে আমরা দেখি না।' এ গুণাবলী ফেরেশতা বা জিনদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ সাধারণত আমরা তাদেরকেই দেখি না। কিন্তু ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে বর্ণিত হয়েছে, যাতে তিনি ফেরেশতাদের কথা বলে নির্দিষ্ট করেছেন।

যদি মওকূফ হিসাবে সহীহও হয়, তাহলেও আল্লাহর বান্দা দ্বারা ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে। তাদের সাথে মুসলিম জিন বা মানবকে সম্পৃক্ত করা ঠিক হবে না। চাই তারা মৃত হোক বা জীবিত হোক। কারণ তাদের থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা সুস্পষ্ট শির্ক। তারা কোন আহবান শুনে না। যদি শুনে তবুও তাদের উত্তর দেয়ার ক্ষমতা নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

"তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আঁটিরও অধিকারী নয়। তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের সে ডাক শুনে না। শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের শির্ক অস্বীকার করবে। বস্তুত আল্লাহর ন্যায় তোমাকে কেউ অবহিত করতে পারবে না" সূরা ফাতির ঃ ১৩-১৪।

(**অনুবাদক কর্তৃক নির্দেশিকা** ঃ এ ছাড়া আল্লাহর রাসূল বলেছেন ঃ 'তোমরা কিছু চাইলে আল্লাহর কাছেই চাও আর কোন সহযোগিতা প্রার্থনা করলে আল্লাহর মাধ্যমেই সাহায্য প্রার্থনা কর' তিরমিযী (হা ঃ নং ২৪৪০) ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন।) অতএব হাদীছটি মুনকার।

٦٥٧. (مَنْ تَرَكَ أَرْبَعَ جُمُعَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَقَدْ نَبَذَ الإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ).

৬৫৭। যে ব্যক্তি বিনা কারণে চার জুম'আহ (সালাতুল জুম'আহ) ছেড়ে দিবে, সে ইসলামকে তার পিঠের পিছনে নিক্ষেপ করল।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি ইবনুল হুমামী আস-সূফী "মুনতাখাবু মিন মাসমূ'আতিহি" (কাফ ১/৩৪) গ্রন্থে শুরায়িক সূত্রে আউফ আল-আ'রাবী হতে তিনি সা'ঈদ ইবনু আবিল হাসান হতে তিনি ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল। কারণ এ শুরায়িক হচ্ছেন ইবনু আব্দিল্লাহ আল-কাযী, তাকে মুহাদ্দিছগণ হেফযে ক্রটি থাকার কারণে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

এ ছাড়া সহীহ সনদে তার ভাষার বিরোধিতাও করা হয়েছে। আবূ ই'য়ালা তার "মুসনাদ" (২/৭১৯) গ্রন্থে ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন ঃ

'যে ব্যক্তি পর পর তিনটি জুম'আহ ছেড়ে দিবে...'।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদটি সহীহ যেমনটি মুনযেরী (১/১৬০) বলেছেন।

٦٥٨. (عَجَّ حَجَرٌ إِلَى اللهِ تَعَالَى فَقَالَ: إِلٰهِيْ وَسَيِّدِيْ عَبَدْتُكَ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا سَنَةً (وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَلْفَ سَنَةٍ)، ثُمَّ جَعَلْتَنِيْ فِيْ أُسِّ كَنِيْفٍ؟ فَقَالَ: أَوَ مَا تَرْضَى أَنْ عَدَلْتُ بِكَ عَنْ مَجَالِسِ الْقُضَاةِ؟).

৬৫৮। একটি পাথর আল্লাহর নিকট চিৎকার করে বলল ঃ হে আমার প্রভু, হে আমার সর্দার! আমি এতো এতো (অন্য বর্ণনায় এসেছে ঃ এক হাজার বছর যাবত) বছর যাবত তোমার ইবাদাত করে আসছি। অতঃপর তুমি আমাকে টয়লেটের দেয়ালে স্থান দিলে। তিনি (আল্লাহ) বললেন ঃ কাযীদের মজলিসগুলো হতে তোমাকে পরিত্রাণ দিয়েছি তুমি কি তাতে সন্তুষ্ট নও?

হাদীছ জাল।

এটি তাম্মাম আর-রাযী "আল-ফাওয়ায়েদ" (৫/৫৮/২) গ্রন্থে এবং তার সূত্রে ইবনু আসাকির তার "আত-তারীখ" (১৫/৩২৪/১-২) গ্রন্থে আবূ মু'য়াবিয়াহ ওবায়দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ সূত্রে তিনি একবার বলেন ঃ মাহমূদ ইবনু খালেদ হতে তিনি উমার হতে তিনি আওযা'ঈ হতে, আরেকবার বলেন ঃ আব্দুর রহমান ইবনু ইব্রাহীম হতে তিনি আল-ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম হতে তিনি আওযা'ঈ হতে তিনি ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাছীর হতে তিনি আবূ সালামাহ হতে ... বর্ণনা করেছেন। আর-রাযী বলেন ঃ

এ হাদীছটি মুনকার। আবূ মু'য়াবিয়াহ দুর্বল। তিনি একই সাথে হাদীছটি দুই সনদে বর্ণনা করতেন।

হাদীছটি সুয়ূতী "আল-জামে'" গ্রন্থে উল্লেখ করায় তার ভাষ্যকার মানাবী আল-রাযীর বক্তব্য উল্লেখ করে তার সমালোচনা করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার ইবনু আসাকির হতে নকল করেছেন, তিনি বলেন ঃ তিনি (আবূ মু'য়াবিয়াহ) দুর্বল ছিলেন।

অতঃপর সুয়ূতী হাদীছটি "যায়লুল আহাদীছিল মাওযূ'আহ" (নং ৬৩২) গ্রন্থে তাম্মামের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। হাদীছটিকে তার অস্বীকার করার কথাও উল্লেখ

করেছেন। ইবনু ইরাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ" (২/৩১৫) গ্রন্থে তার কথার সাথে ঐকমত্য পোষণ করে বলেছেন ঃ যাহাবী "তালখীসুল ওয়াহিয়াত" গ্রন্থে এবং ইবনু হাজার "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ এ হাদীছটি বানোয়াট।

٦٥٩. (أَيُّمَا شَابٌ تَزَوَّجَ فِي حَدَاثَةِ سِنِّهِ، عَجَّ شَيْطَانُهُ: يَا وَيْلَهُ عَصَمَ مِنِّيْ دِيْنَهُ).

৬৫৯। যে কোন যুবক অল্প বয়সে বিয়ে করলে তার শয়তান চিল্লিয়ে বলে ঃ হায় অপমান! সে তার দ্বীনকে আমার থেকে বাঁচিয়ে নিল।

হাদীছটি জাল।

এটি আবূ ই'য়ালা তার "মুসনাদ" (কাফ ১/১১৫) গ্রন্থে, তার সূত্রে ইবনু হিব্বান "আয-যো'য়াফা" (১/২৭৫) গ্রন্থে, তাবারানী "আল-মু'জামুল আওসাত" (১/১৬২/২) গ্রন্থে, ইবনু যায়দান তার "মুসনাদ" (১/২০) গ্রন্থে, আল-খাতীব "আত-তারীখ" (৮/৩৩) গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকির (৮/৫০৬/১) খালেদ ইবনু ইসমা'ঈল আল-মাখযূমী হতে তিনি ওবায়দুল্লাহ ইবনু উমার হতে তিনি সালেহ ইবনু আবী সালেহ হতে... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি বানোয়াট। তার দু'টি সমস্যা ঃ

১। এই সালেহ দুর্বল।

২। এই খালেদের কুনিয়াত হচ্ছে আবুল ওয়ালীদ, তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি ওবায়দুল্লাহ ইবনু উমার হতে আশ্চর্যজনক কিছু বর্ণনা করেছেন। কোন অবস্থাতেই তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা ও তার থেকে বর্ণনা করা জায়েয নয়।

হাফিয যাহাবী বলেন ঃ ইবনু আদী বলেছেন ঃ তিনি হাদীছ জাল করতেন। দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মাতরূক।

এ কারণেই যাহাবী "আল-কুনা" গ্রন্থে বলেছেন ঃ তিনি মিথ্যুক। ইবনু তাইমিয়্যার ছাত্র হাফিয মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল হাদী বলেন ঃ

এ হাদীছটি বানোয়াট। খালেদ ইবনু ইসমা'ঈল আল-মাখযূমী মাতরূক।

ইসমা ইবনু মুহাম্মাদ খালেদের মুতাবা'য়াত করেছেন। কিন্তু তার অবস্থাও খালেদের মতই। তার সম্পর্কে দারাকুতনী ও অন্য বিদ্বানগণ বলেন ঃ তিনি মাতরূক। ইয়াহইয়া বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক, হাদীছ জালকারী।

٦٦٠. (كَانَ إِذَا صَلَّى مَسَحَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِهِ وَيَقُوْلُ: بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ، اللَّهُمَّ اذْهِبْ عَنِّيْ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ).

৬৬০। তিনি যখন সালাত আদায় করতেন তখন তাঁর ডান হাত দ্বারা তাঁর মাথা স্পর্শ করে বলতেন ঃ বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইলাহা গায়রুহু আর-রাহমানির রাহীম, আল্লাহুম্মায হাব আন্নীল হাম্মা ওয়াল হুযনা।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তাবারানী "আল-মু'জামুল আওসাত" (পৃ" ৪৫১) এবং আল-খাতীব (১২/৪৮০) কাছীর ইবনু সুলায়েম হতে তিনি আবূ সালামাহ হতে... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বর্ণনাকারী কাছীরের কারণে এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল। ইমাম বুখারী ও আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। নাসাঈ এবং আল-আযদী বলেন ঃ তিনি মাতরূক। অন্য বিদ্বানগণ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হাদীছটি সুয়ূতী "আল-জামে'" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অথচ তার ভাষ্যকার তার সমালোচনা করেননি।

আমি এটির আরেকটি সূত্র পেয়েছি, সেটি ইবনুস সুন্নী (নং ১১০) এবং আবূ নো'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" (২/৩০১) গ্রন্থে সালামাহ হতে তিনি যায়েদ ইবনুল আম্মী হতে তিনি মু'য়াবিয়াহ হতে...বর্ণনা করেছেন।

এটি বানোয়াট। কারণ সালামাহ হচ্ছেন আত-তাবীল, তিনি মিথ্যুক।

٦٦١. (كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِيِّيْنَ فِي الْخَلْقِ، وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ، {فَبَدَأَ بِيْ قَبْلَهُمْ}).

৬৬১। আমি সৃষ্টিকুলের মধ্যে নাবীগণের প্রথম ছিলাম আর প্রেরণের দিক দিয়ে আমি তাদের সর্বশেষ। (তাদের পূর্বে তিনি আমাকে দিয়েই শুরু করেন)।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি তাম্মাম তার "আল-ফাওয়ায়েদ" (৮/১২৬/১) গ্রন্থে, আবূ নো'য়াইম "আদ-দালায়েল" (পৃ ঃ ৬) গ্রন্থে এবং ছা'য়ালাবী তার "তাফসীর" (৩/৯৩/১) গ্রন্থে সা'ঈদ ইবনু বাশীর সূত্রে কাতাদাহ হতে তিনি আল-হাসান হতে তিনি আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দু'টি কারণে দুর্বল ঃ

১। হাসান কর্তৃক আন্ আন্ করে বর্ণনাকৃত।

২। সা'ঈদ ইবনু বাশীর সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ তিনি দুর্বল।

আবূ হিলাল তার বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ এটি কাতাদাহ হতে মুরসাল হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। তাতে আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে বর্ণনাকারী হিসাবে হাসানকে উল্লেখ করা হয়নি।

এটি ইবনু সা'আদ (১/১৪৯) বর্ণনা করেছেন।

সা'ঈদ ইবনু বাশীরকে ইবনু কাছীর, ইবনু মা'ঈন ও অন্য বিদ্বানগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

٦٦٢. (صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لاَ تَنَالُهُمَا شَفَاعَتِي؛ الْقَدَرِيَّةُ وَالْمُرْجِئَةُ. قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ: مَا الْمُرْجِئَةُ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَزْعُمُوْنَ أَنَّ الإِيْمَانَ قَوْلٌ بِلاَ عَمَلٍ. قُلْتُ: مَا الْقَدَرِيَّةُ؟ قَالَ: الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ: الْمَشِيْئَةُ إِلَيْنَا).

৬৬২। আমার উম্মাতের দুই ধরনের মানুষকে আমার শাফা'য়াত সম্পৃক্ত করবে না। তারা হলো কাদ্‌রিয়াহ এবং মুরজিয়াহ সম্প্রদায়। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল মুরযিয়াহ কারা? তিনি বললেন ঃ তারা এমন এক জাতি যারা মনে করে যে, আমলহীন কথাকে ঈমান বলা হয়। আমি বললাম ঃ কাদ্‌রিয়াহ কারা? তিনি বললেন ঃ যারা বলে যে, আমাদের ইচ্ছাই হচ্ছে সব কিছু।

হাদীছটি এভাবে জাল।

এটি আল-খাতীব "আল-মুতাশাবিহ ফির রাসমি" (১/১৪৪) গ্রন্থে আল-হাসান ইবনু সা'ঈদ সূত্রে আব্দান আল-আসকারী হতে তিনি আল-হাসান ইবনু আলী ইবনে বাহার হতে তিনি ইসমা'ঈল ইবনু দাউদ আল-জাযারী হতে তিনি আবূ ইমরান আল-মুসেলী হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি বানোয়াট। আবূ ইমরানের নাম হচ্ছে সা'ঈদ ইবনু মায়সারাহ। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। ইবনু হিব্বান (১/৩১৩) বলেন ঃ বলা হয়ে থাকে তিনি আনাস (ﷺ)-কে দেখেননি। তিনি তার থেকে এমন ধরনের বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করতেন যেগুলো তার হাদীছের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। তিনি আনাস (ﷺ) সূত্রে নাবী হতে এমন কিছু বর্ণনা করতেন যা কিস্‌সা বর্ণনাকারীদের থেকে শুনা যেত, তারা তা কিস্‌সার মধ্যে উল্লেখ করতেন।

হাকিম বলেন ঃ তিনি আনাস (ﷺ) হতে বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাকে ইয়াহইয়া আল-কাত্তান মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

এ ছাড়া আব্দান ব্যতীত অন্য বর্ণনাকারীদেরকে আমি চিনি না।

হাদীছটি অন্যান্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোনটিই সহীহ নয়।

আবূ নো'য়াইমের সূত্রে আব্দুল হাকাম ইবনু মায়সারা রয়েছেন- তাকে দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়ে বলেছেন ঃ তিনি এমন হাদীছ বর্ণনা করেছেন যার মুতাবা'য়াত করা যায় না। নাসাঈ তাকে "কিতাবুয যো'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যেমনটি "আল-লিসান" গ্রন্থে এসেছে।

তাবারানীর সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু মিহ্‌সান রয়েছেন; তিনি মিথ্যার দোষে দোষী।

আরেকটি সূত্রে বাহ্‌র ইবনু কানীয. রয়েছেন। তিনি মাতরূক। দেখুন "আল-মাজমা'" (৭/২০৬)।

٦٦٣. (لاَ رَاحَةَ لِلْمُؤْمِنِ دُوْنَ لِقَاءِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ).

৬৬৩। আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ না করা পর্যন্ত মু'মিনের কোন শান্তি নেই।

হাদীছটির মারফূ' হিসাবে কোন ভিত্তি নেই।

এটি ইমাম আহমাদ "আল-যুহুদ" (পৃ ঃ ১৫৬) গ্রন্থে ইব্‌রাহীম সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটির বর্ণনাকারী সবাই নির্ভরযোগ্য। কিন্তু ইব্‌রাহীম আন-নাখ'ঈ আর আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। হাফিয আবূ সা'ঈদ আল-আলাঈ নাখ'ঈর ব্যাপারে বলেন ঃ তিনি বহু মুরসালকারী। একদল তার মুরসালকে সহীহ বলেছেন। বাইহাকী খাস করে ইবনু মাস'উদ হতে তার মুরসালকে সহীহ বলেছেন।

সঠিক হচ্ছে এই যে এ হাদীছটি ইবনু মাস'উদ হতে মওকূফ হিসাবে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

আমি (আলবানী) হাদীছটি "হাদীছু আবিল হাসান আল-আখমীমী" (২/৬৩/১) গ্রন্থে সুফিয়ান সাওরী সূত্রে দেখেছি। সনদটি ইবনু মাস'উদ (ﷺ) পর্যন্ত সহীহ।

٦٦٤. (مِنْ كُنُوْزِ الْبِرِّ كِتْمَانُ الْمَصَائِبِ، وَمَا صَبَرَ مَنْ بَثَّ).

৬৬৪। বুরুকতুমানের গচ্ছিত সম্পদই হচ্ছে মসিবতের উৎপত্তি। যে তা ছড়িয়ে দিল সে ধৈর্য ধারণ করল না।

হাদীছটি জাল।

এটি আবূ নো'য়াইম "আখবারু আসফাহান" (২/৪২) গ্রন্থে দাউদ ইবনুল মুহাব্বার হতে তিনি আম্বাসাহ ইবনু আব্দির রহমান আল-কুরাশী হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল আসওয়াদ আল-আসফাহানী হতে তিনি আনাস (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি বানোয়াট। হাদীছটি আবূ নো'য়াইম আব্দুল্লাহ ইবনুল আসওয়াদের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। বর্ণনাকারী আম্বাসাহ এবং দাউদ উভয়েই মিথ্যুক।

٦٦٥. (الصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ).

৬৬৫। সাদাকাহ মন্দ মৃত্যু হতে রক্ষা করে।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি আবূ আব্দিল্লাহ আল-কাযী আল-ফালাকী "আল-ফাওয়ায়েদ" গ্রন্থে (২/৮৭) উমার ইবনুল কাসেম হতে তিনি আল-কাসেম ইবনু আহমাদ মালতী হতে তিনি লুওয়ায়িন হতে তিনি জারীর হতে তিনি সুহায়েল হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি বানোয়াট। এই আল-মালতী মিথ্যার দোষে দোষী, তিনি হচ্ছেন কাসেম ইবনু ইব্রাহীম। (ইবনু আহমাদ ভুল)। কারণ যিনি লুওয়ায়িন হতে বর্ণনা করেছেন তিনি হচ্ছেন কাসেম ইবনু ইব্রাহীম। তিনি মিথ্যুক।

ইবনু হাজার বলেন ঃ তাতে এমন ব্যক্তি রয়েছেন যাকে চেনা যায় না। এ কারণেই আল-আমেরী কর্তৃক সহীহ্ আখ্যাদান গ্রহণযোগ্য নয়।

সম্ভবত তিরমিযী কর্তৃক (২/২৩) আনাস (ﷺ) হতে 'তামনাউ" শব্দের স্থলে 'তাদফাউ" শব্দ দ্বারা যে শাহেদ এসেছে সেটির দিকে লক্ষ্য করেই সহীহ্ বলেছেন। কিন্তু তাতে আব্দুল্লাহ ইবনু ঈসা আ-খায্যায রয়েছেন। নাসাঈ তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

٦٦٦. (حَاكُوْا الْبَاعَةَ فَإِنَّهُ لاَ ذِمَّةَ لَهُمْ).

৬৬৬। বিক্রেতাদের সাথে দর কষাকষি কর কারণ তাদের কোন যিম্মাদারী নেই।

এ বাক্যে এটির কোন ভিত্তি নেই।

ইবনু হাজার বলেন ঃ দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ভিন্ন শব্দে। তিনি আরো বলেন ঃ ছাওরী হতে শক্তিশালী সনদে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ বলা হয়ে থাকে...। হাফিয সাখাবীর "আল-মাকাসিদুল হাসানাহ" (পৃ ঃ ১৭৯) গ্রন্থে অনুরূপই এসেছে।

٦٦٧. (غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ حَرَامٌ).

৬৬৭। বিক্রেতা কর্তৃক মূল্য সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ধোঁকা দেয়া হারাম।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে আবূ উমামাহ হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। হায়ছামী (৪/৭৬) বলেন ঃ সনদে মূসা ইবনু উমায়ের আল-আ'মা রয়েছেন। তিনি খুবই দুর্বল।

একারণেই "আল-মাকাসিদ" গ্রন্থে হাফিয সাখাবী বলেছেন ঃ তার সনদটি খুবই দুর্বল।

এ মূসা সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ তিনি মাতরূক। তাকে আবূ হাতিম মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। "আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে ঃ আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি যাহেবুল হাদীছ, মিথ্যুক। ইবনু আদী বলেন ঃ তার অধিকাংশ বর্ণনারই নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ অনুসরণ করেননি।

অতঃপর যাহাবী তার কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করেছেন। এটি সেগুলোর একটি।

٦٦٨. (غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ رِبا).

৬৬৮। বিক্রেতা কর্তৃক মূল্য সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ধোঁকা দেয়া সুদের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীছটি বাতিল।

এটি বাইহাকী (৫/৩৪৯) ইয়া'ঈশ ইবনু হিশাম হতে তিনি মালেক হতে তিনি জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি জাবের (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীছটিকে বাইহাকী নিতান্তই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তার সমস্যা হচ্ছে এই ইয়া'ঈশ। তাকে ইবনু আসাকির এবং দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। দারাকুতনী "গারায়েবে মালেক" গ্রন্থে বলেন ঃ এ হাদীছটি এ সনদে বাতিল। মালেকের নীচের বর্ণনাকারীগণ দুর্বল। তিনি অন্য স্থানে বলেন ঃ তারা মাজহূল। যেমনটি "আল-লিসান" গ্রন্থে এসেছে।

হাফিয ইরাকী যে "তাখরীজুল ইহইয়া" (২/৭২-৭৩) গ্রন্থে বলেছেন ঃ তাবারানী আবূ উমামাহ (ﷺ) হতে দুর্বল সনদে এবং বাইহাকী জাবের (ﷺ) হতে ভাল সনদে বর্ণনা করেছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ প্রথম হাদীছটি সম্পর্কে (৬৬৭) জেনেছেন যে, সেটি নিতান্তই দুর্বল। আর দ্বিতীয়টি সম্পর্কে দারাকুতনী বলেছেন যে, এটি বাতিল।

٦٦٩. (عَلَيْكُمْ بِالْعَمَائِمِ فَإِنَّهَا سِيْمَا الْمَلاَئِكَةِ، وَأَرْخُوْهَا خَلْفَ ظُهُوْرِكُمْ).

৬৬৯। তোমরা পাগড়ী পরিধান কর, কারণ পাগড়ী হচ্ছে ফেরেশতাদের নিদর্শন এবং তোমরা তাকে তোমাদের পিঠের পেছনে ঝুলিয়ে রাখ।

হাদীছটি মুনকার।

এটি তাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" (৩/২০১/১) গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনুল ফারাজ আল-মিসরী সূত্রে তিনি ঈসা ইবনু ইউনুস হতে তিনি মালেক ইবনু মিগওয়াল হতে তিনি নাফে' হতে...বর্ণনা করেছেন।

হাফিয যাহাবী মুহাম্মাদ ইবনুল ফারাজের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ তিনি মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার তার কথাকে "আল-লিসান" গ্রন্থে সমর্থন করেছেন।

হাদীছটি ইবনু আদী অন্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বাইহাকীও "আশ-শু'য়াব" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের উভয়ের সনদে আল-আহওয়াস ইবনু হাকীম রয়েছেন। তিনি দুর্বল।

হাফিয সাখাবী "আল-মাকাসিদ" গ্রন্থে হাদীছটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়ে, পাগড়ীর ফযীলতে অন্য হাদীছগুলোও উল্লেখ করে বলেছেন ঃ সবই দুর্বল।

٦٧٠. (لو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ لأَخَذْتُ فُضُوْلَ الأَغْنِيَاءِ فَقَسَّمْتُهَا عَلى فُقَرَاءِ المُهَاجِرِيْنَ).

৬৭০। আমি যা পিছনে ছেড়ে এসেছি তা যদি আগে জানতাম, তাহলে অবশ্যই আমি ধনবানদের অতিরিক্ত সম্পদ গ্রহণ করতাম। অতঃপর তা মুহাজির দরিদ্রদের উপর বন্টন করে দিতাম।

হাদীছটির মারফূ' হিসাবে কোন ভিত্তি নেই।

উমার (ﷺ) হতে এটি বর্ণনা করা হয়ে থাকে। ইবনু হায্ম "আল-মুহাল্লা" (৬/১৫৮) গ্রন্থে বলেন ঃ আমাদের নিকট হাদীছটি বর্ণনা করা হয়েছে আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী সূত্রে তিনি সুফিয়ান আস-ছাওরী হতে তিনি হাবীব ইবনু আবী ছাবেত হতে তিনি আবূ ওয়ায়েল শাকীক ইবনু মাসলামা হতে...বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর ইবনু হায্ম বলেন ঃ এ সনদটি শেষ পর্যায়ের সহীহ।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ কখনও নয়। কারণ সনদ সহীহ হওয়ার শর্ত হচ্ছে দূষণীয় কারণ হতে মুক্ত থাকা। অথচ এটি সেরূপ নয়। কারণ হাবীব ইবনু আবী ছাবেত সম্মানিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ

তিনি বহু মুরসাল এবং তাদলীসকারী। তিনি তাকে "তাবাকতুল মুদাল্লিসীন" গ্রন্থে তৃতীয় স্তরে উল্লেখ করেছেন। এই স্তরে তাদেরকেই উল্লেখ করা হয়েছে যাদের তাদলীস বেশী হওয়ার কারণে ইমামগণ তাদের হাদীছগুলোকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেননি। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের স্পষ্ট শ্রবণ সাব্যস্ত না হয়েছে। তিনি (পৃ ঃ ১২)-তে বলেন ঃ তিনি প্রসিদ্ধ তাবে'ঈ, বেশী বেশী তাদলীস করতেন। ইবনু খুযায়মাহ, দারাকুতনী ও অন্য বিদ্বানগণ তাকে এ দোষে দোষী করেছেন।

আন্ আন্ করে বর্ণনা করলে তার হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।

٦٧١. (ذَاكِرُ اللهَ فِي الغَافِلِيْنَ مِثْلَ الَّذِيْ يُقَاتِلُ عَنِ الفَارِّيْنَ، وَذَاكِرُ اللهَ فِي الغَافِلِيْنَ مِثْلَ الشَّجَرَةِ الخَضْرَاءِ فِي وَسَطِ الشَّجَرِ الَّذِيْ قَدْ تُحَاتُ وَرَقُهُ مِنَ الضَّرِيْبِ. (قَالَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ: يَعْنِي بِـ''الضَّرِيْبِ'' البَرْدُ الشَّدِيْدُ)، وَذَاكِرُ اللهَ فِي الغَافِلِيْنَ يُغْفَرُ لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ فَصِيْحٍ وَأَعْجَمٍ. (قَالَ: فَالفَصِيْحُ بَنُو آدَمَ، وَالأَعْجَمُ البَهَائِمُ)، وَذَاكِرُ اللهَ فِي الغَافِلِيْنَ يُعَرِّفُهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ).

৬৭১। গাফেলদের মধ্যে আল্লাহকে স্মরণকারী সেই ব্যক্তির ন্যায় যে লড়াই করে সেই সময় যখন অন্যরা পালাতে থাকে। গাফেলদের মধ্যে আল্লাহকে স্মরণকারী সেই সবুজবর্ণের গাছের ন্যায় যেটি গাছগুলোর মধ্যস্থলে হওয়ায় তার পাতাগুলোকে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হতে রক্ষা করছে। ইয়াহইয়া ইবনু সুলায়েম বলেন ঃ "আয-যারীব" অর্থ ঃ প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। গাফেলদের মধ্যে আল্লাহকে স্মরণকারী ব্যক্তিকে প্রত্যেক ফাসীহ এবং আ'জমের সংখ্যায় ক্ষমা করে

দেয়া হবে। তিনি বলেন ঃ ফাসীহ হচ্ছেন আদম সন্তানরা আর আ'জাম হচ্ছে চতুষ্পদ জন্তুগুলো। গাফেলদের মধ্যে আল্লাহকে স্মরণকারী ব্যক্তির বাসস্থান যে জান্নাতে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তা জানিয়ে দিবেন।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটিকে আল-হাসান ইবনু আরাফা "আল-জুযউ" (৯৬/১-২) গ্রন্থে ইয়াহইয়া ইবনু সুলায়েম আত-তাঈ হতে তিনি ইমরান ইবনু মুসলিম এবং আব্বাদ ইবনু কাছীর হতে তারা দু'জনে আব্দুল্লাহ ইবনু দীনার হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে আল-খাত্তাবী "গারীবুল হাদীছ" (১/৮/২) গ্রন্থে, হাফিয ইবনু আসাকির "ফাযীলাতু যিকরিল্লাহি তা'আলা" (২/৯৪) গ্রন্থে অন্য সূত্রে আত-তায়েফী হতে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি সনদ হতে আব্বাদ ইবনু কাছীরকে ফেলে দিয়েছেন।

অতঃপর বলেছেন ঃ এ হাদীছটি গারীব।

আবূ নো'য়াইমও (৬/১৮১) আল-হাসান ইবনু আরাফাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইরাকী সনদটিকে দুর্বল বলেছেন। কারণ তাতে ইমরান ইবনু মুসলিম আল-কাছীর রয়েছেন। যাহাবী "মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ ইমাম বুখারী বলেছেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। অতঃপর তিনি তার এ হাদীছটি উল্লেখ করেছেন।

ইমাম বুখারীর ভাষ্য প্রমাণ করছে যে, হাদীছটি খুবই দুর্বল। আব্বাদ ইবনু কাছীরের মুতাবা'য়াত কোন উপকারে আসবে না। কারণ তিনি মিথ্যার দোষে দোষী।

٦٧٢. (ذَاكِرُ اللهِ فِي الْغَافِلِيْنَ بِمَنْزِلَةِ الصَّابِرِ فِي الْفَارِّيْنَ).

৬৭২। গাফেলদের মধ্যে আল্লাহকে স্মরণকারী যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়নকারীদের মাঝে ধৈর্যধারণ করে লড়াইকারীর মর্যাদা সম্পন্ন।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তাবারানী (৩/৪৯/২) এবং তার থেকে আবূ নো'য়াইম (৪/২৬৮) ওয়াকেদী হতে তিনি হিশাম ইবনু সা'আদ হতে তিনি মিহ্সান ইবনু আলী হতে তিনি আউন ইবনু আব্দিল্লাহ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আবূ নো'য়াই বলেন ঃ হাদীছটি আউনের হাদীছ হতে মারফূ হিসাবে গারীব। তার থেকে মিহ্সান ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। একমাত্র এ সূত্রেই আমরা হাদীছটি লিখেছি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি বানোয়াট। ওয়াকেদী মিথ্যার দোষে দোষী। মিহসান মাজহূল।

হাদীছটি অন্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যাতে ইব্রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে আবী ইয়াহইয়া আল-আসলামী রয়েছেন, তিনি মাতরূক।

আমি হাদীছটি ইমাম আহমাদের "আল-যুহুদ" (পৃ ঃ ৩২৮) গ্রন্থে দেখেছি। তিনি হাসান দরজার সনদে হাস্‌সান ইবনু আবী সিনান হতে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত মওকূফ হওয়াটাই সঠিক। ভুল করে কোন বর্ণনাকারী মারফূ' করে ফেলেছেন।

٦٧٣. (قَسَمٌ مِنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيْلٌ).

৬৭৩। আল্লাহর শপথ, কৃপণ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

হাদীছটি জাল।

এটি তাম্মাম "আল-ফাওয়ায়েদ" (২/৬০/১) গ্রন্থে এবং তার থেকে ইবনু আসাকির (১৬/২০৩/১) মুহাম্মাদ ইবনু যাকারিয়া আল-গাল্লাবী সূত্রে আল-আব্বাস ইবনু বাক্কার হতে তিনি আবূ বাক্‌র হুযালী হতে তিনি ঈকরিমা হতে ... বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আসাকির বলেন ঃ হাদীছটি নিতান্তই গারীব। আল-গাল্লাবী দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বরং হাদীছটি বানোয়াট। গাল্লাবী হাদীছ জালকারী যেমনটি দারাকুতনী বলেছেন। আর আবূ বাক্‌র হুযালী নিতান্তই দুর্বল। ইবনু মা'ঈন ও অন্য বিদ্বানগণ বলেছেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন না।

তা সত্ত্বেও সুয়ূতীর "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীছটি ইবনু আসাকিরের বর্ণনা হতে উল্লেখ করা হয়েছে।

٦٧٤. (اَلْمَغْبُوْنُ لاَ مَحْمُوْدَ وَلاَ مَاجُوْرَ).

৬৭৪। ধোঁকাপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রশংসিত নয় আর ছাওয়াবের ভাগীদারও নয়।

হাদীছটি দুর্বল।

এটির দু'টি সূত্র বর্ণিত হয়েছে ঃ

১। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। এটিকে আল-খাতীব "আত-তারীখ" (৪/২১২) গ্রন্থে আবুল কাসেম আল-আবান্দূনী হতে তিনি আহমাদ ইবনু তাহের বাগদাদী হতে তিনি জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে তিনি তার পিতা হতে... বর্ণনা করেছেন।

আল-খাতীব বলেন ঃ আমি আল-আবান্দূনী হতে শুনেছি, তাকে তার শাইখের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল? তিনি বলেন ঃ তাকে যদি বলা হতো আপনাকে আবূ বাক্‌র (রাঃ) হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তাহলে তিনি বলতেন ঃ জি হ্যাঁ। তিনি তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

তার থেকে আরেকটি সূত্র রয়েছে। বাগাবী "হাদীছু কামিল ইবনু তালহাহ" (২/২) গ্রন্থে, আবূ হাফ্‌স আল-কাত্তানী তার "জুযউম মিন হাদীছ" (২/৪১) গ্রন্থে, আবুল কাসেম আস-সামারকান্দী "মা কারুবা সানাদুহু" (৪/১) গ্রন্থে, ইবনু আসাকির তার "আত-তারীখ" (৪/২৬৫/১) গ্রন্থে আবূ হাশিম আল-কানাদ আল-বাসরী সূত্রে হুসাইন ইবনু আলী (ﷺ) হতে... বর্ণনা করেছেন।

হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে আবূ হাশিমের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেন ঃ তাকে চেনা যায় না, তার হাদীছ মুনকার। অতঃপর তিনি তার এ হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। তার বক্তব্যকে হাফিয ইরাকী (২/৭৩) সমর্থন করেছেন।

২। হুসাইন ইবনু আলী (ﷺ) হতে বর্ণিত। এটিকে ইমাম বুখারী "আত-তারীখুল কাবীর" (৪/১/১৫২) গ্রন্থে এবং তাবারানী (১/২৭২/২) তালহাহ ইবনু কামিল হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু হিশাম হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল হাসান হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ মুহাম্মাদ ইবনু হিশাম ছাড়া অন্যান্য বর্ণনাকারী সকলেই নির্ভরযোগ্য, তাকে আমি চিনি না। হতে পারে তিনি ইবনু উরওয়াহ। তিনি যদি ইবনু উরওয়াহ হন তাহলে তিনি মাজহূল। ইবনু আবী হাতিম তার জীবনী (৪/১/১১৬) আলোচনা করেছেন অথচ তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। হায়ছামী তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি হাদীছটি "তারীখু ইবনে আসাকির" (১৫/১৮৫/২) গ্রন্থে এ সূত্রেই পেয়েছি। তিনি বলেন ঃ মুহাম্মাদ ইবনু হিশাম আল-কানাদ। এ দ্বারা স্পষ্ট হচ্ছে যে, তিনি ইবনু উরওয়াহ নন। কিন্তু এই কানাদকে আমি চিনি না।

٦٧٥. (أَتَانِيْ جِبْرِيْلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَاكِسْ عَنْ دِرْهَمِكَ؛ فَإِنَّ الْمَغْبُوْنَ لاَ مَأْجُوْرَ وَلاَ مَحْمُوْدَ).

৬৭৫। আমার নিকট জিবরীল (আঃ) এসে বললেন ঃ হে মুহাম্মাদ আপনার দিরহাম হতে মূল্য কম করুন। কারণ ধোঁকপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাওয়াবের ভাগীদারও নয় আর প্রশংসার যোগ্যও নয়।

এ ভাবে হাদীছটির কোন ভিত্তি নেই।

হাফিয সাখাবী বলেন ঃ এটিকে দাইলামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে আনাস (ﷺ) হতে বিনা সনদে বর্ণনা করেছেন। হাদীছটির শেষ অংশটি দুর্বল। যেমনটি পূর্বের হাদীছে আলোচনা করা হয়েছে।

٦٧٦. (مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ مِنَ الرَّقِيْقِ وَالدَّوَابِّ وَالصِّبْيَانِ فَاقْرَؤُوْا فِي أُذُنَيْهِ (أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللهِ يَبْغُوْنَ) الآيَةَ).

৬৭৬। যদি কোন ব্যক্তির দাস/দাসী/চতুষ্পদ জন্তু বা শিশু সন্তানের চরিত্র মন্দ হয়ে যায়, তাহলে তার দুই কানে নিম্নের আয়াতটিপাঠ করো ঃ "তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন তালাশ করছে" সূরা আল-ইমরান ঃ ৮৩।

হাদীছটি জাল।

এটি আবুল ফযল আল-হামাদানী "মাজলিছুম মিন হাদীছে আবিশ শাইখ" (১/৬৬) গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকির (৫/১২২/২) আবূ খালাফ হতে তিনি আনাস ইবনু মালেক (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি বানোয়াট। ইমাম যাহাবী বলেন ঃ আবূ খালাফ আল-আ'মাকে আনাস (ﷺ) হতে বর্ণনাকারী হিসাবে ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আবূ হাতিম বলেছেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ।

হাদীছটি ইবনুস সুন্নী (নং ৫০৪) আল-মিনহাল ইবনু ঈসা হতে তিনি ইউনুস ইবনু ওবায়েদ হতে সংক্ষিপ্তাকারে আনাস (ﷺ) হতে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এ কারণেই হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ খবরটি মাকতূ'। আল-মিনহাল সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি মাজহূল। হাদীছটি ইবনু অব্বাস (ﷺ) হতেও পেয়েছি। ছা'য়ালাবী তার "তাফসীর" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাফিয তার পুরো সনদটি উল্লেখ করেননি।

٦٧٧. (ابْنَ آدَمَ! عِنْدَكَ مَا يَكْفِيكَ وَأَنْتَ تَطْلُبُ مَا يُطْغِيكَ. ابْنَ آدَمَ! لاَ مِنْ قَلِيْلٍ تَقْنَعُ، وَ لاَ مِنْ كَثِيْرٍ تَشْبَعُ. ابْنَ آدَمَ! إِذَا أَصْبَحْتَ مُعَافِيً فِيْ جَسَدِكَ، آمِنًا فِي سَرَبِكَ، عِنْدَ قُوْتِ يَوْمِكَ فَعَلَى الدُّنْيَا الْعَفَاءُ).

৬৭৭। হে আদম সন্তান! তোমার নিকট তোমার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ থাকা সত্ত্বেও যা তোমাকে অবাধ্য হতে সহযোগিতা করবে তা তালাশ করছ। হে আদম সন্তান! তুমি অল্পে তুষ্ট থাকতে পারছ না আর বেশীতে পরিতৃপ্ত হতে পারছ না। হে আদম সন্তান! তুমি যখন সুস্থ শরীর ও তোমার বাসগৃহে নিরাপদ অবস্থায় সকাল কর। তখন তোমার একদিনের খাদ্য থাকলে দুনিয়ার উপর তোমার নিরাপত্তা বিধান করা অপরিহার্য হয়ে যায়।

হাদীছটি জাল।

এটি আবূ নো'য়াইম (৬/৯৮), আল-খাতীব (১২/৭২), ইবনুস সুন্নী "আল-কানা'য়াহ" (২/৩) গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকির (৫/২৬৩/২) আবূ বাক্র আদ-দাহেরী হতে তিনি ছাওর ইবনু ইয়াযীদ হতে তিনি খালেদ ইবনু মুহাজের হতে তিনি ইবনু উমার (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি বানোয়াট। আবূ বাক্র আদ-দাহেরী সম্পর্কে ইমাম যাহাবী "আল-কুনা" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন আর নিরপদও নন। জুযজানী বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক।

উকায়লী বলেন ঃ হাদীছটি সাব্যস্ত হয়নি। তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বাতিল হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আবূ নো'য়াইম বলেন ঃ তিনি ইসমা'ঈল ইবনু আবী খালেদ এবং আ'মাশ হতে জাল হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

মানাবী বলেন, ইবনু আদী বলেছেন ঃ আবূ বাক্র আদ-দাহেরী মিথ্যুক, মাতরূক। যাহাবী বলেন ঃ তিনি জাল করার দোষে দোষী। বাইহাকীর "আশ-শু'য়াব" গ্রন্থে অনুরূপই এসেছে। হাফিয ইবনু হাজারও অনুরূপ কথাই উল্লেখ করেছেন।

٦٧٨. (نَهَى أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا).

৬৭৮। তিনি {রাসূল (ﷺ)}মহিলাকে তার মাথা নেড়া করতে নিষেধ করেছেন।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি নাসাঈ (২/২৭৬), তিরমিযী (১/১৭২), তাম্মাম "আল-ফাওয়ায়েদ" (নং ২২৭৪) গ্রন্থে এবং আব্দুল গনী আল-মাকদেসী "আস-সুনান" (কাফ ২/১৭৪) গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে হুমাম হতে তিনি কাতাদাহ হতে তিনি খাল্লাস ইবনু আম্‌র হতে তিনি আলী (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তিরমিযী আবূ দাঊদ আত-তায়ালিসী সূত্রে হুমাম হতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাতে আলী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত কথাটি বলেননি। তিনি (তিরমিযী) বলেছেন ঃ আলী (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হাদীছটির সনদে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। তিরমিযী হাম্মাদ ইবনু সালামাহ হতে তিনি কাতাদাহ হতে তিনি আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইযতিরাব ঘটেছে হুমাম হতেই। তিনি একবার বর্ণনা করেছেন মুসনাদে আলী (رضي الله عنه) হতে আরেকবার মুসনাদে আয়েশা (رضي الله عنها) হতে। তবে এটিই বেশী সঠিক, হাম্মাদ কর্তৃক মুতাবা'য়াত থাকার কারণে। যেমনটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

আব্দুল হক "আল-আহকাম" গ্রন্থে বলেন ঃ হিশাম আদ-দাসতুওয়াঈ এবং হাম্মাদ ইবনু সালামাহ তার বিরোধিতা করে কাতাদাহ হতে তিনি নাবী (ﷺ) হতে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে তিনি আসলেই তার সনদে আয়েশা (রাঃ)-কে উল্লেখ করেননি। এটি ইযতিরাবের আরেকটি কারণ যেমনটি সেদিকে তিরমিযী ইঙ্গিত দিয়েছেন। অন্য কারণ হচ্ছে এই যে, এটি মুনকাতি'। কারণ কাতাদাহ আয়েশা হতে শ্রবণ করেননি। এ ইযতিরাব হাদীছটিকে শক্তিশালী হওয়ার ব্যাপারে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। এ কারণেই ইমাম তিরমিযী শিথিলতা প্রদর্শনকারী হওয়া সত্ত্বেও হাদীছটিকে হাসান বলেননি।

ইবনু আদীর "আল-কামিল" (কাফ ১/৩৮৯) গ্রন্থে মু'য়াল্লা ইবনু আব্দির রহমান হতে...বর্ণনাকৃত হাদীছটিও এটিকে শক্তিশালী করে না। কারণ মু'য়াল্লা খুবই দুর্বল। যদিও ইবনু আদী বলেছেন যে, আশা করি তার মধ্যে কোন সমস্যা নেই ।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার এ আশা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তিনি নিজেই তাকে জাল করার দোষে দোষী হিসাবে স্বীকার করেছেন। হায়ছামী "আল-মাজমা'" (৩/২৬৩) গ্রন্থে বলেন ঃ হাদীছটি বায্যার মু'য়াল্লা ইবনু আব্দির রহমান হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি জাল করার দোষে প্রসিদ্ধ।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি দুর্বল, মিথ্যুক। আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীছ। ইবনুল মাদীনী বলেন ঃ তিনি হাদীছ জাল করতেন। আবূ যুর'আহ বলেন ঃ তিনি যাহেবুল হাদীছ।

ইমাম বায্যার আরেকটি সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তাতে রাওহ ইবনু আতা রয়েছেন। ইমাম আহমাদ তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। তাকে ইবনু মা'ঈন দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু আদী বলেন ঃ তার বর্ণনাতে কোন সমস্যা দেখছি না।

এ ছাড়া বর্ণনাকারী ওয়াহাব ইবনু উমায়ের রয়েছেন। তিনি মাজহূল।

আরেক বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ আস-ছাকাফীকে আমি চিনি না। সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। এরূপ হাদীছ দ্বারা আলোচ্য হাদীছটিকে শক্তিশালী করা যায় না।

٦٧٩. (إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، إِنَّ اللهَ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِيْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُوْلُ: انْظُرُوْا إِلَى عِبَادِيْ أَتَوْنِي شَعِثًا غَبَرًا ضَاحِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، فَتَقُوْلُ الْمَلَائِكَةُ: يَا رَبِّ فُلَانٌ كَانَ يَرْهَقُ، وَفُلَانٌ وَفُلَانَةُ، قَالَ: يَقُوْلُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ عَتِيْقٍ مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ).

৬৭৯। আরাফার দিবসে আল্লাহ তা'আলা যমীনের নিকটবর্তী আসমানে নেমে আসেন। অতঃপর ফেরেশতাদের সম্মুখে তাদের নিয়ে অহংকার করে বলেন ঃ দেখ আমার বান্দাদেরকে তারা ধূলায় ধুসরিত বিক্ষিপ্ত বদনে প্রতিটি গিরিপথ দিয়ে নিজেদেরকে উৎসর্গ

করে আমার নিকট আগমন করেছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি অবশ্যই আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। ফেরেশতারা বলবে ঃ হে রব! অমুক ব্যক্তি অত্যাচার করত। অমুক পুরুষ আর অমুক নারী। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। রাসূল (ﷺ) বলেন ঃ আরাফার দিবস ব্যতীত অন্য কোন দিনে জাহান্নামের আগুন হতে এতো বেশী পরিমাণে মুক্তি দেয়া হয় না।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি ইবনু মান্দাহ "আত-তাওহীদ" (১/১৪৭) গ্রন্থে, আবুল ফারায আছ-ছাকাফী "আল-ফাওয়ায়েদ" (২/৭৮, ১/৯২) গ্রন্থে এবং বাগাবী "শারহুস সুন্নাহ" (১/২২১/১) গ্রন্থে আবূ তালহার দাস মারযূক হতে তিনি আবুয-যুবায়ের হতে তিনি জাবের (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু মান্দা বলেন ঃ এ সনদটি হাসান। আছ-ছাকাফী বলেন ঃ সনদটি সহীহ মুত্তাসিল। বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। এই মারযূক নির্ভরযোগ্য।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ কিন্তু ইবনু হিব্বান তাকে "আছ-ছিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ তিনি ভুল করতেন। ইবনু খুযায়মাহ বলেন ঃ আমি তার যিম্মাহ হতে মুক্ত।

তার কোন কোন ভাষার বিরোধিতা করে বর্ণনা করা হয়েছে। বিরোধিতা করে বর্ণনাকৃত হাদীছের সনদে মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান আল-উকায়লী রয়েছেন। তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার সন্দেহমূলক বর্ণনা রয়েছে।

বর্ণনাকারী আবুয-যুবায়ের-এর মধ্যেও সমস্যা রয়েছে। তিনি মুদাল্লিস। তার থেকে সকল সূত্রে আন্ আন্ করে বর্ণনা করা হয়েছে। হাফিয বলেন ঃ তিনি সত্যবাদী কিন্তু তাদলীস করতেন। যাহাবী বলেন ঃ

ইবনু হায্ম তার সেই হাদীছকে গ্রহণ করেননি যাতে তিনি বলেছেন ঃ আন্ যাবের।

'আরাফাবাসীদের নিয়ে ফেরেশতাদের সম্মুখে আল্লাহর অহংকার' এবং 'দেখ আমার বান্দাদেরকে তারা ধূলায় ধূসরিত বিক্ষিপ্তভাবে আমার নিকট আগমন করেছে' অংশ দু'টি সহীহ সনদে আবূ হুরাইরাহ্, ইবনু আম্র ও আয়েশা (ﷺ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে। আমি "আস-সাহীহাহ" গ্রন্থের মধ্যে ২৫৫১ নম্বরে উল্লেখ করেছি।

٦٨٠. (إِنَّ لِإِبْلِيْسَ مَرَدَةً مِنَ الشَّيَاطِيْنَ يَقُوْلُ لَهُمْ: عَلَيْكُمْ بِالْحُجَّاجِ وَالْمُجَاهِدِيْنَ فَاضِلُّوْهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ).

৬৮০। ইবলীসের অধিক আক্রমণকারী শিষ্য রয়েছে, সে তাদেরকে বলে ঃ তোমরা হাজী এবং মুজাহিদদেরকে পথভ্রষ্ট কর।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তাবারানী (৩/১১৯/২), ইবনু শাহীন তার "রুবা'ঈয়াত" (২/১৮৭) গ্রন্থে, যাহের আশ-শাহ্হামী "আস-সুবা'ঈয়াত" (৮/১৮/১) গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকির "আত-তাযরীদ" (১/১৯) গ্রন্থে ইউসুফ ইবনু আব্দিল্লাহ আস-সুলামীর দাস নাফে' আবূ হুরমুয হতে তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। এই নাফে' সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীছ। বুখারী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। বলা হয়েছে, তিনি নাফে' ইবনু হুরমুয, আবার বলা হয়েছে, তিনি অন্য কেউ। হাফিয যাহাবী ইবনু হুরমুযের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। দু'জনের যেই হন না কেন তিনি খুবই দুর্বল। ইবনু হুরমুযকে ইবনু মা'ঈন মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

হাদীছটি তিনি এককভাবে বর্ণনা করেননি। ইবনু আসাকির (১/১৫) জাবারাহ ইবনু মুগাল্লিস সূত্রে কাছীর ইবনু সুলায়েম হতে... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটিও খুবই দুর্বল। কাছীর ইবনু সুলায়েম আল-উবুল্লীকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। বরং বুখারী বলেছেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। নাসাঈ বলেছেন ঃ তিনি মাতরূক। ইবনু হিব্বান "আয-যো'য়াফা" (২/২২৩) গ্রন্থে বলেন ঃ 'তিনি আনাস (রাঃ) হতে যা তার হাদীছ নয় তাই বর্ণনা করতেন এবং তার উপর হাদীছ জাল করতেন।' এ ছাড়া জাবারাহ ইবনু মুগাল্লিসও দুর্বল।

٦٨١. (عَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ؛ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِمُلاَغَاةِ أَوَّلِ النَّهَارِ، وَتَذْهَبُ آخِرَهُ).

৬৮১। দুই ইশার মধ্যে তোমরা সালাত আদায় কর। কারণ তা দিনের প্রথম প্রহরের এবং শেষ প্রহরের ভুলগুলো নিয়ে যায়।

হাদীছটি জাল।

এটিকে দাইলামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে ইসমা'ঈল ইবনু আবী যিয়াদ আশ-শামীর বর্ণনায় আ'মাশ হতে তিনি আবুল আলা আল-আম্বারী হতে...বর্ণনা করেছেন।

দারাকুতনী বলেছেন ঃ এই ইসমা'ঈল মাতরূক, হাদীছ জালকারী। আবূ যিয়াদের নাম হচ্ছে মুসলিম। হাফিয ইরাকীর "তাখরীজুল ইহইয়া' (১/৩০৯-৩১০) গ্রন্থে অনুরূপ বক্তব্যই এসেছে।

সুয়ূতী "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীছটি উল্লেখ করার কারণে হাফিয ইরাকীর বক্তব্য উল্লেখ করে মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ মুসান্নেফের (সুয়ূতীর) উচিত ছিল হাদীছটি উল্লেখ না করা।

٦٨٢. (أَوَّلُ مَنْ أَشْفَعُ لَهُ مِنْ أُمَّتِيْ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ. وَأَهْلُ مَكَّةَ، وَأَهْلُ الطَّائِفِ).

৬৮২। আমি আমার উম্মাতের যার জন্য সর্ব প্রথম শাফা'য়াত করব সে হচ্ছে মদীনাবাসী, তার পর মক্কাবাসী, তারপর তায়েফবাসী।

হাদীছটি দুর্বল।

এটিকে যিয়া আল-মাকদেসী "আল-মুখতারাহ" (২/১২৯) গ্রন্থে তাবারানী হতে তিনি আল-আব্বাস ইবনুল ফাযল আল-আসফাতী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

সনদে পর্যায়ক্রমে একাধিক বর্ণনাকারী মাজহূল হওয়ার কারণে হাদীছটি দুর্বল। আব্দুল মালেক ইবনু আবী যুহায়ের আছ-ছাকাফী, তার শাইখ হামজাহ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে আবী আসমা এবং তার শাইখ কাসেম ইবনুল হাসান আছ-ছাকাফী মাজহূল।

٦٨٣. (أَمَانٌ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنَ الْغَرَقِ الْقَوْسُ، وَأَمَانٌ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنَ الإِخْتِلاَفِ الْمُوَالاَةِ لِقُرَيْشٍ، قُرَيْشٌ أَهْلُ اللهِ، فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيْلَةٌ مِنَ الْعَرَبِ صَارُوْا حِزْبَ إِبْلِيْسَ).

৬৮৩। শিকারীর ঘর যমীনবাসীদের জন্য ডুবে যাওয়া হতে নিরাপদ স্থান। কুরায়েশদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন মতভেদ করা হতে যমীনবাসীদেরকে নিরাপদে রাখে। কুরায়েশরা হচ্ছে আল্লাহর পরিবার। আরবের কোন গোত্র যদি তাদের বিরোধিতা করে তাহলে তারা ইবলীসের দলভুক্ত হয়ে যায়।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটিকে ইবনু হিব্বান "আয-যো'য়াফা" (১/২৮০) গ্রন্থে, তাম্মাম (৩/২০/২), তার থেকে ইবনু আসাকির (৫/৩৭৯/১), হাকিম (৪/৭৫), অনুরূপভাবে তাবারানী (৩/১২৩/২) এবং তার সূত্র হতে আল-ইরাকী "মহাজ্জাতুল কুরব ইলা মুহাব্বাতিল আরাব" (২/১৯) গ্রন্থে ইসহাক ইবনু সা'ঈদ ইবনে আরকূন হতে তিনি খুলায়েদ ইবনু দা'লিজ হতে তিনি আতা ইবনু আবী রাবাহ হতে...বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন ঃ সনদটি সহীহ! ইমাম যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন ঃ বরং খুবই দুর্বল। তার সনদে দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ একজন হচ্ছেন ইবনু আরকূন। তার সম্পর্কে "আল-মীযান" গ্রন্থে যাহাবী বলেন, দারাকুতনী বলেছেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। আবূ হাতিম বলেছেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

দ্বিতীয়জন, খুলায়েদ ইবনু দা'লিজ। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি বহু ভুল করতেন। সাজী বলেন ঃ সকলে তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য। নাসাঈ

বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন। দারাকুতনী তাকে মাতরূকীনদের (অগ্রহণযোগ্যদের) দলে গণ্য করেছেন।

সনদটি খুবই দুর্বল।

হাদীছটিকে ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে অন্য সূত্রে খুলায়েদ হতে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ হাদীছটি বানোয়াট। তাকে মুহাদ্দেছগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তার থেকে বর্ণনাকারী মুনকারুল হাদীছ। আরেক বর্ণনাকারী ওয়াহাব মিথ্যুক, জালকারী। তাকেই হাদীছটির ব্যাপারে মিথ্যার দোষে দোষী করা হয়েছে।

হাদীছটির প্রথম অংশটুকু ইমাম বুখারী "আল-আদাবুল মুফরাদ" (পৃ ঃ ১১৩) গ্রন্থে ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তা শাহেদ হওয়ার যোগ্য নয়। কারণ সেটি মওকূফ। সম্ভবত ইবনু আব্বাস (ﷺ) আহলে কিতাবদের থেকে বর্ণনা করেছেন।

٦٨٤. (إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عُشْرَ مَا أُمِرَ بِهِ هَلَكَ، ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ نَجَا).

৬৮৪। তোমরা এমন এক যুগে আছ যে, তোমাদের যে ব্যক্তি নির্দেশিত কর্মের দশমাংশকে ছেড়ে দিবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর এমন একটি যুগ আসবে কেউ যদি নির্দেশিত কর্মের দশমাংশের উপর আমল করে তাহলে নাজাত পেয়ে যাবে।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি ইমাম তিরমিযী (৩/২৪৬), তাম্মাম "আল-ফাওয়ায়েদ" (১/১০/২ নং ৭৪) গ্রন্থে, আবূ নো'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" (৭/৩১৬) গ্রন্থে, হারাবী "যাম্মুল কালাম" (১/১৫/১) গ্রন্থে, আস-সাহমী (৪২০) এবং ইবনু আসাকির (১৫/১৩৪/২) নোয়া'ইম ইবনু হাম্মাদ হতে তিনি সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা হতে তিনি আবুয যিনাদ হতে তিনি আ'রাজ হতে...বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী হাদীছটিকে নিম্নোক্ত ভাষ্য দ্বারা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন ঃ

হাদীছটি গারীব, একমাত্র না'ঈমের হাদীছ হতেই এটিকে চিনি। আবূ নো'য়াইম বলেন ঃ নোয়া'ইম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি অধিক পরিমাণে সন্দেহপ্রবণ হওয়ার কারণে দুর্বল। এমনকি আবূ দাউদ তার সম্পর্কে বলেন ঃ তার নিকট নাবী (ﷺ) হতে প্রায় বিশটি হাদীছ আছে সেগুলোর কোন ভিত্তি নেই।

ইবনু আদী "আল-কামিল" গ্রন্থে তার এককভাবে বর্ণনাকৃত হাদীছগুলো উল্লেখ করেছেন। সেগুলোর একটি হচ্ছে এ হাদীছটি।

মাবাবী বলেন ঃ ইবনুল জাওযী হাদীছটি "আল-ওয়াহিয়াত" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন, নাসাঈ বলেছেন ঃ হাদীছটি মুনকার। সেটিকে নোয়া'ইম ইবনু হাম্মাদ বর্ণনা করেছেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তারা যেরূপ ধারণা করেছেন যে, তিনি এককভাবে বর্ণনা করেছেন তা নয়। বরং এটির আরো দু'টি সূত্র রয়েছে ঃ

১। আবূ যার হতে আল-হারাবী বর্ণনা করেছেন। এটির সনদে মুহাম্মাদ ইবনু তাফার নামক এক বর্ণনাকারী আছেন। তার জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না। সম্ভবত এ ব্যক্তিই এ সনদটির বিপদ।

২। হাসান বাসরী হতে মারফূ' হিসাবে আবূ আম্র আদ-দানী "আস-সুনানুল ওয়ারিদা ফিল ফিতান" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদটি নিম্নোল্লিখিত কারণে নিতান্তই দুর্বল ঃ

১। হাসান হতে মুরসাল হিসাবে বর্ণিত। তার মুরসালগুলো সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণ বলেছেন ঃ সেগুলো বাতাসের ন্যায়।

২। বর্ণনাকারী লাইছ ইবনু আবী সুলায়েমের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

৩। লাইছ হতে বর্ণনাকারী যদি ইব্রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ আল-আসলামী না হন। তাহলে তাকে চিনি না। তার সম্পর্কে ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি তাকে চিনেন নি। তার থেকে অন্য এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। তাকেও তিনি চিনেন নি।

٦٨٥. (لا صَرُوْرَةَ فِي الإِسْلَامِ).

৬৮৫। ইসলামের মধ্যে কোন প্রকার বৈরাগ্যতা নেই।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি আবূ দাঊদ (১৭২৯), হাকিম (১/৪৪৮), ইমাম আহমাদ (১//৩১২), তাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর (৩/১২৮/১) গ্রন্থে এবং যিয়া "আল-মুখতারাহ" (৬৫/৬৮/১) গ্রন্থে উমার ইবনু আতা হতে তিনি ইকরিমা হতে...বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন ঃ সনদটি সহীহ! যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন!

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি তাদের দু'জনের ধারণা মাত্র। কারণ এই উমার ইবনু আতা ইবনে ওররায সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। যাহাবী নিজে তার সম্পর্কে "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ

ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন এবং নাসাঈ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম আহমাদ বলেছেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন। তিনি ইবনু আতা ইবনে আবিল খাওয়ার নন। ইবনু আবিল খাওয়ার নির্ভরযোগ্য।

হাদীছটির একটি মাজহূল শাহেদ রয়েছে। সেটিকে তাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" (১/৭৯/১) গ্রন্থে কিলাব ইবনু আলী আল-ওয়াহীদী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এই কিলাব মাজহূল যেমনটি যাহাবী এবং ইবনু হাজার বলেছেন।

٦٨٦. (اَللّٰهُمَّ وَاقِيَةً كَوَاقِيَةِ الْوَلِيْدِ).

৬৮৬। হে আল্লাহ রক্ষা কর শিশু সন্তানকে রক্ষা করার ন্যায়।

হাদীছটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু আবী আসেম "আস-সুন্নাহ" (৩৭১) গ্রন্থে এবং ইবনু আদী "আল-কামিল" (কাফ ১/১১) গ্রন্থে আব্দুল ওয়াহাব ইবনুয যহ্হাক সূত্রে ইসমা'ঈল ইবনু আইয়াশ হতে তিনি ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদ হতে...বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন ঃ ইয়াহইয়া হতে ইবনু আইয়াশ ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি শামী, শামীদের ছাড়া অন্যদের থেকে তার বর্ণনা দুর্বল। এটি সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত। আর ইবনুয যহ্হাক মিথ্যুক। কিন্তু বাহ্যিকতা প্রমাণ করছে যে, তিনি অন্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদীছটিকে হায়ছামী "আল-মাজমা'" (১০/১৮২) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ হাদীছটি আবূ ই'য়ালা বর্ণনা করেছেন। যাতে নামহীন বর্ণনাকারী রয়েছে।

٦٨٧. (اتَّخِذُوْا السُّوْدَانَ، فَإِنَّ ثَلاَثَةً مِنْهُمْ مِنْ سَادَاتِ أَهْلِ الْجَنَّةِ؛ لُقْمَانُ الْحَكِيْمُ، وَالنَّجَاشِيُّ، وَبِلاَلُ الْمُؤَذِّنُ).

৬৮৭। তোমরা সুদানকে (বাসস্থান হিসাবে) গ্রহণ কর। কারণ তাদের মধ্য হতে তিনজন হচ্ছে জান্নাতীদের সর্দার ঃ লোকমান আল-হাকীম, নাজ্জাশী এবং মুয়ায্যিন বিলাল।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনু হিব্বান "আয-যো'য়াফা" (১/১৭০) গ্রন্থে, তাবারানী (৩/১২৩/১) এবং তার থেকে ইবনু আসাকির (৩/২৩২/২) উছমান ইবনু আব্দির রহমান আত-তারায়েফী হতে তিনি উবাইন ইবনু সুফিয়ান আল-মাকদেসী হতে তিনি খালীফাহ ইবনু সালাম হতে তিনি আতা ইবনু আবী রাবাহ হতে...বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল। উবাইন সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি খবরগুলোকে উলট পালট করে ফেলতেন। তার অধিকাংশ বর্ণনাই দুর্বল

বর্ণনাকারীদের থেকে। ইমাম বুখারী বলেন ঃ তার হাদীছ লিখা যাবে না। দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি দুর্বল, তার বহু মুনকার রয়েছে।

হাদীছটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে ইবনু হিব্বানের বর্ণনা হতে উল্লেখ করে (২/২৩২) বলেছেন ঃ হাদীছটি সহীহ নয়। এর দ্বারা উবাইনকে মিথ্যার দোষে দোষী করা হয়েছে। তিনি হাদীছগুলোকে উলট পলট করে ফেলতেন। আর উছমানের দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ উছমান সত্যবাদী। দুর্বল বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণনা করার কারণে তাকে দুর্বল বলা হয়েছে। তাকে ইবনু মা'ঈন নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

সুয়ূতী ওয়াছিলা ইবনুল আসকা'-এর হাদীছ হতে একটি শাহেদ উল্লেখ করেছেন। যেটিকে হাকিম (৪/২৮৪) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ভাষার সাথে মিল না থাকার কারণে সেটি শাহেদ হওয়ার যোগ্য নয়।

٦٨٨. (أَوْحَى اللهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا دَاوُدُ! مَا مِنْ عَبْدٍ يَعْتَصِمُ بِيْ دُوْنَ خَلْقِيْ، أَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْ نِيَّتِهِ، فَتَكِيْدُهُ السَّمٰوَاتُ بِمَنْ فِيْهَا إِلاَّ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ بَيْنَ ذَلِكَ مَخْرَجًا، وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَعْتَصِمُ بِمَخْلُوْقٍ دُوْنِيْ أَعْرِفُ مِنْهُ نِيَّتَهُ إِلاَّ قَطَعْتُ أَسْبَابَ السَّمَاءِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَرْسَخْتُ الْهَوَى مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ يُطِيْعُنِيْ إِلاَّ وَأَنَا مُعْطِيْهِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَنِيْ، وَغَافِرٌ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ).

৬৮৮। আল্লাহ দাউদ (আ ঃ)-এর নিকট অহী করলেন ঃ হে দাউদ! কোন বান্দা আমার সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে আমাকে আঁকড়ে ধরলে আমি তা তার নিয়্যাতেই বুঝে যাব। ফলে তাকে যদি আসমান তার সমস্ত কিছু সহ ঘিরে ফেলে তবুও সেসবের মধ্য হতে তার বের হওয়ার পথ করে দিব। কোন বান্দা আমাকে বাদ দিয়ে আমার সৃষ্টিকে আঁকড়ে ধরলে আমি তা তার নিয়্যাতেই বুঝে যাব। ফলে তার সামনে আমি আসমানের পথগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দিব আর মনোবৃত্তিকে তার দু' পায়ের নীচে গেঁথে দিব। কোন বান্দা যদি আমার আনুগত্য করে তাহলে আমার নিকট কিছু চাওয়ার পূর্বেই আমি তাকে তা দিয়ে দিব এবং আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার পূর্বেই আমি তাকে ক্ষমা করে দিব।

হাদীছটি জাল।

এটি তাম্মাম আর-রাযী "আল-ফাওয়ায়েদ" (৫/৫৮/২) গ্রন্থে ইউসুফ ইবনুস সাফ্‌র হতে তিনি আওযা'ঈ হতে তিনি যুহ্‌রী হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটি বানোয়াট। ইবনুস সাফ্‌রকে মিথ্যার দোষে দোষী করা হয়েছে। কারণ তিনি হাদীছ জালকারীদের অন্তর্ভুক্ত। সম্ভবত এটি

ইসরা'ঈলী বর্ণনা। কা'য়াব ইবনু মালেক কোন আহলে কিতাব হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর এই মিথ্যুক নাবী (ﷺ)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীছটিকে সুয়ূতী "আল-জামে'" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এটি তার ত্রুটি। তার ভাষ্যকার মানাবীও কোন মন্তব্য করেননি।

٦٨٩. (زَيْنُ الصَّلَاةِ الحِذَاءُ).

৬৮৯। সালাতের সৌন্দর্য হচ্ছে পাদুকা পরিধানে।

হাদীছটি জাল।

এটিকে ইবনু আদী "আল-কামিল" (১/২৯২) গ্রন্থে আবূ ই'য়ালা হতে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনু আইউব হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল হাজ্জাজ আল-লাখমী হতে তিনি আব্দুল মালেক ইবনু উমায়ের হতে...বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর বলেছেন ঃ আব্দুল মালেক ইবনু উমায়ের হতে এটির কোন ভিত্তি নেই। এটিকে মুহাম্মাদ ইবনুল হাজ্জাজ আব্দুল মালেকের উপর জাল করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার সূত্রে তাম্মাম "আল-ফাওয়ায়েদ" (২/১৩৮) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী একদল ইমাম হতে তার মিথ্যুক হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এ কারণে সুয়ূতী "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীছটি উল্লেখ করে ঠিক করেছেন। তার ভাষ্যকার মানাবী বলেন ঃ

হায়ছামী বলেন ঃ তার সনদে মুহাম্মাদ ইবনুল হাজ্জাজ আল-লাখমী রয়েছেন তিনি মিথ্যুক। অতএব লেখকের (সুয়ূতীর) উচিত ছিল হাদীছটি তার কিতাবে উল্লেখ না করা।

٦٩٠. (أَطْعَمَنِيْ جِبْرِيْلُ الْهَرِيْسَةَ مِنَ الْجَنَّةِ لِأَشُدَّ بِهَا ظَهْرِيْ لِقِيَامِ اللَّيْلِ).

৬৯০। আমাকে জিবরীল জান্নাতের হারীসাহ (এক প্রকারের খাদ্য বিশেষ) আহার করিয়েছেন, যাতে করে আমি কিয়ামুল লাইলের জন্য আমার পিঠকে তা দ্বারা শক্তিশালী করতে পারি।

হাদীছটি জাল।

এটি উকায়লী "আয-যো'য়াফা" (৩৭৪) গ্রন্থে, অনুরূপভাবে ইবনু হিব্বান (২/২৯০), ইবনু আদী (২/২৯১) এবং তাম্মাম (২৯/১১৪-১১৫) মুহাম্মাদ ইবনুল হাজ্জাজ আল-লাখমী সূত্রে আব্দুল মালেক ইবনু উমায়ের হতে...বর্ণনা করেছেন।

তাম্মাম বলেন ঃ একমাত্র মুহাম্মাদ ইবনুল হাজ্জাজ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেন ঃ এ হাদীছটি বানোয়াট। মুহাম্মাদ এটিকে জাল করেছেন। তার

সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন ঃ মুহাম্মাদ নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীছ বর্ণনাকারী। তার থেকে বর্ণনা করাই হালাল নয়।

হাদীছটিকে ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে এই মিথ্যুকের সূত্রেই বিভিন্ন বাক্যে বর্ণনা করে (৩/১৮) বলেছেন ঃ এ হাদীছটি বানোয়াট। মুহাম্মাদই এটিকে বানিয়েছেন। তিনিই সূত্রগুলোর কেন্দ্রবিন্দু। তার থেকে মিথ্যুকরাই চুরি করেছে।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" (২/২৩৪-২৩৭) গ্রন্থে তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ এটির বহু শাহেদ রয়েছে। সেগুলোর সর্বোত্তম শাহেদ যেটি সেটির সনদে ইব্রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আল-ফিরইয়াবী রয়েছেন, আল-আযদী তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি সাকেত। তিনি হাদীছটি চুরি করে তাতে সনদ লাগিয়ে দিয়েছেন।

শুধুমাত্র আযদীই তার সমালোচনা করেননি। তার সম্পর্কে সাজী বলেন ঃ

তিনি মুনকার এবং মিথ্যা হাদীছ বর্ণনাকারী যেমনটি "আত-তাহযীব" গ্রন্থে এসেছে।

আমি (আলবানী) তার হাদীছটি মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করছি না। যদি তিনি এটির সমস্যা নাও হন, তাহলে তার শাইখ আম্র ইবনু বাক্র আস-সাকসাকী হচ্ছেন হাদীছটির সমস্যা। কারণ তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান (২/৭৮) বলেন ঃ

তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বহু বিপদ বর্ণনা করেছেন... তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। ইমাম যাহাবী বলেন ঃ তার হাদীছগুলো জালের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

এ ছাড়া আরেক বর্ণনাকারী আব্দুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে যাবালাও দুর্বলের নিকটবর্তী। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য মাদানীদের থেকে মু'জাল হাদীছগুলো বর্ণনাকারী।

٦٩١. (ثَلاَثٌ مِنْ كُنُوزِ الْبِرِّ: إِخْفَاءُ الصَّدَقَةِ، وَكِتْمَانُ الشَّكْوَى، وَكِتْمَانُ الْمُصِيبَةِ، يَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِيْ بِبَلاءٍ فَصَبَرَ، لَمْ يَشْكُنِي إِلَى عُوَّادِهِ أَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ، وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ، فَإِنْ أَرْسَلْتُهُ أَرْسَلْتُهُ وَلاَ ذَنْبَ لَهُ، وَإِنْ تَوَفَّيْتُهُ فَإِلَى رَحْمَتِي).

৬৯১। ভূপৃষ্ঠের গচ্ছিত সম্পদ হচ্ছে তিনিটি ঃ লুকিয়ে সাদকাহ্ করা, অভিযোগ গোপন করা এবং বিপদাপদকে গোপন করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আমি আমার বান্দাকে বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করলে সে যদি তার নিকট আগমনকারীদের কাছে কোন অভিযোগ উপস্থাপন না করে ধৈর্য ধারণ করে, তাহলে আমি তার বর্তমান গোস্তকে ও রক্তকে আরো উত্তম গোস্ত ও উত্তম রক্ত দ্বারা পরিবর্তন করে দি। আর যদি তাকে ছেড়ে দি তাহলে এমনভাবে ছেড়ে দি যে তার

কোন গুনাহই অবশিষ্ট থাকে না। যদি তার মৃত্যু দিয়ে দি, তাহলে সে আমার রহমতের নিকট চলে আসে।

হাদীছটি জাল।

এটি তাম্মাম (৬/১১৯/২), তার থেকে ইবনু আসাকির (১৫/১২০/২), তাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে, আবুল কাসেম আল-হান্নাঈ "আল-ফাওয়ায়েদ" (১/১৪৭) গ্রন্থে এবং আবূ নো'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" (৭/১১৭) এবং "আল-আরবা'উনুস সূফিয়াহ" (২/৬০) গ্রন্থে আল-জারূদ ইবনু ইয়াযীদ সূত্রে সুফিয়ান আছ-ছাওরী হতে তিনি আশ'য়াছ হতে তিনি ইবনু সীরীন হতে...বর্ণনা করেছেন। আল-হান্নাঈ এবং আবূ নো'য়াইম বলেন ঃ

আল-জারূদ হাদীছটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। হান্নাঈ বলেন ঃ তিনি হাদীছের ক্ষেত্রে দুর্বল।

ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (৩/১৯৯) গ্রন্থে অনুরূপ কথাই বলেছেন। তবে তিনি বলেছেন ঃ তিনি মাতরূক।

সুয়ূতী তার সমালোচনা করে "আল-লাআলী" (৪/৩৯৫) গ্রন্থে বলেছেন ঃ জারূদকে জাল করার দোষে দোষী করা হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ জি হ্যাঁ, তার সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম "আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল" (১/১/২২৫) গ্রন্থে বলেন ঃ আবূ উসামাহ তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন। আর আমার পিতা বলেছেন ঃ তিনি মিথ্যুক।

উকায়লী বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক, হাদীছ জালকারী। হাকিম বলেন ঃ তিনি ছাওরী হতে বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইবনু হিব্বানের বক্তব্যও অনুরূপ, তিনি বলেন ঃ তিনি প্রসিদ্ধদের উদ্ধৃতিতে এককভাবে মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছেন, নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে ভিত্তিহীন কিছু বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি আলোচ্য হাদীছটি সম্পর্কে বলেন ঃ এটির কোন ভিত্তি নেই।

٦٩٢. (ثَلاَثٌ مِنْ كُنُوْزِ الْبِرِّ، كِتْمَانُ الأَوْجَاعِ، وَالْبَلْوَى، وَالْمَصِيْبَاتِ، وَمَنْ بَثَّ لَمْ يَصْبِرْ).

৬৯২। ভূপৃষ্ঠের রক্ষিত সম্পদ হচ্ছে তিনিটি ঃ ব্যাথা, দারুণ দুর্ভাগ্য ও মসিবতগুলো গোপন করা। যে ব্যক্তি তা প্রচার করে দিল সে ধৈর্য ধারণ করল না।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তাম্মাম (৯/১৪০/১) নাশেব ইবনু আম্‌র সূত্রে মুকাতিল ইবনু হাইয়্যান হতে তিনি কায়েস ইবনু সাকান হতে...বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি খুবই দুর্বল। এই নাশেব সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন ঃ তিনি মুনক ল হাদীছ। দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি দুর্বল।

টি নিম্নে ভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে ঃ

٦٩٣. (مِنْ كُنُوْزِ الْبِرِّ كِتْمَانُ الْمَصَائِبِ وَالأَمْرَاضِ والصَّدَقَةِ).

৬: ৩। বিপদাপদ, রোগ-বালা এবং সাদাকাকে গোপন করা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের রক্ষিত সম্পদগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

হাদীছটি দুর্বল।

আর-রুআইয়ানী তার "মুসনাদ" (১/২৫০) গ্রন্থে, ইবনু আদী (২/১৫১), আবূ নো'য়াইম (৮/১৯৭) এবং কাযা'ঈ (২/২১) যাফের ইবনু সুলায়মান হতে তিনি আব্দুল আযীয ইবনু আবী রাওয়াদ হতে ...বর্ণনা করেছেন। আবূ নো'য়াইম বলেন ঃ

হাদীছটি গারীব, আব্দুল আযীয হতে যাফের এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ মুখস্থ বিদ্যায় ক্রটি থাকার কারণে তিনি দুর্বল। ইবনু আদী বলেন ঃ তিনি যা কিছু বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশেরই অনুসরণ করা যায় না।

ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" (২/৩৩২) গ্রন্থে বলেন, আবূ যুর'আহ বলেছেন ঃ এ হাদীছটি বাতিল। ইবনু আবী হাতিম বলেন ঃ আবূ যুর'আহ তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করা হতে বিরত থেকেছেন।

হাদীছটি আবূ যাকারিয়া আল-বুখারী অন্য সূত্রে "আল-ফাওয়ায়েদ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যেমনটি "আল-লাআলী" (২/৩৯৬) গ্রন্থে এসেছে। এ সনদটি দুর্বল। কারণ তাতে বাকিয়াহ ইবনুল ওয়ালীদ রয়েছেন। তিনি দুর্বল এবং মিথ্যুকদের থেকে তাদলীস করতেন।

আরেকটি সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দিল আযীয রয়েছেন। তার সম্পর্কে আবূ হাতিম ও অন্য বিদ্বানগণ বলেন ঃ তার হাদীছগুলো মুনকার। ইবনুল জুনায়েদ বলেন ঃ তিনি কিছুরই সমকক্ষ নন। ইবনু আদী বলেন ঃ তিনি তার পিতা হতে কতিপয় হাদীছ বর্ণনা করেছেন সেগুলোর অনুসরণ করা যায় না।

আরেকটি সূত্রে আবূ নো'য়াইম "আল-আরবা'উন" (কাফ ২/৬০) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তাতে আল-হাসান ইবনু হামযাহ নামের এক মাজহূল বর্ণনাকারী রয়েছেন।

٦٩٤. (أَنَا خَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَأَنْتَ يَا عَلِيُّ خَاتَمُ الأَوْلِيَاءِ).

৬৯৪। আমি নাবীকুলের শেষ আর তুমি হে আলী! ওয়ালীকুলের শেষ।

হাদীছটি জাল।

এটি আল-খাতীব (১০/৩৫৬-৩৫৮) ওবায়দুল্লাহ ইবনু লুউলুউস সুলামী হতে তিনি উমার ইবনু ওয়াসিল হতে...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আল-খাতীব বলেন ঃ

কিস্‌সা বর্ণনাকারীদের থেকে এটি একটি বানোয়াট হাদীছ। হাদীছটি উমার ইবনু ওয়াসিল জাল করেছেন অথবা তার উপর জাল করা হয়েছে।

হাদীছটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (১/৩৯৮) গ্রন্থে উল্লেখ করে আল-খাতীবের বক্তব্য উল্লেখ করে তিনি নিজে এবং সুয়ূতী তাকে সমর্থন করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে ইবনু লুউলুউস সুলামীর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ তিনি উমার ইবনু ওয়াসিল হতে জাল হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তা সত্ত্বেও সুয়ূতী "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

٦٩٥. (بُعِثْتُ بِمُدَارَاةِ النَّاسِ).

৬৯৫। লোকদের শিক্ষা দানের জন্যই আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।

হাদীছটি জাল।

এটি আবূ সা'আদ আল-মালীনী "আল-আরবা'উন ফি শুয়ূখিস সূফিয়াহ" (২/৬) গ্রন্থে ওবায়দুল্লাহ ইবনু লুউলুআতুস সূফী হতে তিনি উমার ইবনু ওয়াসিল হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবনী) বলছি ঃ এ হাদীছটি বানোয়াট। এ ব্যাপারে ইবনু লুউলুআহ অথবা তার শাইখ উমার ইবনু ওয়াসিল মিথ্যার দোষে দোষী। কারণ তারা উভয়েই হাদীছটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। হাদীছটি নিঃসন্দেহে বানোয়াট। তাদের যে কোন একজন এটিকে জাল করেছেন। তা সত্ত্বেও সুয়ূতী হাদীছটিকে "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে বাইহাকীর "আল-শু'আব" গ্রন্থের বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। এ কারণে মানাবী মিথ্যার দোষে দোষী দুই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে তার সমালোচনা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ

তাতে মালেক ইবনু দীনার আয-যাহেদ রয়েছেন। তাকে ইমাম যাহাবী "আয-যো'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ কেউ তাকে নির্ভরযোগ্যও বলেছেন।

٦٩٦. (لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ مُفَرَّقًا).

৬৯৬। রামাযান মাসের বাকী সওমগুলো ছেড়ে ছেড়ে মাঝে মধ্যে আদায় করাতে কোন সমস্যা নেই।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি আবূ সা'আদ আল-মালীনী "আল-আরবা'উন ফি শুয়ূখিস সূফিয়াহ" (১/১১) গ্রন্থে আবূ উবায়েদ আল-বুসরী মুহাম্মাদ ইবনু হাস্‌সান আয-যাহেদ হতে তিনি আবুল জামাহির মুহাম্মাদ ইবনু উছমান হতে তিনি ইয়াহইয়া ইবনু সুলায়েম হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল। হেফযে ত্রুটি থাকার কারণে ইয়াহইয়া ইবনু সুলায়েম আত-তায়েফী দুর্বল। তাছাড়া মুহাম্মাদ ইবনু হাস্‌সান আয-যাহেদের অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না।

এ ছাড়া আরো যে সব সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোর কোনটিই দুর্বলতা হতে খালী নয়। হয় মুরসাল, না হয় মু'যাল, আর না হয় তাতে রয়েছে মাজহূল বর্ণনাকারী।

শাওকানী দারাকুতনী সূত্রে বর্ণিত হাদীছটি সম্পর্কে "নায়লুল আওতার" (৪/১৯৮) গ্রন্থে বলেছেন ঃ হাদীছটিকে ইবনুল জাওযী সহীহ আখ্যা দিয়েছেন তার নিম্নলিখিত ভাষায় ঃ

আমরা অবহিত হইনি যে, সুফিয়ান ইবনু বিশ্‌রকে কেউ দোষারোপ করেছেন!

এ কথাটি সহীহ নয়। কারণ প্রত্যেক মাজহূল বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রেই মুহাদ্দিছগণের নিকট অনুরূপ কথা বলা সঠিক। এর দ্বারা মাজহূল বর্ণনাকারীর হাদীছকে সহীহ আখ্যা দেয়া যেতে পারে না। কারণ সুফিয়ান মাজহূল।

٦٩٧. (الإِيْمَانُ بِالنِّيَّةِ وَاللِّسَانِ، وَالْهِجْرَةُ بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ).

৬৯৭। ঈমান হচ্ছে নিয়্যাত ও মুখে উচ্চারণের বিষয় আর হিজরত হচ্ছে জীবন এবং সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়।

হাদীছটি জাল।

এটি আব্দুল খালেক ইবনু যাহের আশ-শাহ্‌হামী "আল-আরবা'উন" (১/২৬০) গ্রন্থে নূহ ইবনু আবী মারিয়াম হতে তিনি ইয়াহইয়া ইবনু সা'আদ হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ইব্‌রাহীম হতে তিনি আলকামাহ ইবনু ওয়াক্কাস হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ নূহ ইবনু আবী মারিয়াম জাল করার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ। তার সম্পর্কে পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে।

ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদ হতে সহীহ হচ্ছে সেই হাদীছটি যেটিকে তার থেকে সহীহ সনদে একদল বর্ণনাকারী মারফূ' হিসাবে এ বাক্যে "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى..." বর্ণনা করেছেন। এটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম সহ আরো অনেকে বর্ণনা করেছেন।

এ কারণেই ইমাম সুয়ূতী "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে আলোচ্য হাদীছটি উল্লেখ করে ত্রুটি করেছেন।

٦٩٨. (إِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ وَالآيَتَيْنِ مِنَ (آلِ عِمْرَانَ): (شَهِدَ اللهُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُوْا الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلاَمُ) و(قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مِنْ تَشَاءُ، وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ) إلى قوله: (وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) هُنَّ مُشَفَّعَاتٍ، مَا بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ، فَقُلْنَ: يَا رَبُّ! تُهْبِطُنَا إِلَى أَرْضِكَ وَإِلَى مَنْ يَعْصِيكَ؟ قَالَ اللهُ: بِيْ حَلَفْتُ لاَ يَقْرَؤُهُنَّ أَحَدٌ مِنْ عِبَادِيْ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ إِلاَّ جُعِلَتِ الْجَنَّةُ مَأْوَاهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ، وَإِلاَّ أَسْكَنْتُهُ حَظِيْرَةَ الْفِرْدَوْسِ، وَإِلاَّ قَضَيْتُ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ حَاجَةً أَدْنَاهَا الْمَغْفِرَةُ).

৬৯৮। নিশ্চয় সূরা ফাতিহাহ , আয়াতুল কুরসী এবং সূরা আল-ইমরানের দুই আয়াত (شهد الله أن لا إله هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام) ও (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء، وتذل من تشاء) হতে (وترزق من تشاء بغير حساب) পর্যন্ত পাঠকারীর জন্য সবই গ্রহণীয় শাফা'য়াত। সেগুলো এবং আল্লাহর মধ্যে কোন পর্দা থাকে না। অতঃপর আমরা বললাম হে প্রতিপালক! তুমি কি আমাদেরকে তোমার যমীনে এবং তোমার অবাধ্য ব্যক্তির নিকট নামিয়ে দিবে? আল্লাহ বললেন ঃ আমি আমার নিজের কসম করে বলছি ঃ আমার বান্দাদের থেকে যদি কেউ প্রতিটি সালাতের পরে সেগুলো পাঠ করে, তাহলে জান্নাতকে তার আশ্রয় স্থল বানিয়ে দিব। পরিবেষ্টিত জান্নাতুল ফিরদাউসকে বাসস্থান হিসাবে নির্ধারিত করে দিব। প্রতিদিন তার সত্তরটি প্রয়োজনীয়তাকে পূর্ণ করে দিব, যার সর্ব নিম্নটা হচ্ছে তাকে ক্ষমা করে দেয়া।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু হিব্বান "আল-মাজরূহীন" (১/২১৮) গ্রন্থে, ইবনুস সুন্নী (৩২২) এবং আব্দুল খালেক আশ-শাহ্হামী "আল-আরবা'উন" (২/২৬) গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু যাম্বূর হতে তিনি আল-হারেছ ইবনু উমায়ের হতে তিনি জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে...বর্ণনা করেছেন।

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ হাদীছটি বানোয়াট, এটির কোন ভিত্তি নেই। এই আল-হারেছ নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীছ বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ পূর্ববর্তীগণ যেমন ইবনু মা'ঈন ও অন্য বিদ্বানগণ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। কিন্তু হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ তার মধ্যে শুধুমাত্র দুর্বলতাই সুস্পষ্ট। কারণ ইবনু হিব্বান "আয-যো'য়াফা" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বহু বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেছেন। হাকিম বলেন ঃ তিনি হুমায়েদ এবং জা'ফার আস-সাদেক হতে বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি "আল-মুগনী" গ্রন্থে আরো বলেন ঃ

আমি আশ্চর্য হচ্ছি ইমাম নাসাঈ তার থেকে কিভাবে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তার পর যাহাবী তার কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করেছেন। এটি সেগুলোর একটি। অতঃপর বলেছেন ঃ ইবনু হিব্বান বলেন ঃ হাদীছটি বানোয়াট, এটির কোন ভিত্তি নেই। তিনি নিজেও "আল-মীযান" গ্রন্থে তা স্বীকার করেছেন। হাফিয ইবনু হাজারও "আত-তাহযীর" গ্রন্থে তাকে সমর্থন করেছেন। তবে তিনি বলেছেন ঃ হাদীছটির সমস্যা হচ্ছে হারেছের নীচের ব্যক্তির মধ্যে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বরং এই হারেছই সমস্যা। কারণ তাদের নীচের ব্যক্তি মুহাম্মাদকে কেউ মিথ্যার দোষে দোষী করেননি।

ইবনুল জাওযী হাদীছটি "আল-মাওযূ'আত" (১/২৪৫) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ হারেছ হাদীছটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিব্বানের মন্তব্যগুলোও উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বলেছেন, ইবনু খুযায়মাহ বলেছেন ঃ হারেছ মিথ্যুক। এ হাদীছটির কোন ভিত্তি নেই।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" (১/২২৯-২৩০) গ্রন্থে দু'টি কথা উল্লেখ করে তার সমালোচনা করেছেন ঃ

১। কেউ কেউ হারেছকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তাদের একথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ পূর্বের ইমামদের বক্তব্য তাদের প্রতিবাদের জন্য যথেষ্ট।

২। অন্য সূত্রেও হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তার সনদে মিথ্যুক বর্ণনাকারী রয়েছেন। তার সম্পর্কে আগত হাদীছটিতে আলোচনা আসবে।

٦٩٩. (لَمَّا نَزَلَتْ (الحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ العَالَمِينَ)، ،آيَةُ (الكُرْسِيِّ)، وَ(شَهِدَ اللهُ)، وَقُلْ: (اللَّهُمَّ مَالِكَ المُلْكِ) إِلَى (بِغَيْرِ حِسَابٍ)، تُعَلَّقْنَ بِالعَرْشِ وَقُلْنَ: أَنْزَلْتَنَا عَلَى قَوْمٍ يَعْمَلُوْنَ بِمَعَاصِيكَ؟ فَقَالَ: وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ وَارْتِفَاعُ مَكَانِيْ لَا يَتْلُوكُنَّ عَبْدٌ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ إِلاَّ غَفَرْتُ لَهُ مَا كَانَ فِيْهِ وَأَسْكَنْتُهُ جَنَّةَ الفِرْدَوْسِ، وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً، وَقَضَيْتُ لَهُ سَبْعِيْنَ حَاجَةً، أَدْنَاهَا المَغْفِرَةُ).

৬৯৯। যখন (আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন), (আয়াতুল কুরসী), (শাহিদাল্লাহু আয়াত) এবং (কুলিল্লাহুম্মা মালেকিল মুলক) (বিগাইরে হিসাব) পর্যন্ত নাযিল হল, তখন সেগুলো আরশে টাংগিয়ে দেয়া হল। আমরা বললাম ঃ আপনি আমাদেরকে এমন একটি সম্প্রদায়ের নিকট নাযিল করলেন যারা আপনার নাফারমানী করে? আল্লাহ বললেন ঃ আমার ইয্যত, আমার মর্যাদা ও আমার সুউচ্চ আসনের শপথ! প্রতিটি ফরয সালাতের পর কোন বান্দা যদি উক্ত আয়াতগুলো পাঠ করে তাহলে আমি তার যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দিব। জান্নাতুল ফিরদাউসে তার স্থান বানিয়ে দিব। প্রতিদিন তার দিকে সত্তর বার দৃষ্টি প্রদান করব আর তার সত্তরটি প্রয়োজনীয়তাকে পূর্ণ করে দিব। তার সর্ব নিম্নটি হচ্ছে তাকে ক্ষমা করে দেয়া।

হাদীছটি জাল।

এটি দাইলামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান সূত্রে আম্‌র ইবনু রাবী' হতে তিনি ইয়াহইয়া ইবনু আইউব হতে তিনি ইসহাক ইবনু উসায়েদ হতে...বর্ণনা করেছেন।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" (১/২২৯-২৩০) গ্রন্থে পূর্বের হাদীছটির শাহেদ হিসাবে উল্লেখ করে চুপ থেকে ক্রটি করেছেন। কারণ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান সম্পর্কে যাহাবী বলেন ঃ

তাকে ইবনু আদী মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন। ইবনু ইউনুস বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ বাক্‌র আল-খাতীব বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক। অতঃপর যাহাবী তার দু'টি হাদীছ উল্লেখ করে বলেছেন ঃ হাদীছ দু'টি বাতিল।

ইবনু হিব্বান (২/২৬০) বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে এককভাবে মু'যাল বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি প্রসিদ্ধদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীছও বর্ণনা করেছেন।

٧٠٠. (أَيُّمَا نَاشِئٍ نَشَأَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ حَتَّى يَكْبَرَ وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ أَعْطَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوَابَ اثْنَيْنِ وَسَبْعِيْنَ صِدِّيْقاً).

৭০০। যে কোন ব্যক্তি ছোট হতে বড় হওয়া পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ ও ইবাদাতের মধ্যে গড়ে উঠলে এবং তার সে অবস্থা অব্যাহত থাকলে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন বাহাত্তর জন সত্যবাদীর সাওয়াব দান করবেন।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তাম্মাম (২৯/১১২/১ নং ২৪২৮) এবং ইবনু আব্দিল বার "জামে'উল ইলম" (১/৮২) গ্রন্থে ইউসুফ ইবনু আতিয়া সূত্রে মারযূক (আবূ আব্দিল্লাহ আল-হিমসী) হতে তিনি মাকহূল হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইউসুফ ইবনু আতিয়ার কারণে এ সনদটি খুবই দুর্বল। তিনি হচ্ছেন সাফ্‌ফার আল-বাস্‌রী। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। নাসাঈ ও দুলাবী বলেন ঃ তিনি মাতরূক।

তার সূত্রেই তাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। যেমনটি "আল-মাজমা'" (১/১২৫) গ্রন্থে এসেছে। অতঃপর তিনি বলেছেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীছ। মানাবী "ফায়যুল কাদীর" গ্রন্থে যাহাবীর "আল-মীযান" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে বলেন ঃ তিনি বলেছেন ঃ এ হাদীছটি নিতান্তই মুনকার।

আমি (আলবনী) বলছি ঃ এ কথাটি সত্য। কিন্তু আমি "আল-মীযান" গ্রন্থে ইউসুফ ইবনু আতিয়ার জীবনীতে হাদীছটি পাচ্ছি না।

٧٠١. (إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا وَلِّيَ وِلاَيَةَ تَبَاعَدَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْهُ).

৭০১। যখন কোন ব্যক্তিকে নেতৃত্ব প্রদান করা হয় তখন আল্লাহ্ তার থেকে দূরে সরে যান।

হাদীছটির কোন ভিত্তি নেই।

এটিকে গাযালী “আল-ইহইয়া” (২/১২৯) গ্রন্থে আবূ যার (রাঃ) হতে মারফূ‘ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইরাকী তার “তাখরীজ” গ্রন্থে বলেন ঃ এটির ভিত্তি সম্পর্কে অবহিত হইনি।

٧٠٢. (كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ سُلَيْمَانَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ).

৭০২। সুলায়মান (আঃ)-এর আংটির নকশায় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ লিখা ছিল।

হাদীছটি জাল।

এটি উকায়লী “আয-যো‘য়াফা” (১৮৫) গ্রন্থে, ইবনু আদী (১/১৯৮), তাম্মাম আর-রাযী (৬/১১১/১) এবং ইবনু আসাকির (৭/২৮৮/১) শাইখ ইবনু আবী খালেদ আল-বাস্‌রী সূত্রে হাম্মাদ ইবনু আবী সালামা হতে তিনি আম্‌র ইবনু দীনার হতে তিনি জাবের (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

উকায়লী এটিসহ আরো দু'টি হাদীছ শাইখের জীবনীতে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ সবগুলোই মুনকার। এই শাইখ ছাড়া অন্য কারো হাদীছে এগুলোর কোন ভিত্তি নেই। ইবনু আদী বলেন ঃ এগুলো বাতিল।

ইবনু হিব্বান (১/৩৬০) বলেন ঃ কোন অবস্থাতেই তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। তিনি তার তিনটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি, অতঃপর বলেছেন ঃ তিনটিই বানোয়াট। রাসূল (ﷺ) বলেননি, জাবের (রাঃ)-ও বর্ণনা করেননি। আম্‌র এবং হাম্মাদ ইবনু সালামাও হাদীছটি বর্ণনা করেননি।

যাহাবী তার জীবনীতে বলেন ঃ ‘শাইখ’ মাজহূল, দাজ্জাল। হাকিম বলেন ঃ তিনি হাম্মাদ ইবনু সালামা হতে কতিপয় বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর হাফিয যাহাবী বলেন ঃ হাম্মাদ হতে তার বাতিলগুলোর একটি হচ্ছে এ হাদীছটি।

ইবনুল জাওযী হাদীছটি “আল-মাওযূ‘আত” গ্রন্থে ইবনু আদীর বর্ণনা হতে উল্লেখ করে (১/২০১) বলেছেন ঃ এটি সহীহ নয়। শাইখ বাতিল হাদীছ বর্ণনাকারী, তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

সুয়ূতী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ ওবাদাহ ইবনুস সামেত হতে অন্য সূত্রে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তাতে মিথ্যার দোষে দোষী বর্ণনাকারী রয়েছেন।

তিনি ইব নু আব্বাস (ﷺ) হতে মওকূফ হিসাবেও বর্ণনা করেছেন!

এটিকে আস-সাহমী "তারীখু জুরজান" (১৬৯) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তাতে দাউদ ইবনু সুলায়মান আল-জুরজানী নামক এক বর্ণনাকারী আছেন, তিনি মিথ্যুক।

আর ও'বাদার হাদীছটি হচ্ছে ঃ

٧٠٣. (كَانَ فَصُّ خَاتَمِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ سَمَاوِيا، فَأُلْقِيَ إِلَيْهِ فَأَخَذَهُ فَوَضَعَهُ فِي خَاتَمِهِ، وَكَانَ نَقْشُهُ: أَنَا اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا، مُحَمَّدٌ عَبْدِي وَرَسُولِي).

৭০৩। সুলায়মান ইবনু দাউদ (আ ঃ)-এর আংটির পাথর ছিল আসমানী। সেটিকে তার নিকট নিক্ষেপ করা হলে তিনি তা ধরে ফেলেন, অতঃপর তিনি তার আংটিতে রেখে দেন। তাতে 'আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া সত্যিকার অর্থে কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ আমার বান্দা ও রাসূল' (বাক্য দু'টি) নকশা করা ছিল।

হাদীছটি জাল।

তাবারানী এবং তার থেকে ইবনু আসাকির (৭/২৮৮/১) মিখলাদ আর-রু'আইনী হতে তিনি হুমায়েদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-হিমসী হতে তিনি আরতাত ইবনুল মুনযির হতে...বর্ণনা করেছেন।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" (১/১৭১) গ্রন্থে পূর্বের হাদীছটির শাহেদ হিসাবে উল্লেখ করে ত্রুটি করেছেন।

কারণ এই রু'আইনী সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন ঃ তিনি বাতিল হাদীছ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি তার বাতিল হাদীছগুলোর দু'টি উল্লেখ করেছেন। যার একটি ৪১০ নম্বরে আলোচনা করা হয়েছে। আরেকটির আলোচনা ১২৫২ নম্বরে আসবে ইনশাআল্লাহ।

٧٠٤. (أَهْلُ الْجَنَّةِ جُرْدٌ إِلاَّ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ؛ فَإِنَّ لَهُ لِحْيَةً إِلَى سُرَّتِهِ).

৭০৪। মূসা ইবনু ইমরান ব্যতীত জান্নাতীরা শশ্রুহীন হবে। তার দাড়ি তার নাভি পর্যন্ত দীর্ঘ হবে।

হাদীছটি বাতিল।

এটি উকায়লী "আয-যো'য়াফা" (১৮৫) গ্রন্থে, ইবনু আদী (১/১৯৮) এবং তাম্মাম আর-রাযী তার "আল-ফাওয়ায়েদ" (৬/১১১/১) গ্রন্থে শাইখ ইবনু আবী খালেদ আল-বাসরী হতে তিনি হাম্মাদ ইবনু সালামা হতে তিনি আমর ইবনু দীনার হতে...বর্ণনা করেছেন।

উকায়লী বলেন ঃ হাদীছটি মুনকার। এই শাইখের হাদীছ ছাড়া এটির কোন ভিত্তি নেই।

ইবনু আদী তার কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এ সবগুলোই বাতিল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি জাল করার দোষে দোষী। হাফিয যাহাবী তার বাতিল হাদীছগুলো উল্লেখ করেছেন। এটি সেগুলোর একটি। তার আরেকটি হাদীছ (নং ৭০২) সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

এ হাদীছটিকে ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে ইবনু আদীর বর্ণনায় শাইখ হতে উল্লেখ করে (৩/২৫৮) বলেছেন ঃ

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ এ হাদীছটি বানোয়াট। শাইখ ইবনু আবী খালেদ নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে মু'যাল হাদীছ বর্ণনা করতেন। তার দ্বারা কোন অবস্থাতেই দলীল গ্রহণ করা যায় না।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" (২/৪৫৬) গ্রন্থে তা সমর্থন করেছেন।

٧٠٥. (مَنْ لَزِمَ الإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَمِنْ كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ).

৭০৫। যে ব্যক্তি সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রতিটি চিন্তা হতে মুক্ত করে দিবেন, প্রতিটি সংকীর্ণতা হতে তার বেরিয়ে আসার পথ তৈরি করে দিবেন এবং তাকে বেহিসাব রিযক দান করবেন।

হাদীছটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু নাস্র "কিয়ামুল লাইল" (৩৮) গ্রন্থে, তাবারানী (৩/৯২/১) এবং ইবনু আসাকির (৪/২৯৬/১) হাকাম ইবনু মুস'আব হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আলী হতে তিনি তার পিতা হতে...বর্ণনা করেছেন।

একই সূত্রে আবূ দাউদ (নং ১৫১৮), নাসাঈ "আমালুল ইয়াউম ওয়াল লাইলাহ" গ্রন্থে, হাকিম (৪/২৬২), ইমাম আহমাদ (১/২৪৮), ইবনুস সুন্নী (৩৫৮), আবূ মুহাম্মাদ আল-হাসান ইবনু মুহাম্মাদ "আহাদীছু মুনতাকাত" (২/১৪৫) গ্রন্থে এবং বাইহাকী (৩/৩১৫) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটির সনদ দুর্বল। কারণ হাকাম ইবনু মুস'আব মাজহূল যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেছেন। "আত-তাজ" গ্রন্থের লেখক যে বলেছেন ঃ সনদটি সহীহ, কথাটি সঠিক না। হাকিম যে বলেছেন ঃ সনদটি সহীহ! তার সমালোচনা করে হাফিয যাহাবী বলেছেন ঃ আল-হাকামের মধ্যে জাহালাত রয়েছে। যেমনটি তিনি "আল-মুহায্যাব" (কাফ ২/১৬৮) গ্রন্থে বলেছেন।

٧٠٦. (كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ: "حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ" قَالَ: اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مُفْلِحِيْنَ).

৭০৬। তিনি যখন মুয়াযযিনকে বলতে শুনতেন ঃ কল্যাণের দিকে আস, তখন তিনি এই দো'আ বলতেন ঃ হে আল্লাহ্ আমাদেরকে মুক্তিপ্রাপ্তদের দলে অন্তর্ভুক্ত কর।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনুস সুন্নী "আমালুল ইয়াউম ওয়াল লাইলাহ" (নং ৯০) গ্রন্থে আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনু সায়েফ হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াকেদ হতে তিনি নাস্‌র ইবনু তুরায়েফ হতে তিনি আসেম হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি বানোয়াট। তার সমস্যা হচ্ছে নাস্‌র ইবনু তুরায়েফ। তার সম্পর্কে নাসাঈ ও অন্য বিদ্বানগণ বলেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীছ।

ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি পরিচিত হাদীছ জালকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

আল-ফাল্লাস বলেন ঃ আহলে ইল্‌মরা যাদের হাদীছ বর্ণনা না করার বিষয়ে একমত হয়েছেন, তিনি তাদের একজন।

আরেক বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াকেদ আল-হাররানী হচ্ছেন নিতান্তই দুর্বল। ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেন ঃ মুহাদ্দিসগণ তাকে পরিত্যাগ করেছেন, তিনি মুনকারুল হাদীছ। তিনি অন্যত্র বলেন ঃ সাকাতু আনহু। (এ শব্দ দ্বারা তিনি কী বুঝিয়েছেন তার বিবরণ ৪৫৮ নং হাদীছে আলোচনা করা হয়েছে)। নাসাঈ বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আল-জারীরী তাকে খুবই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সুয়ূতী "আদ-দূরারল মুনতাসিরাহ" (পৃ ঃ ৮৬) গ্রন্থে ইবনুস সুন্নীর বর্ণনা হতে উল্লেখ করে চুপ থেকেছেন। অথচ এ কিতাবের উদ্দেশ্য হচ্ছে হাদীছের অবস্থার বিবরণ দেয়া।

আরো আশ্চর্য হতে হয় "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীছটি উল্লেখ করা দেখে।

٧٠٧. (كَانَ إِذَا اهْتَمَّ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ).

৭০৭। তিনি যখন চিন্তিত হতেন তখন তাঁর দাড়ি ধরতেন।

হাদীছটি দুর্বল।

এটিকে ইবনু হিব্বান "আয-যো'য়াফা" (১/৩৪৫) গ্রন্থে এবং তাম্মাম আর-রাযী "আল-ফাওয়ায়েদ" (৬/১১১) গ্রন্থে আবূ আব্দিল্লাহ জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে তিনি আবূ যায়েদ আল-হূতী হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু মুস'আব হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল। জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদের জীবনী পাচ্ছি না।

আবূ যায়েদ আল-হূতীর নাম হচ্ছে আহমাদ ইবনু আব্দির রহীম। তার সম্পর্কে ইবনুল কাত্তান বলেন ঃ তার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না।

মুহাম্মাদ ইবনু মুস'আব আল-কারকাসানীর বেশী ভুল হওয়ার কারণে তিনি দুর্বল। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে ভিত্তিহীন হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

এ ছাড়া হাদীছটি অন্যান্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি সূত্রই দুর্বল বর্ণনাকারী এবং সনদে ইযতিরাব হওয়ার কারণে দুর্বল। একটির সনদে মুগীরার দাস আবূ হুরায়েয সাহাল রয়েছেন। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। তিনি যুহরী হতে আজব আজব বস্তু বর্ণনা করেছেন। অন্য একটি সূত্রের সনদে রুশদীন ইবনু সা'আদ রয়েছেন। জামহূরে ওলামা তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হাদীছটি আয়েশা (ﷺ) হতে নিম্নের ভাষায় বর্ণিত হয়েছে ঃ

'তাঁর চিন্তা যখন প্রচণ্ডরূপ ধারণ করত, তখন তিনি তাঁর হাত দিয়ে মাথা ও দাড়ি স্পর্শ করতেন এবং উঁচু নিঃশ্বাস নিতেন। আর বলতেন হাসবী আল্লাহু ওয়া নে'মাল ওয়াকীল...।'

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এর সনদটি নিতান্তই দুর্বল। সনদের বর্ণনাকারী আহমাদ ইবনুল হারেছ সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীছ। ইমাম বুখারী বলেন ঃ তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। এ ছাড়া তার শাইখ উম্মুল আযহার এবং সিদরার জীবনী কে বর্ণনা করেছেন পাচ্ছি না।

٧٠٨. (كَانَ لا يَقْعُدُ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ حَتَّى يُضَاءُ لَهُ بِسِرَاجٍ).

৭০৮। তিনি অন্ধকার ঘরে আলো না জ্বালানো পর্যন্ত বসতেন না।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু সা'আদ (১/৩৮৭) এবং তাম্মাম (৯/১৪১/১) ইয়াহইয়া ইবনু ইয়ামান সূত্রে সুফিয়ান হতে তিনি জাবের হতে তিনি উম্মু মুহাম্মাদ হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হাদীছটি বানোয়াট। তার সমস্যা জাবের ইবনু ইয়াযীদ আল-জু'ফী। তিনি মিথ্যুক, যেমনটি আবূ হানীফাহ, ইবনু মা'ঈন, জুযজানী ও অন্য বিদ্বানগণ বলেছেন।

তার শাইখ উম্মু মুহাম্মাদকে চিনি না। সম্ভবত তিনি যায়েদ ইবনু যাদ'আনের স্ত্রী।

এ ছাড়া ইয়াহইয়া ইবনু ইয়ামান হেফযের দিক দিয়ে দুর্বল।

অন্য সূত্রে উম্মু মুহাম্মাদের স্থলে আবূ মুহাম্মাদ রয়েছেন। ইবনু হিব্বান তার সম্পর্কে বলেন ঃ তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। আর জাবেরের যিম্মা হতে আমরা মুক্ত।

৭০৯. (إِنَّمَا حَرُّ جَهَنَّمَ عَلَى أُمَّتِيْ كَحَرِّ الْحَمَامِ).

৭০৯। আমার উম্মাতের উপর জাহান্নামের আগুনের গরম একটি ঘুঘুর গরমের ন্যায়।

হাদীছটি জাল।

এটি তাবারানী "আল-মু'জামুল ওয়াসীত" গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান ইবনে রীসান হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াকেদী হতে তিনি শু'আয়িব ইবনু তালহা হতে তিনি তার পিতা তালহা হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) হাদীছটি "আল-মীযান" গ্রন্থ হতে নকল করেছি, হাফিয যাহাবী তাতে ওয়াকেদীর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সনদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। তাতে বহু বিপদ ও সমস্যা রয়েছে ঃ

১। তালহা ইবনু আব্দিল্লাহ মাজহূলুল হাল। (তার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না)। ইয়াকূব ইবনু শায়বাহ বলেন ঃ তার সম্পর্কে আমার কিছু জানা নাই।

২। শু'আয়িব ইবনু তালহা তার পিতার ন্যায়। ইবনু মা'ঈন তার সম্পর্কে বলেন ঃ তাকে আমি চিনি না। আবূ হাতিম বলেন ঃ তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মাতরূক।

৩। মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়াকেদী মিথ্যুক যেমনটি ইমাম আহমাদ বলেছেন। ইবনুল মাদীনী, ইবনু রাহওয়াইহ, আবূ হাতিম ও নাসাঈ বলেন ঃ তিনি হাদীছ জালকারী।

৪। ইবনু রীসান সম্পর্কে আল-খাতীব এবং মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক।

সতর্কবাণী ঃ

উপরে ওয়াকেদী সম্পর্কে ইমামদের ভাষ্য উল্লেখ করে যা আলোচনা করা হলো তা হচ্ছে ব্যাখ্যাকৃত দোষারোপ যাতে কোন প্রকার লুকানোর কিছু নেই। এর পরে ইবনু সাইয়েদিন্নাস কর্তৃক "উয়ূনুল আছার" (পৃ ঃ ১৭-২১) গ্রন্থের মুকাদ্দিমাতে নির্ভরযোগ্য বলে উল্লেখকৃত বক্তব্যের দিকে দৃষ্টি দেয়া যায় না। কারণ তার কাছে মূল তথ্যটিই উদঘাটিত হয়নি। এ ছাড়া ইবনুল হুমামের কথার দিকেও দৃষ্টি দেয়া যায় না।

অনুরূপভাবে আবূ গুদ্দা আল-কাওসারীর এবং থানবী (রহঃ)-এর কথার দিকেও দৃষ্টি দেয়া যায় না। কারণ হাফিয ইবনু হাজার ফতহুল বারীর মধ্যে বলেন ঃ

মুগলাতাঈ ওয়াকিদীর ব্যাপারে গোঁড়ামি করেছেন। তাকে যারা নির্ভরযোগ্য বলেছেন তিনি তাদের ভাষ্যগুলোই উল্লেখ করেছেন। তাকে যারা দুর্বল এবং মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন তাদের ভাষ্যগুলো উল্লেখ করেননি। অথচ তাকে যারা খুবই দুর্বল এবং মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন সংখ্যায় তারাই বেশী এবং জ্ঞানের দিক দিয়েও তারা বেশী অগ্রগামী। বাইহাকী ইমাম শাফে'ঈ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাকে (ওয়াকেদীকে) মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ যারা ওয়াকেদীকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন, তাদের বক্তব্যের দিকে দৃষ্টি দেয়া যাবে না। কারণ তারা ঐকমত্যের থিওরীর বিরোধিতা করেছেন। থিওরীতে বলা হয়েছে যে, ব্যাখ্যাকৃত দোষারোপ নির্ভরযোগ্য বলার উপর প্রাধান্য পাবে। হানাফীরা গোঁড়ামি করে যেমন আবূ হানীফাহ (রহঃ)-এর ব্যাপারে মুহাদ্দিছগণের মন্তব্যকে মানতে চাননি, অনুরূপভাবে ওয়াকেদীর সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট মন্তব্যগুলোকেও মানতে চাননি। নিজেদের মাযহাবী মতকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে হাদীছ শাস্ত্রের ইমামগণের বক্তব্যগুলোর বিরোধিতা করতে তারা কোন পরওয়াই করেন না।

দেখুন আল-কাওসারী নিজে তার "মাকালাত" (পৃ ঃ ৪১-৪৪) গ্রন্থে, যে ব্যক্তি ওয়াকেদীর হাদীছ গ্রহণ করেছেন তার প্রতিবাদ করে (১৪ নম্বর হাদীছটিতে) বলেছেন ঃ

"এ হাদীছটি সেই ব্যক্তি এককভাবে বর্ণনা করেছেন যাকে জামহূরে ওলামা মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। নাসাঈ "আয-যো'য়াফা" গ্রন্থে বলেছেন ঃ রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি প্রসিদ্ধ মিথ্যারোপকারী হচ্ছে চারজন। (তার মধ্যে) মদীনার ওয়াকেদী। ইমাম বুখারী বলেন ঃ ইমাম আহমাদ বলেছেন ঃ ওয়াকেদী মিথ্যুক। ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি দুর্বল, নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম আবূ দাউদ বলেন ঃ তিনি যে হাদীছ তৈরি করতেন তাতে আমি কোন সন্দেহ পোষণ করছি না। আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি হাদীছ জাল করতেন। যেমনটি "তাহযীবুত তাহযীব" সহ অন্যান্য গ্রন্থে এসেছে। তাদের দোষারোপ হচ্ছে ব্যাখ্যাকৃত...।"

শাফে'ঈ মাযহাবের কোন কোন গোঁড়া ব্যক্তিও অজ্ঞতা বশত তাকে নির্ভরযোগ্য বলার চেষ্টা করেছেন।

এ ছাড়া আলোচ্য হাদীছটি বহু সহীহ হাদীছ বিরোধী, যেগুলোতে কঠিন শাস্তির কথা আলোচিত হয়েছে। সেগুলো প্রমাণ করছে যে, আলোচ্য হাদীছটি বাতিল।

٧١٠. (كَانَ يَسْتَعِطُ بِدُهْنِ الْجُلْجَانِ إِذَا وَجِعَ رَأْسَهُ. يَعْنِي دُهْنَ السِّمْسِمِ).

৭১০। যখন তাঁর মাথা ব্যথা করত তখন তিনি তিল বীজের তেল নাকে ঔষুধ হিসাবে ব্যবহার করতেন। জিলজানের তেল অর্থাৎ তিলের তেল।

হাদীছটি সহীহ নয়।

এটি আল-মুখলিস (২/২০৩) উছমান ইবনু আব্দির রহমান হতে তিনি আবূ জা'ফার হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ উছমান হচ্ছেন ওয়াক্কাসী, তিনি মিথ্যুক। যেমনটি পূর্বে তার সম্পর্কে বার বার আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীছটি সুয়ূতী "আল-জামে'" গ্রন্থে ইবনু সা'আদের বর্ণনায় আবূ জা'ফার হতে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তার ভাষ্যকার মানাবী কিছুই বলেননি। তার সূত্রে যদি ওয়াক্কাসী থেকে থাকেন তাহলে হাদীছটি বানোয়াট।

অতঃপর আমি ইবনু সা'আদের "আত-তাবাকাত" (১/৪৪৮) গ্রন্থে দেখেছি, তিনি ইসরাঈল সূত্রে জাবের হতে তিনি আবূ জা'ফার হতে...বর্ণনা করেছেন। তবে ভাষায় একটু বেশী বলেছেন ঃ 'তিনি তার মাথা কুল গাছের পাতা দিয়ে ধুতেন।'

আমি (আলবানী) বলছি ঃ জাবের হচ্ছেন ইবনু ইয়াযীদ আল-জু'ফী। তিনি মিথ্যার দোষে দোষী। যেমনটি তার সম্পর্কে ৭০৮ নং হাদীছে আলোচনা করা হয়েছে।

٧١١. (إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْمُوْا؛ فَإِنَّهَا عَزْمَةٌ مِنَ اللهِ).

৭১১। তোমরা যখন (আযানের) আওয়ায শুনবে, তখন দাঁড়িয়ে যাবে। কারণ তা আল্লাহর প্রাপ্য।

হাদীছটি জাল।

এটিকে আবূ নো'য়াইম (২/১৭৪) আহমাদ ইবনু ইয়াকূব হতে তিনি ওয়ালীদ ইবনু সালামা হতে তিনি ইউনুস ইবনু ইয়াযীদ হতে তিনি ইবনু শিহাব যুহরী হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি বানোয়াট। তার সমস্যা হচ্ছে ওয়ালীদ ইবনু সালামা আত-তাবারী। দুহায়েম ও অন্য বিদ্বানগণ তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাদীছ জালকারী।

আর আহমাদ ইবনু ইয়াকূব সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন ঃ তাকে আমি চিনি না, দুর্বলদের সাথে তার সাদৃশ্যতা রয়েছে।

٧١٢. (نِعْمَ الرَّجُلُ الْفَقِيْهُ، إِنِ احْتِيْجَ إِلَيْهِ انْتَفَعَ بِهِ، وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ أَغْنَى نَفْسَهُ).

৭১২। সেই ফাকীহ ব্যক্তি সর্বোত্তম যার মুখাপেক্ষী হলে তা দ্বারা সে উপকৃত হয় আর তার মুখাপেক্ষী না হলে সে নিজেকে স্বাবলম্বী ভাবে।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু আসাকির (১৩/১৭৩/১) আব্বাদ ইবনু ইয়াকূব রাওয়াজেনী হতে তিনি ঈসা ইবনু আব্দিল্লাহ হতে তিনি তার পিতা হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি বানোয়াট। তার সমস্যা হচ্ছে ঈসা ইবনু আব্দিল্লাহ। দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীছ। ইবনু হিব্বান (২/১১৯) বলেন ঃ তিনি তার বাপ-দাদাদের থেকে বানোয়াট বহু কিছু বর্ণনা করেছেন।

হাফিয যাহাবী তার কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করেছেন। বাহ্যিকতা প্রমাণ করছে যে সেগুলো বানোয়াট। সেগুলোর একটি সম্পর্কে বলেন ঃ সম্ভবত এটি বানোয়াট।

এই ঈসা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আবূ হাতিম আর-রাযী শিথিলতা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ তিনি হাদীছের ক্ষেত্রে শক্তিশালী ছিলেন না।

٧١٣. (كَانَ إِذَا أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ، أَو احْتَجَمَ بَعَثَ بِهِ إِلَى الْبَقِيْعِ فَدُفِنَ).

৭১৩। তিনি যখন তাঁর চুল ছাঁটতেন বা তাঁর নখ কাটতেন অথবা শিঙ্গা (চুঙ্গি দিয়ে মরা রক্ত বের করা) লাগাতেন, তখন তা দাফন করার জন্য বাকী'তে প্রেরণ করতেন।

হাদীছটি বাতিল।

ইবনু আবী হাতিম (২/৩৩৭) বলেন ঃ

ইয়াকূব ইবনু মুহাম্মাদ আল-যুহরী কর্তৃক বর্ণিত হাদীছটি সম্পর্কে আবূ যুর'আহকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ

হাদীছটি বাতিল, আমার নিকট তার কোন ভিত্তি নেই। ইয়াকূব ইবনু মুহাম্মাদ হাদীছের ক্ষেত্রে খুবই দুর্বল।

হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি সত্যবাদী, বহু সন্দেহ প্রবণ এবং দুর্বলদের থেকে বহু হাদীছ বর্ণনাকারী।

এ ছাড়া তিনি হিশাম ইবনু উরওয়ার সাথে মিলিতই হননি। যেমনটি হাফিয যাহাবী তার অন্য একটি জাল হাদীছে (১০৪) উল্লেখ করেছেন।

٧١٤. (النِّسَاءُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ، صِنْفٌ كَالْوِعَاءِ تَحْمِلُ وَتَضَعُ، وَصِنْفٌ كَالْعِرِّ ـ وَهُوَ الْجَرَبُ ـ، وَصِنْفٌ وَدُوْدٌ وَلُوْدٌ؛ تُعِيْنُ زَوْجَهَا عَلَى إِيْمَانِهِ، فَهِيَ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْكَنْزِ).

৭১৪। মহিলারা হচ্ছে তিন প্রকারের। এক প্রকার পাত্রের ন্যায় অন্তসত্ত্বা হয় আর সন্তান প্রসব করে। আরেক প্রকার (চর্মরোগ) খুজলির মত। আরেক প্রকার

অধিক ভালবাসা ও অধিক সন্তান প্রদানকারী, সে তার স্বামীকে তার ঈমানের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে। সে তার স্বামীর জন্য গচ্ছিত সম্পদের চেয়েও অতি উত্তম।

হাদীছটি মুনকার।

এটিকে তাম্মাম "আল-ফাওয়ায়েদ" (২/২০৬) গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনু দীনার হতে তিনি আতা ইবনু আবী রাবাহ হতে তিনি জাবের (রাঃ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর বলেছেন ঃ আব্দুল্লাহ হচ্ছেন হিমসী।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি দুর্বল। যেমনটি দৃঢ়তার সাথে হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে একাধিক ইমামের অনুসরণ করে বলেছেন। তাদের মধ্যে আবূ হাতিম রয়েছেন। তার ছেলে "আল-ইলাল" (২/৩১০) গ্রন্থে হাদীছটি উল্লেখ করার পর বলেছেন ঃ

আমার পিতা বলেছেন, এ হাদীছটি মুনকার। আব্দুল্লাহ ইবনু দীনার মুনকারুল হাদীছ। বরং দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি এমন ধরনের দুর্বল যে তাকে পরীক্ষা করাও যায় না।

٧١٥. (نِعْمَ الْفَارِسُ عُوَيْمِرُ، غَيْرَ أَنَّهُ ــ يَعْنِيْ ــ غَيْرَ ثَقِيْلٍ).

৭১৫। উত্তম ঘোড়া চালক হচ্ছে উওয়াইমের। তিনি এ দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, সে ভারী নয়।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি হাকিম (৩/৩৩৭) মু'য়াল্লাক হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ইবনু সা'আদও "আত-তাবাকাত" (৭/৩৯২) গ্রন্থে মু'য়াল্লাক হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

হাদীছটিকে মুরসাল হিসাবেও বর্ণনা করা হয়েছে।

٧١٦. (مَنْ لَبِسَ نَعْلاً صَفْرَاءَ لَمْ يَزَلْ فِي سُرُوْرٍ مَا دَامَ لاَبِسُهَا، وَذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ ''صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِيْنَ).

৭১৬। যে ব্যক্তি হলুদ রঙয়ের জুতা পরিধান করবে, সে যতক্ষণ তা পরে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আনন্দে থাকবে। এটিই হচ্ছে আল্লাহর বাণী "গাঢ় হলুদ বর্ণের গাভী যা দর্শকদের চমৎকৃত করবে"।

হাদীছটি জাল।

এটিকে ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" (২/৩১৯) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

এটি সাহাল ইবনু উছমান আল-আসকারী ইবনুল আযরা হতে তিনি ইবনু জুরায়েয হতে ... বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন, আমার পিতা বলেছেন ঃ

এ হাদীছটি মিথ্যা ও বানোয়াট।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাফিয ইবনু হাজার "তাখরীজু আহাদীছিল কাশ্শাফ (পৃ ঃ ৭ নং ৫২) গ্রন্থে তার মন্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

সুয়ূতী "আদ-দুরার" (১/৭৮) গ্রন্থে বলেন ঃ হাদীছটি ইবনু আবী হাতিম, তাবারানী, আল-খাতীব এবং দাইলামী ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। মওকূফ হিসাবেও বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী ইবনুল আযরার মধ্যে। হাফিয যাহাবী তাকে পিতার পরিচয়ে পরিচিতি লাভকারীদের অধ্যায়ে উল্লেখ করে ইবনু জুরায়েজ হতে বর্ণিত জুতার হাদীছটি সম্পর্কে বলেছেন ঃ কিছুই না। অনুরূপ কথা ইবনু হাজারের "আল-লিসান" গ্রন্থেও এসেছে।

ইবনুল আযরা মাজহূল হওয়ার কারণে আবূ হাতিম তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন।

٧١٧. (مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصِنٍ).

৭১৭। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করবে, সে সৎ/সতী থাকবে না।

এটি দারাকুতনী "সুনান" (৩৫০) গ্রন্থে এবং বাইহাকী (৮/২১৬) ইসহাক ইবনু ইব্রাহীম আল-হানযালী হতে তিনি আব্দুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ হতে তিনি ওবায়দুল্লাহ ইবনু উমার হতে...বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী বলেন ঃ

ইসহাক ছাড়া অন্য কেউ হাদীছটিকে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেননি। বলা হয়েছে ঃ তিনি মারফূ' আখ্যা দান থেকে মত পরিবর্তন করেছেন। সঠিক হচ্ছে এটি মওকূফ।

হাদীছটি যায়লা'ঈ "নাসবুর রায়া" (৩/৩২৭) গ্রন্থে ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ-এর "মুসনাদ" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ ইসহাক একবার মারফূ' হিসাবে আরেকবার মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি হাদীছটি সম্পর্কে দারাকুতনীর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ একবার মারফূ' আরেকবার মওকূফ এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে ইসহাকের শাইখ আব্দুল আযীয হতে। কারণ "আত-তাকরীব" গ্রন্থে হাফিয বলেন ঃ

তিনি সত্যবাদী, অন্যের কিতাব হতে হাদীছ বর্ণনা করতেন, এ কারণে তিনি ভুল করতেন। নাসাঈ বলেন ঃ ওবায়দুল্লাহ ইবনু উমার হতে তার হাদীছ মুনকার।

তবে এটি মওকূফ হিসাবে সঠিক।

٧١٨. (مَنْ اعْتَمَّ فَلَهُ بِكُلِّ كُوْرَةٍ حَسَنَةٌ، فَإِذَا حَطَّ فَلَهُ بِكُلِّ حَطَّةٍ حَطَّةُ خَطِيْئَةٍ).

৭১৮। যে ব্যক্তি পাগড়ী বাঁধবে তার জন্য প্রতিটি পেঁচে একটি করে সৎকর্ম লিপিবদ্ধ করা হবে, অতঃপর যখন পাগড়ী খুলবে তখন প্রতিটি পেঁচ খুলার সাথে সাথে একটি করে গুনাহ্ ঝরে যাবে।

হাদীছটি জাল।

এটিকে হায়ছামী "আহকামুল লিবাস" (২/৯) গ্রন্থে পাগড়ীর ফযীলত সংক্রান্ত অধ্যায়ে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ যদি এ হাদীছটি অত্যন্ত দুর্বল না হতো তাহলে বড় আকারের পাগড়ী বাঁধার জন্য দলীল হতো।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির ন্যায় হাদীছগুলো মানুষের মধ্যে বিদ্'আত প্রসার ঘটার অন্যতম কারণ। কেননা অধিক সংখ্যক ব্যক্তিই এমনকি ফাকীহগণও সহীহ আর য'ঈফের মধ্যে পার্থক্য করেন না। কখনও কখনও বানোয়াট হাদীছ হওয়া সত্ত্বেও বহু বছর ধরে তার উপর আমল করেই যাচ্ছেন। যখন তাকে সতর্ক করা হচ্ছে যে, এটিতো দুর্বল বা বানোয়াট হাদীছ, তখন তিনি বলছেন যে, অসুবিধা নেই, ফযীলতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীছের উপর আমল করা যায়। অথচ সকলের ঐকমত্যের সিদ্ধান্তানুযায়ী বেশী দুর্বল ও বানোয়াট হাদীছের উপর আমল করা যে না-জায়েয, সে ব্যাপারে তিনি অজ্ঞ।

আমি এক শাইখকে হালাবের কোন এক মসজিদে ইমামত করতে দেখেছি। তার মাথার পাগড়ী এতই বড় যে, মেহরাবের অবশিষ্ট খালী অংশ যেন তার পাগড়ী ঘিরে ফেলবে! দেখুন দুর্বল হাদীছ এবং ধারণামূলক থিওরীর কারণে মুসলমানরা তাদের দ্বীন হতে কিভাবে সরে যাচ্ছে।

٧١٩. (مَكَارِمُ الأَخْلاَقِ عَشَرَةٌ تَكُوْنُ فِي الرَّجُلِ وَلاَ تَكُوْنُ فِي اِبْنِهِ، وَتَكُوْنُ فِي الاِبْنِ وَلاَ تَكُوْنُ فِي أَبِيْهِ، وَتَكُوْنُ فِي الْعَبْدِ وَلاَ تَكُوْنُ فِي سَيِّدِهِ، فَقَسَمَهَا اللهُ عَزَّوَجَلَّ لِمَنْ أَرَادَ السَّعَادَةَ: صِدْقُ الْحَدِيْثِ، وَصِدْقُ الْبَاسِ، وَحِفْظُ اللِّسَانِ، وَإِعْطَاءُ السَّائِلِ، وَالْمُكَافَاةُ بِالصَّنَائِعِ، وَأَدَاءُ الأَمَانَةِ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ، وَالتَّذَمُّمُ لِلْجَارِ، وَالتَّذَمُّمُ لِلصَّاحِبِ، وَإِقْرَاءُ الضَّيْفِ، وَرَأْسُهُنَّ الْحَيَاءُ).

৭১৯। কোন ব্যক্তির মধ্যে দশটি উত্তম চরিত্র একত্রিত হলে তার ছেলের মধ্যে তা হয় না। আবার ছেলের মধ্যে থাকলে তার পিতার মধ্যে তা দেখা যায় না। দাসের মধ্যে থাকলে তার মুনীবের মধ্যে থাকে না। আল্লাহ্ সেগুলোকে ঐ ব্যক্তির জন্য বন্টন করেছেন যে ব্যক্তি সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করে ঃ হাদীছকে সত্য জানা, শাস্তি কে সত্য জানা, জবানকে হেফাযাত করা, কোন ব্যক্তি কিছু চাইলে দান করা, কর্মের প্রতিদান দেয়া, আমানতকে আদায় করা, আত্মীয়তার সম্পর্ককে রক্ষা করা,

প্রতিবেশীর জন্য অন্যের নিন্দা করা, সঙ্গীর জন্য অন্যের নিন্দা করা, মেহমানদারী করা আর সবগুলোর মূল হচ্ছে লজ্জা (হায়া)।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটিকে তাম্মাম "আল-ফাওয়ায়েদ" (১৫/১০২/১) গ্রন্থে ওয়ালীদ ইবনুল ওয়ালীদ সূত্রে ছাবেত ইবনু ইয়াযীদ হতে তিনি আওযা'ঈ হতে...বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি খুবই দুর্বল। এই ওয়ালীদ সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন ঃ

তিনি মুনকারুল হাদীছ। তাকে আবূ হাতিম শক্তিশালী আখ্যা দিয়েছেন। অন্য বিদ্বানগণ বলেছেন ঃ তিনি মাতরূক। ইবনু হিব্বান এবং উকায়লী তাকে নিতান্তই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তার বানোয়াট হাদীছ রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সম্ভবত বানোয়াট বলার দ্বারা এ হাদীছটির দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে ওয়ালীদের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ ইবনু হিব্বান "আয-যো'য়াফা" গ্রন্থে বলেছেন ঃ নাবী (ﷺ)-এর ভাষ্য হতে হাদীছটির কোন ভিত্তি নেই।

তিনি ওয়ালীদ সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি ইবনু ছাওবান এবং ছাবেত ইবনু ইয়াযীদ হতে আজব আজব বস্তু বর্ণনা করেছেন।

হাদীছটি হাকিম ও বাইহাকী "আশ-শু'আব" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর হাকিম বলেছেন ঃ ছাবেত ইবনু ইয়াযীদ মাজহূল।

ইবনুল জাওযী বলেন ঃ হাদীছটি সহীহ নয়। সম্ভবত এটি সালাফদের কারো ভাষ্য। ছাবেত ইবনু ইয়াযীদকে ইয়াহইয়া দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

٧٢٠. (لا يَدْخُلُ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ مَنْ مَلأَ بَطْنَهُ).

৭২০। যে ব্যক্তি পেট ভরে (পানাহার করে) খায় সে আসমানী রাজ্যসমূহে প্রবেশ করতে পারবে না।

হাদীছটির কোন ভিত্তি নেই।

এটিকে গাযালী "আল-ইহইয়া" গ্রন্থে মারফূ' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। হাফিয ইরাকী "আত-তাখরীজ" (৩/৬৯) গ্রন্থে বলেন ঃ আমি এটিকে পাচ্ছি না।

সুবকীও "আত-তাবাকাত" (৪/১৬২) গ্রন্থে অনুরূপ কথা বলেছেন।

অতঃপর আমি এর মওকূফ সূত্র আয়েশা (রাঃ) হতে পেয়েছি। এটিকে ইবনু ওয়াহাব "আল-জামে'" (পৃ ঃ ৭৭) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ সনদটি মু'যাল। খারায়েতী "মাকারেমুল আখলাক" (পৃ ঃ ৪১, ৪৫, ৫৩) গ্রন্থে অন্য একটি সূত্রে আয়েশা (রাঃ) হতে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এ সনদটিও দুর্বল। বর্ণনাকারী যিয়াদের জীবনী পাচ্ছি না। আর ইবনু আন'য়াম দুর্বল।

٧٢١. لا تُمِيتُوا القُلُوبَ بِكَثْرَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، فَإِنَّ القَلْبَ كَالزَّرْعِ يَمُوتُ إِذَا كَثُرَ عَلَيْهِ المَاءُ).

৭২১। অধিক পানাহারের দ্বারা তোমরা হৃদয়গুলোকে মেরে ফেলো না। কারণ হৃদয় হচ্ছে ক্ষেতের ন্যায়, যখন তাতে পানি বেশী হয়ে যায় তখন মৃত্যু বরণ করে।

হাদীছটির কোন ভিত্তি নেই।

যদিও গাযালী দৃঢ়তার সাথে হাদীছ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তার তাখরীজকারী ইরাকী (৩/৭০) বলেন ঃ আমি হাদীছটির কোন ভিত্তি সম্পর্কে অবহিত হইনি।

٧٢٢. (اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ مَطِيَّتَانِ، فَارْكَبُوْهُمَا بَلاَغًا إِلَى الآخِرَةِ، وَإِيَّاكَ وَالتَّسْوِيْفَ بِالتَّوْبَةِ، وَإِيَّاكَ وَالغُرَّةَ بِحِلْمِ اللهِ).

৭২২। রাত ও দিন দু'টি বাহন স্বরূপ। অতএব তোমরা সে দু'টির উপর আরোহণ কর আখেরাতে পৌঁছার জন্য। দ্রুত তাওবা করার মাধ্যমে বিলম্ব করা হতে নিজেকে রক্ষা কর এবং আল্লাহকে স্বপ্নে দেখার মাধ্যমে ধোঁকা দেয়া হতে নিজেকে রক্ষা কর।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি আবুত তাইয়েব মুহাম্মাদ ইবনু হুমায়েদ আল-হাওরানী তার "জুযউ" (পৃ ঃ ৭০) গ্রন্থে আম্‌র ইবনু বক্‌র হতে তিনি সুফিয়ান ছাওরী হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এই আম্‌রের কারণে এ সনদটি খুবই দুর্বল।

হাফিয যাহাবী বলেন ঃ তিনি খুবই দুর্বল। ইবনু আদী বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বহু মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে মহাবিপদ বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর যাহাবী তার জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ তার হাদীছগুলো বানোয়াটের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। হাফিয "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি মাতরূক।

হাফিয সুয়ূতী হাদীছটির প্রথম অংশটুকু "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ কারণে তার ভাষ্যকার মানাবী তার সমালোচনা করেছেন।

٧٢٣. (مَا زَنَى عَبْدٌ قَطُّ فَأَدْمَنَ عَلَى الزِّنَا إِلاَّ ابْتُلِيَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ).

৭২৩। কোন বান্দা যেনা করে যদি তা অব্যাহত রাখে, তাহলে অবশ্যই তাকে তার পরিবারের মধ্যে পরীক্ষায় ফেলা হবে।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু আদী (১৫/২) এবং আবূ নো'য়াইম "আখবারু আসফাহান" (১/২৭৮) গ্রন্থে ইসহাক ইবনু নাজীহ হতে তিনি ইবনু জুরায়েজ হতে তিনি আতা হতে...বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন ঃ ইসহাক ইবনু নাজীহ দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি ঐ সব ব্যক্তিদের একজন যারা হাদীছ জাল করতেন।

হাদীছটিকে সুয়ূতী "যায়লুল আহাদীছিল মাওযূ'আহ" (পৃ ঃ ১৪৯ নং ৭২৮) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি ইসহাক ইবনু নাজীহর বাতিলগুলোর একটি।

যেনা শুধুমাত্র যেনাকারীদের মাঝেই সংঘটিত হবে এরূপ ভাবার্থ হাদীছটি বাতিল হওয়ার প্রমাণ বহন করছে।

٧٢٤. (مَنْ زَنَى زُنِيَ بِهِ وَلَوْ بِحِيْطَانِ دَارِهِ).

৭২৪। যদি কোন ব্যক্তি যেনা করে, তাহলে তার সাথে যেনা করা হবে যদিও তার ঘরের দেয়ালের সাথে হয়।

হাদীছটি জাল।

এটিকে ইবনুন নাজ্জার তার সনদে আল-কাসেম ইবনু ইব্‌রাহীম আল-মালতী হতে তিনি আল-মুবারাক ইবনু আব্দিল্লাহ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

তাতে এমন ব্যক্তি রয়েছেন যাকে নির্ভরযোগ্য বলা যায় না।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আল-কাসেম আল-মালতী মিথ্যুক। সুয়ূতীর "যায়লুল আহাদীছিল মাওযূ'আহ" (পৃ ঃ ১৩৪) গ্রন্থে এবং ইবনু ইরাকের "তানযীহুশ শারী'য়াহ" (১/৩১৬) গ্রন্থে অনুরূপই এসেছে।

তা সত্ত্বেও সুয়ূতী হাদীছটি "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে ইবনুন নাজ্জারের বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন! মানাবীর নিকটে হাদীছটির সমস্যা লুক্কায়িতই রয়ে গেছে। যার জন্য তিনি তার কোন সমালোচনা করেননি।

٧٢٥. (اِشْتَرُوْا الرَّقِيْقَ وَشَارِكُوْهُمْ فِيْ أَرْزَاقِهِمْ يَعْنِي كَسْبَهُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَالزَّنْجَ؛ فَإِنَّهُمْ قَصِيْرَةٌ أَعْمَارُهُمْ، قَلِيْلَةٌ أَرْزَاقُهُمْ).

৭২৫। তোমরা দাস ক্রয় কর এবং তাদের রিয্‌ক অন্বেষণে নিজেদেরকে শরীক কর। আর তোমরা নিগ্রোদের থেকে তোমাদেরকে রক্ষা কর, কারণ তাদের বয়স কম, রিয্‌কও কম।

হাদীছটি জাল।

এটিকে তাবারানী "আল-কাবীর" (৩/৯৩/১) এবং "আল-আওসাত" (১/১৫৫/১) গ্রন্থে আহমাদ ইবনু দাউদ আল-মাক্কী হতে তিনি হাফ্‌স ইবনু উমার

আল-মাযেনী হতে তিনি হাজ্জাজ ইবনু হারব আশ-শুকরী হতে তিনি সুলায়মান ইবনু আলী ইবনে আব্দিল্লাহ হতে তিনি তার পিতা হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল, অন্ধকারাচ্ছন্ন। আলী ইবনু আব্দিল্লাহ ব্যতীত একজনেরও ন্যায়পরায়ণতার গুণ সম্পর্কে জানা যায় না।

তার ছেলে সুলায়মান সম্পর্কে ইবনুল কাত্তান বলেন ঃ তিনি তার সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মানিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও হাদীছের ক্ষেত্রে তার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না।

এ ছাড়া তার নীচের বর্ণনাকারীদের জীবনী পাচ্ছি না। হাফ্স ইবনু উমার আল-মাযেনী সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে বলেন ঃ তাকে চেনা যায় না।

হাদীছটি অন্য একটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যেটি আবূ নো'য়াইম "আখবারু আসফাহান" (২/৫৮) গ্রন্থে দু'টি সূত্রে আব্দুল আযীয ইবনু আব্দিল ওয়াহেদ হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু হারব আল-লাইছী হতে তিনি জা'ফার ইবনু সুলায়মান হতে তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটিও অন্ধকারাচ্ছন্ন। কারণ সুলায়মানের নীচের তিন বর্ণনাকারীর জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না।

এ ছাড়া হাদীছটি অর্থের দিক দিয়েও সুস্পষ্ট বানোয়াট। কারণ বয়স কম আর রিয্ক অল্প হওয়ার সাথে নির্দিষ্ট করে কোন জাতির সম্পর্ক নেই। এরূপ বিশ্বাস সহীহ হাদীছ বিরোধীও বটে।

٧٢٦. (إِنَّ اللَّوْحَ الْمَحْفُوْظَ الَّذِيْ ذَكَرَ اللهُ: (بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيْدٌ فِيْ لَوْحٍ مَحْفُوْظٍ) فِيْ جَبْهَةِ إِسْرَائِيْلَ).

৭২৬। লাওহুল মাহফূয যাকে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন (বরং সেটি মহান কুরআন, লাওহুল মাহফূযে লিপিবদ্ধ) সেটি ইসরাঈলের ললাটে রয়েছে।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি তাবারী "আত-তাফসীর" (৩০/৯০) গ্রন্থে কুররাহ ইবনু সুলায়মান হতে তিনি হার্ব ইবনু সুরায়েজ হতে তিনি আব্দুল আযীয ইবনু সুহায়েব হতে তিনি আনাস (রাঃ) হতে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" (২/৬৭) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

আমার পিতা বলেন ঃ এ হাদীছটি মুনকার। কুররাহ মাজহূল, হাদীছের ক্ষেত্রে দুর্বল।

তিনি "আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল" (৩/২/১৩১) গ্রন্থে বলেন ঃ আমি আমার পিতাকে কুররাহ ইবনু সুলায়মান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম? তিনি বলেন ঃ তিনি হাদীছের ক্ষেত্রে দুর্বল।

হার্ব ইবনু সুরায়েজ সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ তিনি সত্যবাদী, ভুল করতেন।

হাদীছটি অন্য একটি সূত্রে ইবনু কাছীর তার "তাফসীর" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তবে সনদটি মাকতূ'। এ ছাড়াও এ সনদটিতে আবূ সালেহ আব্দুল্লাহ ইবনু সালেহ নামে এক বর্ণনাকারী রয়েছেন। হেফযে ত্রুটি থাকার কারণে তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

٧٢٧. (دَعُوْنِيْ مِنَ السُّوْدَانِ، إِنَّمَا الأَسْوَدُ لِبَطْنِهِ وَفَرْجِهِ).

৭২৭। তোমরা আমাকে সূদানের ব্যাপারে ছেড়ে দাও (কোন প্রশ্ন করো না)। কেননা সে তার পেট এবং গুপ্তাঙ্গের কারণে কালো।

হাদীছটি জাল।

এটি তাবারানী "আল-কাবীর" (৩/১২২/২) গ্রন্থে এবং আল-খাতীব (১৪/১০৮) আব্দুল্লাহ ইবনু রাজা সূত্রে ইয়াহইয়া ইবনু আবী সুলায়মান আল-মাদীনী হতে তিনি আতা ইবনু আবী রাবাহ হতে তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল। আব্দুল্লাহ ইবনু রাজা সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ তিনি কিছুটা সন্দেহ প্রবণ ছিলেন। কিন্তু হাদীছটির সমস্যা তিনি নন বরং সমস্যা হচ্ছে তার শাইখ ইয়াহইয়া। তার সম্পর্কে হাফিয বলেন ঃ তিনি হাদীছের ক্ষেত্রে দুর্বল।

ইবনুল জাওযী হাদীছটি "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে উল্লেখ করে উক্ত সমস্যা বর্ণনা করে (২/২৩৩) বলেছেন ঃ এটি সহীহ নয়। ইয়াহইয়া সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। ইবনুল জাওযীও তার কথার অনুসরণ করেছেন। এটি জানা কথা যে, ইমাম বুখারী একমাত্র মিথ্যার দোষে দোষী ব্যক্তিকেই 'মুনকারুল হাদীছ' আখ্যা দিয়েছেন।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে ইবনুল জাওযীর সমালোচনা করে বলেছেন ঃ ইয়াহইয়া হতে আবূ দাউদ, তিরমিযী এবং নাসাঈ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আবূ হাতিম বলেছেন ঃ তার হাদীছ লিখা যাবে, তবে তিনি শক্তিশালী নন। তাকে ইবনু হিব্বান "আছ-ছিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইবনু হিব্বান কর্তৃক নির্ভরযোগ্য বলা গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষ করে যেখানে অন্যান্য ইমামগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। এ বিষয়ে পূর্বেও বহুবার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

মোটকথা এ সনদটি দুর্বল। এর দ্বারা দলীল সাব্যস্ত হয় না। আর হাদীছের ভাষা যে বানোয়াট তাতে আমি কোন সন্দেহ পোষণ করছি না। ইবনুল জাওযী হাদীছটি "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে উল্লেখ করে ঠিকই করেছেন।

ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ বলেন ঃ

'হাবশাহ এবং সূদান সম্পর্কে কুৎসা রটনা করে যে সব হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তার সবগুলোই মিথ্যা।' শাইখ মুল্লাহ আলী ক্বারী তার "মাওযূ'আত" (পৃ ঃ ১১৯) গ্রন্থে তার বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। ইবনুল কাইয়্যিম "আল-মানার" (৪৮-৪৯) গ্রন্থে জাল হাদীছ চেনার পন্থা হিসাবে সূত্র (থিওরী) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

'জাল হাদীছের ভাষাগুলো হবে এতই কর্কশ ও কদাকার (বিশ্রী) যে, কান তা প্রত্যাখ্যান করবে এবং জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি তার অর্থকে কুৎসিত হিসাবে গণ্য করবে।'

অতঃপর তিনি এরূপ কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করেছেন। এটি সেগুলোর শেষেরটি।

٧٢٨. (لاَ خَيْرَ فِي الْحَبَشِ، إِذَا جَاعُوْا سَرَقُوْا، وَإِذَا شَبِعُوْا زَنَوْا، وَإِنَّ فِيْهِمْ لَخَلَّتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَبَأْسٌ عِنْدَ الْبَأْسِ).

৭২৮। হাবশায় কোন কল্যাণ নেই। তারা যখন ক্ষুধার্ত হয় তখন চুরি করে। যখন পরিতৃপ্ত হয় তখন যেনা করে। তাদের মধ্যে দু'টি ভাল অভ্যাস রয়েছে ঃ পানাহার করানো আর দরিদ্রতার সময় সাহসিকতা।

হাদীছটি জাল।

এটি তাবারানী (৩/১৫২/১) মুহাম্মাদ ইবনু আম্‌র ইবনিল আব্বাস আল-বাহেলী হতে তিনি সুফিয়ান ইবনু ওয়াইনাহ হতে তিনি আম্‌র ইবনু দীনার হতে তিনি আওসাজাহ হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সনদটি দুর্বল। আওসাজাহ আল-মাক্কী হচ্ছেন ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه)-এর দাস। "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে তিনি প্রসিদ্ধ নন। তার সূত্রেই ইবনু আদী (১/২৬১) বর্ণনা করেছেন। তিনি ইমাম বুখারী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ তার হাদীছ সহীহ নয়। অতঃপর তিনি তার হাদীছটি উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটিকে সুয়ূতী পরে আগত হাদীছটির শাহেদ হিসাবে উল্লেখ করে ঠিক করেননি। কারণ এ হাদীছটির ভাষা বানোয়াট। পূর্বোল্লিখিত হাদীছে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

٧٢٩. (الزَّنْجِيُّ إِذَا شَبِعَ زَنَى، وَإِذَا جَاعَ سَرَقَ، وَإِنَّ فِيْهِمْ لَسَمَاحَةً وَنَجْدَةً).

৭২৯। নিগ্রো ব্যক্তি যখন পরিতৃপ্ত হয় তখন যেনা করে, যখন ক্ষুধার্ত হয় তখন চুরি করে। অবশ্যই তাদের মধ্যে দানশীলতা এবং বীরত্বের গুণাবলী রয়েছে।

হাদীছটি জাল।

এটি আবূ সা'ঈদ আল-আশুজ্জ তার "হাদীছ" (২/১১৪) গ্রন্থে উকবাহ ইবনু খালেদ হতে তিনি আম্বাসাহ বাস্‌রী হতে তিনি আম্‌র ইবনু মায়মূন হতে তিনি যুহরী হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল। তার সমস্যা এই আম্বাসাহ ইবনু মিহরান বাস্‌রী আল-হাদ্দাদ। আবূ হাতিম বলেন ঃ

তিনি মুনকারুল হাদীছ। আবূ দাউদ বলেন ঃ তিনি কিছুই না।

ইবনু হিব্বান (২/১৬৭) বলেন ঃ তিনি যুহরী হতে সেই সব হাদীছ বর্ণনা করতেন যা তার হাদীছ নয়। তার হাদীছের মধ্যে মুনকার রয়েছে। যে ব্যক্তি হাদীছের গবেষক সে ব্যক্তি তার হাদীছগুলো যে উলট-পালটকৃত তাতে কোন সন্দেহ করবেন না।

তার সূত্রেই ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে হাদীছটি ইবনু আদীর বর্ণনা হতে উল্লেখ করে (২/২৩৩) বলেছেন ঃ এটি সহীহ নয়। এই আম্বাসাহ সম্পর্কে ইমাম নাসাঈ বলেন ঃ তিনি মাতরূক।

সুয়ূতী পূর্বোল্লিখিত হাদীছটি উল্লেখ করে তার সমালোচনা করেছেন। এর উত্তর পূর্বেই দেয়া হয়েছে।

ইবনুল জাওযীর সাথে হাদীছটি জাল হওয়ার ব্যাপারে ইবনুল কাইয়্যিমও "আল-মানার" (পৃ ঃ ৪৯) গ্রন্থে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

'হাবশাহ এবং সূদান সম্পর্কে কুৎসা রটনা করে যে সব হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তার সবগুলোই মিথ্যা।' অতঃপর তিনি কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি।

٧٣٠. (تَخَيَّرُوْا لِنُطَفِكُمْ، وَانْكِحُوْا فِي الأَكْفَاءِ، وَإِيَّاكُمْ وَالزَّنْجَ فَإِنَّهُ خَلْقٌ مُشَوَّهٌ).

৭৩০। তোমরা তোমাদের বীর্যগুলোকে গুদামজাত কর, বিবাহ কর সমকক্ষদের মধ্যে এবং তোমাদেরকে নিগ্রো থেকে রক্ষা কর। কারণ সে হচ্ছে অসুন্দর (বিশ্রী) এক সৃষ্টি।

হাদীছটি জাল।

এটিকে আবূ নো'য়াইম "আখবারু আসফাহান" (১/৩১৪) গ্রন্থে রাওহ ইবনু জাবর হতে তিনি হায়ছাম ইবনু আদী হতে তিনি উছমানের দাস হিশাম হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ রাওহকে আমি চিনি না।

আর হায়ছাম হচ্ছেন মিথ্যুক। তাকে ইবনু মা'ঈন, বুখারী, আবূ দাউদ ও অন্য বিদ্বানগণ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

উছমানের দাস হিশামকেও আমি চিনি না।

হাদীছটিকে ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে ইবনু হিব্বান কর্তৃক "আয-যো'য়াফা" (২/২৮১) গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান আস-সুদ্দীর বর্ণনা হতে উল্লেখ করে (২/২৩৩) বলেছেন ঃ

সুদ্দী মিথ্যুক। আমের ইবনু সালেহ আয-যুবায়রী হিশাম হতে তার মুতাবা'য়াত করেছেন। কিন্তু তিনি কিছুই না। নাসাঈ বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

এ ছাড়া হাদীছটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোনটিই সহীহ নয়।

٧٣١. (تَزَوَّجُوْا وَلاَ تُطَلِّقُوْا؛ فَإِنَّ الطَّلاَقَ يَهْتَزُّ لَهُ الْعَرْشُ).

৭৩১। তোমরা বিবাহ কর তবে তালাক দিও না। কারণ তালাক দিলে তার জন্য আরশ কেঁপে উঠে।

হাদীছটি জাল।

এটি আবূ নো'য়াইম "আখবারু আসফাহান" (১/১৫৭) গ্রন্থে, তার থেকে দাইলামী (২/১/৩০) এবং আল-খাতীব তার "আত-তারীখ" (১২/১৯১) গ্রন্থে আম্র ইবনু জামী' সূত্রে জুওয়াইবির হতে তিনি যহ্হাক হতে তিনি আন-নাযাল ইবনু সাবরুমা হতে...বর্ণনা করেছেন।

আল–খাতীব আম্রের জীবনীতে বলেন ঃ তিনি প্রসিদ্ধদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীছ এবং নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইবনু মা'ঈন তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক খাবীছ ছিলেন।

ইবনুল জাওযী হাদীছটি "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে আল-খাতীবের সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি সহীহ নয়, তাতে সমস্যা রয়েছে। যহ্হাক দূষণীয়। জুওয়াইবির কিছুই না। আর আম্র সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন ঃ তাকে জাল করার দোষে দোষী করা হতো।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" (নং ১৯১৬) গ্রন্থে অতঃপর ইবনু ইরাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ" (১/৩০১) গ্রন্থে তার বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি হাদীছটি "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন!

٧٣٢. (أَوَّلُ مَنْ أَشْفَعُ لَهُ مِنْ أُمَّتِيْ أَهْلُ بَيْتِيْ، ثُمَّ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ، ثُمَّ الأَنْصَارَ، ثُمَّ مَنْ آمَنَ بِيْ وَاتَّبَعَنِيْ، ثُمَّ الْيَمَنَ، ثُمَّ سَائِرَ الْعَرَبِ، ثُمَّ الأَعَاجِمِ، وَمَنْ أَشْفَعُ لَهُ أَوَّلاً أَفْضَلُ).

৭৩২। আমার উম্মাতের মধ্য হতে সর্বপ্রথম আমি আমার পরিবারবর্গের জন্য শাফা'আত করব, অতঃপর তাদের নিকটবর্তী, তারপর তাদের নিকটবর্তীদের জন্য। তারপর আনসারদের জন্য, অতঃপর আমার উপর যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে এবং আমার অনুসরণ করেছে তার জন্য। তারপর ইয়ামানীদের জন্য অতঃপর সকল আরবদের জন্য। অতঃপর অনারবদের জন্য। আমি যার জন্য সর্বপ্রথম শাফা'আত করব সেই সর্বোত্তম।

হাদীছটি জাল।

এটি তাবারানী (৩/২০৫/২), ইবনু আদী (২/১০০) এবং আল-মুখলেস "আল-ফাওয়ায়েদুল মুন্তাকাহ" (৬/৬৯/১) গ্রন্থে হাফ্‌স ইবনু আবী দাঊদ হতে তিনি লাইছ হতে তিনি মুজাহিদ হতে...বর্ণনা করেছেন। এ সূত্রেই আল-খাতীব "আল-মুওয়ায্‌যেহ" (২/২৭) গ্রন্থে দারাকুতনীর সূত্রে তার সনদে হাফ্‌স হতে বর্ণনা করেছেন।

দারকুতনী বলেন ঃ লাইছের হাদীছ হতে এটি গারীব। হাফ্‌স ইবনু আবী দাঊদ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি হচ্ছেন হাফ্‌স ইবনু সুলায়মান ইবনিল মুগীরাহ।

ইবনু আদী বলেন ঃ লাইছ হতে একমাত্র হাফ্‌সই বর্ণনা করেছেন। তার অধিকংশ হাদীছ নিরাপদ নয়।

ইবনুল জাওযী (৩/২৫০) বলেন ঃ লাইছ তাদের নিকট চরম পর্যায়ের দুর্বল। তবে হাফ্‌সই এ হাদীছটির ব্যাপারে দূষণীয় ব্যক্তি। ইবনু খাররাশ বলেন ঃ তিনি মাতরূক, হাদীছ জালকারী।

সুয়ূতী (২/৪৫০) এবং ইবনু ইরাক (৩৯২/১-২) তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

٧٣٣. (أوَّلُ مَنْ أشْفَعُ لَهُ مِنْ أمَّتِيْ الْعَرَبَ الَّذِيْنَ رَاوْنِيْ وَآمَنُوْا بِيْ وَصَدَّقُوْنِيْ، ثُمَّ أَشْفَعُ لِلْعَرَبِ الَّذِيْنَ لَمْ يَرَوْنِيْ وَأَحَبُّوْنِيْ وَأَحَبُّوْا رُؤْيَتِيْ).

৭৩৩। আমার উম্মাতের মধ্য হতে সর্বপ্রথম আমি সেই আরবদের জন্য শাফা'আত করব যারা আমাকে দেখেছে, আমার উপর ঈমান এনেছে এবং আমাকে সত্য বলে জেনেছে। অতঃপর আমি শাফা'আত করব সেই আরবদের জন্য যারা আমাকে দেখেনি তবুও আমাকে ভালবাসে এবং আমার সাক্ষাৎ পাওয়াকে ভালবাসে।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু আদী (১/২৫৮) যুহায়ের ইবনুল আলা হতে তিনি আতা ইবনু আবী মায়মূনাহ হতে তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

তিনি আতার জীবনীতে হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। যুহায়েরের জীবনীতে হাদীছটি উল্লেখ করা উচিত ছিল। বর্ণনাকারী যুহায়ের ইবনুল আ... সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন ঃ

আবূ হাতিম হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ তার হাদীছগুলো বানোয়াট। তিনি তার অন্য হাদীছও উল্লেখ করেছেন। যা একটু পরেই আসবে।

٧٣٤. (ألا أنبئكم بالفقيه؟ قالوا: بلى، قال: من لا يقنط الناس من رحمة الله، ولا يؤيسهم من روح الله، ولا يؤمنهم من مكر الله، ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه، ولا في علم ليس فيه تفهم، ولا قراءة ليس فيه تدبر).

৭৩৪। আমি কি তোমাদেরকে ফাকীহ্ সম্পর্কে সংবাদ দিব না? তারা বলল ঃ জি হ্যাঁ, তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি লোকদেরকে আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ করে না (সেই ফাকীহ্), আল্লাহর আদেশ হতে তাদেরকে নিরাশ করে না আর আল্লাহর মক্কর হতে তাদেরকে নিরাপদে রাখে না। কুরআনকে ছেড়ে দেয় না তা থেকে অনাসক্ত হয়ে অন্য বস্তুর দিকে ধাবিত হওয়ার দ্বারা। সাবধান! ফিকাহ্হীন ইবাদাতে কোন কল্যাণ নেই। অবুঝ শিক্ষায় কোন কল্যাণ নেই এবং গবেষণাহীন পড়ায় কোন কল্যাণ নেই।

হাদীছটি মুনকার।

এটিকে ইবনু ওয়াহাব "আল-মুসনাদ" (৮/১৬৫/১) গ্রন্থে উকবাহ ইবনু নাফে' হতে তিনি ইসহাক ইবনু উসায়েদ হতে তিনি আবূ মালেক ও আবূ ইসহাক হতে...বর্ণনা করেছেন।

হাদীছটি ইবনু আব্দিল বারও "জামে'উ বায়ানিল ইলম" (২/৪৪) গ্রন্থে ইবনু ওয়াহাবের সূত্রে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ এ হাদীছটি এ সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে মারফূ' হিসাবে বর্ণিত হয়নি। তাদের অধিকাংশরাই এটিকে আলী (رضي الله عنه) পর্যন্ত মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ মওকূফ হওয়াটাই উপযোগী, কারণ এ মারফূ' সনদটিতে দু'টি সমস্যা রয়েছে ঃ

১। ইসহাক ইবনু উসায়েদ আবূ মুহাম্মাদ আল-মারওয়াযী সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ তিনি দুর্বল।

২। উকবাহ ইবনু নাফে' মাজহূল। হাদীছটি ইবনু আবী হাতিম (৩/১/৩১৭) ইবনু ওয়াহাবের বর্ণনায় উকবাহ হতে উল্লেখ করার পর তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

٧٣٥. (كثرة العرب وإيمانهم قرة عين لي، فمن أقر بعيني أقررت بعينه).

৭৩৫। আরবদের আধিক্য এবং তাদের ঈমান হচ্ছে আমার চোখের প্রশান্তি। অতএব আমার চোখে যে ব্যক্তি প্রশান্তি এনে দিবে আমি তার চোখের জন্য প্রশান্তি আনবো।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু আদী (১/২৫৮) যুহায়ের ইবনুল আলা হতে তিনি আতা ইবনু আবী মায়মূন হতে তিনি আউস ইবনু যাম'য়াজ হতে...বর্ণনা করেছেন।

তিনি আতার জীবনীতে হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। যুহায়েরের জীবনীতে হাদীছটি উল্লেখ করা উচিত ছিল। কারণ বর্ণনাকারী যুহায়ের এ হাদীছটি জাল করার দোষে দোষী।

ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" (২/৩৬৭) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আমার পিতাকে এ হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেন ঃ এ হাদীছটি বানোয়াট। তার আরো কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এগুলো বানোয়াট।

٧٣٦. (تَزَوَّجُوْا الأبْكَارَ فَإِنَّهُنَّ أعْذَبُ أفْوَاهًا، وَأفْتَحُ أرْحَامًا، وَأثْبَتُ مَوَدَّةً).

৭৩৬। তোমরা কুমারী নারীদের বিয়ে কর, কারণ তারা কথাবার্তার দিক দিয়ে বেশী মিষ্টি, রেহেমকে বেশী প্রশস্তকারী এবং ভালবাসার দিক দিয়ে বেশী স্থায়ী (দৃঢ়)।

হাদীছটি জাল।

এটিকে আল-ওয়াহেদী "আল-ওয়াসীত" (৩/১১৫/২) গ্রন্থে ইসহাক ইবনু বিশ্‌র আল-কাহেলী হতে তিনি আব্দিল্লাহ ইবনু ইদ্‌রীস আল-মাদানী হতে তিনি জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে এই আল-কাহেলী। তিনি মিথ্যুক যেমনটি একদল (মুহাদ্দেছ) বলেছেন।

দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি জালকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

٧٣٧. (مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُوْدٌ فَلْيُحَسِّنْ أدَبَهُ وَاسْمَهُ، فَإذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، فَإنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأصَابَ إثْمًا بَاءَ بِإثْمِهِ).

৭৩৭। যে ব্যক্তির একটি (পুত্র) সন্তান ভূমিষ্ট হবে, সে যেন তাকে সুন্দর আচরণ শিক্ষা দেয় এবং তার সুন্দর নাম রাখে। অতঃপর সে যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হবে তখন যেন তার বিয়ে দিয়ে দেয়। কারণ যদি প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পরেও তার বিয়ে না দেয়ার কারণে সে গুনাহ্য় লিপ্ত হয় তাহলে সেই গুনাহ তার (পিতার) নিকট ফিরে আসবে।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি ইবনু বুকায়ের আস-সায়রাফী "ফাযায়েলু মান ইসমুহু আহমাদ ওয়া মুহাম্মাদ" (২/৬০) গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ আল-আসকারী হতে তিনি আবূ ইয়াকূব ইসহাক ইবনুল হাসান আল-হার্বী হতে তিনি মুসলিম ইবনু ইব্‌রাহীম হতে তিনি শাদ্দাদ ইবনু সা'ঈদ আর-রাসেবী হতে তিনি সা'ঈদ আল-জারীরী হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল। বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ আল-আসকারীকে আমি চিনি না। আল-খাতীবের নিকট ইবনু বুকায়েরের শাইখ হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু ইলমিস সাফার।

আর আল-আসকারী আর-রাসেবী বিতর্কিত। তাকে উকায়লী "আয-যো'য়াফা" (১৮০) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন, ইমাম বুখারী বলেন ঃ তাকে আব্দুস সামাদ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তিনি সত্যবাদী, তার হেফযে কিছু ত্রুটি ছিল।

তাকে হাফিয যাহাবী "আয-যো'য়াফা ওয়াল-মাতরূকীন" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ ইবনু আদী বলেন ঃ আমি তার মুনকার হাদীছ দেখছিনা। উকায়লী বলেন ঃ তার কতিপয় হাদীছ আছে সেগুলোর অনুসরণ করা যায় না।

"আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে ঃ তিনি সত্যবাদী, ভুল করতেন। আমি (আলবানী) বলছি ঃ সম্ভবত তিনিই হাদীছটির সমস্যা।

٧٣٨. (تَزَوَّجُوْا الزُّرْقَ فَإِنَّ فِيْهِنَّ يُمْنًا).

৭৩৮। তোমরা নীল বর্ণ বিশিষ্ট নারীকে বিয়ে কর। কারণ তাদের মধ্যে বরকত রয়েছে।

হাদীছটি জাল।

এটিকে আল-ওয়াহেদী "আল-ওয়াসীত" (৩/১১৫/২) গ্রন্থে ইসহাক ইবনু বিশ্‌র আল-কাহেলী হতে তিনি আব্দিল্লাহ ইবনু ইদরীস আল-মাদানী হতে তিনি জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে এই আল-কাহেলী। তিনি জালকারী যেমনটি একটি হাদীছ পূর্বে তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

٧٣٩. (شَرُّ الْحَمِيْرِ الأَسْوَدُ الْقَصِيْرُ).

৭৩৯। ছোট কালো বর্ণের গাধা হচ্ছে নিকৃষ্টতম গাধা।

হাদীছটি জাল।

এটি উকায়লী "আয-যো'য়াফা" (৪২৬) গ্রন্থে এবং আবূ মুহাম্মাদ আল-মাখলাদী "আল-ফাওয়ায়েদ" (২/২৪৫) গ্রন্থে মুবাশ্‌শির ইবনু ওবায়েদ হতে তিনি

যায়েদ ইবনু আসলাম হতে তিনি ইবনু উমার হতে...মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। উকায়লী বলেন ঃ

মুবাশ্‌শির সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন ঃ তার হাদীছগুলো বানোয়াট ও মিথ্যা। তিনি আরো বলেন ঃ তিনি কিছুই না, তিনি হাদীছ জালকারী। ইমাম বুখারী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ।

অতঃপর তিনি তার দু'টি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। এটি সে দু'টির একটি।

হাদীছটিকে ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (২/২২১) গ্রন্থে উকায়লীর বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থে উল্লেখ করে ঠিকই করেছেন।

٧٤٠. (شَرُّ الْمَالِ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ الْمَمَالِيْكُ).

৭৪০। শেষ যামানার নিকৃষ্টতম সম্পদ হচ্ছে দাস-দাসীরা।

হাদীছটি জাল।

এটি আবুল হাসান আল-হালাবী "আল-ফাওয়ায়েদুল মুনতাকাত" (১/১১/১) গ্রন্থে এবং আবূ নো'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" (৪/৯৪) গ্রন্থে আবূ ফারওয়াহ ইয়াযীদ ইবনু সিনান হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আইউব হতে তিনি মায়মূন ইবনু মিহরান হতে...বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী (২/৩১১) বলেন ঃ হাদীছটি এ সনদে ইয়াযীদ ইবনু সিনান ছাড়া অন্য কেউ মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ হতে বর্ণনা করেননি।

আবূ নো'য়াইম বলেন ঃ মুহাম্মাদ ইবনু আইউব হাদীছটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তাকে আবূ হাতিম দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তার থেকে বর্ণনাকারী ইয়াযীদ ইবনু সিনান তার চেয়েও বেশী দুর্বল। তার সম্পর্কে নাসাঈ বলেন ঃ তিনি দুর্বল, মাতরূকুল হাদীছ। আরেকবার বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

হাদীছটি সুয়ূতী "আল-জামে" গ্রন্থে আবূ নো'য়ামের সূত্রে উল্লেখ করেছেন। এ কারণে মানাবী তার সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ হাদীছটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ ইয়াযীদ মাতরূক। লেখক (সুয়ূতী) "আল-লাআলী" (২/১৪০) গ্রন্থে তার (ইবনুল জাওযীর) কথাকে সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সুয়ূতী হাদীছটি "আল-লাআলী" গ্রন্থে উল্লেখ করে ঠিক করেছেন। তবে তিনি "আল-জামে'" গ্রন্থে উল্লেখ করে ভুল করেছেন।

ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযীয়াহ "আল-মানার" (পৃ ঃ ৪৯) গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে বলেন ঃ হাদীছটি বানোয়াট।

٧٤١. (الصَّمْتُ أَرْفَعُ الْعِبَادَةِ).

৭৪১। চুপ থাকা হচ্ছে সর্বোচ্চ ইবাদাত।

হাদীছটি দুর্বল।

এটিকে আবূ নো'য়াইম "আখবারু আসফাহান" (২/৭৩) গ্রন্থে মু'য়াল্লাক হিসাবে আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে মূসা আল-বাযিয়ার হতে তিনি আশ'য়াছ ইবনু শাদ্দাদ আস-সিজিস্তানী হতে তিনি ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া হতে...বর্ণনা করেছেন।

তিনি হাদীছটি আব্দুল্লাহর জীবনীর মধ্যে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

আমি (আলবানী) তার শাইখ আশ'য়াছ ইবনু শাদ্দাদকে কে উল্লেখ করেছেন পাচ্ছি না।

ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া আল-গাস্সানী সম্পর্কে যাহাবী বলেছেন ঃ তাকে ইবনু হিব্বান দূষণীয় আখ্যা দিয়েছেন। (তিনি নির্ভরযোগ্য হানযালী নন)

এ ছাড়া ইয়াহইয়ার শাইখ মুগীরাহ আল-হাযামী আল-মাদানী সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য তবে তার কতিপয় গারীব হাদীছ রয়েছে।

٧٤٢. (عَاقِبُوْا أَرِقَّاءَكُمْ عَلَى قَدْرِ عُقُوْلِهِمْ).

৭৪২। তোমরা তোমাদের দাসদেরকে তাদের বিবেক মাফিক শাস্তি দাও।

হাদীছটি বাতিল।

এটি আব্দুর রহমান ইবনু নাস্র আদ-দামেস্কী "আল-ফাওয়ায়েদ" (২/২৩০/১) গ্রন্থে, তাম্মাম "আল-ফাওয়ায়েদ" (২/২০৭) গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকির "আত-তারীখ" (১০/২৬৮/১) গ্রন্থে দারাকুতনী ও অন্য বিদ্বানগণের সূত্রে সুলায়মান ইবনু আব্দির রহমান হতে তিনি আব্দুল মালেক ইবনু মিহরান হতে তিনি ওবায়েদ ইবনু নাযীহ হতে তিনি হিশাম ইবনু উরওয়াহ হতে...বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী বলেন ঃ

ওবায়েদ ইবনু নাযীহ হিশাম হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সুলায়মানও আব্দুল মালেক হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আব্দুল মালেক ইবনু মিহরান সম্পর্কে উকায়লী "আয-যো'য়াফা" (পৃ ঃ ২৪৮) গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি বহু মুনকারের অধিকারী। তার হাদীছের উপর সন্দেহ প্রাধান্য বিস্তার করেছে। তার কোন হাদীছই সাব্যস্ত হয়নি।

অতঃপর তিনি তার কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করে বলেছেন ঃ সে সবগুলোই ভিত্তিহীন। সে সবের কোনটিই সহীহ সূত্রে জানা যায় না।

ইবনু আদী "আল-কামিল" (১/৩১৬) গ্রন্থে একটি হাদীছ উল্লেখ করে বলেছেন ঃ ভাষাটি মুনকার, এ ছাড়াও তার আরো হাদীছ রয়েছে। তিনি মাজহূল, পরিচিত নন।

ইবনু আসাকির ইবনুস সাকান হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ আব্দুল মালেক মুনকারুল হাদীছ। ইবনু আবী হাতিম বলেন ঃ তিনি মাজহূল। হাফিয যাহাবী তার দু'টি হাদীছ উল্লেখ করে বলেছেন ঃ দু'টিই বাতিল। আমি সিদ্ধান্ত দিচ্ছি যে, তার এ হাদীছটি তার বাতিলগুলোর অন্তর্ভুক্ত। হাফিয সুয়ূতী হাদীছটি "আল-জামে'" গ্রন্থে উল্লেখ করে ত্রুটি করেছেন।

٧٤٣. (عَجِبْتُ لِطَالِبِ الدُّنْيَا وَالْمَوْتُ يَطْلُبُهُ، وَغَافِلٍ وَلَيْسَ بِمَغْفُوْلٍ عَنْهُ، وَلِضَاحِكٍ مَلأَ فِيْهِ وَلاَ يَدْرِيْ أَأَرْضَى اللهَ أَمْ أَسْخَطَهُ).

৭৪৩। আমি আশ্চর্য হয় দুনিয়া তালাশকারী সেই ব্যক্তিকে দেখে যাকে মৃত্যু তালাশ করছে, সেই গাফেলকে দেখে যার থেকে মৃত্যুকে গাফেল করা হয়নি এবং সেই মুখভরে হাস্যরতকে দেখে যে জানে না যে, তার এ হাসি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করছে, না অসন্তুষ্ট করছে?

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তাম্মাম "আল-ফাওয়ায়েদ" (১/৯৪) গ্রন্থে এবং ইবনু আদী (২/৭৯) ইয়াহইয়া ইবনু আলী আল-আসলামী হতে তিনি হুমায়েদ আল-আ'রাজ হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল হারেছ হতে...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইবনু আদী বলেন ঃ

হুমায়েদের হাদীছগুলো সঠিক নয় এবং তার অনুসরণ করা যায় না।

"আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে, তিনি মাতরূক। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি ইবনুল হারেছ হতে আর তিনি ইবনু মাস'উদ (ﷺ) হতে একটি পাণ্ডুলিপি বর্ণনা করেছেন। সেটি সম্ভবত বানোয়াট। নাসাঈ বলেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন।

অতঃপর তিনি তার কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি।

দারাকুতনী বলেন ঃ হুমায়েদ মাতরূক এবং তার হাদীছগুলো জালের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এই হুমায়েদ হচ্ছেন ইবনু আতা আল-আ'রাজ আল-কূফী। তিনি যুহরীর সাথী নন। যুহরীর সাথী হচ্ছেন হুমায়েদ ইবনু কায়েস আল-আ'রাজ যেমনটি ইবনু হিব্বান (১/২৫৭) বলেছেন।

٧٤٤. (مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عُنُقَهُ لَمْ يُغَلَّ بِالأَغْلاَلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

৭৪৪। যে ব্যক্তি উযূ করল এবং তার কাঁধ মাসাহ করল, তাকে কিয়ামতের দিন গলা বেড়ী দেয়া হবে না।

হাদীছটি জাল।

এটিকে আবূ নো'য়াইম "আখবারু আসফাহান" (২/১১৫) গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ হতে তিনি আব্দুর রহমান ইবনু দাঊদ হতে তিনি উছমান ইবনু খাররাযায হতে তিনি আম্র ইবনু মুহাম্মাদ ইবনিল হাসান আল-মুকতিব হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আম্র ইবনে ওবায়েদ আল-আনসারী আল-বাস্রী হতে...বর্ণনা করেছেন।

তিনি আব্দুর রহমানের (তিনি হচ্ছেন আবূ মুহাম্মাদ আল-ফারেসী) জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে হাদীছটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

তিনি বহু হাদীছ বর্ণনাকারী ফাকীহগণের একজন ছিলেন।

তিনি তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। তাকে তার নিকট ছাড়া আর কারো নিকট দেখছি না।

আর তার শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ যদি আবূ বাক্র আল-মু'য়াদ্দিল হন তাহলে তিনি নির্ভরযোগ্য বিশ্বাসী যেমনটি আবূ নো'য়াইম তার জীবনীতে (২/৯০০) বলেছেন। আর যদি আবূ উছমান ইবনু আবী হুরাইরাহ হন, তাহলে তিনি হচ্ছেন একজন আবেদ ও উত্তম ব্যক্তি...। প্রথমটিই সঠিকের নিকটবর্তী।

ইবনু ইরাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ" গ্রন্থে বলেন ঃ এর মধ্যে আবূ নো'য়াইমের শাইখ আবূ বাক্র আল-মুফীদ রয়েছেন। তার সম্পর্কে হাফিয ইরাকী বলেন ঃ তিনিই হচ্ছেন হাদীছটির সমস্যা।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি মিথ্যার দোষে দোষী। যেমনটি যাহাবী এবং তার অনুসরণ করে হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে বলেছেন।

আমি (৬৯ নং হাদীছের আলোচনায় বলেছিলাম যে মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনে আলী আল-মুহরেম, আমি বর্তমানে তা হতে প্রত্যাবর্তন করছি এবং বলছি যে, মুহাম্মাদের দাদার নাম মুহাম্মাদ, আলী আল-মুহরেম নয়। কারণ ইবনু নো'য়াইমের নিকট হাদীছটির সনদ সম্পর্কে অবহিত হয়েছি।

এ সনদটিতে আরেক বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু আম্র ইবনে ওবায়েদ আল-আনসারী আল-বাস্রী রয়েছেন, তিনি নিতান্তই দুর্বল। ৬৯ নং হাদীছে আলেমদের ভাষ্য উল্লেখ পূর্বক তার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আমি আলবানীর নিকট হাদীছটির আরেকটি সমস্যা প্রকাশিত হয়েছে, সেটি হচ্ছে আম্র ইবনু মুহাম্মাদ ইবনিল হাসান আল-মুকতিব। তার সম্পর্কে আল-খাতীব "আত-তারীখ" (১২/২০৪) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। অন্য এক বর্ণনায় বলেন ঃ তিনি ছিলেন দুর্বল, বহু সন্দেহপ্রবণ।

"আল-লিসান" গ্রন্থে এসেছে, হাকিম বলেন ঃ তিনি সাকেত, এক সম্প্রদায় হতে বহু জাল হাদীছ বর্ণনা করেছেন। সেগুলোর কোনটিই তাদের হাদীছগুলোর মধ্যে পাওয়া যায় না।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হাদীছটির ব্যাপারে আবূ নো'য়াইমের শাইখকে দোষারোপ করার চেয়ে তাকে দোষারোপ করাই বেশী উত্তম হবে। কারণ এ বর্ণনাকারী সনদের উপর পর্যায়ের ব্যক্তি।

٧٤٥. (مَنْ خَرَجَ حَاجًّا فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْحَاجِّ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْمُعْتَمِرِ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

৭৪৫। যে ব্যক্তি হজ্জ করতে বের হয়ে মারা যাবে, তার জন্য কিয়ামত দিবস পর্যন্ত হজ্জকারীর সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে। আর যে ব্যক্তি উমরাহ্ করতে বের হয়ে মারা যাবে, তার জন্য কিয়ামত দিবস পর্যন্ত উমরাকারীর সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি তাবারানী "আল-আওসাত" (১/১১১/২) গ্রন্থে আবূ মু'য়াবিয়াহ হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক হতে তিনি জামীল ইবনু আবী মায়মূনাহ হতে তিনি আতা ইবনু ইয়াযীদ আল-লাইছী হতে...বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী বলেন ঃ হাদীছটি আতা হতে একমাত্র জামীল বর্ণনা করেছেন, জামীল হতে একমাত্র ইবনু ইসহাক বর্ণনা করেছেন আর ইবনু ইসহাক হতে একমাত্র আবূ মু'আবিয়াহ বর্ণনা করেছেন।

এ সূত্রেই যিয়া "আল-মুনতাকা মিন মাসমূ'য়াতিহি বেমারু" (১/৩৩) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তবে নিম্নোল্লিখিত কথাগুলি বেশী বলেছেন ঃ

"من خرج غازيا في سبيل الله فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة).

'যে ব্যক্তি জিহাদ করার উদ্দেশ্যে বের হয়ে মারা যাবে, তার জন্য কিয়ামত দিবস পর্যন্ত জিহাদকারীর ন্যায় সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে।'

মুনযেরী "আত-তারগীব" (২/১১২) গ্রন্থে এরূপই বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ আবূ ই'য়ালা মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক মুদাল্লিস, তিনি আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন। এটি একটি সমস্যা। আরেকটি সমস্যা হচ্ছে বর্ণনাকারী জামীল ইবনু আবী মায়মূনাহ, তাকে ইবনু আবী হাতিম উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাতে তিনি শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। কারণ তিনি মাজহূলুল হাল।

٧٤٦. (لا هَمَّ إلاَّ هَمُّ الدَّيْنِ، ولا وَجْعَ إلاَّ وَجْعُ العَيْنِ).

৭৪৬। ঋণের চিন্তাই হচ্ছে একমাত্র চিন্তা আর চোখের ব্যথাই হচ্ছে একমাত্র ব্যথা।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু হিব্বান "আয-যো'য়াফা" (১/৩৪৬) গ্রন্থে, তাবারানী "আল-আওসাত" (১/৬৮, ১/১৪৫) ও "আস-সাগীর" (পৃ ঃ ১৭৬) গ্রন্থে, তার থেকে কাযা'ঈ (২/৭২) এবং ইবনু আদী (১/১৮৮) মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস আল-বাস্‌রী আল-আসফারী হতে তিনি কারীন ইবনু সাহাল হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদীর হতে...বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী বলেন ঃ ইবনুল মুনকাদীর হতে একমাত্র মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান বর্ণনা করেছেন। সাহালও এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি (সাহাল) মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্যদের থেকে এমন কিছু বর্ণনা করেছেন যা তাদের হাদীছ নয়।

এ কারণে হাফিয যাহাবী বলেন ঃ ইবনু হিব্বান ও ইবনু আদী তার দোষ প্রকাশ করেছেন। আর আল-আযদী তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনু আদী তার তিনটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন, এটি সে তিনিটির একটি। অতঃপর বলেছেন ঃ এ হাদীছটির সনদ এবং ভাষা মুনকার ও বাতিল।

তার সূত্রেই ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (২/২৪৪) গ্রন্থে হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। সুয়ূতী উল্লেখ করে বলেন, বাইহাকী বলেছেন ঃ হাদীছটি মুনকার।

হাদীছটি অন্যান্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোনটিই সহীহ নয়। মওকূফ হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে। সেটিও দুর্বল, সহীহ নয়।

٧٤٧. (قَالَ اللهُ تَعَالَى: مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِيْ وَقَدْرِيْ فَلْيَلْتَمِسْ رَبًّا غَيْرِيْ).

৭৪৭। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার ফয়সালা ও আমার দেয়া তকদীরে সন্তুষ্ট হবে না, সে যেন আমাকে বাদ দিয়ে অন্য প্রভু তালাশ করে।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটিকে সুয়ূতী "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে আনাস (ﷺ) হতে বাইহাকীর "আশ-শু'আব" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) ইবনু আসাকিরের "আত-তাজরীদ" গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে (৪/১-২) এটির সনদ সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। তিনি বাইহাকীর সূত্রে হাকিম হতে তিনি তার সনদে আলী ইবনু ইয়াযদাদ আল-জুরজানী হতে তিনি ইসাম ইবনুল লাইছ আল-লাইছী আস-সাদূসী হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। আলী ইবনু ইয়াযীদ আল-জুরজানী এবং তার শাইখ ইসাম ইবনুল লাইছ সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন ঃ তাদের দু'জনকে চেনা যায় না।

তিনি বলেন ঃ হাদীছটি আবূ সা'আদ ইবনুস সাম'আনী "আল-আনসাব" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এ সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন, তার কোন ভিত্তি নেই।

যাহাবী আলী ইবনু ইয়াযদাদীর জীবনীতেও বলেন ঃ তিনি ইবনু আদীর শাইখ, মিথ্যার দোষে দোষী। তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বহু বিপদ বর্ণনা করেছেন। ইবনু হাজার তার বক্তব্যকে "আল-লিসান" গ্রন্থে সমর্থন করেছেন। দুর্বলতার দিক দিয়ে এ সনদের ন্যায় অন্য সনদেও বর্ণিত হয়েছে। সেটি সম্পর্কে ৪৯৪ নং হাদীছে আলোচনা করা হয়েছে।

٧٤٨. (الْجَمَالُ صَوَابُ الْقَوْلِ بِالْحَقِّ، وَالْكَمَالُ حُسْنُ الْعِفَافِ بِالصِّدْقِ).

৭৪৮। সৌন্দর্য হচ্ছে সততার সাথে সঠিক কথায়। আর পরিপূর্ণতা হচ্ছে সত্যবাদিতার সাথে সৎ চরিত্রের অধিকারী হওয়াতে।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি আবূ নো'য়াইম "ফাযায়েলুল খুলাফাইল আরবা'য়াহ" (২/২/২) গ্রন্থে, আস-সিলাফী "আহাদীছু ওয়া হেকাইয়াত" (১/৭৮) গ্রন্থে, ইবনুন নাজ্জার (১০/১৭৪/১), দাইলামী (২/৮১) এবং ইবনু আসাকির (৮/৪৭১/২) উমার ইবনু ইব্রাহীম হতে তিনি আইউব ইবনু সায়্য়্যার হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে আইউব ইবনু সায়্য়্যার। কারণ তিনি নির্ভরযোগ্য নন যেমনটি নাসাঈ ও অন্য বিদ্বানগণ বলেছেন।

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি সনদগুলোকে উলট পালট করে ফেলতেন এবং মুরসালগুলোকে মারফূ' করে ফেলতেন।

তার থেকে বর্ণনাকারী উমার ইবনু ইব্রাহীম আল-কুরদী আল-হাশেমীও দুর্বলতার দিক দিয়ে তার ন্যায়। কিন্তু তার মুতাবা'য়াত করা হয়েছে। যেটি আবূ নো'য়াইম "আখবারু আসফাহান" (২/৮৬-৮৭) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটির সনদের মুতাবা'য়াতকারী হুমাম ইবনু মুসলিমও তার ন্যায় দুর্বল।

দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার দ্বারা শাহেদ গ্রহণ করা যায় না। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি হাদীছ চোর। সম্ভবত তিনি আল-কুরদী হতে হাদীছটি চুরি করেছেন।

হাদীছটি সুয়ূতী "আল-জামে'" গ্রন্থে আল-হাকীমের বর্ণনায় জাবের (ﷺ) হতে উল্লেখ করেছেন। এ কারণে মানাবী তার সমালোচনা করেছেন। কারণ এটির সনদেও আইউব ইবনু সায়্যার এবং উমার ইবনু ইব্রাহীম রয়েছেন।

٧٤٩. (مَنْ أَغَاثَ مَلْهُوْفًا كَتَبَ اللهُ لَهُ ثَلَاثَةً وَسَبْعِيْنَ مَغْفِرَةً وَاحِدَةٌ مِنْهَا صَلَاحُ أَمْرِهِ كُلِّهِ، وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُوْنَ دَرَجَاتٍ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

৭৪৯। যে ব্যক্তি অত্যাচারিত ব্যক্তিকে সহযোগিতা করবে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা তিহাত্তরটি ক্ষমা লিখে দিবেন। তার মধ্য হতে একটি সে ব্যক্তির সকল কর্মের বিশুদ্ধতার জন্য। আর বাহাত্তরটি হবে কিয়ামত দিবসে তার মর্যাদার স্তর হিসাবে।

হাদীছটি জাল।

এটি উকায়লী "আয-যো'য়াফা" (১৪০) গ্রন্থে, অনুরূপভাবে ইবনু হিব্বান (১/৩০৪) এবং আবূ নো'য়াইম "আল-আখবার" (২/৭২) গ্রন্থে আব্দুল আযীয ইবনু আব্দিস সামাদ আল-আমী হতে তিনি যিয়াদ ইবনু আবী হাস্সান হতে তিনি আনাস (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

উকায়লী বলেন ঃ হাদীছটি একমাত্র যিয়াদের সূত্রেই জানা যায়। ইবনু হিব্বান তার সম্পর্কে বলেন ঃ

শু'বাহ তার উপর কঠোর ভাবে আক্রমণকারী ছিলেন। তিনি কতিপয় মুনকার ও বহু সন্দেহমূলক হাদীছ বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইমাম বুখারী বলেন ঃ শু'বাহ তার সমালোচনা করতেন।

"আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে; হাকিম বলেন ঃ তিনি আনাস (ﷺ) ও অন্যদের থেকে বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেছেন। শু'বাহ তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মাতরূক। আবূ হাতিম ও অন্য বিদ্বানগণ বলেন ঃ তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

তার সম্পর্কে নাক্কাশও হাকিমের ন্যায় কথা বলেছেন।

ইবনুল জাওযী হাদীছটি "আল-মাওযূ'আত" (২/১৭১) গ্রন্থে উকায়লীর সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি বানোয়াট। যিয়াদ জাল করার দোষে দোষী।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" (পৃ ঃ ৩৫২) গ্রন্থে আরো দু'টি সূত্র এবং একটি শাহেদ আছে বলে ইবনুল জাওযীর সমালোচনা করেছেন।

কিন্তু প্রথম সূত্রটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। একাধিক বর্ণনাকারীর মধ্যে সমস্যা থাকার কারণে। তাতে আবূ মুহাম্মাদ ইবনু যাকুওয়ান রয়েছেন, তিনি সমালোচিত। আবূ আলী মুহাম্মাদ ইবনু সুলায়মান রয়েছেন, তিনি মাজহূল। ইসমা'ঈল ইবনু আইয়াশ রয়েছেন, তিনি দুর্বল। এ ছাড়া এটির বর্ধিত অংশে সাওয়াব প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অতিশয় বাড়াবাড়ি করা হয়েছে যা প্রমাণ করছে হাদীছটি বানোয়াট হওয়ার।

দ্বিতীয় সূত্রটিতে আনাস ইবনু মালেক (ﷺ)-এর দাস দীনার রয়েছেন। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান (১/২৯০) বলেন ঃ তিনি আনাস (ﷺ) হতে বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেছেন। হাকিম বলেন ঃ তিনি আনাস (ﷺ) হতে আনুমানিক একশতটি বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেছেন। সুয়ূতী এটি উল্লেখ করে চুপ থেকেছেন। এই চুপ থাকাটা আশ্চর্যজনক!

তৃতীয় আরেকটি সূত্রে আবান ইবনু আবী আইয়াশ রয়েছেন, তিনি মিথ্যুক। তার দ্বারা আনন্দিত হওয়ার কোন কারণ নেই।

আর শাহেদটি হচ্ছে আগত হাদীছটি ঃ

٧٥٠. (مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ لِهفَانٍ غَفَرَ اللهُ لَهُ ثَلاثًا وَسَبْعِيْنَ مَغْفِرَةً، وَاحِدَةٌ يَصْلُحُ بِهَا أَمْرُ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ، وَثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ يُوَفِّيْهَا اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

৭৫০। যে ব্যক্তি মু'মিন ব্যক্তির দু'টি কষ্ট দূর করে দিবে আল্লাহ তাকে তিহাত্তরবার ক্ষমা করে দিবেন। একটি ক্ষমার দ্বারা তার দুনিয়া ও আখেরাতের কর্মগুলো বিশুদ্ধ করে দেয়া হবে। আর বাকী বাহাত্তরটি আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন সম্পূর্ণরূপে দান করবেন।

হাদীছটি জাল।

এটি আবূ নো'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" (৩/৪৯-৫০) গ্রন্থে ইসমা'ঈল ইবনু আবান আল-আযদী সূত্রে হাম্মাদ ইবনু উছমান আল-কুরাশী হতে তিনি ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদ আল-বাস্‌রী হতে তিনি ফারকাদ হতে...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ

ফারকাদের হাদীছ হতে এটি গারীব। হাদীছটি একমাত্র এ সূত্রেই আমরা লিখেছি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। কারণ ফারকাদ ইবনু ইয়াকূব আস-সাবাখী সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন ঃ তার হাদীছে মুনকার রয়েছে। নাসাঈ বলেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন।

আর ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদকে আমি চিনি না। তার সমপর্যায়ের একই নাম ও নাসাবে তিন ব্যক্তি রয়েছেন। একজন শামী তিনি নিতান্তই দুর্বল। আর দু'জন হচ্ছেন কূফী। তাদের একজন সম্পর্কে "আত-তাহযীব" গ্রন্থে বলা হয়েছে তিনি দুর্বল। আর দ্বিতীয়জন সম্পর্কে "আল-মীযান" গ্রন্থে বলা হয়েছে, তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। বাস্‌রী হিসাবে সম্বোধন করা ভুল।

এ ছাড়া হাম্মাদ ইবনু উছমান আল-কুরাশীর জীবনী পাচ্ছি না।

সুয়ূতী এ হাদীছটিকে পূর্বের হাদীছটির শাহেদ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটি শাহেদ হবার যোগ্য নয়। খুবই দুর্বল হওয়াই এবং শব্দে দুর্বোধ্যতা থাকার কারণে।

٧٥١. (مَنْ قَضَى لِأَخِيْهِ حَاجَةً كُنْتُ وَاقِفًا عِنْدَ مِيْزَانِهِ، فَإِنْ رَجَحَ وَإِلاَّ شَفَعْتُ لَهُ).

৭৫১। যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের প্রয়োজন মিটাবে, আমি তার হিসাব নিকাশের পাল্লার নিকট দাঁড়িয়ে থাকবো। তার নেকির পাল্লা ভারী না হলে আমি তার জন্য শাফা'আত করবো।

হাদীছটি জাল।

এটি আবূ নো'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" (৬/৩৫৩) গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনু ইব্‌রাহীম আল-গিফারী হতে তিনি মালেক ইবনু আনাস ও আল-উমারী হতে তারা উভয়ে নাফে' হতে তিনি ইবনু উমার (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আবূ নো'য়াইম বলেন ঃ মালেকের হাদীছ হতে এটি গারীব। গিফারী এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাফিয যাহাবী বলেন ঃ ইবনু হিব্বান তাকে হাদীছ জাল করার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

হাকিম বলেন ঃ তিনি একদল দুর্বল বর্ণনাকারী হতে কতিপয় বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

٧٥٢. (وَجَبَتْ مَحَبَّةُ اللهِ عَلَى مَنْ أُغْضِبَ فَحَلُمَ).

৭৫২। যে ব্যক্তি নিজেকে রাগান্বিত করে ধৈর্য্য ধারণ করে, তার উপর আল্লাহর মুহাব্বাত ওয়াজিব হয়ে যায়।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু আদী (২/৩৩১) ইবনু আবী সালেহ হতে তিনি আবূ মুস'আব হতে তিনি মালেক হতে তিনি ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদ হতে তিনি উরওয়াহ হতে...বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তিনি বলেছেন ঃ মালেক হতে এ হাদীছটি মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি আবূ মুস'আবের জীবনীতে হাদীছটি উল্লেখ করে তার নাম "মাতরাফ" উল্লেখ করে বলেছেন ঃ তিনি ইবনু আবী যিইব, মালেক ও অন্য বিদ্বানদের থেকে মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

আমি বলছি ঃ এই মাতরাফ সহীহ বুখারীর মধ্যে ইমাম বুখারীর শাইখ। তিনি নির্ভরযোগ্য যেমনটি ইবনু সা'আদ, দারাকুতনী ও অন্য বিদ্বানগণ বলেছেন। হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে তা দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ

ইবনু আদী মাতরাফকে দুর্বল বলে ঠিক করেননি।

হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে তার কতিপয় হাদীছ ইবনু আদীর সূত্রে এই ইবনু আবী সালেহ (আহমাদ ইবনু দাউদ) হতে উল্লেখ করেছেন। সেই সব হাদীছগুলোর একটি হচ্ছে এটি। অতঃপর তিনি (যাহাবী) বলেন ঃ এ হাদীছগুলো মাতরাফের প্রসঙ্গ উল্লেখ না করেই বাতিল। সমস্যা হচ্ছে আহমাদ ইবনু দাউদ হতে! কিভাবে ইবনু আদীর নিকট সমস্যাটি লুক্কায়িত থাকলো তা বোধগম্য নয়, কারণ দারাকুতনী তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন? তার কথা উল্লেখ করে কারণ দর্শানই উত্তম ছিল।

অনুরূপ কথা হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেছেন।

যাহাবী আহমাদের জীবনীতে হাদীছটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি বানোয়াট।

হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে তার সাথে একমত পোষণ করে উল্লেখ করেছেন যে, ইবনু হিব্বান এবং ইবনু তাহের এই আহমাদ সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি হাদীছ জাল করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার সূত্রেই হাদীছটি আবূ নো'য়াইম "আখবারু আসফাহান" (৫/১৩৫) গ্রন্থে, কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" (২/৪৬) গ্রন্থে, কাযী আবূ বাক্‌র শাহারযূরী "জুযউ ফীহে মাজলেসান" (২/৪) গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকির (৫/৮৪/২) বর্ণনা করেছেন।

সুয়ূতী "যায়লুল আহাদীছিল মাওযূ'আহ" (১৬৭-১৬৮) গ্রন্থে হাদীছটি আবূ নো'য়াইমের সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেছেন ঃ এটি বানোয়াট। এটি আহমাদ ইবনু দাউদের মিথ্যাগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু ইরাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ" (১-২/৩৫৯) গ্রন্থে তার মন্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

এতো কিছু সত্ত্বেও সুয়ূতী "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। এ কারণে মানাবী- যাহাবী এবং ইবনু তাহেরের বক্তব্য উল্লেখ করে তার সমালোচনা করেছেন।

٧٥٣. (مَنْ قَضَى لأَخِيْهِ الْمُسْلِمِ حَاجَةً كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ كَمَنْ خَدَمَ اللهَ عُمْرَهُ).

৭৫৩। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজনীয়তাকে পূর্ণ করবে তার ওই ব্যক্তির ন্যায় ছাওয়াব হবে যে তার সারা জীবন আল্লাহর খিদমাত করেছে।

হাদীছটি জাল।

এটিকে আবূ নো'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" (১০/২৫৪-২৫৫) গ্রন্থে, আল-খাতীব "আত-তারীখ" (৫/১৩০-১৩১) গ্রন্থে এবং আস-সিলাফী "আহাদীছু মুনতাখাবাহ" (১/১৩৫) গ্রন্থে আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আন-নূরী হতে তিনি সারীইউস সাকাতী হতে তিনি মা'রূফ আল-কারখী হতে তিনি ইবনুস সাম্মাক হতে তিনি আ'মাশ হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল, এতে একদল সূফী রয়েছেন। হাদীছের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা জানা যায় না। তারা হচ্ছেন আন-নূরী, আস-সাকাতী ও আল-কারখী।

এ ছাড়া সনদের আরেকটি সমস্যা হচ্ছে সনদে আ'মাশ এবং আনাস (ﷺ)-এর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা। হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ আ'মাশের আনাস (ﷺ) হতে শ্রবণ সাব্যস্ত হয়নি।

মানাবী বলেন ঃ তাতে এমন ব্যক্তি রয়েছেন যার পরিচয় জানা যায় না। তিনি তিন সূফী বর্ণনাকারীদেরকে বুঝাচ্ছেন।

হাদীছটির আনাস (ﷺ) হতে আরেকটি সূত্র রয়েছে। সেটি ইমাম বুখারী "আত-তারীখ" (৪/২/৪৩), ইবনু আবিদ দুনিয়া "কাযাউল হাওয়ায়েজ" (৭৭-৭৮) গ্রন্থে আবূ নো'য়াইম "আখবারু আসফাহান" (২/২২৫), আল-খারয়েতী "আল-মাকারেম" (পৃ ঃ ১৭) এবং আল-খাতীব (৩/১১৪) বাকিয়াহ হতে তিনি মুতাওয়াক্কিল ইবনু ইয়াহইয়া হতে তিনি হুমায়েদ ইবনু আলা হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি সাকেত। বাকিয়াহ ইবনুল ওয়ালীদ মুদাল্লিস। এই মুতাওয়াক্কিল সম্পর্কে আযদী বলেন ঃ তার হাদীছ সাব্যস্ত হয়নি। তিনি হুমায়েদ সম্পর্কে বলেন ঃ তার হাদীছ সহীহ নয়। সম্ভবত তিনি এ হাদীছটিকেই বুঝিয়েছেন।

আমি (আলবানী) হাদীছটির একটি শাহেদ পেয়েছি। কিন্তু সনদটি হালেক (ধ্বংসপ্রাপ্ত)। তার এক বর্ণনাকারী আবূ মুসলিম মুহাম্মাদ ইবনুল মিখলাদ আর-রু'আইনী সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন ঃ তিনি বাতিলগুলো বর্ণনা করেছেন। দারকুতনী বলেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীছ।

আরেক বর্ণনাকারী সা'ঈদ ইবনু আব্দিল জাব্বার সম্পর্কে যাহাবী বলেন ঃ তাকে চেনা যায় না।

এ ছাড়া মুহাম্মাদ ইবনু জাবের এবং খুসায়েফ ইবনু আব্দির রহমান উভয়েই দুর্বল।

٧٥٤. (نِعْمَ الشَّيْءُ الْهَدِيَّةُ أَمَامَ الْحَاجَةِ).

৭৫৪। প্রয়োজনীয়তা অনুভবকারীকে সম্মুখে হাদিয়া প্রদান করা হচ্ছে সর্বোত্তম বস্তু।

হাদীছটি জাল।

এটি তাবারানী (১/২৯৪/১) আহমাদ ইবনুল হাসান আস-সূফী হতে তিনি হায়ছাম ইবনু খারেজাহ হতে তিনি ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদ আল-আত্তার হতে তিনি ইয়াহইয়া ইবনুল আলা হতে তিনি তালহা ইবনু ওবায়দুল্লাহ হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

ইয়াহইয়া ইবনুল আলা মিথ্যুক হাদীছ জালকারী। যেমনটি (৩২১) নং হাদীছের আলোচনায় তার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেছেন।

হাদীছটি ইবনু কুদামাহ "আল-মুনতাখাব" (১০/১৯৫/১) এবং উকায়লী "আয-যো'য়াফা" (১৫৬) গ্রন্থে আব্দুল্লাহ সূত্রে...যুহরী হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এ সনদে আব্দুল্লাহর পিতা সুলায়মান ইবনু আরকামের হাদীছ কিছুরই সমতুল্য নয়।

আবূ নো'য়াইম "আখবারু আসফাহান" (২/৭৫) গ্রন্থে মওসূল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটির সনদের বর্ণনাকারী উছমান ইবনু আব্দির রহমান ইবনে উমার ইবনে সা'ঈদ সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ

তিনি মিথ্যা বলতেন। ইবনুল মাদীনী বলেন ঃ তিনি নিতান্তই দুর্বল। ইবনু হিব্বান (২/৯৮) ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদ সম্পর্কে যেরূপ বলেছেন তার সম্পর্কেও তেমন কথাই বলেছেন।

হাদীছটি আরেক সূত্রে আল-খাতীব (৮/১৬৬) আম্‌র ইবনু খালেদ আল-আ'শী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এই আম্‌র মিথ্যুক, জালকারী। একাধিক ইমাম তাকে এই দোষে দোষী করেছেন। তার সূত্রেই ইবনুল জাওযী হাদীছটি "আল-মাওযূ'আত" (১/৯১) গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

হাদীছটি সহীহ নয়। আম্‌রকে আলেমগণ (যেমন ইমাম আহমাদ ও ইয়াহইয়া) মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু রাহওয়াইহ্ বলেন ঃ তিনি হাদীছ জাল করতেন।

হাদীছটি দারাকুতনী "গারায়েবে মালেক" গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ এটি মালেক হতে বাতিল হাদীছ। সনদে যুহরী হতে বর্ণনাকারী দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সনদের বর্ণনাকারী খুদাশ ইবনু মিখলাদের জীবনী পাচ্ছি না।

আর মূকেরী হচ্ছেন ওয়ালীদ ইবনু মুহাম্মাদ। তাকে ইবনু মা'ঈন মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। নাসাঈ বলেছেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীছ। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ

তিনি যুহরী হতে বানোয়াট বহু কিছু বর্ণনা করেছেন যেগুলো যুহরী কখনো বর্ণনা করেননি।

٧٥٥. (إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ لَمَّا قَضَى خَلْقَهُ اسْتَلْقَى، وَوَضَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى وَقَالَ: لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا).

৭৫৫। আল্লাহ্ তা'আলা যখন তার সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করা শেষ করলেন তখন চিৎ হয়ে শুয়ে গেলেন এবং একটি পা-কে অন্য পায়ের উপর রেখে বললেন ঃ তার কোন সৃষ্টির এরূপ করা উচিত হবে না।

হাদীছটি খুবই মুনকার।

এটি আবূ নাস্‌র আল-গাযী "আল-আমালী" গ্রন্থের (১/৭৭) এক অংশে ইব্‌রাহীম ইবনুল মুনযির আল-হাযামী হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ফুলায়েহ ইবনে সুলায়মান হতে তিনি তার পিতা হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হাদীছের মধ্যে আমি ইয়াহূদীদের গন্ধ পাচ্ছি। যারা ধারণা পোষণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করার পর বিশ্রাম গ্রহণ করেন। এই যালেমরা যা বলেছে আল্লাহ তা'আলা তা থেকে পবিত্র এবং বহু উর্দ্ধে। সম্ভবত এ অর্থই আলোচ্য হাদীছটিতে মিলে যাচ্ছে। কারণ চিৎ হয়ে শুয়ে যাবার কারণ একমাত্র বিশ্রাম। এ জন্যেই আমার বিশ্বাস হাদীছটি ইসরাঈলী বর্ণনা হতেই বর্ণিত হয়েছে। এ বিশ্বাসকে আরো শক্তি যোগাচ্ছে আবূ নাস্‌রের এ কথা 'এটি কা'আব আল-আহবার হতে বর্ণিত হয়েছে।' আবূ নাস্‌র আরো বলেন ঃ 'এটি ইবনু আব্বাস (ﷺ) এবং কা'আব ইবনু আজরাহ হতে মওকূফ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে।' যদি এ কথা সঠিক হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে এটি ইসরাঈলী বর্ণনা। সন্দেহ বশত কোন বর্ণনাকারী নাবী (ﷺ) পর্যন্ত মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করে ফেলেছেন।

মুহাম্মাদ ইবনু ফুলায়েহ ইবনে সুলায়মান ও তার পিতা যদিও ইমাম বুখারীর বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত তবুও তাদের দু'জনের মধ্যে বিশেষ করে পিতার মধ্যে দুর্বলতা আছে। তাকে ইবনু মা'ঈন দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। অন্য এক বর্ণনায় বলেছেন ঃ তিনি ও তার ছেলে নির্ভরযোগ্য নন। অনুরূপভাবে তাকে (পিতাকে) ইবনুল মাদীনী, নাসাঈ ও সাজী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন অতঃপর বলেছেন ঃ তিনি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত, তবে সন্দেহ করতেন।

এ জন্য হাফিয ইবনু হাজার তাকে দুর্বল হিসাবে স্বীকার করেছেন। তিনি "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি সত্যবাদী, বহু ভুলকারী।

তবে তার ছেলের অবস্থা তার চেয়ে ভাল। আবূ হাতিম বলেন ঃ তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। কেউ কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তিনি তার পিতার চেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য। আর ইবনু মা'ঈন বলেছেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

তাদের দু'জনের সনদে ইযতিরাব সংঘটিত হওয়াই, তা তাদের দু'জন ও তাদের হাদীছ দুর্বল হওয়ার প্রমাণ বহন করছে।

কারণ তারা একবার বলেছেন ঃ সা'ঈদ ইবনুল হারেছ হতে তিনি ওবায়েদ ইবনু হুনায়েন হতে তিনি কাতাদাহ হতে।

আরেকবার সা'ঈদের স্থলে সালেম ইবনু আবীন নায্র হতে। আর ইবনু হুনায়েনের সাথে মিলিয়েছেন বুস্র ইবনু সা'ঈদকে।

আরেকবার তাদের দু'জনের স্থলে তারা আবুল হুবাব সা'ঈদ ইবনু ইয়াসারকে স্থান দিয়েছেন। অতএব ইযতিরাব সুস্পষ্ট।

এ হাদীছটি মুনকার হওয়ার প্রমাণ বহন করছে নিম্নোল্লিকিত সহীহ হাদীছ। তাতে বলা হয়েছে বর্ণনাকারী 'রাসূল (ﷺ)-কে মসজিদে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে দেখেছেন। এমতাবস্থায় তিনি তাঁর এক পা অন্য পায়ের উপর রেখেছিলেন।' এটি ইমাম বুখারী (১/৪৬৬ ফতহুল বারী সহ) বর্ণনা করেছেন এবং মসজিদে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকার অধ্যায় রচনা করেছেন। অতঃপর তিনি উমার ও উছমান হতেও চিৎ হয়ে শুয়ে থাকার বর্ণনা নকল করেছেন। যদি চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা না জায়েয হতো তাহলে তিনি নিজে এবং তার খালীফাগণ তা করতেন না। মুসলিম শরীফে যে চিৎ হয়ে শুয়া নিষেধের কথা এসেছে, সেই নিষেধ ও রাসূল (ﷺ)-এর কর্মের মধ্যে আলেমগণ দুই ভাবে সমন্বয় সাধন করার চেষ্ট করেছেন ঃ

১। নিষেধ হওয়ার হাদীছের হুকুম রহিত হয়ে গেছে।

২। নিষেধ সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে যার লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে যাবার আশংকা রয়েছে। অতএব জায়েয সেই ব্যক্তির জন্য যার এরূপ আশংকা নেই। উভয় সমাধানই আলোচ্য হাদীছটি পরিত্যক্ত তার দিকেই ইঙ্গিত করছে।

মোটকথা হাদীছটি আমার নিকট খুবই মুনকার। যাহাবীর "আল-মীযান" গ্রন্থে ফুলায়েহের জীবনীতে যা উল্লেখ করেছেন তা ইঙ্গিত বহন করছে তিনি হাদীছটিকে মুনকার হিসাবেই দেখেছেন।

অতঃপর আমি কতিপয় আছার পেয়েছি যা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, হাদীছটি ইসরাঈলী বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত। ইমাম তাহাবী "শারহুল মা'আনী" (২/৩৬১) গ্রন্থে হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন যে, 'হাসান বাস্রীকে বলা হয়েছিল, এক পা অন্য পায়ের উপর রাখাকে কি মাকরূহ হিসাবে গণ্য করা হতো? তিনি বললেন ঃ তারা তা ইয়াহূদদের থেকেই গ্রহণ করেছে।'

আলোচ্য হাদীছটির ব্যাপারে আমি যে হুকুম লাগিয়েছি, বাইহাকীও "আল-আসমাউ ওয়াস সিফাত" (পৃ ঃ ৩৫৫) গ্রন্থে একই হুকুম লাগিয়েছেন।

তিনি বলেছেন ঃ এ হাদীছটি মুনকার। একমাত্র এ সূত্রেই আমি এটিকে লিখেছি। বর্ণনাকারী ফুলায়েহ ইবনু সুলায়মান যদিও বুখারী ও মুসলিমের শর্তের অন্তর্ভুক্ত বর্ণনাকারী তবুও তারা উভয়েই তার থেকে "আস-সহীহ" গ্রন্থে হাদীছ বর্ণনা করেননি। তিনি কোন হাফিযের নিকট গ্রহণযোগ্য নন।

অতঃপর তিনি তার সনদে ইবনু মা'ঈন হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ তার (ফুলায়েহ) হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। অন্য এক বর্ণনায় বলেন ঃ তিনি দুর্বল। তিনি আরো বলেন ঃ নাসাঈ হতে আমার নিকট পৌঁছেছে, তিনি বলেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন।

যখন হাফিযদের নিকট তিনি বিতর্কিত ব্যক্তি তখন তার বর্ণনা দ্বারা এরূপ বিরাট বিষয়ে দলীল গ্রহণ করা যেতে পারে না।

এ ছাড়া আরেকটি সমস্যা এই যে, সনদে কাতাদাহ ইবনুন নু'মান এবং ওবায়েদ ইবনু হুনায়েনের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা। কারণ কাতাদাহ হযরত উমার (রাঃ)-এর খেলাফাত আমলে মৃত্যু বরণ করেন এবং উমার (রাঃ) তার সালাত পড়ান। অপর পক্ষে ইবনু হুনায়েন মৃত্যু বরণ করেন একশত পাঁচ হিজরীতে। ওয়াকেদী ও ইবনু বুকায়েরের ভাষ্যানুযায়ী মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল পঁচাত্তর বছর। অতএব উভয়ের সাক্ষাৎ না ঘটার বিষয়টি সুস্পষ্ট।

٧٥٦. (الأمْرُ الْمُفْظِعُ، وَالْحَمْلُ الْمُضْلِعُ، وَالشَّرُّ الَّذِيْ لا يَنْقَطِعُ إِظْهَارُ الْبِدْعِ).

৭৫৬। ভয়ানক কর্ম, বক্রতাকে বহন করা ও অব্যাহত নিকৃষ্ট কর্ম হচ্ছে বিত'আতকে প্রকাশ করা।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তাবারানী (১/৩২৭/১), ইবনু আবী আসেম "আস-সুন্নাহ" (নং ৩৬) গ্রন্থে এবং ইবনু বাত্তাহ "আল-ইবানাহ" (১/১৭৩/১-২) গ্রন্থে বাকিয়াহ হতে তিনি ঈসা ইবনু ইব্রাহীম হতে তিনি মূসা ইবনু আবী হাবীব হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল। এই ঈসা হচ্ছেন হাশেমী। ইমাম বুখারী ও নাসাঈ তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ।

আবূ হাতিম ও নাসাঈও বলেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীছ।

এ ছাড়া মূসা ইবনু আবী হাবীবকে আবূ হাতিম দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হাদীছটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (১/২৬৮-২৬৯) গ্রন্থে হাকিমের বর্ণনা হতে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি সহীহ নয়। হাকিম বলেন ঃ ঈসা একেবারে দুর্বল। সুয়ূতী "আল-লাআলী" (নং ৬৫২) গ্রন্থে এবং ইবনু ইরাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ" (১/১৩৬) গ্রন্থে তাকে সমর্থন করেছেন। তা সত্ত্বেও সুয়ূতী হাদীছটিকে "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে তাবারানীর বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। আর তার ভাষ্যকার মানাবী শুধুমাত্র বলেছেন ঃ হাদীছটি দুর্বল।

৭৫৭. (مَنْ وَطِيءَ امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، فَأَصَابَهُ جُذَامٌ، فَلاَ يَلُوْمَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ).

৭৫৭। যে ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে তার মাসিক চলাকালীন সময়ে সহবাস করবে, আর এ অবস্থায় যদি তাদের দু'জনের মাঝে কোন সন্তানের ফয়সালা হয়ে থাকে তাহলে তাকে কুষ্ঠ রোগ হবে। ফলে সে (এর জন্য) শুধুমাত্র নিজেকেই নিন্দা করবে।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি আবুল আব্বাস আল-আসাম তার "হাদীছ" (২/১৪৭) গ্রন্থে এবং তাবারানী "আল-আওসাত" (১/১৬৯/১) গ্রন্থে বাক্‌র ইবনু সাহাল হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আবীস সারী আল-আসকালানী হতে তিনি শু'আয়িব ইবনু ইসহাক হতে তিনি আল-হাসান ইবনুস সাল্‌ত হতে ...বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী বলেন ঃ যুহরী হতে একমাত্র আল-হাসান ইবনুস সাল্‌তই বর্ণনা করেছেন। ইবনু আবীস সারীও এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার বহু সন্দেহমূলক বর্ণনা রয়েছে, যেমনটি "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে।

আর আল-হাসানের জীবনী পাচ্ছি না। হাফিয ইবনু হাজার "তারীখু দামেস্ক" গ্রন্থেও তাকে উল্লেখ করেননি।

হায়ছামী (৪/২৯৯) বাক্‌রের দ্বারা হাদীছটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ তাকে নাসাঈ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। যাহাবী তাকে মুকারিবুল হাদীছ বলেছেন।

৭৫৮. (مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ لِيُعِيْنَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلاَمِ).

৭৫৮। যে ব্যক্তি অত্যাচারীকে অত্যাচারী হিসাবে জানার পরেও তার সাথে তাকে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে চলবে সে ব্যক্তি ইসলাম হতে বেরিয়ে যাবে।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তাবারানী (১/৩২/১) আম্‌র ইবনু ইসহাক আল-হিম্‌সী হতে তিনি তার পিতা (ইসহাক) হতে তিনি আম্‌র ইবনুল হারেছ হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু সালেম হতে তিনি যুবায়দী হতে তিনি আইয়াশ ইবনু মুবেনুস হতে তিনি আবুল হাসান নামরান ইবনু মুখাম্মির হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল। এই আম্‌র ইবনু ইসহাককে আমি চিনি না। ইবনু আসাকিরও তাকে তার "আত-তারীখ" গ্রন্থে উল্লেখ করেননি।

আর তার পিতা ইসহাক ইবনু ইব্‌রাহীম নিতান্তই দুর্বল। নাসাঈ তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ দাঊদ বলেন ঃ তিনি কিছুই না। হিমসের মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ ইবনু আউফ আত-তাঈ তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

এ ছাড়া আইয়াশ ইবনু মুবেনুস এবং তার শাইখ আবুল হাসান নামরান ইবনু মুখাম্মিরকে আমি চিনি না।

৭৫৯. (أَرْبَعٌ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ: أَنْ تَكُوْنَ زَوْجَتُهُ مُوَافِقَةً، وَأَوْلَادُهُ أَبْرَارًا، وَإِخْوَانُهُ صَالِحِيْنَ، وَأَنْ يَكُوْنَ رِزْقُهُ فِي بَلَدِهِ).

৭৫৯। মানুষের সৌভাগ্য হচ্ছে চারটি বস্তুতে ঃ তার স্ত্রী তার মতের অনুসারী হলে, তার সন্তানেরা সৎ কর্ম করলে, তার ভাইয়েরা নেককার হলে এবং তার রিযিক তার দেশের মধ্য হতেই উপার্জিত হলে।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি নাসাঈ তার "আল-হাদীছ" (২/১৩২) গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকির "আত-তারীখ" (১৫/৩২৫/১) গ্রন্থে দু'টি সূত্রে বাকিয়াহ ইবনুল ওয়ালীদ হতে তিনি আবূ ইয়াকূব আল-মাদানী হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল হাসান হতে তিনি তার পিতা হতে...বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আসাকির বলেন ঃ হাদীছটি খুবই গারীব।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। আবূ ইয়াকূবকে আমি চিনি না। তিনি বাকিয়ার মাজহূল শাইখদের একজন যাদের থেকে তিনি তাদলীস করতেন। ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ

বাকিয়াহ যখন তার শাইখের নাম উল্লেখ না করে কুনিয়াত উল্লেখ করবে, তখন জানবে তিনি কিছুরই সমতুল্য নন। ইবনুল মুবারাক বলেন ঃ যদি নামগুলোকে কুনিয়াত আর কুনিয়াতগুলোকে নাম হিসাবে চালিয়ে না দিতেন তাহলে বাকিয়াহ ভাল মানুষ হতেন।

আব্দুল্লাহ ইবনুল হাসানকে আমি চিনি না।

হাদীছটি আবূ বাক্‌র আশ-শাফে'ঈ "আল-ফাওয়ায়েদ" (৭৩/২৫৮/১) গ্রন্থে এবং দাইলামী (১/১/১৬৬) আম্‌র ইবনু জামী' সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

এই আম্‌র মিথ্যুক।

হাদীছটি আরেক সূত্রে আদ-দানীউরী "আল-মুজালাসাহ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তাতে একাধিক মাজহূল বর্ণনাকারী রয়েছেন।

দানীউরী নিজেই মিথ্যার দোষে দোষী ব্যক্তি। তার নাম হচ্ছে আহমাদ ইবনু মারওয়ান। হাফিয যাহাবী বলেন ঃ

তাকে দারাকুতনী মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন। অন্য বিদ্বানগণ তাকে চালিয়ে দিয়েছেন। হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে বলেন ঃ "গারায়েবে মালেক" গ্রন্থে দারাকুতনী স্পষ্টভাবে বলেছেন ঃ তিনি হাদীছ জাল করতেন।

তা সত্ত্বেও সুয়ূতী হাদীছটি "আল-জামে'" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

٧٦٠. (الْمُؤْمِنُ كَيِّسٌ فَطِنٌ حَذِرٌ).

৭৬০। মু'মিন ব্যক্তি হচ্ছে বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং সাবধানতা অবলম্বনকারী।

হাদীছটি জাল।

এটি কাযা'ঈ (২/২/২) সুলায়মান ইবনু আম্‌র আন-নাখ'ঈ হতে তিনি আবান হতে তিনি আনাস ইবনু মালেক (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি বানোয়াট। এই নাখ'ঈ হাদীছ জাল করতেন। যেমনটি ইমাম আহমাদ ও অন্য বিদ্বানগণ বলেছেন।

আর আবান হচ্ছেন ইবনু আবী আইয়াশ, তিনি মাতরূক, মিথ্যার দোষে দোষী। সুয়ূতী হাদীছটি "আল-জামে'" গ্রন্থে উল্লেখ করে ত্রুটি করেছেন।

হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন, ইয়াহইয়া বলেছেন ঃ আবূ দাঊদ আন-নাখ'ঈ লোকেদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যুক ছিলেন। অতঃপর তিনি তার কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি। ইবনু আদী বলেন ঃ তিনি একজন জালকারী ছিলেন এ মর্মে ইমামগণ একমত পোষণ করেছেন।

٧٦١. (الْمَدِيْنَةُ قُبَّةُ الإِسْلَامِ، وَدَارُ الإِيْمَانِ، وَأَرْضُ الْهِجْرَةِ وَمَبْوَأُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ).

৭৬১। মদীনা হচ্ছে ইসলামের গম্বুজ, দারুল ঈমান, হিজরতের ভূমি এবং হালাল ও হারামের অবতরণ স্থল।

এটি দুর্বল।

এটি তাবারানী "আল-আওসাত" (১/১২৪/১) গ্রন্থে ঈসা ইবনু মীনা কালূন হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু নাফে' হতে তিনি আবুল মুছান্না আল-কারী হতে তিনি সা'ঈদ আল-মাকবুরী হতে তিনি আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

সুয়ূতী "আল-হুজাজুল মুবাইয়্যেনাহ" (২/৬৯) গ্রন্থে বলেন ঃ হাদীছটির সনদ হাসান।

সম্ভবত তিনি তার কথাটি হায়ছামীর ভাষ্য হতে গ্রহণ করেছেন। তিনি (আল-মাজমা') (৩/২৫৮) গ্রন্থে বলেন ঃ তাতে ঈসা ইবনু মীনা কালূন রয়েছেন তার হাদীছ হাসান।

এ কথায় দু'দিক থেকে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে ঃ

১। ঈসা ইবনু মীনাকে ইবনু হিব্বান ব্যতীত অন্য কেউ নির্ভরযোগ্য বলেননি। যাহাবী বলেন ঃ তার হাদীছ সম্পর্কে আহমাদ ইবনু সালেহ আল-মিস্রীকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি হেসে দিয়ে বলেন ঃ তোমরা প্রত্যেক ব্যক্তি হতেই লিখবে!

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার এ কথা ইঙ্গিত বহন করছে যে, ঈসা এমন পর্যায়ের দুর্বল যে, তার হাদীছ লিখা যাবে না।

২। আরেক বর্ণনাকারী আবুল মুছান্না আল-কারীর নাম হচ্ছে সুলায়মান ইবনু ইয়াযীদ, তিনি দুর্বল যেমনটি দারাকুতনী বলেছেন। আর হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে তার অনুসরণ করেছেন।

আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। শক্তিশালী নন। ইবনু হিব্বান কর্তৃক তাকে নির্ভরযোগ্য বলার কোন মূল্য নেই। বিশেষ করে তার চেয়ে বেশী জ্ঞাত ব্যক্তি যখন তার বিরোধিতা করবেন যেমন আবূ হাতিম ও দারাকুতনী।

তার পরেও ইবনু হিব্বানের ভাষ্যে গরমিল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কারণ তিনি হাদীছটি "আয-যো'য়াফা" (৩/১৫১) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ তিনি (আবুল মুছান্না) নির্ভরযোগ্যদের বর্ণনার বিরোধিতা করেছেন। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা না জায়েয। পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য ব্যতীত তার থেকে বর্ণনা করাও যায় না।

٧٦٢. (مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلَاثَ غَدَوَاتٍ كُلَّ شَهْرٍ لَمْ يُصِبْهُ عَظِيمٌ مِنَ الْبَلَاءِ).

৭৬২। যে ব্যক্তি প্রতি মাসের তিন ভোর বেলা মধু চেটে খাবে তাকে বড় ধরনের মসীবত গ্রাস করবে না।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি ইমাম বুখারী "আত-তারীখ" (৩/২/৫৫) গ্রন্থে, ইবনু মাজাহ (২/৩৪৩), দূলাবী (১/১৮৫), উকায়লী "আয-যো'য়াফা" (২৪৮) গ্রন্থে, ইবনু বিশরান "আল-

আমালী” (২/১৬৯) গ্রন্থে এবং ইবনু আদী (১/১৫০) সা‘ঈদ ইবনু যাকারিয়া হতে তিনি আয-যুবায়ের ইবনু সা‘ঈদ আল-হাশেমী হতে তিনি আব্দুল হামীদ ইবনু সালেম হতে ...বর্ণনা করেছেন।

উকায়লী বলেন, ইমাম বুখারী বলেছেন ঃ আব্দুল হামীদ ইবনু সালেম আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে যে শুনেছেন তা জানা যায় না। অতঃপর উকায়লী বলেন ঃ নির্ভরযোগ্যদের থেকে তার কোন ভিত্তি নেই। যাহাবী বলেন ঃ তার থেকে আয-যুবায়ের ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আব্দুল হামীদ মাজহূল। এ ব্যাপারে হাফিয ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলেছেন। অতঃপর তিনি আয-যুবায়ের সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি হাদীছের ক্ষেত্রে দুর্বল।

হাদীছটি ইবনুল জাওযী “আল-মাওযূ‘আত” গ্রন্থে উকায়লীর সূত্রে উল্লেখ করে (৩/২১৫) বলেছেন ঃ এটি সহীহ নয়। ইয়াহইয়া আয-যুবায়ের সম্পর্কে বলেছেন ঃ তিনি কিছুই না। অতঃপর তিনি উকায়লীর ভাষ্য উল্লেখ করছেন।

ইবনু ইরাক “তানযীহুশ শারী‘য়াহ” (১/৩৮৪) গ্রন্থে বলেন ঃ আমি হাফিয ইবনু হাজারের হাতের লিখায় “তালখীসুল মাওযূ‘আত” গ্রন্থের টীকায় দেখেছি যার ভাষা হচ্ছে এই যে, আয-যুবায়েরকে মিথ্যার দোষে দোষী করা হয়নি, কিভাবে এ হাদীছটিকে জাল হাদীছ হিসাবে হুকুম লাগানো যায়?

٧٦٣. (مَنْ شَرِبَ الْعَسَلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ عَلَى الرِّيْقِ عُوْفِيَ مِنَ الدَّاءِ الْأَكْبَرِ، الْفَالِجِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ).

৭৬৩। যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন থুথু মিশিয়ে মধু পান করবে তাকে বড় ধরনের রোগ অর্ধাঙ্গ প্যারালাইসেস, কুষ্ঠ ও শ্বেত হতে নিরাপদে রাখা হবে।

হাদীছটি জাল।

এটি আবুশ শাইখ “আছ-ছাওয়াব” গ্রন্থে তার সনদে আলী ইবনু উরওয়াহ হতে তিনি আব্দুল মালেক হতে তিনি আতা হতে তিনি আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে আলী ইবনু উরওয়াহ, তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান (২/১০৫) বলেন ঃ

তার বর্ণনা কম হওয়া সত্ত্বেও তিনি হাদীছ জাল করতেন। তাকে সালেহ জাযারাহ ও অন্য বিদ্বানগণ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সুয়ূতী এবং ইবনু ইরাক এ হাদীছটিকে পূর্বের হাদীছের শাহেদ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত তারা ইবনু উরওয়াহর অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হননি।

٧٦٤. (إِذَا أُعْطِيَ أَحَدُكُمُ الرَّيْحَانَ فَلاَ يَرُدَّهُ؛ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ).

৭৬৪। তোমাদের কাউকে যদি সুগন্ধি দেয়া হয়, তাহলে সে যেন তা ফেরৎ না দেয়; কারণ তা জান্নাত হতে বেরিয়ে এসেছে।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি তিরমিযী (৪/১৮) হান্নান হতে তিনি আবূ উছমান আন-নাহদী হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ

এ হাদীছটি হাসান গারীব। এটি ছাড়া হান্নানের অন্য কোন হাদীছ সম্পর্কে আমরা জানি না। আর আবূ উছমান আন-নাহদী নাবী (ﷺ)-এর যুগ পেয়েছেন কিন্তু তিনি তাঁকে দেখেননি এবং তাঁর থেকে শুনেননি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হান্নান মাজহূলদের অন্তর্ভুক্ত। হাদীছটির সমস্যা দু'টি ঃ জাহালাত এবং মুরসাল হওয়া। গারীব বলা সত্ত্বেও তিরমিযী কর্তৃক হাসান বলা আজব ব্যাপার। তিরমিযী হতে মানাবী শুধুমাত্র গারীব হওয়ার কথাই উল্লেখ করেছেন। তিরমিযীর বূলাক ছাপাতে তাই এসেছে। সম্ভবত শুধুমাত্র গারীব হওয়াটাই সঠিক।

٧٦٥. (تَذْهَبُ الأَرَضُوْنَ كُلُّهَا يَوْمَ القِيَامَةِ إِلاَّ المَسَاجِدَ؛ فَإِنَّهَا تَنْضَمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ).

৭৬৫। মসজিদের স্থানগুলো ব্যতীত কিয়ামতের দিন সকল যমীন চলে যাবে। কারণ তা (মসজিদগুলো) একটি অপরটির সাথে মিলে যাবে।

হাদীছটি জাল।

এটি তাবারানী "আল-আওসাত" (১/২১) গ্রন্থে আলী ইবনু সা'ঈদ হতে তিনি নিসার ইবনু হারূব হতে তিনি আসরাম ইবনু হাওশাব হামাদানী হতে তিনি কুররাহ ইবনু খালেদ হতে তিনি যুহ্হাক ইবনু মাযাহিম হতে...বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী (২/২৭) অন্য একটি সূত্রে আসরাম হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি তার কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

কুররাহ ইবনু খালেদ হতে এ সব হাদীছগুলো বাতিল। একমাত্র আসরাম তার থেকে হাদীছগুলো বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক খাবীছ। ইবনু হিব্বান (১/১৭২) বলেন ঃ

নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে তিনি হাদীছ জাল করতেন। এ কারণে ইবনু ইরাক হাদীছটি "তানযীহুশ শারী'য়াহ" (১/২৩৫) গ্রন্থে সুয়ূতীর "আল-লাআলী" (২/১৭) গ্রন্থের অনুসরণ করে ইবনুল জাওযী কর্তৃক জাল বলাকে সমর্থন করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনুল কাইয়্যিম দৃঢ়তার সাথে জালের হুকুম লাগিয়েছেন।

তা সত্ত্বেও সুয়ূতী হাদীছটিকে "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

٧٦٦. (أَرْبَعٌ لاَ يَشْبَعْنَ مِنْ أَرْبَعٍ: أَرْضٌ مِنْ مَطَرٍ، وَأُنْثَى مِنْ ذَكَرٍ، وَعَيْنٌ مِنْ نَظَرٍ، وَعَالِمٌ مِنْ عِلْمٍ).

৭৬৬। চারটি জিনিস চারটি বস্তু হতে তৃপ্ত হয় না ঃ যমীন বৃষ্টিতে, নারী পুরুষে, চক্ষু দৃষ্টিতে এবং আলেম জ্ঞানে।

হাদীছটি জাল।

এটি আবূ নো'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" (২/২৮১) গ্রন্থে, তার সূত্রে ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (১/২৩৪) গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনুল ফায্ল হতে তিনি তামীমী হতে তিনি ইবনু সীরীন হতে তিনি আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর বলেছেন ঃ এটি গারীব। মুহাম্মাদ ইবনুল ফয্ল এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি হচ্ছেন ইবনু আতিয়াহ।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি মিথ্যুক যেমনটি ফাল্লাস বলেছেন। আর ইমাম আহমাদ বলেছেন ঃ তার হাদীছ মিথ্যুকদের হাদীছ। ইবনু হিব্বান (২/২৭৪) বলেন ঃ

তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

হাদীছটির আরেকটি সূত্র রয়েছে। সেটি উকায়লী "আয-যো'য়াফা" (২২০) গ্রন্থে এবং ইবনু হিব্বান (২/২৬) বর্ণনা করেছেন। উকায়লী বলেছেন ঃ

এটির কোন ভিত্তি নেই। আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে আজলান মুনকারুল হাদীছ।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন ঃ আশ্চর্য হবার উদ্দেশ্য ছাড়া তার হাদীছ লিখাই হালাল নয়। তিনি তার পিতা হতে একটি জাল কপি বর্ণনা করেছেন।

আমি বলছি ঃ এ সনদের আরেক বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনে যাবালাও মিথ্যুক।

হাদীছটি আয়েশা (ﷺ) হতে ভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাতে আব্দুস সালাম ইবনু আব্দিল কুদ্দূস নামের এক বর্ণনাকারী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি বানোয়াট বহুকিছু বর্ণনা করেন। তার ন্যায় বা তার চেয়ে বেশী মিথ্যুক বর্ণনাকারীর দ্বারা তার মুতাবা'য়াত মিলে।

এ সূত্রের হাদীছটি মুহাম্মাদ ইবনু তাহের আল-মাকদেসী "তাযকিরাতুল মাওযূ'আত" (পৃ ঃ ১১) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ তাতে হুসাইন ইবনু উলওয়ান ও আব্দুস সালাম রয়েছেন। তারা উভয়েই দুর্বল।

হাফিয সুয়ূতী তার (ইবনু তাহের) থেকে নকল করেছেন তিনি "তাযকিরাতুল হুফ্ফায" গ্রন্থে বলেন ঃ হিশাম হতে হুসাইন ইবনু উলওয়ান আল-কূফী বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীছ জাল করতেন। আব্দুস সালাম সম্ভবত তার থেকেই চুরি করেছেন। কারণ হুসাইনের সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে তিনি প্রসিদ্ধ।

ইবনু উলওয়ানের জীবনীতে হাফিয যাহাবী হাদীছটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ ইবনু হিব্বান তার কতিপয় এরূপ হাদীছ উল্লেখ করেছেন, যা হতে বুঝা যাচ্ছে যে তিনিই (ইবনু উলওয়ান) হাদীছটি হিশামের উপর জাল করেছেন। যাহাবী তার এ হাদীছটি উল্লেখ করে পরক্ষণেই বলেছেন ঃ তিনি মিথ্যুক।

হাদীছটি মওকূফ হিসাবেও দুর্বল। আর রাসূল (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে এর কোন ভিত্তি নেই।

٧٦٧. (خُلِقَ الوَرْدُ الأَحْمَرُ مِنْ عَرَقِ جِبْرِيْلَ لَيْلَةَ المِعْرَاجِ، وَخُلِقَ الوَرْدُ الأَبْيَضُ مِنْ عَرَقِي، وَخُلِقَ الوَرْدُ الأَصْفَرُ مِنْ عَرَقِ البُرَاقِ).

৭৬৭। লাল গোলাপ ফুলকে মি'রাজের রাতে জিবরীল (আঃ)-এর ঘাম হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। সাদা গোলাপকে আমার ঘাম হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর হলুদ বর্ণের গোলাপকে বুরাকের ঘাম হতে সৃষ্টি করা হয়েছে।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু আসাকির (৪/২৩৬/১) হাসান ইবনু আব্দিল ওয়াহেদ আল-কাযবীনী হতে তিনি হিশাম ইবনু আম্মার হতে তিনি মালেক হতে তিনি যুহরী হতে তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হাদীছটি বানোয়াট। তার সমস্যা হচ্ছে কাযবীনী। যাহাবী বলেন ঃ তিনি লাল গোলাপ ফুল সৃষ্টি সম্পর্কে মিথ্যা হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি পরিচিত নন।

ইবনু আসাকির হাদীছটির শেষে বলেন ঃ আমি আব্দুল আযীয আল-কাত্তানীর লিখায় পড়েছি, তিনি বলেন ঃ আমকে আবুন নাজীব আল-আরমুবী বলেছেন ঃ এ হাদীছটি বানোয়াট। জ্ঞানহীন ব্যক্তি জাল করে এর উপর সহীহ সনদ জুড়িয়ে দিয়েছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে তার বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

٧٦٨. (إِنَّ أَحْسَنَ الحَسَنِ الخُلُقُ الحَسَنُ).

৭৬৮। ভাল চরিত্রই হচ্ছে ভাল কর্মের মধ্যে সর্বোত্তম।

হাদীছটি জাল।

এটি আবূ বাক্র আত-তুরায়ছীছী তার "মুলালসালাত" (১/২) গ্রন্থে এবং কাযা'ঈ (১/৮৩) আবুল আব্বাস জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ আল-মুসতাগফিরী হতে

তিনি মুহাম্মাদ ইবনু যাকারিয়া আল-গাল্লাবী হতে তিনি হাসান হতে তিনি হাসান হতে তিনি হাসান ইবনু আবিল হাসান হতে তিনি হাসান হতে বর্ণনা করেছেন।

প্রথম হাসান হচ্ছে হাসান ইবনু যিয়াদ। দ্বিতীয় হাসান হচ্ছে হাসান ইবনু হাস্সান। তৃতীয় হাসান হচ্ছে হাসান ইবনু আবিল হাসান আল-বাস্‌রী। আর চতুর্থ হাসান হচ্ছে হাসান ইবনু আলী (ﷺ)।

হাদীছটি ইবনুল জাওযী তুরায়ছীছী সূত্রে "মুসালসালাত" গ্রন্থে (হাঃ ৩৬) বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বলেছেন ঃ প্রথম হাসান হচ্ছে হাসান ইবনু হাস্সান আল-আবাদী আর দ্বিতীয় হাসান হচ্ছে হাসান ইবনু দীনার। সম্ভবত এটিই সঠিক। কারণ অন্য সূত্রে আল-গাল্লাবী বর্ণনা করেছেন হাসান ইবনু হাস্সান আল-আবাদী হতে তিনি হাসান ইবনু দীনার হতে...।

অতঃপর ইবনুল জাওযী বলেছেন ঃ মওকূফ হিসাবে এটির কোন ভিত্তি নেই। আবূ যুর'আহ তার পিতা হতে নকল করে বলেছেন ঃ এ হাদীছটি বানোয়াট, এর কোন ভিত্তি নেই। হাসান ইবনু দীনারকে ইমাম আহমাদ এবং ইয়াহইয়া মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আল-গাল্লাবী হাদীছ জালকারী যেমনটি দারাকুতনী বলেছেন। মারফূ' ও মওকূফ উভয় অবস্থায় হাদীছটি তার মাধ্যমেই বর্ণিত হয়েছে। অতএব সর্বাবস্থায় হাদীছটি বানোয়াট।

সুয়ূতী হাদীছটি "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করে গ্রন্থটিকে কালিমালিপ্ত করেছেন।

٧٦٩. (مَنْ ذَهَبَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ فَقُضِيَتْ حَاجَتُهُ كُتِبَتْ لَهُ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ، وَإِنْ لَمْ تَقْضِ كُتِبَتْ لَهُ عُمْرَةٌ).

৭৬৯। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজনে যাবে অতঃপর তার প্রয়োজনীয়তাকে আদায় করে দেয়া হবে, তাহলে তার জন্য একটি হজ্জ ও একটি উমরাহ (ছাওয়াব) লিখে দেয়া হবে। আর যদি তার প্রয়োজনীয়তাকে আদায় না করে তাহলে তার জন্য একটি উমরাহ লিখে দেয়া হবে।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু আসাকির "আত-তারীখ" গ্রন্থে বাইহাকীর সূত্রে তার সনদে আম্‌র ইবনু খালেদ আল-আসাদী হতে তিনি আবূ হামযাহ আছ-ছুমালী হতে তিনি আলী ইবনুল হাসান হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি একেবারে দুর্বল। আবূ হামযাহ দুর্বল। তার নাম ছাবেত ইবনু আবী সুফিয়াহ। আম্‌র ইবনু খালেদ আল-আসাদী হচ্ছেন

আবূ ইউসুফ, তাকে আবূ হাস্‌ফ আল-আ'শা বলা হয়। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান (২/৭৯) বলেন ঃ

তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীছ বর্ণনা করেন। একমাত্র পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য ছাড়া তার থেকে বর্ণনা করায় হালাল নয়।

ইবনু আদী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। তিনি তার একটি হাদীছ উল্লেখ করে বানোয়াট বলে হুকুম লাগিয়েছেন এবং বলেছেন ঃ সমস্যা তার থেকেই।

٧٧٠. (إذَا كَانَ عَشِيَةُ عَرَفَةَ هَبَطَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ إلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَطَّلِعُ إلى أَهْلِ المَوْقِفِ: مَرْحَبًا بِزَوَّارِيْ وَالْوَافِدِيْنَ إلى بَيْتِيْ، وَعِزَّتِيْ لأَنْزِلَنَّ إلَيْكُمْ وَلأُسَاوِيْ مَجْلِسَكُمْ بِنَفْسِيْ، فَيَنْزِلُ إلى عَرَفَةَ فَيَعُمُّهُمْ بِمَغْفِرَتِهِ وَيُعْطِيْهِمْ مَا يَسْأَلُوْنَ إلاَّ المَظَالِمَ، وَيَقُوْلُ: يَا مَلاَئِكَتِيْ أُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، وَلاَ يَزَالُ كَذَلِكَ إلى أَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ، وَيَكُوْنُ إمَامُهُمْ إلى المُزْدَلِفَةِ، وَلاَ يَعْرُجُ إلى السَّمَاءِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَإذَا أَشْعَرَ الصُّبْحَ وَقَفُوْا عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَامِ غُفِرَ لَهُمْ حَتَّى المَظَالِمَ، ثُمَّ يَعْرُجُ إلى السَّمَاءِ وَيَنْصَرِفُ النَّاسُ إلىَ مِنًى).

৭৭০। যখন আরাফার দিনের বিকাল হয় তখন আল্লাহ তা'আলা প্রথম আসমানে অবতরণ করে আরাফায় অবস্থানকারীদের দেখে বলেন ঃ আমাকে যিয়ারতকারী এবং আমার ঘরের দিকে দলে দলে আগমনকারীদেরকে আমার অভিনন্দন। আমার ইজ্জতের কসম অবশ্যই আমি তোমাদের নিকট অবতরণ করব আর তোমাদের মজলিসে আমি নিজে সমবেত হব। (আল্লাহ) আরাফায় অবতরণ করবেন অতঃপর তাদেরকে তাঁর ক্ষমার দ্বারা ছেয়ে ফেলবেন আর তারা অত্যাচার করা ছাড়া যা চাবে তাদেরকে তিনি তাই দান করবেন। (আল্লাহ) বলবেন ঃ হে আমার ফেরেশতারা আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি ঃ অবশ্যই আমি তাদের ক্ষমা করে দিয়েছি। এরূপ অবস্থা বিরাজ করতে থাকবে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। আর আল্লাহ মুযদালিফায় তাদের ইমাম হবেন। তিনি সেই রাতে আসমানে উঠে যাবেন না। যখন সকাল অনুভূত হবে তখন সবাই মাশ'আরুল হারামের নিকট দাঁড়িয়ে যাবে, তখন (আল্লাহ) তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন এমনকি তাদের যুলুমগুলোও। অতঃপর তিনি আসমানে উঠে যাবেন আর লোকেরা মিনার দিকে চলা শুরু করবেন।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু আসাকির (৪/২৪০/১) আবূ আলী আল-আহওয়াযী হতে তার সনদে হাসান ইবনু সা'ঈদ হতে তিনি আবূ আলী হুসাইন ইবনু ইসহাক আদ-দাকীকী হতে তিনি আবূ যায়েদ হাম্মাদ ইবনু দুলায়েল হতে তিনি সুফিয়ান ছাওরী হতে তিনি কায়েস ইবনু মুসলিম হতে...বর্ণনা করেছেন। ইবনু আসাকির বলেন ঃ

এ হাদীছটি মুনকার। এটির সনদে একাধিক মাজহূল বর্ণনাকারী রয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বরং হাদীছটি বানোয়াট। এর বানোয়াট হওয়ার আলামত সুস্পষ্ট। সম্ভবত এর বিপদ হচ্ছে আবূ আলী আল-আহওয়াযী, তার নাম হাসান ইবনু আলী।

তার সম্পর্কে আল-খাতীব বলেন ঃ হাদীছ ও কিরাআতের ক্ষেত্রে তিনি মিথ্যুক।

٧٧١. (يَبْعَثُ اللهُ الأَنْبِيَاءَ عَلَى الدَّوَابِّ، وَيَبْعَثُ صَالِحًا عَلَى نَاقَتِهِ، كَمَا يُوَافِي بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَصْحَابِهِ الْمَحْشَرَ، وَيَبْعَثُ بِابْنَيْ فَاطِمَةَ: الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عَلَى نَاقَتَيْنِ، وَعَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ عَلَى نَاقَتِيْ، وَأَنَا عَلَى الْبُرَاقِ، وَيَبْعَثُ بِلاَلاً عَلَى نَاقَةٍ يُنَادِيْ بِالأَذَانِ وَشَاهِدُهُ، حَقًّا حَقًّا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ: ''أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ'' شَهِدَتْهَا جَمِيْعُ الْخَلاَئِقِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الأَوَّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ، فَقُبِلَتْ مِمَّنْ قُبِلَتْ مِنْهُ).

৭৭১। (কিয়ামত দিবসে) আল্লাহ তা'আলা নাবীগণকে চতুষ্পদ জন্তুর উপর প্রেরণ করবেন। সালেহ (আঃ)-কে তার উটনীর উপরে করে প্রেরণ করবেন। তার সাথী মু'মিনদের দ্বারা হাশরের ময়দানকে পূর্ণ করে দিবেন। ফাতিমার দুই ছেলে হাসান ও হুসাইনকে প্রেরণ করবেন দু' উটনীর উপর এবং আলী (ﷺ)-কে আমার উটনীর উপর। আর আমি থাকবো বুরাকের উপর। বেলালকে একটি উটনীর উপর প্রেরণ করবেন, সে আযান দ্বারা ডাকতে থাকবে তখন সাক্ষ্যদানকারী সত্য সত্য বলে সাক্ষ দিবে। অতঃপর যখন "আশ-হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" পর্যন্ত পৌঁছে যাবে তখন প্রথম ও শেষ যুগের সকল সৃষ্টির মু'মিনগণ সাক্ষ্য প্রদান করবে। তাদের মধ্য হতে যার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য তার সাক্ষী গ্রহণ করা হবে।

হাদীছটি জাল।

এটি আল-খাতীব "আত-তারীখ" (৩/১৪০-১৪১) গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকির তার থেকে (৩/২৩১/১-২) মুহাম্মাদ ইবনু আয়েয হতে তিনি আলী ইবনু দাঊদ আল-কান্তারী হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু সালেহ হতে তিনি ইয়াহইয়া ইবনু আইউব হতে তিনি ইবনু জুরায়েজ হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু কা'আব আল-কুরাযী হতে তিনি আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ কয়েকটি কারণে এ সনদটি দুর্বল ঃ

১। ইবনু জুরায়েজ কর্তৃক আন্ আন্ করে বর্ণনাকৃত। তিনি মুদাল্লিস।

২। আব্দুল্লাহ ইবনু সালেহ দুর্বল।

৩। মুহাম্মাদ ইবনু আয়েয মাজহূল। তিনি হচ্ছেন ইবনুল হুসাইন ইবনে মাহদী আল-খাল্লাল।

হাদীছটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (৩/২৪৬) গ্রন্থে আল-খাতীবের সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

এটি বানোয়াট। লাইছের কাতিব আব্দুল্লাহ ইবনু সালেহ নিতান্তই মুনকারুল হাদীছ। তার এক প্রতিবেশী তার শাইখের উপর হাদীছ জাল করতো। অতঃপর তা তার হাত দিয়ে লিখে আব্দুল্লাহর ঘরে তার কিতাবের উপর ফেলে দিত। ফলে আব্দুল্লাহ ধারণা করতেন যে তা তার নিজেরই লিখা, এ ভেবে তিনি তা হাদীছ হিসাবে বর্ণনা করতেন। কারণ সেই প্রতিবেশী আর আব্দুল্লাহর লিখা ছিল একই রূপ।

সুয়ূতী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ হাদীছটির আরো সূত্র ও শাহেদ রয়েছে। কিন্তু তার একথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সেগুলো সবই মিথ্যুকদের বর্ণনা হতে বর্ণিত। সেগুলো হাদীছটিকে জালের ভিতর হতে বের করে আনার মত নয়।

٧٧٢. (يَبْعَثُ اللهُ نَاقَةَ صَالِحٍ فَيَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا هُوَ وَمَنْ آمَنَ بِهِ مِنْ قَوْمِهِ، وَلِيْ حَوْضٌ كَمَا بَيْنَ عَدْنٍ إِلَى عُمَانَ، أَكْوَابُهُ عَدَدُ نُجُوْمِ السَّمَاءِ، فَيُسْتَسْقِي الأَنْبِيَاءُ، وَيَبْعَثُ اللهُ صَالِحًا عَلَى نَاقَتِهِ، قَالَ مُعَاذُ ابْنُ جَبَلٍ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَأَنْتَ عَلَى الْعَضْبَاءِ؟ {قَالَ: أَنَا} عَلَى الْبُرَاقِ، يَخُصُّنِي اللهُ بِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتِيْ عَلَى الْعَضْبَاءِ، وَيُؤْتَى بَلَالٌ عَلَى نَاقَةٍ مِنْ نُوْقِ الْجَنَّةِ فَيَرْكَبُهَا، وَيُنَادِيْ بِالأَذَانِ فَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ حَتَّى يُوَافِيَ الْمَحْشَرُ، وَيُؤْتَى بِلَالٌ بِحُلَّتَيْنِ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ فَيُكْسَاهَا، فَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِلَالٌ، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ بَعْدُ).

৭৭২। (কিয়ামত দিবসে) আল্লাহ তা'আলা সালেহ (আঃ)-এর উটনীকে প্রেরণ করবেন। অতঃপর তিনি ও তাঁর জাতির যারা তাঁর উপর ঈমান এনেছে তারা তার (উক্ত উটের) দুধ পান করবে। আমার একটি হাউয থাকবে তার দৈর্ঘ হবে আদন হতে উমান পর্যন্ত। তার কাপগুলো হবে আসমানের নক্ষত্রের সংখ্যাতুল্য। নাবীগণকে পানি পান করানো হবে। আল্লাহ সালেহ (আঃ)-কে তার উটনীর উপর করে প্রেরণ করবেন। মু'য়ায ইবনু জাবাল বলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল আপনি কি নাক ফাড়া উটনীর উপর আরোহণ করবেন? তিনি বলেন ঃ আমি বুরাকের উপর থাকব। নাবীগণের মধ্য হতে বুরাককে আমার জন্য আল্লাহ খাস করে দিয়েছেন। আমার মেয়ে ফাতিমাহ থাকবে নাক ফাড়া উটনীর উপর। বিলালকে জান্নাতের উটনীগুলোর একটি উটনীর উপর নিয়ে আসা হবে, সে তার উপর আরোহণ করবে এবং আযান দিবে। মু'মিনদের মধ্য হতে যে ব্যক্তিই তা শ্রবণ করবে সেই তাকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিবে হাশরের ময়দান পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত। জান্নাতের পোশাকগুলোর দু'টি পোশাক বিলালের জন্য নিয়ে আসা হবে, সে দু'টো তাকে পরিধান করিয়ে দেয়া হবে। সর্ব প্রথম মুসলমানদের মধ্য হতে বিলালকে পোশাক পরিধান করানো হবে। অতঃপর নেককার মু'মিনদেরকে।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু আসাকির (৩/২৩১/২) মুহাম্মাদ ইবনুল ফয্ল হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু বুরায়দাহ হতে তিনি তার পিতা হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ মুহাম্মাদ ইবনুল ফয্ল মিথ্যুক।

হাদীছটি ইবনু আসাকির সালাম ইবনু সুলায়েম সূত্রেও খালীফাহ ইবনু উছমান হতে তিনি যার নিকট হতে হাদীছ বর্ণনা করেছেন তার থেকে, তিনি মাকহূল হতে তিনি কাছীর ইবনু মুররা আল-হাযরামী হতে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি নিম্নোক্ত কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত ঃ

১। এটি মুরসাল। হাযরামী একজন তাবে'ঈ। কেউ তাকে ধারণা বশত সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করেছেন, যেমনটি "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে।

২। মাকহূল হতে নামহীন বর্ণনাকারী মাজহূল।

৩। খালীফাহ ইবনু উছমানকে আমি চিনি না।

৪। সালাম ইবনু সুলায়েম আল-মাদায়েনী আত-তাবীল মিথ্যা বলা ও জাল করার দোষে দোষী। তিনিই হাদীছটির সমস্যা।

৭৭৩. (إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ حُمِلْتُ عَلَى الْبُرَاقِ، وَحُمِلَتْ فَاطِمَةُ عَلَى نَاقَةِ الْعَضْبَاءِ، وَحُمِلَ بِلاَلٌ عَلَى نَاقَةٍ مِنْ نُوْقِ الْجَنَّةِ، وَهُوَ يَقُوْلُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ إِلَى آخِرِ الأَذَانِ، يَسْمَعُ الْخَلاَئِقُ).

৭৭৩। যখন কিয়ামত দিবস সংঘটিত হয়ে যাবে তখন আমাকে বুরাকের উপর বহন করা হবে। ফাতিমাহকে কান ফাড়া উটনীর উপর বহন করা হবে আর বিলালকে জান্নাতী উটনীগুলোর একটি উটনীর উপর বহন করা হবে। সে বলবে ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার এভাবে আযানের শেষ পর্যন্ত। সকল সৃষ্টি তা শুনবে।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু আসাকির (৩/২৩১/২) ইসহাক ইবনু মুহাম্মাদ আল-ফারাবী হতে তিনি ঈসা ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে উমার ইবনে আলী ইবনে আবী তালেব হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি তার দাদা মুহাম্মাদ ইবনু উমার হতে... বর্ণনা করছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল। এই ঈসা সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মাতরূক। ইবনু হিব্বান (২/১১৯) বলেন ঃ

তিনি তার বাপ-দাদাদের থেকে বানোয়াট বহু কিছু বর্ণনা করেন। যাহাবী তাকে উল্লেখ করে তার কতিপয় হাদীছ বর্ণনা করেছেন, এটি সেগুলোর একটি।

অতঃপর বলেছেন ঃ এ হাদীছটি সম্ভবত বানোয়াট। হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে তার বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

আর ইসহাক আল-ফারাবী সত্যবাদী। কিন্তু তার হেফযে ত্রুটি ছিল।

তার পরেও সনদটি মু'যাল। যেমনটি "আত-তারীখ" ও সুয়ূতীর "আল-লাআলী" গ্রন্থে এসেছে।

٧٧٤. (يُحْشَرُ الْمُؤَذِّنُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نُوْقٍ مِنْ نُوْقِ الْجَنَّةِ يَقْدَمُهُمْ بِلَالٌ، رَافِعِيْ أَصْوَاتِهِمْ بِالأَذَانِ يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ الْجَمْعُ، فَيُقَالُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَيُقَالُ: مُؤَذِّنُوْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ يَخَافُ النَّاسُ وَلَا يَخَافُوْنَ، وَيَحْزَنُ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُوْنَ).

৭৭৪। কিয়ামতের দিন মুয়াযযিনদেরকে জান্নাতী উটনীগুলোর উপর আরোহণ করিয়ে একত্রিত করা হবে, তাদের সবার আগে থাকবে বিলাল। তারা আযানের দ্বারা তাদের আওয়ায উঁচু করবে। সকলে তাদের দিকে দৃষ্টি দিবে। বলা হবে তারা কারা? তাদের উত্তরে বলা হবে তারা উম্মাতে মুহাম্মাদীর মুয়াযযিন। লোকেরা ভয় পাবে কিন্তু তারা ভয় পাবে না। লোকেরা চিন্তিত হবে কিন্তু তারা চিন্তিত হবে না।

হাদীছটি জাল।

এটি আল-খাতীব (১৩/৩৮) এবং তার থেকে ইবনু আসাকির (৩/২৩২/১-২) মূসা ইবনু ইব্রাহীম আল-মারওয়াযী হতে তিনি দাউদ ইবনুয যাবারকান হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু জাহাদাহ হতে তিনি আনাস (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হাদীছটি বানোয়াট। এর সমস্যা হয় দাউদ আর না হয় মূসা আল-মারওয়াযী। তারা উভয়েই মিথ্যুক, তবে দ্বিতীয়জনের মধ্যে মিথ্যা বেশী।

٧٧٥. (يَجِيءُ بِلَالٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَاحِلَةٍ رَحْلُهَا ذَهَبٌ وَزِمَامُهَا دُرٌّ وَيَاقُوْتٌ، يَتْبَعُهُ الْمُؤَذِّنُوْنَ حَتَّى يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ، حَتَّى إِنَّهُ لَيُدْخِلُ مَنْ أَذَّنَ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا يَطْلُبُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ).

৭৭৫। কিয়ামতের দিন বিলাল একটি আরোহীর উপর আরোহণ করে আসবে। যার গদী হবে স্বর্ণের আর লাগাম হবে মতি ও ইয়াকুতের। মুয়াযযিনরা তার অনুসরণ করবে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবে। এমন কি যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন আযান দিবে এর দ্বারা আল্লাহর রেযামান্দী অর্জনের উদ্দেশ্যে তাকেও জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবে।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (২/৯) গ্রন্থে দারাকুতনীর সূত্রে আবুল ওয়ালীদ মাখযূমী হতে তিনি ওবায়দুল্লাহ ইবনু উমার হতে তিনি নাফে' হতে তিনি ইবনু উমার (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী বলেন, দারাকুতনী বলেছেন ঃ আবুল ওয়ালীদ খালেদ ইবনু ইসমা'ঈল এককভাবে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উপর হাদীছ জাল করতেন।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" (২/১৩) গ্রন্থে তা সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার সূত্রেই ইবনু আসাকির (৩/২৩২/১) সংক্ষেপে এবং দীর্ঘ হাদীছে বর্ণনা করেছেন।

٧٧٦. (صِلُوْا قَرَابَاتِكُمْ وَلاَ تُجَاوِرُوْهُمْ؛ فَإِنَّ الْجِوَارَ يُوْرِثُ بَيْنَكُمُ الضَّغَائِنَ).

৭৭৬। তোমরা তোমাদের নিকটাত্মীয়দের সম্পর্ক সুদৃঢ় করো, তবে তাদের প্রতিবেশী হয়ো না। কারণ প্রতিবেশী হলে তা তোমাদের মাঝে বিদ্বেষ সৃষ্টি করবে।

হাদীছটি জাল।

এটি উকায়লী "আয-যো'য়াফা" (১৪৯) গ্রন্থে ও দাইলামী (২/২৪৭) দাউদ ইবনুল মুহাব্বার হতে তিনি আবূ বাক্‌র আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দিল জাব্বার আল-কুরাশী হতে তিনি সা'ঈদ ইবনু আবী বাক্‌র হতে তিনি তার পিতা হতে ...বর্ণনা করেছেন।

উকায়লী বলেন ঃ হাদীছটি মুনকার। একমাত্র এই শাইখ (সা'ঈদ ইবনু আবী বাক্‌র) হতেই এটিকে জানা যায়। এর কোন ভিত্তি নেই।

তার হাদীছ নিরাপদ নয়। এ ছাড়া আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দিল জাব্বার মাজহূল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ "কিতাবুল আ'কল" গ্রন্থের লেখক দাউদ ইবনুল মুহাব্বারের অধিকাংশ হাদীছ বানোয়াট যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন। সম্ভবত তিনিই হাদীছটির সমস্যা। হাফিয যাহাবী সা'ঈদের জীবনীতে হাদীছটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ হাদীছটি মুনকার...।

হাদীছটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (৩/৮৮) গ্রন্থে উকায়লীর বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। সুয়ূতী "আল-লাআলী" (২/২৯৮) গ্রন্থে তা সমর্থন করেছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তার পরেও তিনি "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উকায়লীর বর্ণনা হতেই হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। এ কারণে মানাবী তার সমালোচনা করে নিজেও বানোয়াট হিসাবে স্বীকার করেছেন। সম্ভবত সুয়ূতীর নিকট তা লুক্কায়িতই রয়ে গেছে।

٧٧٧. (مَا أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا فَسَاءَهُ إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْفِرْ مِنْهُ).

৭৭৭। কোন বান্দা গুনাহ্ করার পর তা তাকে চিন্তিত করলেই আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। যদিও সে ব্যক্তি গুনাহ্ হতে ক্ষমা প্রার্থনা না করে।

হাদীছটি জাল।

এটি আবূ বাক্‌র আশ-শাফে'ঈ "আল-ফাওয়ায়েদ" (১/১১৪) গ্রন্থে এবং ইবনু হিব্বান "আয-যো'য়াফা" (১/১৮০) গ্রন্থে বিশ্‌র ইবনু ইব্‌রাহীম আবূ সা'ঈদ আল-কুরাশী হতে তিনি আওযা'ঈ হতে তিনি যুহরী হতে তিনি সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে...বর্ণনা করেছেন। এ সূত্রেই ইবনু আসাকির (৩/১৫৪/২) বর্ণনা করেছেন।

এটি বানোয়াট। তার সমস্যা হচ্ছে এই বিশ্‌র। হাফিয যাহাবী বলেন ঃ

উকায়লী বলেন ঃ তিনি আওযা'ঈ হতে এমন ধরনের বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেছেন যেগুলোর অনুসরণ করা যায় না। ইবনু আদী বলেন ঃ তিনি আমার নিকট হাদীছ জালকারীদের অন্তর্ভুক্ত। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাদীছ জাল করতেন। অতঃপর তিনি তার কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি।

٧٧٨. (لاَ تَصْلُحُ الصَّنِيعَةُ إِلاَّ عِنْدَ ذِيْ حَسَبٍ أَوْ دِيْنٍ، كَمَا لاَ تَصْلُحُ الرِّيَاضَةُ إِلاَّ فِيْ نَجِيْبٍ).

৭৭৮। আভিজাত্যের অধিকারী বা দ্বীনদার ব্যক্তির নিকট ছাড়া কর্ম সঠিক হয় না, যেরূপ বংশজাত ব্যক্তি ছাড়া অনুশীলন কর্ম সঠিক হয় না।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি উকায়লী "আয-যো'য়াফা" (৪৬৮) গ্রন্থে, ইবনুল আ'রাবী তার 'আল-মু'জাম" (১/৩২) গ্রন্থে, আল-খাতীব "আত-তারীখ" (১৪/১৬৪) গ্রন্থে, আবূ বাক্‌র আল-কালাবাযী "মিফতাহুল মা'আনী" (১/২৯১) গ্রন্থে, আবুল খাত্তাব নাস্‌র আল-কারী "হাদীছু আবী বাক্‌র ইবনে তালহা" (১/১৬৩) গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকির (৪/২৯৫/২) ইয়াহইয়া ইবনু হাশেম আস-সিমসার হতে তিনি হিশাম ইবনু উরওয়াহ হতে তিনি তার পিতা হতে...বর্ণনা করেছেন।

উকায়লী বলেন ঃ সিমসার নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাদীছ জাল করতেন। এ বিষয়ে কিছুই সহীহ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনুল জাওযী হাদীছটি "আল-মাওযূ'আত" (২/১৬৭) গ্রন্থে আল-খাতীবের সূত্রে উল্লেখ করে, উকায়লীর উল্লেখিত ভাষ্য বর্ণনা করেছেন।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" (২/৮২) গ্রন্থে অতঃপর ইবনু ইরাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ" (২/২৬৫) গ্রন্থে তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ সিমসার এককভাবে বর্ণনা করেননি। ওবায়েদ ইবনুল কাসেম, মুসাইয়্যাব ইবনু শুরায়িক এবং আবুল

মুতাররেফ আল-মুগীরাহ ইবনুল মুতাররেফ তার মুতাবা'য়াত করেছেন। তাবারানীর নিকট তার একটি শাহেদও রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ওবায়েদ ইবনুল কাসেম মিথ্যুক, হাদীছ জালকারী, যেমনটি সালেহ জাযারাহ এবং আবূ দাউদ বলেছেন। ইবনু হিব্বানের ভাষ্যও (২/১৬৫) অনুরূপ। তিনি হিশাম ইবনু উরওয়াহ হতে একটি বানোয়াট পাণ্ডুলিপি বর্ণনা করেছেন। আশ্চর্য হবার উদ্দেশ্য ছাড়া তার হাদীছ লিখাই হালাল নয়। তার মুতাবা'য়াতের কোন মূল্য নেই।

মুসাইয়্যাব ইবনু শুরায়িক নিতান্তই দুর্বল। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন ঃ সাকাতু আনহু (তার ব্যাপারে মুহাদ্দিছগণ চুপ থেকেছেন)। ইমাম মুসলিম সহ একদল বলেন ঃ তিনি মাতরূক। তার মুতাবা'য়াতও গ্রহণযোগ্য নয়। ইবনু আদীর নিকট তার বর্ণনা "আল-লাআলী" গ্রন্থের বর্ণনার ন্যায়, আর বাইহাকীর নিকট "আশ-শু'আব" গ্রন্থের বর্ণনা "তানযীহুশ শারী'য়াহ" গ্রন্থের বর্ণনার ন্যায়। বাইহাকী বলেন ঃ

হাদীছটি দুর্বল। একদল দুর্বল বর্ণনাকারী হিশাম হতে বর্ণনা করেছেন। বলা হয়ে থাকে হাদীছটি উরওয়ার কথা।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ উরওয়ার কথা হওয়াটাই বেশী উপযোগী। অনুরূপভাবে আল-খাতীব (১৩/১৩৯) আলী ইবনুল মাদীনী সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আর আবুল মুতাররেফ আল-মুগীরাহ ইবনুল মুতাররেফকে আমি চিনি না। তার নিকট পর্যন্ত সূত্রটিও সহীহ নয়।

সুয়ূতী যে সূত্রটি বর্ণনা করেছেন সেটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। মুহাম্মাদ ইবনু আব্বাদ আল-আক্‌লী ছাড়া হিশামের নীচের বর্ণনাকারীদেরকে আমি চিনি না। ইবনু মা'ঈন তার প্রশংসা করেননি। ইবনু আকদাহ বলেন ঃ তার ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

আর শাহেদ সেটি হচ্ছে সম্মুখের হাদীছটি ঃ

٧٧٩. (إِنَّ الْمَعْرُوْفَ لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ لِذِيْ دِيْنٍ، أَوْ لِذِيْ حَسَبٍ، أَوْ لِذِيْ حِلْمٍ).

৭৭৯। ভালকর্ম সুষ্ঠরূপে সম্পন্ন হতে পারে একমাত্র দ্বীনদার ব্যক্তির বা আভিজাত্য কিংবা সহনশীলতার অধিকারীর।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনু আসাকির (৩/১১১/২) সুলায়মান ইবনু সালামাহ আল-হিমসী হতে তিনি মানী' ইবনুস সিররী আল-হাওয়াযী হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু হুমায়েদ আল-মুযানী হতে তিনি মারীজ ইবনু মাসরূক আল-হাওযানী হতে তিনি আবু যাকারিয়া হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সনদটি সাকেত। সুলায়মান আল-হিমসী ছাড়া আবূ যাকারিয়ার নীচের কোন বর্ণনাকারীকে আমি চিনি না। তিনি (সুলায়মান) মিথ্যার দোষে দোষী, তিনি হচ্ছেন আল-খাবায়েরী।

অত্যন্ত দুর্বল হওয়ার কারণে আলোচ্য হাদীছটি পূর্বেরটির শাহেদ হতে পারে না। হাদীছ শাস্ত্রের আলেমদের নিকট এ বিধানই চিরধার্য। যেমনটি সুয়ূতী নিজে "তাদরীবুর রাবী" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। এ কারণে তার ভাষ্যকার মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন, হায়ছামী বলেন ঃ সুলায়মান আল-খাবায়েরী মাতরূক। লেখকের উচিত ছিল দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করা।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ একই সনদে হাদীছের উল্লেখকারীর সংখ্যা বেশী হলে, তাতে হাদীছটি শক্তিশালী হয়ে যায় না। কারণ এ আল-খাবায়েরী এ হাদীছটির কেন্দ্র বিন্দু।

٧٨٠. (مَنْ دَعَا بِهَذِهِ الأَسْمَاءِ اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ: اَللَّهُمَّ أَنْتَ حَيٌّ لا تَمُوْتُ، وَخَالِقٌ لا تُغْلَبُ، وَبَصِيْرٌ لا تَرْتَابُ، وَسَمِيْعٌ لا تَشُكُّ، وَصَادِقٌ لا تَكْذِبُ...(الحَدِيْثَ وَفِيْهِ!) وَالَّذِيْ بَعَثَنِيْ بِالْحَقِّ لَوْ دُعِيَ بِهَذِهِ الدَّعْوَاتِ وَالأَسْمَاءِ عَلَى صَفَائِحِ الْحَدِيْدِ لَذَابَتْ، وَلَوْ دَعَا بِهَا عَلَى مَاءٍ جَارٍ لَسَكَنَ، وَمَنْ بَلَغَ إِلَيْهِ الْجُوْعُ وَالْعَطَشُ ثُمَّ دَعَا رَبَّهُ أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ، وَلَوْ أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْضَعٍ يُرِيْدُهُ جَبَلٌ لاَنْشَعَبَ لَهُ الْجَبَلُ حَتَّى يَسْلُكَهُ إِلَى الْمَوْضَعِ، وَلَوْ دُعِيَ عَلَى مَجْنُوْنٍ لأَفَاقَ، وَلَوْ دَعَا عَلَى امْرَأَةٍ قَدْ عَسُرَ عَلَيْهَا وَلَدُهَا لَهُوِّنَ عَلَيْهَا وَلَدُهَا. (الْحَدِيْثَ وَفِيْهِ) وَمَنْ قَامَ وَدَعَا فَإِنْ مَاتَ مَاتَ شَهِيْدًا؛ وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ، وَغُفِرَ لأَهْلِ بَيْتِهِ، وَمَنْ دَعَا بِهَا قَضَى اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ حَاجَةٍ).

৭৮০। যে ব্যক্তি এ নামগুলোর দ্বারা দো'আ করবে আল্লাহ তার দো'আ কবূল করবেন ঃ হে আল্লাহ তুমি চিরঞ্জীব মৃত্যুবরণ করবে না, তুমি সৃষ্টিকর্তা পরাজিত হও না। তুমি মহাজ্ঞানী (দৃষ্টি সম্পন্ন) সন্দেহ পোষণ করো না। তুমি শ্রবণকারী সন্দেহ করো না। তুমি সত্যবাদী মিথ্যা বলো না...। (আল-হাদীছ, তাতে আরো রয়েছে) যিনি আমাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন যদি এ দো'য়াগুলো ও নামাবলীর দ্বারা লোহার বিপক্ষে দো'আ করা হয়, তাহলে তা গলে যাবে। যদি কেউ সেগুলোর দ্বারা প্রবাহিত পানির বিরূদ্ধে দো'আ করে তাহলে তার স্রোতধারা বন্ধ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তিকে ক্ষুধা ও পিপাসা গ্রাস করবে অতঃপর সে (তা দ্বারা) তার প্রভুর নিকট দো'আ করবে আল্লাহ তাকে পানাহার করাবেন। যদি তার ও যে স্থানের সে ইচ্ছা পোষণ করেছে তার মাঝে (প্রতিবন্ধক হিসাবে) পাহাড় থাকে, তাহলে পাহাড় সরে যাবে এমনকি তাকে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়ে দিবে। (এ দো'আ দ্বারা) যদি কোন পাগল ব্যক্তির জন্য দো'আ করা হয়, তাহলে সে জ্ঞান ফিরে পাবে। যদি কোন নারীর সন্তান প্রসবে কষ্ট হয়, তাহলে তার জন্য দো'আ করলে তার সন্তান প্রসব

সহজ হয়ে যাবে। (আল-হাদীছ, তাতে আরো রয়েছে) যে ব্যক্তি দাঁড়াবে অতঃপর এ দ্বারা দো'আ করার পর যদি সে মারা যায় তাহলে সে শহীদের মৃত্যু বরণ করবে। যদিও সে কাবীরাহ্ গুনাহ্ করে থাকে। তার পরিবারবর্গকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। যে ব্যক্তি এ দো'আ দ্বারা দো'আ করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার দশলক্ষ প্রয়োজনীয়তাকে পূর্ণ করে দিবেন।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু আসাকির (৩/৯৭/১-২) এবং ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (৩/১৭৫) গ্রন্থে আহমাদ ইবনু আব্দিল্লাহ নেসাপুরী হতে তিনি শাকীক ইবনু ইব্রাহীম আল-বালখী হতে তিনি ইব্রাহীম ইবনু আদহাম হতে তিনি মূসা ইবনু ইয়াযীদ হতে তিনি উওয়ায়েস আল-কারনী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী বলেন ঃ হাদীছটি বানোয়াট। আহমাদ ইবনু আব্দিল্লাহ হচ্ছেন আল-জুওয়াইবারী। এ ছাড়া এটি হুসাইন ইবনু দাউদ আল-বালখী শাকীক হতে...বর্ণনা করেছেন এবং সুলায়মান ইবনু ঈসা সুফিয়ান আছ-ছাওরী হতে...বর্ণনা করেছেন। জুওয়াইবারী, হুসাইন ও সুলায়মান তারা তিনজনই হাদীছ জালকারী। এটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাতে একাধিক মাজহূল বর্ণনাকারী রয়েছেন। তাতে কম-বেশীও করা হয়েছে।

হুসাইন আল-বালখী এবং সুলায়মান ইবনু ঈসার বর্ণনা দু'টি আবূ নো'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" (৮/৫৫-৫৬) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তার এবং ইবনুন নাজ্জারের সূত্রে সুয়ূতী "আল-লাআলী" (২/৩৫০-৩৫২) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

٧٨١. (أَرْبَعٌ لا يُصِبْنَ إلاَّ بِعَجَبٍ: الصَّمْتُ ـ وَهُوَ أَوَّلُ العِبَادَةِ ـ وَالتَّوَاضُعُ، وَذِكْرُ اللهِ، وَقِلَّةُ الشَّيْءِ).

৭৮১। চারটি বস্তু আশ্চর্য হওয়ার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। চুপ থাকা-এটি ইবাদাতের প্রথম- বিনম্রতা, আল্লাহকে স্মরণ করা, প্রতিটি বস্তুর অল্প হওয়া।

এটি ইবনু হিব্বান "আয-যো'য়াফা" (২/১৮৫) গ্রন্থে, তাবারানী (১/৬৫/২), ইবনু আদী "আল-কামিল" (১/৮১) গ্রন্থে, আবূ তাহের আয-যিয়াদী "ছালাছাতু মাজালেস" (১/১৯৩) গ্রন্থে, হাকিম "আল-মুসতাদরাক" (৪/৩১১) গ্রন্থে এবং তাম্মাম "আল-ফাওয়ায়েদ" (২/১৫৩, ১/২৬৭) গ্রন্থে আল-আওয়াম ইবনু জুওয়াইরিয়াহ হতে তিনি আল-হাসান হতে তিনি আনাস ইবনু মালেক (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেন ঃ

আসলে এটি মওকূফ, আনাস (ﷺ)-এর কথা।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ মারফূ' হওয়ার সমস্যা হচ্ছে এই ইবনুল জুওয়াইরিয়াহ। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন ঃ

তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করতেন।

অতঃপর তিনি ও হাফিয যাহাবী তার এ হাদীছটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, হাকিম হাদীছটি "আল-মুসতাদরাক" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি (যাহাবী) "তালখীসুল মুসতাদরাক" গ্রন্থেও ইবনু হিব্বানের কথা উল্লেখ করে তার প্রতিবাদ করেছেন।

হাদীছটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে ইবনু আদীর বর্ণনা হতে উল্লেখ করে (৩/১৩৫) বলেছেন ঃ এটি সহীহ নয়। আল-আওয়াম নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীছ বর্ণনাকারী। তিনি সন্দেহ বশত কিছু বস্তু নিয়ে আসতেন ইচ্ছাকৃত নয়, তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

তা সত্ত্বেও সুয়ূতী হাদীছটি "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" (২/১১৪) গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন ঃ এটি হাসান বা আনাস (ﷺ) হতে মওকূফ।

٧٨٢. (المُتَعَبِّدُ بِلا فِقْهٍ كَالْحِمَارِ فِي الطَّاحُونَةِ).

৭৮২। না বুঝে ইবাদাতকারী যাঁতা (পেষণ যন্ত্রের) ঘুরানো গাধার ন্যায়।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু আদী (১/৩৪৫) মুহাম্মাদ ইবনু রিযকিল্লাহ আল-কালওয়াযানী হতে তিনি নো'য়াইম ইবনু হাম্মাদ হতে তিনি বাকিয়াহ হতে তিনি ছাওর ইবনু ইয়াযীদ হতে তিনি খালেদ ইবনু মি'দান হতে...বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন ঃ এ হাদীছটি বাকিয়াহ হতে নো'য়াইম ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে জানি না।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম তার মুতাবা'য়াত করেছেন। এটিকে আবূ নো'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" (৫/২১৯) গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ এটিকে আমরা একমাত্র বাকিয়ার হাদীছ হতে লিখেছি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বাকিয়াহ মুদাল্লিস। তিনি আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে তাদলীস করতেন। তিনি সেগুলো আসলে মুজাশে' ইবনু আম্র, আম্র ইবনু মূসা আল-ওয়াজীহী ও অন্যান্য মিথ্যুক, জালকারীদের থেকে গ্রহণ করেছেন যেমনটি ইবনু হিব্বান বলেছেন। আমার নিকট তিনিই এ হাদীছটির সমস্যা। ইবনুল জাওযী হাদীছটি "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে উল্লেখ করে ঠিকই করেছেন। কিন্তু তিনি সমস্যা হিসাবে মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীমকে চিহ্নিত করে (১/২৬২) বলেছেন ঃ

এটি সহীহ নয়। এ হাদীছটির ব্যাপারে দোষী হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনু ইব্‌রাহীম। ইবনু হিব্বান তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি হাদীছ জাল করতেন। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করাই হালাল নয়।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সুয়ূতী "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীছটি জালকারী মুহাম্মাদ ইবনু ইব্‌রাহীমের বর্ণনা হতেই উল্লেখ করেছেন।

٧٨٣. (تَنَاصَحُوْا فِي الْعِلْمِ؛ فَإِنَّ خِيَانَةَ أَحَدِكُمْ فِي عِلْمِهِ أَشَدُّ مِنْ خِيَانَتِهِ فِي مَالِهِ، وَإِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ مَسَائِلُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

৭৮৩। তোমরা পরস্পরে জ্ঞানের ব্যাপারে নসিহত কর। কারণ তোমাদের কোন ব্যক্তির জ্ঞানের বিষয়ের খিয়ানাত তার সম্পদের খিয়ানাতের চেয়েও বেশী কঠিন। অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হতে হবে।

হাদীছটি জাল।

এটি তাবারানী (৩/১৩২/১) মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ আল-হাযরামী (মুতাইয়্যান) ও মুহাম্মাদ ইবনু উছমান ইবনে আবী শায়বাহ হতে তিনি ওবায়েদ ইবনু ইয়া'ঈশ হতে তিনি মুস'আব ইবনু সালাম হতে তিনি আবূ সা'আদ হতে তিনি ইকরিমাহ হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আবূ সা'আদ ব্যতীত সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। সুয়ূতী "আল-লাআলী" (১/২০৭-২০৮) গ্রন্থে বলেন ঃ আবূ সা'আদ হচ্ছেন সা'ঈদ ইবনুল মারযাবান আল-বাক্কাল, তিনি সত্যবাদী তবে মুদাল্লিস। তার পূর্বে হাফিয মুনযেরী (১/৭৫) এবং হায়ছামী "আল-মাজমা'" (১/১৪১) গ্রন্থে একই কথা বলেছেন।

আসলে তা নয়, বরং তিনি (আবূ সা'আদ) হচ্ছেন আব্দুল কুদ্দূস ইবনু হাবীব আবূ সা'ঈদ আল-কালা'ঈ। যা ইবনু আবী শায়বার বর্ণনায় এসেছে। আল-খাতীব আবূ নো'য়াইম আব্দুল মালেক ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে আদী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ সঠিক হচ্ছে ইবনু আবী শায়বার বর্ণনা। কারণ আবূ নো'য়াইম এ হাদীছটি মুতাইয়্যান হতে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি আবূ সা'আদের পরিবর্তে আবূ সা'ঈদকে (আব্দুল কুদ্দূস) উল্লেখ করেছেন। আবূ নো'য়াইম বলেন ঃ

মুতাইয়্যান হতে আমার শ্রবণ পুরাতন। অতঃপর আমি যখন বিশ বছর পর এ হাদীছটি তার থেকে শুনলাম তখন তিনি বললেন ঃ আবূ সা'আদ হতে অর্থাৎ আব্দুল কুদ্দূস ইবনু হাবীব হতে। কুনিয়াত পূর্বেরটিই রেখেছেন। তবে নামের ব্যাপারে পূর্বের অবস্থায় থাকেননি। এটি প্রমাণ করছে যে, তিনি তার পূর্বের অবস্থান হতে ফিরে এসেছেন। অর্থাৎ ইকরিমা হতে বর্ণনাকারী হচ্ছেন আব্দুল কুদ্দুস।

আল-খাতীব এবং ইবনু আসাকির হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তাতে তারা ইকরিমা হতে বর্ণনাকারী হিসাবে আব্দুল কুদ্দুসের কথাই উল্লেখ করেছেন। যার কুনিয়াত আবূ সা'ঈদ।

যখন ইকরিমা হতে বর্ণনাকারী আব্দুল কুদ্দুস কালা'ঈ, তখন স্পষ্ট হচ্ছে এই যে, সনদটি একেবারে দুর্বল।

কারণ এই কালা'ঈ সম্পর্কে ইবনুল মুবারাক বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক। ইবনু হিব্বান "আয-যো'য়াফা" (২/১২৬) গ্রন্থে স্পষ্ট করে বলেন ঃ তিনি হাদীছ জাল করতেন।

এ কারণেই ইবনুল জাওযী আল-খাতীবের সূত্রে কালা'ঈ হতে "আল-মাওযূ'আত" (১/২৩২) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ আব্দুল কুদ্দুস হাদীছটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাদীছ জাল করতেন। এ কথাটি ইবনু হিব্বান বলেছেন।

সুয়ূতী দু'টি বিষয় উল্লেখ করে তার সমালোচনা করেছেন ঃ

১। তাবারানীর বর্ণনায় এসেছে- ইকরিমা হতে বর্ণনাকারী হচ্ছেন আবূ সা'আদ সা'ঈদ ইবনু মারযাবান আল-বাক্কাল।

আপনারা অবহিত হয়েছেন যে, তিনি বাক্কাল নন বরং সঠিক হচ্ছে এই যে, তিনি আব্দুল কুদ্দুস আল-কালা'ঈ, তিনি একজন মিথ্যুক।

২। আবূ নো'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" (৯/২০) গ্রন্থে অন্য একটি সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু তাতে একাধিক সমস্যা জড়িত বর্ণনাকারী রয়েছেন। ইব্‌রাহীম ইবনু মুখতার সম্পর্কে "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে- তিনি সত্যবাদী তবে তিনি তার হেফযের দিক দিয়ে দুর্বল। আরেক বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদ দুর্বল।

তাকে ইবনু হিব্বান মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন।

তিনি বলেছেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌রাহীমকে ইবনু মা'ঈন ও অন্য বিদ্বানগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। যদিও তাকে কেউ কেউ নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

হাদীছটির সমস্যা হচ্ছে আরেক বর্ণনাকারী আল-হাসান ইবনু যিয়াদ আল-লুউলুআই; তার সম্পর্কে আবূ দাউদ, আল-ফাসাবী, উকায়লী ও আস-সাজী বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক। তাকে অন্য বিদ্বানগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হাদীছটির আরেক সমস্যা হচ্ছে এটির সনদে বিচ্ছিন্নতা সংঘটিত হয়েছে। শু'বাহ ও অন্য বিদ্বানগণ বলেন ঃ যহ্‌হাক ইবনু মুযাহিম আল-হিলালী ইবনু আব্বাস (ﷺ)-কে দেখেননি।

٧٨٤. (قُرَيْشٌ خَالِصَةُ اللهِ، فَمَنْ نَصَبَ لَهَا حَرْبًا، أَوْفَمَنْ حَارَبَهَا سُلِبَ، وَمَنْ أَرَادَهَا بِسُوْءٍ خُزِيَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ).

৭৮৪। কুরাইশরা হচ্ছে আল্লাহর নির্বাচিত। যে ব্যক্তি তাদের বিপক্ষে বর্শা ধরবে বা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে তাকে ছিনিয়ে নেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি তাদের ব্যাপারে কোন অনিষ্টতা করার ইচ্ছা পোষণ করবে তাকে দুনিয়া এবং আখেরাতে অপমানিত করা হবে।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু আসাকির (২/৩৯৮/২) আবূ আব্দির রহমান মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন আস-সুলামী হতে তিনি জা'ফার ইবুন মুহাম্মাদ আল-মুরাগী হতে তিনি আবূ ইয়াকূব ইসহাক ইবনু ইয়াকূব আদ-দামেস্কী হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। বর্ণনাকারী মুশরেহ ইবনু হা'আন বিতর্কিত ব্যক্তি। তিনি আম্র ইবনুল আস হতে শ্রবণ করেছেন কি না জানি না? সঠিকের নিকটবর্তী হচ্ছে এই যে, তিনি তার থেকে শ্রবণ করেননি। কারণ তাদের দু'জনের মৃত্যুর মধ্যে আশি বছরের পার্থক্য।

আরেক বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু লাহি'য়্যাহ দুর্বল।

সনদের অপর বর্ণনাকারী ইসহাক ইবনু সা'ঈদ ইবনিল আরকূন সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

আর আহমাদ ইবনু আনাসের জীবনী পাচ্ছি না।

বর্ণনাকারী ইসহাক ইবনু ইয়াকূব সম্পর্কে তার জীবনীতে ইবনু আসাকির ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ আল-মুরাগীকে আমি চিনি না।

আবূ আব্দির রহমান আস-সুলামী সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন ঃ

মুহাদ্দিছগণ তার ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন। তিনি ভাল নন। আল-খাতীব বলেন ঃ মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ আল-কাত্তান আমাকে বলেন ঃ তিনি সূফীদের জন্য হাদীছ জাল করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ পাঠকবৃন্দ কি আমার সাথে আশ্চর্য হবেন না কিভাবে সুয়ূতী অন্ধকারাচ্ছন্ন হাদীছটি তার কিতাব "জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে ইবনু আসাকিরের বর্ণনা হতে উল্লেখ করলেন?

٧٨٥. (لَوْ أَنَّ بُكَاءَ دَاوُدَ وَبُكَاءَ جَمِيْعِ أَهْلِ الأَرْضِ يُعْدَلُ بِبُكَاءِ آدَمَ مَا عَدَلَهُ).

৭৮৫। যদি দাউদের কান্নাকে যমীনের সকল অধিবাসীদের কান্নার সাথে একত্রিত করে আদমের কান্নার সাথে তুলনা করা হতো তাহলে তা তাঁর কান্নার সমতুল্য হতো না।

হাদীছটি জাল।

এটি আবূ নো'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" (৭/২৫৭) গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকির (২/৩১৮/১) তাবারানীর সূত্রে আহমাদ ইবনু ইয়াহইয়া হতে তিনি ইয়াহইয়া ইবনু সুলায়মান আল-জু'ফী হতে তিনি আহমাদ ইবনু বিশ্র আল-হামাদানী হতে...বর্ণনা করেছেন।

হায়ছামী "আল-মাজমা'" (৮/১৯৮) গ্রন্থে তাবারানীর "আল-আওসাত" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ হাদীছটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। মানাবী তার কথাকে "আল-ফায়েয" গ্রন্থে সমর্থন করেছেন।

তাতে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ এই আহমাদ ইবনু বিশ্রকে হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ তিনি মাজহূল। কথাটি মাসলামাহ "আস-সিলাহ" গ্রন্থে বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ মুহাম্মাদ ইবনু বিশ্র আল-আবাদী একজন নির্ভরযোগ্য হাফিয তিনি তার বিরোধিতা করে সুলায়মান ইবনু বুরাইদাহ হতে হাদীছটি মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এটি ইবনু আসাকির বর্ণনা করে বলেছেন, ইবনু আদী বলেন ঃ

তাতে তিনি বুরায়দাহ ও নাবী (ﷺ)-কে উল্লেখ করেননি। এ বর্ণনাটিই সঠিক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ অনুরূপভাবে ইমাম আহমাদ "আয-যুহুদ" (পৃ ঃ ৪৭) গ্রন্থে মাস'উদীর সূত্রে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আবিদ দুনিয়া "আর-রিক্কাহ" (১/১৩৭) গ্রন্থেও মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

মওকূফ হওয়াটাই সঠিক। মারফূ' হওয়াটা মুনকার। বরং আমার নিকট এটি বাতিল, মাওযূ'। কারণ এটি নাবী (ﷺ)-এর বাণীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। বাহ্যিকতা প্রমাণ করছে যে, এটি ইসরাঈলী বর্ণনা।

٧٨٦. (دُعَاءُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ مِثْلُ دُعَاءِ النَّبِيِّ لأُمَّتِهِ).

৭৮৬। পুত্রের জন্য পিতার দো'আ নাবী (ﷺ)-কর্তৃক তার উম্মাতের জন্য দো'আর ন্যায়।

হাদীছটি জাল।

এটি আবূ নো'য়াইম "আখবারু আসফাহান" (১/১৮৫) গ্রন্থে ইব্রাহীম ইবনু মা'মার হতে তিনি আবূ আইউব ইবনু আখী যাবরীক হতে তিনি ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদ আল-উমাবী হতে তিনি খালাফ ইবনু হাবীব আর-রুকাশী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এই ইব্‌রাহীমের জীবনীতে তিনি হাদীছটি উল্লেখ করেছেন, তার কুনিয়্যাত হচ্ছে আবূ ইসহাক আল-জূযদানী। তার থেকে একদল বর্ণনা করেছেন অথচ তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি। হাফিয ইবনু আসাকিরও তাই করেছেন।

আর আবূ আইউবকে আমি চিনি না। দুলাবী তাকে "আল-কুনা" গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। আমি খালাফ ইবনু হাবীব আর-রুকাশীকেও চিনি না। আমার ভয় হচ্ছে যে, সনদটিতে উলট পালট করা হয়েছে।

ভয় হওয়ার কারণ এই যে, ইবনু কুদামাহ "আল-মুন্তাখাব" (১১/২১৪/২) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইসহাক ইবনু ইব্‌রাহীম (ইবনু হানী) বলেন ঃ আমি হাদীছটি আবূ আব্দিল্লার (ইমাম আহমাদ) নিকট পেশ করেছিলাম, তিনি বলেন ঃ হাদীছটি বাতিল, মুনকার। তাকে বলতে শুনেছি ঃ সা'আদ আবূ হাবীব কিছুই না।

সঠিক হচ্ছে এই যে, সা'আদ আবূ হাবীব ইয়াযীদ আর-রুকাশী হতে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ "আল-লাআলী" (২/২৯৫) গ্রন্থেও এসেছে। "আল-মীযান" গ্রন্থে যা এসেছে সেটিও এটিকে আরো শক্তিশালী করছে ঃ

বলা হয়েছে, সা'আদ আবূ হাবীব ইয়াযীদ আর-রুকাশী হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন ঃ তার হাদীছ কিছুই না।

ইবনুল জাওযী হাদীছটি "আল-মাওযূ'আত" (৩/৮৭) গ্রন্থে ইমাম আহমাদ কর্তৃক বাতিল বলে হুকুম লাগানো কথার উপর ভিত্তি করে উল্লেখ করেছেন। হাফিয সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে তার কথাকে সমর্থন করেছেন। অতঃপর তিনি দ্বন্দ্বে পড়ে হাদীছটি "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে দাইলামীর বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। এ কারণে মানাবী তার সমালোচনা করেছেন।

যায়ন আল-ইরাকী "শারহুত তিরমিযী" গ্রন্থে বলেন ঃ এ হাদীছটি মুনকার।

٧٨٧. (العَبَّاسُ وَصِيِّيْ وَوَارِثِيْ).

৭৮৭। আব্বাস হচ্ছে আমার অসিয়তপ্রাপ্ত এবং আমার মিরাসের ভাগীদার।

হাদীছটি জাল।

এটি আল-খাতীব "আত-তারীখ" (১৩/১৩৭) গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকির (২/৩০৬/২) দু'টি সূত্রে জা'ফার ইবনু আব্দিল ওয়াহেদ হতে তিনি সা'ঈদ ইবনু সালাম আল-বাহেলী হতে তিনি আল-মুসাইয়্যাব ইবনু যুহায়ের হতে তিনি আল-মানসূর আবী জা'ফার হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি বানোয়াট। তার সমস্যা হচ্ছে এই জা'ফার ইবনু আব্দিল ওয়াহেদ, দারাকুতনী তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি হাদীছ জালকারী। আবূ যুর'আহ বলেন ঃ তিনি কতিপয় ভিত্তিহীন হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

আর সা'ঈদ ইবনু সালাম আল-বাহেলীকে আমি চিনি না।

অতঃপর আমি তাকে (সা'ঈদকে) "তারীখু বাগদাদ" (৯/৭৪-৭৫) গ্রন্থে পেয়েছি, তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি হাদীছ ও আরবী ভাষার আলেম ছিলেন, কিন্তু তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বর্ণনা করেননি।

এ ছাড়া বর্ণনাকারী আল-মুসাইয়্যাব ইবনু যুহায়ের মাজহূলুল হাল (তার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না)। আল-খাতীব তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি।

ইবনুল জাওযী হাদীছটি "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে আল-খাতীবের উক্ত বর্ণনায় এবং ইবনু হিব্বানের বর্ণনা হতে মুহাম্মাদ ইবনু যাউ হতে উল্লেখ করে (২/৩১) বলেছেন ঃ

হাদীছটি বানোয়াট। জা'ফার মিথ্যুক, জালকারী। আর মুহাম্মাদ ইবনুল যাউ তার পিতা হতে মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিব্বানও যাউয়ের ব্যাপারে "আয-যো'য়াফা" (২/৩০৩-৩০৪) গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি তার পিতা হতে মুনকার হাদীছ বর্ণনা করতেন।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" (১/৪২৯-৪৩০) গ্রন্থে তার বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীছটি উল্লেখ করেছেন।

আল-খাতীব "তারীখু বাগদাদ" (৫/৩৭৪-৩৭৬) গ্রন্থে বলেন ঃ তার থেকে জ্ঞান গ্রহণ করার স্থান তিনি নন। কারণ তিনি মিথ্যুক। তিনি মদ পানকারী হিসাবে এবং পাপ প্রকাশকারী হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

আল-জুযকানী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে বলেন ঃ মুহাম্মাদ ইবনুল যাউ মিথ্যুক।

٧٨٨. (آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيْمُ حِيْنَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ: حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ).

৭৮৮। ইব্রাহীম (আঃ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয় তখন সর্বশেষ যে কথাটি তিনি বলেছিলেন সেটি হচ্ছে ঃ আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট আর তিনিই উত্তম ভরসা।

হাদীছটি জাল।

এটি আবুল কাসেম আল-হুরফী "আল-ফাওয়ায়েদ" (২/২) গ্রন্থে, আল–খাতীব (৯/১১৮) এবং ইবনু আসাকির (২/১৬৪/১) সালাম ইবনু সুলায়মান হতে তিনি ইসরাঈল হতে তিনি আবূ হুসায়েন হতে তিনি আবূ সালেহ হতে...বর্ণনা করেছেন।

আল-খাতীব এবং আল-হুরফী বলেন ঃ এ হাদীছটি আবূ হুসায়েনের বর্ণনা হতে মুসনাদ হিসাবে গারীব। ইসরাঈল হতে সালাম ইবনু সুলায়মান ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে জানি না।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সালাম ইবনু সুলায়েম তিনিই সালাম ইবনু সিল্ম, তাকে ইবনু সুলায়েম বা ইবনু সুলায়মান বলা হয়। প্রথমটিই সঠিক যেমনটি "আত-তাহযীব" গ্রন্থে এসেছে। তিনি সালাম আত-তাবীল আল-মাদায়েনী। মিথ্যুক, জাল করার দোষে দোষী, যেমনটি তার সম্পর্কে পূর্বে বহুবার আলোচনা করা হয়েছে। হাফিয সুয়ূতীর উচিত ছিল হাদীছটি "আল-জামে'" গ্রন্থে উল্লেখ না করা।

٧٨٩. (عُنْوَانُ صَحِيْفَةِ الْمُؤْمِنِ حُبُّ عَلِيِّ بْنِ ابِيْ طَالِبٍ).

৭৮৯। আলী ইবনু আবী তালেব (ﷺ)-কে ভালবাসাই হচ্ছে মু'মিন ব্যক্তির আমল নামার শিরোনাম।

হাদীছটি বাতিল।

এটি আল-খাতীব "আত-তারীখ" (৪/৪১০) গ্রন্থে এবং তার সূত্রে ইবনু আসাকির (২/৫৫/২) আবুল ফার্‌জ আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-উকবুরী হতে তিনি ইব্‌রাহীম ইবনু আব্দিল্লাহ আর-রামালী হতে তিনি মায়মূন ইবনু মিহরান আল-কাতিব হতে তিনি আবুন নু'মান আরেম ইবনুল ফায্‌ল হতে তিনি কুদামাহ ইবনুন নু'মান হতে ...বর্ণনা করেছেন।

তারা উভয়েই আবুল ফারজের জীবনীতে হাদীছটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

তার হাদীছে অভিনবতা এবং মুনকার রয়েছে। হাফিয যাহাবী তার জীবনীতে বলেন ঃ তিনি খায়ছামাহ হতে জাল হাদীছ বর্ণনা করেছেন। পরক্ষণেই মানাবী বলেন ঃ সম্ভবত তিনি এ হাদীছটির দিকেই ইঙ্গিত করছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ কক্ষণও নয়; কারণ এ হাদীছটির বর্ণনায় খায়ছামাহ নেই। যেমনটি আপনারা দেখছেন। অতঃপর মানাবী বলেন, ইবনুল জাওযী বলেছেন ঃ এ হাদীছটির কোন ভিত্তি নেই।

হাফিয যাহাবী কুদামাহ ইবনুন নু'মানের জীবনীতে এ হাদীছটির দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন ঃ যুহরী হতে তাকে চেনা যায় না, হাদীছটি বাতিল। তার সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন।

٧٩٠. (تَلَمُّذُ الْفَقِيْرِ عِنْدَ الشَّهْوَةِ لا يَقْدِرُ عَلَى إِنْفَاذِهَا أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الْغَنِيِّ سَبْعِيْنَ سَنَةً).

৭৯০। যৌন উত্তেজনার সময় দরিদ্র ব্যক্তির তা প্রয়োগ করতে সক্ষম না হওয়া ধনী ব্যক্তির সত্তর বছরের ইবাদাতের চেয়েও অতি উত্তম।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনুন নাজ্জার "আয-যায়েল" গ্রন্থে আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে জাওযী সূত্রে আহমাদ ইবনু যাকারিয়া হতে তিনি ইব্রাহীম ইবনু আখী আব্দির রায্যাক হতে তিনি আব্দুর রায্যাক হতে...বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার ইবনু জাওযীর জীবনীতে এ হাদীছটি "আল-লিসান" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ হাদীছটি বানোয়াট।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাফিয যাহাবী তাকে (আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে জাওযীকে জাল করার দোষে দোষী করেছেন। তার উপরের বর্ণনাকারী ইব্রাহীম ইবনু আখী আব্দির রায্যাক সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক। ইবনু হিব্বান (১/১০৪) বলেন ঃ

তিনি আব্দুর রায্যাক হতে উলট পালটকৃত বহু কিছু বর্ণনা করেছেন। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা জায়েয নয়।

ইবনু জাওযীকে বাদ দিয়ে ইব্রাহীমকে অপরাধী করাই বেশী উত্তম। তার মিথ্যা বর্ণনাগুলোর একটি হচ্ছে সম্মুখের হাদীছটি ঃ

٧٩١. (الضِّيَافَةُ عَلَى أَهْلِ الْوَبَرِ، وَلَيْسَتْ عَلَى أَهْلِ الْمَدَرِ).

৭৯১। মেহমানদারী করার দায়িত্ব শহরে বসবাসকারীদের উপর, গ্রামে বসবাসকারীদের উপর নয়।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু আদী (১/৭) এবং কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" (১/১৯) গ্রন্থে ইব্রাহীম ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে আখী আব্দির রায্যাক হতে তিনি (আমার ধারণা) আব্দুর রায্যাক হতে...বর্ণনা করেছেন।

হাদীছটি ইবনু আদী এই ইব্রাহীমের জীবনীতে তার অন্যান্য হাদীছের সাথে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এ হাদীছগুলো মুনকার।

হাফিয যাহাবী সে হাদীছগুলো উল্লেখ করার পর বলেছেন, দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক। অতঃপর বলেছেন ঃ এগুলো এই ইব্রাহীমেরই জালকৃত। হাফিয ইবনু হাজার তার মন্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

সুয়ূতী হাদীছটি "আল-জামে'" গ্রন্থে উল্লেখ করাই মানাবী দারাকুতনী ও অন্য বিদ্বানদের বক্তব্য উল্লেখপূর্বক তার সমালোচনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তির উপর শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে মেহমানদারী করা ওয়াজিব। মেযবান গ্রামের লোক হোক আর শহরের লোক হোক তাতে কোন পার্থক্য নেই, 'আম সহীহ হাদীছের কারণে। তিন দিন পর্যন্ত মেহমানদারী করা অপরিহার্য কর্তব্য। বেশী করলে তা হচ্ছে সাদাকাহ স্বরূপ।

٧٩٢. (سُوْءُ الْخُلُقِ شُؤْمٌ).

৭৯২। মন্দ চরিত্র হচ্ছে দুর্ভাগ্যের কারণ।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি ইবনু শাহীন "আল-আমালী" (১/৯৭) গ্রন্থ হতে "ছালাছাতু মাজালেস"-এর মধ্যে সা'ঈদ ইবনু নুফায়েস আল-মিসরী হতে তিনি সাহাল ইবনু সাওয়াদাহ হতে তিনি লাইছের কাতিব আব্দুল্লাহ ইবনু সালেহ হতে তিনি লাইছ হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল। আব্দুল্লাহ ইবনু সালেহের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। তার নীচের দু' ব্যক্তির জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না।

হাদীছটি অন্যান্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু কোনটিই সহীহ নয়। এ কারণে হাফিয ইরাকী বলেন ঃ হাদীছটি সহীহ নয়।

মানাবী তা নকল করে সমর্থন করেছেন।

٧٩٣. (الشُّؤْمُ سُوْءُ الْخُلُقِ).

৭৯৩। দুর্ভাগ্যের কারণ হচ্ছে মন্দ চরিত্র।

হাদীছটি ইবনু আদী (২/৩৭) আবূ বাক্‌র ইবনু আবী মারিয়াম হতে তিনি যামারাহ ইবনু হাবীব হতে তিনি আয়েশা (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল। এই আবূ বাক্‌রের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। তাছাড়া যামারাহ এবং আয়েশা (ﷺ)-এর মধ্যে বিচ্ছিন্নতার সমস্যার রয়েছে। কারণ তাদের দু'জনের মৃত্যুর মাঝে তিহাত্তর বছরের ব্যবধান রয়েছে।

হাদীছটি আবূ নো'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" (৬/১০৩) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম আহমাদ (৬/৮৫) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের উভয়ের বর্ণনায় আবূ বাক্‌র হতে হাবীব ইবনু ওবায়েদ বর্ণনা করেছেন বলা হয়েছে।

হাদীছটির একটি শাহেদ জাবের (ﷺ) হতে বর্ণিত হয়েছে। এটি আবুল কাসেম "তারীখু জুরজান" (৯৯) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাতে ফায্ল ইবনু ঈসা নামের এক বর্ণনাকারী রয়েছেন। তিনি দুর্বল। হায়ছামী তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

ইবনু ওয়াহাব "আল-জামে'" (৭৬-৭৭) গ্রন্থে অন্য একটি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সনদটি মুরসাল। তাতে যায়েদ ইবনু আখনাস নামের এক বর্ণনাকারী রয়েছেন। তাকে ইবনু আবী হাতিম (১/২/৫৫৬) উল্লেখ ক'রে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

"তারীখু ইবনু আসাকির" (১৮/৯২/২) গ্রন্থে হাদীছটিকে আমি ইসমা'ঈল ইবনুল ফায্ল আর-রুকাশী সূত্রে দেখেছি।

এই ইসমা'ঈল ইবনুল ফায্ল আর-রুকাশীকে আমি চিনি না।

٧٩٤. (سُوْءُ الْخُلُقِ شُؤْمٌ، وَحُسْنُ الْمَلَكَةِ نَمَاءٌ، وَالصَّدَقَةُ تَدْفَعُ مِيْتَةَ السُّوْءِ).

৭৯৪। মন্দ চরিত্র হচ্ছে দুর্ভাগ্যের কারণ, ভাল অভ্যাস বয়স বৃদ্ধির কারণ আর সাদাকাহ্ মন্দ মৃত্যুকে প্রতিহত করে।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি ইমাম আহমাদ (৩/৫০২), আব্বাস আদ-দাওরী ইবনু মা'ঈনের "আত-তারীখ ওয়াল ইলাল" (৪১/১-২) গ্রন্থে, ইবনু আসাকির (৬/৯৫/২, ১১/৪৮/১) এবং আবূ দাঊদ (৫১৬২) {প্রথম অংশটি} উছমান ইবনু যুফার হতে তিনি রাফে' ইবনু মাকীছের কোন সন্তান হতে তিনি রাফে' ইবনু মাকীছ হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল এই উছমানের কারণে। তিনি মাজহূল যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেছেন। আর রাফে' ইবনু মাকীছ সাহাবী। তার কোন্ সন্তান হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, তাকে চিনি না।

উছমান বর্ণনা করতে গিয়ে ইযতিরাব করেছেন। একবার বলেছেন এরূপ, আবার বলেছেন, আমাকে মুহাম্মাদ ইবনু খালেদ... হাদীছ শুনিয়েছেন।

হাদীছটি ইবনু মান্দাহ "আল-মা'রিফাহ" (১৪/২-৪৪৪৩) গ্রন্থে উছমান ইবনু আব্দির রহমান হতে তিনি আম্বাসাহ ইবনু আব্দির রহমান হতে...বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল। কারণ আম্বাসাহ মাতরূক। আর উছমান ইবনু আব্দির রহমান হাররানী দুর্বল।

٧٩٥. (سُوْءُ الْخُلُقِ شُؤْمٌ، وَشِرَارُكُمْ أَسْوَؤُكُمْ خُلُقاً).

৭৯৫। মন্দ চরিত্র দুর্ভাগ্যের কারণ। আর তোমাদের নিকৃষ্ট ব্যক্তি সেই, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মন্দ চরিত্রের অধিকারী।

হাদীছটি জাল।

এটি আবূ নো'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" (১০/২৪৯) গ্রন্থে, তার থেকে আল-খাতীব (৪/২৭৬) এবং এর থেকে ইবনু আসাকির (২/৩১/২) আবূ সা'ঈদ আহমাদ ইবনু ঈসা আল-খার্রায আল-বাগদাদী আস-সূফী হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু ইব্রাহীম আল-গিফারী হতে তিনি জাবের ইবনু মুসলিম হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। আল-গিফারীকে ইবনু হিব্বান (২/৩৯) হাদীছ জালকারী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

আবূ সা'ঈদ আল-খার্রায প্রসিদ্ধ সূফী। আল-খাতীব এবং ইবনু আসাকির তার দীর্ঘ জীবনী আলোচনা করলেও বর্ণনার ক্ষেত্রে তার অবস্থা সম্পর্কে কিছুই বলেননি।

সুয়ূতী হাদীছটি আল-খাতীবের বর্ণনায় "আল-জামে'" গ্রন্থে উল্লেখ করে ত্রুটি করেছেন।

٧٩٦. (لَيْسَ لِلدَّيْنِ دَوَاءٌ إِلاَّ الْقَضَاءُ وَالْوَفَاءُ وَالْحَمْدُ).

৭৯৬। পরিশোধ করা, পূর্ণ করা এবং প্রশংসা করাই হচ্ছে ঋণের একমাত্র ওষুধ।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি আল-খাতীব (৭/১৯৮) এবং ইবনু আসাকির (২/২১/১) তার সূত্রে জা'ফার ইবনু আমের হতে তিনি আহমাদ ইবনু আম্মার আশ-শামী হতে তিনি মালেক হতে তিনি নাফে' হতে...বর্ণনা করেছেন।

হাদীছটি আল-খাতীব জা'ফারের জীবনীতে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

তিনি মাজহূল শাইখ। তিনি হাসান ইবনু আরাফাহ হতে মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আসাকির আহমাদ ইবনু আম্মার সম্পর্কে আবূ বাক্‌র আল-খাতীব হতে নকল করে বলেছেন ঃ তিনি মাজহূল শাইখ আর এ হাদীছটি মুনকার। অতঃপর ইবনু আসাকির দারাকুতনী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আহমাদ ইবনু আম্মার মাতরূকুল হাদীছ।

হাফিয যাহাবী ইবনু আম্মারের জীবনীতে হাদীছটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি মুনকার।

অতঃপর তিনি জা'ফারের জীবনীতে বলেন ঃ তিনি আহমাদ ইবনু আম্মার হতে মিথ্যা হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাকে ইবনুল জাওযী মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন। আর হাফিয ইবনু হাজার তাকে সমর্থন করেছেন।

٧٩٧. (الإِحْصَانُ إِحْصَانَانِ: إِحْصَانُ عَفَافٍ، وَإِحْصَانُ نِكَاحٍ).

৭৯৭। সাধ্বী দু' প্রকার ঃ সচ্চরিত্রতার সাধ্বী আর বিবাহের সাধ্বী।

হাদীছটি জাল।

এটি তাবারানী "আল-আওসাত" (১/১৮২/১-২) গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকির (২/১৫/১, ১৪/৩৫৮/১) মুবাশ্‌শির ইবনু ওবায়েদ হতে তিনি যুহরী হতে তিনি সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে তিনি আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী বলেন ঃ যুহরী হতে একমাত্র মুবাশ্‌শির বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হায়ছামী (৪/২৬৩) বলেন ঃ তিনি মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইমাম আহমাদ বলেন ঃ তিনি হাদীছ জাল করতেন।

এ কারণেই সুয়ূতীর উচিত ছিল তার ওয়াদাহ রক্ষার্থে "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীছটি উল্লেখ না করা। কারণ তিনি বলেছেন যে, গ্রন্থটিকে তিনি জালকারী এবং মিথ্যুক বর্ণনাকারীর একক বর্ণনা হতে হেফাযাত করেছেন।

٧٩٨. (عَلَيْكُمْ بِغَسْلِ الدُّبُرِ، فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْبَاسُوْرِ).

৭৯৮। তোমাদের উচিত পশ্চাত ভাগ (পাছা) ধুয়ে ফেলা, কারণ তা অর্শ রোগকে নিয়ে যায়।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু হিব্বান "আল-মাজরূহীন" (২/৯৯) গ্রন্থে, ইবনু আদী (১/৮৭) ও আবূ নো'য়াইম "আত-তিব্ব" (২/২৫/১) গ্রন্থে আবূ ই'য়ালা সূত্রে উছমান ইবনু মাতার আশ-শায়বানী হতে তিনি আল-হাসান ইবনু আবী জা'ফার হতে তিনি আলী ইবনুল হাকাম হতে তিনি নাফে' হতে...বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী বলেন ঃ সম্ভবত সমস্যা হচ্ছে উছমান হতে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু হিব্বান বলেন ঃ

তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীছ বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। তাকে অন্য বিদ্বানগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

তার শাইখ হাসান ইবনু আবী জা'ফার দুর্বল। ইবনু আদী তার জীবনীতে বলেন ঃ তিনি আমার নিকট সেই পর্যায়ের যারা ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলতেন না। তিনি সত্যবাদী।

٧٩٩. (مَا الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ إِلاَّ كَالْغَرِيْقِ الْمُسْتَغِيْثِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ أَخٍ أَوْ صَدِيْقٍ، فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَتْ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، وَإِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ لَيُدْخِلُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُوْرِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الدُّوْرِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، وَإِنَّ هَدِيَّةَ الأَحْيَاءِ إِلَى الأَمْوَاتِ الإِسْتِغْفَارُ).

৭৯৯। মৃত ব্যক্তি তার কবরে- ডুবে যাওয়া সাহায্য প্রার্থনাকারীর ন্যায়, সে পিতা বা মাতা বা ভাই কিংবা বন্ধুর পক্ষ হতে তার নিকট দো'আ পৌছার অপেক্ষা করে। যদি দো'আটি তার নিকট পৌঁছে তাহলে তা তার নিকট দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা কিছু আছে তার চেয়েও বেশী পছন্দের বস্তু। আল্লাহ তা'আলা কবরবাসীদের নিকট গ্রামবাসীদের দো'আ পাহাড়ের মত করে পৌঁছে দিবেন। মৃত ব্যক্তিদের জন্য জীবিত ব্যক্তিদের হাদিয়াহ হচ্ছে ক্ষমা প্রার্থনা।

হাদীছটি নিতান্তই মুনকার।

এটি যিয়া "আল-মুনতাকা মিন হাদীছিল আমীরে আবী আহমাদ ওয়া গায়রেহী" (১/২৬৮) গ্রন্থে ইবনু যাযানের সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনুল ফায্ল আল-আত্তার

হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু জাবের ইবনে আবী আইয়াশ হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক হতে...বর্ণনা করেছেন।

যিয়া "আস-সুনান" (২/৮৬) গ্রন্থেও ফায্ল ইবনু মুহাম্মাদ আল-বাহেলী হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু জাবের হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল। তার কারণ মুহাম্মাদ ইবনু জাবের ইবনে আবী আইয়াশ। তার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন ঃ

আমি তাকে চিনি না। তার খবর নিতান্তই দুর্বল। অতঃপর তিনি তার এ হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে বলেন ঃ

হাদীছটি বাইহাকী "আশ-শু'আব" গ্রন্থে উল্লেখ করে হাদীছটি গারীব হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। ইবনু আবী আইয়াশ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

٨٠٠. (إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ بَيْضَاءَ، وَإِنَّ أَحَبَّ الزِّيِّ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ الْبَيَاضُ، فَالْبِسُوْهَا أَحْيَاءَكُمْ، وَكَفِّنُوْهَا مَوْتَاكُمْ، ثُمَّ جَمَعَ الرِّعَاءَ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ فِيكُمْ ذَا غَنَمٍ سَوْدٍ فَلْيُخْلِطْهَا بِبِيْضٍ).

৮০০। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে সাদা করে সৃষ্টি করেছেন। আর আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম পোশাক হচ্ছে সাদা। অতএব তোমরা তোমাদের জীবিতদেরকে সাদা পোশাক পরিধান করাও আর তোমাদের মৃত ব্যক্তিদেরকে তা দ্বারা কাফন পরাও। অতঃপর রাখালদেরকে একত্রিত করে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে কালো ছাগল দলের মালিক সে যেন সেগুলোকে সাদা দ্বারা মিশ্রিত করে।

হাদীছটি জাল।

এটি আবূ জা'ফার আল-বাখতারী "সিত্তাতু মাজালিস" (১১৫/১-২) গ্রন্থে এবং আবূ নো'য়াইম "সিফাতুল জান্নাহ" (কাফ ২/২০) গ্রন্থে হিশাম ইবনু আবী হিশাম হতে তিনি আব্দুর রহমান ইবনু হাবীব হতে তিনি আতা ইবনু আবী রাবাহ হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল। আব্দুর রহমান ইবনু হাবীব হচ্ছেন ইবনু আদরাক। তার সম্পর্কে নাসাঈ বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। ইবনু হিব্বান তাকে "আছ-ছিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তার নিকট তিনি নির্ভরযোগ্য। "আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে ঃ তিনি সত্যবাদী, তবে তার অস্বীকারযোগ্য হাদীছ রয়েছে।

হিশাম ইবনু আবী হিশাম হচ্ছেন ইবনু যিয়াদ। সকলে তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য। ইবনু মা'ঈন ও নাসাঈ বলেন ঃ

তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ

তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীছ বর্ণনাকারী।

তা সত্ত্বেও সুয়ূতী হাদীছটি বায্যারের বর্ণনা হতে "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

বায্যারের সূত্রে হিশাম আবূল মিকদাম রয়েছেন, তার সম্পর্কে হায়ছামী বলেন ঃ তিনি দুর্বল, মাতরূক।

হাদীছটি আবূ নো'য়াইম আবূ শিহাব হতে তিনি হামযাহ হতে ...বর্ণনা করেছেন। হামযাহ হচ্ছেন ইবনু আবী হামযাহ আল-জু'ফী আন-নাসীবী। তার সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ তিনি জাল করার দোষে দোষী।

٨٠١. (إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ جَعَلَ ذُرِّيَّةَ كُلِّ نَبِيٍّ فِي صُلْبِهِ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ ذُرِّيَّتِيْ فِي صُلْبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ).

৮০১। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নাবীর সন্তানদের তার পিঠেই রেখেছেন। আর আমার সন্তানদেরকে আল্লাহ তা'আলা আলী ইবনু আবী তালেবের পিঠে রেখেছেন।

হাদীছটি জাল।

এটি তাবারানী (১/২৫৮/২) ওবাদাহ ইবনু যিয়াদ আল-আসাদী হতে তিনি ইয়াহইয়া ইবনুল আলা আর-রাযী হতে তিনি জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি জাবের (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি বানোয়াট। এর সমস্যা হচ্ছে ইয়াহইয়া ইবনুল আলা। তিনি মিথ্যুক, জালকারী যেমনটি তার সম্পর্কে বহুবার আলোচনা করা হয়েছে।

হাদীছটি সুয়ূতী "আল-জামে'" গ্রন্থে তাবারানীর বর্ণনায় জাবের (ﷺ) হতে আর আল-খাতীব "আত-তারীখ" গ্রন্থে ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে উল্লেখ করেছেন।

মানাবী তাবারানীর বর্ণনায় বলেন ঃ হায়ছামী (৯/১৭২) বলেছেন ঃ তাতে ইয়াহইয়া ইবনুল আলা রয়েছেন, তিনি মাতরূক। ইবনুল জাওযী বলেন, ইমাম আহমাদ বলেছেন ঃ ইয়াহইয়া ইবনুল আলা মিথ্যুক, জালকারী। দারাকুতনী বলেন ঃ তার হাদীছগুলো বানোয়াট। "আল-মীযান" গ্রন্থে ইবনু আলার জীবনীতে অনুরূপ কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

অতঃপর তিনি আল-খাতীবের বর্ণনার ব্যাপারে বলেন ঃ

ইবনুল জাওযী বলেন ঃ হাদীছটি সহীহ নয়। তাতে ইবনুল মারযুবান রয়েছেন, তার সম্পর্কে ইবনুল কাতিব বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক। তার উপরের বর্ণনাকারীগণ হয় মাজহূল না হয় নির্ভরযোগ্য নন। "আল-মীযান" গ্রন্থে বর্ণনাকারী আব্দুর রহমান ইবনু মুহাম্মাদ আল-হাসেব সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ তিনি কে তা জানা যায় না। তার খবর (হাদীছ) মিথ্যা।

٨٠٢. (كُلُّ بَنِيْ أُنْثَى؛ فَإِنَّ عَصَبَتَهُمْ لأَبِيْهِمْ، مَا خَلا وَلَدُ فَاطِمَةَ فَإِنِّيْ أَنَا عَصَبَتُهُمْ وَأَنَا أَبُوْهُمْ).

৮০২। ফাতিমাহ (ﷺ)-এর সন্তান ছাড়া প্রত্যেক নারী সন্তানদের আসাবাহ হচ্ছে তাদের পিতার দিকের আত্মীয় স্বজনরা। কারণ আমি তাদের (ফাতিমার সন্তানদের) আসাবাহ (পিতার দিকের আত্মীয়) আর আমিই তাদের পিতা।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি তাবারানী (১/২৫৮/২) মুহাম্মাদ ইবনু যাকারিয়া আল-গাল্লাবী হতে তিনি বিশ্‌র ইবনু মিহরান হতে তিনি শুরায়িক ইবনু আব্দিল্লাহ হতে তিনি শাবীব ইবনু গারকাদাহ হতে তিনি আল-মুসতাযিল ইবনু হুসায়েন হতে...বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তিনি শাইবাহ ইবনু না'আমাহ হতে তিনি ফাতিমাহ বিনতু হুসাইন হতে তিনি ফাতিমাহ আল-কুবরা হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ প্রথম সূত্রটি একেবারে দুর্বল। শুরায়িক আল-কাযী দুর্বল। আর বিশ্‌র ইবনু মিহরান সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম বলেন ঃ আমার পিতা তার হাদীছ পরিত্যাগ করেছেন।

মানাবী হায়ছামীর অনুসরণ করে এর দ্বারাই হাদীছটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন। তাদের উভয়ের নিকটেই লুক্কায়িত রয়ে গেছে যে, হাদীছটির সনদে মুহাম্মাদ ইবনু যাকারিয়া আল-গাল্লাবী রয়েছেন। অথচ তিনি মিথ্যুক।

তবে দ্বিতীয় সূত্রটি এর চেয়ে উত্তম। কারণ শাইবাহ ইবনু না'আমাহকে ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর ইবনু হিব্বান (১/৩৫৮) বলেছেন ঃ

তিনি আনাস (ﷺ) হতে এমন হাদীছ বর্ণনা করেছেন যা তার হাদীছের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। তিনি নির্ভরযোগ্যদের থেকে সে সব হাদীছ বর্ণনা করেছেন যেগুলো তাদের হাদীছ বিরোধী। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা জায়েয নয়।

অতঃপর তার নিকট বিষয়টি অস্পষ্ট হয়ে গেলে তিনি তাকে নির্ভরযোগ্যদের মধ্যেও উল্লেখ করেছেন। তবে নির্ভরযোগ্য হচ্ছে এই যে, তিনি দুর্বল।

হায়ছামী (৯/১৭৩) বলেন ঃ শাইবাহর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা জায়েয না।

মানাবী বলেন ঃ হাদীছটি ইবনুল জাওযী "আল-আহাদীছুল ওয়াহিয়াহ" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ হাদীছটি সহীহ নয়। মুসান্নিফ (সুয়ূতী) কর্তৃক হাসান বলা সঠিক না।

٨٠٣. (كُلُّ مَنْ وَرَدَ الْقِيَامَةَ عَطْشَانُ).

৮০৩। কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিই তৃষ্ণায় নিপতিত হবে।

হাদীছটি জাল।

এটি আল-খাতীব (৩/৩৫৬) মুহাম্মাদ ইবনু হারূন ইবনে বুরইয়াহ আল-হাশেমী সূত্রে আস-সারিউ ইবনু আসেম হতে তিনি ইবনুস সাম্মাক হতে তিনি আল-হায়ছাম ইবনু জামায হতে তিনি ইয়াযীদ আর-রুকাশী হতে বর্ণনা করেছেন।

আল-খাতীব বলেন ঃ ইবনু বুরইয়াহর হাদীছে বহু মুনকার রয়েছে। দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি কিছুই না।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আল-খাতীব অন্যত্র (৭/৪০৩) বলেন ঃ তিনি যাহেবুল হাদীছ, তাকে জাল করার দোষে দোষী করা হয়। ইবনু আসাকির বলেন ঃ তিনি হাদীছ জালকারী।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি এককভাবে বর্ণনা করেননি। আবূ নো'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" (৩/৫৪,৮/২১৬) গ্রন্থে আলী ইবনুল মুবারাক আল-মাসরূরী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এই মাসরূরী দ্বারা সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায় না। আল-খাতীব (১২/১০৫-১০৬) তার হেফযে ত্রুটি থাকার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আর হাফিয যাহাবী মিথ্যা হাদীছ দ্বারা তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থের "আল-ফাযায়েল" অধ্যায়ে হাদীছটি উল্লেখ করেছেন।

এ ছাড়া বর্ণনাকারী আস-সারিউ ইবনু আসেমকে ইবনু খাররাশ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আর নাক্কাশ তাকে হাদীছ জাল করার দোষে দোষী করেছেন। যাহাবী তার কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এগুলো তার বিপদ ও মুসীবত।

তাছাড়া হায়ছাম ইবনু জামায মাতরূক যেমনটি নাসাঈ ও আস-সাজী বলেছেন। বরং আল-বারকী তাকে মিথ্যুকদের দলে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আর ইয়াযীদ আর-রুকাশী দুর্বল।

জানি না কিভাবে সুয়ূতী হাদীছটিকে "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে আবূ নো'য়াইমের বর্ণনায় উল্লেখ করা জায়েয মনে করলেন। অথচ তাতে সেই সব মিথ্যুক এবং দুর্বল বর্ণনাকারীগণ রয়েছেন।

٨٠٤. (الإِيْمَانُ بِالْقَدَرِ يُذْهِبُ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ).

৮০৪। তকদীরে বিশ্বাস স্থাপন চিন্তা ও বিষণ্নতা দূর করে।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি কাযা'ঈ "মুসনাদুশ শিহাব" (১/১৮) গ্রন্থে আবূ সা'ঈদ আল-হাসান ইবনু আহমাদ আত-তূসী হতে তিনি জামাহির ইবনু মুহাম্মাদ হতে তিনি আলী ইবনুল হুসাইন হতে তিনি আল-মাযাহেম ইবনু আওয়াম হতে তিনি আওযা'ঈ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। আওযা'ঈ ছাড়া এ সনদটির বর্ণনাকারীদের একজনকেও আমি চিনি না।

অতঃপর আমি দাইলামীর "মুসনাদুল ফিরদাউস" (১/২/৩৫৯) গ্রন্থে হাকিমের সূত্রে হাদীছটি সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। তাতে আবাদাহ ইবনু আবী লুবাবাহ রয়েছেন, তিনি নির্ভরযোগ্য। সমস্যা হচ্ছে তার নীচের বর্ণনাকারীদের মধ্যে।

সুয়ূতী হাদীছটি হাকিম কর্তৃক তার "আত-তারীখ" গ্রন্থের বর্ণনা এবং কাযা'ঈর বর্ণনা হতে "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। মানাবী বলেন ঃ

তাতে আস-সারিউ ইবনু আসেম হামাদানী রয়েছেন। যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে তার সম্পর্কে বলেন ঃ তাকে ইবনু আদী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আরো বলেছেন ঃ তিনি হাদীছ চোর। তাকে ইবনু খার্‌রাশ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ হাদীছটি তার বিপদগুলোর একটি। ইবনুল জাওযী হাদীছটি তার "আল-ওয়াহিয়াত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আস-সারিউ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হালাল নয়। তার সম্পর্কে পূর্বের হাদীছটিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৮০৫. (إِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ أَن يَّجْعَلَ عَبْدًا لِلْخِلَافَةِ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ).

৮০৫। যখন আল্লাহ তা'আলা তার কোন বান্দাকে খেলাফাত দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন, তখন তাঁর হাত দিয়ে তার ললাট মুছে দেন।

হাদীছটি জাল।

এটি আল-খাতীব "আত-তারীখ" (২/১৫০) গ্রন্থে মুসিররাহ ইবনু আব্দিল্লাহ হতে তিনি আল-হাসান ইবনু ইয়াযীদ হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক হতে তিনি সুলায়মান ইবনু মিহরান হতে তিনি ইব্‌রাহীম ইবনু জা'ফার আল-আনসারী...হতে বর্ণনা করেছেন।

আল-খাতীব বলেন ঃ মুসিররাহ ইবনু আব্দিল্লাহ যাহেবুল হাদীছ।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাফিয যাহাবী তার জীবনীতে হাদীছটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি বানোয়াট। হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে আল-খাতীবের উদ্ধৃতিতে বলেছেন ঃ এ হাদীছটি মিথ্যা। মুসিররাহই হচ্ছে তার কারণ। আমি বলছি ঃ এটি তার বানোয়াটগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাফিয ইবনু হাজার তার তৃতীয় একটি হাদীছ উল্লেখ করে বলেছেন ঃ মুসিররাহ মিথ্যুক, জালকারী। আল-খাতীবের বর্ণনায় সুয়ূতী হাদীছটি "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করে ভাল করেননি। কারণ আল-খাতীব নিজেই বলেছেন ঃ হাদীছটি মিথ্যা।

ইবনু আব্বাস হতে বর্ণিত সম্মুখের হাদীছটি তার কোন উপকারে আসবে না। কারণ তাতেও হাদীছ জালকারী রয়েছেন। অনুরূপ আবূ হুরাইরার (ﷺ) হাদীছও হাদীছটিকে শক্তিশালী করে না। যেটি উকায়লী "আয-যো'য়াফা" (৪১৭) গ্রন্থে, ইবনু আদী "আল-কামিল" (২/৩২৭) গ্রন্থে এবং ইবনুন নাজ্জার (১০/১৮৩/১) মুস'আব আন-নাওফালী হতে ... বর্ণনা করেছেন। উকায়লী বলেন ঃ

মুস'আব আন-নাওফালী মাজহূল। তার হাদীছ নিরাপদ নয়। তার অনুসরণও করা যায় না। ইবনু আদী বলেন ঃ এ হাদীছটি এ সনদে মুনকার।

٨٠٦. (إِنَّ اللهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقًا لِلْخِلَافَةِ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَتِهِ، فَلَا تَقَعُ عَلَيْهِ عَيْنُ أَحَدٍ إِلاَّ أَحَبَّهُ).

৮০৬। যখন আল্লাহ তা'আলা তার কোন সৃষ্টিকে খেলাফাত দেয়ার ইচ্ছায় সৃষ্টি করেন, তখন তাঁর হাত দিয়ে তার কপাল মুছে দেন। ফলে তার উপর কোন ব্যক্তির দৃষ্টি পড়লেই সে তাকে ভালবাসে।

হাদীছটি জাল।

এটি হাকিম (৩/৩৩১) আবূ বাক্র ইবনু আবী দারেম আল-হাফিয হতে তিনি আবূ ইসহাক মুহাম্মাদ ইবনু হারূণ হতে তিনি মূসা ইবনু আব্দিল্লাহ হতে তিনি ইয়া'কূব ইবনু জা'ফার হতে ...বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন ঃ এ হাদীছটির বর্ণনাকারী শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সকলেই হাশেমী তার সম্মানিত হওয়ার দিক দিয়ে প্রসিদ্ধ।

হাফিয যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন ঃ তারা নির্ভরযোগ্য নন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার কথায় অস্পষ্টতা রয়েছে। এখানে বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো ঃ

আবূ জা'ফার আল-মানসূর আব্বাসীয়দের প্রসিদ্ধ খালীফাহ। হাদীছের ক্ষেত্রে তার অবস্থা পরিচিত নয়।

ইয়াকূব ইবনু জা'ফার ইবনে সুলায়মান ও তার পিতার জীবনী কে আলোচনা করেছেন আমি পাচ্ছি না।

মুহাম্মাদ ইবনু হারূণ- তিনিই হচ্ছেন হাদীছটির সমস্যা। তিনি ইবনু বুরইয়াহ নামে প্রসিদ্ধ। আল-খাতীব তার জীবনী আলোচনা করে (৩/৩৫৬) বলেছেন ঃ

তার হাদীছে বহু মুনকার রয়েছে। অতঃপর তিনি দারাকুতনীর উদ্ধৃতিতে বলেছেন ঃ তিনি কিছুই না।

অন্যত্র আল-খাতীব (৭/৪০৩) বলেন ঃ তিনি যাহেবুল হাদীছ। জাল করার দোষে দোষী।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" (৪/৩২৮/২) গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি আবূ জা'ফার আল-মানসূরের ছেলে। তিনি হাদীছ জালকারী।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি তার জালকৃত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

হাদীছটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (৩/৯৭) গ্রন্থে দু'টি সূত্রে আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) এবং আনাস (ﷺ) হতে উল্লেখ করেছেন। সে দু'টো সম্পর্কে ২২১৭ নম্বর হাদীছে আলোচনা আসবে।

٨٠٧. (أَبْغَضُ الْعِبَادِ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ مَنْ كَانَ ثَوْبَاهُ خَيْرًا مِنْ عَمَلِهِ؛ أَنْ تَكُوْنَ ثِيَابُهُ ثِيَابَ الأَنْبِيَاءِ، وَعَمَلُهُ عَمَلَ الْجَبَّارِيْنَ).

৮০৭। আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত বান্দাহ সেই, যার কাপড় দু'টি তার কর্মের তুলনায় বেশী উত্তম। তার কাপড়গুলো হবে নাবীগণের কাপড় আর তার কর্ম হবে দাম্ভিকদের কর্ম।

হাদীছটি জাল।

এটি উকায়লী "আয-যো'য়াফা" (১৭২) গ্রন্থে লাইছের কাতিব আবূ সালেহ হতে তিনি সুলায়েম ইবনু ঈসা হতে তিনি সুফিয়ান ছাওরী হতে তিনি জা'ফার ইবনু বুরকান হতে তিনি মায়মূন ইবনু মিহরান হতে...বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর বলেছেন ঃ সুলায়েম মাজহূল। তার হাদীছ মুনকার, নিরাপদ নয়। হাফিয যাহাবী বলেন ঃ তিনি ছাওরী হতে মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছেন। উকায়লী সেটিকে উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর তিনি (যাহাবী) তার সূত্রেই হাদীছটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি বাতিল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (৩/৫১) গ্রন্থে উকায়লীর সূত্রে উল্লেখ করে তার কথা দ্বারা সমস্যা বর্ণনা করে বলেছেন ঃ ইমাম আহমাদ বলেন ঃ তিনি (সুলায়েম) কিছুই না। সুয়ূতী "আল-লাআলী" (নং ২২৮৭) গ্রন্থে হাদীছটি যে জাল তা স্বীকার করেছেন। যাহাবী যে বলেছেন ঃ হাদীছটি বাতিল তিনি তাও উল্লেখ করেছেন। ইবনু ইরাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ" (২/৩৩৫) গ্রন্থেও তাকে সমর্থন করেছেন।

তা সত্ত্বেও সুয়ূতী হাদীছটি "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উকায়লী ও দাইলামীর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন! এ কারণে তার ভাষ্যকার মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ ইবনুল জাওযী বলেন ঃ হাদীছটি বানোয়াট। আর সুয়ূতী তা "আল-জামে'উল কাবীর" গ্রন্থে স্বীকার করেছেন। ইবনু ইরাক এবং আল-হিন্দীও হাদীছটি বানোয়াট বলে হুকুম লাগিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এই সুলায়েম ইবনু ঈসা হচ্ছেন সুলায়মান ইবনু ঈসা ইবনে নাজীহ। তিনি মিথ্যার দোষে দোষী। দাইলামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" (১/১/৮০) গ্রন্থে সুলায়মান ইবনু ঈসা ইবনে নাজীহর মাধ্যমে ছাওরী হতে এরূপই বর্ণনা করেছেন।

তার পরক্ষণেই হাফিয বলেন ঃ সুলায়মান মাতরূক।

যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি হালেক। জুযজানী বলেন ঃ তিনি সুস্পষ্ট মিথ্যুক। আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক। ইবনু আদী বলেন ঃ তিনি হাদীছ জালকারী।

٨٠٨. (أَوْحَى اللهُ إِلَى الدُّنْيَا: أَنِ اخْدِمِيْ مَنْ خَدَمَنِيْ، وَأَتْعِبِيْ مَنْ خَدَمَكِ).

৮০৮। আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার নিকট অহী মারফৎ বলেন ঃ তুমি খেদমাত কর সেই ব্যক্তির যে আমার খেদমাত করে। আর কষ্ট দাও সেই ব্যক্তিকে যে তোমার খেদমাত করে।

হাদীছটি জাল।

এটি আল-খাতীব "আত-তারীখ" (৮/৪৪) গ্রন্থে হুসাইন ইবনু দাউদ আল-বালখী হতে তিনি ফুযায়েল ইবনু আয়ায হতে তিনি মানসূর হতে তিনি ইব্রাহীম হতে...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ

ফুযায়েল হতে হুসাইন এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এটি বানোয়াট। হুসাইন ব্যতীত সকলেই নির্ভরযোগ্য।

হাদীছটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (৩/১৩৬) গ্রন্থে আল-খাতীবের সূত্রে এবং অন্য সূত্রেও হুসাইন আল-বালখী হতে উল্লেখ করেছেন।

٨٠٩. (أَنْزَلَ اللهُ إِلَيَّ جِبْرِيْلَ فِيْ أَحْسَنِ مَا كَانَ يَأْتِيْ صُوْرَةً فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ يَا مُحَمَّدُ! وَيَقُوْلُ لَكَ: إِنِّيْ أَوْحَيْتُ إِلَى الدُّنْيَا أَنْ تُمَرِّرِيْ وَتُكَدِّرِيْ وَتُضَيِّقِيْ وَتُشَدِّدِيْ عَلَى أَوْلِيَائِيْ؛ كَيْ يُحِبُّوْا لِقَائِيْ، وَتُسَهِّلِيْ وَتُوَسِّعِيْ وَتُطَيِّبِيْ لأَعْدَائِيْ، حَتَّى يَكْرَهُوْا لِقَائِيْ؛ فَإِنِّيْ خَلَقْتُهَا سِجْنًا لأَوْلِيَائِيْ، وَجَنَّةً لأَعْدَائِيْ).

৮০৯। আল্লাহ্ তা'আলা জিবরীলকে আমার নিকট সব চেয়ে সুন্দর আকৃতিতে প্রেরণ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ্ তা'আলা আপনার উপর সালাম প্রেরণ করে বলেছেন ঃ আমি দুনিয়ার নিকট ওহী করে তাকে আমার ওয়ালীদের জন্য তিক্ত, ময়লা যুক্ত, সংকীর্ণ এবং কঠোর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছি। যাতে করে তারা আমার সাক্ষাত প্রাপ্তিকে ভালবাসে। আর সহজ, প্রসস্ত ও সুগন্ধিযুক্ত হয়ে যাও আমার দুশমনদের জন্য। যাতে করে তারা আমার সাক্ষাত

লাভকে অপছন্দ করে। কারণ আমি দুনিয়াকে আমার বন্ধুদের জন্য জেলখানা স্বরূপ আর আমার দুশমনদের জন্য জান্নাত স্বরূপ সৃষ্টি করেছি।

হাদীছটি মুনকার।

এটি তাবারানী ও তার থেকে ইবনুল মারযুবান "আল-ফাওয়ায়েদ" (১/২) গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকির "আত-তারীখ" (১৭/৪০৯/১-২) গ্রন্থে বাইহাকীর "আশ-শু'আব" গ্রন্থের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী বলেন ঃ হাদীছটি ওয়ালীদ ইবনু হাম্মাদ আর-রামালী আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনুল ফায্ল ইবনে আসেম হতে তিনি তার পিতা ফায্ল হতে তিনি তার পিতা আসেম হতে...বর্ণনা করেছেন।

বাইহাকী বলেন ঃ এ হাদীছটি একমাত্র এ সনদেই আমরা লিখেছি। তাদের মধ্যে বহু মাজহূল বর্ণনাকারী রয়েছেন।

সুয়ূতী হাদীছটি "আল-লাআলী" (পৃ ঃ ৫০৬) গ্রন্থে পূর্বের হাদীছটির শাহেদ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তিনি "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে শুধুমাত্র বাইহাকীর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন।

যে সব মাজহূল বর্ণনাকারীদের দিকে বাইহাকী ইঙ্গিত করেছেন, তারা হচ্ছেন ফায্ল ইবনু আসেম, তার ছেলে আব্দুল্লাহ এবং তাবারানীর শাইখ ওয়ালীদ আর-রামালী।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটির ভাষাতেও সুস্পষ্ট মুনকার লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

٨١٠. (إِنَّ اللهَ أَمَرَنِيْ بِمُدَارَاةِ النَّاسِ كَمَا أَمَرَنِيْ بِإِقَامَةِ الْفَرَائِضِ).

৮১০। আমাকে আল্লাহ তা'আলা লোকদের সাথে নরম আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, যেরূপ তিনি আমাকে ফরযগুলো আদায় করা নির্দেশ দিয়েছেন।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনু আদী "আল-কামিল" (১/৩৪) গ্রন্থে এবং ইবনু মারদুবিইয়াহ "ছালাছাতু মাজালিস মিনাল আমালী" (১/১৯২) গ্রন্থে বিশ্র ইবনু ওবায়েদ আদ-দারেসী হতে তিনি আম্মার ইবনু আব্দির রহমান হতে তিনি আল-মাস'উদী হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আবী মুলায়কাহ হতে তিনি আয়েশা (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

একই সূত্রে আবূ মুতী' আল-মিসরী "আল-আমালী" (১/৩৩/২) গ্রন্থে এবং দাইলামী (১/২/৩২০) বর্ণনা করেছেন। সুয়ূতী "আদ-দুররুল মানছূর" (২/৯০)

গ্রন্থে হাকীম আত-তিরমিযী এবং ইবনু আদীর উদ্ধৃতিতে এমন এক সনদে উল্লেখ করেছেন যাতে মাতরূক বর্ণনাকারী রয়েছেন। ইবনু আদী বলেন ঃ

বিশ্‌র ইবনু ওবায়েদ মুনকারুল হাদীছ। তিনি স্পষ্ট দুর্বল। তিনি যখন বর্ণনা করেছেন তখন তার ন্যায় দুর্বল বা মাজহূল বর্ণনাকারী হতে বর্ণনা করেছেন। তাকে আযদী মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

যাহাবী তার কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করেছেন। এটি সেগুলোর একটি। অতঃপর বলেছেন ঃ এ হাদীছগুলো সহীহ নয়।

٨١١. (بُعِثْتُ بِمُدَارَاةِ النَّاسِ).

৮১১। আমাকে লোকদের সাথে নরম আচরণ করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

এটি আবূ সা'আদ আল-মালীনী "আল-আরবা'উনুস সূফিয়াহ (২/৮) গ্রন্থে ওবায়দুল্লাহ ইবনু লুউলুউ আস-সূফী হতে তিনি উমার ইবনু ওয়াসেল হতে তিনি সাহল ইবনু ওবায়দিল্লাহ হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু সাওয়ার হতে তিনি মালেক ইবনু দীনার হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল। তার সমস্যা ইবনু লুউলুউ ও তার শাইখ উমারের মধ্যে। তারা উভয়েই বাগদাদী। আল-খাতীব "আত-তারীখ" (১০/৩৫৮) গ্রন্থে বলেন ঃ ঘটনা বর্ণনাকারীদের থেকে এটি একটি বানোয়াট হাদীছ। উমার ইবনু ওয়াসেল এটিকে জাল করেছেন অথবা তার উপর জাল করা হয়েছে।

সুয়ূতী "আল-জামে'" গ্রন্থে বাইহাকীর "আশ-শু'আব" গ্রন্থের বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। এ কারণে মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ

তাতে ওবায়দুল্লাহ ইবনু লুউলুউ উমার ইবনু ওয়াসেল হতে বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি তার থেকে বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আল-খাতীব উমার ইবনু ওয়াসেলকে জাল করার দোষে দোষী করেছেন। তাতে মালেক ইবনু দীনার আয-যাহেদও রয়েছেন। তাকে যাহাবী "আয-যো'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আবার তাকে কেউ কেউ নির্ভরযোগ্যও বলেছেন।

٨١٢. (يَا عَائِشَةُ! أَمَا تَعْلَمِيْنَ أَنَّ اللهَ زَوَّجَنِيْ فِي الْجَنَّةِ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ، وَكُلْثُمَ أُخْتَ مُوْسَى، وَامْرَأَةَ فِرْعَوْنَ).

৮১২। হে আয়েশা! তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের মধ্যে আমাকে মারিয়াম বিনতু ইমরান, মূসার বোন কুলসুম এবং ফেরা'উনের স্ত্রীর সাথে বিয়ে দিয়ে দিবেন।

হাদীছটি মুনকার।

এটি আবুশ শাইখ "আত-তারীখ" (পৃ ঃ ২৮৮) গ্রন্থে সহীহ সনদে আবুর রাবী' আস-সামতী হতে তিনি আব্দুন নূর ইবনু আব্দিল্লাহ হতে তিনি ইউনুস ইবনু শু'য়ায়িব হতে...বর্ণনা করেছেন।

উকায়লী হাদীছটি "আয-যো'য়াফা" (৪৬৯) গ্রন্থে ইব্রাহীম ইবনু আর'আরা সূত্রে আব্দুর নূর হতে...বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

ইউনুস ইবনু শু'য়ায়িবের হাদীছ নিরাপদ নয়। ইমাম বুখারী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। ইবনু আদী বলেন (যেরূপ "আল-লিসান" গ্রন্থে এসেছে) ঃ

তার এ হাদীছটিকেই ইমাম বুখারী ইনকার করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার থেকে বর্ণনাকারী (আব্দুল্লাহ ইবনু সিনান) তার ন্যায় বা তার চেয়েও নিকৃষ্ট। তার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক। অতঃপর তাকে হাদীছ জালকারী হিসাবে দোষারোপ করেছেন।

কিন্তু সুয়ূতী "আল-জামে'" গ্রন্থে তাবারানীর "আল-কাবীর" গ্রন্থের বরাতে সা'আদ ইবনু জানাদাহ হতে...বর্ণনা করেছেন। মানাবী বলেন ঃ

হায়ছামী বলেছেন ঃ তাতে এমন বর্ণনাকারী আছেন, যাকে আমি চিনি না।

٨١٣. (إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَتَبَ الْغَيْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ، وَالْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ، فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيْدِ).

৮১৩। আল্লাহ তা'আলা নারীদের উপর ঈর্ষা করাকে ফরয করেছেন আর পুরুষদের উপর জেহাদকে ফরয করেছেন। নারীদের মধ্য হতে যেজন ধৈর্য ধারণ করবে তার জন্য এক শহীদের সমান ছাওয়াব হবে।

হাদীছটি মুনকার।

এটি তাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" (৩/৬১/২) গ্রন্থে, উকায়লী (পৃ ঃ ২৬৮), ইবনুল আ'রাবী তার "মু'জাম" (১/৮২) গ্রন্থে, তার থেকে কাযা'ঈ (১/৯৩), দুলাবী (২/১০০), ইবনু আদী (২৭৯-২৮০) এবং বায্যার ওবায়েদ ইবনুস সাবাহ হতে তিনি কামিল ইবনুল আলা হতে তিনি আল-হাকাম হতে তিনি ইব্রাহীম হতে তিনি আলকামাহ হতে...বর্ণনা করেছেন। মানাবী বলেন ঃ

বায্যার বলেছেন ঃ হাদীছটি একমাত্র এ সূত্রেই আমরা অবহিত হয়েছি। ওবায়েদের মধ্যে সমস্যা নেই...।

হায়ছামী (৪/৩২০) বলেন ঃ হাদীছটির সনদে ওবায়েদ রয়েছেন, আবূ হাতিম তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। বায্যার তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু আবী হাতিম তার এ হাদীছটি "আল-ইলাল" (১/৩১৩) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ আমি আমার পিতাকে হাদীছটি সম্পর্কে

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেন ঃ এ হাদীছটি মুনকার। আরেকবার বলেন ঃ এ সনদে হাদীছটি বানোয়াট।

যাহাবী ওবায়েদের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে তার মুনকারগুলো উল্লেখ করেছেন।

সম্ভবত তিনি তার এ কথা ভুলে গিয়ে তার অন্য একটি হাদীছকে হাকিমের অনুসরণ করে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন।

٨١٤. (مَا تَشْهَدُ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ لَهْوِكُمْ إِلاَّ الرِّهَانَ وَالنِّضَالَ).

৮১৪। ঘোড় দৌড়ে এবং তীর নিক্ষেপে প্রতিযোগিতা করা ব্যতীত অন্য কোন খেলার জন্য ফেরেশতারা সাক্ষ্য দেন না।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তাবারানী (৩/২০৩/১) আম্র ইবনু আব্দিল গাফ্ফার হতে তিনি আ'মাশ হতে তিনি মুজাহেদ হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল। এই আম্র সম্পর্কে যাহাবী বলেন ঃ তিনি জাল করার দোষে দোষী। আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীছ। ইবনু আদী বলেন ঃ তাকে হাদীছ জাল করার দোষে দোষী করা হয়েছে। উকায়লী ও অন্য বিদ্বানগণ বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ।

তা সত্ত্বেও সুয়ূতী হাদীছটি "আল-জামে'" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

٨١٥. (إِنَّ اللهَ لَيَدْفَعُ بِالْمُسْلِمِ الصَّالِحِ عَنْ مِائَةِ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ جِيْرَانِهِ الْبَلاَءَ).

৮১৫। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা নেককার মুসলিম ব্যক্তির দ্বারা তার প্রতিবেশী একশত পরিবারের বিপদ দূর করে দিবেন।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনু জারীর "আত-তাফসীর" (৫/৫৭৪/৫৭৫৩) গ্রন্থে, উকায়লী "আয-যো'য়াফা" (৪৬৩) গ্রন্থে এবং আল-ওয়াহেদী "আল-ওয়াসীত" (১/৯১/২) গ্রন্থে ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদ আল-আত্তার হতে তিনি হাফ্স ইবনু সুলায়মান হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু সাওকাহ হতে তিনি অবারাহ ইবনু আব্দির রহমান হতে...বর্ণনা করেছেন। উকায়লী বলেন ঃ

ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদ আল-আত্তার শামী- মুনকারুল হাদীছ। তার হাদীছের অনুসরণ করা যায় না। তিনি বর্ণনার দিক দিয়ে প্রসিদ্ধ নন। ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি কিছুই না।

ইবনু আদী বলেন ঃ হাফ্স ছাড়া ইবনু সাওকাহ হতে অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। তার অধিকাংশ হাদীছ নিরাপদ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি হচ্ছেন আবূ উমার আল-আসাদী আল-কারী। তিনি খুবই দুর্বল। বরং ইবনু খাররাশ বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক, হাদীছ জালকারী।

সুয়ূতী হাদীছটি তাবারানীর বর্ণনায় "আল-জামে'" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তার ভাষ্যকার মানাবী বলেছেন ঃ মুনযেরী হাদীছটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। হায়ছামী বলেন ঃ তাতে ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদ আল-আত্তার রয়েছেন, তিনি দুর্বল। "আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে ঃ ইবনু মা'ঈন এই ইয়াহইয়াকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর আবূ দাউদ তাকে নিতান্তই দুর্বল বলেছেন। ইবনু খুযায়মাহ বলেন ঃ তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। অতঃপর তিনি তার এ হাদীছটি উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাফ্স ইবনু সুলায়মানের দ্বারা হাদীছটির সমস্যা বর্ণনা করাই উত্তম যেমনটি ইবনু আদী করেছেন। কারণ তিনি অত্যন্ত দুর্বল এবং তিনি আত্তারের উপরের স্তরের।

٨١٦. (شَهِيْدُ الْبَرِّ يُغْفَرُ لَهُ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ وَالأَمَانَةَ، وَشَهِيْدُ الْبَحْرِ يُغْفَرُ لَهُ كُلُّ ذَنْبٍ وَالدَّيْنُ وَالأَمَانَةُ).

৮১৬। স্থলের শহীদের ঋণ এবং আমানত ব্যতীত সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর সমুদ্রের শহীদের ঋণ ও আমানতের গুনাহ্ সহ সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি আবূ নো'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" (৮/৫১) গ্রন্থে এবং ইবনুন নাজ্জার (১০/১৬৭/২) নাজদাহ ইবনুল মুবারাক হতে তিনি হাসান আল-মুরহেবী হতে তিনি তালূত হতে তিনি ইব্রাহীম ইবনু আদহাম হতে তিনি হিশাম হতে তিনি ইয়াযীদ আর-রুকাশী হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল। এই নাজদাহ সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ তিনি মাকবূল (গ্রহণযোগ্য)। আর ইয়াযীদ আর-রুকাশী আয-যাহেদ দুর্বল।

হাদীছটি সুয়ূতী "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে আবূ নো'য়াইমের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। এ কারণে মানাবী তার সমালোচনা করেছেন।

٨١٧. (شَهِيْدُ الْبَحْرِ مِثْلُ شَهِيْدِ الْبَرِّ، وَالْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ فِي الْبَرِّ، وَمَا بَيْنَ الْمَوْجَتَيْنِ كَقَاطِعِ الدُّنْيَا فِي طَاعَةِ اللهِ، وَإِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ

وَكَّلَ مَلَكَ الْمَوْتِ بِقَبْضِ الأَرْوَاحِ إِلاَّ شَهِيْدَ الْبَحْرِ، فَإِنَّهُ يَتَوَلَّى قَبْضَ أَرْوَاحِهِمْ، وَيَغْفِرُ لِشَهِيْدِ الْبَرِّ الذُّنُوْبَ كُلَّهَا إِلاَّ الدَّيْنَ، وَلِشَهِيْدِ الْبَحْرِ الذُّنُوْبَ وَالدَّيْنَ).

৮১৭। দরিয়ার শহীদ স্থলের শহীদের ন্যায়। দরিয়ার মধ্যে ঝুলন্ত ব্যক্তি স্থলে তার রক্তে রঞ্জিত ব্যক্তির ন্যায়। দুই তরঙ্গের মধ্যে পার্থক্য আল্লাহর আনুগত্যের জন্য দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারীর ন্যায়। আল্লাহ তা'আলা দরিয়ার শহীদ ব্যতীত সকল আত্মা কব্য করার জন্য মালাকুল মাওতকে দায়িত্ব দিয়েছেন। কারণ তিনি নিজে তাদের আত্মা কবয করবেন। তিনি স্থলের শহীদের ঋণ ব্যতীত সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। আর দরিয়ার শহীদের ঋণ সহ সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু মাজাহ (নং ২৭৭৮) এবং তাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" (কাফ ১/২৫) গ্রন্থে কায়স ইবনু মুহাম্মাদ আল-কিন্দী হতে তিনি উফায়ের ইবনু মি'দান আশ-শামী হতে তিনি সুলায়েম ইবনু আমের হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। বরং অধিকাংশ ধারণা এই যে, এটি নির্ভরযোগ্য সুলায়েম ইবনু আমেরের উপর বানোয়াট হাদীছ। কারণ হাদীছটির ভাষায় এমন অতিরঞ্জন করা হয়েছে যা সহীহ হাদীছগুলোর মধ্যে মিলে না। আমার নিকট এটির সমস্যা হচ্ছে এই উফায়ের। কারণ তিনি মিথ্যার দোষে দোষী। আবূ হাতিম বলেন ঃ

তিনি সুলায়েম হতে... এরূপ বহু কিছু বর্ণনা করেছেন যেগুলোর কোন ভিত্তি নেই।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত। তার একটি জাল হাদীছ (২৯১) নম্বরে আলোচিত হয়েছে।

হাদীছটি সুয়ূতী "আল-জামে'" গ্রন্থে ইবনু মাজাহ এবং তাবারানীর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। মানাবী বলেন ঃ

যায়ন আল-ইরাকী বলেছেন ঃ উফায়ের ইবনু মি'দান নিতান্তই দুর্বল।

জেনে রাখুন! এ হাদীছ এবং উপরের হাদীছটি সহীহ হাদীছ বিরোধী। রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين"

'ঋণ ব্যতীত শহীদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।' এটি ইমাম মুসলিম সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ ইবনু উমারের (রাঃ) হাদীছ হতে বর্ণনা করেছেন। দেখুন "ইরওয়াউল গালীল" (১১৮২), "তাখরীজু মুশকিলাতুল ফাক্র" (৬৭) এবং "তাখরীজুল হালাল ওয়াল হারাম" (৩৪৮)।

٨١٨. (لاَ تَتَوَضَّؤُوْا فِي الْكَنِيْفِ الَّذِيْ تَبُوْلُوْنَ فِيْهِ؛ فَإِنَّ وَضُوْءَ الْمُؤْمِنِ يُوْزَنُ مَعَ حَسَنَاتِهِ).

৮১৮। তোমরা সেই পায়খানার মধ্যে উযূ করো না যাতে তোমরা পেশাব করো। কারণ মু'মিনের উযুর পানি তার সৎ কর্মগুলোর সাথে ওজন করা হবে।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনুন নাজ্জার (১০/১২৯/১) ইয়াহইয়া ইবনু আম্বাসাহ হতে তিনি হুমায়েদ হতে তিনি আনাস (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এই ইয়াহইয়া সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি দাজ্জাল, জালকারী। ইবনু আদী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ।

যাহাবী তার কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর বলেছেন ঃ এ সবগুলো তারই জালকৃত।

٨١٩. (آفَةُ الدِّيْنِ ثَلاَثَةٌ: فَقِيْهٌ فَاجِرٌ، وَإِمَامٌ جَائِرٌ، وَمُجْتَهِدٌ جَاهِلٌ).

৮১৯। দ্বীনের বিপদ হচ্ছে তিনটি ঃ পাপাচারী ফাকীহ, অত্যাচারী ইমাম এবং অজ্ঞ মুজতাহিদ।

হাদীছটি জাল।

এটি আবূ নো'য়াইম "আখবারু আসফাহান" (২/৩২৮) গ্রন্থে এবং তার থেকে দাইলামী "আল-মুসনাদ" (১/১/৭৬) গ্রন্থে নাহ্শাল ইবনু সা'ঈদ আত-তিরমিযী হতে তিনি যহ্হাক হতে তিনি ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি একেবারে দুর্বল। তাতে দু'টি সমস্যা রয়েছে ঃ

১। যহ্হাক এবং ইবনু আব্বাস (ﷺ)-এর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা।

২। নাহ্শাল ইবনু সা'ঈদ মিথ্যুক। যেমনটি ইবনু রাহওয়াইহ এবং তায়ালিসী বলেছেন। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে যা তাদের হাদীছ নয় তাই বর্ণনা করতেন। আবূ সা'ঈদ আন-নাক্কাশ বলেন ঃ তিনি যহ্হাক হতে বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

হাফিয সুয়ূতীর তার শর্ত পূরণ করার স্বার্থে হাদীছটি "আল-জামে'" গ্রন্থে উল্লেখ না করা উচিত ছিল।

٨٢٠. (أَجْوَعُ النَّاسِ طَالِبُ الْعِلْمِ، وَأَشْبَعُهُمُ الَّذِيْ لاَ يَبْتَغِيْهِ).

৮২০। সর্বাপেক্ষা ক্ষুধার্ত ব্যক্তি হচ্ছে জ্ঞান অর্জনকারী আর সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা তৃপ্ত যে তা তালাশ করে না।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু হিব্বান "কিতাবুল মাজরূহীন" (২/২৬১-২৬২) গ্রন্থে, আবূ নো'য়াইম "আখবারু আসফাহান" (১/২৫৯) গ্রন্থে এবং তার থেকে দাইলামী (১/১/৮৫) মুহাম্মাদ ইবনুল হারিছ হতে তিনি ইবনুল বায়লামানী হতে তিনি তার পিতা হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটির সমস্যা হচ্ছে ইবনুল বায়লামানী। তার নাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান। যাহাবী বলেন ঃ মুহাদ্দিছগণ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। নাসাঈ ও আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি তার পিতা হতে আনুমানিক দু'শত হাদীছ সম্বলিত একটি কপি বর্ণনা করেছেন, যার সবগুলোই বানোয়াট।

আমি বলছি ঃ অতঃপর তিনি তার হাদীছগুলো উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে এটিও রয়েছে। ইবনু আদী বলেন ঃ বায়লামানী যা কিছুই বর্ণনা করবেন তার সমস্যা তিনি নিজেই। মুহাম্মাদ ইবনু হারিছও দুর্বল।

হাফিয ইবনু হাজার "আল-গারায়েবুল মুলতাকাত মিন মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে বলেন ঃ মুহাম্মাদ এবং তার শাইখ দুর্বল।

৮২১. (احْبِسُوْا عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ضَالَّتَهُمْ، قَالُوْا: وَمَا ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ قَالَ: الْعِلْمُ).

৮২১। তোমরা মু'মিনদের হারিয়ে যাওয়া বস্তুকে আটক করো। তারা বললো ঃ মু'মিনদের হারিয়ে যাওয়া বস্তু কী? তিনি বললেন ঃ জ্ঞান।

হাদীছটি জাল।

এটি দাইলামী "আল-মুসনাদ" (১/১/২০) গ্রন্থে এবং আফীফুদ্দীন আবুল মা'আলী "ফাযলুল ইল্ম" (১/১১৪) গ্রন্থে আম্র ইবনু হুক্কাম হতে তিনি বাক্র হতে তিনি যিয়াদ ইবনু আবী হাস্সান হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি বানোয়াট। এই যিয়াদ সম্পর্কে হাকিম এবং নাক্কাশ বলেন ঃ তিনি আনাস (ﷺ) ও অন্যদের থেকে বহু বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

শু'বাহ তার ব্যাপারে খুবই কঠোর ছিলেন। তিনি তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মাতরূক।

বাক্র হচ্ছেন ইবনু খুনায়েস। তার সম্পর্কে নাসাঈ ও অন্য বিদ্বানগণ বলেছেন ঃ তিনি দুর্বল। ইবনু হিব্বান "আল-মাজরূহীন" (১/১৮৬) গ্রন্থে বলেন ঃ

তিনি বাস্রী এবং কূফীদের থেকে বানোয়াট বহু কিছু বর্ণনা করেছেন। এমনকি হৃদয় ধাবিত হবে যে, তিনি তা ইচ্ছাকৃতই করেছেন।

আর আম্র ইবনু হুক্কাম দুর্বল। হাদীছটির বিপদ তার উপরের ব্যক্তি হতে।

আজব ব্যাপার এই যে, সুয়ূতী নিজে হাদীছটি "যায়লুল আহাদীছিল মাওযূ'আহ" (পৃ ঃ ৪২) গ্রন্থে উল্লেখ করার পরেও কিভাবে "আল-জামে'" গ্রন্থে দাইলামী এবং ইবনুন নাজ্জারের "আত-তারীখ" গ্রন্থের বর্ণনা হতে উল্লেখ করলেন!

যাতে ইব্রাহীম ইবনু হানী রয়েছেন। যাহাবী তাকে "আয-যো'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ তিনি মাজহূল বাতিলগুলো বর্ণনা করেছেন। আম্রকে ইমাম আহমাদ ও নাসাঈ পরিত্যাগ করেছেন। দারাকুতনী বাক্রকে মাতরূক আখ্যা দিয়েছেন।

٨٢٢. (إِذَا كَتَبْتُمُ الْحَدِيْثَ فَاكْتُبُوْهُ بِإِسْنَادِهِ، فَإِن يَكُ حَقًّا كُنْتُمْ شَرِيْكًا فِي الأَجْرِ، وَإِن يَكُ بَاطِلاً كَانَ وِزْرُهُ عَلَيْهِ).

৮২২। তোমরা যখন হাদীছ লিখবে, তখন তা সনদসহ লিখ। কারণ যদি হাদীছটি সত্য হয়, তাহলে তোমরাও ছাওয়াবের ভাগী হবে আর যদি বাতিল হয় তাহলে তার গুনাহ তার উপরেই বর্তাবে।

হাদীছটি জাল।

এটি উছমান ইবনু মুহাম্মাদ আল-মাহমী "হাদীছ" (১/২০৮) গ্রন্থে আব্বাদ ইবনু ইয়াকূব হতে তিনি সা'ঈদ ইবনু আম্র আল-আম্বারী হতে তিনি মুস'ইদাহ ইবনু সাদাকাহ হতে তিনি জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে মুস'ইদাহ ইবনু সাদাকাহ। দারাকুতনী তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি মাতরূক।

যাহাবী তার এ হাদীছটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি বানোয়াট। হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

সুয়ূতী এই দুই শাইখের কথাকে ভুলে গিয়ে "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। এ কারণে মানাবী যাহাবীর ভাষ্য উল্লেখ করে তার সমালোচনা করেছেন।

٨٢٣. (اعْمَلْ لِوَجْهٍ وَاحِدٍ يَكْفِكَ الْوُجُوْهَ كُلَّهَا).

৮২৩। তুমি এক চেহারার (সত্তার) জন্য আমল করো, তাহলে তা তোমাকে সকল চেহারা (সত্তা) হতে রক্ষা করবে।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি সাহমী "তারীখু জুরজান" (১৭০,৩৫০) গ্রন্থে আবূ হুরমুয হতে তিনি আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। আবূ হুরমুযের নাম নাফে' ইবনু হুরমুয। তার সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি মাতরূক, যাহেবুল হাদীছ। নাসাঈ বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

ইবনু মা'ঈন তার ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগেছেন। একবার তিনি তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আরেকবার বলেছেন ঃ তার হাদীছ লিখা যাবে না। আরেকবার বলেছেন ঃ তাকে আমি চিনি না। আরেকবার বলেছেন ঃ তিনি কিছুই না।

হাদীছটি সুয়ূতী "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে দাইলামী ও ইবনু আদীর বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। এ কারণে মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ

তাতে আবূ আব্দির রহমান আস-সুলামী রয়েছেন। তিনি সূফীদের জন্য হাদীছ জালকারী। তাতে আরো রয়েছেন, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনে হারূণ, তার সম্পর্কে যাহাবী "আয-যো'য়াফা" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি জাল করার দোষে দোষী। ইবনু মা'ঈন তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। আবূ হাতিম তাকে পরিত্যাগ করেছেন। ইমাম আহমাদ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সুলামী ও ইবনু হারূণ সাহমীর সনদে নাই। ইবনু আদীরও সনদে নেই। অতএব সাহমীর বর্ণনার সমস্যা হচ্ছে আবূ হুরমুয। তখন হাদীছটি জালের পর্যায়ে পৌঁছায় না।

٨٢٤. (بَجِّلُوْا الْمَشَايِخَ؛ فَإِنَّ تَبْجِيْلَ الْمَشَايِخِ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ تَعَالَى).

৮২৪। তোমরা শাইখদেরকে সম্মান প্রদর্শন করো; কারণ তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করলে আল্লাহকে সম্মান করা হয়।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু হিব্বান "আল-মাজরূহীন" (২/৪) গ্রন্থে ইবনু আদী (২/২০৩) এবং ইবনু মান্দাহ "তারীখু আসফাহান" (কাফ ২/২৩৫) গ্রন্থে সাখ্‌র ইবনু মুহাম্মাদ আল-হাজেবী হতে তিনি লাইছ ইবনু সা'আদ হতে তিনি যুহরী হতে তিনি আনাস (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

একই সূত্রে হাদীছটি লাহেক ইবনু মুহাম্মাদ আল-ইসকাফী তার "শুয়ূখ" (১/১১৫) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি বানোয়াট। তার সমস্যা এই সাখ্‌র। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তার থেকে বর্ণনা করাই হালাল নয়। তার সম্পর্কে ইবনু তাহের বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক। ইবনু আদী বলেন ঃ তিনি হাদীছ জাল করতেন। তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বাতিল হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেন ঃ এ হাদীছটি লাইছের উপর জালকৃত।

হাদীছটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (১/১৮২) গ্রন্থে ইবনু হিব্বানের বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন। সুয়ূতী "আল-লাআলী" (১/১৪৯) গ্রন্থে তাকে সমর্থন করেছেন।

٨٢٥. (جَبَلُ الْخَلِيْلِ جَبَلٌ مُقَدَّسٌ، وَإِنَّ الْفِتْنَةَ لَمَّا ظَهَرَتْ فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَوْحَى اللهُ تَعَالَى إِلَى أَنْبِيَائِهِمْ أَن يَّفِرُّوْا بِدِيْنِهِمْ إِلَى جَبَلِ الْخَلِيْلِ).

৮২৫। খালীলের পাহাড় পবিত্র পাহাড়, বানু ইসরাঈলের মধ্যে যখন ফিতনা-ফাসাদ প্রকাশ পেয়েছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের নাবীগণের নিকট ওহী মারফৎ নির্দেশ দিয়েছিলেন তারা যেন তাদের ধর্মকে ধারণ করে খালীল পাহাড়ের দিকে চলে যায়।

হাদীছটি মুনকার।

এটি ইবনু আসাকির (১/১৭২/১) ইব্রাহীম ইবনু নাসেহ হতে তিনি নো'য়াইম ইবনু হাম্মাদ হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু হুমায়েদ হতে তিনি ওয়াযীন ইবনু আতা হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল। কারণ এটি মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও তার বর্ণনাকারী নো'য়াইম ইবনু হাম্মাদ খুবই দুর্বল।

ইব্রাহীম ইবনু নাসেহ আল-আসফাহানী সম্পর্কে আবূ নো'য়াইম বলেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীছ। ইবনু মারদুবিয়াহ তার "তারীখ" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি তার মুনকারগুলোর অন্তর্ভুক্ত। বরং আমি এটি বানোয়াট হওয়ার আশঙ্কা করছি।

সুয়ূতী হাদীছটি "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। মানাবী শুধুমাত্র মুরসাল বলে কারণ দর্শিয়েছেন।

٨٢٦. (دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، فَرَأَيْتُ فِيْهَا جَنَابِذَ مِنْ لُؤْلُؤٍ، تُرَابُهَا الْمِسْكُ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا يَا جِبْرِيْلُ؟ فَقَالَ: هَذَا لِلْمُؤَذِّنِيْنَ وَالأَئِمَّةِ مِنْ أُمَّتِكَ).

৮২৬। আমি জান্নাতে প্রবেশ করে দেখলাম তাতে মতির তৈরি বহু উচু টিলা, যার মাটি মিস্কে আম্বার। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটি কার জন্য হে জিবরীল? তিনি বললেন ঃ এটি মুয়ায্যিন ও আপনার উম্মাতের ইমামদের জন্য।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু আদী (৩১৩/১) মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহীম আশ-শামী হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল আলা আল-আইলী হতে তিনি ইউনুস ইবনু ইয়াযীদ আল-আইলী হতে তিনি যুহরী হতে...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

মুহাম্মাদ ইবনু ইব্‌রাহীম আশ-শামী ছাড়া অন্য কেউ এটিকে বর্ণনা করেছেন বলে আমি জানি না। তিনি মুনকারুল হাদীছ। তার অধিকাংশ হাদীছ নিরাপদ নয়।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক। হাফিয যাহাবী বলেন ঃ দারাকুতনী সত্য কথা বলেছেন। ইবনু মাজাহ তাকে চিনেন নি। ইবনু হিব্বান "আয-যো'য়াফা" (২/২৯৫) গ্রন্থে বলেন ঃ তার থেকে বর্ণনা করাই হালাল নয়, তিনি হাদীছ জাল করতেন।

তা সত্ত্বেও সুয়ূতী হাদীছটি "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে আবূ ই'য়ালার বর্ণনা হতে উল্লেখ করেছেন।

٨٢٧. (ذِهَابُ الْبَصَرِ مَغْفِرَةٌ لِلذُّنُوْبِ، وَذِهَابُ السَّمْعِ مَغْفِرَةٌ لِلذُّنُوْبِ، وَمَا نُقِصَ مِنَ الْجَسَدِ فَعَلَى مِقْدَارِ ذَلِكِ).

৮২৭। দৃষ্টি শক্তি এবং শ্রবণ শক্তি চলে যাওয়া গুনাহ মোচনের কারণ। দেহ হতে যে অংশটুকু কমে যাবে সে পরিমাণ গুনাহ মোচন হবে।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু আদী (২/১২৮), আবুল হাসান আন-না'আলী তার "হাদীছ" (২/১২৮) গ্রন্থে, আবূ নো'য়াইম "আখবারু আসফাহান" (২/২৯৬) গ্রন্থে, এবং আল-খাতীব তার "তারীখ" (২/১৫২) গ্রন্থে দাউদ ইবনু যিব্‌রকান হতে তিনি মাত্‌র হতে তিনি হারূণ ইবনু আনতারাহ হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুস সায়েব হতে তিনি যাযান হতে ...বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেন ঃ

হাদীছটির সনদ ও মতন উভয়টিই মুনকার। এটি দাউদ ইবনু যিব্‌রকান বর্ণনা করেছেন। তিনি যার নিকট হতেই বর্ণনা করেছেন, তাতে কেউ তার অনুসরণ করেনি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি মাতরূক যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন।

আর মাত্‌র হচ্ছেন ওয়াররাক, তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

হাদীছটির সমস্যা হচ্ছে ইবনু যিব্‌রকান।

হাদীছটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (৩/২০৪) গ্রন্থে আল-খাতীবের সূত্রে উল্লেখ করে ইবনু আদীর উল্লেখিত বক্তব্য নকল করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ হারূণের দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। আর দাউদ কিছুই না।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" (২/৪০২) গ্রন্থে এবং ইবনু ইরাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ" (৩৭৯-৩৮০) গ্রন্থে তার বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন।

সুয়ূতী হাদীছটি জাল হিসাবে স্বীকার করার পরেও হাদীছটি "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ফলে মানাবী ইবনুল জাওযী কর্তৃক জাল হিসাবে হুকুম লাগানোর কথা এবং সুয়ূতী যে "মুখতাসারুল মাওযূ'আত" গ্রন্থে তার অনুসরণ করেছেন তা উল্লেখ করে তার সমালোচনা করেছেন।

৮২৮. (ذِهَابُ إِحْدَى رِجْلَيِ الرَّجُلِ غُفْرَانُ نِصْفِ ذُنُوبِهِ، وَذِهَابُهُمَا كِلَاهُمَا غُفْرَانُ ذُنُوبِهِ كُلِّهَا، وَذِهَابُ إِحْدَى عَيْنَيْهِ غُفْرَانُ نِصْفِ ذُنُوبِهِ، وَذِهَابُهُمَا كِلَيْهِمَا اسْتِحْلَالُ الْجَنَّةِ).

৮২৮। যে ব্যক্তির দুই পায়ের এক পা চলে (নষ্ট হয়ে) যাবে তার অর্ধেক গুনাহ্ ক্ষমা হয়ে যাবে। যার দুই পা চলে (নষ্ট হয়ে) যাবে তার সব গুনাহ্ ক্ষমা হয়ে যাবে। যার দুই চোখের একটি চলে (নষ্ট হয়ে) যাবে তার অর্ধেক গুনাহ্ ক্ষমা হয়ে যাবে। যার দুই চোখই চলে যাবে তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ অপরিহার্য হয়ে যাবে।

হাদীছটি জাল।

এটি আন-নারসী আবূ নাসর "মুনতাকা মিনাল জুযউছ ছানী মিন আহাদীছিহি" (১/৭২) গ্রন্থে আব্দুর রহমান ইবনু কুরায়েশ হতে তিনি আবুল আব্বাস ফায্ল ইবনু আব্দিল্লাহ হতে তিনি মালেক ইবনু সুলায়মান হতে তিনি কায়েস হতে তিনি মানসূর হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি বানোয়াট। ইবনু কুরায়েশ জাল করার দোষে দোষী। হাফিয যাহাবী বলেন ঃ সুলায়মানী তাকে হাদীছ জাল করার দোষে দোষী করেছেন।

৮২৯. (رَأْسُ الدِّيْنِ الْوَرَعُ).

৮২৯। ধর্মের মূল হচ্ছে পরহেজগারিতা।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু আদী (১/৫৭) জা'ফার ইবনু আব্দিল ওয়াহেদ হতে তিনি হুক্কাম ইবনু মুসলিম হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি মালেক ইবনু দীনার হতে ...বর্ণনা করেছেন।

তিনি জা'ফারের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে এ হাদীছটি সহ তার অন্যান্য হাদীছগুলো উল্লেখ করে বলেছেন ঃ জা'ফার হতে উল্লেখিত সকল হাদীছ বাতিল। তাকে হাদীছ জাল করার দোষে দোষী করা হতো। অতঃপর বলেছেন ঃ

তার অধিকাংশ হাদীছ বানোয়াট।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু হিব্বান (১/২০৯) বলেন ঃ তিনি হাদীছ চুরি করতেন। হাদীছগুলো উলট-পালট করে ফেলতেন। হাদীছের গবেষক ব্যক্তি কাজটি যে তারইকৃত তিনি তাতে কোন সন্দেহ করতেন না।

দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি হাদীছ জাল করতেন। আবূ যুর'আহ বলেন ঃ তিনি কতিপয় হাদীছ বর্ণনা করেছেন সেগুলোর মূল নেই।

তা সত্ত্বেও সুয়ূতী হাদীছটি "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে ইবনু আদীর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন।

٨٣٠. (رَدُّ جُوَابِ الْكِتَابِ حَقٌّ كَرَدِّ السَّلَامِ).

৮৩০। সালামের উত্তর দেয়ার ন্যায় চিঠির উত্তর দেয়া হচ্ছে তার প্রাপ্য।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু আদী (১/৯০) এবং আবূ নো'য়াইম "আখবারু আসফাহান" (২/২৮৯) গ্রন্থে আহমাদ ইবনু আব্দিল্লাহ আল-ফিরইয়ানানী আল-মারওয়াযী হতে তিনি হাসান ইবনু মুহাম্মাদ আবূ মুহাম্মাদ আল-বাল্খী হতে তিনি হুমায়েদ হতে...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইবনু আদী বলেছেন ঃ

হাদীছটি মুসনাদ হিসাবে মুনকার। এই হাসান প্রসিদ্ধ নন। তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু হিব্বান (১/২৩২-২৩৩) বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেছেন। কোন অবস্থাতেই তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করা হালাল নয়। তিনি তা ভুলে গিয়ে তাকে নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্তও করেছেন।

আবূ সা'ঈদ আন-নাক্কাশ বলেন ঃ তিহি হুমায়েদ সূত্রে আনাস (ﷺ) হতে বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

আহমাদ ইবনু আব্দিল্লাহও নির্ভরযোগ্য নন। বরং তার সম্পর্কে হাফিয আবূ নো'য়াইম বলেন ঃ তিনি জাল করার দোষে প্রসিদ্ধ। ইবনু হিব্বান (১/১৩৩) বলেন ঃ যারা নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে যা তাদের হাদীছ নয় তা বর্ণনা করতেন তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত। আর দুর্বলদের উদ্ধৃতিতে যা তারা বর্ণনা করেননি তিনি তা বর্ণনা করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি অথবা তার শাইখ হাদীছটির সমস্যা।

হাদীছটি বাগাবী "হাদীছু আলী ইবনুল জা'আদ" (৯/১০৭/১) গ্রন্থে শুরায়িক হতে তিনি আব্বাস ইবনু যুরায়েহ হতে মওকূফ হিসাবে...বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত মওকূফ হওয়াটাই সঠিক। ইবনু আদী দৃঢ়তার সাথে তাই বলেছেন।

٨٣١. (رَمَضَانُ بِالْمَدِيْنَةِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَمَضَانَ فِيْمَا سِوَاهَا مِنَ الْبُلْدَانِ، وَجُمُعَةٌ بِالْمَدِيْنَةِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ جُمُعَةٍ فِيْمَا سِوَاهَا مِنَ الْبُلْدَانِ).

৮৩১। মদীনায় এক রামাযান অবস্থান করা অন্য দেশে এক হাজার রামাযান অবস্থান করার চেয়েও অতি উত্তম। মদীনায় এক জুম'আহ আদায় করা অন্য দেশে এক হাজার জুম'আহ আদায় করার চেয়েও অতি উত্তম।

হাদীছটি বাতিল।

এটি তাবারানী (১/১১১/২) এবং ইবনু আসাকির (৮/৫১০/২) আব্দুল্লাহ ইবনু আইউব আল-মাখরামী হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু কাছীর ইবনে জা'ফার হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি তার দাদা হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। এই আব্দুল্লাহ ইবনু কাছীর সম্পর্কে যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি কে জানা যায় না, তার এ হাদীছটি বাতিল। আর সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। তার থেকে আব্দুল্লাহ ইবনু আইউব আল-মাখরামী এককভাবে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

তার এ বক্তব্যকে হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে সমর্থন করেছেন।

হাদীছটি সুয়ূতী "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে তাবারানী এবং যিয়ার বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ হায়ছামী (৩/১৪৫,৩০১) বলেন ঃ তাতে আব্দুল্লাহ ইবনু কাছীর রয়েছেন, তিনি দুর্বল।

এটির একটি শাহেদ ইবনু উমার (ﷺ) হতে এসেছে। সেটি আবূ নো'য়াইম "আখবারু আসফাহান" (২/৩৩৭-৩৩৮) গ্রন্থে হায়ছাম ইবনু বিশ্র ইবনে হাম্মাদ হতে তিনি আম্র ইবনু উছমান হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু নাফে' হতে তিনি আসেম ইবনু উমার আল-উমারী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল। আসেম ইবনু উমার আল-উমারী দুর্বল। বরং ইবনু হিব্বান (২/১২৩) বলেন ঃ তিনি খুবই মুনকারুল হাদীছ। তিনি নির্ভরযোগ্যদের থেকে যা তাদের হাদীছের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয় তাই বর্ণনা করেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু নাফে'- তিনি হচ্ছেন আস-সায়েগ। হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ ... তার হেফযে ত্রুটি ছিল।

আম্র ইবনু উছমান যদি হিমসী হন তাহলে তিনি সত্যবাদী। যদি আর-রাকী হন তাহলে দুর্বল।

আর হায়ছাম ইবনু বিশ্র ইবনে হাম্মাদ সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই পাচ্ছি না। সম্ভবত তিনিই এ সূত্রটির সমস্যা।

আমি হাদীছটি আরেকটি সূত্রে ইবনু উমার (ﷺ) হতে পেয়েছি। সেটি ইবনু আসাকির উমার ইবনু আবী বাক্র আল-মুসেলী হতে তিনি আল-কাসেম ইবনু

আব্দিল্লাহ আল-উমারী হতে তিনি কাছীর আল-মুযানী হতে...বর্ণনা করেছেন। তার প্রথমে নিম্নোক্ত বর্ধিত সহীহ অংশটুকু রয়েছে ঃ

'আমার মসজিদে সালাত আদায় করা মসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য স্থানে এক হাজার সালাত আদায় করার তুল্য।'

তিনি এ বর্ধিত অংশটুকু আল-মুসেলীর জীবনীর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। আবূ হাতিম হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি যাহেবুল হাদীছ, মাতরূকুল হাদীছ। আবূ যুর'আহ হাদীছের ক্ষেত্রে দুর্বলতার দিক দিয়ে তাকে ইবনু যাবালাহ্ এবং ওয়াকেদীর সাথে তুলনা করেছেন।

হাফিয সা'ঈদ আবূ উমার আল-বারদা'ঈ বলেন ঃ তিনি সমস্যাগুলোর এক সমস্যা।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আল-কাসেম ইবনু আব্দিল্লাহ উমারী তার ন্যায় বা তার চেয়েও নিকৃষ্ট। ইমাম আহমাদ তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি মিথ্যা বলতেন এবং হাদীছ জাল করতেন।

আর কাছীর আল-মুযানী হচ্ছেন ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আউফ, তিনিও মিথ্যার দোষে দোষী।

সুয়ূতীর উচিত ছিল হাদীছটি "আল-জামে'" গ্রন্থে উল্লেখ না করা।

বায্যার ইবনু উমার (ﷺ) হতে সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করেছেন ঃ

"رمضان بمكة أفضل من ألف رمضان بغير مكة".

'মক্কায় এক রামাযান মক্কা ছাড়া অন্য স্থানে এক হাজার রামাযান হতে অতি উত্তম।'

এটিকেও সুয়ূতী উল্লেখ করেছেন। হায়ছামী "আল-মাজমা'" (৩/১৪৫) গ্রন্থে এর বর্ণনাকারী আসেম ইবনু উমারকে দুর্বল আখ্যা দিয়ে সমস্যা বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আসেম ইবনু উমার এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি সকলের ঐকমত্যে দুর্বল। আরেক বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু নাফে' সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজারের মন্তব্য পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আর আম্র ইবনু হাম্মাদের জীবনী পাচ্ছি না।

٨٣٢. (مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ فَصَامَ وَقَامَ مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ لَهُ، كَتَبَ اللهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيمَا سِوَاهَا، وَكَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ، وَكُلِّ لَيْلَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ، وَكُلِّ يَوْمٍ حِمْلَانَ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَفِي كُلِّ يَوْمٍ حَسَنَةً، وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ حَسَنَةً).

৮৩২। যে ব্যক্তি মক্কায় রামাযান মাস পাবে, অতঃপর সওম পালন করবে এবং যতটুকু সম্ভব কিয়াম (রাতে জেগে ইবাদাত) করবে, আল্লাহ তার জন্য অন্য স্থানের একলক্ষ রামাযান মাসের সমান ছাওয়াব লিখে দিবেন। তার জন্য প্রতি দিনের

বিনিময়ে একটি দাসী মুক্ত করার ছাওয়াব লিখে দিবেন। প্রতি রাতের বিনিময়ে একটি করে দাসী মুক্ত করার ছাওয়াব লিখে দিবেন। প্রতি দিন আল্লাহর পথে একটি করে ঘোড়া প্রস্তুত করার সমান ছাওয়াব লিখে দিবেন। প্রতি দিন ও প্রতি রাতে একটি একটি করে ছাওয়াব লিখে দিবেন।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু মাজাহ (নং ৩১১৭) আব্দুর রহীম ইবনু যায়েদ আল-আমী হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি সা'ঈদ ইবনু জুবায়ের হতে তিনি ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি বানোয়াট। এতে বানোয়াটের চিহ্ন সুস্পষ্ট। তার সমস্যা হচ্ছে এই আব্দুর রহীম। তার সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ

তিনি মিথ্যুক খাবীছ। নাসাঈ বলেন ঃ

তিনি নির্ভরযোগ্য নন, নিরাপদও নন। ইবনু হিব্বান (২/১৫২) বলেন ঃ

তিনি তার পিতা হতে আজব আজব বস্তু বর্ণনা করেছেন। যিনি হাদীছের গবেষক তিনি এ সবই যে তারই কারুকার্যকৃত বা উলট-পালটকৃত তাতে কোন প্রকার সন্দেহ করবেন না।

অতঃপর আমি হাদীছটি ইবনু আবী হাতিমের "আল-ইলাল" (১/২৫০) গ্রন্থে পেয়েছি, তিনি বলেন ঃ এ হাদীছটি মুনকার। আব্দুর রহীম ইবনু যায়েদ মাতরূকুল হাদীছ।

٨٣٣. (الْعَبْدُ الْمُطِيعُ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُطِيعُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ فِيْ أَعْلَى عِلِّيِّيْنَ).

৮৩৩। পিতা-মাতার অনুগত বান্দা আর সারা জাহানের প্রতিপালকের অনুগত বান্দা জান্নাতের 'ইল্লীন নামক স্থানের সর্বোচ্চ জায়গায় স্থান পাবে।

হাদীছটি জাল।

এটি দাইলামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে আবূ নো'য়াইমের সূত্রে তার সনদে খিযর ইবনু আবান হতে তিনি ইব্রাহীম ইবনু হুদবাহ হতে তিনি আনাস (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সনদটি বানোয়াট। তার সমস্যা হচ্ছে এই ইব্রাহীম। কারণ তিনি প্রসিদ্ধ মিথ্যুক।

আর খিযর ইবনু আবানকে হাকিম ও অন্য বিদ্বানগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। এ করণে সুয়ূতী "যালুল আহাদীছিল মাওযূ'আহ" (নং ১১৪৬ গ্রন্থে এবং ইবনু ইরাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ" (কাফ ১/৪০৪) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তা সত্ত্বেও সুয়ূতী "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থেও দাইলামীর বর্ণনায় আনাস (ﷺ) হতে হাদীছটি উল্লেখ করেছেন।

٨٣٤. (الْعَنْبَرُ لَيْسَ بِرِكَازٍ، بَلْ هُوَ لِمَنْ وَجَدَهُ).

৮৩৪। সুগন্ধি কোন ভূ-গর্ভস্থ খণি নয়, বরং যে ব্যক্তি পাবে তা তার জন্য।

হাদীছটি জাল।

ইবনুন নাজ্জার "আয-যায়েল" (১০/২১/২) গ্রন্থে সাল্লাম আত-তাবীল হতে তিনি ইব্রাহীম ইবনু ইসমা'ঈল হতে তিনি আবুয যুবায়ের হতে তিনি জাবের (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি সাকেত। ইব্রাহীম ইবনু ইসমা'ঈল দুর্বল। তবে সমস্যাটা সাল্লাম আত-তাবীল হতে। কারণ তিনি নিতান্তই দুর্বল। বরং তার সম্পর্কে ইবনু খাররাশ বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক। ইবনু হিব্বান ও হাকিম বলেন ঃ তিনি বহু বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

এ জন্যই সুয়ূতী কর্তৃক হাদীছটি "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করাকে অপছন্দনীয় হিসাবে দেখা হচ্ছে।

٨٣٥. (الْغِيبَةُ تُنْقِضُ الْوُضُوْءَ وَالصَّلاَةَ).

৮৩৫। গীবত উযূ ও সালাত উভয়টিকেই নষ্ট করে ফেলে।

হাদীছটি জাল।

এটি আবূ নো'য়াইম "আখবারু আসফাহান" (২/২৭৯) গ্রন্থে এবং তার থেকে দাইলামী (২/৩২৫) সাহাল ইবনু সুকায়ের আল-খালাতী হতে তিনি ইসমা'ঈল ইবনু ইয়াহইয়া হতে তিনি ইবনু আবী মুলায়কাহ হতে তিনি মালেক ইবনু আনাস হতে তিনি সাফওয়ান ইবনু সুলায়েম হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটি বানোয়াট। তার সমস্যা হচ্ছে এই ইসমা'ঈল। তিনি হচ্ছেন আবূ ইয়াহইয়া আত-তামীমী, তিনি মিথ্যুক-জালকারী। দারাকুতনী বলেন ঃ

তিনি মালেক, ছাওরী ও অন্য বিদ্বানদের উপর মিথ্যারোপ করেছেন।

হাকিম বলেন ঃ তিনি মালেক, মুস'ইদ ও ইবনু আবী যিইব হতে বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

সাহাল ইবনু সুকায়ের সম্পর্কে আল-খাতীব বলেন ঃ

তিনি হাদীছ জালকারী। ইবনু মাকূলা বলেছেন ঃ তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে।

হাদীছটি সুয়ূতী "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করে গ্রন্থটিকে কালিমালিপ্ত করেছেন।

মিশকাতের মধ্যে (৪৮৭৩) বাইহাকী কর্তৃক "আশ-শু'আব" গ্রন্থের বর্ণনায় ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে বর্ণিত একটি হাদীছ দেখেছি তাতে বলা হয়েছে ঃ

'দু' ব্যক্তি যোহরের অথবা আসরের সালাত আদায় করলো এমতাবস্থায় যে, তারা উভয়ে সওম পালনকারী ছিল। নাবী (ﷺ) যখন তার সালাত শেষ করলেন, তখন বললেন ঃ তোমরা দু'জন তোমাদের উযূ এবং সালাত পূনরায় আদায় করো। আর তোমাদের সওমকে অব্যাহত রাখো, তবে তার স্থলে আরেকদিন আদায় করবে। তারা দু'জন বললো ঃ কেন হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন ঃ তোমরা উমুক ব্যক্তির গীবত করেছ।'

এখন পর্যন্ত এটির কোন সনদ সম্পর্কে অবহিত হইনি। আমি ধারণা রাখিনা যে, এটি সহীহ।

٨٣٦. (لرِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ مُحْتَسِبًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ عِبَادَةِ مِائَةِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا، وَرِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ مُحْتَسِبًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ــ أُرَاهُ قَالَ ــ مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا، فَإِنْ رَدَّهُ اللهُ إِلَى أَهْلِهِ سَالِمًا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ سَيِّئَةٌ أَلْفِ سَنَةٍ، وَتُكْتَبُ لَهُ الْحَسَنَاتُ، وَيَجْرِيْ لَهُ أَجْرُ الرِّبَاطِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

৮৩৬। রামাযান ছাড়া অন্য কোন মাসে ছাওয়াবের আশায় মুসলমানদের ইজ্জত রক্ষায় আল্লাহর রাস্তায় একদিন নিজেকে জড়িত রাখা সওম ও কিয়াম সহ একশত বছরের ইবাদাতের চেয়েও বেশী বড় ছাওয়াব। রামাযান মাসে ছাওয়াবের আশায় মুসলমানদের ইজ্জত রক্ষায় আল্লাহর রাস্তায় একদিন নিজেকে জড়িত রাখা –আমার ধারণা তিনি বলেন– সওম ও কিয়াম সহ এক হাজার বছরের ইবাদাতের চেয়েও আল্লাহর নিকট বেশী উত্তম ও বেশী বড় ছাওয়াব । তাকে যদি আল্লাহ তা'আলা তার পরিবারের নিকট নিরাপদে ফিরিয়ে আনেন, তাহলে তার উপর এক হাজার বছরের গুনাহ লিখা হবে না। আর তার জন্য বহু ছাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে। আর তার জন্য কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আল্লাহর পথে জড়িত থাকার ছাওয়াব প্রাপ্তি অব্যাহত থাকবে।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু মাজাহ (২/১৭৫) মুহাম্মাদ ইবনু ই'য়ালা আস-সুলামী হতে তিনি উমার ইবনু সাবীহ হতে তিনি আব্দুর রহমান ইবনু আম্‌র হতে তিনি মাকহূল হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি বানোয়াট। এই ইবনু সাবীহ জাল করার দোষে দোষী। হাফিয যাহাবী বলেন ঃ

তিনি নির্ভরযোগ্যও নন, নিরাপদও নন। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি হাদীছ জালকারীদের অন্তর্ভুক্ত। আযদী বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক। তার থেকে বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু ই'য়ালা আস-সুলামী বলেন ঃ তিনি খুবই দুর্বল।

তাছাড়া মাকহূল এবং উবাইয়ের মধ্যে সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। হাফিয মুনযেরী "আত-তারগীব" (২/১৫১) গ্রন্থে বলেন ঃ বানোয়াটের আলামত সুস্পষ্ট। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ, বর্ণনাকারী হচ্ছেন উমার ইবনু সাবীহ আল-খুরাসানী।

ইবনু কাছীর বলেন ঃ তিনি হাদীছ জালকারী প্রসিদ্ধ মিথ্যুকদের একজন।

٨٣٧. (مَنْ أَرْضَى السُّلْطَانَ بِمَا يُسْخِطُ اللهَ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ دِيْنِ اللهِ).

৮৩৭। যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করার দ্বারা বাদশাকে সন্তুষ্ট করবে, সে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীন হতে বেরিয়ে গেল।

হাদীছটি জাল।

এটি আবূ নো'য়াইম "আল-আখবার" (২/৩৪৮) গ্রন্থে, হাকিম (৪/১০৪) এবং যিয়া "আল-মুনতাকা মিন মাসমূ'য়াতিহি বেমারু" (১/৯৯) গ্রন্থে আম্বাসাহ ইবনু আব্দির রহমান আল-কুরাশী হতে তিনি ইলাক ইবনু আবী মুসলিম হতে তিনি জাবের (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। হাকিম বলেন ঃ

ইলাক ইবনু আবী মুসলিম হাদীছটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তার নিকট পর্যন্ত বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য! হাফিয যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন! মানাবীও তার অনুসরণ করেছেন! এটি তাদের সকলের মারাত্মক ভুল। বিশেষ করে যাহাবীর। কারণ তিনি "আল-মীযান" গ্রন্থে আম্বাসাহকে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন ঃ মুহাদ্দিছগণ তাকে পরিত্যাগ করেছেন। তিরমিযী বুখারী হতে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ তিনি যাহেবুল হাদীছ। আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি হাদীছ জাল করতেন। ইবনু হিব্বান (২/১৬৮) বলেন ঃ তিনি কতিপয় বানোয়াট হাদীছের অধিকারী তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হালাল নয়।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইলাক ইবনু আবী মুসলিম হতে এই আম্বাসাহ ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। তিনি মাজহূলুল আ'ঈন। তার মাজহূল হওয়ার ব্যাপারটি হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাহযীব" এবং "আত-তাকরীব" গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলেছেন।

٨٣٨. (مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ، وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ، لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ، وَمَنْ صَامَ تَطَوُّعًا وَعَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ شَيْءٌ لَمْ يَقْضِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يُتَقَبَّلُ مِنْهُ حَتَّى يَصُوْمَهَ).

৮৩৮। যে ব্যক্তি রামাযান পেল এমতাবস্থায় যে, তার উপর বিগত রমাযানের কিছু সওম রয়ে গেছে যা সে আদায় করেনি, তার থেকে কিছু কবূল করা হবে না। আর যে ব্যক্তি নফল সওম করবে এমতাবস্থায় যে, তার উপর বিগত রমাযানের কিছু

সওম অবশিষ্ট রয়ে গেছে যা সে আদায় করেনি, তার সেই সওমকে আদায় না করা পর্যন্ত তার থেকে কিছু কবূল করা হবে না।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি ইমাম আহমাদ (২/৩৫২) হাসান হতে তিনি ইবনু লাহী'য়াহ হতে তিনি আবুল আসওয়াদ হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু রাফে' হতে...বর্ণনা করেছেন।

হাদীছটির প্রথম অংশটি তাবারানী "আল-আওসাত" (২/৯৯) গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ সূত্রে ইবনু লাহী'য়াহ হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ

হাদীছটি আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে এ সনদে একমাত্র ইবনু লাহী'য়াহ বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার মুখস্থ বিদ্যায় ত্রুটি ছিল। তার সনদ ও মতনে ইযতিরাব ঘটেছে।

সনদের ইযতিরাব ঃ হাসান ও আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ তার থেকে যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে সেরূপ বর্ণনা করেছেন। তাদের দু'জনের একদল মুতাবা'য়াতও করেছেন। আর ইবনু ওয়াহাব তাদের বিরোধিতা করেছেন। ...

মোটকথা ঃ ইবনু লাহী'য়াহ হতেই বিভিন্নভাবে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। একবার বলেছেন ঃ আব্দুল্লাহ ইবনু আবী রাফে', আরেকবার আব্দুল্লাহ ইবনু রাফে', আবার বলেছেন ঃ আব্দুল্লাহ। একবার হাদীছটিকে মারফূ' হিসাবে উল্লেখ করেছেন, আবার মওকূফ হিসাবে। এই ইযতিরাবই প্রমাণ করে যে, বর্ণনাকারীর হেফযে ত্রুটি ছিল। আর এ কারণেই ইযতিরাব দুর্বল হাদীছের একটি প্রকার। এ ছাড়া সহীহ হাদীছে এর বিপরীত বর্ণনা এসেছে।

٨٣٩. (مَنْ أَسْبَغَ الْوُضُوْءَ فِي الْبَرْدِ الشَّدِيْدِ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ كِفْلاَنِ).

৮৩৯। যে ব্যক্তি প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে পূর্ণ করে উযূ করবে, তার দ্বিগুণ ছাওয়াব হবে।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তাবারানী "আল-আওসাত" (১/৩) গ্রন্থে ইব্‌রাহীম ইবনু মূসা আল-বাস্‌রী হতে তিনি আবূ হাফ্‌স আল-আবাদী হতে তিনি আলী ইবনু যায়েদ হতে তিনি সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে তিনি আলী (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর বলেছেন ঃ আলী ইবনু যায়েদ হতে একমাত্র আবূ হাফ্‌স (উমার ইবনু হাফ্‌স) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইমাম আহমাদ বলেন ঃ

তার হাদীছ আমরা পরিত্যাগ করেছি, এবং পুড়িয়ে ফেলেছি। আলী বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন। নাসাঈ বলেন ঃ তিনি মাতরূক।

হাদীছটি হায়ছামী "আল-মাজমা'" (১/২৩৭) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ তাতে উমার ইবনু হাফ্স আল-আবাদী রয়েছেন- তিনি মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বর্ণনাকারী আলী ইবনু যায়েদ ইবনে জাদ'আন দুর্বল।

আর ইব্রাহীম ইবনু মূসাকে আমি চিনি না।

আল-আবাদী সম্পর্কে আবূ যুর'আহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি বলেন ঃ তিনি হাদীছের ক্ষেত্রে দুর্বল। যে ব্যক্তি হাদীছ চিনে না সেই তার থেকে বর্ণনা করেছে।

٨٤٠. (مَنْ اسْبَغَ الْوُضُوْءَ فِي الْبَرْدِ الشَّدِيْدِ كَانَ لَهُ مِنَ الأجْرِ كِفْلاَنِ، وَمَنْ اسْبَغَ الْوَضُوْءَ فِي الْحَرِّ الشَّدِيْدِ كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ كِفْلٌ).

৮৪০। যে ব্যক্তি প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে পূর্ণ করে উযূ করবে, তার দ্বিগুণ ছাওয়াব হবে। আর যে ব্যক্তি প্রচণ্ড গরমের মধ্যে পূর্ণ করে উযূ করবে, তার একগুণ ছাওয়াব হবে।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনুন নাজ্জার (১০/২০৯/২) মুহাম্মাদ ইবনুল ফায্ল হতে তিনি আলী ইবনু যায়েদ হতে তিনি সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি একেবারে দুর্বল। আলী ইবনু যায়েদ দুর্বল। যেমনটি পূর্বে তার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মুহাম্মাদ ইবনুল ফায্ল হচ্ছেন ইবনু আতিয়াহ আল-মারওয়াযী- তিনি মিথ্যুক।

উমার ইবনু হাফ্স আল-আবাদী আলী ইবনু যায়েদ হতে প্রথম অংশে তার মুতাবা'য়াত করেছেন। কিন্তু তিনি মাতরূক।

٨٤١. (مَنْ كَرُمَ اَصْلُهُ، وَطَابَ مَوْلِدُهُ، حَسُنَ مَحْضَرُهُ).

৮৪১। যার মূল সম্ভ্রান্ত হবে, তার জন্ম সুন্দর হবে এবং তার স্বীকৃতিপত্র ভাল হবে।

হাদীছটি বাতিল।

এটি ইবনু আদী "আল-কামিল" (১/৫৭) গ্রন্থে জা'ফার ইবনু নাস্র হতে তিনি আলী ইবনু আসেম হতে তিনি দা'ঊদ ইবনু আবী হিন্দ হতে...বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর ইবনু আদী বলেন ঃ জা'ফার ইবনু নাস্র নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বাতিল হাদীছ বর্ণনাকারী। তিনি পরিচিত নন। এ হাদীছটি এ সনদে বাতিল।

উল্লেখিত হাদীছ ছাড়াও জা'ফারের নির্ভরযোগ্যদের উপর জালকৃত আরো হাদীছ রয়েছে।

অনুরূপ কথা ইবনু হিব্বানও "আল-মাজরূহীন" (১/২০৮) গ্রন্থে উল্লেখ ক'রে তার দু'টি হাদীছ বর্ণনা করে বলেছেন ঃ এ ভাষা দু'টো বানোয়াট।

যাহাবী আলোচ্য হাদীছটি সম্পর্কে বলেন ঃ এটি বাতিল। হাফিয ইবনু হাজারও তার মতকে সমর্থন করেছেন।

এতো কিছু সত্ত্বেও সুয়ূতী "আল-জামে'" গ্রন্থে হাদীছটি উল্লেখ করে গ্রন্থটিকে কালিমালিপ্ত করেছেন। এ কারণে মানাবী ইবনু আদীর বক্তব্য উল্লেখ করে তার সমালোচনা করেছেন।

٨٤٢. (لا تَسْتَشِيْرُوْا الحَاكَةَ وَلا المُعَلِّمِيْنَ؛ فَإِنَّ اللهَ سَلَبَ عُقُوْلَهُمْ، وَنَزَعَ البَرَكَةَ مِنْ أَكْسَابِهِمْ).

৮৪২। তোমরা দাঁত ঝরে যাওয়া ব্যক্তি ও শিক্ষকদের পরামর্শ নিও না। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাদের বুদ্ধিগুলো ছিনিয়ে নিয়েছেন এবং তাদের অর্জিত সম্পদের বরকত উঠিয়ে নিয়েছেন।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনুন নাজ্জার (১০/১৯৭/১) আলী ইবনু জা'ফার হতে তিনি যায়েদ ইবনু আসলাম হতে তিনি আতা ইবনু আবী রাবাহ হতে তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি এই আলী সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

হাদীছটির আরেকটি সূত্র রয়েছে। ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (১/২২৪) গ্রন্থে ইয়াহইয়া ইবনু আইউব হতে তিনি ওবায়দুল্লাহ ইবনু যাহার হতে তিনি আলী ইবনু ইয়াযীদ হতে তিনি কাসেম হতে...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ

ওবায়দুল্লাহ ইবনু যাহার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীছ বর্ণনাকারী। তিনি যখন আলী ইবনু ইয়াযীদ হতে হাদীছ বর্ণনা করেছেন তখন মহা বিপদ নিয়ে এসেছেন। যখন কোন হাদীছের সনদে ওবায়দুল্লাহ, আলী ইবনু ইয়াযীদ ও আল-কাসেম আবূ আব্দির রহমান একত্রিত হবে, তখন জানতে হবে সে হাদীছটি তাদের হাতের তৈরি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ যাহাবী দৃঢ়তার সাথে বলেছেন ঃ হাদীছটি জাল। এটির আরেকটি সূত্র রয়েছে। যেটি আল-খাতীব তার "তারীখ" (১২/১২৪) গ্রন্থে, আস-সিলাফী "আত-তায়ূরিয়াত" (২/১৩৩) গ্রন্থে আলী ইবনু ইউসুফ আদ-দাকাক হতে তিনি আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ হতে তিনি মাহমূদ ইবনু গায়লান হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আল-খাতীব আদ্দাকাকের জীবনীতে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। এ কারণে ইবনুল জাওযী তার পরক্ষণে বলেছেন ঃ এটি বানোয়াট। আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ জালকারী। আর তার থেকে বর্ণনাকারী পরিচিত নন।

٨٤٣. (لا تَعْجَزُوْا فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ لا يَهْلِكُ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ).

৮৪৩। তোমরা দো'আতে অপারগ হয়ে যেও না। কারণ দো'আর সাথে কোন ব্যক্তি ধ্বংস হবে না।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি উকায়লী "আয-যো'য়াফা" (২৬৭) গ্রন্থে, ইবনু আদী (১/২৪১), ইবনু হিব্বান তার "সহীহ" (২৩৯৮) গ্রন্থে, আবূ নো'য়াইম "আখবারু আসফাহান" (২/২৩২) গ্রন্থে, হাকিম (১/৪৯৩-৪৯৪) এবং যিয়া "আল-মুখতারাহ" (১/৫০) গ্রন্থে মু'য়াল্লা ইবনু আসাদ আল-আম্মী হতে তিনি উমার ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে ছাবেত হতে,...বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন ঃ সনদটি সহীহ! যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন ঃ উমারকে চিনি না। তার জন্য পরিশ্রান্ত হয়েছি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ "আল-মুসতাদরাক" গ্রন্থে উমারের স্থলে আম্র বলা হয়েছে। কিন্তু সঠিক হচ্ছে উমার।

ইবনু আদী বলেন ঃ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ উমার ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে সাহবানের অধিকাংশ হাদীছের মুতাবা'য়াত করেননি। তার অধিকংশ হাদীছ মুনকার।

আমি বলছি ঃ আবূ যুর'আহ তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি খুবই দুর্বল।

তার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন ঃ তিনি কিছুই না। ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি এক পয়সারও সমতুল্য নন। ইমাম বুখারী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। আবূ হাতিম ও দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীছ। ইবনু হিব্বান (২/৮১) বলেন ঃ

তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে মু'যাল হাদীছ বর্ণনা করেছেন। হাদীছ চর্চা যার কর্ম তিনি যখন সেগুলো শুনবেন, তখন তিনি সেগুলো যে তৈরিকৃত তাতে কোন সন্দেহ পোষণ করবে না।

কেউ কেউ উমার ইবনু মুহাম্মাদকে ইবনু সাহবান নন এমন কথা বলেছেন। কিন্তু তা সঠিক নয়। কারণ আবূ নো'য়াইম এবং হাকিমের বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে এসেছে যে, তিনি ইবনু সাহবান।

٨٤٤. (مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِي ثَمَنِهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلْ لَهُ صَلاَةً مَا كَانَ عَلَيْهِ).

৮৪৪। যে ব্যক্তি দশ দিরহাম দ্বারা একটি কাপড় খরিদ করবে যার মধ্যে একটি দিরহাম হারাম, তা পরিধান করে সালাত আদায় করলে তার সালাত গ্রহণযোগ্য হবে না।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি আবুল আব্বাস আল-আসাম তার "হাদীছ" (১/১৪০) গ্রন্থে আবূ উতবাহ হতে তিনি বাকিয়াহ হতে তিনি ইয়াযীদ ইবনু আব্দিল্লাহ আল-জুহানী হতে তিনি ইবনু জু'উনাহ হতে তিনি হাশেম আল-আওকাস হতে...বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপভাবে ইবনু আবিদ-দুনিয়া "আল-ওয়ারা'" (২/২৭৩) গ্রন্থে এবং আল-আকফানী তার "হাদীছ" (২/৬৮) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

যিয়া "আল-মুনতাকা মিনাল মাসমূ'য়াতি বেমারূ " (২/২১) গ্রন্থে ঈসা ইবনু আহমাদ সূত্রে বাকিয়াহ হতে তিনি আব্দুল্লাহ আল-জুহানী হতে তিনি আবূ মু'আবিয়াহ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমাদ (২/৯৮) আসওয়াদ ইবনু আমের সূত্রে... বর্ণনা করেছেন।

আল-খাতীব (১৪/২১) এবং তার থেকে ইবনু আসাকির আবুল আব্বাস আল-আসাম হতে বর্ণনা করেছেন। তারা দু'জন হারূণ ইবনু আবী হারূণ সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। তাতে ইয়াযীদ আল-জুহানী ও ইবনু জা'উনাহকে ফেলে দিয়ে তাদের দু'জনের স্থলে মাসলামাহ আল-জুহানীকে স্থান দিয়েছেন।

হাদীছটির সনদে এ সব ইযতিরাব বাকিয়াহ হতেই সংঘটিত হয়েছে। কারণ তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটির কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে হাশেম আল-আওকাস। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন ঃ তিনি পথভ্রষ্ট, নির্ভরযোগ্য নন, যেমনটি ইবনু আদী তার থেকে (২/৩৫৩) বর্ণনা করেছেন।

٨٤٥. (مَا أَكْرَمَ النِّسَاءَ إِلاَّ كَرِيْمٌ، وَلاَ أَهَانَهُنَّ إِلاَّ لَئِيْمٌ).

৮৪৫। একমাত্র সম্মানিত ব্যক্তিই নারীদের সম্মান প্রদর্শন করে। আর অপদস্থ ব্যক্তিই তাদের অপমানিত করে।

হাদীছটি জাল।

এটি শারীফ আবুল কাসেম আলী আল-হুসাইনী "আল-ফাওয়ায়েদুল মুনতাখাবাহ" (১৮/২৫৬/২) গ্রন্থে, তার সূত্রে ইবনু আসাকির "আত-তারীখ" (৪/২৮২)/১) গ্রন্থে, তার থেকে তার ভাইয়ের ছেলে আবূ মানসূর ইবনু আসাকির "আল-আরবা'উন ফি মানাকিবে উম্মাহাতিল মু'মিনীন" (পৃ ঃ ১০১ হা ঃ ৩৯) গ্রন্থে আবূ আব্দিল গানী আল-হাসান ইবনু আলী আল-আযদী হতে তিনি আব্দুর রায্যাক ইবনু হুমাম হতে তিনি ইব্রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ আল-আসলামী হতে তিনি দাউদ ইবনুল হুসায়েন হতে তিনি ইকরিমা হতে...বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর আশ-শারীফ বলেন ঃ এ হাদীছটি গারীব...। একমাত্র ইব্‌রাহীম ইবনু মুহাম্মাদই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন বলে জানি। অনুরূপ কথা আবূ মানসূরও বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ নিম্নোক্ত কারণে এ সনদটি একেবারে দুর্বল ঃ

১। দাউদ ইবনুল হুসায়েন নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তিনি ইকরিমা হতে মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছেন যেমনটি ইবনুল মাদীনী বলেছেন। ইবনু হাজার তা "আত-তাকরীব" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

২। ইব্‌রাহীম আল-আসলামী মিথ্যুক যেমনটি ইয়াহইয়া আল-কাত্তান, ইবনু মা'ঈন ও ইবনুল মাদীনী বলেছেন। আবূ যুর'আহ "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে সহীহ সনদে (১/৩৪) ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ

মিথ্যার জন্যই ইব্‌রাহীমকে পরিত্যাগ করা হয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় বলেছেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ইব্‌রাহীম মিথ্যুক। ইবনু হিব্বান (১/৯৩) বলেন ঃ

তিনি কাদরীয়া মতাবলম্বী ছিলেন। জাহামের কথার দিকেই ধাবিত হতেন। হাদীছের ব্যাপারে মিথ্যা বলতেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এই মিথ্যুকের অবস্থা ইমাম শাফে'ঈর নিকট লুক্কায়িতই রয়ে গেছে।

৩। আবূ আব্দিল গানী আল-আয্‌দী জাল করার দোষে দোষী। ইবনু আসাকির বলেন ঃ তিনি দুর্বল ছিলেন। অতঃপর আবূ নো'য়াইম হতে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ তিনি মালেক হতে কতিপয় বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ কথা হাকিমও বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি মালেক হতে আব্দুর রায্‌যাকের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী তার একটি হাদীছ এ সূত্রেই বর্ণনা করে বলেছেন ঃ এটি বাতিল, এটি আব্দুর রায্‌যাকের উপর আবূ আব্দিল গানী জাল করেছেন।

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উপর হাদীছ জালকারী। কোন অবস্থাতেই তার থেকে বর্ণনা করা হালাল নয়।

উল্লেখ্য ঃ হাদীছটির প্রথম অংশটুকু যে ভাষায় বর্ণিত হয়েছে সেটি সহীহ। যা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। সেটুকু হচ্ছে "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي". 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে তোমাদের মধ্যে তার পরিবারের জন্য সর্বোত্তম। আর তোমাদের মধ্যে আমিই আমার পরিবারের জন্য সর্বোত্তম।'

এ অংশটুকু সহীহ এবং হাসান সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

٨٤٦. (إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَضَّلَ الْمُرْسَلِيْنَ عَلَى الْمُقَرَّبِيْنَ، فَلَمَّا بَلَغْتُ السَّمَاءَ السَّابِعَةَ لَقِيَنِيْ مَلَكٌ مِنْ نُوْرٍ، عَلَى سَرِيْرٍ مِنْ نُوْرٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: يُسَلِّمُ عَلَيْكَ صَفِيِّيْ وَنَبِيِّيْ فَلَمْ تَقُمْ إِلَيْهِ، وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ لَتَقُوْمَنَّ فَلَا تَقْعُدَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

৮৪৬। আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণকে নিকটজনদের (ফেরেশতাদের) উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আমি যখন সপ্তম আসমানে পৌঁছলাম, তখন আমার সাথে নূরের তৈরি এক খাটে আরোহণ করে নূরের তৈরি এক ফেরেশতা সাক্ষাত করলো। আমি তাকে সালাম দিলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন। অতঃপর আল্লাহ তার নিকট ওহী মারফৎ জানালেন ঃ তোমার উপর সালাম প্রদান করেছে আমার বাছাইকৃত বান্দা ও আমার নাবী, তুমি তার জন্য দাঁড়াবে না? আমার ইয্যত ও আমার মর্যাদার কসম অবশ্যই দাঁড়াবে, অতঃপর কিয়ামত দিবস পর্যন্ত আর কখনও বসবে না।

হাদীছটি জাল।

এটি আল-খাতীব "আত-তারীখ" (৩/৩০৬-৩০৭) গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ ওয়াসেতী হতে তিনি ইয়াযীদ ইবনু হারূণ হতে তিনি খালেদ আল-হিযাউ হতে তিনি আবূ কিলাবাহ হতে...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

এ হাদীছটি বাতিল ও বানোয়াট। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহকে হাসান ইবনু মুহাম্মাদ আল-খাল্লাল নিতান্তই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। হিবাতুল্লাহ ইবনুল হাসান আত-তাবারী তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হাদীছটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (১/২৯২) গ্রন্থে আল-খাতীবের সূত্রে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি তার কথার দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে এবং সুয়ূতী "আল-লাআলী" (১/২৭৪-২৭৫) গ্রন্থে তা স্বীকার করেছেন।

তা সত্ত্বেও তিনি হাদীছটি "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে ওয়াসেতীর অন্য একটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন।

٨٤٧. (إِيَّاكَ وَقَرِيْنَ السُّوْءِ فَإِنَّكَ بِهِ تُعْرَفُ).

৮৪৭। তুমি তোমাকে খারাপ বন্ধুর সংস্পর্শ হতে রক্ষা করো, কারণ তার দ্বারাই তুমি পরিচিতি লাভ করবে।

হাদীছটি জাল।

এটি সুলায়েম ইবনু আইউব আল-ফাকীহ তার "আওয়ালী মালেক" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এটি সেটির শেষ হাদীছ। তিনি মালেকের সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু

মাসলামাহ আল-ওয়াসেতী হতে তিনি মূসা আত-তাবীল হতে তিনি আনাস (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সনদটি বানোয়াট। তার সমস্যা হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ ওয়াসেতী। কারণ তিনি জাল করার দোষে দোষী যেমনটি পূর্বের হাদীছটিতে আলোচনা করা হয়েছে। আর তার শাইখ মূসা আত-তাবীল হচ্ছেন ইবনু আব্দিল্লাহ। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান (২/২৪২) বলেন ঃ তিনি আনাস (ﷺ) হতে বানোয়াট বহু কিছু বর্ণনা করেছেন। তিনি নিজেই জাল করতেন অথবা তার জন্য জাল করা হতো আর তিনি তা বর্ণনা করতেন।

আবূ নো'য়াইম বলেন ঃ তিনি আনাস (ﷺ) হতে মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি কিছুই না।

তা সত্ত্বেও সুয়ূতী হাদীছটি "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করে গ্রন্থটিকে কালিমালিপ্ত করেছেন।

٨٤٨. (مَنْ أَذَّنَ سَنَةً عَلَى نِيَّةٍ صَادِقَةٍ، لاَ يَطْلُبُ عَلَيْهَا أَجْرًا حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى بَابٍ بِالْجَنَّةِ فَقِيْلَ لَهُ: اشْفَعْ لِمَنْ شِئْتَ).

৮৪৮। যে ব্যক্তি সঠিক নিয়্যতের সাথে এক বছর আযান দিবে, তার জন্য কোন পারিশ্রমিক চাইবে না, তাকে কিয়ামতের দিন জান্নাতের এক দরজার উপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলা হবে ঃ তুমি যার জন্য ইচ্ছা সুপারিশ করো।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু শাহীন "রুবা'ইয়াত" (১/১৭৬) গ্রন্থে এবং তাম্মাম (১/১৪৭) এবং ইবনু আসাকির (৫/২/২) মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ ওয়াসেতী হতে মূসা আত-তাবীল হতে তিনি আনাস ইবনু মালেক (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

এটি বানোয়াট। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, হাদীছটি সুয়ূতী "যায়লুল আহাদীছিল মাওযূ'আহ" (পৃ ঃ ১০৪) গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ হতে ইবনুন নাজ্জারের বর্ণনায় উল্লেখ করার পরেও তিনি "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ মূসা আনাস (ﷺ) হতে বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইবনু ইরাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ" (১/২৫৬) গ্রন্থে তা স্বীকার করেছেন।

মূসা সম্পর্কে ইবনুল জাওযী বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক। হাদীছটি সহীহ নয়।

٨٤٩. (مَنْ حَافَظَ عَلَى الأَذَانِ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ).

৮৪৯। যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে এক বছর আযান দিবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।

হাদীছটি জাল।

এটি আল-খাতীব "আল-মুওয়াযযিহ" (২/১৮৬) গ্রন্থে আবূ কায়েস দেমাস্কী হতে তিনি ওবাদাহ ইবনু নাসীঈ হতে তিনি আবূ মারিয়াম আস-সাকূনী হতে...বর্ণনা করেছেন।

আল-খাতীব বলেন ঃ আবূ কায়েস দেমাস্কী হচ্ছেন; মুহাম্মাদ ইবনু সা‘ঈদ আল-মাসলূব। আল্লাহর কসম তিনি মিথ্যুক, হাদীছ জালকারী, যিন্দীক।

ইবনু আবী হাতিমও "আল-জারহ ওয়াত-তা‘দীল" (৪/৪২৬) গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন ঃ তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আল-মাসলূব। সম্ভবত যাহাবী তার সম্পর্কে অবহিত হননি যে কারণে তিনি "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেছেন ঃ আমার ধারণা তিনি আল-মাসলূব, হালেক। তবে হাফিয ইবনু হাজার "আল-কুনা", "আত-তাহযীব" ও "আত-তাকরীব" গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন ঃ তিনি আল-মাসলূব।

ইমাম আহমাদ তার সম্পর্কে বলেন ঃ তার হাদীছ বানোয়াট হাদীছ। তিনি আরো বলেন ঃ তিনি ইচ্ছাকৃত হাদীছ জাল করতেন। ইবনু হিব্বান (২/২৪৭) বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উপর হাদীছ জাল করতেন। তাকে দোষারোপ করার উদ্দেশ্য ছাড়া উল্লেখ করাই হালাল নয়। হাকিম বলেন ঃ তিনি হাদীছ জাল করতেন।

ইবনুল জাওযী (১/৪৭) বলেন ঃ জালকারীরা সংখ্যায় অনেক। তাদের মধ্যে যারা প্রসিদ্ধ তারা হচ্ছেন ওয়াহাব ইবনু ওয়াহাব আল-কাযী, মুহাম্মাদ ইবনুস সায়েব আল-কালবী এবং মুহাম্মাদ ইবনু সা‘ঈদ আল-মাসলূব। তাকে সুয়ূতী "আল-লাআলী" (২/৪৭৩) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং তা স্বীকার করেছেন।

হাদীছটির আরেকটি সূত্র পেয়েছি। সেটি ইবনু আসাকির (১৫/২৮৬/১) বর্ণনা করেছেন। তাতে আবূ আমর শুরাহীল ইবনু আমর আল-আনাসী নামক এক বর্ণনাকারী আছেন।

তিনি নিতান্তই দুর্বল। অনুরূপভাবে তার থেকে বর্ণনাকারী ইবনু নিমরানও তার ন্যায়। মুহাম্মাদ ইবনু আউফ আল-হিমসী উভয়কেই খুবই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আবূ যুর‘আহ ইবনু নিমরান সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ, তার হাদীছ লিখা যায় না। দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন।

ইবনু আবী হাতিম (৪/২/৩০৭) বলেন ঃ আমি আমার পিতাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম? তিনি বলেন ঃ তিনি খুবই দুর্বল।

৮৫০. (مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِيْنَ مُحْتَسِبًا كَتَبَ اللهُ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ).

৮৫০। যে ব্যক্তি সাত বছর ছাওয়াবের প্রত্যাশায় আযান দিবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নামের আগুন হতে মুক্ত হওয়াকে ফরয করে দিবেন।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তিরমিযী (১/২৬৭/২০৬), ইবনু মাজাহ (১/নং ৭২৭), তাবারানী (৩/১০৯/২), ইবনুস সাম্মাক "আত-তাসে' মিনাল ফাওয়ায়েদ" (১/৩) গ্রন্থে, ইবনু বিশরান "আল-আমালীল ফাওয়ায়েদ" (২/১২৫/১) গ্রন্থে এবং আল-খাতীব "আত-তারীখ" (১/২৪৭) গ্রন্থে দু'টি সূত্রে জাবের হতে তিনি ইকরামা হতে তিনি ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেন ঃ

হাদীছটি গারীব। অর্থাৎ দুর্বল। উকায়লী "আয-যো'য়াফা" (পৃ ঃ ১৫৫) গ্রন্থে বলেন ঃ তার সনদে দুর্বলতা রয়েছে। বাগাবী "শারহুস সুন্নাহ" (১/৫৮/১) গ্রন্থে বলেন ঃ সনদটি দুর্বল। মুনযেরীও "আত-তারগীব" (১/১১১) গ্রন্থে দুর্বলতার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এর কারণ যাবের হচ্ছেন ইবনু ইয়াযীদ আল-জু'ফী। তিনি দুর্বল বরং তাকে কোন কোন ইমাম মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। তিনি রাফেযী ছিলেন। আলী (ﷺ) মারা জাননি, তিনি মেঘমালার মধ্যে আছেন, পুনরায় ফিরে আসবেন এরূপ বিশ্বাস করতেন!

হাদীছটি ইবনু আদী (২/৯৯) মুহাম্মাদ ইবনুল ফায্ল হতে তিনি মুকাতিল ইবনু হাইয়্যান ও হামযাহ আল-জাযারী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ মুহাম্মাদ ইবনুল ফায্ল হচ্ছেন ইবনু আতিয়াহ- তিনি মিথ্যুক।

٨٥١. (مَنْ أَذَّنَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ أَمَّ أَصْحَابَهُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ).

৮৫১। যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে ঈমানের সাথে ছাওয়াবের প্রত্যাশায় আযান দিবে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে ঈমানের সাথে ছাওয়াবের প্রত্যাশায় তার সাথীদের ইমামত করবে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি রিযকুল্লাহ আত-তামীমী আল-হাম্বালী তার "আহাদীছ" (২/১) গ্রন্থে এবং আল-আসফাহানী "আত-তারগীব" (১/৪০) গ্রন্থে শুধুমাত্র প্রথম বাক্যটি ইব্‌রাহীম ইবনু রুস্তম হতে তিনি হাম্মাদ ইবনু সালামা হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আম্‌র হতে তিনি আবূ সালামা হতে... বর্ণনা করেছেন।

এ সূত্রেই বাইহাকী তার "সুনান" (১/৪৩৩) গ্রন্থে দু'টি বাক্যকে এক বাক্যে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ আমি এ হাদীছটি একমাত্র ইব্‌রাহীম ইবনু রুস্তমের সূত্রেই চিনি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি দুর্বল। তিনি বছর নির্দিষ্ট করে আযান দেয়ার ক্ষেত্রে মুয়াযযিনের ফযীলত বর্ণনা করে যে সব হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তার কোনটিই সহীহ নয়।

٨٥٢. (الْمُؤَذِّنُ الْمُحْتَسِبُ كَالشَّهِيْدِ الْمُتَشَحِّطِ فِيْ دَمِهِ، يَتَمَنَّى عَلَى اللهِ مَا يَشْتَهِيْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ).

৮৫২। ছাওয়াব প্রত্যাশী মুয়াযযিন নিজ রক্তে রঞ্জিত শহীদের ন্যায়। সে আযান ও ইকামাতের মধ্যে যা চায় তা আল্লাহ্‌র নিকট কামনা করে।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি তাবারানী "আল-আওসাত" (২/২৫) গ্রন্থে ইব্‌রাহীম ইবনু রুস্তম হতে তিনি কায়েস ইবনুর রাবী' হতে তিনি সালেম আল-আফতাস হতে তিনি সা'ঈদ ইবনু যুবায়ের হতে...বর্ণনা করেছেন।

এ সূত্রেই আবূ বাক্‌র আল-মুতরেয "আল-আমালীল কাদীমাহ" (১/১৭২/১) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল, কায়েস ইবনু রাবী' এবং ইব্‌রাহীম ইবনু রুস্তম আল-খুরাসানীর কারণে। তারা উভয়েই দুর্বল। ইব্‌রাহীম কায়েস হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন, যেমনটি হাকিম বলেছেন।

হাদীছটি মুনযেরী "আত-তারগীব" (১/১১১) গ্রন্থে, হায়ছামী "মাজমা'উয যাওয়ায়েদ" (২/৩) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর হায়ছামী বলেন ঃ তাতে ইব্‌রাহীম রয়েছেন। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তিনি বিতর্কিত ব্যক্তি। তাতে আরো অপরিচিত বর্ণনাকারী রয়েছেন।

٨٥٣. (الْمُؤَذِّنُ الْمُحْتَسِبُ كَالشَّهِيْدِ يَتَشَحَّطُ فِيْ دَمِهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ أَذَانِهِ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَإِذَا مَاتَ لَمْ يُدَوَّدْ فِيْ قَبْرِهِ).

৮৫৩। ছাওয়াব প্রত্যাশী মুয়াযযিন নিজ রক্তে রঞ্জিত শহীদের ন্যায় যতক্ষণ পর্যন্ত তার আযান শেষ না করবে। তার জন্য প্রত্যেক কাঁচা ও শুকনা বস্তু সাক্ষ্য প্রদান করবে। সে যখন মারা যাবে তখন তার কবরে কীট জন্মিবে না।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" (৩/২০৫/২) গ্রন্থে আহমাদ ইবনুল জা'আদ হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু বাক্কার হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল ফায্‌ল হতে তিনি সালেম আল-আফতাস হতে তিনি মুজাহিদ হতে...বর্ণনা করেছেন।

আবূ নো'য়াইম "আখবারু আসফাহান" (২/১১৩) গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা আল-আত্তার হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল ফায্ল...হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি একেবারে দুর্বল। তার সমস্যা হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনুল ফায্ল ইবনে আতিয়াহ, তিনি মিথ্যুক।

হায়ছামী বলেন ঃ তাতে মুহাম্মাদ ইবনুল ফায্ল আল-কুস্তানী রয়েছেন, কে তাকে উল্লেখ করেছেন পাচ্ছি না।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি আল-কুস্তানী নন, তিনি ইবনু আতিয়াহ। তার প্রমাণ ঃ

১। আল-খাতীব (৩/১৪৭) তার থেকে বর্ণনাকারী হিসাবে মুহাম্মাদ ইবনু বাক্কারকে উল্লেখ করেছেন। এ হাদীছটি তার বর্ণনা হতেই বর্ণিত যেমনটি আপনারা দেখছেন।

২। আবূ নো'য়াইম স্পষ্টভাবে বলেছেন তার বর্ণনাতে ইবনু আতিয়াহ রয়েছেন।

৩। হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ মুহাম্মাদ ইবনু বাক্কার মুহাম্মাদ ইবনুল ফায্ল ইবনে আতিয়াহ হতে... বর্ণনা করেছেন। ইবনু হায্ম বলেন ঃ ইবনু বাক্কার এবং ইবনুল ফায্ল তারা উভয়েই মাজহূল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু বাক্কার মাজহূল তা সঠিক। তবে ইবনুল ফায্ল সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন ঃ তিনি দুর্বল সকলের ঐকমত্যে মাতরূক।

আর মুহাম্মাদ ইবনুল ফায্ল আল-কুস্তানী তিনি অন্য এক বর্ণনাকারী। তিনি ইবনু আতিয়াহ নন। ইবনু আবী হাতিম বলেন ঃ তার থেকে আমরা লিখেছি, তিনি সত্যবাদী। তার জীবনী "তারীখু বাগদাদ" (৩/১৫২-১৫৩) গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

٨٥٤. (اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي الَّذِيْنَ يَأْتُوْنَ بَعْدِي، يَرْوُوْنَ أَحَادِيْثِيْ وَسُنَّتِيْ، وَيُعَلِّمُوْنَهَا النَّاسَ).

৮৫৪। হে আল্লাহ! আমার খালীফাদের তুমি দয়া করো। যারা আমার পরে এসে আমার হাদীছ ও আমার সুন্নাত বর্ণনা করবে এবং তারা লোকদেরকে তা শিক্ষা দিবে।

হাদীছটি বাতিল।

এটি রামহুরমুযী "আল-ফাসেল" (পৃ ঃ ৫) গ্রন্থে, আবূ নো'য়াইম "আখবারু আসফাহান" (১/৮১) গ্রন্থে, আল-খাতীব "শারাফু আসহাবিল হাদীছ" (১/৩৬/১) গ্রন্থে, আল-হারাবী "যাম্মুল কালাম" (৪/৮২/২) গ্রন্থে, অনুরূপভাবে কাযী আয়ায "আল-ইলমা'" (৩/৪) গ্রন্থে, আব্দুল গানী আল-মাকদেসী "কিতাবুল ইল্ম" (২/৫০)

গ্রন্থে, যিয়া "আল-মুনতাকা মিন মাসমূ'আতিহি বেমারু" (১/৭৪) গ্রন্থে এবং মুহাম্মাদ ইবনু তূলূন "আল-আরবা'ঊন" (১/৫) গ্রন্থে (তারা সকলে) আহমাদ ইবনু ঈসা সূত্রে ইবনু আবী ফুদায়েক হতে তিনি হিশাম ইবনু সা'আদ হতে তিনি যায়েদ ইবনু আসলাম হতে তিনি আতা ইবনু ইয়াসার হতে...বর্ণনা করেছেন।

এ সূত্রেই তাবারানী "আল-আওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, যেমনটি "আল-মাজমা'" (১/১২৬) গ্রন্থে এসেছে।

আবূ নো'য়াইম আহমাদ ইবনু ঈসা সম্পর্কে বলেন ঃ

তিনি আসবাহানে খালীফা রাশীদের আমলে মারা যান। তিনি তার সম্পর্কে মন্দ কিছুই বর্ণনা করেননি। এটি আশ্চর্যের ব্যাপার। কারণ দারাকুতনী তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক। যেমনটি হাফিয যাহাবীর "আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে। তিনি তার এ হাদীছটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

হাদীছটি বাতিল। তার এ বক্তব্য ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে সমর্থন করেছেন।

তা সত্ত্বেও সুয়ূতী হাদীছটি "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ কারণে মানাবী দারাকুতনী এবং যাহাবীর বক্তব্য উল্লেখ করে তার সমালোচনা করেছেন।

মানাবী উল্লেখ করেছেন, তাবারানী বলেন ঃ আহমাদ ইবনু ঈসা হাদীছটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তাতে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ আল-খাতীব বলেন ঃ আমাকে আলী ইবনু আবী আলী বাসরী হাদীছটি শুনিয়েছেন...।

আল-খাতীবের সূত্রে "আল-মুসালসালাত" (২/৯৯) গ্রন্থে আল-কাযরাওনী বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু সনদের এক বর্ণনাকারী আব্দুস সালাম সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন ঃ

তিনি কিছুই না। আযদী বলেন ঃ তার হাদীছ লিখা যায় না। ইবনু হিব্বান (২/১৪৪) বলেন ঃ তিনি হাদীছ চুরি করতেন এবং জাল হাদীছ বর্ণনা করতেন।

বাহ্যিকতা প্রমাণ করছে যে, হাদীছটি তিনি আহমাদ ইবনু ঈসা হতে চুরি করেছেন।

হাদীছটির আরো সূত্র রয়েছে ঃ

২। যার একটিতে আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনে আমের আত-তাঈ রয়েছেন। তিনি জাল করার দোষে দোষী। এ সনদে তার একটি জাল বাতিল পাণ্ডুলিপি রয়েছে। তা তিনি নিজেই জাল করেছেন বা তা তার পিতার জালকৃত, যেমনটি যাহাবী বলেছেন। এটি যিয়া "আল-মুনতাকা মিন মাসমূ'আতিহি বেমারু" (১/৭৪) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

৩। আরেকটি সূত্র সিলাফী "আত-তায়ূরিয়াত" (১/৩৪) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। যার সনদে ঈসা ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ রয়েছেন। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান (২/১১৯) বলেন ঃ তিনি তার পিতা হতে তিনি তার দাদা হতে বানোয়াট বহু কিছু বর্ণনা করেছেন।

৪। আরেকটি সূত্র ইবনু বাত্তাহ "আল-ইবানাহ" (১/১২৯/২) গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকির (১৪/৩৪৭/২) ওবায়েদ ইবনু হিশাম হালাবী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এটি মুরাসাল হওয়া সত্ত্বেও খুবই দুর্বল। ওবায়েদ ইবনু হিশাম সম্পর্কে আবূ দাউদ বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য কিন্তু তার শেষ জীবনে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। তাকে সেই হাদীছের ব্যাপারে সতর্ক করা হতো যেগুলোর কোন ভিত্তি নেই। সম্ভবত এটি সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

৫। আবূ নো'য়াইম একটি বানোয়াট সনদেও হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। সেটি আগত হাদীছের সনদটি ঃ

٨٥٥. (ألا أدُلُّكُمْ عَلَى الْخُلَفَاءِ مِنِّيْ وَمِنْ أَصْحَابِيْ وَمِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِيْ؟ هُمْ حَفَظَةُ الْقُرْآنِ وَالأَحَادِيْثِ عَنِّيْ وَعَنْهُمْ، فِي اللهِ وَللهِ).

৮৫৫। আমি কি তোমাদেরকে আমার, আমার সাথীদের ও আমার পূর্বের নাবীগণের খালীফাহ্ সম্পর্কে জানাবো না? তারা হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কুরআন ও হাদীছগুলোকে আমার থেকে ও তাদের থেকে হেফযকারীগণ।

হাদীছটি জাল।

এটি আবূ নো'য়াইম "আখবারু আসফাহান" (২/১৩৪) গ্রন্থে এবং আল-খাতীব "শারাফু আসহাবিন নাবী" (১/৩৬/১) গ্রন্থে আব্দুল গফূর হতে তিনি আবূ হাশেম হতে তিনি যাযান হতে তিনি আলী (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি বানোয়াট। তার সমস্যা এই আব্দুল গফূর। তিনি হচ্ছেন আবুস সাবাহ আল-আনসারী ওয়াসেতী। তার সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ

তার হাদীছ কিছুই না। ইবনু হিব্বান (২/১৪১) বলেন ঃ যারা নির্ভরযোগ্যদের উপর হাদীছ জাল করেছেন তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত। আশ্চর্য হবার উদ্দেশ্য ছাড়া তার হাদীছ লিখা বা উল্লেখ করাই হালাল নয়।

٨٥٦. (طَلَبُ الْحَقِّ غُرْبَةٌ).

৮৫৬। সত্যকে তালাস করা হচ্ছে নির্বাসন।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু আসাকির "আত-তারীখ" (৫/১৬১/১-২) গ্রন্থে হামযাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল্লাহ হতে তিনি আবুল কাসেম আব্দুল ওয়াহেদ ইবনু আহমাদ হাশেমী হতে তিনি আহমাদ ইবনু মানসূর হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি ধারাবাহিক সূফী বর্ণনাকারীদের দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন সনদ। তাদের অধিকাংশরাই অপরিচিত, যেমন এই হামযাহ। কারণ ইবনু আসাকির তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ সম্ভবত আলান ইবনু যায়েদ আস-সূফী হাদীছটির জালকারী।

হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে এবং মানাবী "আল-ফায়েয" গ্রন্থে তাকে সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আপনি কি দেখছেন না, ইবনু আসাকিরের নিকট তার সনদে আলান ইবনু যায়েদ নেই। সম্ভবত কোন কপিকারকের নিকট হতে ছুটে গেছে।

٨٥٧. (مَنْ حَبَسَ طَعَامًا أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، ثُمَّ أَخْرَجَهُ فَطَحَنَهُ وَخَبَّزَهُ وَتَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَقْبَلْهُ اللهُ مِنْهُ).

৮৫৭। যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন কোন খাদ্যদ্রব্য আটকিয়ে (জমা করে) রাখবে, অতঃপর তা বের করবে, তা দিয়ে আটা তৈরি করবে, রুটি বানাবে। অতঃপর তা সাদকাহ করে দিবে আল্লাহ তার থেকে তা কবূল করবেন না।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু আদী (কাফ ২/১৩০), আল-খাতীব তার "তারীখ" (৮/৩৮২) গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকির (৭/৫৫-৫৬) আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে নাজিয়াহ সূত্রে দীনার আবূ মাকীস হতে... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হাদীছটি বানোয়াট। তার সমস্যা হচ্ছে এই দীনার। যাহাবী বলেন ঃ তিনি নির্লজ্জভাবে প্রায় দু'শত চল্লিশটি হাদীছ আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন! তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত, জাল করার দোষে দোষী। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি আনাস (رضي الله عنه) হতে বানোয়াট বহু কিছু বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তিনি তার কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করেছেন। এটি সেগুলোর একটি।

আল-কান্নাস বলেন ঃ আমি দীনার হতে দু'শত পঞ্চাশটি হাদীছ হেফয করেছি। হাফিয যাহাবী বলেন ঃ যদি ধরে নেয়া হয় তার থেকে বিশ হাজার হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছে, তবুও সে সবগুলোই মিথ্যা!

হাকিম বলেন ঃ তিনি আনাস (رضي الله عنه) হতে প্রায় একশটি জাল হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ কারণেই ইবনুল জাওযী তার এ হাদীছটি "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে (২/২৪৪) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

এটি সহীহ্ নয়। দীনার আনাস (ﷺ) হতে বহু বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" (২/১৪৬-১৪৭) গ্রন্থে তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ হাদীছটি মু'য়ায ও আলী (ﷺ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি কিছুই না। কারণ হাদীছ দু'টিতেই জাল করার দোষে দোষী বর্ণনাকারী রয়েছেন। যা বর্ণনা করা জরুরী। মু'য়াযের (ﷺ) হাদীছটি হচ্ছে ঃ

٨٥٨. (مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا عَلَى أُمَّتِيْ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا وَتَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ).

৮৫৮। যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের নিকট বেশী লাভ করার উদ্দেশ্যে চল্লিশ দিন খাদ্য দ্রব্য জমা রাখবে, অতঃপর তা সাদকাহ্ করবে তার থেকে তা কবূল করা হবে না।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু আসাকির (৫/৩৪৬/২) খাল্লাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে হানী হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি আব্দুল আযীয ইবনু আব্দির রহমান আত-তায়ালিসী হতে তিনি খুসায়েফ হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু আসাকির বলেন, আত-তায়ালিসী নয় সঠিক হচ্ছে আল-বালিসী। তিনি মিথ্যার দোষে দোষী।

হাফিয যাহাবী বলেন ঃ ইমাম আহমাদ তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন।

ইবনু হিব্বান "আয-যো'য়াফা" (২/১৩২) গ্রন্থে বলেন ঃ আমরা উমার ইবনু সিনান হতে তিনি ইসহাক ইবনু খালেদ বালিসী হতে তিনি আব্দুল আযীয হতে একটি পাণ্ডুলিপি লেখেছি যাতে প্রায় উলট-পালটকৃত একশটি হাদীছ ছিল। সেগুলোর মধ্যে এমনও ছিল যার কোন ভিত্তিই নেই।... তার দ্বারা কোন অবস্থাতেই দলীল গ্রহণ করা হালাল নয়।

তার সম্পর্কে নাসাঈ ও অন্য বিদ্বানগণ বলেছেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম আহমাদ তার হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

٨٥٩. (مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَفَّارَةً).

৮৫৯। যে ব্যক্তি মুসলমানদের নিকট বেশী লাভ করার উদ্দেশ্যে চল্লিশ দিন খাদ্য দ্রব্য জমা রাখবে, অতঃপর তা সাদকাহ করে দিবে তা তার জন্য কাফ্ফারা হবে না।

হাদীছটি জাল।

এটি দাইলামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান আস-সুদ্দী হতে তিনি ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদ আত-তাইমী হতে তিনি তার পিতা হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান মিথ্যুক, যেমনটি ইবনু নুমায়ের ও অন্য বিদ্বানগণ বলেছেন। ইমাম বুখারী তার সাকাতু আনহু (মুহাদ্দিছগণ তার ব্যাপারে চুপ থেকেছেন) ভাষ্য দ্বারা সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

ইবনু হিব্বান (২/২৮১) বলেন ঃ মুহাম্মাদ নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে এ হাদীছটিকে পূর্বের হাদীছের শাহেদ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটি শাহেদ হবার যোগ্য নয়। কারণ পূর্বেরটির ন্যায় এটিও বানোয়াট।

ইবনু ইরাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ" (২/১৯৩) গ্রন্থে শাহেদ হিসাবে উল্লেখ করার কারণে সুয়ূতীর সমালোচনা করেছেন।

٨٦٠. (إِذَا أَرَادَ اللهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا فَقَّهَهُمْ فِي الدِّيْنِ، وَوَقَّرَ صَغِيْرَهُمْ وَكَبِيْرَهُمْ، وَرَزَقَهُمُ الرِّفْقَ فِيْ مَعِيْشَتِهِمْ، وَالْقَصْدَ فِيْ نَفَقَاتِهِمْ، وَبَصَّرَهُمْ عُيُوْبَهُمْ فَيَتُوْبُوْا مِنْهَا، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِهِمْ غَيْرَ ذٰلِكَ تَرَكَهُمْ هَمَلاً).

৮৬০। যখন আল্লাহ তা'আলা কোন পরিবারের মধ্যে কল্যাণ কামনা করেন, তখন তাদেরকে দ্বীনের ফাকীহ বানিয়ে দেন। তাদের ছোট ও বড়দেরকে সম্মানিত করে দেন। তাদের জীবন ধারণকে আল্লাহ সহজ করে দেন। তাদের খরচাদিতে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করিয়ে দেন। তাদের দোষ-ত্রুটি দেখিয়ে দেন যাতে তারা তা থেকে তাওবাহ করতে পারে। আর আল্লাহ যদি তাদের ব্যাপারে অন্য কিছু ইচ্ছা করেন, তাহলে তাদেরকে মুক্তভাবে ছেড়ে দেন।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু আসাকির (৬/১১১/২) দারাকুতনীর সূত্রে তার সনদে মূসা ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে আতা হতে তিনি আল-মুনকাদির ইবনু মুহাম্মাদ হতে তিনি তার পিতা হতে ...বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী বলেন ঃ

ইবনুল মনুকাদির হতে হাদীছটি গারীব। ইবনুল মুনকাদির এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তার থেকে মূসা ইবনু মুহাম্মাদ ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি হচ্ছেন দিমইয়াতী আল-[illegible]কাবী। তিনি হাদীছ জাল করতেন যেমনটি ইবনু হিব্বান ও অন্য বিদ্বানগণ বলেছেন। হাফিয যাহাবী তার কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করে একটি সম্পর্কে বলেন ঃ এটি বানোয়াট। অন্য একটি সম্পর্কে বলেন ঃ এটি বাতিল। তৃতীয়টি সম্পর্কে বলেন ঃ এটি মিথ্যা।

আল-খাতীব "আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ" (২/৩) গ্রন্থে অন্য একটি সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তাতে মূসার মুতাবা'য়াতকারী ফায্ল ইবনু মুহাম্মাদ আল-আত্তার রয়েছেন। তার সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি হাদীছ জালকারী।

ইবনু আদী বলেন ঃ তিনি হাদীছ চোর। বাহ্যিকতা প্রমাণ করছে যে, তিনি এটিকে ইবনু আতা হতে চুরি করেছেন।

٨٦١. (ضَعِ الْقَلَمَ عَلَى أُذُنِكَ؛ فَإِنَّهُ أَذْكَرُ لِلْمُمْلِي).

৮৬১। তুমি তোমার কানে কলম রাখ। কারণ তা লেখককে বেশী স্মরণ করিয়ে দেয়।

হাদীছটি জাল।

এটি তিরমিযী (৩/৩৯১), ইবনু হিব্বান (আল-মাজরূহীন) (২/১৬৯) গ্রন্থে, ইবনু আদী (২/২৩২) এবং ইবনু আসাকির (১৬/১৯/১) আম্বাসাহ হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু যাযান হতে তিনি উম্মু সা'আদ হতে তিনি যায়েদ ইবনু ছাবেত হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আম্বাসাহ ইবনু আব্দির রহমান উমাবী সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি হাদীছ জাল করতেন। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ

তিনি বহু জালের অধিকারী, তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হালাল নয়। ইমাম বুখারী "তারাকুহু" বলার দ্বারা তাকে জাল করার দোষে দোষী হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। নাসাঈ বলেন ঃ তিনি মাতরূক।

এ কারণে ইবনুল জাওযী হাদীছটি "আল-মাওযূ'আত" (১/২৫৯) গ্রন্থে তিরমিযীর বর্ণনা হতে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

হাদীছটি সহীহ নয়, আম্বাসাহ মাতরূক। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন ঃ তিনি হাদীছ জাল করতেন।

সুয়ূতী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ আনাস (রাঃ) হতে হাদীছটির দু'টি সূত্র রয়েছে। কিন্তু সে দু'টোতেই জাল করার দোষে দোষী বর্ণনাকারী রয়েছেন। এ কারণে তিনি হাদীছটি "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করে ভাল কাজ করেননি।

٨٦٢. (إِذَا كَتَبْتَ فَضَعْ قَلَمَكَ عَلَى أُذُنِكَ؛ فَإِنَّهُ أَذْكَرُ لَكَ).

৮৬২। যখন তুমি লিখবে তখন তোমার কলমটি তোমার কানে রেখে দাও। কারণ তা তোমাকে বেশী স্মরণ করিয়ে দিবে।

হাদীছটি জাল।

এটি দাইলামী "১/১/১৪৬) এবং ইবনু আসাকির (৮/২৫১/২) আম্‌র ইবনুল আযহার হতে তিনি হুমায়েদ হতে তিনি আনাস (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি বানোয়াট। তার সমস্যা হচ্ছে এই আম্‌র, কারণ ইবনু মা'ঈন ও অন্য বিদ্বানগণ তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম আহমাদ বলেন ঃ

তিনি হাদীছ জাল করতেন। ইবনু হিব্বানও (২/৭৮) অনুরূপ কথা বলেছেন।

অতঃপর আনাস (ﷺ) হতে হাদীছটির আরো সূত্র পেয়েছি।

১। একটি আবূ নো'য়াইম "আখবারু আসফাহান" (২/৩৩৭) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তার বর্ণনাকারী ইব্‌রাহীম ইবনু যাকারিয়া আল-ওয়াসেতী সম্পর্কে ইবনু হিব্বান (১/১০২) বলেন ঃ তিনি মালেকের উদ্ধৃতিতে কতিপয় বানোয়াট হাদীছ নিয়ে এসেছেন। তিনি আরো বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে যা তাদের হাদীছের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয় তাই বর্ণনা করেছেন। তিনি তা ইচ্ছাকৃত না করলেও তিনি মিথ্যুকদের থেকে তাদলীসকারী। তাকে অন্য বিদ্বানগণ দুর্বল হিসাবেও আখ্যা দিয়েছেন।

তার শাইখ আম্‌র অথবা উছমান ইবনু আম্‌রকে আমি চিনি না। ইব্‌রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ আল-কুরাশীও তার ন্যায়।

আবূ তাম্মাম উছমান ইবনু আব্দির রহমান হতে ...বর্ণনা করেছেন। এই উছমানই হচ্ছেন কুরাশী ওয়াক্কাসী। তিনি মিথ্যুক যেমনটি পূর্বেও একাধিকবার তার সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

২। আরেকটি সূত্রে হাদীছটি বাতেরকানী "মাজলিসুম মিনাল আমালী" (২/২৬৬) গ্রন্থে ইসমা'ঈল ইবনু আম্‌র আল-বালখী হতে তিনি উছমান আল-বাররী হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এই উছমান হচ্ছেন ইবনু মুকসিম। তার সম্পর্কে ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি মিথ্যা বলা ও হাদীছ জাল করার ব্যাপারে পরিচিতদের একজন।

হাদীছটি সুয়ূতী "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করে গ্রন্থটিকে কালিমালিপ্ত করেছেন।

٨٦٣. (إِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَى أَقَارِبِكُمْ وَعَشَائِرِكُمْ مِنَ الأَمْوَاتِ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا اسْتَبْشَرُوْا بِهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ قَالُوْا: اللَّهُمَّ لاَ تُمِتْهُمْ حَتَّى تُهْدِيَهُمْ كَمَا هَدَيْتَنَا).

৮৬৩। তোমাদের আমলগুলো তোমাদের মৃত নিকটাত্মীয়দের উপর পেশ করা হবে। যদি তা কল্যাণকর হয় তাহলে তা দ্বারা তারা সুসংবাদ গ্রহণ করবে। আর যদি সেরূপ না হয়, তাহলে তারা বলবে ঃ হে আল্লাহ, তুমি হেদায়াত না করে তাদের মৃত্যু দিও না যেরূপ তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দান করেছ।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি ইমাম আহমাদ (৩/১৬৪-১৬৫) সুফিয়ান সূত্রে সেই ব্যক্তির মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যিনি আনাস (ﷺ) হতে শুনেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সুফিয়ান এবং আনাস (ﷺ)-এর মধ্যে মাজহূল বর্ণনাকারী থাকার কারণে এ সনদটি দুর্বল।

উস্তাদ সাইয়েদ সাবেক হাদীছটি "ফিকহুস সুন্নাহ" (৪/৬০) গ্রন্থে আহমাদ ও তিরমিযীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। তিনি দু' দিক দিয়ে ভুল করেছেন ঃ

১। তিনি কোন প্রকার হুকুম না লাগিয়ে চুপ থেকেছেন। তার সমস্যা বর্ণনা করেননি।

২। তিনি বলেছেন যে, ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। আসলে তা নয়। ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেননি। হায়ছামী এবং সুয়ূতী উভয়েই শুধুমাত্র ইমাম আহমাদের উদ্ধৃতিতেই উল্লেখ করেছেন।

এটির একটি শাহেদ রয়েছে। তবে সেটি নিতান্তই দুর্বল। সেটি সামনের হাদীছটি ঃ

٨٦٤. (إِنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ إِذَا قُبِضَتْ تَلَقَّاهَا مِنْ أَهْلِ الرَّحْمَةِ مِنْ عِبَادِهِ كَمَا يَتَلَقَّوْنَ الْبَشِيْرَ مِنَ الدُّنْيَا، فَيَقُوْلُوْنَ: أَنْظِرُوْا صَاحِبَكُمْ يَسْتَرِيْحُ؛ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيْ كَرْبٍ شَدِيْدٍ، ثُمَّ يَسْأَلُوْنَهُ مَاذَا فَعَلَ فُلاَنٌ؟ وَمَا فَعَلَتْ فُلاَنَةُ هَلْ تَزَوَّجَتْ؟ فَإِذَا سَأَلُوْهُ عَنِ الرَّجُلِ قَدْ مَاتَ قَبْلَهُ فَيَقُوْلُ: أَيْهَاتَ، قَدْ مَاتَ قَبْلِيْ! فَيَقُوْلُوْنَ: إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ذُهِبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ، فَبِئْسَتِ الأُمُّ وَبِئْسَتِ الْمُرَبِّيَةُ. وَقَالَ: وَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَى أَقَارِبِكُمْ وَعَشَائِرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الآخِرَةِ؛ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا فَرِحُوْا وَاسْتَبْشَرُوْا وَقَالُوْا: اللَّهُمَّ هَذَا فَضْلُكَ وَرَحْمَتُكَ، وَأَتْمِمْ نِعْمَتَكَ عَلَيْهِ وَأَمِتْهُ عَلَيْهَا، وَيُعْرَضُ عَلَيْهِمْ عَمَلُ الْمُسِيْءِ فَيَقُوْلُوْنَ: اللَّهُمَّ أَلْهِمْهُ عَمَلاً صَالِحًا تَرْضَى بِهِ عَنْهُ وَتُقَرِّبُهُ إِلَيْكَ).

৮৬৪। যখন মু'মিনের আত্মা কব্‌য করা হয়, তখন রহমতের অধিকারী তার বান্দারা তা গ্রহণ করে যেরূপ তারা দুনিয়ার সুসংবাদ দানকারীকে গ্রহণ করে। তারা

বলে যে, তোমরা তোমাদের সাথীকে সুযোগ দাও বিশ্রাম করুক। কারণ সে কঠিন বিপদে ছিল। অতঃপর তারা তাকে প্রশ্ন করবে উমুক ব্যক্তি কী করছে? উমুক নারী কী করছে, সেকি বিয়ে করেছে? যখন তারা তাকে তার পূর্বের মৃত্যু বরণকারী ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, তখন বলবে সেতো দূরে চলে গেছে। আমার পূর্বেই মারা গেছে! তারা তখন বলবে ঃ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তাকে তার মা হাবিয়া জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কতইনা মন্দ পরিণতি তার মায়ের আর মন্দ পরিণতি তাকে শিক্ষা দানকারীর। অতঃপর তিনি বললেন ঃ

তোমাদের আমলগুলো আখেরাতের অধিবাসী তোমাদের নিকটাত্মীয়দের উপর পেশ করা হবে। যদি তা কল্যাণকর হয়, তাহলে তারা খুশি হবে আর সুসংবাদ গ্রহণ করবে আর বলবে ঃ হে আল্লাহ, এটি তোমার অনুগ্রহ ও তোমার দয়া। তুমি তার উপর তোমার নে'য়ামাতকে পূর্ণ করে দাও এবং সে সব নে'য়ামতের উপরেই তার মৃত্যু ঘটাও। আর যখন তাদের উপর অসৎকর্মকারীদের আমল পেশ করা হবে তখন তারা বলবে ঃ হে আল্লাহ! তাকে সৎকর্ম দান করো যাতে করে তার উপর সন্তুষ্ট হও আর তাকে তোমার নিকটবর্তী করে নাও।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" (১/১৯৪/২) গ্রন্থে ও "আল-আওসাত" (১/৭২/১-২) গ্রন্থে এবং তার থেকে আব্দুল গানী আল-মাকদেসী "আস-সুনান" (১/১৯৮) গ্রন্থে মাসলামাহ ইবনু আলী হতে তিনি যায়েদ ইবনু ওয়াকেদ হতে তিনি মাকহূল হতে তিনি আব্দুর রহমান ইবনু সালামাহ হতে তিনি আবূ রুহুম আস-সিমা'ঈ হতে...বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী বলেন ঃ মাকহূল হতে একমাত্র যায়েদ ও হিশাম বর্ণনা করেছেন আর মাসলামাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ মাসলামাহ জাল করার দোষে দোষী। হাকিম বলেন ঃ তিনি আওযা'ঈ ও যুবায়দী হতে বানোয়াট ও মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

হায়ছামী (২/৩২৭) তার সম্পর্কে বলেন তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটি সালাম আত-তাবীলও ছাওর ইবনু ইয়াযীদ হতে ...বর্ণনা করেছেন। এই সালাম সম্পর্কে ইবনু হিব্বান "আয-যো'য়াফা" (১/৩৩৬) গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

হাদীছটির প্রথম অংশটি অন্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেটিও দুর্বল।

٨٦٥. (يُجْلِسُنِيْ عَلَى الْعَرْشِ).

৮৬৫। (আল্লাহ) আমাকে আরশের উপর বসাবেন।

হাদীছ বাতিল।

এটি যাহাবী "আল-উলূ" (৫৫) গ্রন্থে দু'টি সূত্রে আহমাদ ইবনু ইউনুস হতে তিনি সালামাহ আল-আহমার হতে তিনি আশ'য়াছ ইবনু তালীক হতে...বর্ণনা করেছেন।

যাহাবী বলেন ঃ এ হাদীছটি মুনকার এর দ্বারা খুশি হওয়া যায় না। এই সালামাহ মাতরূকুল হাদীছ। আর আশ'য়াছের ইবনু মাস'উদের সাথে সাক্ষাৎ ঘটেনি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটির অন্য সূত্রও রয়েছে। কিন্তু সেটি সহীহ নয়। সেটি সম্পর্কে (৫১৬০) নম্বর হাদীছে বিবরণ আসবে ইন্‌শাআল্লাহ।

হাফিয যাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম হতে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ মওকূফ হিসাবেও সনদটি সাব্যস্ত হয়নি।

এ কথাটির পাঁচটি সূত্র রয়েছে। যেগুলো ইবনু জারীর তার তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর আল-মারওয়াযী একটি গ্রন্থই রচনা করেছেন।

অতঃপর ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। যার সনদ সহীহ নয়। তাতে উমার ইবনু মুদরেক রয়েছেন, তিনি মাতরূক। বর্ণনাকারী জুওয়াইবিরও তার ন্যায়। এটি মুজাহিদের কথা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। মারফূ' হিসাবে এটি বাতিল।

জেনে রাখুন! আরশের উপর রাসূল এর বসার ব্যাপারে এ বাতিল হাদীছটি ছাড়া আর কোন হাদীছ নেই। আর আল্লাহ তা'আলার আরশের উপর বসার ব্যাপারেও কোন সহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। কুরআনের আয়াতে ইসতিওয়ার অর্থ বসা নয়।

٨٦٦. (إِنَّ كُرْسِيَّهُ وَسِعَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، وَإِنَّهُ يَقْعُدُ عَلَيْهِ، مَا يَفْضُلُ مِنْهُ مِقْدَارُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ ـ ثُمَّ قَالَ بِأَصَابِعِهِ فَجَمَعَهَا ـ وَإِنَّ لَهُ أَطِيْطًا كَأَطِيْطِ الرَّحْلِ الْجَدِيْدِ إِذَا رَكِبَ مِنْ ثِقَلِهِ).

৮৬৬। তাঁর (আল্লাহর) কুরসী আসমানগুলো ও যমীনকে ঘিরে রেখেছে। তিনি তার উপর বসবেন। তা থেকে চার আংগুলের বেশী অবশিষ্ট থাকবে না। অতঃপর তিনি বলেন ঃ তার আংগুলগুলোর দ্বারা তাকে একত্রিত করেছেন। যখন তিনি তার উপর আরোহণ করেন, তখন তার ওযনের কারণে নতুন গদীর চুরচুর শব্দের ন্যায় আওয়ায করতে থাকে।

হাদীছটি মুনকার।

এটি আবুল আলা ইবনুল হাসান ইবনে আহমাদ আল-হামাদানী "ফুতিয়া লাহু হাওলাস সিফাত" গ্রন্থে (১/১০০) তাবারানীর সূত্রে ওবায়দুল্লাহ ইবনু আবী যিয়াদ

আল-কাতাওয়ানী হতে তিনি ইয়াহইয়া ইবনু আবী বুকায়ের হতে তিনি ইসরাঈল হতে তিনি আবূ ইসহাক হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু খালীফা হতে...বর্ণনা করেছেন।

যিয়া আল-মাকদেসী "আল-মুখতারা" (১/৫৯) গ্রন্থে তাবারানীর সূত্র সহ অন্যান্য সূত্রে ইবনু আবী বুকায়ের হতে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে আবূ মুহাম্মাদ আদ্দাশতী "কিতাবু ইছবাতিল হাদ্দে" (১৩৪-১৩৫) গ্রন্থে তাবারানী ও অন্যের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর বলেছেন ঃ এটি সহীহ হাদীছ। তার বর্ণনাকারীগণ ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী রয়েছে।

এটি সুস্পষ্ট ডবল ভুল। হাদীছটি সহীহ নয়। আর তার বর্ণনাকারীগণও তাদের দু'জনের শর্তানুযায়ী নয়। কারণ বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু খালীফাকে ইবনু হিব্বান ছাড়া অন্য কেউ নির্ভরযোগ্য বলেননি। তার নির্ভরযোগ্য বলা গ্রহণযোগ্য নয় যেমনটি পূর্বে বার বার আলোচনা করা হয়েছে। হাফিয যাহাবী বলেন ঃ

তাকে চেনা যায় না। কিভাবে হাদীছটি সহীহ? বরং হাদীছটি আমার নিকট মুনকার।

ইবনু ইসহাক "আল-মুসনাদ" গ্রন্থে অনুরূপ একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই ইবনু ইসহাক মুদাল্লিস। কোন সূত্রেই তার শ্রবণ স্পষ্ট করেননি। এ কারণে হাফিয যাহাবী "আল-উলূ" (পৃ ঃ ২৩) গ্রন্থে বলেন ঃ হাদীছটি খুবই গারীব। ইবনু ইসহাক যুদ্ধ বিগ্রহ বর্ণনার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য যদি মুসনাদ হিসাবে বর্ণনা করেন তাহলে। তার মুনকার এবং আজব আজব বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে সাদৃশ্য করা যায় না। তার নামগুলো পবিত্র।

হাদীছটিতে গদীর সাথে আরশ/কুরসীর সাদৃশ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং চুরচুর শব্দ করে বলে তার ত্রুটিও বর্ণনা করা হয়েছে। যা কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহর নিকট এরূপ করা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সহীহ হাদীছে এরূপ শব্দ সাব্যস্ত হয়নি।

٨٦٧. (يَقُوْلُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لِلْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا قَعَدَ عَلَى كُرْسِيِّهِ لِقَضَاءِ عِبَادِهِ: إِنِّيْ لَمْ اَجْعَلْ عِلْمِيْ وَحُكْمِيْ فِيْكُمْ إِلاَّ وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اَغْفِرَ لَكُمْ، عَلَى مَا كَانَ فِيْكُمْ، وَلاَ اُبَالِيْ).

৮৬৭। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফায়সালার জন্য যখন তাঁর কুরসীর উপর বসবেন তখন তিনি আলেমদেরকে বলবেন ঃ আমি আমার জ্ঞান ও আমার ফায়সালাকে একমাত্র তোমাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার ইচ্ছায়। তোমাদের মধ্যে যাই ঘটে থাকুক না কেন। আমি তাতে পারওয়া করি না।

হাদীছটি জাল।

এটি তাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" (১/১৩৭/২) গ্রন্থে আহমাদ ইবনু যুহায়ের হতে তিনি আল-আলা ইবনু মাসলামাহ হতে তিনি ইব্রাহীম আত-তালকানী হতে তিনি ইবনুল মুবারাক হতে তিনি সুফিয়ান হতে তিনি সাম্মাক ইবনু হারব হতে...বর্ণনা করেছেন।

এ ছাড়া আবুল হাসান আল-হারবী "জুযউম মিন হাদীছ" (২/৩৫) গ্রন্থে হায়ছাম ইবনু খালাফ হতে তিনি আল-আলা ইবনু মাসলামাহ হতে তিনি ইসমা'ঈল ইবনুল মুফায্যাল হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি বানোয়াট। কারণ এটির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আলা ইবনু মাসলামাহ আবূ সালেম। যাহাবী তার সম্পর্কে "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ

আয্দী বলেছেন ঃ তার থেকে বর্ণনা করাই হালাল নয়। তিনি যা কিছু বর্ণনা করেন তাতে কোন পরওয়া করতেন না। ইবনু তাহের বলেন ঃ তিনি হাদীছ জাল করতেন। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

অনুরূপ কথা "আত-তাহযীব" গ্রন্থেও এসেছে। তাকে কোন ব্যক্তিই নির্ভরযোগ্য বলেননি। এ কারণেই হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি মাতরূক। তাকে ইবনু হিব্বান জাল করার দোষে দোষী করেছেন। তার শাইখও অপরিচিত।

হাদীছটির সনদের এরূপ অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও আশ্চর্য হতে হয় যখন মুনযেরী "আত-তারগীব" (১/৬০) গ্রন্থে এবং হায়ছামী "আল-মাজমা'" (১/২৬) গ্রন্থে বলেন যে, বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। কারণ তাতে সকলের নিকট দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন।

এর চেয়ে সঠিক হতে আরো দূরবর্তী কথা এই যে, ইবনু কাছীর তার "তাফসীর" (৩/১৪১) গ্রন্থে বলেছেন ঃ সনদটি ভাল। অনুরূপভাবে সুয়ূতী "আল-লাআলী" (১/২২১) গ্রন্থে বলেছেন যে, তাতে কোন সমস্যা নেই।

মোটকথা ঃ হাদীছটি বানোয়াট। তাতে অত্যন্ত মুনকার শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সেটি হচ্ছে কুরসীর উপর আল্লাহর বসা। সহীহ হাদীছে এ শব্দটি বর্ণিত হয়েছে বলে আমি জানি না।

এ শব্দ ছাড়া হাদীছটি অন্যান্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সবগুলোই দুর্বল। একটি অপরটির চেয়ে বেশী দুর্বল। সেগুলোর কোন কোনটি ইবনুল জাওযী তার "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

٨٦٨. (يَبْعَثُ اللهُ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يُمَيِّزُ الْعُلَمَاءَ، ثُمَّ يَقُوْلُ: يَا مَعْشَرَ الْعُلَمَاءِ إِنِّي لَمْ أَضَعْ عِلْمِيْ فِيْكُمْ إِلاَّ لِعِلْمِيْ بِكُمْ، وَلَمْ أَضَعْ عِلْمِيْ فِيْكُمْ لأُعَذِّبَكُمْ، اِنْطَلِقُوْا فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ).

৮৬৮। আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন বান্দাদেরকে একত্রিত করবেন। অতঃপর আলেমদেরকে পৃথক করে বলবেন ঃ হে আলেম সমাজ! তোমাদের সম্পর্কে আমার জানা থাকার কারণেই আমি তোমাদের মধ্যে আমার জ্ঞান রেখেছি। আমি আমার জ্ঞান তোমাদের মধ্যে রাখি নি তোমাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য। তোমরা চলো, তোমাদের আমি ক্ষমা করে দিয়েছি।

হাদীছটি খুবই দুর্বল।

এটি ইবনু আদী (২/২০৫), আবুল হাসান আল-কালাবী "নুসখাতু আবীল আব্বাস তাহের আত-তামীমী" (৫/৬) গ্রন্থে, ইবনু আব্দিল বার "আল-জামে'" (১/৪৮) গ্রন্থে এবং আবুল মা'আলী আফীফুদ্দীন "ফাযলুল ইল্ম" (২/১১৪) গ্রন্থে সাদাকাহ ইবনু আব্দিল্লাহ হতে তিনি তালহাহ ইবনু যায়েদ হতে তিনি মূসা ইবনু ওবায়দাহ হতে তিনি সা'ঈদ ইবনু আবী হিন্দ্ হতে...বর্ণনা করেছেন।

এ সূত্রেই আবূ বাক্র আল-আজুরী "আল-আরবা'ঊন" (নং ১৬) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে মূসা ইবনু ওবায়েদের স্থলে ইউনুস ইবনু ওবায়েদ এসেছে।

ইবনু আদী বলেন ঃ এ হাদীছটি এ সনদে বাতিল। সাদাকাহ ইবনু আব্দিল্লাহ দুর্বল।

তালহা ইবনু যায়েদ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (১/২৬৩) গ্রন্থে বলেন ঃ

তালহা জাল করার দোষে দোষী। তিনিই হাদীছটির সমস্যা। যদিও তার শাইখ মূসা ইবনু ওবায়দাহ নিতান্তই দুর্বল, যেমনটি ইবনু কাছীর "আত-তাফসীর" (৩/১৪১) গ্রন্থে এবং হায়ছামী "আল-মাজমা'" (১/১২৭) গ্রন্থে বলেছেন। তবে তারা উভয়েই শুধুমাত্র মূসার দ্বারাই কারণ দর্শিয়েছেন। এটি ত্রুটি কারণ তার থেকে বর্ণনাকারী জাল করার দোষে দোষী। এরূপ কথা হাফিয ইরাকীও "আল-মুগনী" (১/৭) গ্রন্থে বলেছেন ঃ তার সনদটি দুর্বল।

এ সূত্রটি ছাড়াও হাদীছটি আরো ছয়টি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যার কোনটিই খুবই দুর্বল অথবা বানোয়াট বর্ণনাকারীদের থেকে মুক্ত নয়।

٨٦٩. (إِنَّ لِلّٰهِ عِنْدَ كُلِّ بِدْعَةٍ كِيْدَ بِهَا الإِسْلاَمُ وَأَهْلُهُ وَلِيًا يَذُبُّ عَنْهُ وَيَتَكَلَّمُ بِعَلاَمَاتِهِ، فَاغْتَنِمُوْا تِلْكَ الْمَجَالِسَ بِالذَّبِّ عَنِ الضُّعَفَاءِ، وَتَوَكَّلُوْا عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيْلاً).

৮৬৯। প্রতিটি বিদ'আতের নিকট - যার দ্বারা ইসলাম ও তার পরিবারের সাথে প্রতারণা করা হয় - আল্লাহর একজন ওয়ালী থাকে সে ইসলাম হতে প্রতিহত করে

ও তার নিদর্শনগুলো নিয়ে কথা বলে। অতএব তোমরা সেই মজলিসগুলোকে দুর্বলদের থেকে প্রতিহত করার দ্বারা গনীমত হিসাবে গ্রহণ করো। তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা করো আল্লাহই ওয়াকীল হিসাবে যথেষ্ট।

হাদীছটি জাল।

এটি উকায়লী "আয-যো'য়াফা" (২৬৩) গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু আইউব হতে তিনি আব্দুস সালাম ইবনু সালেহ হতে তিনি আব্বাদ ইবনুল আওয়াম হতে তিনি আব্দুল গাফ্ফার আল-মাদানী হতে তিনি সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে...বর্ণনা করেছেন। উকায়লী বলেন ঃ

বর্ণনার দিক থেকে আব্দুল গাফ্ফার মাজহূল। তার এ হাদীছ নিরাপদ নয়, এটি একমাত্র তার মাধ্যমেই চেনা যায়। হাফিয যাহাবী বলেন ঃ তাকে চেনা যায় না। সম্ভবত তিনি আবূ মারিয়াম। তার হাদীছ বানোয়াট।

তিনি এ হাদীছটির দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। আবূ মারিয়ামের নাম হচ্ছে আব্দুল গাফ্ফার ইবনুল কাসেম আল-আনসারী। একাধিক ইমাম তার সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলেছেন ঃ তিনি হাদীছ জাল করতেন। ইবনু হিব্বান (২/১৩৬) বলেন ঃ

তিনি উছমান ইবনু আফ্ফান সম্পর্কে দোষযুক্ত হাদীছ বর্ণনাকারীদের একজন। মদ পান করতেন এমনকি মাতাল হয়ে যেতেন। তিনি হাদীছগুলো উলট-পালট করে ফেলতেন। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা না জায়েয। তাকে ইমাম আহমাদ ও ইবনু মা'ঈন পরিত্যাগ করেছেন।

হাদীছটি আবূ নো'য়াইম "আখবারু আসফাহান" (১/৩২২) গ্রন্থে এবং আল-হারাবী "যাম্মুল কালাম" (৪/৮০/২) গ্রন্থে আব্দুস সালাম হতে বর্ণনা করেছেন।

٨٧٠. (إنَّ مِنَ العِلمِ كَهَيْئَةِ المَكْنُوْنِ لا يَعْرِفُهُ إلاَّ العُلَمَاءُ بِاللهِ، فَإِذَا نَطَقُوْا بِهِ لَمْ يُنْكِرْهُ إلاَّ أهْلُ الغُرَّةِ بِاللهِ عَزَّوَجَلَّ).

৮৭০। লুকানো আকৃতিতে কিছু জ্ঞান রয়েছে যা একমাত্র আল্লাহ সম্পর্কে অবহিত আলেমরাই জানে। যখন তারা তা দ্বারা কথা বলে তখন একমাত্র আল্লাহর সম্পর্কে অনভিজ্ঞরাই তা অস্বীকার করে।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি আবু আব্দির রহমান আস-সুলামী "আল-আরাব'উনুস সূফিয়াহ" (২/৮) গ্রন্থে এবং আবূ উছমান আন-নুজায়রেমী "আল-ফাওয়ায়েদ" (২/৭/২) গ্রন্থে নাস্‌র ইবনু মুহাম্মাদ ইবনিল হারেছ হতে তিনি আব্দুস সালাম ইবনু সালেহ হতে তিনি সুফিয়ান ইবনু ওয়াইনাহ হতে তিনি ইবনু জুরায়েজ হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনটি কারণে এ সনদটি খুবই দুর্বল ঃ

১। ইবনু জুরায়েজ কর্তৃক আন্ আন্ করে বর্ণনাকৃত। তিনি একজন মুদাল্লিস।

২। আব্দুস সালাম ইবনু সালেহ হচ্ছেন আবুস সাল্ত আল-হারাবী। অধিকাংশরাই তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। বরং ইবনু আদী ও অন্য বিদ্বানগণ তাকে মিথ্যা বলা ও জাল করার দোষে দোষী করেছেন।

৩। নাস্র ইবনু মুহাম্মাদ তার নাম ৮৬৮ নং হাদীছের ৩ নং সনদে নাসর ইবনু আহমাদ হিসাবে এসেছে। তার জীবনী পাচ্ছি না।

মুনযেরী "আত-তারগীব" (১/৬২) গ্রন্থে হাদীছটি দুর্বল হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। আর হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইয়াহইয়া" (১/৩৫) গ্রন্থে স্পষ্ট করেই বলেছেন হাদীছটি দুর্বল।

٨٧١. (يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيْمٌ، شَهْرٌ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، جَعَلَ اللهُ صِيَامَهُ فَرِيْضَةً، وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، مَنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ، وَمَنْ أَدَّى فِيْهِ فَرِيْضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيْهِ فِيْ رِزْقِ الْمُؤْمِنِ، وَمَنْ فَطَّرَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوْبِهِ، وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَن يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ لَيْسَ كُلُّنَا يَجِدُ مَا يُفَطِّرُ الصَّائِمَ، قَالَ: يُعْطِي اللهُ هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى مَذْقَةِ لَبَنٍ، أَوْ تَمْرَةٍ، أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ، وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللهُ مِنَ الْحَوْضِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، وَوَسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ، فَاسْتَكْثِرُوْا فِيْهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ، خَصْلَتَانِ تُرْضُوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، وَخَصْلَتَانِ لَا غِنَى بِكُمْ عَنْهُمَا، أَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ فَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَتَسْتَغْفِرُوْنَهُ، وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَى بِكُمْ عَنْهُمَا، فَتَسْأَلُوْنَ الْجَنَّةَ، وَتَعُوْذُوْنَ مِنَ النَّارِ).

৮৭১। হে লোকেরা! তোমাদের নিকট এক মহান মাস আগমন করেছে। যে মাসের একটি রাত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। সে মাসে সওম পালন করাকে আল্লাহ্ ফরয করেছেন, আর তার রাতের কিয়াম করাকে নফল করেছেন। যে ব্যক্তি একটি উত্তম আচরণের দ্বারা নৈকট্য লাভ করবে, সে সেই ব্যক্তির ন্যায় যে অন্য মাসে একটি ফরয আদায় করলো। যে ব্যক্তি সে (রামাযান) মাসে একটি ফরয আদায় করবে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্য মাসে সত্তরটি ফরয আদায় করলো। এটি ধৈর্যের মাসে। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করবে সে তার ছাওয়াব হিসাবে পাবে জান্নাত। এটি সহমর্মিতার মাস, যাতে মু'মিনের রিয্ক বর্ধিত করা হয়। যে ব্যক্তি এ মাসে কোন সওম পালনকারীকে ইফতার করাবে, তা তার গুনাহগুলোর জন্য ক্ষমা স্বরূপ হয়ে যাবে, জাহান্নাম হতে মুক্তির কারণ হয়ে যাবে এবং তাকে সওম পালনকারীর ছাওয়াবের ন্যায় ছাওয়াব দেয়া হবে, তার ছাওয়াবে কোন প্রকার ঘাটতি না ক'রে। তারা বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের সবাইতো সওম পালনকারীকে ইফতার

করানোর মত কিছু পায় না। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা এই ছাওয়াব সেই ব্যক্তিকেও দিবেন যে সওম পালনকারী ব্যক্তিকে ইফতার করাবে দুধে পানি মিশ্রিত করে বা একটি খেজুর দিয়ে বা একঢোক পানি দিয়ে হলেও। আর যে ব্যক্তি কোন সওম পালনকারী ব্যক্তিকে পানি পান করিয়ে পরিতৃপ্ত করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন এক হাউয হতে পানি পান করাবেন যে, জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত সে আর তৃষ্ণার্ত হবে না। সেটি এমন এক মাস যার প্রথম অংশ রহমতের, মধ্যাংশ ক্ষমার আর শেষাংশ জাহান্নাম হতে মুক্তির। অতএব তোমরা তাতে বেশী বেশী করে চারটি ভাল কর্মের অভ্যাস করো। দু'টির দ্বারা তোমাদের প্রভুকে সন্তুষ্ট করবে আর দু'টি হতে তোমাদের বিমুখ হওয়ার সুযোগ নেই। তোমাদের প্রভুকে সন্তুষ্ট করার অভ্যাস দু'টি হচ্ছে; সত্যিকার অর্থে আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই তার সাক্ষ্য প্রদান ও তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আর যে দু'টি হতে তোমাদের বিমুখ হওয়ার সুযোগ নেই সে দু'টি হচ্ছে; তোমরা জান্নাত চাইবে আর জাহান্নাম হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

হাদীছটি মুনকার।

এটি আল-মাহামেলী "আল-আমালী" (খণ্ড ৫ নং ৫০) গ্রন্থে, ইবনু খুযাইমাহ তার "সাহীহ" (১৮৮৭) গ্রন্থে (তবে তিনি বলেছেন ঃ যদি সহীহ হয়) এবং আল-ওয়াহেদী "আল-ওয়াসীত" (১/৬৪০/১-২) গ্রন্থে আলী ইবনু যায়েদ ইবনে যাদ'আন হতে তিনি সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে তিনি সালমান ফারেসী হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আলী ইবনু যায়েদের কারণে এ সনদটি দুর্বল। কারণ তাকে ইমাম আহমাদ ও অন্য বিদ্বানগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম ইবনু খুযাইমাহ বলেছেন ঃ তার হেফযে ত্রুটি থাকায় আমি তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করিনি। এ কারণেই তিনি হাদীছটি তার সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ হাদীছটি যদি সহীহ হয়। তার কথাকে মুনযেরী "আত-তারগীব" (২/৬৭) গ্রন্থে স্বীকার করে বলেছেন ঃ বাইহাকী তার সূত্রেই বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু খুযাইমাহ কর্তৃক এরূপ হাদীছ তার সাহীহার মধ্যে উল্লেখ করাটাই ইঙ্গিত করছে যে, তিনি কখনও কখনও তাতে এমন হাদীছও উল্লেখ করেছেন যা তার নিকট সহীহ নয় এবং সে মর্মে তিনি নিজেই সতর্ক করেছেন। কোন কোন লেখক এ বিষয়টি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে বলেছেন ঃ আলোচ্য হাদীছটি ইবনু খুযাইমাহ তার সাহীহাহ গ্রন্থে বর্ণনা করে সহীহ হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন!

এরূপ কথা তিনিই বলবেন যিনি হাদীছটির শেষে যে কথাটি তিনি বলেছেন সেটি সম্পর্কে অবহিত হননি। যে ব্যক্তি তার কথাটি সম্পর্কে অবহিত হয়ে বলবেন যে, তিনি হাদীছটিকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন, তিনি তার উপর মিথ্যারোপ করবেন।

হাদীছটি সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" (১/২৪৯) গ্রন্থে তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেছেন, তিনি বলেন ঃ হাদীছটি মুনকার।

٨٧٢. (لَا تَقُوْلُوْا قَوْسَ قُزَحٍ، فَإِنَّ قُزَحَ شَيْطَانٌ، وَلَكِنْ قُوْلُوْا: قَوْسُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، فَهُوَ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْغَرَقِ).

৮৭২। তোমরা রংধনু বল না। কারণ রংধনু হচ্ছে শয়তান। তবে তোমরা বলো ঃ আল্লাহর ধনুক। সেটি যমীনবাসীদেরকে ডুবে যাওয়া হতে নিরাপদ রাখে।

হাদীছটি জাল।

এটি আবূ নো'য়াইম (২/৩০৯), আল-খাতীব (৮/৪৫২) যাকারিয়া ইবনু হাকীম আল-হাবাতী হতে তিনি আবূ রাজা আল-উতারেদী হতে তিনি ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আবূ নো'য়াইম বলেন ঃ আবূ রাজা হতে হাদীছটি গারীব। একমাত্র যাকারিয়া ইবনু হাকীম মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আল-খাতীব বলেছেন ঃ ইবনু মা'ঈন এবং নাসাঈ যাকারিয়া সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইবনু হিব্বান (১/৩১১) বলেন ঃ

নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে যা তাদের হাদীছ নয় তিনি তাই বর্ণনা করতেন। এমনকি হৃদয়ে প্রাধান্য পাবে যে, তিনি তা ইচ্ছাকৃতই করেছেন।

হাদীছটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (১/১৪৪) গ্রন্থে আল-খাতীবের বর্ণনায় উল্লেখ করে বলেছেন ঃ যাকারিয়া ছাড়া অন্য কেউ এটিকে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেননি। তার সম্পর্কে ইয়াহইয়া ও নাসাঈ বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম আহমাদ বলেছেন ঃ তিনি কিছুই না। ইবনুল মাদীনী বলেন ঃ তিনি হালেক।

সুয়ূতী হাদীছটি "আল-লাআলী" (১/৮৭) গ্রন্থে উল্লেখ করে ইমাম নাবাবীর ভাষ্য (রংধনু বলাটা মাকরূহ) উল্লেখ করে বুঝিয়েছেন যে, এটি বানোয়াট নয়।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সনদের বর্ণনাকারী যাকারিয়ার দুর্বল হওয়ার বিষয়ে সকলে ঐকমত্য। তার হাদীছ খুবই দুর্বল হওয়ার কথা। কিভাবে তার দ্বারা শরী'য়াতের হুকুম (মাকরূহ) সাব্যস্ত হয়? যদি বানোয়াট আর খুবই দুর্বল না হয়ে শুধুমাত্র দুর্বলই ধরে নেয়া হয়, তবুও তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা জায়েয নয়। কারণ সকলের ঐকমত্যে দুর্বল হাদীছের দ্বারা শরী'য়াতের হুকুম সাব্যস্ত করা যায় না।

হাদীছটি উকায়লী "আয-যো'য়াফা" (১৬৪) গ্রন্থে উপরোল্লেখিত সনদে ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" (৩/৮৫-৮৬) গ্রন্থে অন্য সূত্রেও মওকূফ হিসাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনু কাছীর "আল-বিদাইয়্যাহ" (১/৩৮) গ্রন্থে বলেছেন ঃ সনদটি সহীহ।

তাতে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ তার সনদে বর্ণনাকারী আরেম আবূ নু'মান মুহাম্মাদ ইবনুল ফায্ল রয়েছেন। তার শেষ বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

ইবনু ওয়াহাব এবং যিয়া আল-মাকদেসীও হাদীছটি মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

যদি মওকূফ হিসাবে সাব্যস্তও হয়, তাহলে এটি ইসরাঈলী বর্ণনা হতে এসেছে। কোন সাহাবী আহলে কিতাবদের থেকে পেয়েছেন। যাকে আমরা মিথ্যা বা সত্য বলার দ্বারা মন্তব্য করবো না।

٨٧٣. (إِنَّ مِنَ الْجَفَاءِ أَن يَّمْسَحَ الرَّجُلُ جَبِيْنَهُ قَبْلَ أَن يَّفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ، وَأَن يُّصَلِّيَ لاَ يُبَالِي مَنْ إِمَامُهُ؟ وَأَن يَّأكُلَ مَعَ رَجُلٍ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ دِيْنِهِ، وَلاَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ).

৮৭৭। কোন ব্যক্তির তার সালাত শেষ করার পূর্বেই তার কপাল মুছে ফেলা, তার সালাতের ইমাম কে তার পরওয়া না করা এবং নিজ ধর্মীয় ও কিতাবধারী নয় এরূপ ব্যক্তির সাথে একই পাত্রে আহার করা হচ্ছে কর্কশ আচরণের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তাম্মাম (খণ্ড ২৯) এবং ইবনু আসাকির (২/২৩৬/২) আবূ আব্দিল্লাহ নাজীহ ইবনু ইব্রাহীম আন-নাখ'ঈ হতে তিনি মা'মার ইবনু বাক্কার হতে তিনি উছমান ইবনু আব্দির রহমান হতে তিনি আতা হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। বরং বানোয়াট। উছমান ইবনু আব্দির রহমান আল-ওয়াক্কাসী মিথ্যার দোষে দোষী। ইমাম বুখারী বলেন ঃ সাকাতু আনহু।

ইবনু হিব্বান (২/৯৯) বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করতেন। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা না জায়েয।

মা'মার সম্পর্কে উকায়লী বলেন ঃ তার হাদীছে সন্দেহ রয়েছে। তার অধিকাংশ হাদীছের মুতাবা'য়াত করা যায় না। তবে ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্যদের দলে উল্লেখ করেছেন!

নাজীহ ইবনু ইব্রাহীম সম্পর্কে মাসলামাহ ইবনু কাসেম বলেন ঃ তিনি দুর্বল। ইবনু হিব্বান তাকেও নির্ভরযোগ্যদের দলে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

হাদীছটির প্রথম অংশটি ইবনু মাজাহ (নং ৯৬৪) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার বর্ণনাকারী হারূণ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে আল-হুদায়ের দুর্বল।

ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেন ঃ তার হাদীছের অনুসরণ করা যায় না। নাসাঈ বলেন ঃ তিনি দুর্বল। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ

তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীছ বর্ণনাকারী। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা না জায়েয। বুসয়রী "আয-যাওয়ায়েদ" গ্রন্থে বলেন ঃ সকলে তার দুর্বল হওয়ার বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

মানাবী মুগলাতাই হতে নকল করেছেন, তিনি বলেন ঃ হারূণ দুর্বল হওয়ার কারণে হাদীছটি দুর্বল।

٨٧٤. (أَصْلِحُوْا دُنْيَاكُمْ، وَاعْمَلُوْا لآخِرَتِكُمْ؛ كَأَنَّكُمْ تَمُوْتُوْنَ غَدًا).

৮৭৪। তোমরা তোমাদের দুনিয়াকে শুদ্ধ করে নাও আর তোমাদের আখেরাতের জন্য এমনভাবে আমল করো যেন তোমরা কালকে মৃত্যুবরণ করবে।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি কাযা'ঈ (২/৬০) মিকদাম ইবনু দাঊদ হতে তিনি আলী ইবনু মা'বাদ হতে তিনি ঈসা ইবনু ওয়াকেদ হানাফী হতে তিনি সুলায়মান ইবনু আরকাম হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সুলায়মান ইবনু আরকাম এবং মিকদাম ইবনু দাঊদ উভয়েই অত্যন্ত দুর্বল হওয়ার কারণে এ সনদটি খুবই দুর্বল। আর ঈসা ইবনু ওয়াকেদকে আমি চিনি না।

সুয়ূতী হাদীছটি "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে দাইলামী কর্তৃক "মুসনাদুল ফিরদাউস" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে আনাস (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। নাজমুদ্দীন আল-গাযী "হুসনুত তানাব্বুহে ফীমা অরাদা ফীত তাশাব্বুহে" (৮/৭০) গ্রন্থে তার অনুসরণ করেছেন। মানাবী বলেন ঃ

তার সনদে যাহের ইবনু তাহের আশ-শাহামী রয়েছেন, তার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি সালাতে ত্রুটি করতেন। ফলে একদল তার থেকে বর্ণনা করা পরিত্যাগ করেছেন। আর আনাস (ﷺ) হতে তার বর্ণনাকারী মাজহূল।

আমি হাদীছটি হাফিয ইবনু হাজারের "মুখতাসারুদ দাইলামী" (১/১/২৭) গ্রন্থে যাহের ইবনু আহমাদ সূত্রে দেখেছি...। তাতে কাতাদাহ হতে নামহীন মাজহূল বর্ণনাকারী রয়েছে। আনাস (ﷺ) হতে তার বর্ণনাকারী নেই।

٨٧٥. (لَوْ أَنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا بِحَذَافِيْرِهَا بِيَدِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِيْ ثُمَّ قَالَ: ''الْحَمْدُ لِلّٰهِ''، لَكَانَتْ ''الْحَمْدُ لِلّٰهِ'' أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ).

৮৭৫। যদি দুনিয়ার সকল প্রান্ত আমার উম্মাতের এক ব্যক্তির হাতে এসে যায় অতঃপর বলে ঃ আলহামদু লিল্লাহ। তাহলে আলহামদু লিল্লাহ সে সব কিছু হতে উত্তম হতো।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু আসাকির (১৫/২৭৬/২) আবুল মুফায্যাল মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল হাই হতে তিনি যুরায়েক হতে তিনি ইমরান ইবনু মূসা হতে তিনি সূরাহ ইবনু যুহায়ের হতে তিনি হুশায়েম হতে...বর্ণনা করেছেন।

এটি বানোয়াট। তার সমস্যা হচ্ছে এই আবুল মুফায্যাল। আল-খাতীব (৫/৪৬৬-৪৬৭) বলেন ঃ তিনি গারীব হাদীছ ও শাইখদের প্রশ্নগুলো বর্ণনা করতেন। লোকেরা তার থেকে লিখেছে। অতঃপর তার মিথ্যা যখন প্রকাশ হয়ে পড়েছে, তখন তারা তার হাদীছ টুকরো টুকরো করে ফেলেছে এবং তার বর্ণনাকে বাতিল করে দিয়েছে। পরবর্তীতে তিনি রাফেযীদের জন্য হাদীছ জাল করতেন। হামযাহ ইবনু মুহাম্মাদ আদ-দাকাক বলেন ঃ তিনি হাদীছ জাল করতেন। আল-আযহারী বলেন ঃ আবুল মুফায্যাল ছিলেন দাজ্জাল, মিথ্যুক।

যুরায়েক ব্যতীত তার ও হুশায়েমের মধ্যের অন্য কাউকে আমি চিনি না। বাহ্যিকভাবে যা বুঝা যাচ্ছে তা এই যে, যুরায়েক হচ্ছেন ইবনু মুহাম্মাদ আল-কুফী। তিনি হাম্মাদ ইবনু যায়েদ হতে বর্ণনা করেছেন। হাফিয যাহাবী বলেন ঃ আল-আমীর ইবনু মাকূলা তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

তা সত্ত্বেও সুয়ূতী হাদীছটি "আল-জামে" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

٨٧٦. (لَوْ أَنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا بَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ فَأَكَلَهَا الْمُسْلِمُ أَوْ قَالَ: حَسَاهَا، ثُمَّ قَالَ: ''الْحَمْدُ لِلَّهِ'' كَانَ ''الْحَمْدُ لِلَّهِ'' أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ).

৮৭৬। যদি সম্পূর্ণ দুনিয়াটা একটি ডিম হতো আর মুসলিম ব্যক্তি তা খেয়ে নিত কিংবা বলেন ঃ চুমুক দিয়ে অল্প অল্প করে পান করে নিত। অতঃপর বলতো ঃ আলহামদু লিল্লাহ, তাহলে আলহামদু লিল্লাহ তার চেয়েও উত্তম হতো।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি আবূ মুহাম্মাদ আস-সিরাজ আল-কারী "মুনতাখাবুল ফাওয়ায়েদ" (৪/১১৭/১-২) গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আল-কুরাশী হতে তিনি আলী ইবনু গুরাব আল-কূফী হতে তিনি জা'ফার ইবনু গিয়াছ হতে তিনি জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি তার দাদা হতে...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদের হাদীছ হতে এটি অত্যন্ত গারীব হাদীছ।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল। মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আল-কুরাশীকে দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে বলেন ঃ আমি আল-হুসাইনীর লিখায় পড়েছি, হাফিয যাহাবী তাকে জাল করার দোষে দোষী সাব্যস্ত করেছেন।

٨٧٧. (أَوْلاَدُ الزِّنَا يُحْشَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى صُوْرَةِ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيْرِ).

৮৭৭। যেনার ভূমিষ্ট সন্তানগুলোকে কিয়ামতের দিন বানর ও শূকরের আকৃতিতে একত্রিত করা হবে।

হাদীছটি মুনকার।

এটি উকায়লী "আয-যো‘য়াফা" (১৩৯) গ্রন্থে যায়েদ ইবনু আয়ায হতে তিনি ঈসা ইবনু হাত্তান আর-রাকাশী হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আম্র হতে মারফূ‘ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ সাব্যস্ত করা যায় এমন কোন সূত্রে বর্ণিত হয়নি।

এই রাকাশী সম্পর্কে ইবনু আব্দিল বার বলেন ঃ যাদের হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয় তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন।

হাদীছটি আমার নিকট সুস্পষ্ট মুনকার। কারণ এটি ইসলামী মূলের বিরোধী। তা হলো আল্লাহ তা‘আলার বাণী ঃ {الاسراء:١٥} (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى) "একজন অন্যজনের গুনাহ বহন করবে না" (সূরা আল-ইসরা ঃ ১৫)।

যেনায় ভূমিষ্ট সন্তানরা এমন কী গুনাহ করলো যে, তাদেরকে বানর ও শূকরের আকৃতিতে একত্রিত করা হবে? আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে দয়া করুন যিনি বলেছেন ঃ অপরাধ করলো অন্যজনে আর তোমাদের মাঝে আমাকে দেয়া হবে শাস্তি...!

হাদীছটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ‘আত" গ্রন্থে উকায়লীর সূত্রে বর্ণনা করে (৩/১০৯) বলেছেন ঃ

এটি বানোয়াট, এর কোন ভিত্তি নেই।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" (১৯৭১) গ্রন্থে তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে ইবনু ইরাক "তানযীহুশ শারী‘য়াহ" (১/৩১০) গ্রন্থে বলেছেন ঃ দেখছিনা কে তাদের দু’জনকে মিথ্যা বলা বা জাল করার দোষে দোষী করেছেন।

٨٧٨. (لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَةُ، وَلَنِعْمَ الأَمِيرُ أَمِيرُهَا، وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ).

৮৭৮। অবশ্যই কুসতুনতুনিয়া স্বাধীন করা হবে। অবশ্যই তার আমীর হবে উত্তম আমীর আর সেই যোদ্ধা দল হবে উত্তম যোদ্ধা দল।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি ইমাম আহমাদ ও তার ছেলে তার "যাওয়ায়েদ" (৪/২৩৫) গ্রন্থে, ইবনু আবী খায়ছামা "আত-তারীখ" (২/১০/১০১) গ্রন্থে, বুখারী "আত-তারীখুস সাগীর" (পৃ ঃ ১৩৯) গ্রন্থে, তাবারানী "আল-মু‘জামুল কাবীর" (১/১১৯/২) গ্রন্থে, ইবনু কানে‘ "আল-মু‘জাম" (কাফ ২/১৫) গ্রন্থে, হাকিম (৪/৪২২), আল-খাতীব "আত-তালখীস" (কাফ ১/৯১) গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকির (১৬/২২৩/২) যায়েদ ইবনুল হুবাব হতে

তিনি আল-ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরাহ হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু বিশ্‌র আল-গানাবী হতে তিনি তার পিতা হতে...বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন ঃ সনদটি সহীহ। হাফিয যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। আল-খাতীব বলেন ঃ যায়েদ ইবনু হুবাব হাদীছটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য। তবে ছাওরী হতে তার হাদীছে দুর্বলতা রয়েছে। এটি তার থেকে নয়। "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে ঃ তিনি সত্যবাদী ছাওরীর হাদীছে ভুল করতেন। আর আব্দুল্লাহ ইবনু বিশ্‌র আল-গানাবীর জীবনী কে আলোচনা করেছেন তা পাচ্ছি না। তারা আব্দুল্লাহ ইবনু বিশ্‌র আল-খাছ'আমীর জীবনী বর্ণনা করেছেন। এই খাছ'আমীকে ইবনু হিব্বান নির্ভরযোগ্য তাবে' তাবে'ঈদের অন্তর্ভুক্ত (২/১৫০) করে বলেছেন ঃ তিনি কূফাবাসী, তিনি আবূ যুর'আহ ইবনু আম্‌র ইবনে জারীর হতে বর্ণনা করেছেন। তার থেকে শু'বাহ এবং ছাওরী বর্ণনা করেছেন। তার হাদীছ ইমাম তিরমিযী ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "তা'জীলুল মানফা'য়াহ" গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনু বিশ্‌র আল-গানাবীর দীর্ঘ জীবনী আলোচনা করে তার বংশ পরিচয় এবং তার নামে মতভেদ উল্লেখ করেছেন। তিনি তার সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণের ভাষ্যগুলোও উল্লেখ করেছেন। অতঃপর মত ব্যক্ত করেছেন যে, এই গানাবী নির্ভরযোগ্য খাছ'আমী নন যার হাদীছ তিরমিযী ও নাসাঈ উল্লেখ করেছেন। তাকে শুধুমাত্র ইবনু হিব্বান নির্ভরযোগ্য বলেছেন। মোটকথা হাদীছটি আমার নিকট সহীহ নয়। ইবনু হিব্বান কর্তৃক গানাবীকে নির্ভরযোগ্য বলা গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি খাছ'আমী নন। যেমনটি ইবনু হাজার বলেছেন।

٨٧٩. (لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ، وَلَا جُمُعَةٌ وَلَا اغْتِسَالُ جُمُعَةٍ، وَلَا تَقَدَّمُهُنَّ امْرَأَةٌ، وَلَكِنْ تَقُومَ فِيْ وَسَطِهِنَّ).

৮৭৯। নারীদের উপর আযান, ইকামাত, জুম'আহর সালাত, জুম'আর দিনের গোছল ও কোন মহিলাকে ইমামতের জন্য তাদের সামনে এগিয়ে দেয়ার বিধান নেই। তবে ইমামতের জন্য মহিলা ইমাম তাদের মধ্যে দাঁড়াবে।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু আদী "আল-কামিল" (১/৬৫) গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকির (১৬/১৫৯/২) আল-হাকাম হতে তিনি আল-কাসেম হতে তিনি আসমা বিনতু ইয়াযীদ হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী এই হাকামের (ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে সা'আদ আল-আয়লী) অন্যান্য হাদীছগুলো উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

তার হাদীছগুলো সবই বানোয়াট। তার মধ্যে যেটি এ সনদে বর্ণিত হয়েছে সেটি বাতিল...।

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ তার হাদীছগুলো সবই বানোয়াট। সা'আদী ও আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক। নাসাঈ ও দারাকুতনী সহ একদল বলেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীছ যেমনটি "আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে। অতঃপর তিনি তার কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করেছেন, এটি সেগুলোর একটি।

হাদীছটি বাইহাকী "আস-সুনানুল কুবরা" (১/৪০৮) গ্রন্থে ইবনু আদীর সূত্রে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

এ ভাবেই হাকাম ইবনু আব্দিল্লাহ বর্ণনা করেছেন, তিনি দুর্বল। আমরা আনাস ইবনু মালেকের হাদীছ হতে আযান ও ইকামাত অধ্যায়ের মধ্যে মওকূফ এবং মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছি। তবে মারফূ' হিসাবে দুর্বল। এটি হাসান (বাসরী), ইবনুল মুসাইয়্যাব, ইবনু সীরীন ও নাখ'ঈর কথা।

সতর্কবাণী ঃ

দু'জন সম্মানিত আলেম এ হাদীছটির ব্যাপারে ভুল করেছেন ঃ

তাদের একজন হচ্ছেন আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী। কারণ তিনি "আত-তাহকীক" (১/৭৯) গ্রন্থে বলেন ঃ

আমাদের সাথীগণ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ 'নারীদের জন্য আযান ও ইকামাত নেই।' আমরা এটিকে মারফূ' হিসাবে চিনি না। এটিকে সা'ঈদ ইবনু মানসূর হাসান, ইব্রাহীম, শা'বী ও সুলায়মান ইবনু ইয়াসার হতে বর্ণনা করেছেন। আতা হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ তারা শুধু ইকামাত দিবে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনুল জাওযী এটিকে মারফূ' হিসাবে চিনেন না।

আর দ্বিতীয়জন হচ্ছেন ঃ শাইখ সুলায়মান ইবনু আব্দিল্লাহ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহাবের নাতি। শাইখ সুলায়মান "আল-মুকনে'" (১/৯৬) গ্রন্থের টীকায় বলেন ঃ

ইমাম বুখারী আসমা বিনতে ইয়াযীদ হতে বর্ণনা করেছেন!

এটি মারাত্মক ভুল। জানি না এর উৎপত্তি স্থল কোথায়। তিনিই আমাকে হাদীছটির ব্যাপারে আলোচনা করতে তাড়িত করেছেন। বিশেষ করে নাজদী ভাইয়েরা যাতে তার কথায় ধোঁকায় না পড়েন সেই আশঙ্কায় আমি হাদীছটি সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

অতঃপর আমার নিকট প্রকাশিত হয়েছে যে, বুখারীর উদ্ধৃতিতে বলাটা নাজ্জাদ কর্তৃক তাহরীফকৃত (উলট-পালটকৃত)। তিনি (নাজ্জাদ) হচ্ছেন আহমাদ ইবনু সুলায়মান ইবনিল হাসান আবূ বাক্র, হাম্বালী মাযহাবের এক মুহাদ্দিছ ও ফাকীহ (তার জন্ম ২৫৩ সনে আর মৃত্যু ৩৪৮ সনে)। যেমনটি আমাকে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক (১৭/৯/১৩৮১ হি ঃ) বর্ণনা করেছেন।

হাদীছটির প্রথম অংশটি আব্দুর রায্যাক "আল-মুসান্নাফ" (৫০২২) গ্রন্থে এবং বাইহাকী আব্দুল্লাহ ইবনু উমার হতে তিনি নাফে' হতে তিনি ইবনু উমার (রাঃ) হতে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি মওকূফ হওয়া সত্ত্বেও দুর্বল। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার হচ্ছেন উমারী আল-মুকাব্বির, তিনি দুর্বল।

শাওকানী যে "নাইলুল আওতার" (২/২৭) গ্রন্থে বলেছেন ঃ সনদটি সহীহ। তার এ কথাটি সহীহ নয়। সম্ভবত তিনি তাকে উমারী আল-মুসাগ্গার মনে করে বলেছেন। কারণ মুসাগ্গার নির্ভরযোগ্য। কিন্তু এখানে মুসাগ্গারকে উল্লেখ করা হয়নি। কারণ তার নাম হচ্ছে ওবায়দুল্লাহ। তিনি এ মর্মে সন্দেহে ফেলেছেন যে, ইবনু উমার (রাঃ) সূত্রে হাদীছটি মারফূ', অথচ হাদীছটি সেরূপ নয় যেমনটি আপনারা জেনেছেন।

ইবনু উমার (রাঃ) হতে তার বিপরীত বর্ণনা করা হয়েছে। আবূ দাউদ তার "মাসায়েল" (২৯) গ্রন্থে বলেন ঃ

মহিলাদের আযান ও ইকামাত দেয়ার বিষয়ে ইমাম আহমাদকে প্রশ্ন করা হলে তাকে আমি বলতে শুনেছি ঃ ইবনু উমার (রাঃ)-কে মহিলা কর্তৃক আযান ও ইকামাত দেয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ঃ আমি আল্লাহকে স্মরণ করা হতে নিষেধ করবো? আমি আল্লাহকে স্মরণ করা হতে নিষেধ করবো?

যদিও এটির সনদ সম্পর্কে অবহিত হইনি তবুও এটি পূর্বেরটির চেয়ে উত্তম। আমার অধিকাংশ ধারণা এটি তার নিকট সাব্যস্ত না হলে তিনি এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করতেন না।

অতঃপর আমার ধারণাটি সত্যে পরিণত হয়েছে। উক্ত আছারটি ইবনু আবী শাইবাহ তার "আল-মাসান্নাফ" (১/২২৩) গ্রন্থে ইবনু উমার (রাঃ) হতে ভাল সনদে বর্ণনা করেছেন। তাকে শক্তিশালী করছে বাইহাকীর নিকট বর্ণিত আছার। তিনি লাইছ হতে তিনি আতা হতে তিনি আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, 'তিনি (আয়েশা) আযান ও ইকামাত দিতেন এবং মহিলাদের মাঝে দাঁড়িয়ে তাদের ইমামত করতেন।' এটি আব্দুর রায্যাক ও ইবনু আবি শাইবাহ সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন।

এই লাইছ হচ্ছেন ইবনু আবী সুলায়েম। তিনি দুর্বল।

বাইহাকী মাকহূল হতে বর্ণনা করেছেন- তিনি বলেন ঃ যখন নারীরা আযান দিবে তখন ইকামাত দিবে এটিই উত্তম। ইকামাতের চেয়ে বেশী কিছু না করলেও তাদের পক্ষ হতে তাই যথেষ্ট হবে। ইবনু ছাওবান বলেন ঃ যদি ইকামাত না দেয় তবুও (যথেষ্ট হয়ে যাবে)। কারণ যুহরী উরওয়াহ হতে তিনি আয়েশা হতে বর্ণনা

করেছেন, তিনি (আয়েশা) (ﷺ) বলেন ঃ আমরা সালাত আদায় করতাম ইকামাত ছাড়াই।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু ছাওবান হচ্ছেন আব্দুর রহমান ইবনু ছাবেত ইবনে ছাওবান আল-আনাসী আদ-দামেস্কী। তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান ইবনে ছাওবান আমেরী আল-মাদানী নন। কারণ এই আমেরী আনাসীর পূর্বের, তিনি তাবে'ঈদের অন্তর্ভুক্ত। আর আনাসী তাবে' তাবে'ঈদের একজন। তিনি হাদীছের ক্ষেত্রে ভাল। এ ছাড়া সনদের অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। অতএব সনদটি হাসান।

বাইহাকী এ বর্ণনা ও লাইছের বর্ণনাকে জমা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ শেষোক্তটি যদি সহীহ হয়, তাহলে কোন দ্বন্দ্ব নেই। কারণ আয়েশা (ﷺ) একবার এটা করেছেন আরেকবার ছেড়ে দিয়েছেন, উভয়টিই জায়েয তা দেখানোর জন্য। জাবের (ﷺ) হতে উল্লেখ করা হয়েছে, তাকে মহিলারা ইকামাত দিবে কি না জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি উত্তরে বলেন ঃ জি হ্যাঁ।

এ বিষয়ে আবুত তাইয়েব সিদ্দিক হাসান খান "আর-রাওযাতুন নাদিয়াহ" (১/৭৯) গ্রন্থে যা বলেছেন তাই সঠিক ঃ

'স্পষ্টত যা প্রমাণিত হচ্ছে তা এই যে, নারীরা পুরুষদের ন্যায়। কারণ তারা তাদেরই সহোদর। তাদেরকে নির্দেশ প্রদান করা হলে তা নারীদেরকেও সম্পৃক্ত করে। তাদের (নারীদের) উপর আযান ও ইকামাত ওয়াজিব না হওয়ার মত কোন গ্রহণযোগ্য দলীল বর্ণিত হয়নি। কারণ সে বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে, তার সনদগুলোতে মাতরূক বর্ণনাকারী রয়েছে। তাদের দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। যদি এমন কোন গ্রহণযোগ্য দলীল বর্ণিত হয় যা তাদেরকে পুরুষদের 'আম হুকুম হতে বের করার উপযোগী তাহলে তা গৃহীত হবে। অন্যথায় তাদের (নারীদের) ক্ষেত্রে আযান ও ইকামাতের বিষয়টি পুরুষদের ন্যায়।

٨٨٠. (لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ: عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَشَاهِدُ يُوْسُفَ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ، وَابْنُ مَاشِطَةِ بِنْتِ فِرْعَوْنَ).

৮৮০। কোলে মাত্র তিনজন কথা বলেছেন ঃ ঈসা ইবনু মারিয়াম, ইউসুফের সাক্ষী, জুরায়েজের সাথী ও ইবনু মাশেতা বিনতু ফির'াউন।

এ হাদীছটি এ শব্দে বাতিল।

এটি হাকিম "আল-মুসতাদরাক" (২/২৯৫) গ্রন্থে আবুত তাইয়েব মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ হতে তিনি আস-সারীউ ইবনু খুযাইমাহ হতে তিনি মুসলিম ইবনু ইব্রাহীম হতে তিনি জারীর ইবনু হাযেম হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন হতে তিনি আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর বলেছেন ঃ এ হাদীছটি শাইখায়নের শর্তানুযায়ী সহীহ।

যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার। কারণ আস-সারীউ ইবনু খুযাইমাহর জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না। অনুরূপভাবে মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ আশ-শা'ঈরীকেও পাচ্ছি না। তাকে সাম'আনী "আল-আনসাব" গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার ইবনে মুহাম্মাদ আশ-শা'ঈরী হিসাবে উল্লেখ করে (২/৩৩৫) বলেছেন ঃ

তিনি উছমান ইবনু সালেহ আল-খাইয়াত হতে...হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

হাদীছটি এ সনদে আমার নিকট দু'টি কারণে বাতিল ঃ

১। তিনি কোলে তিনজনের কথা বলার কথা ব'লে বর্ণনার সময় চার জনকে উল্লেখ করেছেন!

২। ইমাম বুখারী তার সহীহার মধ্যে তিন জনের কথা বলার কথাটি উল্লেখ করেছেন, চার জন নয়। এটিকে ইমাম মুসলিমও (৮/৪-৫) বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া ইমাম আহমাদও (২/৩০৭-৩০৮) বর্ণনা করেছেন।

স্পষ্টত প্রমাণিত হচ্ছে এই যে, আলোচ্য হাদীছটি মওকূফ। ইবনু জারীর তার "তাফসীর" (১২/১১৫) গ্রন্থে ...ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ চারজন কোলে ছোট থাকাকালীন কথা বলেছেন...।

এই মওকূফটিতে দু'টি সমস্যা রয়েছে ঃ

১। বর্ণনাকারী আতা ইবনুস সায়েবের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। হাম্মাদ ইবনু সালামা তার বিকৃতি ঘটার আগে ও পরে তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। বর্তমান যুগের কেউ কেউ এ কথার বিরোধিতা করেছেন!

২। ইবনু ওয়াকী' হচ্ছেন সুফিয়ান। হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার লেখকের দ্বারা তাকে সমস্যায় পড়তে হয়েছে। সে তার কাগজে এমন কিছু প্রবেশ ঘটিয়েছে যা তার হাদীছের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তাকে এ মর্মে নসিহত করা হলে তিনি তা গ্রহণ করেননি। এ কারণে তার হাদীছ অগ্রহণযোগ্য।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ কিন্তু তিনি এককভাবে বর্ণনা করেননি। ইবনু জারীর বলেন ঃ হাসান ইবনু মুহাম্মাদ আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। অতএব তার মুতাবা'য়াত পাওয়া যাচ্ছে।

এটি হাকিম (২/৪৯৬-৪৯৭) অন্য সূত্রে আফ্ফান হতে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ সনদটি সহীহ! যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অথচ তিনিই আতা

সম্পর্কে "আয-যো'য়াফা" (২/১৮৭) গ্রন্থে বলেছেন ঃ তিনি বিতর্কিত। তিনি তার (সা'ঈদ) থেকে পূর্বে যা শুনেছেন তা সহীহ।

এ ছাড়া এ সনদেও হাম্মাদ ইবনু সালামা রয়েছেন যার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল, যেমনটি আপনারা অবহিত হয়েছেন। তিনি ভাল অবস্থায় শুনেছেন না মন্দ অবস্থায় শুনেছেন তা পার্থক্য করা সম্ভব নয়। এ জন্য তার থেকে তার বর্ণনাকে সহীহ বলা হতে বিরত থাকতে হচ্ছে।

অতএব বুখারী ও মুসলিম শরীফে যে বর্ণনা এসেছে সেটিই সঠিক।

কোন কোন তাফসীর গ্রন্থে ইব্‌রাহীম, ইয়াহইয়া ও মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর ব্যাপারে কোলে কথা বলার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু নাবী (ﷺ) পর্যন্ত তার কোন সানাদী ভিত্তি নেই।

٨٨١. (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللهِ لِمَا يُرْضِي رَسُوْلَ اللهِ).

৮৮১। সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি সেই বস্তুর জন্য রাসূলুল্লাহর দূতকে তাওফীক দান করেছেন যা আল্লাহর রাসূলকে সন্তুষ্ট করে।

হাদীছটি মুনকার।

এটি আবূ দাউদ আত-তায়ালিসী তার "মুসনাদ" (১/২৮৬) গ্রন্থে, অনুরূপভাবে ইমাম আহমাদ (৫/২৩০, ২/৪২), আবূ দাউদ "আস-সুনান" (২/১১৬) গ্রন্থে, তিরমিযী (২/২৭৫), ইবনু সা'আদ "আত-তাবাকাত" (২/৩৪৭, ৫৮৪) গ্রন্থে, উকায়লী "আয-যো'য়াফা" (৭৬-৭৭) গ্রন্থে, আল-খাতীব "আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ" (১/৯৩, ১১২-১১৩) গ্রন্থে, বাইহাকী তার "সুনান" (১০/১১৪) গ্রন্থে, ইবনু আব্দিল বার "জামে'উ বায়ানিল ইল্‌ম" (২/৫৫-৫৬) গ্রন্থে, ইবনু হায্‌ম "আল-ইহকাম" (৬/২৬, ৩৫, ৭/১১১-১১২) গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে শু'বাহ হতে তিনি আবুল আউন হতে তিনি হারেছ ইবনু আম্‌র হতে তিনি মু'য়ায ইবনু জাবালের সাথীদের থেকে তারা মু'য়ায (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

তাকে নাবী (ﷺ) যখন ইয়ামান দেশে পাঠিয়েছিলেন, তখন তিনি তাকে বলেন ঃ তোমার নিকট যখন কোন সমস্যা পেশ করা হবে তখন তুমি তার সমাধান কিভাবে করবে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ আমি কিতাবুল্লাহ্‌য় যে বিধান এসেছে তার দ্বারা মীমাংসা করবো। নাবী (ﷺ) বললেন ঃ যদি কিতাবুল্লাহ্‌য় না থাকে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ আল্লাহর রাসূলের সুন্নাত দ্বারা সমাধান দিব। তিনি বললেন ঃ যদি রাসূলুল্লাহর সুন্নাতে সমাধান না থাকে? তিনি বললেন ঃ আমি ইজতিহাদ করে আমার মত প্রকাশ করতে কার্পণ্য করবো না। বর্ণনাকারী বললেন ঃ রাসূল (ﷺ) তার বুকের উপর আঘাত করে বললেন ঃ .....। উকায়লী বলেন ঃ

ইমাম বুখারী বলেছেন ঃ হাদীছটি সহীহ নয়। একমাত্র মুরসাল হিসাবেই জানা যায়।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বুখারীর ভাষ্যটি "আত-তারীখ" (২/১/২৭৫) গ্রন্থে এ ভাবে এসেছে ঃ এটি সহীহ নয়, একমাত্র এভাবেই জানা যায়। এটি মুরসাল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সঠিক হচ্ছে এই যে, এটি মু'য়ায (ﷺ)-এর সাথীদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। মু'য়ায হতে বর্ণিত হয়নি। হাফিয যাহাবী বলেন ঃ

আবূ আউন মুহাম্মাদ ইবনু ওবায়দুল্লাহ আছ-ছাকাফী হারেছ ইবনু আম্র আছ-ছাকাফী হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আবূ আউন ছাড়া হারেছ হতে অন্য কেউ বর্ণনা করেনি। তিনি মাজহূল। আর তিরমিযী বলেন ঃ তার সনদটি আমার নিকট মুত্তাসিল নয়।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সে কারণেই হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে বলেছেন ঃ এই হারেছ মাজহূল।

ইমাম আহমাদ (৫/২৩৬), আবূ দাউদ ও ইবনু আসাকির (১৬/৩১০/২) শু'বাহ হতে অন্য দু'টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা দু'জনই বলেছেন ঃ মু'য়ায (ﷺ)-এর সাথীদের কতিপয় ব্যক্তি হতে বর্ণিত ; রাসূল (ﷺ) মু'য়ায (ﷺ)-কে ইয়ামানের দিকে প্রেরণের ইচ্ছা করলেন। (আল-হাদীছ)। তাতে "মু'য়ায হতে" উল্লেখ করা হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি মুরসাল। এর দ্বারাই ইমাম বুখারী হাদীছটির সমস্যা বর্ণনা করেছেন, যেমনটি পূর্বে গেছে। অনুরূপভাবে ইমাম তিরমিযী বলেছেন ঃ আমরা এ হাদীছটিকে একমাত্র এ সূত্রেই চিনি। তার সনদ আমার নিকট মুত্তাসিল নয়।

হাফিয ইরাকী বাইযাবীর "তাখরীজু আহাদীছি মিনহাজিল উসূল" (কাফ ১/৭৬) গ্রন্থে তাকে সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হাদীছের সমস্যা তিনটি ঃ

১। এটি মুরসাল।

২। বর্ণনাকারী মু'য়ায (ﷺ)-এর সাথীগণ মাজহূল।

৩। হারেছ ইবনু আম্র মাজহূল। ইবনু হায্ম বলেন ঃ

এ হাদীছটি সাকেত (নিক্ষিপ্ত)। এ সূত্র ছাড়া হাদীছটি কেউ অন্য সূত্রে বর্ণনা করেননি। এটির নিক্ষিপ্ত হওয়ার প্রথম কারণ হচ্ছে এই যে, এটি নামহীন মাজহূল (অজ্ঞাত) সম্প্রদায় বর্ণনা করেছে। সেই ব্যক্তি দলীল হতে পারে না যার সম্পর্কে জানা যায় না যে তিনি কে? তাতে হারেছ ইবনু আম্র রয়েছেন, তিনি মাজহূল। জানা যায় না তিনি কে? এ হাদীছটি কখনই তিনি ছাড়া অন্য কারো সূত্রে আসেনি।

ইমাম বুখারী হতে হাদীছটি সহীহ নয় এ ভাষ্য নকল করার পর ইবনু হায্ম অন্যত্র বলেন ঃ এ হাদীছটি বাতিল, এর কোন ভিত্তি নেই।

হাফিয "আত-তালখীস" (পৃ ঃ ৪০১) গ্রন্থে ইমাম বুখারীর উল্লেখিত কথার পরেই বলেছেন ঃ

দারাকুতনী তার "আল-ইলাল" গ্রন্থে বলেন ঃ হাদীছটি আবূ আউন হতে শু'বাহ এ ভাবেই বর্ণনা করেছেন। ইবনু মাহদী ও একদল তার থেকে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। মুরসাল হওয়ায় বেশী সহীহ। আবূ দাউদ আত-তায়ালিসী বলেন ঃ অধিকাংশ সময় শু'বাহ মু'য়ায (রাঃ)-এর সাথীদের থেকে হাদীছ বর্ণনা করতেন যে, রাসূল (ﷺ) ..। আর একবার বলেছেন ঃ মু'য়ায হতে। ইবনু হায্ম বলেন ঃ

হাদীছটি সহীহ নয়, কারণ হারেছ মাজহূল। তার শাইখদের পরিচয় জানা যায় না। তিনি আরো বলেন ঃ তাদের কেউ কেউ হাদীছটি মুতাওয়াতির বর্ণনায় সাব্যস্ত হয়েছে বলে দাবী করেছেন। এ দাবী মিথ্যা। বরং হাদীছটি সম্পূর্ণ তার উল্টা। কারণ আউন হতে হারেছ ইবনু আম্র ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। অতএব কিভাবে এটি মুতাওয়াতির? আব্দুল হক বলেন ঃ

এটি মুসনাদ নয়। এটিকে কোন সহীহ সূত্রে পাওয়া যায় না। ইবনুল জাওযী "আল-ইলালুল মুতানাহিয়াহ" গ্রন্থে বলেন ঃ হাদীছটি সহীহ নয়। যদিও ফাকীহগণ তাদের গ্রন্থসমূহে উল্লেখ করে তার উপর নির্ভর করেছেন। যদিও তার অর্থটি সহীহ। ইবনু তাহের এ হাদীছটির উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

জেনে রাখুন! আমি এ হাদীছটি ছোট বড় মুসনাদ গ্রন্থগুলোতে খুজেছি, বর্ণনার ক্ষেত্রে জ্ঞানের অধিকারী যার সাথে মিলিত হয়েছি তাকেই হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। কিন্তু তার দু'টি সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্র পায়নি ঃ

১। শু'বার সূত্র।

২। হাদীছটি মুহাম্মাদ ইবনু জাবের হতে তিনি আশ'য়াছ ইবনু আবিশ শা'য়াছা হতে তিনি ছাকীফ গোত্রের এক ব্যক্তি হতে তিনি মু'য়ায (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। এ দু'টোর একটিও সহীহ নয়। তিনি আরো বলেন ঃ

সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট যা পেয়েছি তা হচ্ছে ইমামুল হারামায়েনের "উসূলূল ফিক্‌হ" গ্রন্থে। তিনি বলেন ঃ 'এ অধ্যায়ে সর্বোত্তম হচ্ছে মু'য়ায (রাঃ)-এর হাদীছ।' এটি তার থেকে একটি পদস্খলন। তিনি যদি হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রের আলেম হতেন, তাহলে এরূপ অজ্ঞতার সাথে জড়িত হতেন না। হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ ইবনু তাহের ইমামুল হারামায়েন সম্পর্কে শিষ্টাচার বহির্ভূত কথা বলেছেন। তিনি সহজ ভাষায় প্রতিবাদ করতে পারতেন।

অথচ ইমামুল হারামায়েনের কথা তিনি যা নকল করেছেন তার চেয়েও আরো কঠোর! কারণ তিনি বলেছেন ঃ 'হাদীছটি সহীহ গ্রন্থগুলোর মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। সকলের ঐকমত্যে এটি সহীহ (!) তাতে কোন প্রকার ব্যাখ্যার সুযোগ নেই।'

হাদীছটি আল-খাতীব "আল-ফাকীহ ওয়াল-মুতাফাক্কিহ" গ্রন্থে আব্দুর রহমান ইবনু গান্‌ম হতে তিনি মু'য়ায (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। যদি আব্দুর রহমান পর্যন্ত সনদটি সাব্যস্ত হতো তাহলে হাদীছটি সহীহ হওয়ার জন্য তাই যথেষ্ট ছিল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আল-খাতীব এটির তাখরীজ করেননি বরং তিনি মু'য়াল্লাক হিসাবে (পৃ ঃ ১৮৯) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ 'বলা হয়ে থাকে যে, ওবাদাহ ইবনু নাসী আব্দুর রহমান ইবনু গান্‌ম হতে তিনি মু'য়ায হতে বর্ণনা করেছেন। এ সনদটি মুত্তাসিল তার বর্ণনাকারীগণ পরিচিত নির্ভরযোগ্য।

আমি বলছি ঃ এ এক দুরবর্তী কথা। কারণ তার নিকট পর্যন্ত পৌঁছতে সনদে মিথ্যুক, জালকারী রয়েছেন।

ইবনুল কাইয়্যিম "তাহযীবুস সুনান" গ্রন্থে হাদীছটি উল্লেখ করে তাতে একটি টীকা দিয়ে (৫/২১৩) বলেছেন ঃ

হাদীছটি ইবনু মাজাহ তার "সুনান" গ্রন্থে ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদ আল-উমুবী হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু সা'ঈদ ইবনে হাস্‌সান হতে তিনি ওবাদাহ ইবনু নুসায় হতে তিনি আব্দুর রহমান ইবনু গান্‌ম হতে তিনি মু'য়ায ইবনু জাবাল (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ....। ইবনুল জাওযী বলেন ঃ এ সনদটি প্রথমটির চেয়ে বেশী ভাল। তাতে কোন রায়ের (মতের) উল্লেখ নেই।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ কিভাবে এ সনদটি প্রথমটির চেয়ে উত্তম! যাতে মুহাম্মাদ ইবনু সা'ঈদ ইবনে হাস্‌সান আদ-দামেস্কী আল-মাসলূব রয়েছেন? হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ

আহমাদ ইবনু সালেহ তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি চার হাজার হাদীছ জাল করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন ঃ তিনি যিনদীক হওয়ার কারণে তাকে মানসূর হত্যা করে সুলে দেন। ৮৪৯ নং হাদীছে তার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(ইমাম আহমাদ বলেন ঃ তিনি ইচ্ছাকৃত হাদীছ জাল করতেন। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাদীছ জাল করতেন...। হাকিম বলেন ঃ তিনি হাদীছ জাল করতেন। এ ছাড়া আরো কথা তার সম্পর্কে সেখানে আলোচনা করা হয়েছে।)

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনুল কাইয়্যিমের নিকট মুহাম্মাদ ইবনু সা'ঈদ ইবনে হাস্‌সান হিমসী না আল-মাসলূব তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়ায় সম্ভবত তিনি উল্লেখিত কথা বলেছেন। তিনি আসলে হিমসী নন। কারণ হিমসী ইবনু নুসায় হতে বর্ণনা করেছেন এমন কথা মুহাদ্দিছগণ উল্লেখ করেননি। তার থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্যে ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদ আল-উমাবিও নেই।

বুসয়রী "আয-যাওয়ায়েদ" (কাফ ৫/২) গ্রন্থে বলেন ঃ এ সনদটি দুর্বল। মুহাম্মাদ ইবনু সা'ঈদ আল-মাসলূব হাদীছ জাল করার দোষে দোষী।

ইবনুল কাইয়্যিম যে বলেছেন ঃ {তাতে রায়ের (নিজ মতের) উল্লেখ নেই}। তিনি ইবনু মাজার বর্ণনায় উল্লেখিত ভাষার দিকে লক্ষ্য করে তা বলেছেন। কিন্তু এই মাসলূবের বর্ণনা হতেই ইবনু আসাকির "আত-তারীখ" (১৬/৩১০/১) গ্রন্থে হাদীছটি উল্লেখ করেছেন, তাতে রায়ের (নিজ মতের) কথা বলা হয়েছে।

ইবনু আসাকির হাদীছটি সুলায়মান আশ-শাযকূনীর সূত্রেও হায়ছাম ইবনু আব্দিল গাফ্ফার হতে ...বর্ণনা করেছেন।

এই হায়ছাম সম্পর্কে ইবনু মাহদী বলেন ঃ তিনি হাদীছ জালকারী। আর শাযকূনী মিথ্যুক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনুল কাইয়্যিম হাদীছটির দ্বিতীয় সমস্যার (সেটি হচ্ছে মু'য়ায (ﷺ)-এর সাথীগণের মাজহূল হওয়া) "ই'লামুল মুওয়াক্কেয়ীন" (১/২৪৩) গ্রন্থে নিম্নের ভাষায় জবাব দিয়েছেন ঃ

মু'য়ায (ﷺ)-এর সাথীদের যদিও নাম নেয়া হয়নি তবুও তা কোন ক্ষতির কারণ নয়। কারণ হাদীছটি মাশহূর আর তার সাথীগণ জ্ঞানে, দ্বীনদারিত্বে, সম্মানে ও সত্যবাদিতার দিক দিয়ে প্রসিদ্ধ... ।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ উত্তর সঠিক হতো যদি হাদীছটির শুধুমাত্র এ সমস্যাই থাকতো। এখানে আরো দু'টি সমস্যা রয়েছে। হাদীছটি সর্বাবস্থায় দুর্বল। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ইবনুল কাইয়্যিম একটি সমস্যার উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু অন্য দু'টিকে ছেড়ে দিয়েছেন।

সতর্কবাণী ঃ (১) হাদীছটিকে ইবনুল আছীর "জামে'উল উসূল" (১০/৫৫১) গ্রন্থে হারেছ ইবনু আম্র হতে উল্লেখিত শব্দে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি অন্য ভাষায় বর্ণনা করে বলেছেন ঃ এটি আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার উল্লেখিত দ্বিতীয় বর্ণনাটি আবূ দাউদে নেই। এমন কোন ব্যক্তিকে পায়নি যিনি আবূ দাউদের উদ্ধৃতিতে বলেছেন। কোন গ্রন্থেও তার কোন ভিত্তি পায়নি। সেটি খুবই মুনকার সকল বর্ণনার বিরোধী হওয়ার কারণে।

সতর্কবাণী ঃ (২) হাদীছটিকে শক্তিশালী করার জন্য শাইখ যাহেদ আল-কাওসারী বহু চেষ্টা চালিয়েছেন। সেগুলোর উত্তর দেয়া সঙ্গত মনে করছি। বিধায় তার আটটি আণিত ভাষ্যের বিস্তারিত উত্তর দেয়া হলো।

(তার কথার উত্তরগুলো অত্যন্ত সুবিস্তৃত হওয়ায় এখানে উল্লেখ করা হতে বিরত থাকলাম। যে পরিমাণ আলোচনা হয়েছে হাদীছটি যে সহীহ নয় তাই প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। (অনুবাদক)

মোটকথা ঃ হাদীছটি সহীহ্ নয়। তার কারণগুলো পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়া যারা এ হাদীছটিকে স্পষ্টভাবে দুর্বল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন তাদেরকে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের সামনে একনজরে উল্লেখ করাটা ভাল মনে করছি। তারা হলেন ঃ

(১) ইমাম বুখারী (২) তিরমিযী (৩) উকায়লী (৪) দারাকুতনী (৫) ইবনু হায্‌ম (৬) ইবনু তাহের (৭) ইবনুল জাওযী (৮) যাহাবী (৯) সুবকী (১০) ইবনু হাজার।

তারা এমন একটি সম্প্রদায় যাদের ঐকমত্যের কথা কোন ব্যক্তি গ্রহণ করলে তাদের পথভ্রষ্ট হওয়ার কথা নয়।

ইবনুল জাওযী যে বলেছেন ঃ তবে অর্থটি সহীহ।

এ সম্পর্কে আমি (আলবানী) বলছি ঃ অর্থটি সহীহ সেই বিষয়ের ক্ষেত্রে যাতে দলীল না থাকার কারণে ইজতিহাদের প্রয়োজন। এতে কারো নিকট কোন মতভেদ নেই। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহকে পৃথক পৃথক করে দেখার কোন সুযোগ নেই। বরং উভয়টির দিকে একই সাথে দৃষ্টি দিতে হবে। এমনটি নয় যে, কুরআনে না পেলে তার পর সুন্নায় দেখতে হবে। কারণ সুন্নাহ হচ্ছে কুরআনের ব্যাখ্যা, মুতলাককে মুকাইয়াদকারী ও আমকে খাসকারী।

٨٨٢. (لا تَعْجَلُوْا بِالْبَلِيَّةِ قَبْلَ نُزُوْلِهَا، فَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَعْجَلُوْهَا قَبْلَ نُزُوْلِهَا، لا يَنْفَكُّ الْمُسْلِمُوْنَ، وَفِيْهِمْ إِذَا هِيَ نَزَلَتْ مَنْ إِذَا قَالَ وَفَّقَ وَسَدَّدَ، وَإِنَّكُمْ إِنْ تَعْجَلُوْهَا تَخْتَلِفُ بِكُمْ الأَهْوَاءُ، فَتَأْخُذُوْا هَكَذَا وَهَكَذَا، وَأَشَارَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَلَى يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ).

৮৮২। তোমরা বিপদ নাযিল হওয়ার পূর্বেই তার (সমাধানের) জন্য তাড়াহুড়া করো না। কারণ তোমরা যদি তা নাযিল হওয়ার পূর্বেই তার (সমাধানের) জন্য তাড়াহুড়া না করো, তাহলে মুসলমানরা পৃথক পৃথক হয়ে যাবে না। যদি তা নাযিল হয়েই যায় তাহলে তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি রয়েছে যে বলবে তিনিই তাওফীক দিবেন তিনিই সৎ পথ প্রদর্শন করবেন। তোমরা যদি (অনাগত) বিপদের (সমাধানের) জন্য তাড়াহুড়া করো, তাহলে তোমাদের মতামতগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। ফলে তোমরা এটা গ্রহণ করবে আবার এটা গ্রহণ করবে। তিনি তার সামনের দিকে তার ডানে ও বামের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি দারেমী তার "সুনান" (১/৪৯) গ্রন্থে আবূ সালামা আল-হিমসী হতে বর্ণনা করেছেন, তাকে ওয়াহাব ইবনু আম্‌র আল-জামহী হাদীছটি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

তিনি আবূ সালামা হতেও নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি মু'যাল। কারণ আবূ সালামার নাম হচ্ছে সুলায়মান ইবনু সুলায়েম আল-কালবী শামী, তিনি তাবে' তাবে'ঈনদের একজন।

আর প্রথমটি মুরসাল, দুর্বল। কারণ ওয়াহাব ইবনু আম্র আল-জামহীকে আমি চিনি না। হতে পারে তিনি হচ্ছেন ওয়াহাব ইবনু উমায়ের। ইবনু আবী হাতিম (৪/২/২৪) বলেন ঃ

তিনি উছমান ইবনু আফ্ফান (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে আতা ইবনু আবী মায়মূনাহ বর্ণনা করেছেন। তিনি তার সম্পর্কে এর চেয়ে বেশী কিছু বর্ণনা করেননি। অতএব তিনি মাজহূল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সনদটি যদিও দুর্বল, তবুও সালাফদের হাদীছটির উপর আমল আছে।

সহীহ সূত্রে মাসরূক হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ "আমি উবায় ইবনু কা'আবকে কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম? তিনি বললেন ঃ এটি কি ঘটেছে? আমি বললাম ঃ না। তিনি বললেন ঃ না ঘটা পর্যন্ত আমাদেরকে আরাম দাও। যখন ঘটবে তখন আমরা তোমার জন্য আমাদের মত নিয়ে ইজতিহাদ করবো।" এটিকে ইবনু আব্দিল বার "আল-জামে'" (২/৫৮) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সনদ সহীহ।

দারেমী যায়েদ আল-মুনকেরী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ

"একদিন এক ব্যক্তি ইবনু উমারের নিকট এসে কোন বিষয় সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করলো। জানি না বিষয়টি কী ছিল? তাকে ইবনু উমার বললেন ঃ যেটি ঘটেনি সে বিষয়ে প্রশ্ন করো না। কারণ আমি উমার ইবনুল খাত্তাবকে সেই ব্যক্তিকে অভিশাপ দিতে শুনেছি যে তাকে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করেছে যা ঘটেনি।"

এটি দারেমী (১/৫০) সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। যায়েদ হাফিয হাম্মাদ ইবনু যায়েদ আল-আযদীর পিতা। তাকে ইবনু হিব্বান নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। আর তার থেকে তার দুই ছেলে হাম্মাদ ও সা'ঈদ বর্ণনা করেছেন।

দারেমী সহীহ সনদে তাঊস হতে আরো বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ উমার (رضي الله عنه) মিম্বারে চড়ে বলেন ঃ

'আমি আল্লাহর নাম নিয়ে যা ঘটেনি সে সম্পর্কে কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রশ্ন করাকে নিষিদ্ধ করছি। কারণ যা কিছু ঘটবে তার সব কিছুরই বিবরণ আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন।'

দারেমী যুহরী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমার নিকট পৌঁছেছে যে, যায়েদ ইবনু ছাবেত আল-আনসারীকে যখন কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা

হতো তখন তিনি বলতেন ঃ এটি কি ঘটেছে? তারা যদি বলতো জি হ্যাঁ ঘটেছে। তাহলে তিনি সে বিষয়ে যা জানতেন ও যা মনে করতেন তা বলতেন। আর যদি তারা বলতো ঘটেনি, তাহলে তিনি বলতেন, না ঘটা পর্যন্ত আমাকে ছেড়ে দাও।

যুহরী পর্যন্ত এ সনদ সহীহ।

শা'বী হতে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ আম্মার ইবনু ইয়াসিরকে কোন এক মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল? তিনি বললেন ঃ এটি কি ঘটেছে? তারা বলল ঃ ঘটেনি। তিনি উত্তরে বললেন ঃ তোমরা আমাদেরকে না ঘটা পর্যন্ত ছেড়ে দাও...। এ সনদটি সহীহ।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ কারণেই ইমামগণ আবূ হানীফাহ (রহঃ)-কে আক্রমণ করেছেন। কারণ ঘটেনি এমন মাসলাহ-মাসায়েল অনুমানের উপর ধরে নিয়ে (যদি ঘটে) তিনি সেগুলোর উত্তর দিয়েছেন। আর তাঁর অনুসারীরা তাঁর তাকলীদ করে তাদের গ্রন্থগুলো সে সব যদির মাসলাগুলো দ্বারা পরিপূর্ণ করে ফেলেছেন।

এ কারণেই ইবনু আব্দিল বার "কিতাবুল জামে'" (২/১৪৫) গ্রন্থে উক্ত বিষয়ের দোষ বর্ণনা করে একটি অধ্যায় রচনা করে বলেছেন ঃ

রুকবাহ ইবনু মুসকালাহকে ইমাম আবূ হানীফাহ (রহঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিনি উত্তরে বলেন ঃ যা ঘটেনি সে সম্পর্কে লোকেদের মধ্যে তিনি (আবূ হানীফাহ) সর্বাপেক্ষা বেশী জ্ঞানী ছিলেন। আর যা ঘটে গেছে সে সম্পর্কে তিনি সর্বাপেক্ষা বেশী অজ্ঞ ছিলেন। এ কথাটি আবূ হানীফাহ সম্পর্কে হাফ্স ইবনু গিয়াছ হতে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। এর দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন হাদীছের ক্ষেত্রে তার জ্ঞান ছিল না। আল্লাহই বেশী জানেন।

٨٨٣. (قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّوَجَلَّ: لَوْ أَنَّ عِبَادِي أَطَاعُوْنِي لأَسْقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ، وَأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ، وَلَمَا أَسْمَعْتُهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ).

৮৮৩। তোমাদের প্রতিপালক বলেন ঃ যদি আমার বান্দারা আমার অনুসরণ করে, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের যমীনকে রাতের বেলায় সিক্ত করবো, তাদের উপর সূর্যকে দিনের বেলায় উদিত করবো আর তাদেরকে গর্জনের ডাক (আওয়াজ) শুনতে দিব না।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি তায়ালিসী (২৫৮৬), তার থেকে ইমাম আহমাদ (২/৩৫৯) ও অনুরূপভাবে হাকিম (৪/২৫৬) সাদাকাহ ইবনু মূসা আস-সুলামী হতে তিনি মুহাম্মাদ

ইবনু ওয়াসে' হতে তিনি শুতায়ের ইবনু নাহার হতে তিনি আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন ঃ সনদটি সহীহ! যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ

সাদাকাহকে সকলেই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ শুতায়েরকে সুমায়ের বলা হয়। যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি অজ্ঞাত।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সাদাকাহ ইবনু মূসা আস-সুলামীকে যাহাবী "আয-যো'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

তাকে মুহাদ্দিছগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তিনি "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ

তাকে ইবনু মা'ঈন, নাসাঈ ও অন্য বিদ্বানগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আবূ হাতিম বলেন ঃ তার হাদীছ লিখা যায়, তবে তিনি শক্তিশালী নন। অতঃপর তিনি তার তিনটি মুনকার হাদীছ উল্লেখ করেছেন। এটি সে তিনটির একটি।

٨٨٤. (مَا يَنْفَعُكُمْ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى رَجُلٍ رُوْحُهُ مُرْتَهَنٌ فِيْ قَبْرِهِ، وَلَا تَصْعَدُ رُوْحُهُ إِلَى اللهِ، فَلَوْ ضَمِنَ رَجُلٌ دَيْنَهُ قُمْتُ فَصَلَّيْتُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ صَلَاتِيْ تَنْفَعُهُ).

৮৮৪। যে ব্যক্তির রূহ তার কবরে ঋণগ্রস্ত হিসাবে রয়েছে তার জন্য আমার সালাত পড়া তোমাদেরকে উপকৃত করবে না। আল্লাহর নিকট তার রূহ উঠেও যাবে না। তবে যদি কোন ব্যক্তি তার ঋণের দায়িত্ব নিয়ে নেয়, আর আমি তার জন্য দাঁড়াই ও সালাত আদায় করি, তাহলে আমার সালাত তার উপকারে আসবে।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি বাইহাকী তার "সুনান" (৬/৭৫) গ্রন্থে আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী হতে তিনি ঈসা ইবনু সাদাকাহ হতে তিনি আব্দুল হামীদ ইবনু আবী উমাইয়াহ হতে... বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তিনি ইমাম বুখারী হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ আবুল ওয়ালীদ বলেছেন ঃ ঈসা ইবনু সাদাকাহ দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তাকে আবূ হাতিমও দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মাতরূক। ইবনু হিব্বান (২/১১৭) বলেন ঃ

তিনি খুবই মুনকারুল হাদীছ। তার উপর মুনকারগুলো প্রাধান্য বিস্তার করায় তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা না জায়েয।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আব্দুল হামীদ ইবনু আবী উমাইয়াহ সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি কিছুই না।

এর দ্বারাই হায়ছামী "মাজমা'উয যাওয়ায়েদ" (৩/৪০) গ্রন্থে সমস্যা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আব্দুল হামীদ দুর্বল।

মৃত ব্যক্তির ঋণের দায়িত্ব নেয়ার ব্যাপারে বুখারী ও সুনান সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে সহীহ হাদীছ এসেছে। অনুরূপভাবে ঋণী ও খিয়ানাতকারী ব্যক্তির সালাত না পড়ার ব্যাপারে সহীহ হাদীছ এসেছে। তবে এ হাদীছটি সহীহ নয়।

٨٨٥. (لَا تَمَنَّوُا الْمَوْتَ، فَإِنَّ هَوْلَ الْمَطْلَعِ شَدِيْدٌ، وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَن يَطُوْلَ عُمْرُ الْعَبْدِ، وَيَرْزُقَهُ اللهُ الإِنَابَةَ).

৮৮৫। তোমরা মৃত্যু কামনা করো না। কারণ মৃত্যুর আক্রমণ কঠিন। বান্দার বয়স বৃদ্ধিতেই সৌভাগ্য নিহিত। আল্লাহ তা'আলা তাকে তাওবার সুযোগ করে দেন।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি ইমাম আহমাদ (৩/৩৩২) হারেছ ইবনু ইয়াযীদ হতে (অন্য বর্ণনায় এসেছে ঃ হারেছ ইবনু আবী ইয়াযীদ) তিনি জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদে দুর্বলতা রয়েছে। এই হারেছকে ইবনু হিব্বান ছাড়া অন্য কেউ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেননি। তার নামে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। দু'টি উল্লেখ করা হয়েছে আর তৃতীয়টি এই যে, তাকে হারেছের পরিবর্তে সালামা ইবনু আবী ইয়াযীদও বলা হয়েছে।

ইমাম বুখারী বলেন ঃ হাদীছটি সহীহ নয়।

আর সনদটি আমার নিকট দুর্বল। কিন্তু মুনযেরী (৪/১৩৬) বলেছেন ঃ ইমাম আহমাদ হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। বাইহাকীও বর্ণনা করেছেন।

٨٨٦. (يَدْعُو اللهُ بِالْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُوقِفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ. فَيَقُوْلُ: عَبْدِي! إِنِّي أَمَرْتُكَ أَنْ تَدْعُوَنِيْ، وَوَعَدْتُكَ أَنْ أَسْتَجِيْبَ لَكَ، فَهَلْ كُنْتَ تَدْعُوْنِيْ؟ فَيَقُوْلُ: نَعَمْ يَا رَبِّ! فَيَقُوْلُ: أَمَا إِنَّكَ لَمْ تَدْعُنِيْ بِدَعْوَةٍ إِلاَّ أَسْتُجِيْبَ لَكَ، فَهَلْ لَيْسَ دَعَوْتَنِيْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا لِغَمٍّ بِكَ أَنْ أُفَرِّجَ عَنْكَ، فَفَرَّجْتُ عَنْكَ؟ فَيَقُوْلُ: نَعَمْ يَا رَبِّ! فَيَقُوْلُ: فَإِنِّيْ عَجَّلْتُهَا لَكَ فِي الدُّنْيَا، وَدَعَوْتَنِيْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا لِغَمٍّ نَزَلَ بِكَ أَنْ أُفَرِّجَ عَنْكَ، فَلَمْ تَرَ فَرَجًا؟ قَالَ: نَعَمْ يَا رَبِّ! فَيَقُوْلُ: إِنِّيْ ادَّخَرْتُ لَكَ بِهَا فِي الْجَنَّةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلاَ يَدَعُ اللهُ دَعْوَةً دَعَا بِهَا عَبْدُهُ الْمُؤْمِنُ إِلاَّ بَيَّنَ لَهُ، إِمَّا أَن يَكُوْنَ عَجَّلَ لَهُ فِي الدُّنْيَا، وَإِمَّا أَن يَكُوْنَ ادَّخَرَ لَهُ فِي الآخِرَةِ، قَالَ: فَيَقُوْلُ الْمُؤْمِنُ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ، يَا لَيْتَهُ لَمْ يَكُنْ عُجِّلَ لَهُ فِيْ شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ).

৮৮৬। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন ডাক দিয়ে তাকে তাঁর সম্মুখে দাঁড় করাবেন। অতঃপর বলবেন ঃ হে আমার বান্দা! তোমাকে আমি আমাকে ডাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম। আর আমি তোমাকে ওয়াদা দিয়েছিলাম তোমার ডাকে সাড়া দেয়ার। তুমি কি আমাকে ডেকেছিলে? বান্দা বলবে ঃ জি হ্যাঁ হে আমার প্রভু! আল্লাহ বলবেন ঃ সাবধান! তুমি যখনই আমাকে ডেকেছো তখনই আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি। তুমি কি তোমার উপর নাযিল হওয়া বিপদের চিন্তা হতে আমি যাতে তোমাকে মুক্ত করি সেজন্য উমুক উমুক দিন আমাকে ডাকনি? অতঃপর আমি তোমাকে বিপদ মুক্ত করিনি? বান্দা বলবে ঃ জি হ্যাঁ হে আমার প্রভু! আল্লাহ্ বলবেন ঃ আমি দুনিয়াতেই তোমার জন্য তা দেয়ার জন্য তাড়াহুড়া করেছি। আর তুমি কি তোমার উপর নাযিল হওয়া বিপদের চিন্তা হতে আমি যাতে তোমাকে মুক্ত করি সেজন্য উমুক উমুক দিন আমাকে ডাকনি? অতঃপর তুমি তা হতে মুক্ত হতে পারোনি? জি হ্যাঁ হে আমার প্রভু! আল্লাহ্ বলবেন ঃ তার পরিবর্তে তোমার জন্য আমি জান্নাতে এরূপ এরূপ বস্তু রক্ষিত করেছি। আল্লাহ্র রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তার মু'মিন বান্দার কৃত দো'আ তার নিকট বর্ণনা না করে ছাড়বেন না। হয় তার জন্য দুনিয়াতেই তার জন্য তার ফলাফল দিয়ে দিয়েছেন। না হয় তাকে আখেরাতে প্রতিফল দেয়ার জন্য জমা রেখেছেন। তিনি আরো বলেন ঃ মু'মিন ব্যক্তি সেই স্থানে বলবে, হায় আফসুস! যদি দুনিয়াতে তার দো'আর কোন অংশেরই প্রতিফল দ্রুত না দিতেন।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি হাকিম (১/৪৯৪) ফায্ল ইবনু ঈসা হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে তিনি জাবের (রাঃ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ

এ হাদীছটি ফায্ল ইবনু ঈসা আর-রুকাশী এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তার অবস্থা এই যে তাকে জাল করার দোষে দোষী করা হয়নি। হাফিয যাহাবী তার কথাকে স্বীকার করেছেন আর মুনযেরী তার পূর্বেই (২/২৭২) তাকে সমর্থন করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তারা উভয়ে কিছুই করেননি। কারণ তিনি জাল করার দোষে দোষী না হলেও সকলে তার দুর্বল হওয়ার বিষয়ে একমত। হাফিয যাহাবী তাকে "আল-মীযান" গ্রন্থে উল্লেখ করে নিজে তার সম্পর্কে বলেছেন ঃ তাকে মুহাদ্দিছগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তার সম্পর্কে ইমামদের ভাষ্যগুলো উল্লেখ করেছেন। তিনি তার "আল-মুগনী" গ্রন্থে বলেন ঃ

সকলের ঐকমত্যে তিনি দুর্বল।

হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার মত ব্যক্তির হাদীছ "আল-মুসতাদরাক আলাস সাহীহায়েন" গ্রন্থে উল্লেখ করা ভাল হয়নি।

٨٨٧. (كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ مُسْرِفٌ عَلَى نَفْسِهِ، وَكَانَ مُسْلِمًا، كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامَهُ طَرَحَ ثُفَالَةَ طَعَامِهِ عَلَى مَزْبَلَةٍ، فَكَانَ يَأْوِيْ إِلَيْهَا عَابِدٌ، فَإِنْ وَجَدَ كِسْرَةً أَكَلَهَا، وَإِنْ وَجَدَ بَقْلَةً أَكَلَهَا، وَإِنْ وَجَدَ عَرَقًا تَعَرَّقَهُ ... (الحديث وفيه): فَأَمَرَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ بِذَلِكَ الْمَلَكَ فَأَخْرَجَ مِنَ النَّارِ جَمْرَةً يَنْفُضُ، فَأُعِيْدَ كَمَا كَانَ، فَقَالَ: يَا رَبِّ هَذَا الَّذِيْ كُنْتُ آكُلُ مِنْ مَزْبَلَتِهِ قَالَ: فَقَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: خُذْ بِيَدِهِ فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ مِنْ مَعْرُوْفٍ كَانَ مِنْهُ إِلَيْكَ لَمْ يَعْلَمْهُ بِهِ، أَمَّا لَوْ عَلِمَ بِهِ مَا أَدْخَلْتُهُ النَّارَ).

৮৮৭। তোমাদের পূর্বে নিজের উপর অপচয়কারী এক মুসলিম ব্যক্তি ছিল। যখন সে তার খাদ্য খেত তখন তার খাদ্যের অবশিষ্ট অংশ আবর্জনা নিক্ষেপের স্থানে ফেলে দিতো। এক আবেদ সেই স্থানে আসত, অতঃপর যদি কোন গোস্তের টুকরা পেত তাহলে তা খেয়ে নিত। আর যদি কোন তরকারী পেত তাও খেয়ে নিত। যদি কোন শিরার অংশ পেত তাহলে তাই খেয়ে নিত। (আল-হাদীছ, তাতে আরো রয়েছে) ঃ আল্লাহ তা'আলা তার ব্যাপারে এক ফেরেশতাকে নির্দেশ দিলেন, জাহান্নামের আগুনের এক টুকরা বের করে এনে তাকে উত্তমরূপে পরিস্কার করলো। অতঃপর তাকে পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হলে, ঐ ব্যক্তি বললো ঃ হে প্রভু এই সে ব্যক্তি যার ময়লা নিক্ষেপের স্থান হতে আমি ভক্ষণ করতাম। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তুমি তাকে ধর জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও। সেই উত্তম কর্মের জন্য যা তোমার উপরে সে করেছে অথচ সে তা জানে না। যদি সে তা জানতো তাহলে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতাম না।

হাদীছটি বাতিল।

এটি তাম্মাম "আল-ফাওয়ায়েদ" (২৩২৯) গ্রন্থে মানসূর ইবনু আব্দিল্লাহ আল-ওয়াররাক সূত্রে তিনি আলী ইবনু জাবের আল-আওদী হতে তিনি হুসাইন ইবনু হাসান ইবনে আতিয়াহ হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি মিস'আর ইবনু কিদাম হতে তিনি আতিয়াহ হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। তাতে তিনটি সমস্যা রয়েছে ঃ

১। আতিয়াহ ইবনু সা'আদ আল-আওফী দুর্বল। তিনি মন্দ তাদলীস করতেন। তিনি বলতেন ঃ আবূ সা'ঈদ হতে। ফলে ধারণা করা হতো আল-খুদরী (ﷺ)-কে। অথচ তিনি তার দ্বারা বুঝাতেন মিথ্যুক আল-কালবীকে। তার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ১ম খণ্ডের ২৪ নম্বর হাদীছে)

২। হাসান ইবনু আতিয়াহ, তিনি উল্লেখিত ইবনুল আওফী। ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি সেরূপ নন। ইবনু হিব্বান (১/১/২২) বলেন ঃ

তিনি মুনকারুল হাদীছ। জানি না তার হাদীছগুলোতে সমস্যা তার থেকে, না তার পিতা থেকে, না তাদের দু'জন থেকেই।

৩। তার ছেলে হুসাইন ইবনুল হাসান ইবনে আতিয়াহ সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি হাদীছের ক্ষেত্রে দুর্বল। যেমনটি "আল-জারহু ওয়াত তা'দীল" (১/২/৪৮) গ্রন্থে এসেছে। ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি ফয়সালার ক্ষেত্রে দুর্বল আর হাদীছের ব্যাপারেও দুর্বল ছিলেন।

৪। আলী ইবনু জাবের ও মানসূর আল-ওয়াররাকের জীবনী পাচ্ছি না।

হাদীছটি মুনকার বরং সুস্পষ্ট বাতিল। হৃদয় বানোয়াট হওয়ারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। হাদীছটি সম্ভবত ইসরাঈলী বর্ণনা হতে এসেছে। কালবী আহলে কিতাবদের থেকে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আতিয়াহ আল-আওফী তাদলীস করেছেন।

٨٨٨. (مِصْرُ كِنَانَةُ اللهِ فِيْ أَرْضِهِ، مَا طَلَبَهَا عَدُوٌّ إِلاَّ أَهْلَكَهُ اللهُ)!

৮৮৮। আল্লাহর যমীনে মিস্‌র হচ্ছে তাঁর তীর রাখার থলি। কোন দুশমন তার অনিষ্টতা করার ইচ্ছা পোষণ করলেই আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্বংস করে দিবেন!

এর কোন ভিত্তি নেই।

এটি হাফিয সাখাবী "আল-মাকাসিদ" (১০২৯) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ মিস্‌র সম্পর্কে হাদীছটি এ বাক্যে দেখছি না। তবে আবূ মুহাম্মাদ হাসান ইবনু যাওলাক "ফাযায়েলু মিস্‌র" গ্রন্থে নিম্নের বাক্যে উল্লেখ করেছেন ঃ

মিস্‌র সব যমীনের খাযানা খানা .....।

এই ইবনুল যাওলাক সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। তার কিতাব সম্পর্কেও না। এটি সম্পর্কে মাকরীযী ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, এটি কোন আহলে কিতাব হতে গ্রহণ করা হয়েছে। এটি ১৫ নম্বর হাদীছটির ন্যায়।

٨٨٩. (الجِيْزَةُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ، وَمِصْرُ خَزَائِنُ اللهِ فِي الأَرْضِ).

৮৮৯। উপত্যকার পাড় জান্নাতের বাগিচাগুলোর একটি বাগিচা। আর যমীনের মধ্যে মিস্‌র আল্লাহর খাযানা খানা।

হাদীছটি জাল।

এটি আবূ নো'য়াইম "নুসখাতু নুবায়েত ইবনে শারীত" (কাফ ২/১৫৮) গ্রন্থে আহমাদ ইবনু ইব্‌রাহীম ইবনে নুবায়েত হতে তিনি আবূ ইসহাক ইবনু ইব্‌রাহীম হতে...বর্ণনা করেছেন।

হাদীছটি সুয়ূতী "যায়লুল আহাদীছিল মাওযূ'আহ" (পৃ ঃ ৮৭) গ্রন্থে আবূ নো'য়াইমের সূত্রে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ এই আহমাদ তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে একটি পাণ্ডুলিপি বর্ণনা করেছেন যাতে বিপদ রয়েছে। সেগুলোর একটি হচ্ছে এ হাদীছটি। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। কারণ তিনি মিথ্যুক।

ইবনু ইরাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ" (২/৫৭) গ্রন্থে তা স্বীকার করেছেন। আজলূনী "কাশফুল খাফা" (পৃ ঃ ২১২) গ্রন্থে হাদীছটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

হাফিয সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে বলেন ঃ এটি মিথ্যা।

٨٩٠. (مَنْ لَمْ يُكْثِرْ ذِكْرَ اللهِ تَعَالَى فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الإِيْمَانِ).

৮৯০। যে ব্যক্তি বেশী করে আল্লাহর যিক্‌র করে না, সে ঈমান হতে মুক্ত হয়ে গেছে।

হাদীছটি জাল।

মুনযেরী "আত-তারগীব" (২/২৩১) গ্রন্থে বলেন ঃ

তাবারানী "আল-আওসাত" এবং "মু'জামুস সাগীর" গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহ (ﷺ)-এর হাদীছ হতে বর্ণনা করেছেন। হাদীছটি গারীব। হায়ছামী "আল-মাজমা" (১০/৭৯) গ্রন্থে বলেন ঃ

হাদীছটি তাবারানী "আল-আওসাত" এবং "মু'জামুস সাগীর" গ্রন্থে তার শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সাহ্‌ল ইবনিল মুহাজির হতে তিনি মুয়াম্মাল ইবনু ইসমা'ঈল হতে বর্ণনা করেছেন। "আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে ঃ মুহাম্মাদ ইবনু সাহ্‌ল মুয়াম্মাল ইবনু ইসমা'ঈল হতে বানোয়াট হাদীছ বর্ণনাকারী।

তিনি যদি ইবনুল মুহাজির হন তাহলে তিনি দুর্বল। আর যদি অন্য কেউ হন তাহলে তার হাদীছ হাসান!

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন ঃ বরং হাদীছটি উভয় অবস্থায় বানোয়াট। মাজহূল বর্ণনাকারী যখন এককভাবে বর্ণনা করেন তখন তার হাদীছ কোন অবস্থাতেই হাসান হতে পারে না।

এ কথাটি ভাল। যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে যে বলেছেন ঃ তিনি হচ্ছেন ইবনু সাহ্‌ল, তাকে ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে সমর্থন করেছেন। তিনি তার হাদীছটি উল্লেখ করে আরো বলেছেন, স্পষ্টত এটি বানোয়াট।

জানা দরকার যে, তাবারানী হাদীছটি "আস-সাগীর" গ্রন্থে এ বাক্যে বর্ণনা করেননি।

বরং তাতে বলা হয়েছে ঃ 'যে ব্যক্তি বেশী বেশী আল্লাহর যিক্‌র করবে সে নিফাক হতে মুক্ত হয়ে যাবে।'

দু'টির মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। যদিও তাবারানীর নিকট উভয়টির সনদ একই। তিনি এই মিথ্যার দোষে দোষী মুহাম্মাদ ইবনু সাহ্‌ল হতেই বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি দ্বিতীয় শব্দে এককভাবে বর্ণনা করেননি। অন্য সূত্রেও মুয়াম্মাল ইবনু ইসমা'ঈল হতে বর্ণনা করেছেন।

তবে দ্বিতীয় শব্দের সমস্যা হচ্ছে এই মুয়াম্মাল ইবনু ইসমা'ঈল। কারণ তার হেফযে ত্রুটি থাকায় এবং তার বেশী ভুল হওয়ায় তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম বলেন ঃ

তিনি সত্যবাদী, সুন্নাতের ব্যাপারে কঠোর, তবে বহু ভুলকারী। ইমাম বুখারী বলেন ঃ

তিনি মুনকারুল হাদীছ। আবূ যুর'আহ বলেন ঃ তার হাদীছের মধ্যে বহু ভুল আছে।

এর দ্বারা স্পষ্ট হচ্ছে এই যে, হাদীছটি প্রথম বাক্যে বানোয়াট যেমনটি ইবনু হাজার বলেছেন আর দ্বিতীয় বাক্যে দুর্বল।

٨٩١. (كَانَ بِلَالٌ إِذَا أَرَادَ أَن يُقِيْمَ الصَّلَاةَ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، يَرْحَمُكَ).

৮৯১। বিলাল যখন সালাতের ইকামাত দেয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন বলতেন ঃ আসসালামু আলাইকা আইউহান নাবীয়ু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, ইয়ারহামুকাল্লাহ।

হাদীছটি জাল।

এটি তাবারানী "আল-আওসাত" (১/২৭/১) গ্রন্থে মিকদাম ইবনু দাউদ হতে তিনি আব্দিল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনিল মুগীরাহ হতে তিনি কামিল আবুল আলা হতে তিনি আবূ সালেহ হতে তিনি আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ

কামিল হতে একমাত্র আব্দুল্লাহই বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি বানোয়াট। তার সমস্যা হচ্ছে এই ইবনুল মুগীরা। যাহাবী তার কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এগুলো বানোয়াট।

এ ছাড়া মিকদাম ইবনু দাউদ নির্ভরযোগ্য নন যেমনটি নাসাঈ বলেছেন।

হায়ছামী "মাজমা'উয যাওয়ায়েদ" (২/৭৫) গ্রন্থে আব্দুল্লাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ দুই দিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ সমস্যা বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

১। তিনি ইবনুল মুগীরাকে দুর্বল বলে শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন। অথচ আপনারা অবহিত হয়েছেন যে, তিনি জালের অধিকারী। নাসাঈ বলেন ঃ

তিনি ছাওরী এবং মালেক ইবনু মিগওয়াল হতে কতিপয় হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়েই সেগুলো বর্ণনা করা হতে আল্লাহকে বেশী ভয় করতেন।

২। তিনি শুধুমাত্র ইবনুল মুগীরাকেই দোষী করেছেন। অথচ তার থেকে বর্ণনাকারী মিকদাম তার ন্যায় বা তার নিকটবর্তী (দুর্বলতার দিক দিয়ে)।

৮৯২. (مَنْ أَحَبَّ أَن يَّحْيَا حَيَاتِيْ، وَيَمُوْتَ مَوْتَتِيْ، وَيَسْكُنَ جَنَّةَ الْخُلْدِ الَّتِيْ وَعَدَنِيْ رَبِّيْ عَزَّوَجَلَّ، غَرَسَ قَضْبَانَهَا بِيَدَيْهِ، فَلْيَتَوَلَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ، فَإِنَّهُ لَن يُّخْرِجَكُمْ مِنْ هُدًى، وَلَن يُّدْخِلَكُمْ فِيْ ضَلَالَةٍ).

৮৯২। যে ব্যক্তি আমার জীবনের ন্যায় জীবন ধারণ, আমার মৃত্যুর ন্যায় মৃত্যু ও আমার প্রভু আমাকে যে স্থায়ী জান্নাতে বসবাসের জন্য ওয়াদা দিয়েছেন (যিনি তার ডালগুলো (বৃক্ষগুলো) তাঁর দু'হাত দিয়ে রোপণ করেছেন) সে জান্নাতে বসবাস করা এ সবকে ভালবাসতে চাই। সে যেন আলী ইবনু আবী তালিবকে ওয়ালী হিসাবে গ্রহণ করে। কারণ সে হেদায়াত হতে তোমাদেরকে বের করবে না আর তোমাদেরকে ভ্রষ্টতার মধ্যে নিক্ষেপ করবে না।

হাদীছটি জাল।

এটি আবূ নো'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" (৪/৩৪৯-৩৫০) গ্রন্থে, হাকিম (৩/১২৮), অনুরূপভাবে তাবারানী "আল-কাবীর" গ্রন্থে ও ইবনু শাহীন "শারহুস সুন্নাহ" (১৮/৬৫/২) গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে ইয়াহইয়া ইবনু ই'য়ালা আল-আসলামী হতে তিনি আম্মার ইবনু রুযায়েক হতে তিনি আবূ ইসহাক হতে তিনি যিয়াদ ইবনু মুতরেক হতে ...বর্ণনা করেছেন। আবূ নো'য়াইম বলেন ঃ

আবূ ইসহাকের হাদীছ হতে এটি গারীব। তিনি এটিকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি একজন শি'য়াহ মতাবলম্বী দুর্বল বর্ণনাকারী। ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি কিছুই না। ইমাম বুখারী বলেন ঃ

তিনি মুযতারিবুল হাদীছ। ইবনু আবী হাতিম (৪/২/১৯৬) তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন, হাদীছের ক্ষেত্রে দুর্বল।

হাদীছটি সম্পর্কে হায়ছামী "আল-মাজমা'" (৯/১০৮) গ্রন্থে বলেন ঃ তাতে ইয়াহইয়া ইবনু ই'য়ালা আল-আসলামী রয়েছেন। তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তবে হাকিম বলেছেন ঃ সনদটি সহীহ। হাফিয যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন ঃ যেখানে কাসেম মাতরূক সেখানে কিভাবে এটি সহীহ। তার শাইখ আল-আসলামী দুর্বল। শব্দগুলো বিদঘুটে। হাদীছটি জাল হওয়ারই নিকটবর্তী।

আমি বলছি ঃ কাসেম হচ্ছেন ইবনু শাইবাহ। তিনি হাদীছটি এককভাবে বর্ণনা করেননি। আবূ নো'য়াইমের নিকট অন্য দুই বর্ণনাকারী তার মুতাবা'য়াত করেছেন।

আমার নিকট হাদীছটির আরো দু'টি সমস্যা রয়েছে ঃ

১। আবূ ইসহাক আস-সাবী'ঈ মুদাল্লিস হওয়ার সাথে সাথে তার মস্তিষ্ক বিকৃতিও ঘটেছিল।

২। সনদের মধ্যে তার থেকে কিংবা আল-আসলামীর পক্ষ হতে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। কারণ তিনি একবার বলেছেন, যায়েদ ইবনু আরকাম, আরেকবার বলেছেন, যিয়াদ ইবনু মাতরাফ।

٨٩٣. (مَنْ سَرَّهُ أن يَّحْيَا حَيَاتِيْ، وَيَمُوْتَ مِيْتَتِيْ، وَيَتَمَسَّكَ بِالْقَصَبَةِ الْيَاقُوْتَةِ الَّتِيْ خَلَقَهَا اللهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: ''كُوْنِيْ فَكَانَتْ'' فَلْيَتَوَلَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ مِنْ بَعْدِيْ).

৮৯৩। যে ব্যক্তিকে আমার জীবনের ন্যায় জীবন ধারণ, আমার মৃত্যুর ন্যায় মৃত্যু ও ইয়াকূতের শহরকে গ্রহণ করা আনন্দিত করবে, যা আল্লাহ তা'আলা তার নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে বলেছেন ঃ হয়ে যা ফলে হয়ে গেছে, সে যেন আমার পরে আলী ইবনু আবী তালিবকে ওয়ালী হিসাবে গ্রহণ করে।

হাদীছটি জাল।

এটি আবূ নো'য়াইম (১/৮৬, ৪/১৭৪) মুহাম্মাদ ইবনু যাকারিয়া আল-গাল্লাবী সূত্রে বিশ্‌র ইবনু মিহরান হতে তিনি শুরায়িক হতে তিনি আ'মাশ হতে তিনি যায়েদ ইবনু ওয়াহাব হতে...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ

বিশ্‌র শুরায়িক হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ শুরায়িক ইবনু আব্দিল্লাহ আল-কাযী দুর্বল, তার হেফযে ক্রটি থাকার কারণে।

বিশ্‌র ইবনু মেহরান সম্পর্কে ইবনু আবী হাতিম বলেন ঃ তার পিতা তার হাদীছ গ্রহণ করেননি। হাফিয যাহাবী বলেন ঃ

তার থেকে মুহাম্মাদ ইবনু যাকারিয়া আল-গাল্লাবী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু গাল্লাবী মিথ্যার দোষে দোষী।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ অতঃপর তিনি (যাহাবী) এ হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। এই গাল্লাবী সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন ঃ

তিনি হাদীছ জালকারী। তিনিই হাদীছটির বিপদ।

হাদীছটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (১/৩৮৭) গ্রন্থে অন্য সূত্রে উল্লেখ করেছেন। সুয়ূতী "আল-লাআলী" (১/৩৬৮-৩৬৯) গ্রন্থে তাকে সমর্থন করেছেন। তবে তিনি আরো দু'টি সূত্র উল্লেখ করে তার সমস্যা বর্ণনা করেছেন। সে দু'টোর একটি হচ্ছে এটি। অতঃপর বলেছেন ঃ গাল্লাবী মিথ্যার দোষে দোষী।

٨٩٤. (مَنْ سَرَّهُ أن يَّحْيَا حَيَاتِيْ، وَيَمُوْتَ مَمَاتِيْ، وَيَسْكُنَ جَنَّةَ عَدْنٍ غَرَسَ رَبِّيْ، فَلْيُوَالِ عَلِيًّا مِنْ بَعْدِيْ، وَلْيُوَالِ وَلِيَّهُ، وَلْيَقْتَدِ بِالأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِيْ،

فَإِنَّهُمْ عِتْرَتِيْ، خُلِقُوْا مِنْ طِيْنَتِيْ، رُزِقُوْا فَهْمًا وَعِلْمًا، وَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِيْنَ بِفَضْلِهِمْ مِنْ أُمَّتِيْ، اَلْقَاطِعِيْنَ فِيْهِمْ صِلَتِيْ، لاَ أَنَالَهُمُ اللهُ شَفَاعَتِيْ).

৮৯৪। যে ব্যক্তিকে আমার জীবনের ন্যায় জীবন ধারণ, আমার মৃত্যুর ন্যায় মৃত্যু ও আমার প্রভু কর্তৃক রোপণকৃত আদন নামক বাগিচায় বসবাস করা আনন্দিত করবে সে যেন আমার পরে আলী (ﷺ)-কে বন্ধু ও তার বন্ধুকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে আর আমার পরে ইমামদের অনুসরণ করে। কারণ তারা আমার আত্মীয়। আমার মাটি হতেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদেরকে বুঝ শক্তি ও জ্ঞান দান করা হয়েছে। তাদের সম্মানার্থেই আমার উম্মাতের মিথ্যুকদের জন্য এবং তাদের মধ্য হতে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারীদের জন্য ওয়ায়েল নামক জাহান্নাম। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা আমার শাফা'আত প্রাপ্তির সুযোগ দিবেন না।

হাদীছটি জাল।

এটি আবূ নো'য়াইম (১/৮৬) মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার সূত্রে আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ হতে তিনি আব্দুর রহমান ইবনু ইমরান হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ইমরান হতে তিনি ইয়াকূব ইবনু মূসা হাশেমী হতে তিনি ইবনু আবী রাওয়াদ হতে...বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর বলেছেন ঃ এটি গারীব।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। ইবনু আবী রাওয়াদের নিচের সকল বর্ণনাকারী মাজহূল। পাচ্ছি না কে তাদেরকে উল্লেখ করেছেন।

হাদীছটি রাফেঈর "আল-জামে'উল কাবীর" (২/২৫৩/১) গ্রন্থে ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতেও উল্লেখ করা হয়েছে। আমি দেখেছি ইবনু আসাকির তার "তারীখু দেমাস্ক" (১২/১২০/২) গ্রন্থে আবূ নো'য়ামের সূত্র হতে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

এ হাদীছটি মুনকার। তাতে একাধিক মাজহূল বর্ণনাকারী রয়েছেন।

মাজহূল ব্যক্তিদের কোন একজন হাদীছটি জাল করেছেন। শিয়া সম্প্রদায় আলী (ﷺ)-এর ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে বহু হাদীছ জাল করেছে। এমন কি তাদের গ্রন্থগুলো জাল হাদীছ দ্বারা ভরে ফেলেছে। তাদের পক্ষ হতে এ হাদীছটিকে সহীহ হিসাবে দাঁড় করানোর জন্য চেষ্টা করাও হয়েছে।

٨٩٥. (لاَ تَسُبُّوْا عَلِيًّا؛ فَإِنَّهُ مَمْسُوْسٌ فِيْ ذَاتِ اللهِ تَعَالَى).

৮৯৫। তোমরা আলী (ﷺ)-কে গালি দিবে না। কারণ সে আল্লাহর সত্তার মধ্যে স্পর্শিত হয়েছে।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি আবূ নো'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" (১/৬৮) গ্রন্থে সুলায়মান ইবনু আহমাদ হতে তিনি হারূণ ইবনু সুলায়মান আল-মিসরী হতে তিনি সা'আদ ইবনু

বিশ্‌র আল-কূফী হতে তিনি আব্দুর রহীম ইবনু সুলায়মান হতে তিনি ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদ হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। তাতে ধারাবাহিকভাবে সমস্যা রয়েছে ঃ

১। ইসহাক ইবনু কা'আব মাজহূলুল হাল (তার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না) যেমনটি ইবনুল কাত্তান ও হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন।

২। ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদ দেমাস্কী সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ তিনি মাতরূক।

৩। সা'আদ ইবনু বিশ্‌র কূফীকে আমি চিনি না। আশঙ্কা করছি তার নামের ক্ষেত্রে উলট-পালট করা হয়েছে। হায়ছামী "আল-মাজমা'" (৯/১৩০) গ্রন্থে বলেছেন ঃ

হাদীছটি তাবারানী "আল-কাবীর" ও "আল-আওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তাতে এসেছে ঃ সুফিয়ান ইবনু বিশ্‌র বা বাশীর ...।

৪। হারূণ ইবনু সুলায়মান মিসরীকে কে উল্লেখ করেছেন পাচ্ছি না।

উল্লেখিত সমস্যাগুলো হাদীছটি খুব দুর্বল হওয়ারই প্রমাণ বহন করছে। আর হাদীছটি বানোয়াট হতে নিরাপদ হলেও হৃদয় তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।

٨٩٦. (جَدِّدُوْا إِيْمَانَكُمْ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيْمَانَنَا؟ قَالَ: أَكْثِرُوْا مِنْ قَوْلِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ).

৮৯৬। তোমরা তোমাদের ঈমানকে পুনরায় সতেজ করে নাও। বলা হলো ঃ কিভাবে আমাদের ঈমানকে পুনরায় সতেজ করে নিব হে রাসূলুল্লাহ? তিনি বললেন ঃ তোমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বেশী বেশী পাঠ করো।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি হাকিম (৪/২৫৬) এবং আহমাদ (২/৩৫৯) সাদাকাহ ইবনু মূসা সুলামী সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসে' হতে তিনি শুকায়ের ইবনু নাহার হতে তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন ঃ সনদটি সহীহ! হাযিফ যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন ঃ

সাদাকাকে সকলে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ শুতায়ের মুনকার যেমনটি "আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে। মুনযেরী ও হায়ছামী যে তাবারানী ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন বলে সনদটিকে হাসান বলেছেন, তা সঠিক নয়।

তারা ইবনু হিব্বান কর্তৃক শুকায়ের বা সুমায়েরকে নির্ভরযোগ্য বলার কারণেই হাসান বলেছেন। তার এ নির্ভরযোগ্য বলার উপর ভরসা করা যায় না। কারণ তিনি বহু মাজহূল বর্ণনাকারীকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

৮৯৭. (أعْظَمُ النَّاسِ هَمًّا الْمُؤْمِنُ الَّذِيْ يَهْتَمُّ بِأَمْرِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ).

৮৯৭। সর্বাপেক্ষা বড় চিন্তামগ্ন সেই মু'মিন ব্যক্তি যে তার দুনিয়া ও আখেরাতের বিষয়কে গুরুত্ব দেয়।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি ইবনু মাজাহ (২/২১৪৩) ও ইবনু আবিদ দুনিয়া "আল-হাম্মু ওয়াল হুয্ন" (২/৭৪) গ্রন্থে ইসমা'ঈল ইবনু বাহরাম হতে তিনি হাসান ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে উছমান হতে তিনি সুফিয়ান হতে তিনি আ'মাশ হতে তিনি ইয়াযীদ আর-রুকাশী হতে...বর্ণনা করেছেন।

ইবনু মাজাহ বলেন ঃ হাদীছটি গারীব। ইসমা'ঈল এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি সত্যবাদী যেমনটি "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে। কিন্তু তার শাইখ হাসান ইবনু মুহাম্মাদকে কোন ব্যক্তিই নির্ভরযোগ্য বলেননি। আযদী বলেন ঃ

তিনি মুনকারুল হাদীছ।

আর ইয়াযীদ আর-রুকাশী দুর্বল যেমনটি "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে। মানাবী "আল-ফায়েয" গ্রন্থে বলেন ঃ

"আল-মীযান" গ্রন্থে যাহাবী বলেন, নাসাঈ ও অন্য বিদ্বানগণ বলেছেন ঃ তিনি (রুকাশী) মাতরূক। শু'বাহ বলেছেন ঃ 'আমার নিকট তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করার চেয়ে যেনা করাই বেশী উত্তম।' হাদীছটি ইমাম বুখারী "আয-যো'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ জন্য মুসান্নেফের (সুয়ূতীর) উচিত ছিল এটিকে (বুখারীর বর্ণনাটিকে) উল্লেখ করা হাদীছটিকে শক্তিশালী করার জন্য। যাতে করে তার দ্বারা হাদীছটি হাসান পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ "আল-মীযান" গ্রন্থে যে সূত্রে হাদীছটি উল্লেখ করা হয়েছে সে সূত্রেই ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন। অতএব কিভাবে হাদীছটি হাসান হবে? বরং হাদীছটি দুর্বলই রয়ে যাচ্ছে। বুখারী কর্তৃক "আয-যো'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করাটা হাদীছটিকে শক্তি যোগায় না।

৮৯৮. (كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ فِيْ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ كُتِبَ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا وَقَى بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ، وَمَا أَنْفَقَ الْمُؤْمِنُ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّ خَلَفَهَا عَلَى اللهِ، فَاللهُ ضَامِنٌ إِلاَّ مَا كَانَ فِيْ بُنْيَانٍ، أَوْ مَعْصِيَةٍ. فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: وَمَا وَقَى بِهِ الرَّجُلُ عِرْضَهُ؟ قَالَ: مَا يُعْطِي الشَّاعِرُ وَذَا اللِّسَانِ الْمُتَّقَى).

৮৯৮। প্রত্যেকটি ভাল কর্মই সাদকাহ। কোন ব্যক্তি তার নিজের জন্য ও তার পরিবারের জন্য যা কিছু খরচ করে তা তার জন্য সাদকাহ হিসাবে লিপিবদ্ধ করা

হয়। যে বস্তুর দ্বারা ব্যক্তি তার খ্যাতিকে রক্ষা করে তা তার জন্য সাদকাহ স্বরূপ লিপিবদ্ধ করা হয়। মু'মিন ব্যক্তি কোন কিছু খরচ করলে, তার প্রতিদান দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহর উপর। অট্টালিকা নির্মাণ বা গুনাহের ব্যাপারে খরচ করা ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রের জন্য আল্লাহই যিম্মাদারিত্ব গ্রহণ করেন। আমি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদিরকে বললাম ঃ কোন্ বস্তুর দ্বারা ব্যক্তি তার খ্যাতিকে রক্ষা করবে? তিনি বললেন ঃ এমন ধরনের কবি ও বাকপটুকে দান করার দ্বারা যাদের থেকে বেঁচে থাকা হয়।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি আব্দুল হামীদ "আল-মুন্তাখাব মিনাল মুসনাদ" (২/১১৭) গ্রন্থে, ইবনু আদী (২/২৪৯), দারাকুতনী (পৃ ঃ ৩০০), হাকিম (২/৫০), বাগাবী "শাহুস সুন্নাহ" (১/১৮৮/১) গ্রন্থে এবং ছা'য়ালাবী তার "তাফসীর" (৩/১৪৫/১) গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে আব্দুল হামীদ ইবনু হাসান হিলালী হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে তিনি জাবের (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। হাকিম বলেন ঃ

সনদটি সহীহ। যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন ঃ আব্দুল হামীদকে জামহূরে ওলামা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ কারণ তিনি ভুল করতেন এমনকি তিনি যখন এককভাবে বর্ণনা করেছেন তখন তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করার সীমা হতে তিনি বেরিয়ে গেছেন, যেমনটি ইবনু হিব্বান (২/১৩৫-১৩৬) বলেছেন। সাজী তার সম্পর্কে বলেন ঃ

তিনি দুর্বল, মুনকার হাদীছ বর্ণনাকারী।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ দোষারোপ ব্যাখ্যা সম্বলিত। এ কারণেই ইবনু মা'ঈন কর্তৃক তাকে নির্ভরযোগ্য বলার উপর এ মত অগ্রাধিকার পাবে। এ ছাড়া তিনি তো এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

মানাবী যাহাবী হতে নকল করেছেন তিনি "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ হাদীছটি খুবই গারীব।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তবে প্রথম বাক্য দু'টি সহীহ। কারণ বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থের মধ্যে তার বহু শাহেদ রয়েছে। বর্ধিত অংশগুলোর কারণে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

৮৯৯. (مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقِيَ دِينَهُ وَعِرْضَهُ بِمَا لَهُ فَلْيَفْعَلْ).

৮৯৯। তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি তার ধর্ম ও তার যে খ্যাতি রয়েছে তা রক্ষা করতে সক্ষম হবে সে যেন তাই করে।

হাদীছটি জাল।

এটি হাকিম (২/৫০) হামেদ ইবনু আদাম হতে তিনি আবূ ইসমাহ নূহ হতে তিনি আব্দুর রহমান ইবনু বুদায়েল হতে তিনি আনাস (রাঃ) হতে মারফূ‘ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম হাদীছটিকে পূর্বের হাদীছটির শাহেদ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন ঃ আবূ ইসমাহ হালেক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ নূহ ইবনু আবী মারিয়াম আ-জামে‘ মিথ্যুক, প্রসিদ্ধ জালকারী। তার সম্পর্কে বলা হয় ঃ

তিনি সত্য ব্যতীত সব কিছুই একত্রিত করেছেন।

তার থেকে বর্ণনাকারী হামেদ ইবনু আদামকে ইবনু আদী ও অন্য বিদ্বানগণ মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু মা‘ঈন বলেন ঃ

তিনি মিথ্যুক, তার উপর আল্লাহর অভিশাপ। সুলায়মানী তাকে প্রসিদ্ধ হাদীছ জালকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এতো কিছু সত্ত্বেও সুয়ূতী "আল-জামে‘" গ্রন্থে হাদীছটি উল্লেখ করে গ্রন্থটিকে কালিমালিপ্ত করেছেন!

٩٠٠. (إِنِّيْ لأَعْلَمُ أَنَّكَ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَكِنَّ هَكَذَا فَعَلَ أَبِيْ إِبْرَاهِيْمُ).

৯০০। অবশ্যই আমি জানি তুমি কোন ক্ষতি ও উপকার করতে পারো না। কিন্তু আমার পিতা ইবরাহীম এরূপই করেছেন।

হাদীছটি মুনকার।

এটি ইবনু কানে‘ "হাদীছু মুজা‘য়াহ ইবনুয যুবায়ের আবূ ওবায়দাহ" (কাফ ২/৭২) গ্রন্থে আবূ ওবায়দাহ হতে তিনি কাসেম ইবনু আব্দির রহমান হতে তিনি মানসূর ইবনুল আসওয়াদ হতে তিনি জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আবূ ওবায়দাহ দুর্বল হওয়ার কারণে এ সনদটি দুর্বল। মারফূ‘ হিসাবে হাদীছটি মুনকার। সঠিক হচ্ছে এই যে, এটি উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর ভাষ্য যেমনটি বুখারী ও মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে (কিন্তু আমার পিতা... এ অংশটুকু ছাড়া) বর্ণিত হয়েছে। তার পরিবর্তে বলা হয়েছে ঃ 'আমি যদি রাসূল (ﷺ)-কে তোমাকে চুমু দিতে না দেখতাম তাহলে আমি তোমাকে চুমু দিতাম না।'

আলোচ্য হাদীছটি সুয়ূতী "আল-জামে‘উস সাগীর" (৩/১১৮/১) গ্রন্থে উমার (রাঃ) হতে মারফূ‘ হিসাবে আর আবূ বাক্‌র (রাঃ) হতে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

মওকূফ হিসাবে সহীহ। মারফূ‘ হিসাবে সহীহ নয় বরং মুনকার।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আলোচ্য হাদীছটিতে হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে বলা হচ্ছে।

٩٠١. (خَصْلَتَانِ مُعَلَّقَتَانِ فِيْ أَعْنَاقِ الْمُؤَذِّنِيْنَ لِلْمُسْلِمِيْنَ: صَلاَتُهُمْ وَصِيَامُهُمْ).

৯০১। মুসলমানদের জন্য মুয়াযযিনদের কাঁধে দু'টি অভ্যাস ঝুলন্ত থাকে। তাদের সালাত ও সিয়াম।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু মাজাহ (নং ৭১২) বাকিয়াহ হতে তিনি মারওয়ান ইবনু সালেম হতে তিনি আব্দুল আযীয ইবনু আবী রাওয়াদ হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বুসয়রী "আয-যাওয়ায়েদ" (কাফ ২/৪৭) গ্রন্থে বলেন ঃ বাকিয়াহ ইবনুল ওয়ালীদ কর্তৃক তাদলীস সংঘটিত হওয়ায় এ সনদটি দুর্বল।

আমি বলছি ঃ তার শাইখ মারওয়ান তার চেয়েও বেশী নিকৃষ্ট। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও অন্য বিদ্বানগণ বলেন ঃ

তিনি মুনকারুল হাদীছ। আবূ আরূবাহ আল-হাররানী বলেন ঃ

তিনি হাদীছ জালকারী। ইবনু হিব্বান (২/৩১৭) বলেন ঃ

তিনি প্রসিদ্ধদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীছ বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত এবং নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে যা তাদের হাদীছ নয় তাই নিয়ে আসতেন।

٩٠٢. (كُلُّ أَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لاَ يُبْدَأُ فِيْهِ بِحَمْدِ اللهِ وَالصَّلاَةِ عَلَيَّ فَهُوَ أَقْطَعُ أَبْتَرُ، مَمْحُوْقٌ مِنْ كُلِّ بَرَكَةٍ).

৯০২। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কর্ম যদি আল্লাহর প্রশংসা ও আমার উপর সালাত না আদায় করে শুরু করা হয়, তাহলে তা লেজ কাটা (বরকতহীন) হয়ে যায়, সকল প্রকার বরকত হতে সে কর্ম বঞ্চিত হয়।

হাদীছটি জাল।

হাদীছটি সুবকী "তাবাকাতুশ শাফেইয়াতিল কুবরা" (১/৮) গ্রন্থে ইসমা'ঈল ইবনু আবী যিয়াদ আশ-শামী হতে তিনি ইউনুস ইবনু ইয়াযীদ হতে তিনি যুহরী হতে তিনি আবূ সালামা হতে তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর বলেন ঃ হাদীছটি সাব্যস্ত হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বরং হাদীছটি বানোয়াট। তার সমস্যা হচ্ছে এই ইসমা'ঈল। দারাকুতনী বলেন ঃ

তিনি মাতরূকুল হাদীছ।

আমি বলছি ঃ হাদীছটি অন্য সূত্রে যুহরী হতে ''الصلاة علي' 'আস-সালাতু আলাইয়্যা' এবং ''... أبتر'' 'আবতার ...' অংশ দু'টি ছাড়া বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত অংশ দু'টি ছাড়া হাদীছটি দুর্বল যেমনটি আমি "ইরওয়াউল গালীল" গ্রন্থে ব্যাখ্যা দিয়েছি।

৯০৩. (إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَأَشْرِبُوْا أَعْيُنَكُمْ الْمَاءَ، وَلاَ تَنْفُضُوْا أَيْدِيَكُمْ مِنَ الْمَاءِ؛ فَإِنَّهَا مَرَاوِحُ الشَّيْطَانِ).

৯০৩। তোমরা যখন উযূ করবে তখন তোমাদের চোখগুলোতে পানি দিবে। তোমাদের হাতগুলোর পানি ঝেড়ে ফেলবে না। কারণ তা শয়তানের জন্য আরামদায়ক।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" (১/৩৬ নং ৭৩) গ্রন্থে , ইবনু হিব্বান "আল-মাজরূহীন" (১/১৯৪) গ্রন্থে এবং ইবনু আদী "আল-কামিল" (১/৪০) গ্রন্থে আল-বাখতারী ইবনু ওবায়েদ হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আবী হাতিম বলেন ঃ

আমি আমার পিতাকে এ হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম? তিনি বলেন ঃ এ হাদীছটি মুনকার। বাখতারী হাদীছের ক্ষেত্রে দুর্বল ও তার পিতা মাজহূল। অনুরূপভাবে ইবনু আদীও বলেন ঃ হাদীছটি মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এই বাখতারী মিথ্যার দোষে দোষী। আবূ নো'য়াইম বলেন ঃ তিনি তার পিতা হতে আবূ হুরাইরাহ (ﷺ)-এর উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ কথা হাকিম ও নাক্কাশও বলেছেন।

আর ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি তার পিতা হতে আবূ হুরাইরাহ (ﷺ)-এর উদ্ধৃতিতে একটি পাণ্ডলিপি বর্ণনা করেছেন তাতে আজব আজব বস্তু রয়েছে। তিনি হাদীছ চুরি করতেন। কখনও কখনও তা উল্টিয়ে ফেলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হাদীছটি তারই প্রমাণ বহন করছে। কারণ সহীহ হাদীছে দ্বিতীয় অংশের বিপরীত কথা এসেছে। যেটি বুখারী, মুসলিম ও অন্য বিদ্বানগণ বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছেঃ ...তিনি তাঁর দু' হাত ঝেড়ে ফেলতেন।

এ সহীহ হাদীছ দ্বারা ইবনু হাজার উযূ ও গোসলের সময় হাতের পানি ঝেড়ে ফেলা জায়েয মর্মে দলীল গ্রহণ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ এ বিষয়ে দুর্বল হাদীছও রয়েছে, রাফে'ঈ ও অন্য বিদ্বানগণ সেটি বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি আলোচ্য হাদীছটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

ইবনুস সালাহ বলেন ঃ আমি হাদীছটি পাচ্ছি না। ইমাম নাবাবীও তার অনুসরণ করেছেন। হাদীছটি ইবনু হিব্বান "আয-যো'য়াফা" গ্রন্থে এবং ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহ (ﷺ)-এর হাদীছ হতে বর্ণনা করেছেন। এ দুর্বল হাদীছটি যদি সহীহ হাদীছের বিপরীতে নাও হয় তবুও এটি দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্যতার উপযোগী নয়।

ইবনু আদী "আল-কামিল" (কাফ ১/১৪০) গ্রন্থে বাখতারীর জীবনীতে বলেছেন ঃ

তিনি তার পিতার মাধ্যমে আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে বিশটির মত হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যার অধিকাংশই মুনকার। সেগুলোর একটি হচ্ছে আলোচ্য হাদীছটি। যাহাবী বলেন ঃ

এ হাদীছটি সেগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী মুনকার।

এ সব কথা জানার পর যে ব্যক্তি বলবেন ঃ হাত ঝাড়া পরিত্যাগ করাই উত্তম তা আশ্চর্যজনক কথা। তিনি এ কথা বলে দুর্বল হাদীছকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আবার কেউ কেউ এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন যে, এ সহীহ হাদীছটির অর্থ হচ্ছে চলার সময় হাতকে নাড়ানো। এটি খুবই দুরবর্তী ব্যাখ্যা।

দুর্বল হাদীছের উপর আমল করার লক্ষে সহীহ হাদীছের ব্যাখ্যা করে তার অর্থকে ভিন্নরূপে প্রকাশ করাও দুর্বল হাদীছের এক কুপ্রভাব। বিষয়টি নিয়ে একটু ভেবে দেখুন।

٩٠٤. (نَسَخَ الأَضْحَى كُلَّ ذَبْحٍ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ كُلَّ صَوْمٍ، وَالغُسْلُ مِنَ الجَنَابَةِ كُلَّ غُسْلٍ، وَالزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ).

৯০৪। কুরবানী সকল প্রকার যবেহকে রহিত করেছে, রমাযানের সওম সকল প্রকার সওমকে রহিত করেছে, জানাবাতের (ফরয গোসল) গোসল সকল প্রকার গোসলকে রহিত করেছে আর যাকাত সকল প্রকারের সাদকাহকে রহিত করেছে।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি দারাকুতনী তার "সুনান" (পৃঃ ৫৪৩) গ্রন্থে হায়ছাম ইবনু সাহাল সূত্রে মুসাইয়্যাব ইবনু শুরায়িক হতে তিনি ওবায়দুল মাকতাব হতে তিনি আমের হতে...বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ

মুসাইয়্যাব ইবনু ওয়াযেহ মুসাইয়্যাব ইবনু শুরায়িকের বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়েই দুর্বল। মুসাইয়্যাব ইবনু শুরায়িক মাতরূক।

অতঃপর তিনি ইবনু ওয়াযেহ সূত্রে মুসাইয়্যাব ইবনু শুরায়িক হতে তিনি উতবাহ ইবনু ইয়াকযান হতে তিনি শা'বী হতে...বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

উতবাহ ইবনু ইয়াকযানও মাতরূক।

হাদীছটি বাইহাকী (৯/২৬১-২৬২) ইবনু শুরায়িক হতে দু'টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং দারাকুতনী হতে খুবই দুর্বল হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে নিজেও তাকে সমর্থন করেছেন। যায়লা'ঈ "নাসবুর রায়া" (৪/২০৮) গ্রন্থে তার থেকে হাদীছটির সনদ একেবারে দুর্বল হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করে তা স্বীকার করেছেন।

এ হাদীছের কুপ্রভাব উম্মাতের একটি বড় অংশকে প্রসিদ্ধ সহীহ সুন্নাহ হতে বিমুখ করে রেখেছে। সেটি হচ্ছে 'সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সপ্তম দিনে ছেলের ক্ষেত্রে দু'টি খাসি আর মেয়ের ক্ষেত্রে একটি খাসি দ্বারা আকীকাহ দেয়ার সুন্নাত।'

যদি এ সহীহ হাদীছটি অবহেলা বশত গুরুত্ব না দিয়ে অন্যান্য সুন্নাত ছেড়ে দেয়ার ন্যায় ছেড়ে দেয়া হত, তাহলে হয়তো সমস্যাটাকে তুচ্ছ হিসাবে গণ্য করা যেত। কিন্তু তাদের কেউ কেউ এ সহীহ সুন্নাহকে শরীয়ত সম্মত নয় বলে পরিত্যাগ করেছেন। আর তা অন্য কোন কারণে নয় বরং এ নিতান্তই দুর্বল হাদীছকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে! এমনকি কোন কোন হানাফী আলেম আলোচ্য হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করে আকীকাহ দেয়াকে মানসূখ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

٩٠٥. (كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ أَكَلَ مِمَّا يَلِيْهِ، وَإِذَا أُتِيَ بِالتَّمْرِ جَالَتْ يَدُهُ).

৯০৫। তার নিকট যখন খাদ্য নেয়া হতো তখন তিনি তাঁর নিকট হতে খাওয়া শুরু করতেন। আর যখন খেজুর নেয়া হতো তখন তাঁর হাত ঘুরতে থাকতো।

হাদীছটি জাল।

এটি আবূ বাক্‌র আশ-শাফে'ঈ "আল-ফাওয়ায়েদ" (১/১০৬) গ্রন্থে, ইবনু হিব্বান (২/১৬৫), ইবনু আদী "আল-কামিল" (২/২৫৪) গ্রন্থে, আবুশ শাইখ "আখলাকুন নাবী (ﷺ)" (পৃঃ ২২২) গ্রন্থে এবং আল-খাতীব "তারীখু বাগদাদ" (১১/৯৫) গ্রন্থে (শব্দটি তারই) ওবায়েদ ইবনুল কাসেম হতে তিনি হিশাম ইবনু উরওয়াহ হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি আয়েশা (رضي الله عنها) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি বানোয়াট। তার সমস্যা হচ্ছে এই ওবায়েদ। তিনি সুফিয়ান ছাওরীর বোনের ছেলে। ইবনু মা'ঈন তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। সালেহ জাযারাহ বলেন ঃ তিনি হাদীছ জালকারী। আবূ দাউদও অনুরূপ বলেছেন যেমনটি "আল-মীযান" গ্রন্থে এসেছে। তিনি তার কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করেছেন। এটি সেগুলোর একটি।

ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি হিশাম হতে একটি বানোয়াট পাণ্ডুলিপি বর্ণনা করেছেন। তার হাদীছ আশ্চর্য হওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া লিখাই হালাল নয়।

সুয়ূতী হাদীছটি "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করে গ্রন্থটিকে কালিমালিপ্ত করেছেন। মানাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ আবূ আলী সালেহ

ইবনু জাযারাহ বলেন ঃ এটি মিথ্যা। ওবায়দুল্লাহ ইবনু উখতে সুফিয়ান হাদীছ জাল করতেন। তার কতিপয় মুনকার হাদীছ রয়েছে।

হাদীছটি হায়ছামী (৫/২৭) উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটিকে বায্যার বর্ণনা করেছেন। তাতে খালেদ ইবনু ইসমা'ঈল রয়েছেন, তিনি মাতরূক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটির দ্বিতীয় অংশটি আবুশ শাইখ বানূ ছাওরের এক ব্যক্তির সূত্রে ...বর্ণনা করেছেন। এ ব্যক্তিই মিথ্যুক ওবায়েদ ইবনু কাসেম যিনি প্রথম সূত্রে রয়েছেন। কারণ তিনিই সুফিয়ান ছাওরীর বোনের ছেলে।

٩٠٦. (كُرْسِيُّهُ مَوْضَعُ قَدَمِهِ، وَالْعَرْشُ لاَ يُقَدَّرُ قَدْرُهُ).

৯০৬। তার পা রাখার স্থল হচ্ছে তার কুরসী। আর আরশের পরিমাপ করা যায় না।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি যিয়া "আল-মুখতারাহ" (২৫২/১-২) গ্রন্থে শুজা' ইবনু মিখলাদ আল-ফাল্লাস হতে তিনি আবূ আসেম হতে তিনি সুফিয়ান হতে তিনি আম্মার আদ-দুহ্নী হতে তিনি মুসলিম আল-বাতীন হতে তিনি সা'ঈদ ইবনু জুবায়ের হতে তিনি ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি অন্য সূত্রে মওকূফ হিসাবেও বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন ঃ এটিই উত্তম। এই মওকূফটি তাবারানী তার "আল-মু'জামুল কাবীর" (খণ্ড ৩) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

হায়ছামী (৬/৩২৩) (মওকূফটির সনদ সম্পর্কে) বলেন ঃ এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ বর্ণনাকারী। অনুরূপভাবে মুহাম্মাদ ইবনু উছমান ইবনে আবী শাইবাহ "আল-আর্‌শ" (২/১১৪) গ্রন্থে এবং হাকিম (২/২৮২) মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ শাইখায়েনের শর্তানুযায়ী হাদীছটি সহীহ। হাফিয যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

ইবনু মারদুবিয়াহ শুজা' ইবনু মিখলাদ সূত্রে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। যেমনটি "তাফসীর ইবনু কাছীর" গ্রন্থে এসেছে। অতঃপর বলেছেন ঃ এটি ভুল। ইবনু মারদুবিয়া হাকাম ইবনু যাহীর আল-ফাযারী আল-কূফী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি সুদ্দী হতে বর্ণনাকারী হিসাবে মাতরূক। এটিও সহীহ নয়।

মোটকথা হাদীছটি মারফূ' হিসাবে সহীহ নয়। মওকূফ হিসাবে সহীহ।

٩٠٧. (أَعْتِقُوْا عَنْهُ، يُعْتِقُ اللهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ، عَضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ).

৯০৭। (হত্যাকারী) ব্যক্তির পক্ষ হতে তোমরা (দাসী) মুক্ত করো, আল্লাহ তা'আলা তার একেকটি অঙ্গের বিনিময়ে জাহান্নামের আগুন হতে তার অঙ্গগুলো মুক্ত করে দিবেন।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি আবূ দাঊদ (২৯৬৪), তার থেকে আল-খাতীব "আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ" (২/৪৫) গ্রন্থে, তাহাবী "আল-মুশকিল" (১/৩১৫) গ্রন্থে, হাকিম (২/২১২), তার থেকে বাইহাকী (৮/১৩২-১৩৩) এবং ইমাম আহমাদ (৩/৪৭১) যামারাহ ইবনু রাবী'আহ হতে তিনি ইব্‌রাহীম ইবনু আবী আবলাহ্ হতে তিনি আল-গারীফ ইবনুদ দাইলামী হতে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তাহাবী ও ইমাম আহমাদ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক সূত্রে এবং আল-খাতীব ইয়াহইয়া ইবনু হামযাহ সূত্রেও ইব্‌রাহীম ইবনু আবী আবলাহ্ হতে... বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমাদ ইবনু ওলাছাহ সূত্রেও তার থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি ইবনুল গারীককে সনদ হতে ফেলে দিয়েছেন। এই ইবনু ওলাছাহ দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এই গারীকের কারণেই সনদটি দুর্বল। তার থেকে ইব্‌রাহীম ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। আর ইবনু হিব্বান (১/১৮৩) ছাড়া তাকে কেউ নির্ভরযোগ্যও বলেননি। হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাহযীব" গ্রন্থে বলেন ঃ ইবনু হায্‌ম বলেছেন ঃ তিনি মাজহূল।

হাদীছটির আরেকটি সমস্যা হচ্ছে এই যে, এটির বাক্যে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে।

٩٠٨. (إِنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ كَانَ يَقُوْلُ: لاَ تُكْثِرُوْا الْكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ فَتَقْسُو قُلُوْبُكُمْ، فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِيَ بَعِيْدٌ مِنَ اللهِ، وَلَكِنَّ لاَ تَعْلَمُوْنَ، وَلاَ تَنْظُرُوْا فِيْ ذُنُوْبِ النَّاسِ كَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ، وَانْظُرُوْا فِيْ ذُنُوْبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيْدٌ، فَإِنَّمَا النَّاسُ مُبْتَلَى وَمُعَافَى، فَارْحَمُوْا أَهْلَ الْبَلاَءِ، وَاحْمَدُوْا اللهَ عَلَى الْعَافِيَةِ).

৯০৮। ঈসা ইবনু মারিয়াম বলতেন ঃ তোমরা আল্লাহর যিক্‌র বাদ দিয়ে বেশী কথা বলো না, তোমাদের হৃদয়গুলো শক্ত হয়ে যাবে। কারণ শক্ত হৃদয় আল্লাহর নিকট হতে দূরে। অথচ তোমরা তা জানো না। তোমরা মানুষের গুনাহের ব্যাপারে এমনভাবে দৃষ্টি দিও না যেন তোমরা অধিপতি। তোমরা তোমাদের গুনাহের দিকে এমনভাবে দৃষ্টি দাও যেন তোমরা দাস। কারণ লোকদেরকে পরীক্ষা করা হয় আবার ক্ষমা করাও হয়। তোমরা বিপদগ্রস্তদের উপর দয়া করো আর ক্ষমা করার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করো।

মারফূ' হিসাবে হাদীছটির কোন ভিত্তি নেই।

এটি ইমাম মালেক "আল-মুয়াত্তা" (২/৯৮৬৮) গ্রন্থে সনদ ছাড়া এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ঈসা ইবনু মারিয়াম যা বলতেন তা তার নিকট পৌঁছেছে।

হাদীছটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন বলে মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দিল বাকী "আল-মুয়াত্তা" গ্রন্থের এক পাণ্ডুলিপিতে তার হাদীছগুলো তাখরীজ করতে গিয়ে লিখেছেন, হাদীছটি মুরসাল...। তিনি তাতে ভুল করেছেন। সম্ভবত তিনি গীবাত বিষয়ে মুয়াত্তার একটি মুরসাল হাদীছ সম্পর্কে বলেছেন ঃ ইমাম মুসলিম হাদীছটি মওসূল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মুদ্রণের সময় মুদ্রক তার এই তাখরীজ গীবতের হাদীছের সাথে সংযোগ না করে আলোচ্য হাদীছটির সাথে সংযোগ করে ফেলেছেন। ফলে মুয়াত্তায় গীবতের হাদীছটি সনদহীনই রয়ে গেছে।

হাদীছটি সংক্ষিপ্তাকারে মারফূ' হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সনদটি দুর্বল। তার আলোচনা ৯২০ নং হাদীছে আসবে ইন্‌শাআল্লাহ।

٩٠٩. (يَا عَمُّ! وَاللهِ لَوْ وَضَعُوْا الشَّمْسَ فِيْ يَمِيْنِيْ، وَالْقَمَرَ فِيْ يَسَارِيْ، عَلَى أَنْ أَتْرُكَ هَذَا الأَمْرَ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللهُ أَوْ أَهْلَكَ فِيْهِ مَا تَرَكْتُهُ).

৯০৯। হে আমার চাচা! আল্লাহর কসম তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চন্দ্র রেখে দেয় এ কর্ম ছেড়ে দেয়ার শর্তে তবুও আমি তা পরিত্যাগ করবো না। যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে আল্লাহ বিজয়ী না করবে কিংবা তাতে আমিই ধ্বংস না হয়ে যায়।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি ইবনু ইসহাক "আল-মাগাযী" (১/২৮৪-২৮৫ সীরাত ইবনু হিশাম) অংশে ইয়াকূব ইবনু উতবাহ ইবনিল মুগীরাহ হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি মু'যাল দুর্বল। ইয়াকূব ইবনু উতবাহ নির্ভরযোগ্য তাবে' তাবে'ঈদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি মারা গেছেন ১২৮ হিজরীতে।

আমি হাদীছটি ভিন্ন ভাষায় অন্য সূত্রে পেয়েছি। যার সনদটি হাসান পর্যায়ভুক্ত। আমি সেটিকে "আল-আহাদীছিস সাহীহাহ" গ্রন্থে ৯২ নম্বরে উল্লেখ করেছি।

٩١٠. (يَا جِبْرِيْلُ صِفْ لِيْ النَّارَ، وَانْعَتْ لِيْ جَهَنَّمَ، فَقَالَ جِبْرِيْلُ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَ بِجَهَنَّمَ فَأُوْقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ عَامٍ حَتَّى ابْيَضَّتْ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأُوْقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ عَامٍ حَتَّى احْمَرَّتْ، ثُمَّ أَمَرَ فَأُوْقِدَ عَلَيْهَا أَلْفَ عَامٍ حَتَّى اسْوَدَّتْ، فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ، لاَ يَضِيءُ شَرَرُهَا، وَلاَ يَطْفَأُ لَهَبُهَا، وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ أَنَّ خَازِنًا مِنْ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ بَرَزَ إِلَى أَهْلِ الدُّنْيَا، فَنَظَرُوْا إِلَيْهِ لَمَاتَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ مِنْ قُبْحِ وَجْهِهِ، وَمِنْ نَتَنِ رِيْحِهِ، وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ أَنَّ حَلْقَةً مِنْ حِلَقِ سِلْسِلَةِ أَهْلِ النَّارِ الَّتِيْ نَعَتَ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ وُضِعَتْ عَلَى جِبَالِ الدُّنْيَا لاَ رْفَضَّتْ وَمَا تَقَارَّتْ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الأَرْضِ السُّفْلَى، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَسْبِيْ يَا جِبْرِيْلُ لاَ يَتَصَدَّعُ قَلْبِيْ، فَأَمُوْتُ، قَالَ: فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِبْرِيْلَ وَهُوَ يَبْكِي، فَقَالَ: تَبْكِيْ يَا جِبْرِيْلُ

وَأَنْتَ مِنَ اللهِ بِالْمَكَانِ الَّذِيْ أَنْتَ بِهِ، فَقَالَ: مَالِيْ لاَ أَبْكِيْ؟ أَنَا أَحَقُّ بِالْبُكَاءِ! لَعَلِّيْ ابْتُلِي بِمَا ابْتُلِيَ بِهِ إِبْلِيْسُ، فَقَدْ كَانَ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ، وَمَا أَدْرِيْ لَعَلِّيْ ابْتُلِيَ بِمِثْلِ مَا ابْتُلِيَ بِهِ هَارُوْتُ وَمَارُوْتُ، قَالَ: فَبَكَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَكَى جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَمَا زَالاَ يَبْكِيَانِ حَتَّى نُوْدِيَا: أَنْ يَّا جِبْرِيْلُ وَيَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ أَمَّنَكُمَا أَنْ تَعْصِيَاهُ. فَارْتَفَعَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ بِقَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ يَضْحَكُوْنَ وَيَلْعَبُوْنَ، فَقَالَ: أَتَضْحَكُوْنَ وَوَرَاءَكُمْ جَهَنَّمُ؟! لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا، وَلَمَا أَسَغْتُمُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْأَرُوْنَ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ. فَنُوْدِيَ: يَا مُحَمَّدُ! لاَ تُقَنِّطْ عِبَادِيْ، إِنَّمَا بَعَثْتُكَ مُيَسِّرًا وَلَمْ أَبْعَثْكَ مُعَسِّرًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا).

৯১০। হে জিবরীল আপনি আমাকে আগুনের রূপ বর্ণনা করুন। আমাকে আপনি জাহান্নামের বিবরণ দিন। জিবরীল বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামকে নির্দেশ দিলেন ফলে আগুনের উপর এক হাজার বছর সাদা না হওয়া পর্যন্ত জ্বলতে থাকলো। আবার তাকে নির্দেশ দিলেন ফলে সে তার উপর এক হাজার বছর লাল না হওয়া পর্যন্ত জ্বলতে থাকলো। আবার তাকে নির্দেশ দিলেন ফলে সে তার উপর এক হাজার বছর কালো না হওয়া পর্যন্ত জ্বলতে থাকলো। সেটি কালো অন্ধকার। তার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ কখনও আলোকিত হবে না এবং তার প্রজ্জ্বলিত হওয়া কখনও নিভে যাবে না। সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন যদি জাহান্নামের একজন পাহাদার দুনিয়াবাসীদের নিকট প্রকাশ পেত আর তারা তার দিকে দৃষ্টি দিত তাহলে তার চেহারার বীভৎসতা ও তার দুর্গন্ধের ভয়াবহতার কারণে দুনিয়ার সকল বসবাসকারীই মারা যেত। সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন যদি জাহান্নামীদের বালাগুলোর একটি বালা দুনিয়ার পাহাড়গুলোর উপর রেখে দেয়া হতো যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা তার গ্রন্থে আলোচনা করেছেন, তাহলে সেগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত আর যমীনের সর্বনিম্ন স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত স্থিতিশীল হতো না। অতঃপর রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ যথেষ্ট হয়েছে হে জিবরীল! আমার হৃদয় যেন না ফেটে যায়, ফলে আমি মৃত্যু বরণ করি। বর্ণনাকারী বলেন ঃ রাসূল (ﷺ) জিবরীলকে কাঁদতে দেখে বললেন ঃ হে জিবরীল! আপনি কাঁদছেন অথচ আপনার অবস্থান আল্লাহর কাছে যেখানে আপনি আছেন সেখানেই। তখন তিনি উত্তরে বললেন ঃ আমার কী হয়েছে আমি কাঁদবো না? আমিই তো কাঁদার বেশী উপযোগী! হতে পারে আমাকে পরীক্ষায় পড়তে হতে হবে যেভাবে ইবলীসকে পরীক্ষায় পড়তে হয়েছিল। সে ছিল ফেরেশতাদের একজন। জানি না আমাকে হয়তো সেরূপ পরীক্ষায় পড়তে হতে পারে যেরূপ হারূত মারূত পরীক্ষায় পড়েছিল। বর্ণনাকারী বললেন ঃ রাসূল (ﷺ) কাঁদতে শুরু করলেন আর জিবরীলও কাঁদতে শুরু করলেন। তারা দু'জনে কাঁদা অব্যাহত রাখলো এমতাবস্থায়

উভয়কেই ডাক দেয়া হলোঃ হে জিবরীল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দু'জনকে তাঁর নাফারমানী করা হতে নিরাপদে রেখেছেন। অতঃপর জিবরীল উঠে চলে গেলেন। রাসূল (ﷺ)ও বেরিয়ে আসলেন। তার পর তিনি আনসারদের একটি সম্প্রদায়কে অতিক্রম করছিলেন যারা হাসছিল এবং খেলাধুলা করছিল। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমরা হাসছ আর তোমাদের পিছনে জাহান্নাম?! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে অবশ্যই তোমরা হাসতে কম আর কাঁদতে বেশী। আর খাদ্য ও পানীয়কে কখনও সুস্বাদু পেতে না। তোমরা উঁচু স্থানের সন্ধানে বেরিয়ে যেতে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে। ডাক দেয়া হলোঃ হে মুহাম্মাদ! আপনি আমার বান্দাদেরকে নিরাশ করবেন না। আমি আপনাকে সরল করে প্রেরণ করেছি, কঠোরতা প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করিনি। রাসূল (ﷺ) বললেন ঃ তোমরা সৎপথ প্রদর্শন করো আর পরস্পরে নিকটবর্তী হও।

হাদীছটি জাল।

এটি তাবারানী "আল-আওসাত" গ্রন্থে তার সনদে উমার ইবনুল খাত্তাব (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন।

হায়ছামী "আল-মাজমা'" (১০/৩৮৭) গ্রন্থে হাদীছটির সমস্যা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ তাতে সাল্লাম আত-তাবীল রয়েছেন, তার দুর্বল হওয়ার বিষয়ে সকলে একমত।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ কারণ তিনি একজন মিথ্যুক ছিলেন যেমনটি ইবনু খাররাশ বলেছেন।

ইবনু হিব্বান (১/৩৩৫-৩৩৬) বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি যেন তা ইচ্ছাকৃতই করতেন। হাকিম শিথিলতা প্রদর্শনকারী হওয়া সত্ত্বেও বলেছেন ঃ তিনি কতিপয় বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

এটি নিঃসন্দেহে সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত। হাদীছটি দু'টি স্থানে কুরআনের বিরোধীঃ

১। বলা হয়েছে যে, ইবলীস ছিল ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, সে ছিল জিন সম্প্রদায়ভুক্ত। এর প্রমাণ এই যে তাকে আগুন হতে সৃষ্টি করা হয়েছে যেমনটি কুরআনে এসেছে আর ফেরেশতাদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে যেমনটি 'সহীহ মুসলিমে' এসেছে।

২। হাদীছটিতে বলা হয়েছে, যেরূপ হারূত মারূত পরীক্ষায় পড়েছিল। কোন কোন তাফসীর গ্রন্থে এসেছে তাদের দু'জনকে যমীনে নামানো হয়েছিল। তারা উভয়ে মদ পান করেছিল, যেনা করেছিল, না হকভাবে একজনকে হত্যা করেছিল। এগুলো ফেরেশতাদের শানে বর্ণিত আল্লাহর কালাম বিরোধী। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ "لا يعصون الله وما أمرهم ويفعلون وما يؤمرون" 'আল্লাহ

তা'আলা তাদেরকে যে বিষয়ে নির্দেশ দেন তারা তাঁর নাফারমানী করেন না এবং তারা তাই করেন যা তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়।'

٩١١. (اللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ صَبُوْرًا، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ شَكُوْرًا، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ فِيْ عَيْنِيْ صَغِيْرًا، وَفِيْ أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا).

৯১১। হে আল্লাহ তুমি আমাকে ধৈর্যশীল বানাও। হে আল্লাহ তুমি আমাকে কৃতজ্ঞ বানাও। হে আল্লাহ তুমি আমাকে আমার নিজ দৃষ্টিতে ছোট আর লোকদের দৃষ্টিতে বড় বানাও।

হাদীছটি মুনকার।

এটি দাইলামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" (১/২/১৯১) গ্রন্থে এবং ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" (২/১৮৪) গ্রন্থে উকবাহ ইবনু আব্দিল্লাহ আল-আসাম হতে তিনি ইবনু বুরায়দাহ হতে তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আবী হাতিম তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেন ঃ এ হাদীছটি মুনকার চেনা যায় না। উকবাহ হাদীছের ক্ষেত্রে দুর্বল।

হাদীছটি হায়ছামী "আল-মাজমা'" (১০/১৮১) গ্রন্থে নাবী (ﷺ)-এর দো'আ হিসাবে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

এটিকে বায্যার বর্ণনা করেছেন। তাতে উকবাহ ইবনু আব্দিল্লাহ রয়েছেন। তিনি দুর্বল। তার হাদীছকে বায্যার হাসান আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সম্ভবত তিনি বুঝিয়েছেন অর্থগুলো হাসান। পারিভাষিক অর্থে হাসান নয়। কারণ তিনি নিজেই বলেছেন ঃ তিনি হাফিয ছিলেন না, যদিও তার থেকে একদল বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। তিনি শক্তিশালী নন।

ইবনু হিব্বান (২/১৮৮) বলেন ঃ তিনি প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীছ এককভাবে বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ...।

٩١٢. (إِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَالَتْ: يَا رَبِّ كَيْفَ صَبْرُكَ عَلَى بَنِيْ آدَمَ فِيْ الْخَطَايَا وَالذُّنُوْبِ؟ قَالَ: إِنِّي ابْتَلَيْتُهُمْ وَعَافَيْتُكُمْ، قَالُوْا لَوْ كُنَّا مَكَانَهُمْ مَا عَصَيْنَاكَ، قَالَ: فَاخْتَارُوْا مَلَكَيْنِ مِنْكُمْ، فَلَمْ يَأْلُوْا أَن يَّخْتَارُوْا، فَاخْتَارُوْا هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ، فَنَزَلَا، فَأَلْقَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمَا الشَّبَقَ، قُلْتُ: وَمَا الشَّبَقُ؟ قَالَ: الشَّهْوَةُ، قَالَ: فَنَزَلَا، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا الزُّهَرَةُ، فَوَقَعَتْ فِيْ قُلُوْبِهِمَا، فَجَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُخْفِيْ عَنْ صَاحِبِهِ مَا فِيْ نَفْسِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْهَا، ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ، فَقَالَ: هَلْ وَقَعَ فِيْ نَفْسِكَ مَا وَقَعَ فِيْ قَلْبِيْ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَطَلَبَاهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لَا أُمَكِّنُكُمَا حَتَّى تُعَلِّمَانِيْ الْاِسْمَ الَّذِيْ تَعْرُجَانِ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَتَهْبُطَانِ، فَأَبَيَا، ثُمَّ سَأَلَاهَا أَيْضًا فَأَبَتْ، فَفَعَلَا، فَلَمَّا اسْتُطِيْرَتْ طَمَسَهَا اللهُ كَوْكَبًا وَقَطَعَ أَجْنِحَتَهَا، ثُمَّ سَأَلَا

التَّوْبَةَ مِن رَبِّهِمَا، فَخَيَّرَهُمَا، فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا رَدَدْتُكُمْ إِلَى مَا كُنْتُمَا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَذَّبْتُكُمَا، وَإِنْ شِئْتُمَا عَذَّبْتُكُمَا فِي الدُّنْيَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ رَدَدْتُكُمَا إِلَى مَا كُنْتُمَا عَلَيْهِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا يَنْقَطِعُ وَيَزُوْلُ، فَاخْتَارَا عَذَابَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِمَا أَنِ ائْتِيَا بَابِلَ، فَانْطَلَقَا إِلَى بَابِلَ فَخَسَفَ بِهِمَا، فَهُمَا مَنْكُوْسَانِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ مُعَذَّبَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

৯১২। ফেরেশতারা বলল ঃ হে প্রভু, আদম সন্তানের ভুলভ্রান্তি ও গুনাহসমূহের ব্যাপারে তোমার ধৈর্যের ধরণ কেমন? তিনি বললেন ঃ আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি আবার তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। তারা বলল ঃ আমরা যদি তাদের স্থলে হতাম তাহলে তোমার নাফারমানী করতাম না। আল্লাহ বললেন ঃ তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ফেরেশতাকে বাছাই করো। তারা বাছাই করতে অলসতা করল না। তারা হারূত ও মারূতকে বাছাই করল। তারা উভয়ে যমীনে অবতরণ করল। আল্লাহ তা'আলা তাদের উভয়ের উপর শাবাক দিয়ে দিলেন। আমি জানতে চাইলাম শাবাক কী? তিনি উত্তরে বললেন ঃ যৌন উত্তেজনা। তিনি বললেন ঃ তারা অবতরণ করল। অতঃপর তাদের নিকট এক নারী আসল, তাকে বলা হয় যুহারাহ। তাদের উভয়ের অন্তরে নারীটিকে পাওয়ার কামনা জাগলো। ফলে দু'জনের প্রত্যেকে তার নিজ অন্তরে যা উদয় হয়েছে তা লুকাতে লাগল। একজন তার (নারীটির) নিকট আসল। অতঃপর দ্বিতীয়জন আসল এবং বলল ঃ আমার অন্তরে যা জেগেছে তোমার অন্তরেও কি তা জেগেছে? সে বলল ঃ হ্যাঁ। তারা উভয়ে সেই নারীটিকে কামনা করল। নারীটি বলল ঃ তোমাদেরকে আমি সক্ষম হতে দেব না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমাকে সেই মন্ত্র শিক্ষা না দিবে যার দ্বারা তোমরা আসমানে উঠ আর নেমে আস। তারা উভয়ে তা অস্বীকার করল। অতঃপর উভয়েই নারীটিকে পুনরায় কামনা করল। সে অসম্মতি জানাল। ফলে তারা উভয়েই তাকে মন্ত্র জানিয়ে দিল। সে নারী যখন (আসমানে) উড়া শুরু করল তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে নক্ষত্রে রূপান্তরিত করলেন। আর তার ডানাগুলো কেটে ফেললেন। অতঃপর তারা উভয়েই তাদের প্রভুর কাছে তাওবাহর আবদার রাখল। আল্লাহ তাদের দু'জনকে স্বাধীনতা দিয়ে বললেন ঃ যদি তোমরা দু'জন চাও তাহলে আমি তোমাদেরকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেব। তবে তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দিব। আর যদি চাও তাহলে দুনিয়াতে শাস্তি দিব আর কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দিব। তাদের একজন অন্যজনকে বলল ঃ দুনিয়ার আযাব বন্ধ হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। এ কারণে তারা উভয়েই দুনিয়ার শাস্তিকে আখেরাতের শাস্তির উপর বেছে নিল। আল্লাহ তা'আলা উভয়ের নিকট বাবেলে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। তারা উভয়েই বাবেলে গেল, অতঃপর তাদের দু'জনকে মাটিতে গেড়ে দেয়া হল। তারা দু'জনকে আসমান ও যমীনের মধ্যে উপুড় করে রেখে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত শাস্তি দেয়া হচ্ছে।

হাদীছটি মারফূ' হিসাবে বাতিল।

এটি আল-খাতীব "আত-তারীখ" (৮/৪২-৪৩) গ্রন্থে এবং অনুরূপভাবে ইবনু জারীর তার "তাফসীর" (২/৩৬৪) গ্রন্থে হুসাইন সূত্রে সুনায়েদ ইবনু দাউদ হতে তিনি আল-ফারাজ ইবনু ফুযালাহ হতে তিনি মু'য়াবিয়াহ ইবনু সালেহ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইবনু কাছীর তার "তাফসীর" (১/২৫৫) গ্রন্থে বলেছেন ঃ হাদীছটি খুবই গারীব (দুর্বল)।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার সমস্যা হচ্ছে আল-ফারাজ ইবনু ফুযালাহ অথবা তার থেকে বর্ণনাকারী সুনায়েদ। কারণ তারা উভয়েই দুর্বল যেমনটি "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে। হাদীছটি আসলে মওকূফ। তাদের দু'জনের একজন এটিকে মারফূ' করে ফেলেছেন।

ইবনু কাছীর বলেন ঃ হারূত মারূতের ঘটনাটি একদল তাবে'ঈ হতে বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী একদল মুফাস্সিরও ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। যার সার সংক্ষেপ এই যে, এটি ইসরাঈলীদের থেকে বর্ণিত একটি ঘটনা। নাবী (ﷺ) হতে মুত্তাসিল সহীহ সনদে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি।

٩١٣. (لَعَنَ اللهُ الزُّهَرَةَ؛ فَإِنَّهَا هِيَ الَّتِيْ فَتَنَتِ الْمَلَكَيْنِ: هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ).

৯১৩। যুহারাকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন। কারণ সে সেই নারী যে দু' ফেরেশতা হারূত ও মারূতকে ফেতনায় ফেলেছিল।

হাদীছটি জাল।

এটি ইবনুস সুন্নী "আমালুল ইওয়াম ওয়াল লাইলাহ" (৬৪৮) গ্রন্থে, ইবনু মান্দাহ তার "তাফসীর" গ্রন্থে (যেমনটি "তাফসীর ইবনু কাছীর" (১/২৫৬) গ্রন্থে এসেছে) জাবের সূত্রে তিনি আবুত তুফায়েল হতে তিনি আলী (ﷺ) হতে ...বর্ণনা করেছেন। ইবনু কাছীর বলেন ঃ এটি সহীহ নয়, হাদীছটি খুবই মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার সমস্যা এই জাবের ইবনু ইয়াযীদ আল-জু'ফী। তিনি মিথ্যার দোষে দোষী। আলী (ﷺ) পুনরায় ফিরে আসবেন এ বিশ্বাসে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি আরো বলতেন ঃ কুরআনের মধ্যে যে দাব্বাতুল আরযের (যমীনের পশু) কথা রয়েছে সেটি স্বয়ং আলী (ﷺ)।

তা সত্ত্বেও সুয়ূতী "আদ-দুররুল মানছূর" (১/৯৭) গ্রন্থে এবং "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে হাদীছটি উল্লেখ করেছেন।

٩١٤. (أَرْشِدُوْا أَخَاكُمْ).

৯১৪। তোমরা তোমাদের ভাইকে সঠিকভাবে পরিচালিত করো।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি হাকিম (২/৪৩৯) সা'আদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে সা'আদ হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি আবুদ দারদা (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। কোন এক ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করতে ভুল করলে রাসূল (ﷺ) উক্ত কথাটি বলেন।

হাকিম বলেন ঃ সনদটি সহীহ। যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ কক্ষণও নয়। কারণ সা'আদের পিতা আব্দুল্লাহ্ ইবনু সা'আদ পরিচিত নন। তারা (মুহাদ্দিছগণ) তার জীবনী আলোচনা করেননি। তারা তার পুত্রের জীবনী আলোচনা করলেও তার পিতা হতে তার কোন বর্ণনা উল্লেখ করেননি।

٩١٥. (إِنَّ الْعَبْدَ لَيَمُوْتُ وَالِدَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَإِنَّهُ لَعَاقٌّ، فَلَا يَزَالُ يَدْعُوْ لَهُمَا حَتَّى يُكْتَبُ عِنْدَ اللهِ بَارًّا).

৯১৫। কোন বান্দা তার পিতা-মাতা বা যে কোন একজন মারা যাওয়া অবস্থায় অবাধ্য থাকলে, তাদের দু'জনের জন্য সে আল্লাহর নিকট নেককার বান্দা হিসাবে না লিখা পর্যন্তসর্বদা দো'আ করবে।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (৩/৮৮) গ্রন্থে লাহেক ইবনুল হুসাইন সূত্রে তার সনদে ইসমা'ঈল ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে জাহাদাহ হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি আনাস (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

এটির কোন ভিত্তি নেই। লাহেক মিথ্যুক, জালকারী।

সুয়ূতী "আল-লাআলী" (২/২৯৭) গ্রন্থে তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ হাদীছটির অন্য সূত্রও রয়েছে, সেটি বাইহাকী "আশ-শু'আব" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। সুয়ূতী বলেন ঃ

তাতে ইয়াহইয়া ইবনু উকবাহ রয়েছেন তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বরং তিনি তার চেয়েও নিকৃষ্ট। আবূ হাতিম তার সম্পর্কে বলেন ঃ

তিনি হাদীছ তৈরি করতেন। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করতেন। ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক, খাবীছ, আল্লাহর দুশমন।

ইবনু ইরাক "তানযীহুশ শারী'য়াহ" গ্রন্থের ভূমিকায় তাকে জালকারীদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি তা ভুলে গিয়ে ইবনুল জাওযীর সমালোচনায় সুয়ূতীর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আবূ আব্দুর রহমান আস-সুলামী জাল করার দোষে দোষী। সনদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত। কিন্তু সুয়ূতী বলেছেন ঃ ইবনু আবিদ দুনিয়া "কিতাবুল কুবূর" গ্রন্থে খালেদ ইবনু খুদাশ হতে...বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইহইয়্যা" গ্রন্থে বলেন ঃ মুরসাল হিসাবে এটির সনদ সহীহ।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ কক্ষণও নয়, কারণ এই খালেদ ইবনু খুদাশ দোষী। তার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ তাকে নির্ভরযোগ্য বলা হয়েছে। আবূ হাতিম ও অন্য বিদ্বানগণ বলেন ঃ তিনি সত্যবাদী। ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি হাম্মাদ হতে কতিপয় হাদীছ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইবনুল মাদীনী ও যাকারিয়া আস-সাজী বলেন ঃ তিনি দুর্বল।

অতঃপর যাহাবী তার একটি হাদীছ উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও তার কারণেই সনদটি দুর্বল।

٩١٦. (التَّوَكُّؤُ عَلَى عَصًا مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ، كَانَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَصًا يَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، وَيَأْمُرُنَا بِالتَّوَكُّؤِ عَلَيْهَا).

৯১৬। লাঠির উপর ভর করা নাবীগণের চরিত্রগত অভ্যাস। রাসূল (ﷺ)-এর একটি লাঠি ছিল তিনি তার উপর ভর দিতেন এবং আমাদেরকে তার উপর ভর দিতে নির্দেশ দিতেন।

হাদীছটি জাল।

এটি আবুশ শাইখ "আখলাকুন্নাবী (ﷺ)" (পৃঃ ২৫৯) গ্রন্থে এবং ইবনু আদী "আল-কামিল" (কাফ ১/৩৩০) গ্রন্থে উছমান ইবনু আব্দির রহমান হতে তিনি আল-মু'য়াল্লা ইবনু হিলাল হতে তিনি লাইছ হতে ...বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আদী এই "আল-মু'য়াল্লার জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে বলেন ঃ তিনি হাদীছ জালকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

আর উছমান ইবনু আব্দির রহমান হচ্ছেন হাররানী আত-তারায়েফী। তিনি সত্যবাদী। তবে তার অধিকাংশ বর্ণনায় দুর্বল ও মাজহূল বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণিত। সে কারণেই তিনি দুর্বল। এমনকি ইবনু নুমায়ের তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন। আর ইবনু মা'ঈন তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন, যেমনটি "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে।

٩١٧. (لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيْقَ إِلَّا فِيْ مِصْرٍ جَامِعٍ).

৯১৭। শহরের জামে মসজিদ ছাড়া জুম'আহ্ ও ঈদের সালাত নেই।

হাদীছটির মারফূ' হিসাবে কোন ভিত্তি নেই।

তবে আবূ ইউসুফ "কিতাবুল আছার" নং (২৯৭) গ্রন্থে বলেন ঃ আবূ হানীফা (রহঃ) ধারণা করতেন যে, তার নিকট হাদীছটি নাবী (ﷺ) হতে পৌঁছেছে। এটি তার ধারণা মাত্র। এদিকেই আবূ ইউসুফ তার ''زعم أبو حنيفة'' এ ভাষার দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন, যদিও তিনি তার ইমাম। হাদীছটির সনদটি মু'যাল। আমরা যা কিছু উল্লেখ করেছি হাফিয যায়লা'ঈ "নাসবুর রায়াহ" (২/১৯৫) গ্রন্থে নিম্নলিখিত ভাষায় সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন ঃ

হাদীছটি মারফূ' হিসাবে গারীব। এটিকে আমরা আলী (رضي الله عنه) হতে মওকূফ হিসাবে পেয়েছি।

হাফিয ইবনু হাজার সন্দেহ জাগিয়েছেন মারফূ' হওয়ার। তিনি "আত-তালখীস" (পৃঃ ১৩২) গ্রন্থে বলেছেন ঃ 'আলী (رضي الله عنه)-এর হাদীছ ...। এ হাদীছটিকে ইমাম আহমাদ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।' ইমাম নাবাবী "আল-মাজমূ'" (৪/৪৮৮) গ্রন্থে বলেন ঃ হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল। হাদীছটি কে বর্ণনা করেছেন তারা দু'জন তা বর্ণনা করেননি।

এটিকে আরো শক্তিশালী করছে মওকূফটিকে ইমাম আহমাদ কর্তৃক দুর্বল আখ্যা দান। আর মারফূ'টিকে তিনি উল্লেখ করেননি। আমার বিশ্বাস তিনি মারফূ' হিসাবে শুনেননি।

ইসহাক ইবনু মানসূর মারওয়াযী ইমাম আহমাদ হতে তার "মাসায়েল" (পৃঃ ২১৯) গ্রন্থে বলেছেন ঃ আমি তার নিকট আলী (رضي الله عنه)-এর কথাটি উল্লেখ করলে ''لاجمعة...'' তিনি বলেন ঃ আ'মাশ সা'আদ হতে শুনেননি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সা'আদ হচ্ছেন ইবনু ওবায়দাহ। হাদীছটি ইবনু আবী শাইবাহ "আল-মুসান্নাফ" (১/২০৪/১) গ্রন্থে আবূ মু'য়াবিয়াহ সূত্রে ... আর আলী ইবনুল জা'য়াদ আল-জাওহারী তার "হাদীছ" (১২/১৭৮/১) গ্রন্থে আবূ জা'ফার সূত্রে... বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ আ'মাশ ও সা'আদের মধ্যে ইনকিতা' (বিচ্ছিন্নতা) সাব্যস্ত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ কিন্তু আ'মাশ সা'আদ হতে এককভাবে বর্ণনা করেননি। বরং ইবনু আবী শাইবার নিকট তালহাহ ইবনু মুসাররাফ আর ইমাম তাহাবী ["আল-মুশকিলুল আছার" (২/৫৪) গ্রন্থে] ও বাইহাকীর ["আস-সুনান" (৩/১৭৯)] নিকট আল-ইয়ামী সা'আদ হতে বর্ণনা করতে তার (আ'মাশ) মুতাবা'য়াত করেছেন।

অতএব মওকূফ হিসাবে সনদটি সহীহ। ইবনু হায্‌ম "আল-মুহাল্লাহ" (৫/৫৩) গ্রন্থে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। এটিই ইমাম তাহাবীর কথার সাথে মিলে যায়। কিন্তু তিনি বলেছেন ঃ আলী (رضي الله عنه) তার নিজ মত হতে বলেননি। কারণ এরূপ কথা নিজ মত হতে বলা যায় না। তিনি রাসূল (ﷺ) হতে অবহিত হয়েই বলেছেন।

ইমাম তাহাবীর উক্ত কথায় সুস্পষ্ট বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ হৃদয় সাক্ষী দিচ্ছে যে, এরূপ কথা নিজ মত ও ইজতিহাদ হতেই বলা যায়। কারণ উমার ইবনুল খাত্তাব (رضي الله عنه) হতে তার বিপরীত কথা বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে। সে ক্ষেত্রেও কি বলতে হবে, এটিও নাবী (ﷺ) হতে অবহিত হওয়া গেছে? যদিও এটিই সঠিক। ইবনু আবী শাইবাহ "জুম'আর সালাত গ্রাম ও অন্য স্থানে কায়েম করার পক্ষে যারা মত দিয়েছেন" অধ্যায়ে আবূ রাফে'র সূত্রে আবূ হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তারা উমার (رضي الله عنه)-এর নিকট জুম'আর সালাতের ব্যাপারে লিখিতভাবে প্রশ্ন পাঠালেন। উমার (رضي الله عنه) লিখিতভাবে জানালেন ঃ ."جمعوا حيثما كنتم" 'যেখানেই তোমরা থাক না কেন তোমরা জুম'আর সালাত কায়েম কর।'

আমি (আলবানী) বলছি ঃ শাইখায়েনের শর্তানুযায়ী উমার (رضي الله عنه)-এর আছারটির সনদ সহীহ। আবূ রাফে' হচ্ছেন, নুফায়ে' ইবনু রাফে' আস-সায়েগ আল-মাদানী। ইমাম আহমাদ এ আছারটির দ্বারা দলীল গ্রহণ করার মাধ্যমে আলী (رضي الله عنه)-এর আছারটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ

'প্রথম জুম'আহ যেটি মদীনায় কায়েম করা হয়েছিল। তাদেরকে মুস'আব ইবনু উমায়ের জুম'আর জন্য একত্রিত করে তিনি তাদের জন্য একটি ছাগল যবেহ করেছিলেন। তা তাদের জন্য যথেষ্ট হয়েছিল। তারা সংখ্যায় ছিলেন চল্লিশজন...।

ইসহাক আল-মারওয়াযী বলেন, আমি তাকে বললাম ঃ মারু স্থানের গ্রামে যদি তারা জুম'আর সালাতের জন্য একত্রিত হয়, তা কি আপনি জায়েয মনে করেন না? তিনি (আহমাদ) বলেলেন ঃ হ্যাঁ (জায়েয বলি)।

ইবনু আবী শাইবাহ (১/২০৪/২) সহীহ সনদে মালেক হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সাথীগণ মক্কা ও মদীনার মধ্য স্থানে পানির স্থানগুলোতে জুম'আহ কায়েম করেছেন।

ইমাম বুখারী (২/৩১৬ ফতহুলবারী সহ), আবূ দাউদ (১০৬৮) ও অন্য বিদ্বানগণ ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ 'মদীনায় রাসূল (ﷺ)-এর মসজিদে কায়েমকৃত জুম'আর পরে ইসলামের মধ্যে প্রথম যে জুম'আহ কায়েম করা হয়েছিল, সেটি ছিল বাহরাইনের গ্রামগুলোর জাওছা নামক গ্রামের জুম'আহ। অন্য বর্ণনায় এসেছে আব্দুল কায়েস-এর গ্রামগুলোর এক গ্রামে।'

ইমাম বুখারী ও আবূ দাউদ "গ্রামে জুম‘আহ" নামে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ আবুল কায়েসরা নাবী (ﷺ)-এর নির্দেশ ব্যতিরিকে জুম‘আহ কায়েম করেননি। কারণ ওহী নাযিল হওয়ার সময় সাহাবাদের অভ্যাস ছিল এই যে, তারা নিজেদের পক্ষ হতে কোন কিছু কায়েম করতেন না। আর গ্রামে যদি জুম‘আহ কায়েম করা জায়েয না হত, তাহলে এ বিষয়ে কুরআন নাযিল হয়ে যেত।

এ আছারগুলো প্রমাণ করছে যে, জুম‘আর সালাত আদায় করতে এবং তা হেফাযাত করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এমনকি গ্রাম এবং একত্রিত হওয়ার স্থানগুলোতেও।

কুরআনের আম আয়াত তারই প্রমাণ বহন করে।

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" (الجمعة:٩)

অর্থঃ "হে ঈমানদারগণ যখন জুম‘আর দিবসে সালাতের জন্য আহবান করা হবে তখন তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করতে তোমাদের ব্যবসা বাণিজ্য পরিত্যাগ করে দ্রুত ছুটে আস।" (সূরা জুমু‘আহ ঃ ৯)

আয়াতে বলা হয়নি যে, এ স্থানে সালাত কায়েম করলে তা জায়েয হবে আর অন্য স্থানে করলে না জায়েয হবে।

٩١٨. (أَخِّرُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ. يَعْنِي النِّسَاءَ).

৯১৮। তাদেরকে তোমরা পিছনে করে দাও যেভাবে আল্লাহ তাদেরকে পিছনে করেছেন। অর্থাৎ নারীদেরকে।

মারফূ‘ হিসাবে হাদীছটির কোন ভিত্তি নেই।

হাফিয যায়লা‘ঈ "নাসবুর রায়া" (২/৩৬) গ্রন্থে নিম্নলিখিত বাক্য দ্বারা সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ হাদীছটি মারফূ‘ হিসাবে গারীব।

এটি "মুসান্নাফু আব্দির রায্যাক" গ্রন্থে ইবনু মাস‘উদ হতে মওকূফ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি তাতে বলেছেন ঃ বানূ ইসরাঈলরা নারী-পুরুষ মিলে এক সাথে সালাত আদায় করত।...অতএব তোমরা তাদেরকে তোমাদের...।

এটি আব্দুর রায্যাকের সূত্রে তাবারানী "আল-মু‘জামুল কাবীর" (৩/৩৬/২) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয যায়লা‘ঈ বলেন ঃ হানাফী মাযহাবের কোন কোন জাহেল (অজ্ঞ) ফাকীহ "মুসনাদু রাযীন" এবং বাইহাকীর "দালায়েলুন নবুওয়াহ" গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। আমি এটিকে খুঁজাখুঁজি করেছি কিন্তু মারফূ‘ ও মওকূফ কোনভাবেই পায়নি।

এর চেয়ে আরো লজ্জাজনক এই যে, তাদের কেউ কেউ সহীহায়েনের বরাতেও উল্লেখ করেছেন। হাফিয সাখাবী ও অন্য বিদ্বানগণ তা নকল করেছেন। শাইখ আলী আল-কারী তার "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে ইবনুল হুমাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি "শারহুল হেদায়াহ" গ্রন্থে বলেন ঃ হাদীছটি মারফূ' হিসাবে সাব্যস্ত হয়নি। এটি ইবনু মাস'উদ হতে মওকূফ হিসাবেই সঠিক যেমনটি "কাশফুল খাফা" (১/৬৭) গ্রন্থে এসেছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ মওকূফ হিসাবে সনদটি সহীহ। কিন্তু মওকূফ হওয়ার কারণে এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। বাহ্যিকতা প্রমাণ করে যে, এটি ইসরাঈলীদের থেকে একটি কিস্‌সা।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, হানাফীরা এ হাদীছের উপর ভিত্তি করে ফেকহী মাসআলা সাব্যস্ত করে তাতে তারা জামহুরে ওলামার বিরোধিতা করেছেন। তারা বলেছেন যে, কোন নারী পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়ালে বা সালাতে তার থেকে এগিয়ে গেলে সেই নারী তার (পুরুষের) সালাতকে নষ্ট করে দিল। কিন্তু সেই মহিলার সালাত বিশুদ্ধ হবে। অথচ সেই সীমালংঘনকারী! তাদের কেউ কেউ আবার বলেছেন যে, নারীটি যদি পুরুষের কাতারের বরাবর হয় তাহলেই সালাত বাতিল হয়ে যাবে। তারা এ হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করে উক্ত কথা বলেছেন। অথচ এ হাদীছ তাদের বক্তব্যের প্রমাণ বহন করে না নিম্নোক্ত কারণেঃ

১। হাদীছটি মওকূফ তাতে এর দলীল মিলে না। যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

২। যদি নির্দেশটা ওয়াজিবের অর্থ দেয় তবুও এটি সালাত নষ্ট হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। বরং গুনাহগার হতে পারে।

৩। সালাত নষ্ট হতে পারত যদি পুরুষ উক্ত নির্দেশের বিরোধিতা করত, মহিলাকে পিছনে না করত কিংবা তার সামনে এগিয়ে না দাঁড়াত। যখন পুরুষটি সালাতে প্রবেশ করেছে, অতঃপর এমতাবস্থায় মহিলা সীমালংঘন করে তার পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়িয়েছে অথবা পুরুষের আগে এগিয়ে গেছে। এ অবস্থা কোন ভাবেই পুরুষের সালাতকে বাতিল করতে পারে না। বরং এ অবস্থায় যদি মহিলাটির সালাত বাতিল হওয়ার কথা বলা হতো তাহলে তা দূরবর্তী কথা হতো না। (তবুও এ সব কথা যদি হাদীছটি মারফূ' হিসাবে সহীহ হতো তাহলে)। তা সত্ত্বেও তারা মহিলার সালাত বাতিল হওয়ার কথা বলেন না! এটি হানাফীদের আশ্চর্যজনক ভাষ্যগুলোর একটি যা সহীহ হওয়ার জন্য কোন আছার বা দৃষ্টিভঙ্গিই সাক্ষ্য প্রদান করে না।

জি হ্যাঁ, সুন্নাতের মধ্যে পাওয়া যায় মহিলা সালাতে পুরুষদের পিছনে থাকবে যেমনটি ইমাম বুখারী ও অন্য বিদ্বানগণ আনাস (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

'আমি নাবী (ﷺ)-এর পিছনে সালাত আদায় করেছি। আমি আর এক ইয়াতীম আমার বাড়ীতে নাবী (ﷺ)-এর পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আর আমার মা উম্মু সুলায়েম আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।'

হাফিয ইবনু হাজার "ফতহুল বারী" (২/১৭৭) গ্রন্থে বলেন ঃ মহিলা পুরুষের সাথে কাতারে দাঁড়াবে না। কারণ মহিলার কারণে ফেতনায় পড়ার আশংকা আছে। যদি মহিলা এর বিপরীত করে তাহলে মহিলার সালাত জামহুরে ওলামার নিকট যথেষ্ট হয়ে যাবে। হানাফীদের নিকট পুরুষের সালাত নষ্ট হয়ে যাবে আর মহিলার সালাত সঠিক হবে। এটি আজব ধরণের সিদ্ধান্ত। এমন কি তাদের নিকট মহিলা যদি পুরুষের বরাবর হয়ে যায় তাহলেও পুরুষের সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ তাকে মহিলাকে পিছনে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে কিন্তু সে তা পরিত্যাগ করেছে!

٩١٩. (مَا قَالَ عَبْدٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصًا إِلاَّ صَعُدَتْ لاَ يَرُدُّهَا حِجَابٌ، فَإِذَا وَصَلَتْ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ نَظَرَ اللهُ إِلَى قَائِلِهَا، وَحَقٌّ عَلَى اللهِ أَن لاَ يَنْظُرَ إِلَى مُوَحِّدٍ إِلاَّ رَحِمَهُ).

৯১৯। ইখলাসের সাথে কোন বান্দা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললেই তা উপরে উঠে যাবে কোন বাধাই তাকে প্রতিহত করতে পারবে না। যখন তা আল্লাহর নিকট পৌঁছে যাবে তখন আল্লাহ তাকে পাঠকারীর দিকে দৃষ্টি দিবেন। আর আল্লাহ একত্ববাদে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি দিলেই তাকে দয়া করা তাঁর উপর অপরিহার্য হয়ে যায়।

হাদীছটি মুনকার।

এটি ইবনু বিশরান "আল-আমালী" (১/৭০, ২/১০৮) গ্রন্থে আলী ইবনুল হুসাইন ইবনে আস-সুদাঈ হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি ওয়ালীদ ইবনুল কাসেম হতে তিনি ইয়াযীদ ইবনু কায়সান হতে...বর্ণনা করেছেন।

আল-খাতীব ইবনু বিশরানের সূত্রে আলী ইবনুল হুসাইনের জীবনীতে (১১/৩৯৪) হাদীছটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ তিনি ২৮৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন। অথচ তার সম্পর্কে ভাল মন্দ কিছুই বলেননি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইমাম তিরমিযী তার ভাষার বিরোধিতা করে হুসাইন ইবনু ইয়াযীদ হতে নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ

"...إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش، ما اجتنب الكبائر).

অর্থাৎঃ 'তার জন্য জান্নাতের দরযাগুলো খুলে দেয়া হবে এমনকি আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, যদি কাবীরাহ গুনাহ হতে বেঁচে যাকে।'

এটি প্রমাণ করছে যে, আলী ইবনুল হুসাইন দুর্বল। ইমাম তিরমিযী কর্তৃক হাদীছের ভাষায় তার বিরোধিতা করার কারণে। এ কারণে আমি হাদীছটি তিরমিযীর ভাষায় "আল-আহাদীছিস সাহীহাহ" ও "আল-মিশকাত" (২৩১৪) গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

সুয়ূতী হাদীছটি "আল-জামে'উস সাগীর" (২/১৭৫/২) গ্রন্থে শুধুমাত্র আল-খাতীবের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন।

٩٢٠. (لَا تُكْثِرُوْا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ الْقَلْبُ الْقَاسِيُ).

৯২০। আল্লাহর যিক্‌র বাদ দিয়ে তোমরা বেশী কথা বল না। কারণ আল্লাহর যিক্‌র বাদ দিয়ে বেশী কথা বলা হৃদয়ের জন্য বক্রতা স্বরূপ। আর আল্লাহর নিকট হতে মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী ব্যক্তি হচ্ছে কঠোর হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি ইমাম তিরমিযী (২/৬৬), আল-ওয়াহেদী "আল-ওয়াসীত" (১/২৭/২) গ্রন্থে, আবূ জা'ফার আত-তুসী আল-ফাকীহ আশ-শী'ঈ "আল-আমালী" (পৃঃ ২) গ্রন্থে এবং বাইহাকী "শু'আবুল ঈমান" (২/৬৫/১-২) গ্রন্থে ইব্‌রাহীম ইবনু আব্দিল্লাহ হতে তিনি আব্দিল্লাহ ইবনু দীনার হতে তিনি ইবনু উমার (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন ঃ এ হাদীছটি হাসান গারীব। একমাত্র ইব্‌রাহীমের হাদীছ হতেই এটিকে চিনি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি হচ্ছেন ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনিল হারেছ ইবনে হাতিব আল-জামহী। ইবনু আবী হাতিম তার জীবনী (১/১১০/১) উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে এ হাদীছটি তার গারীবগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে বলেছেন ঃ তার সম্পর্কে কোন খারাপ মন্তব্য জানি না।

আমি বলছি ঃ যদি বলা হয় তার সম্পর্কে কেউ নির্ভরযোগ্য হিসাবে মন্তব্য করেছেন আপনি কি এমন কিছু জানেন? খারাপ মন্তব্য না করা নির্ভরযোগ্য হওয়াকে অপরিহার্য করে না। এ কারণেই ইবনুল কাত্তান তার অবস্থা সম্পর্কে বলেছেন ঃ

তার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না। তা ব'লে তিনি ঠিকই করেছেন। ইবনু হিব্বান যে তাকে নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন তা তার থিওরীর কারণে! সে সম্পর্কে পূর্বে বহুবার আলোচনা করা হয়েছে। আর তার এ নির্ভরযোগ্য বলার কারণেই শাইখ আহমাদ শাকের "উমদাতুত তাফসীর" (১/১৬৮) গ্রন্থে তার সনদটিকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন।

হাদীছটি ইমাম মালেক "আল-মুওয়াত্তা" (২/৯৮৬/৮) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তার নিকট পৌঁছেছে যে, ঈসা (আঃ) এরূপ বলতেন। ৯০৮ নম্বর হাদীছে এটি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এটি ইসরাঈলীদের থেকে বর্ণনাকৃত। আর এরূপ কথার জন্য এমন হওয়ায় উপযোগী। এটি আমাদের নাবী (ﷺ)-এর হাদীছ নয়।

٩٢١. (إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّفِّ وَقَدْ تَمَّ، فَلْيَجْبِذْ إِلَيْهِ رَجُلاً يُقِيمُهُ إِلَى جَنْبِهِ).

৯২১। তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন কাতারের নিকট পৌঁছবে এমতাবস্থায় যে, তা পূর্ণ হয়ে গেছে, তখন সে যেন একজনকে টেনে নিয়ে তাকে তার পার্শ্বে দাঁড় করিয়ে দেয়।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি তাবারানী "আল-আওসাত" (১/৩৩) গ্রন্থে হাফ্স ইবনু উমার হতে তিনি বিশ্‌র ইবনু ইব্‌রাহীম হতে তিনি হাজ্জাজ ইবনু হাস্সান হতে তিনি ইকরিমা হতে তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ এ সনদে বিশ্‌র ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি আনসারী আল-মাফলূজ। ইবনু আদী বলেন ঃ তিনি আমার নিকট হাদীছ জালকারীদের অন্তর্ভুক্ত। ইবনু হিব্বান (১/১৮০) বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উপর হাদীছ জাল করতেন।

আমি বলছি ঃ হায়ছামী (২/৯৬) বলেন ঃ তিনি খুবই দুর্বল। তার এ কথায় তিনি শিথিলতা করেছেন। তার চেয়েও খারাপ হচ্ছে "বুলুগুল মারাম" গ্রন্থে হাফিয ইবনু হাজারের চুপ থাকা। অথচ তিনিই "আত-তালখীস" (২/৩৭) গ্রন্থে বলেন ঃ সনদটি খুবই দুর্বল।

নির্ভরযোগ্য ইয়াযীদ ইবনু হারূণ তার বিরোধিতা করে সনদটি বর্ণনা করেছেন। ইকরিমার স্থলে মুকাতিল ইবনু হাইয়্যানকে উল্লেখ করে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

হাদীছটি অন্য সূত্রেও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে তাতে টেনে নেয়ার কথাটি বলা হয়নি। বরং তাতে তাকে তার সালাত ফিরিয়ে পড়ার কথা বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তোমার সালাত পুনরায় পড়ো বাক্যে হাদীছটি সহীহ। কারণ তার বহু শাহেদ রয়েছে। তার সূত্রগুলো "ইরওয়াউল গালীল" (৫৩৪) গ্রন্থে আলোচনা করেছি।

٩٢٢. (أَلاَ دَخَلْتَ فِي الصَّفِّ، أَوْ جَذَبْتَ رَجُلاً صَلَّى مَعَكَ؟! أَعِدِ الصَّلاَةَ).

৯২২। তুমি কাতারে প্রবেশ করোনি কিংবা কোন ব্যক্তিকে টেনে নাওনি যাতে করে সে তোমার সাথে সালাত আদায় করে? অতএব তুমি তোমার সালাত পুনরায় আদায় করো।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনুল আ'রাবী "আল-মু'জাম" গ্রন্থে, আবুশ শাইখ "তারীখু আসফাহান" গ্রন্থে এবং আবূ নো'য়াইম "আখবারু আসফাহান" গ্রন্থে ইয়াহইয়া ইবনু আব্দাওয়ায়েহ সূত্রে কায়েস ইবনুর রাবী' হতে তিনি আস-সুদ্দী হতে তিনি যায়েদ ইবনু ওয়াহাব হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সনদটি খুবই দুর্বল। শাহেদ হওয়ার যোগ্য নয়। কারণ কায়েস দুর্বল। ইবনু আব্দাওয়ায়েহ তার চেয়েও দুর্বল। হাফিয ইবনু হাজার কর্তৃক শুধুমাত্র কায়েসের দ্বারা সমস্যা বর্ণনা করা ত্রুটিযুক্ত। হাদীছটি তাবারানী "আল-আওসাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাতে আস-সারীউ ইবনু ইসমা'ঈল রয়েছেন, তিনি মাতরূক। হায়ছামীও আস-সারীউর সূত্রে আবূ ই'য়ালার "মুসনাদ" (২/৪৪৫) গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন।

ফায়েদা ঃ যখন সাব্যস্ত হচ্ছে যে হাদীছটি দুর্বল, তখন কাতার হতে কোন ব্যক্তিকে টেনে নিয়ে তার সাথে কাতার তৈরি করা শরী'য়ত সম্মত কথা এরূপ বলাটা সঠিক হবে না। কারণ তাতে সহীহ্ দলীল ছাড়াই শরী'য়ত চালু করা হবে। আর এরূপ করা না জায়েয। বরং ওয়াজিব হচ্ছে এই যে, যদি সম্ভব হয় তাহলে সে কাতারের সাথে মিলে যাবে, অন্যথায় সে একাকী সালাত আদায় করবে। এ অবস্থায় তার সালাত সঠিক হিসাবে গণ্য হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা কোন ব্যক্তিকে তার সাধ্যের অধিক কষ্ট দেন না। আর কাতারে না মিলে একাকী সালাত আদায় করলে তা পুনরায় আদায় করার নির্দেশ সম্বলিত হাদীছটি সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে ব্যক্তি কাতারে মিলিত হতে ও ফাঁকা স্থান পূরণ করতে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করবে। কাতারে ফাঁকা স্থান না পেয়ে একাকী দাঁড়ালে তা দূষনীয় নয়। অতএব কোন ব্যক্তি কাতারে জায়গা না পেয়ে কাতারের পিছনে একাকী সালাত আদায় করলে তার সালাত বাতিল বলে হুকুম লাগানোটা বোধগম্য নয়। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ তার "আল-ইখতিয়ারাত" (পৃঃ ৪২) গ্রন্থে একই মত দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন ঃ ওযরের কারণে (কাতারের পিছনে) একাকী সালাত পড়লে তা শুদ্ধ হবে। হানাফীরাও একই কথা বলেছেন। যদি কাতারে স্থান না পায় তাহলে উত্তম হচ্ছে এই যে, সে একাকী দাঁড়াবে। সে সামনের কাতার হতে কাউকে টেনে নিবে না...।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সামনের কাতারের খালি স্থান পূর্ণ করা শুধুমাত্র মুস্ত াহাব নয়। কারণ রাসূল বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি কাতারে মিলিত হয়ে তা পূর্ণ করল, আল্লাহ তাকে রহমতের সাথে মিলিত করবেন। আর যে ব্যক্তি কাতারকে ছিন্ন করল আল্লাহ তাকে তাঁর রহমত হতে বিচ্ছিন্ন করবেন।' হক হচ্ছে এই যে, সাধ্য মাফিক কাতারের খালি স্থান পূর্ণ করা ওয়াজিব। তা সম্ভব না হলে একাকী দাঁড়াবে।

٩٢٣. (إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً، وَهُمُ الْكُرُبِيُّوْنَ، مِنْ شُحْمَةِ أُذُنِ أَحَدِهِمْ إِلَى تَرْقُوَتِهِ مَسِيْرَةُ سَبْعِ مِائَةِ عَامٍ لِلطَّائِرِ السَّرِيْعِ فِي انْحِطَاطِهِ).

৯২৩। আল্লাহর কতিপয় ফেরেশতা রয়েছে। তারা হচ্ছে কুরুবিউন (শাস্তি প্রদানকারী)। তাদের একজনের কানের লতি হতে কাঁধের দূরত্ব উপর হতে নিচে অবতরণকারী দ্রুতগামী পাখির সাতশত বছরের পথ।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনু আসাকির (১২/২৩১/২) মুহাম্মাদ ইবনু আবীস সারীউ হতে তিনি আম্‌র ইবনু আবী সালামা হতে তিনি সাদাকাহ ইবনু আব্দিল্লাহ হতে তিনি মূসা ইবনু উকবাহ হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। তার সমস্যা দু'টি ঃ

১। মুহাম্মাদ ইবনু আবীস সারীউ মিথ্যার দোষে দোষী।

২। এই সাদাকাহ হচ্ছেন আদ-দামেস্কী আস-সামীন। তিনি দুর্বল। সনদে এসেছে আল-কুরাশী, কিন্তু "আত-তাহযীব" গ্রন্থে তার জীবনীতে এদিকে সম্পর্কিত করা হয়নি।

ইব্‌রাহীম ইবনু তাহমান মূসা ইবনু উকবাহ হতে নিম্নের বাক্যে তার বিপরীত বর্ণনা করেছেন ঃ

"أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة سنة".

'আমাকে আর্‌শ বহণকারী আল্লাহর ফেরেশতাদের কোন এক ফেরেশতার সাথে কথা বলার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। যার কানের লতি ও কাঁধের মধ্যের দূরত্ব সাতশত বছরের পথের সমান।'

এ বাক্যে হাদীছটি সহীহ যেমনটি আমি "আল-আহাদীছুস সাহীহাহ" গ্রন্থে (নং ১৫১) উল্লেখ করেছি।

٩٢٤. (إِنَّ مِنَ الذُّنُوْبِ ذُنُوْبًا لَا يُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَلَا الصِّيَامُ وَلَا الْحَجُّ وَلَا الْعُمْرَةُ. قَالَ: فَمَا يُكَفِّرُهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الْهُمُوْمُ فِيْ طَلَبِ الْمَعِيْشَةِ).

৯২৪। পাপের মধ্য হতে কতিপয় পাপ রয়েছে যেগুলোকে সালাত, সিয়াম, হজ্জ ও উমরাহ মোচন করতে পারে না। বর্ণনাকারী বলেন ঃ কোন বস্তু তাকে মোচন করবে ইয়া রাসূলুল্লাহ? তিনি বললেন ঃ জীবন ধারনের ক্ষেত্রে চিন্তামগ্ন হওয়া।

হাদীছটি জাল।

এটি তাবারানী "আল-আওসাত" (১/১৩৪/১) গ্রন্থে, তার থেকে আবূ নো'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" (৬/২৩৫) গ্রন্থে, আল-খাতীব "আত-তালখীস" (২/৬১) গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকির (১৫/৩৩২/১) মুহাম্মাদ ইবনু সালাম আল-মিসরী হতে তিনি ইয়াহইয়া ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে বুকায়ের হতে তিনি মালেক ইবনু আনাস হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আম্‌র হতে...বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী বলেন ঃ মালেক হতে একমাত্র ইয়াহইয়া বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু সালামও এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আল-খাতীব বলেন ঃ

তিনি ইয়াহইয়া ইবনু বুকায়ের হতে মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি তার এ হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। ইবনু আসাকির বলেন ঃ তিনি খুবই দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাফিয যাহাবী তাকে এ হাদীছটি দ্বারা মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ মুহাম্মাদ মালেক হতে ইয়াহইয়ার মাধ্যমে বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

আমি বলছি ঃ সেটি এ হাদীছটি। হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে বলেন ঃ

হাফিয সুয়ূতী "আল-জামে'উল কাবীর" (১/২১৯/১) গ্রন্থে শুধুমাত্র ইবনু আসাকির হতে বর্ণনা করেছেন! অতঃপর বলেছেন ঃ তাতে মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ ইবনে ইয়াকূব রয়েছেন, তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বরং তিনি মিথ্যুক জালকারী। দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি এমন হাদীছ জাল করেছেন যা আয়ত্ব করাই সম্ভব না। কিন্তু আমরা যে সনদটি উল্লেখ করেছি। তাতে তাকে উল্লেখ করা হয়নি।

٩٢٥. (إِنَّ مِنَ الذُّنُوْبِ ذُنُوْبًا لَا يُكَفِّرُهَا صِيَامٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا حَجٌّ وَلَا جِهَادٌ، إِلَّا الْغُمُوْمُ وَالْهُمُوْمُ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ).

৯২৫। গুনাহের মধ্যে কতিপয় গুনাহ রয়েছে যাকে সিয়াম, সালাত, হজ্জ ও জিহাদ মোচন করতে পারে না। জ্ঞান তালাসের মধ্যে চিন্তামগ্ন ও অস্থিরতা তা মোচন করতে পারে।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি আবূ নো'য়াইম "আখবারু আসফাহান" (১/২৮৭) গ্রন্থে আহমাদ ইবনু আলী ইবনে যায়েদ আদ-দায়নাওয়ারী হতে তিনি ইয়াযীদ ইবনু শুরায়েহ ইবনে

মুসলিম হতে তিনি আলী ইবনুল হুসাইন হতে তিনি তার পিতা হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল। আহমাদ ইবনু আলী এবং ইয়াযীদ ইবনু শুরায়েহ-এর জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না। তাদের উপরের ব্যক্তিগণ নির্ভরযোগ্য, পরিচিত। তাদের মধ্যে সামান্য কথা থাকলেও তা ক্ষতিকর নয়।

٩٢٦. (يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الرَّبَّ وَاحِدٌ، وَالأَبَ وَاحِدٌ، وَلَيْسَتِ الْعَرَبِيَّةُ بِأَحَدِكُمْ مِنْ أَبٍ وَلَا أُمٍّ، وَإِنَّمَا هِيَ اللِّسَانُ، فَمَنْ تَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَهُوَ عَرَبِيٌّ).

৯২৬। হে লোকেরা অবশ্যই প্রভু এক ও পিতা একজন। তোমাদের কারো সাথে আরবী ভাষা পিতা-মাতা হতে প্রাপ্ত নয়। আরবী একটি ভাষা। অতএব যে ব্যক্তিই আরবীতে কথা বলবে সেই আরবী ভাষী।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনু আসাকির (৭/২০৩/২) আলা ইবনু সালেম হতে তিনি কুররাহ ইবনু ঈসা হতে তিনি আবূ বাক্‌র আয-যুহালী হতে তিনি মালেক ইবনু আনাস (ﷺ) হতে তিনি যুহরী হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল। আবূ বাক্‌র আয-যুহালী (সঠিক হচ্ছে হুযালী) মাতরূক। যেমনটি দারাকুতনী, নাসাঈ ও অন্য বিদ্বানগণ বলেছেন। গুনদার তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

হাদীছটি "তারীখু ইবনে আসাকির" (৮/১৯০-১৯১) গ্রন্থের অন্য স্থানে একই সূত্রে আমি দেখেছি। তাতেও হুযালী রয়েছেন। তিনি (ইবনু আসাকির) বলেন ঃ

এ হাদীছটি মুরসাল। মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও এটি গারীব। কারণ আবূ বাক্‌র সুলামী ইবনু আব্দিল্লাহ হুযালী এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আর তার থেকে একমাত্র কুর্‌রাহ বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ কে তার (কুররার) জীবনী আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না। এটি হাদীছটির আরেক সমস্যা। তার থেকে বর্ণনাকারী আলাও তার ন্যায়।

٩٢٧. (لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِيْءْ).

৯২৭। তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন দাঁড়িয়ে পান না করে। যে ভুলে যাবে সে যেন বমি করে দেয়।

এ বাক্যে হাদীছটি মুনকার।

এটি ইমাম মুসলিম তার "সাহীহ" (৬/১১০-১১১) গ্রন্থে উমার ইবনু হামযাহ সূত্রে আবূ গাতাফান আল-মুররী হতে তিনি আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে শ্রবণ করেছেন, তিনি বলেন ঃ রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ...।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এই উমার দ্বারা যদিও ইমাম মুসলিম দলীল গ্রহণ করেছেন, তাকে ইমাম আহমাদ, ইবনু মা'ঈন, নাসাঈ ও অন্য বিদ্বানগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। এ কারণেই হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে তাকে উল্লেখ করেছেন। আর "আয- যো'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

তার হাদীছ মুনকার হওয়ার কারণে ইবনু মা'ঈন তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হাদীছটি ছাড়া অন্য হাদীছে দাঁড়িয়ে পান করা নিষেধ মর্মে একাধিক সাহাবী হতে সহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) রয়েছেন। তবে আলোচ্য হাদীছের বাক্যে নয়। তাতেও বমি করার নির্দেশ আছে। তবে তাতে ভুলে যাবার কথাটি নেই। এ অংশটুকুই হাদীছটির মুনকার। অন্যথায় বাকী শব্দগুলো নিরাপদ। "আল-আহাদীছুস সাহীহার" ১৭৭ নম্বরে হাদীছটি নিয়ে আলোচনা করেছি।

٩٢٨. (رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِيْ سَهْمٍ، وَالنَّاسُ يَمُرُّوْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ سُتْرَةٌ. (وَفِيْ رِوَايَةٍ): طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِحِذَائِهِ فِيْ حَاشِيَةِ الْمَقَامِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ أَحَدٌ).

৯২৮। আমি রাসূল (ﷺ)-কে বানু সাহাম গোত্রের দরযার নিচে সালাত আদায় করতে দেখেছি। এমতাবস্থায় লোকেরা তাঁর সম্মুখ দিয়ে চলাচল করছিল। তাঁর ও কাবার মাঝে কোন সূতরা ছিল না। (অন্য বর্ণনায় এসেছে) ঃ তিনি বাইতুল্লাহকে সাতবার তাওয়াফ করলেন। অতঃপর তার বরাবরে মাকামে ইব্রাহীমের এক পার্শ্বে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। তখন তাঁর ও তাওয়াফকারীদের মাঝে কোন ব্যক্তি (প্রতিবন্ধক হিসাবে) ছিলেন না।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি ইমাম আহমাদ (৬/৩৯৯), তার থেকে আবূ দাউদ (১/৩১৫), আযরূকী "আখবারু মাক্কাহ" (পৃঃ ৩০৫) গ্রন্থে এবং বাইহাকী তার "সুনানুল কুবরা" (১/২৭৩) গ্রন্থে সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ হতে তিনি কাছীর ইবনু কাছীর ইবনে আল-মুত্তালিব ইবনে আবী ওয়াদ্দা'আহ হতে তিনি তার পরিবারের কোন সদস্য হতে তিনি তার দাদা হতে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল কাছীর ও তার দাদার মধ্যের ব্যক্তি অজ্ঞাত হওয়ার কারণে।

সনদটির আরেকটি সমস্যা রয়েছে। সেটি হচ্ছে তার সনদের মধ্যে মতভেদ। সুফিয়ান একবার কাছীর হতে বর্ণনা করেছেন যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে। আরেকবার বলেছেন ঃ আমাকে কাছীর ইবনু কাছীর সেই ব্যক্তি হতে হাদীছটি শুনিয়েছেন যিনি তার দাদা হতে শুনেছেন। সুফিয়ান বলেন ঃ ইবনু জুরায়েয সংবাদ দিয়েছেন, আমাদেরকে কাছীর তার পিতার উদ্ধৃতিতে হাদীছটি শুনিয়েছেন। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, তিনি বললেন ঃ আমি আমার পিতা হতে শ্রবণ করিনি। কিন্তু আমি আমার পরিবারের সদস্যের মাধ্যমে আমার দাদা হতে শুনেছি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু জুরায়েযের বর্ণনাটি নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, ইবনু হিব্বান ও বাইহাকী বর্ণনা করেছেন। বাইহাকী বলেন ঃ বলা হয়েছে ইবনু জুরায়েয হতে তিনি কাছীর হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি বলেন ঃ আমাকে বানূ মুত্তালিবের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা হাদীছটি মুত্তালিব হতে বর্ণনা করেছেন। ইবনু উয়াইনার বর্ণনাটিই বেশী নিরাপদ।

অতঃপর আমি হাদীছটি "ফাওয়ায়েদু মুহাম্মাদ ইবনে বিশ্‌র আয-যুবায়দী" (১/২৮) গ্রন্থে সালেম ইবনু আব্দিল্লাহ সূত্রে কাছীর ইবনু কাছীর হতে দেখেছি, তিনি বলেন ঃ মুত্তালিব ইবনু আবী ওয়াদ্দা'আহ নাবী (ﷺ)-কে দেখেছেন '... তিনি দুই রাকা'আত সালাত আদায় করলেন। এমতাবস্থায় লোকেরা (নারী ও পুরুষ) তাঁর সামনে দিয়ে চলাফিরা করছিল।'

এ সনদটি হাদীছটি যে দুর্বল তা প্রমাণ করছে।

কেউ কেউ আলোচ্য হাদীছটির দ্বারা মক্কার মসজিদে খাস করে মুসল্লির সম্মুখ দিয়ে চলাফিরা করা জায়েয হওয়ার দলীল গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া ইমাম নাসাঈ আলোচ্য হাদীছটির জন্য যে অধ্যায় রচনা করেছেন, এর দ্বারাও দলীল গ্রহণ করেছেন। নিম্নে বর্ণিত কারণে উক্ত হাদীছের দ্বারা দলীল গ্রহণ বৈধ নয় ঃ

১। আলোচ্য হাদীছটি দুর্বল।

২। আলোচ্য হাদীছটি 'আম সহীহ হাদীছের বিপরীত হওয়ার কারণে। যেগুলো সুতরাহ দিয়ে সালাত আদায় করাকে ওয়াজিব করেছে এবং সম্মুখ দিয়ে চলাফিরা করাকে নিষেধ করেছে। যেমন রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ 'যদি সালাত আদায়কারী ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারী তার অপরাধটি সম্পর্কে জানতো তাহলে তার জন্য তার সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার চেয়ে চল্লিশ (দিন) দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম হতো।'

এটি ইমাম বুখারী, মুসলিম ও আরো অনেকে বর্ণনা করেছেন।

৩। আলোচ্য হাদীছটির মধ্যে স্পষ্ট করে বলা হয়নি যে, লোকেরা নাবী (ﷺ) ও তাঁর সাজদার স্থানের মধ্য দিয়ে চলাচল করতো। সালাতের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম নিষিদ্ধ বলতে বুঝানো হচ্ছে সাজদার স্থানের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করাকে। এটিই সঠিক ও অগ্রাধিক প্রাপ্ত মত। এ কারণে সিন্দী নাসাঈর টীকায় বলেছেন ঃ

হাদীছটির বাহ্যিকতা প্রমাণ করছে যে, মক্কায় সুতরার প্রয়োজন নেই। এরূপই বলা হয়েছে। আর যে ব্যক্তি এ কথা বলেননি, তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, তাওয়াফকারীগণ সাজদার স্থানের পিছন দিয়ে চলতেন বা সালাত কায়েমকারীর নিক্ষিপ্ত দৃষ্টির স্থানের পিছন দিয়ে চলতেন।

একাধিক সাহাবা হতে বর্ণিত কতিপয় সহীহ আছার সম্পর্কে আমি অবহিত হয়েছি। সেগুলো সালাতের সামনে দিয়ে না চলার বিষয়ে সহীহ হাদীছে যা বলা হয়েছে তাকেই শক্তি যুগিয়েছে এবং সেগুলো মক্কার মসজিদকেও সম্পৃক্ত করছে।

১। সালেহ ইবনু কায়সান হতে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ আমি ইবনু উমার (رضي الله عنه)-কে কাবায় সালাত আদায় করতে দেখেছি। তিনি তার সম্মুখ দিয়ে কোন ব্যক্তিকে অতিক্রম করতে দেননি।

এটি আবূ যুর'আহ "তারীখু দিমাস্ক" (১/৯১) গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকির (৮/১০৬/২) সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

২। ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাছীর হতে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ আমি আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنه)-কে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করতে দেখেছি। তিনি কিছু গেড়ে বা কিছু সামনে রেখে তার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতেন।

এটি ইবনু সা'আদ "আত-তাবাকাত" (৭/১৮) গ্রন্থে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

অতএব কাবায় হোক আর অন্য কোন মসজিদে হোক সবস্থানেই সুতরার ভিতর দিয়ে চলাফিরা করা জায়েয নয়।

٩٢٩. (كَانَ يَخِرُّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَلَا يَتَّكِئُ).

৯২৯। তিনি তার দু' হাঁটুর উপর ভর করে সিজদায় যেতেন। কোন ঠেস লাগাতেন না।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি ইবনু হিব্বান তার "সাহীহ" (নং ৪৯৭) গ্রন্থে মু'য়ায ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে মু'য়ায সূত্রে তার পিতা হতে তিনি তার দাদা হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল। এতে পর্যায়ক্রমে মাজহূল বর্ণনাকারীদের সমাবেশ ঘটেছে। ইবনুল মাদীনী বলেন ঃ

আমরা এই মুহাম্মাদ ইবনু মু'য়াযকে, তার পিতাকে ও তার দাদাকে চিনি না। এ সনদটি মাজহূল।

"আল-মীযান" ও "আল-লিসান" গ্রন্থে অনুরূপ বক্তব্যই এসেছে। হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এই মুহাম্মাদ সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি মাজহূল। আর তার ছেলে মু'য়ায সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি মাকবূল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু হিব্বান কর্তৃক তাদেরকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়ার দিকে দৃষ্টি দিয়ে ধোঁকায় পড়া যাবে না। কারণ এ বিষয়ে তার মতটি শায। কারণ তিনি তাতে জামহূরে মুহাদ্দেছের ঐকমত্যের প্রসিদ্ধ মতের উপর চলেননি। বিশেষ করে এখানে তার বর্ণনাটি সহীহ হাদীছের বিপরীতে হওয়ার কারণে।

আমার নিকট একটি নতুন তথ্য উদঘাটিত হয়েছে। যে বিষয়ে ইবনু হিব্বানের সিদ্ধান্তটি শায হিসাবে গণ্য হওয়াকেই শক্তিশালী করছে। আমি ১৩৯৬ সালে হজ্জের মওসুমে তার "আল-মাজরূহীন" গ্রন্থের একটি কপি পেয়েছি। তিনি তাতে একজন বর্ণনাকারীকেও মাজহূল হিসাবে দোষী করেছেন, এখন পর্যন্ত এরূপ দেখছিনা। এটি প্রমাণ করছে যে, মাজহূল হওয়াটা তার নিকট কোন দূষণীয় বিষয় নয়!

আলোচ্য হাদীছের অর্থবোধক আরেকটি হাদীছ হচ্ছে ওয়ায়েল ইবনু হুজরের হাদীছ, তিনি বলেন ঃ

'আমি নাবী (ﷺ)-কে দেখেছি তিনি যখন সাজদাহ করতেন, তখন দু' হাতের পূর্বে দু' হাঁটু রাখতেন। আর যখন দাঁড়াতেন তখন দু' হাঁটু উঠানোর পূর্বেই দু' হাত উঠাতেন।'

এটি আবূ দাউদ (১/১৩৪), নাসাঈ (১/১৬৫), তিরমিযী (২/৫৬), তাহাবী (১/১৫০), ইবনু হিব্বান তার "সাহীহ" (নং ৪৮৭) গ্রন্থে, দারাকুতনী (১৩১-১৩২), হাকিম (১/২২৬) ও তার থেকে বাইহাকী (২/৯৮) ইয়াযীদ ইবনু হারূণ সূত্রে তিনি শুরায়িক হতে তিনি আসেম ইবনু কুলায়িব হতে তিনি তার পিতা হতে... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল। মুহাদ্দিছগণ সনদটির ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ এ হাদীছটি হাসান গারীব। এভাবে শুরায়িক ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে জানি না।

হাকিম বলেন ঃ ইমাম মুসলিম শুরায়িক দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। হাফিয যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তারা দু'জনে যেরূপ বলেছেন আসলে সেরূপ নয়। সামনের আলোচনায় তার বিবরণ আসবে। ইবনুল কাইয়্যিম "আয-যাদ" (১/৭৯) গ্রন্থে বলেন ঃ হাদীছটি সহীহ।

দারাকুতনী তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ শুরায়িক হতে ইয়াযীদ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আসেম হতে শুরায়িক ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। আর শুরায়িক এককভাবে বর্ণনা করলে তিনি তাতে শক্তিশালী নন।

ইমাম বুখারীও তাদের বিপরীত কথা বলেছেন। অতঃপর বাইহাকী তার "সুনান" (২/৯৯) গ্রন্থে বলেছেন ঃ এ হাদীছটি শুরায়িক আল-কাযীর এককভাবে বর্ণনাকৃত হাদীছগুলোর অন্তর্ভুক্ত। হুমাম এ সূত্রে মুরসাল সনদে তার মুতাবা'য়াত করেছেন। ইমাম বুখারী ও অন্যান্য পূর্ববর্তী হাফিযগণ এরূপই উল্লেখ করেছেন।

এটিই হচ্ছে হক। যিনি ইনসাফ করবেন এবং সত্যিকার গবেষণার হক আদায় করবেন তিনি তাতে সন্দেহ করবেন না। অর্থাৎ সনদটি দুর্বল। এর কারণ দু'টি ঃ

১। শুরায়িক কর্তৃক এককভাবে বর্ণনাকৃত।

২। তার বিরোধিতা করা হয়েছে। দারাকুতনী তার সম্পর্কে কী বলেছেন, তা একটু পূর্বেই অবগত হয়েছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি সত্যবাদী, বহু ভুল করতেন। তাকে যখন কূফার কাযীর দায়িত্ব দেয়া হয় তখন তার মুখস্থ বিদ্যায় পরিবর্তন ঘটেছিল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার মত ব্যক্তির দ্বারা এককভাবে বর্ণনার ক্ষেত্রে দলীল গ্রহণ করা যায় না। অতএব যেখানে তার বিপরীত বর্ণনা এসেছে সেখানে কিভাবে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ চলে। হাকিম ও যাহাবী যে বলেছেন ঃ ইমাম মুসলিম তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন, এটি তাদের দু'জনের ধারণা মাত্র। কারণ ইমাম মুসলিম তার থেকে বর্ণনা করেছেন মুতাবা'য়াতের ক্ষেত্রে। যেমনটি "আত-তারগীব ওয়াত তারহীব" গ্রন্থের খাতেমাতে মুনযেরী স্পষ্টভাবে বলেছেন। হাকিম এরূপ বহু সন্দেহের মধ্যে পড়েছেন আর যাহাবী তার অনুসরণ করেছেন। তারা উভয়ে এই শুরায়িকের হাদীছকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। অথচ এটি হাসান হওয়ার যোগ্য নয়।

শুরায়িকের বর্ণনার মতন (ভাষা) ও সনদ উভয় দিক দিয়েই বিরোধিতা করা হয়েছে ঃ

ভাষার দিক দিয়ে ঃ হাদীছটি একদল নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী আসেম হতে বর্ণনা করেছেন। তাতে তারা রাসূল (ﷺ)-এর সালাতের বিবরণ শুরায়িকের বর্ণনার সালাতের বিবরণের চেয়েও বেশী পূর্ণ করে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও তারা সাজদা করা ও সাজদাহ হতে উঠার পদ্ধতি আসেম হতে মোটেই উল্লেখ করেননি। যেমনটি আবূ দাউদ, নাসাঈ, আহমাদ ও অন্য বিদ্বানগণ যায়েদাহ, ইবনু উয়াইনাহ ও শুজা' ইবনুল ওয়ালীদ সূত্রে আসেম হতে বর্ণনা করেছেন। তাদের সকলের সম্মিলিত বর্ণনা প্রমাণ করছে যে, আসেমের হাদীছে সাজদার যে পদ্ধতি শুরায়িকের একক বর্ণনা হতে এসেছে তা মুনকার।

আর সনদে বিরোধিতা ঃ সেটি হচ্ছে এই যে, হুমাম বলেন ঃ আমাদেরকে শাফীক আবুল লাইছ হাদীছটি বর্ণনা করে বলেছেন ঃ আমাকে আসেম ইবনু কুলায়িব তার পিতা হতে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, 'নাবী (ﷺ) যখন সাজদাহ দিতেন তখন তাঁর দু' হাত্ যমীনে পড়ার পূর্বেই তার দু' হাঁটু যমীনে পড়তো।

এটি আবূ দাঊদ ও বাইহাকী বর্ণনা করেছেন। তিনি (বাইহাকী) বলেন ঃ আফ্ফান বলেছেন, এ হাদীছটি গারীব।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ শাফীক শুরায়িকের বিরোধিতা করে সনদটিকে মুরসাল করে ফেলেছেন। কিন্তু এই শাফীক শুরায়িকের চেয়ে উত্তম নয়। কারণ তিনি মাজহূল, তাকে চেনা যায় না। যেমনটি যাহাবী ও অন্য বিদ্বানগণ বলেছেন।

হুমামের নিকট হাদীছটির আরেকটি সনদ রয়েছে। কিন্তু সেটিও ত্রুটিযুক্ত। তিনি বলেন ঃ আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনু জাহাদাহ হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তিনি আব্দুল জাব্বার ইবনে ওয়ায়েল ইবনু হুয্‌র হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন ঃ

'তিনি যখন সালাতে প্রবেশ করতেন তখন দু' হাত উত্তোলন করতেন ...। অতঃপর যখন সাজদাহ করার ইচ্ছা করতেন তখন তাঁর দু' হাত যমীনে পড়ার পূর্বেই তাঁর দু' হাঁটু যমীনে পড়তো। আর যখন দাঁড়াতেন তখন তাঁর দু' হাঁটু ও তাঁর দু' রানের উপর ভর করে দাঁড়াতেন।'

এটি আবূ দাঊদ ও বাইহাকী বর্ণনা করেছেন। এর সমস্যা হচ্ছে ইনকিতা' (সনদে বিচ্ছিন্নতা)। ইমাম নাবাবী "আল-মাজমূ' শারহুল মুহায্‌যাব" (৩/৪৪৬) গ্রন্থে বলেন ঃ

হাদীছটি দুর্বল। কারণ হাফিযগণ এ মর্মে ঐকমত্য হয়েছেন যে, আব্দুল জাব্বার তার পিতা হতে শুনেননি এবং তাকে পাননি।

এ অধ্যায়ে আরেকটি হাদীছ রয়েছে। সেটিও ত্রুটিযুক্ত। সেটি আলা ইবনু ইসমা'ঈল আল-আত্তার হাফ্স ইবনু গিয়াছ হতে তিনি আসেম হতে তিনি আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

'আমি নাবী (ﷺ)-কে তাকবীরের সাথে সাথে ঝুঁকে পড়তে দেখেছি। তাঁর দু' হাঁটু তার দু' হাতের চেয়ে অগ্রণী হয়ে যেত।'

এটি দারাকুতনী (১৩২), হাকিম (১/২২৬), তার থেকে বাইহাকী (২/৯৯), আল-হাযেমী "আল-ই'তিবার" (৫৫) গ্রন্থে, ইবনু হায্‌ম "আল-মুহাল্লাহ" (৪/১২৯) গ্রন্থে এবং যিয়া আল-মাকদেসী "আল-আহাদীছুল মুখতারাহ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

দারাকুতনী ও বাইহাকী বলেন ঃ আলা ইবনু ইসমা'ঈল হাদীছটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি মাজহূল। যেমনটি ইবনুল কাইয়্যিম "যাদুল মা'য়াদ" (১/৮১) গ্রন্থে বলেছেন, আর তার পূর্বে বাইহাকী বলেছেন যেমনটি ইবনু হাজারের "আত-তালখীস" গ্রন্থে এসেছে। ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" (১/১৮৮) গ্রন্থে তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেন ঃ

এ হাদীছটি মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাকিম ও যাহাবী যে বলেছেন ঃ হাদীছটি শাইখায়েনের শর্তানুযায়ী সহীহ, এটি তাদের দু'জন হতে এই আলার অবস্থা সম্পর্কে বড় ধরনের অবহেলা। তিনি শাইখায়েনের বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্তও নন! হাফিয ইবনু হাজার তার জীবনীতে "আল-লিসান" গ্রন্থে বলেন ঃ

উমার ইবনু হাফ্স ইবনে গিয়াছ তার বিরোধিতা করেছেন। এ উমার তার পিতা হতে বর্ণনার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য। তিনি তার পিতা হাফ্স হতে তিনি আ'মাশ হতে তিনি ইব্রাহীম হতে তিনি আলকামাহ হতে আর অন্য ব্যক্তি উমার হতে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এটিই নিরাপদ।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি তাহাবী (১/১৫১) উল্লেখিত সনদে ইব্রাহীম হতে তিনি আব্দুল্লাহর সাথী আলকামাহ ও আল-আসওয়াদ হতে বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়ে বলেন ঃ

'আমরা উমার (رضي الله عنه) হতে হেফ্য করেছি তিনি তার সালাতে রুকূ'র পরে তাঁর দু' হাঁটুর উপর ভর করে সাজদাহ করেন যেমনিভাবে উট বসে পড়ে। তিনি তাঁর দু' হাঁটুকে তার দু' হাত রাখার পূর্বেই রাখেন।' এ সনদটি সহীহ।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটি আব্দুর রায্যাক অনুরূপভাবে (২৯৫৫) বর্ণনা করেছেন।

এ আছারটির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণীঃ

তা হচ্ছে এই যে, উট বসে তার দু' হাঁটুর উপর ভর করে। অর্থাৎ তার সম্মুখের দু' পায়ের উপর ভর করে। যখন অবস্থা এই, তখন মুসল্লির জন্য অপরিহার্য এই যে, যেরূপ উট তার দু' হাটুর উপর ভর করে বসে সে তার ন্যায় দু' হাঁটুর উপর ভর করে বসবে না । বহু হাদীছে উটের ন্যায় বসা নিষেধ সাব্যস্ত হওয়ার কারণে। যার কোন কোনটিতে তার ব্যাখ্যা সহ এসেছে। যেমন আবূ হুরাইরাহ (رضي الله عنه)-এর মারফূ' হাদীছে এসেছে ঃ

''إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه''

'তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন সাজদাহ করবে তখন সে যেন উট বসার ন্যায় না বসে। সে যেন তার দু' হাত দু' হাঁটু রাখার পূর্বেই রাখে।'

এটি আবূ দাঊদ ভাল সনদে বর্ণনা করেছেন। আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে অন্য ভাষায় এসেছে ঃ ''كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد بدأ بوضع يديه قبل ركبتيه''. 'নাবী (ﷺ) যখন সাজদাহ করতেন তখন তার দু' হাঁটুর পূর্বে তার দু' হাত রাখা শুরু করতেন।'

এটি ইমাম তাহাবী "শারহুল মা'আনী" (১/১৪৯) গ্রন্থে কিছু পূর্বে উল্লেখিত সনদে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া তিনি তার একটি শাহেদ ইবনু উমারের হাদীছ হতে বর্ণনা করেছেন। যাতে তার ও নাবী (ﷺ)-এর আমলের কথা বলা হয়েছে। তার সনদটি সহীহ। হাকিম ও যাহাবী তাকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন।

এই সহীহ হাদীছগুলো পূর্বের হাদীছগুলো যে মুনকার তার প্রমাণ বহন করছে।

হাদীছগুলোর কোন কোনটি দুর্বল হওয়ার প্রমাণ বহন করছে আবূ কিলাবার নিম্নোক্ত হাদীছটিও। তিনি বলেন ঃ

'মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছ আমাদের নিকট এসে বলতেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে রাসূল (ﷺ)-এর সালাতের বিবরণ দিব না? তিনি সালাতের ওয়াক্ত ছাড়া অন্য সময়ে সালাত আদায় করতেন। তিনি যখন প্রথম রাকা'আতের দ্বিতীয় সাজদাহ হতে তার মাথা উঠাতেন তখন সোজা হয়ে বসতেন। অতঃপর যমীনের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।'

এটি ইমাম শাফে'ঈ "আল-উম্মু" (১/১০১) গ্রন্থে, নাসাঈ (১/১৭৩) এবং বাইহাকী (২/১২৪-১৩৫) শাইখায়েনের শর্তানুযায়ী সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারীও (২/২৪১) আবূ কিলাবাহ হতে অনুরূপভাবে অন্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

এতে **স্পষ্ট** প্রমাণ মিলছে যে, দ্বিতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়ানোর সময় সুন্নাত হচ্ছে যমীনের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো। অর্থাৎ হাত দ্বারা। এর অর্থ হচ্ছে হাত দিয়ে ঠেস লাগানো যেমনটি "ফতহুল বারী" গ্রন্থে এসেছে। তিনি বলেন ঃ

আব্দুর রায্‌যাক ইবনু উমার হতে বর্ণনা করেছেন। 'তিনি যখন সাজদাহ হতে তার মাথা উঠিয়ে দাঁড়াতেন তখন তার দু' হাতের উপর ভর করে দাঁড়াতেন।'

যদিও এটির সনদে আল-উমারী নামক দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন, তবুও এটি ভর দিয়ে উঠার ক্ষেত্রে শক্তিশালী শাহেদ। যার বিবরণ ৯৬৭ নং হাদীছে আসবে।

৯৩০. (مَنْ تَرَكَ مَوْضَعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا، فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ).

৯৩০। যে ব্যক্তি জানাবাতের গোসলে একটি চুল পরিমাণ স্থান না ধুয়ে ছেড়ে দিবে, তার সাথে আগুন দিয়ে এরূপ এরূপ করা হবে।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি আবূ দাউদ (২৪৯), ইবনু আবী শায়বাহ "আল-মুসান্নাফ" (২/৩৫)গ্রন্থে, তার থেকে ইবনু মাজাহ (৫৯৯), দারেমী (১/১৯২), বাইহাকী (১/১৭৫), আহমাদ (১/৯৪,১০১), ও তার ছেলে "যাওয়ায়েদুহু আলাইহে" (১/১৩৩) গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে হাম্মাদ ইবনু সালামা হতে তিনি আতা ইবনুস সায়েব হতে তিনি যাযান হতে তিনি আলী ইবনু আবী তালেব (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আত-তালখীস" (পৃঃ ৫২) গ্রন্থে বলেন ঃ

এর সনদটি সহীহ। কারণ এটি আতা ইবনুস সায়েবের বর্ণনা। তার থেকে হাম্মাদ ইবনু সালামা মস্তিষ্ক বিকৃতির পূর্বে বর্ণনা করেছেন। তবে বলা হয়েছে সঠিক হচ্ছে এই যে, হাদীছটি আলী (ﷺ) হতে মওকূফ। শাওকানী "নায়লুল আওতার" (১/২৩৯) গ্রন্থে হাফিয ইবনু হাজারের এ কথার পর বলেছেন ঃ

ইমাম নাবাবী বলেন ঃ হাদীছটি দুর্বল। আতাকে তার মস্তিষ্ক বিকৃতির পূর্বেই দুর্বল আখ্যা দেয়া হয়েছে। হাম্মাদের মধ্যে বহু সন্দেহ প্রবণতা রয়েছে। তার সনদে বর্ণনাকারী যাযানও রয়েছেন, তার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

সান'আনী "সুবুলুস সালাম" (১/১২৭) গ্রন্থে হাফিয ইবনু হাজারের কথার উপর সংশোধনী এনে বলেছেন ঃ

কিন্তু ইবনু কাছীর "আল-ইরশাদ" গ্রন্থে বলেছেন ঃ আলী (ﷺ)-এর এ হাদীছটি আতা ইবনুস সায়েবের বর্ণনায় এসেছে। তিনি মুখস্থ বিদ্যায় দুর্বল ছিলেন। আর নাবাবী বলেন ঃ হাদীছটি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটি দুর্বল ও সহীহ আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে ইমামদের মতভেদের কারণ এই আতা ইবনুস সায়েবকে ঘিরে। কারণ তার শেষ বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। তার মস্তিষ্ক বিকৃতির পূর্বে যিনি তার থেকে বর্ণনা করেছেন, তার বর্ণনা সহীহ। আর যিনি তার মস্তিষ্ক বিকৃতির পরে তার থেকে বর্ণনা করেছেন, তার বর্ণনা দুর্বল। আলী (ﷺ)-এর হাদীছ তার মস্তিষ্ক বিকৃতির আগে না পরে বর্ণনাকৃত এ বিষয়ে তারা মতভেদ করেছেন । অতএব তার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত না হয়ে নীরবতা পালন করাই সঠিক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটির চারটি সমস্যা বর্ণনা করা হয়েছেঃ

১। যাযান বিতর্কিত বর্ণনাকারী।

২। হাম্মাদ সন্দেহের অধিকারী।

৩। আতা ইবনুস সায়েব মস্তিষ্ক বিকৃতির আগে ও পরে সর্বাবস্থায় দুর্বল।

৪। মস্তিষ্ক বিকৃতির আগে তার বর্ণনা সহীহ। কিন্তু এ হাদীছটি তিনি মস্তিষ্ক বিকৃতির আগে না পরে বর্ণনা করেছেন তা জানা যায় না।

চতুর্থ কারণটিই হাদীছটি দুর্বল হওয়ার মূল কারণ। কারণ তিনি আতা হতে মস্তিষ্ক বিকৃতির আগে না পরে বর্ণনা করেছেন, তা জানা যায় না। হাফিয ইবনু হাজার বলেছেন ঃ তিনি মস্তিষ্ক বিকৃতির পূর্বে তার থেকে শুনেছেন। আবার তিনিই বলেছেন ঃ মস্তিষ্ক বিকৃতির পরেও শনেছেন। যেমনি "আত-তাহযীব" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার আতার জীবনীর শেষাংশে বলেছেন ঃ সুফিয়ান ছাওরী, শু'বাহ, যুহায়ের, যায়েদাহ, হাম্মাদ ইবনু যায়েদ ও আইউবের বর্ণনা তার থেকে সহীহ। তারা ছাড়া তার থেকে অন্যদের বর্ণনার ক্ষেত্রে নীরবতা পালন করতে হবে। তবে তার থেকে হাম্মাদ ইবনু সালামার বর্ণনার ব্যাপারে মতভেদ করা হয়েছে। বাস্তবতা এই যে, তিনি ইখতিলাতের আগে ও পরে উভয় অবস্থায় তার থেকে শ্রবণ করেছেন। অতএব হাদীছটি এ কারণেই দুর্বল।

٩٣١. (مَا رَفَعَ أحَدٌ صَوْتَهُ بِغِنَاءٍ إلاَّ بَعَثَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ إلَيْهِ شَيْطَانَيْنِ يَجْلِسَانِ عَلَى مَنْكَبَيْهِ يَضْرِبَانِ بِأعْقَابِهِمَا عَلَى صَدْرِهِ حَتَّى يُمْسِكَ).

৯৩১। কোন ব্যক্তি গানের দ্বারা তার আওয়ায উঁচু করলে আল্লাহ তা'আলা তার নিকট দু'জন শয়তান প্রেরণ করেন। তারা দু'জন তার দু' কাঁধের উপর বসে তাদের উভয়ের পায়ের গোড়ালি দ্বারা সে ব্যক্তি (গান হতে) বিরত না হওয়া পর্যন্ত তার বুকের উপর আঘাত করতে থাকে।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনু আবিদ দুনিয়া "যাম্মুল মালাহী" (১/১৫৬) গ্রন্থে ওবায়দুল্লাহ ইবনু যাহার হতে তিনি আলী ইবনু ইয়াযীদ হতে তিনি আল-কাসেম হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। তার সমস্যা হচ্ছে আলী ইবনু ইয়াযীদ আল-আলহানী অথবা ওবায়দুল্লাহ ইবনু যাহার।

আলহানী সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। নাসাঈ বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আবূ যুর'আহ বলেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন। দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মাতরূক।

আর ইবনু যাহার সম্পর্কে আবূ মুসহের বলেন ঃ তিনি যে প্রত্যেক মু'যালের অধিকারী তা তার হাদীছে সুস্পষ্ট। ইবনুল মাদীনী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। ইবনু হিব্বান (২/৬৩) বলেন ঃ

তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে হাদীছ জাল করতেন। তিনি যখন আলী ইবনু ইয়াযীদ হতে বর্ণনা করেছেন তখন তিনি মহা বিপদ নিয়ে এসেছেন। যখন কোন সনদে ওবায়দুল্লাহ, আলী ইবনু ইয়াযীদ ও আল-কাসেম আবূ আব্দুর রহমান একত্রিত হবেন তখন জানতে হবে যে, সে হাদীছটি তাদেরই তৈরিকৃত।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আল-কাসেমকে মিথ্যার দোষে দোষী করা হয়নি। মুহাক্কেকীনদের নিকট তিনি হাদীছের ক্ষেত্রে ভাল। সমস্যা হচ্ছে তার নিচের ব্যক্তির মধ্যে।

٩٣٢. (مَنْ أفطَرَ (يَعْنِي فِي السَّفَر) فرَخصَة، مَنْ صَامَ فالصَّوْمُ أفضَلُ).

৯৩২। যে ব্যক্তি সফরে ইফতার করবে তাতে তার জন্য অনুমতি রয়েছে। তবে যে ব্যক্তি সওম পালন করবে সওম পালন করাই তার জন্য উত্তম।

হাদীছটি দুর্বল শায।

এটি আবূ হাফ্স আল-কাতানী "আল-আমালী" (১/১০/১) গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু হারূণ আল-হাযরামী হতে তিনি আবূ হাশেম যিয়াদ ইবনু আইউব হতে তিনি আবূ মু'য়াবিয়া আয-যারীর হতে তিনি আসেম আল-আহওয়াল হতে তিনি আনাস (ﷺ) হতে তিনি বলেন ঃ রাসূল (ﷺ)-কে সফরে সাওম পালন করার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেন ঃ....।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাযরামী ছাড়া বুখারীর শর্তানুযায়ী এ সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। তিনিও নির্ভরযোগ্য যেমনটি দারাকুতনী ও অন্য বিদ্বানগণ বলেছেন। "তারীখু বাগদাদ" গ্রন্থে তার জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। বাহ্যিকভাবে সনদটি সহীহ। আমি কিছু সময় হাদীছটি নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর আমার কাছে প্রকাশিত হয়েছে যে, হাদীছটি মওকূফ হওয়ার দোষে দোষী।

ইবনু আবী শাইবাহ "আল-মুসান্নাফ" (২/১৪২/২) গ্রন্থে বলেন ঃ আমাদেরকে আবূ মু'য়াবিয়া এবং মারওয়ান ইবনু মু'য়াবিয়াহ আসেম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আনাস (ﷺ)-কে সফরের মধ্যে সওম পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল? তিনি তার উত্তরে আলোচ্য বাক্যটি উল্লেখ করেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটিই সঠিক। কারণ আবূ মু'য়াবিয়ার নাম হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনু হাযেম। যদিও তিনি নির্ভরযোগ্য এবং লোকদের মধ্যে আ'মাশের হাদীছের ক্ষেত্রে বেশী হাফিয। তবুও তিনি অন্যদের হাদীছের ক্ষেত্রে সন্দেহ করতেন। যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেছেন। যদি কেউ তার বিরোধিতা না করে বা তার সাথে মতভেদ না করে তাহলে তার মত ব্যক্তির

দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় যেমনটি এ সনদটিতে ঘটেছে। কারণ আবূ হাশেম যিয়াদ ইবনু আইউব হাদীছটি মারফূ' হিসাবে আর ইবনু আবী শাইবাহ মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অতএব এমন কিছু প্রয়োজন যা একটিকে প্রাধান্য দিবে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ইবনু আবী শাইবাহ আবূ মু'য়াবিয়ার সাথে মারওয়ান ইবনু মু'য়াবিয়াকে মিলিয়েছেন অর্থাৎ তিনিও আবূ মু'য়াবিয়ার স্থলাভিষিক্ত হয়ে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনিও এক নির্ভরযোগ্য হাফিয বর্ণনাকারী যেমনটি "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে। তাতে তার বিরোধিতা করেননি। অতএব তার বর্ণনায় উত্তম। কারণ আবূ মু'য়াবিয়ার দু'টি বর্ণনার একটি তার সাথে মিলে যাচ্ছে।

হাদীছটি মারফূ' না হয়ে মওকূফ হওয়ার আরো প্রমাণ এই যে, হাদীছটি ইবনু আবী শাইবাহ মারওয়ান ইবনু মু'য়াবিয়া সূত্রে ... ইবনু সীরীন হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ উছমান ইবনু আবিল আস (ﷺ) উক্ত বিষয়ে আনাস (ﷺ)-এর কথার ন্যায় বলতেন।

আলেমগণ সফরে সওম পালন করা না করার ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। সন্দেহ নেই যে, সফরে সওম ছেড়ে দেয়ার অনুমতি রয়েছে। আমাদের নিকট এই ছেড়ে দেয়ার অনুমতিকে গ্রহণ করাই উত্তম, যদি ইফতারকারী ব্যক্তির পক্ষে আদায় করতে সমস্যা না হয়। অন্যথায় সওম পালন করাই উত্তম। যে ব্যক্তি এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে চান তিনি যেন "নাইলুল আওতার" দেখে নেন।

٩٣٣. (سَارِعُوْا إِلى تَعْلِيْمِ العِلمِ وَالسُّنَّةِ وَالقُرْآنِ، وَاقْتَبِسُوْهُنَّ مِنْ صَادِقٍ، مِنْ قَبْلِ أن يَّخْرُجَ أقوَامٌ فِيْ أُمَّتِيْ مِنْ بَعْدِيْ يَدْعُوْنَكُمْ إِلى تَأسِيْسِ البِدْعَةِ وَالضَّلاَلَةِ، فَوَ الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَبَابٌ مِنَ العِلمِ مِنْ صَادِقٍ خَيْرٌ لَكُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ تُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ تَعَالى بِغَيْرِ هُدًي مِنَ اللهِ، مَنْ مَشَى فِيْ تَعْلِيْمِ العِلمِ وَالسُّنَّةِ وَالقُرْآنِ فَعَمِلَ بِمَا أمَرَ اللهُ وَسَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا عَمِلَ بِذَلِكَ فَلَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوْهَا حَسَنَةً، وَتُحَطُّ عَنْهُ سَيِّئَةً، وَتُرْفَعُ لَهُ دَرَجَةً فِي الجَنَّةِ).

৯৩৩। তোমরা অর্জিত জ্ঞান, সুন্নাত ও কুরআন শিক্ষা দানে অগ্রণী হও। আমার উম্মাতের মধ্যে আমার পরে কতিপয় সম্প্রদায় তোমাদেরকে বিদ'আত প্রতিষ্ঠা ও ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করবে, তারা বের হবার পূর্বেই সে সব জ্ঞানগুলো সত্যবাদী হতে তোমরা তালাশ করো। সেই সত্ত্বার কসম যাঁর হাতে আমার আত্মা অবশ্যই সত্যবাদী হতে জ্ঞান অর্জন করার একটি দরযা আছে তা তোমাদের জন্য অতি উত্তম সেই স্বর্ণ ও রৌপ্যের চেয়ে যা তোমরা আল্লাহর নিকট হতে হেদায়েত প্রাপ্ত না হয়ে আল্লাহর পথে খরচ কর। যে ব্যক্তি জ্ঞান, সুন্নাহ ও কুরআন শিক্ষা দানের জন্য চলা শুরু করবে অতঃপর আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূল (ﷺ)-এর

সুন্নাতানুযায়ী আমল করবে, যখনই সে তার উপর আমল করবে তখনই তার প্রত্যেক কদমের বিনিময়ে একটি করে হাসানাহ অর্জিত হবে। আর একটি করে গুনাহ ঝরে যাবে। আর তার জন্য জান্নাতে একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

হাদীছটি জাল।

এটি আল-খাতীব "তালখীসুল মুতাশাবিহ" (২/৫১/২) গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু আবীদাহ আল-মারওয়াযী হতে তিনি হাস্সান ইবনু ইব্রাহীম হতে তিনি সা'ঈদ ইবনু মাসরূক হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হাদীছটি বানোয়াট। বানোয়াট হওয়ার প্রমাণ তাতে সুস্পষ্ট। তার সমস্যা হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনু আবীদাহ। হাফিয যাহাবী বলেন ঃ

ইবনু মাকূলা বলেছেন ঃ তিনি বহু মুনকারের অধিকারী। তিনি (যাহাবী) তার পূর্বে উল্লেখ করেছেন, মুহাম্মাদ ইবনু আবীদাহ কতিপয় হাদীছ বানিয়েছেন। এ কথাটি সা'ঈদ আন-নাক্কাশ বলেছেন।

হাদীছটি সুয়ূতী "আল-জামে'উস সাগীর" ও "আল-কাবীর" গ্রন্থে রাফে'ঈর বর্ণনা হতে ভিন্ন ভাষায় উল্লেখ করেছেন।

٩٣٤. (لا تَبُلْ قَائِمًا).

৯৩৪। তুমি দাঁড়িয়ে পেশাব কর না।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি ইবনু হিব্বান তার "সাহীহ" (১৩৫) গ্রন্থে হিশাম ইবনু ইউসুফ হতে তিনি ইবনু জুরায়েয হতে তিনি নাফে' হতে তিনি ইবনু উমার (রাঃ) হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বাহ্যিকভাবে সনদটি সহীহ। কারণ তার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। কিন্তু ইবনু জুরায়েয আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী ছিলেন। তিনি কোন দুর্বল বর্ণনাকারী হতে গ্রহণ করেছেন। তিরমিযী তার "সুনান" (১/১৭) গ্রন্থে বলেন ঃ

উমারের (রাঃ) হাদীছটি আব্দুল কারীম ইবনু আবিল মুখারিক হতে বর্ণিত, তিনি নাফে' হতে তিনি ইবনু উমার (রাঃ) হতে তিনি উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ নাবী (ﷺ) আমাকে দাঁড়িয়ে পেশাব করা অবস্থায় দেখলেন। তিনি বললেন ঃ হে উমার! দাঁড়িয়ে পেশাব করো না। তার পর আমি আর দাঁড়িয়ে পেশাব করিনি।

হাদীছটি আব্দুল কারীম মারফূ' করে দিয়েছেন। তিনি হাদীছ বিশারদদের নিকট দুর্বল। তাকে আইউব আস-সিখতিয়ানী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটি ইবনু মাজাহ (১/১৩০), তাম্মাম "আল-ফাওয়ায়েদ" (কাফ ২/১২৩) এবং বাইহাকী "আস-সুনানুল কুবরা" (১/১০২) গ্রন্থে আব্দুর রায্যাক হতে তিনি ইবনু জুরায়েয হতে তিনি আব্দুল কারীম হতে বর্ণনা করেছেন।

বুসয়রী "আয-যাওয়ায়েদ" (কাফ ২/২৩) গ্রন্থে বলেন ঃ

এ সনদটি দুর্বল। কারণ এই আব্দুল কারীম দুর্বল হওয়ার বিষয়ে সকলে একমত। তিনি এ হাদীছটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিব্বান হাদীছটিকে সহীহ বলায় তাতে ধোঁকায় পড়া যাবে না। কারণ তিনি পরক্ষণেই বলেছেন ঃ আমার ভয় হচ্ছে যে, ইবনু জুরায়েয নাফে' হতে শুনেননি। তার ধারণা সঠিক। কারণ ইবনু জুবায়েয ইবনু আবিল মুখারেক হতে শুনেছেন। যেমনটি ইবনু মাজাহ ও হাকিমের বর্ণনাতে এসেছে।...

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনু দীনারের হাদীছের মধ্যে এসেছে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উমারকে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখেছেন। এটি বাইহাকী (১/১০২) বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

এ আছারটি আব্দুল কারীমের হাদীছকে দুর্বল আখ্যা দেয়। আমরা দাঁড়িয়ে পেশাব করার ব্যাপারে উমার, আলী, সাহাল ইবনু সা'আদ ও আনাস ইবনু মালেক (ﷺ) হতে হাদীছ বর্ণনা করেছি।

যখন আপনি জানলেন যে, হাদীছটি দুর্বল তখন ছিটে লেগে যাওয়া হতে যদি নিরাপদ থাকা যায় তাহলে দাঁড়িয়ে পেশাব করাতে কোন সমস্যা নেই। হাফিয ইবনু হাজার "আল-ফাতহ" গ্রন্থে বলেন ঃ

নাবী (ﷺ) হতে নিষেধ হওয়ার ব্যাপারে কিছুই সাব্যস্ত হয়নি।

৯৩৫. (خِيَارُ أُمَّتِيْ فِيْ كُلِّ قَرْنٍ خَمْسُمِائَةٍ، وَالأَبْدَالُ أَرْبَعُوْنَ، فَلا الْخَمْسُمِائَةُ يَنْقُصُوْنَ، وَلاَ الأَرْبَعُوْنَ، كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبْدَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ مَكَانَهُ، وَأَدْخَلَ مِنَ الأَرْبَعِيْنَ مَكَانَهُ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! دُلَّنَا عَلَى أَعْمَالِهِمْ، قَالَ: يَعْفُوْنَ عَمَّنْ ظَلَمَهُمْ، وَيُحْسِنُوْنَ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِمْ، وَيَتَوَاسَوْنَ فِيْمَا آتَاهُمُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ).

৯৩৫। প্রতিটি যুগে আমার উম্মাতের উত্তম ব্যক্তিরা হচ্ছেন পাঁচশজন। আর আব্দালরা হচ্ছেন চল্লিশজন। পাঁচশজন ও চল্লিশজন কখনই কমে যায় না। যখন চল্লিশজন হতে কোন ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করে তখন আল্লাহ পাঁচশজন হতে একজনকে বদল হিসাবে তার স্থলাভিষিক্ত করে দেন। আর পাঁচশজন হতে কেউ মারা গেলে চল্লিশজন হতে একজনকে তার স্থলে ঢুকিয়ে দেন। তারা বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ!

আমাদেরকে তাদের আমলগুলো জানিয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ তারা তাদের উপর অত্যাচারকারীদেরকে ক্ষমা করে দেয়। যারা তাদের সাথে খারাপ আচরণ করে তাদের সাথে তারা ভাল আচরণ করে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে যা কিছু দান করেন তাতে তারা অন্যদেরকে অংশীদার করে।

হাদীছটি জাল।

এটি আবূ নো'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" (১/৮) গ্রন্থে তাবারানীর সূত্রে এবং তার থেকে ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" (৩/১৫১) গ্রন্থে সা'ঈদ ইবনু আবী যায়দূন হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু হারূণ হতে তিনি আওযা'ঈ হতে... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। সা'ঈদ ও আব্দুল্লাহকে আমি চিনি না। হাফিয যাহাবী আব্দুল্লাহকে "আল-মীযান" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

আওযা'ঈ হতে তাকে চেনা যায় না। আবদালদের আখলাক সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছ মিথ্যা।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সেটিই এটি। হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে তা স্বীকার করেছেন।

হাদীছটি সুয়ূতী "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করে হাসান হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে ত্রুটি করেছেন। এতে করে পরবর্তী যুগের কেউ কেউ ধোঁকায় পড়ে হাদীছটি হাসান বলেছেন।

মানাবী হাদীছটির সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হয়ে যাহাবীর ভাষ্য উল্লেখ করে বলেছেন ঃ হাদীছটিকে ইবনুল জাওযী বানোয়াট হিসাবে হুকুম লাগিয়েছেন। আর লেখক "মুখতাসারুল মাওযূ'আত" গ্রন্থে তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আব্দাল সম্পর্কে যত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর কোনটিই সহীহ নয়। সবগুলোতেই সমস্যা রয়েছে। একটি অপরটি চেয়ে বেশী দুর্বল।

٩٣٦. (الأَبْدَالُ فِيْ هَذِهِ الأُمَّةِ ثَلاثُوْنَ، مِثْلُ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِ الرَّحْمَنِ عَزَّوَجَلَّ، كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبْدَلَ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى مَكَانَهُ رَجُلاً).

৯৩৬। এ উম্মাতের মধ্যে ইব্‌রাহীম খালীলুর রহমানের ন্যায় আবদালরা হচ্ছে ত্রিশজন। যখনই কোন একজন মারা যায় তখনই আল্লাহ্ তা'আলা অন্য একজনকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন।

হাদীছটি মুনকার।

এটি ইমাম আহমাদ (৫/৩২২), হায়ছাম ইবনু কুলায়িব তার "মুসনাদ" (১৫৯/১-২) গ্রন্থে, আল-খাল্লাল "কারামাতুল আওলিয়া" (কাফ ১/২) গ্রন্থে, আবূ নো'য়াইম "আখবারু আসফাহান" (১/১৮০) গ্রন্থে এবং তার থেকে ইবনু আসাকির "আত-তারীখ" (১/৬৭/২) গ্রন্থে হাসান ইবনু যাকুওয়ান হতে তিনি আব্দুল ওয়াহেদ ইবনু কায়েস হতে তিনি ওবাদাহ ইবনুস সামেত (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমাদ বলেন ঃ হাদীছটি মুনকার।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তাতে দু'টি সমস্যা রয়েছে ঃ

১। আব্দুল ওয়াহেদ ইবনু কায়েস বিতর্কিত ব্যক্তি। তাকে এক বর্ণনায় ইবনু মা'ঈন ও আবূ যুর'আহ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। অন্য এক বর্ণনায় ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি সেরূপ ও তার নিকটবর্তীও ছিলেন না। আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন। সালেহ ইবনু মুহাম্মাদ বাগদাদীও অনুরূপ কথা বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ

আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন অথচ তিনি তার থেকে শুনেননি।

হাফিয যাহাবী বলেন ঃ তিনি আবূ হুরাইরাহ (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেননি। তার থেকে তার বর্ণনা মুরসাল। তিনি উরওয়াহ ও নাফে'কে পেয়েছিলেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ অতএব তিনি ওবাদাহ ইবনু সামেতকে পাননি। সনদটি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন)।

২। হাসান ইবনু যাকুওয়ান, তিনিও বিতর্কিত ব্যক্তি। তাকে জামহূর (অধিক সংখ্যক মুহাদ্দিছ) দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম আহমাদ বলেন ঃ তার হাদীছগুলো বাতিল। ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি আজব আজব বস্তুর অধিকারী।

ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি সত্যবাদী ভুলকরতেন এবং তাদলীস করতেন।

উপরের আলোচনায় যা জানা গেল তাতে হায়ছামীর কথা সন্দেহ জাগায়। তিনি "মাজমা'উয যাওয়ায়েদ" (১০/৬২) গ্রন্থে এবং তার তাকলীদ করে সুয়ূতী "আল-হাবী" (২/৪৬১) গ্রন্থে বলেন ঃ

হাদীছটি ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন। আব্দুল ওয়াহেদ ইবনু কায়েস ব্যতীত তার বর্ণনাকারীগণ সহীহ বর্ণনাকারী। তাকে আজালী এবং আবূ যুর'আহ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন আর অন্য বিদ্বানগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। সুয়ূতী উল্লেখ করেননি যে, তাকে অন্য বিদ্বানগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

এ হতে দু'টি সন্দেহ জাগে ঃ

১। আব্দুল ওয়াহেদ ও উবাদাহ (ﷺ)-র মধ্যে ইনকিতা' (বিচ্ছিন্নতা) নেই। অথচ তেমনটি নয়।

২। হাসান ইবনু যাকুওয়ান নির্ভরযোগ্য। কারণ তার বর্ণনাকারীগণ "সহীহ বর্ণনাকারী" বলে তাকে যে দুর্বল আখ্যা দেয়া হয়েছে তা উল্লেখ না করে চুপ থাকা হয়েছে এবং তার তাদলীস করার বিষয়টিও এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সুয়ূতী "আল-লাআলী" (২/৩৩২) গ্রন্থে যে বলেছেন ঃ সনদটি হাসান, এ ব্যাখ্যা দ্বারা তা ভুল প্রমাণিত হচ্ছে। অনুরূপভাবে ইবনু ইরাক যে (২/৩০৭) বলেছেন ঃ তার সনদটি সহীহ তাও ভুল।

হাদীছটি ওবাদাহ ইবনুস সামেত হতে অন্য শব্দে বর্ণিত হয়েছেঃ

''لا يزال في أمتي ثلاثون، بهم تقوم الأرض، وبهم تمطرون، وبهم تنصرون''

'আমার উম্মাতের মধ্যে সর্বদা ত্রিশ ব্যক্তি থাকবে যাদের দ্বারা যমীন প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তাদের কারণেই তোমাদেরকে পানি দেয়া হয় আর তাদের কারণেই তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে।'

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ হাদীছটিও দুর্বল। তাতে এমন ব্যক্তি রয়েছেন যাকে চেনা যায় না।

হায়ছামী (১০/৬৩) বলেন ঃ হাদীছটি তাবারানী আম্‌র আল-বায্‌যার সূত্রে আম্বাসাহ আল-খাওয়াস হতে বর্ণনা করেছেন। তারা দু'জনকেই আমি চিনি না।

٩٣٧. (إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْضِهَا، نَقَضَتْ شَعْرَهَا، وَغَسَلَتْ بِالْخَطْمِيِّ وَالأُشْنَانِ، وَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ لَمْ تَنْقُضْ رَأْسَهَا، وَلَمْ تَغْسِلْ بِالْخَطْمِيِّ وَالأُشْنَانِ).

৯৩৭। মহিলা যখন তার মাসিক হতে (পবিত্রতার জন্য) গোসল করবে তখন সে তার চুল খুলে খাতমী (বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ) ও আশনান (এক ধরনের পাতা) দ্বারা ধুয়ে ফেলবে। যখন জানাবাতের কারণে গোসল করবে তখন তার মাথার চুল খুলবে না, খাতমী ও আশনান দ্বারাও ধুবে না।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি আল-খাতীব "তালখীসুল মুতাশাবেহ" (২/৩৪/১) গ্রন্থে এবং বাইহাকী "আস-সুনানুল কুবরা" (১/১৮২) গ্রন্থে মুসলিম ইবনু সুবায়েহ হতে দু'টি সূত্রে হাম্মাদ ইবনু সালামা হতে তিনি ছাবেত হতে তিনি আনাস (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

এ সূত্রে দারাকুতনীও "আল-আফরাদ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যেমনটি "নাসবুর রায়াহ" (১/৮০) গ্রন্থে এসেছে। আল-খাতীব বলেন ঃ

আলী ইবনু উমার (দারাকুতনী) বলেন ঃ হাম্মাদ ইবনু সালামার হাদীছ হতে এ হাদীছটি গারীব। হাম্মাদ হতে মুসলিম ইবনু সুবায়েহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আমরা এটিকে একমাত্র এ সূত্রেই লিখেছি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এই মুসলিম ইবনু সুবায়েহ এককভাবে বর্ণনা করায় হাদীছটি দুর্বল। তিনি মাজহূলদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ কে তার জীবনী রচনা করেছেন পাচ্ছি না। মুসলিম ইবনু সুবায়েহ আল-হামদানীর সাথে তার মিল হয়ে যেতে পারে। যার থেকে ছয়টি গ্রন্থের লেখকগণ বর্ণনা করেছেন। অথচ তিনি এ ব্যক্তি নন। কারণ এই মুসলিম পরবর্তী যুগের, ইমাম আহমাদের শাইখদের স্তরের। আর সেই হামাদানী একজন তাবে'ঈ ইবনু আব্বাস (ﷺ) ও অন্যদের থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি পরিচিত নির্ভরযোগ্য। "আত-তাহযীব" গ্রন্থে ইবনু হাজার তার জীবনী আলোচনা করেছেন।

তাবারানী "আল-মুজা'মুল কাবীর" (১/৩৭/২) গ্রন্থে মুসলিম ইবনু সুবায়েহ-এর স্থলে সালামা ইবনু সুবায়েহ আল-ইয়াহমাদীকে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার জীবনীও পাচ্ছি না। অর্থাৎ তিনিও মাজহূল।

শাওকানীও হাদীছটি "নায়লুল আওতার" (১/২১৭) গ্রন্থে উল্লেখ করে হুকুম না লাগিয়ে চুপ থেকেছেন। তিনি তা দ্বারা হাদীছটি সমস্যা হতে নিরাপদ এরূপ সন্দেহ জাগিয়েছেন। আসলে তা নয়, সতর্ক থাকা জরুরী।

তবে আয়েশা (ﷺ)-এর হাদীছে এসেছে নাবী (ﷺ) তাকে হায়েযের ক্ষেত্রে নির্দেশ দিয়েছেন তুমি তোমার চুল খুলে গোসল করো।' এ সহীহ হাদীছটি প্রমাণ করছে যে, হায়েয হতে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসলের ক্ষেত্রে চুল খুলে ফেলা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে জানাবাত হতে গোসলের ক্ষেত্রে চুল খুলা ওয়াজিব নয়। এটিই সঠিকের নিকটবর্তী মত। "আল-আহাদীছুস সাহীহাহ" (১৮৮) গ্রন্থে আয়েশা (ﷺ) হতে বর্ণিত এ হাদীছটির উপর আলোচনার সময় বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

٩٣٨. (لاَ تَضْرِبُوْا إِمَاءَكُمْ عَلَى كَسْرِ إِنَائِكُمْ، فَإِنَّ لَهَا آجَالاً كَآجَالِ النَّاسِ).

৯৩৮। পাত্র ভাংগার কারণে তোমরা তোমাদের দাসীদেরকে প্রহার করো না। কারণ লোকদের মৃত্যুর সময়ের ন্যায় তারও (পাত্রের) মৃত্যুর সময় রয়েছে।

হাদীছটি মিথ্যা।

এটি আবূ নো'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" (১০/২৬) গ্রন্থে আবূ দুলাফ আব্দুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ হতে তিনি ইয়াকূব ইবনু আব্দির রহমান আদ-দা'আ হতে তিনি জা'ফার ইবনু আসেম হতে তিনি আহমাদ ইবনু আবিল হাওয়ারী হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। তাতে বহু সমস্যা রয়েছে ঃ

১। এই আবূ দুলাফকে আল-খাতীব "তারীখু বাগদাদ" (১০/৪৬৫) গ্রন্থে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি।

২। ইয়াকূব ইবনু আব্দির রহমান আদ-দা'আ হচ্ছেন আবূ ইউসুফ আল-জাস্সাস। তার সম্পর্কে আল-খাতীব (১২/২৯৪) বলেন ঃ

তার হাদীছের মধ্যে বহু সন্দেহ রয়েছে। আবূ মুহাম্মাদ ইবনু গুলাম আয-যুহরী বলেন ঃ তার দ্বারা সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। তিনি ৩৩১ সালে মৃত্যু বরণ করেন।

৩। জা'ফার ইবনু আসেমের জীবনী কে আলোচনা করেছেন পাচ্ছি না।

৪। হাদীছটি হাসান বাসরী কর্তৃক আন্ আন্ করে বর্ণনাকৃত। তিনি তাদলীস করতেন।

মানাবী এ হাদীছটি সম্পর্কে বলেন ঃ

হাদীছটি হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে আল-আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ আশ-শারকীর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ আল-খাতীব "আল-মুলাখ্খাস" গ্রন্থে (সম্ভবত সঠিক হচ্ছে "আত-তালখীস") তাকে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ তিনি ইবনুল মাদীনী হতে মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ যাহাবীর "আল-মীযান" গ্রন্থে, "আয-যো'য়াফা" গ্রন্থে ও হাফিয ইবনু হাজারের "লিসানুল মীযান" গ্রন্থে এর জীবনী পাচ্ছি না। জানি না মানাবী কোথা হতে নকল করেছেন।

হাদীছটি ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" (২/২৯৫-২৯৬) গ্রন্থে তার সনদে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ আমার পিতা বলেন ঃ এ ঘটনাটি মিথ্যা।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার সনদে ওয়াহাব ইবনু দাউদ রয়েছেন। তার সম্পর্কে আল-খাতীব বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন। তাতে এমন ব্যক্তিও রয়েছেন যাকে চিনি না।

٩٣٩. (اسْتَاكُوْا وَتَنَظَّفُوْا، وَأَوْتِرُوْا فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ).

৯৩৯। তোমরা মিসওয়াক কর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হও এবং বেতর আদায় কর। কারণ বেত্রকে আল্লাহ্ ভালবাসেন।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি ইবনু আবী শাইবাহ (১/৬৩/১) ওয়াকী' হতে তিনি সুফিয়ান হতে তিনি মূসা ইবনু আবী আয়েশা হতে তিনি সুলায়মান ইবনু সা'আদ হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল। সুলায়মান ইবনু সা'আদ ছাড়া সকলেই নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। তিনি মাজহূল তাবে'ঈ। তাকে ইবনু আবী হাতিম

"আল-জারহু ওয়াত তা'দীল" (২/১/১১৮) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন, এটি মুরসাল... ।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই উল্লেখ করেননি। কোন কোন দুর্বল ব্যক্তি ভুল করে তার নাম সুলায়মান ইবনু সার্‌দ রেখে হাদীছটি মুসনাদ করে ফেলেছেন। কারণ ইবনু সার্‌দ একজন সাহাবী। এই ভুল কারী দুর্বল ব্যক্তি হচ্ছেন ইসমা'ঈল ইবনু আম্‌র আল-বাজালী।

এটি তাবারানী "আল-আওসাত" (১/৫৯/২) গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ সুলায়মান হতে একমাত্র এ সনদেই বর্ণনা করা হয়েছে।

এই বাজালী দুর্বল। তাকে একাধিক ব্যক্তি দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। যেমনটি যাহাবী "আয-যো'য়াফা" গ্রন্থে বলেছেন।

হায়ছামী "মাজমা'উয যাওয়ায়েদ" (২/২৪০) গ্রন্থে বলেন ঃ তাতে ইসমা'ঈল ইবনু আম্‌র আল-বাজালী রয়েছেন। তাকে আবূ হাতিম, ইবনু আদী ও দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর ইবনু হিব্বান নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।

٩٤٠. (إِذَا شَرِبْتُمْ فَاشْرَبُوْا مَصًّا، وَإِذَا اسْتَكْتُمْ فَاسْتَاكُوْا عَرْضًا).

৯৪০। তোমরা যখন পান করবে তখন চুসে পান কর আর যখন মিসওয়াক করবে তখন পার্শ্ব ভাবে মিসওয়াক কর।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি বাইহাকী (১/৪০) আবূ দাউদ সূত্রে তার "মারাসীল" গ্রন্থে হুশায়েম হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু খালেদ আল-কুরাশী হতে তিনি আতা ইবনু আবী রাবাহ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ... ।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ মুরসাল হওয়ায় এ সনদটি দুর্বল। হুশায়েম কর্তৃক আন্ আন্ করে বর্ণিত হয়েছে। তিনি মুদাল্লিস এবং কুরাশী মাজহূল। সুয়ূতীও হাদীছটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তিনি তাতে ঠিক করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "তাকরীবুত তাহযীব" গ্রন্থে বলেছেন ঃ এই আল-কুরাশী মাজহূল। ইবনুল কাত্তান বলেন ঃ তাকে চেনা যায় না। হাফিয যাহাবীও "আল-মীযান" গ্রন্থে অনুরূপ কথাই বলেছেন।

٩٤١. (كَانَ يَسْتَاكُ عَرْضًا، وَيَشْرَبُ مَصًّا، وَيَقُوْلُ: هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ).

৯৪১। তিনি পার্শ্বভাবে মিসওয়াক করতেন, চুসে (পানি) পান করতেন এবং বলতেন ঃ এরূপই বেশী আরামদায়ক, তৃপ্তিদায়ক ও বেশী রোগ নিরাময়কারী।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি ইবনু হিব্বান "আল-মাজরূহীন" (১/১৯৯) গ্রন্থে, তাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" (১/১২৩/১-২) গ্রন্থে, ইবনু শাহীন "আল-খামেসু মিনাল আফরাদ" (৩১-৩২) গ্রন্থে, বাইহাকী তার "সুনান" (১/৪০) গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকির (৪/৬৩/২) আল-ইয়ামান ইবনু আদী হতে তিনি ছুবায়েত ইবনু কাছীর আয-যব্বী হতে তিনি ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদ আল-আনসারী হতে তিনি সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব হতে তিনি বাহ্য হতে...বর্ণনা করেছেন।

ইবনু শাহীন বলেন ঃ সনদটি গারীব, মতনটি (ভাষাটি) হাসান। বাহ্যের বংশ পরিচয় জানি না, এ হাদীছটি ছাড়া তার অন্য কোন হাদীছও চিনি না।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটির সমস্যা হচ্ছে এই ছুবায়েত, তিনি দুর্বল। যেমনটি হায়ছামী (২/১০০) শুধুমাত্র তাবারানীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করার পর বলেছেন।

ইবনু হিব্বান দ্বন্দ্বে ভুগেছেন। তিনি তাকে নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন আবার দুর্বলদেরও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ... । তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। ইবনু আদী বলেন ঃ

তিনি পরিচিত নন। হাফিয ইবনু হাজার "আত-তালখীস" (পৃঃ ২৩) গ্রন্থে বলেন ঃ

তিনি দুর্বল। আর আল-ইয়ামান ইবনু আদী তার চেয়েও বেশী দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার ন্যায় দুর্বল বর্ণনাকারী তার মুতাবা'য়াত করেছেন। তবে তিনি সনদে তার বিরোধিতা করেছেন। তিনি হচ্ছেন আলী ইবনু রাবী'আহ আল-কুরাশী।

এটি আবূ বাক্র আশ-শাফে'ঈ "আল-ফাওয়ায়েদ" (১০/১১০/২) গ্রন্থে, উকায়লী "আয-যো'য়াফা" (পৃঃ ২৯৫) গ্রন্থে এবং বাইহাকী বর্ণনা করেছেন।

উকায়লী বলেন ঃ এটি সহীহ নয়। আলী ইবনু রাবী'আহ আল-কুরাশী বর্ণনার ক্ষেত্রে মাজহূল। তার হাদীছ নিরাপদ নয়। তার চেয়ে দুর্বল ব্যক্তি ছাড়া তার মুতাবা'য়াত করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি ছুবায়েত ইবনু কাছীরের দিকে ইঙ্গিত করছেন।

ইবনু আবী হাতিম (৩/১/১৮৫) এই কুরাশী সম্পর্কে তার পিতার উদ্ধৃতিতে বলেন ঃ তিনি দুর্বলতার ক্ষেত্রে ইয়াযীদ ইবনু আয়াযের ন্যায় ।

হাদীছের ক্ষেত্রে আবূ হাতিমের নিকট এই ইয়াযীদ দুর্বল, মুনকারুল হাদীছ। অন্য বিদ্বানগণ তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আত-তালখীস" (পৃঃ ২৩) গ্রন্থে হাদীছটি উকায়লী ও বাইহাকীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ সনদটি খুবই দুর্বল।

٩٤٢. (كَانَ يَسْتَاكُ عَرْضًا، وَلاَ يَسْتَاكُ طُوْلاً).

৯৪২। তিনি পার্শ্বভাবে মিসওয়াক করতেন, লম্বালম্বিভাবে মিসওয়াক করতেন না।

হাদীছটি খুবই দুর্বল।

এটি আবূ নো'য়াইম "কিতাবুস সিওয়াক" গ্রন্থে আয়েশা (ﷺ)-এর হাদীছ হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আত-তালখীস" (পৃঃ ২৩) গ্রন্থে বলেন ঃ তার সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু হাকীম রয়েছেন, তিনি মাতরূক। ইবনু হিব্বান (২/২৭) বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উপর হাদীছ জাল করতেন। তিনি মালেক, ছাওরী ও মিস'আরের উদ্ধৃতিতে এমন ধরনের হাদীছ বর্ণনা করেছেন যেগুলো তাদের হাদীছ নয়।

٩٤٣. (كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، ثُمَّ لاَ يَعُوْدُ).

৯৪৩। তিনি যখন সালাত শুরু করতেন তখন তাঁর দু' হাত উত্তোলন করতেন। অতঃপর এরূপ আর করতেন না।

হাদীছটি বাতিল ও বানোয়াট।

এটি বাইহাকী তার "খুলাফিয়াত" গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু গালিব হতে তিনি আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-বারতী হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আউন আল-খাররায হতে তিনি মালেক হতে তিনি যুহরী হতে তিনি সালেম হতে তিনি ইবনু উমার (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বাহ্যিকভাবে সনদটি ভাল। এর দ্বারা কোন কোন হানাফী মতাবালম্বী ব্যক্তি ধোঁকায় পড়েছেন। হাফিয মুগলাতাই বলেন ঃ তার সনদে সমস্যা নেই।

জানি না কিভাবে এ ধরনের হাফিয ব্যক্তি এমন কথা বলেন। অথচ বুখারী, মুসলিম, সুনানুল আরবা'আহ ও মাসানীদ গ্রন্থ সমূহে মালেক হতে উক্ত সনদে ইবনু উমার (ﷺ) হতে রুকূতেও (যাওয়ার ও উঠার সময়) দু' হাত উঠানোর প্রসিদ্ধ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে হাদীছটির বর্ণনাকারী বাইহাকী ও তার শাইখ হাকিম উভয়ে সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন ঃ হাদীছটি বাতিল, বানোয়াট। আশ্চর্য হবার ও তার ত্রুটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য ছাড়া এটিকে উল্লেখ করাই না জায়েয। আমরা মালেক হতে সুস্পষ্ট বহু সনদে এর বিপরীত হাদীছ বর্ণনা করেছি।

হাদীছের অনুসারীদের বিপক্ষে হানাফী মাযহাবের চরমভক্ত শাইখ মুহাম্মাদ আব্দুর রাশীদ আন-নু'মানী "মা তামুস্সু এলাইহিল হাজাতু লিমাই ইউতালেউ সুনানু ইবনে মাজাহ" (পৃঃ ৪৮-৪৯) গ্রন্থে বাইহাকী ও হাকিমের সমালোচনা করে বলেছেন ঃ

ত্রুটির বিবরণ না দিয়ে শুধুমাত্র হাদীছটি দুর্বল হুকুম লাগানোর দ্বারা দুর্বলতা সাব্যস্ত হয় না। ইবনু উমারের এ হাদীছটির বর্ণনাকারীগণ সহীহ বর্ণনাকারী। এর পরে হাদীছটির দুর্বলতার কোন কারণ দেখছি না। ... এ হাদীছটি আমার নিকট সহীহ!

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার এ বক্তব্য দু'টি বস্তুর একটির প্রমাণ বহন করে ঃ

হয় এ ব্যক্তি মুহাদ্দিছগণের নিকট নির্ধারিত নিয়ম নীতির পরওয়া করেন না, না হয় তিনি সে বিষয়ে অজ্ঞ। অধিকাংশ ধারণা প্রথমটিই তার কাছে বিদ্যমান। কারণ আমি এমন ধারণা রাখি না যে, অজ্ঞতা হেতু তিনি সহীহ হাদীছের সংজ্ঞাই জানেন না। যে হাদীছ সনদের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছন্নভাবে ন্যায় পরায়ণ (নির্ভরযোগ্য) এবং পূর্ণাঙ্গ আয়ত্বশক্তি ও হেফযের গুণাবলী সম্বলিত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে শায এবং ত্রুটিহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে তাকেই বলা হয় সহীহ হাদীছ।

যখন অবস্থা এই তখন বলতে হচ্ছে যে, মুহাদ্দিছগণের নিকট সহীহ হাদীছ কাকে বলে সে সম্পর্কে তিনি হয় অজ্ঞ, না হয় তিনি সহীহ হাদীছের কোন একটি শর্তের বিষয়ে অজ্ঞ। আর সেটি হচ্ছে হাদীছটি শায না হওয়া। ইমাম হাকিম ও বাইহাকী ইঙ্গিত দিয়েছেন যে হাদীছ শায হতে নিরাপদ নয়। তাদের উভয়ের এ কথা 'আমরা মালেক হতে সুস্পষ্ট বহু সনদে এর বিপরীত হাদীছ বর্ণনা করেছি' তারই প্রমাণ বহন করছে

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাকিম ও বাইহাকী শুধুমাত্র দাবীর দ্বারা হাদীছটি বাতিল হওয়ার হুকুম লাগাননি। যেমনটি আন-নু'মানী সাহেব ধারণা করেছেন। বরং যিনি বুঝবেন তার জন্য তার সঙ্গে দলীলও নিয়ে এসেছেন। সেটি হচ্ছে শায হওয়া।

(শাযঃ গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি তার মতই একাধিক বা তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তির বিরোধিতা করে যে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন সেটিকেই বলা হয় শায হাদীছ)।

এ ছাড়া হাদীছটির উপর যে হুকুম লাগানো হয়েছে তাকে শক্তিশালী করবে এরূপ আরো দলীল সামনের আলোচনায় আসবে।

যদি হাদীছটি বাতিল হওয়ার জন্য অন্য কোন দলীল নাও থাকতো তাহলে ইমাম মালেকের "আল-মুওয়াত্তা" (১/৯৭) গ্রন্থে এর বিপক্ষে হাদীছ বর্ণিত হওয়ায় তাই তা বাতিলের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আমরা দেখছি বহু গ্রন্থ রচনাকারী ও বর্ণনাকারী ইমাম মালেক হতে আলোচ্য হাদীছটির বিপরীত হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী, আবূ আওয়ানাহ, নাসাঈ, দারেমী, শাফে‘ঈ, তাহাবী ও আহমাদ বিভিন্ন সূত্রে মালেক হতে তিনি ইবনু শিহাব হতে তিনি সালেম ইবনু আব্দিল্লাহ হতে তিনি তার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

‘রাসূল (ﷺ) তার দু’ হাত তাঁর কাঁধ বরাবর উঠাতেন যখন সালাত আরম্ভ করতেন, যখন রুকূ‘র জন্য তাকবীর দিতেন এবং যখন রুকূ‘ হতে তাঁর মাথা উঠাতেন।’ (আল-হাদীছ) ভাষাটি ইমাম মালেক হতে ইমাম বুখারীর।

বাস্তবতা এই যে, বাতিল হাদীছটির বিপরীতে এ হাদীছটি এ বাক্যে ইমাম মালেক হতে মুতাওয়াতির বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। ইবনু আব্দিল বার ইমাম মালেক হতে বর্ণনাকারীগণের নাম উল্লেখ করেছেন। যারা সংখ্যায় ত্রিশজনের মত।

তাছাড়া একদল নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ইবনু শিহাব হতে সহীহ হাদীছটি বর্ণনার ক্ষেত্রে তার (মালেকের) সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

এ হাদীছটিও ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ আওয়ানাহ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, তাহাবী, দারাকুতনী, ইমাম শাফে‘ঈ, ইমাম আহমাদ বিভিন্ন সূত্রে ইবনু শিহাব হতে বর্ণনা করেছেন।

‘......তাতে বলা হয়েছে ইবনু উমার বলেন ঃ আমি রাসূল (ﷺ)-কে দেখেছি সালাত শুরু করার সময়, রুকূ‘তে যাবার সময়, রুকূ‘ হতে উঠার সময় দু’ হাত উঠাতেন।’

ইবনু উমারের দাস নাফে‘ বর্ণনাকারী সালেমের মুতাবা‘য়াত করেছেন। তাতে চার স্থানে দু’ হাত উঠানোর কথা বলা হয়েছে। চতূর্থ স্থানটি হচ্ছে দু’ রাকা‘আত শেষ করে তৃতীয় রাকা‘আতের জন্য দাঁড়িয়ে।

এটি ইমাম বুখারী, আবূ দাঊদ, বাইহাকী বর্ণনা করেছেন।

ইবনু উমার (ﷺ) হতে এরূপ আরো বর্ণনা এসেছে। আমরা যখন এটি বুঝলাম, তখন ইবনু উমার (ﷺ) হতে এ সব বর্ণনা ও সহীহ সূত্রগুলো আলোচ্য হাদীছটি বিভিন্ন ভাবে বাতিল হওয়ার প্রমাণ বহন করে ঃ

১। আলোচ্য হাদীছে একজন বর্ণনাকারী ইমাম মালেক হতে সকল বর্ণনাকারীর বিপরীত বর্ণনা করেছেন। যে দিকে ইমাম হাকিম ও বাইহাকী ইঙ্গিত করেছেন। বিশেষ করে যাদের বিরোধিতা করে বর্ণনা করা হয়েছে তারা সংখ্যায় মুতাওয়াতির পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। একজন ব্যক্তি কর্তৃক এর চেয়ে কম সংখ্যক বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করাতেই তার হাদীছটি শায ও পরিত্যক্ত হিসাবে গণ্য হয়।

২। ইমাম মালেকের নিকট যদি জানা থাকতো যে, এ আলোচ্য হাদীছটি তার থেকেই বর্ণনাকৃত, তাহলে তিনি সেটি অবশ্যই “আল-মুওয়াত্তায়” বর্ণনা করতেন

এবং তার উপর আমল করতেন। কিন্তু উভয়টি তার থেকে সংঘটিত হয়নি। কারণ তিনি আলোচ্য হাদীছের বিপরীত বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তার উল্টা আমল করেছেন। খাত্তাবী ও কুরতুবী বলেন ঃ ইমাম মালেকের এটিই হচ্ছে শেষ মত।

৩। ইবনু উমার (রাঃ) রাসূল এর মৃত্যুর পরে উল্লিখিত সময়গুলোতে হাত উঠানোর উপরেই সর্বদা আমল করেছেন। যেমনটি পূর্বের হাদীছ উল্লেখ করার সময় বুঝা গেছে। তাছাড়া তার নিকট যদি আলোচ্য হাদীছটি সাব্যস্ত হত তাহলে তিনি অবশ্যই তার উপর আমল করতেন। কিন্তু তার থেকে তা না হয়ে উল্টাটি সাব্যস্ত হয়েছে। তিনি যখন কোন ব্যক্তিকে দেখতেন যে, সে রুকূ' করার সময় এবং রুকূ' হতে উঠার সময় তার দু' হাত উঠাচ্ছে না তখন তিনি তাকে পাথর ছুঁড়ে মারতেন। এটি ইমাম বুখারী "রাফ'উল ইয়াদায়েন" (পৃঃ ৮) গ্রন্থে, আব্দুল্লাহ ইবনু ইমাম আহমাদ তার "মাসায়েল আন আবীহি" গ্রন্থে এবং দারাকুতনী (১০৮) তার থেকে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তাহাবী যে তার থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি শুধুমাত্র প্রথম তাকবীরের সময় হাত উঠিয়েছেন, সেটিও শায।

৪। ইবনু উমার হতে যিনি আলোচ্য হাদীছটি বর্ণনা করেছেন তাদের ধারণা মতে তিনি হচ্ছেন তারই ছেলে সালেম। অথচ সালেম হতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি উল্লিখিত সময়গুলোতে সালাতে দু' হাত উঠাতেন। যেমনটি তিরমিযী তার থেকে বর্ণনা করেছেন। যে হাদীছটি সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, তিনি (সালেম) তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন সেটি যদি সত্য হতো তাহলে অবশ্যই তিনি তার বিরোধিতা করে উল্টা আমল করতেন না।

অতএব এ সব কিছু প্রমাণ করছে যে, হাকিম ও বাইহাকী হাদীছটি সম্পর্কে বাতিল বলে যে হুকুম লাগিয়েছেন তাই সঠিক।

শাইখ আন-নু'মানী যে বলেছেন ঃ এটি আমার নিকট সহীহ। তা অসম্ভব কথা।

উক্ত শাইখ যে বলেছেন ঃ সর্বোচ্চ বলা যেতে পারে যে, ইবনু উমার (রাঃ) কখনও কখনও রাসূল (ﷺ)-কে হাত উঠাতে দেখেছেন। ফলে তিনি সেই অবস্থার সংবাদ দিয়েছেন। আর কখনও কখনও তাঁকে হাত উঠাতে দেখেননি। তখন তিনি সেই অবস্থার সংবাদ দিয়েছেন। তার প্রত্যেকটি হাদীছ এরূপ প্রমাণ বহন করে না যে নির্দিষ্ট করে তিনি একটির উপর সর্বদা আমল করেছেন। এ ছাড়া 'কানা' শব্দটি স্থায়িত্বের প্রমাণ বহন করে না। অধিকাংশ সময়ের প্রমাণ বহন করে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ দু'টি বর্ণনাকে এভাবে একত্রিত করাও বাতিল। কারণ দু'টি বর্ণনাকে একত্রিত করার শর্ত হচ্ছে এই যে, উভয়টিই সাব্যস্ত হতে হবে। এখানে একটি সহীহ আর অপরটি বাতিল। অতএব এরূপ দু' মেরুর বর্ণনাকে একত্রিত করা জায়েয নয়। কিভাবে এটি সম্ভব যে একই বর্ণনাকারী একবার বললেন ঃ তিনি হাত উঠাতেন না আবার বললেন যে তিনি হাত উঠাতেন। বর্ণনাকারী নিজেও

কি একবারের জন্য উভয় ভাষাকে একত্রিত করেছেন? করেননি। এরূপ একত্রিত করণের দৃষ্টান্ত হাদীছের মধ্যে রয়েছে বলে আমরা জানি না! দু'টি সহীহ বর্ণনার ক্ষেত্রেই একত্রিত করণের দৃষ্টান্ত রয়েছে।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, বুঝলাম হাদীছটি বাতিল। তবে এ সমস্যাটি কার থেকে সৃষ্টি হয়েছে? এ সমস্যা ইমাম মালেক হতে বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু আউন আল-খাররায হতে, না কি তার নিচের বর্ণনাকারী হতে সৃষ্টি হয়েছে?

উত্তরঃ মুহাম্মাদ ইবনু গালিব ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে এরূপ ভুলের সন্দেহ করা যায় না। তার উপাধি হচ্ছে তামতাম। যদিও তাকে দারাকুতনী নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। তবে তিনি এ কথাও বলেছেন ঃ তিনি ভুল করতেন। তিনি কতিপয় হাদীছে সন্দেহ করেছেন। ইবনুল মানাবী বলেন ঃ তার থেকে লোকেরা লিখেছেন। অতঃপর হাদীছ ও অন্য বস্তুর ক্ষেত্রে তার মন্দ খাসলতের কারণে তার থেকে অধিকাংশরাই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

বাহ্যিকতা প্রমাণ করছে যে, আলোচ্য হাদীছটির ক্ষেত্রে তিনিই ভুল করেছেন। সম্ভবত তার এ হাদীছটি সেই সবগুলোর একটি যেগুলোর দিকে দারাকুতনী ইঙ্গিত করেছেন।

٩٤٤. (نَهَى أن يَبُوْلَ الرَّجُلُ وَفَرْجُهُ بَادٍ إلى الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ).

৯৪৪। তিনি কোন ব্যক্তি কর্তৃক তার গুপ্তাঙ্গকে সূর্য ও চন্দ্রের দিকে প্রকাশ করে পেশাব করাকে নিষিদ্ধ করেছেন।

হাদীছটি বাতিল।

এটি হাকীম আত-তিরমিযী "কিতাবুল মানাহী" গ্রন্থে আব্বাদ ইবনু কাছীর হতে তিনি উছমান আল-আ'রাজ হতে তিনি হাসান হতে তিনি নাবী (ﷺ)-এর সাতজন সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন। তারা হচ্ছেন আবূ হুরাইরাহ, জাবের, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর, ইমরান ইবনু হুসায়েন, মা'কাল ইবনু ইয়াসার, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ও আনাস ইবনু মালেক (رضي الله عنهم)।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি নিষিদ্ধ বস্তুর বিষয়ে দীর্ঘ এক হাদীছ উল্লেখ করেছেন। "তানযীহুশ শারী'য়াহ" (২/৩৯৭-৪০১) গ্রন্থে পাঁচ পৃষ্ঠা ব্যাপী পূর্ণ হাদীছটি উল্লেখ করা হয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার "আত-তালখীস" (৩৭) গ্রন্থে তার একটি অংশ উল্লেখ করেছেন। এটি তার অংশ বিশেষ। অতঃপর বলেছেন ঃ এ হাদীছটি বাতিল, এর কোন ভিত্তি নেই। বরং এটি আব্বাদ কর্তৃক জালকৃত।

সুয়ূতী "যায়লুল আহাদীছিল মাওযূ'আহ" (পৃঃ ১৯৯) গ্রন্থে তার অনুসরণ করেছেন। হাফিয ইবনু ইরাকও তার অনুসরণ করে বলেছেন ঃ ইমাম নাবাবী

"শারহুহু আলাল মুহায্যাব" গ্রন্থে হাদীছটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ হাদীছটি বাতিল চেনা যায় না।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আজব ব্যাপার এই যে, এই বাতিল হাদীছের হুকুমটি হাম্বালী মাযহাবের কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ইবনু কুদামার "আল-মুগনী" (১/২৫-২৬) এবং ইবনু যূওয়ানের "মানারুল সাবীল" (১/১৯) গ্রন্থে। তিনি তার কারণ দর্শিয়ে বলেছেন ঃ চন্দ্র-সূর্যের সম্মানার্থে। প্রথম গ্রন্থটির টীকায় কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ বর্ণিত হয়েছে যে, উভয়ের সাথে ফেরেশতা থাকেন এবং আল্লাহর নাম তার উপর লিখা আছে! এ সব ব্যাখ্যার সমর্থনে সুন্নাহের মধ্যে কোন ভিত্তি নেই।

এ হাদীছটি বাতিল হওয়ার আরো প্রমাণ বহন করছে আবূ আইউব আনসারী হতে বর্ণিত মারফূ' হাদীছ ঃ

"لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا".

'তোমরা পায়খানা বা পেশাব করার সময় কিবলাকে সম্মুখে ও পিছন দিকে করো না। বরং তোমরা পূর্ব বা পশ্চিমমুখী হও।'

এটি বুখারী, মুসলিম, সুনান রচনাকারীগণ ও অন্য বিদ্বানগণ বর্ণনা করেছেন। হাদীছটিতে স্পষ্টভাবে চন্দ্র ও সূর্যকে সম্মুখে বা পিছনে করা জায়েয তা বলা হয়েছে। কারণ সূর্য ও চন্দ্র সাধারণত পশ্চিম বা পূর্ব দিকেই থাকে।

এ ছাড়া সহীহ হাদীছে (সাহীহাহ ১২৩) এসেছে, কিয়ামতের দিন চন্দ্র-সূর্যকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। উভয়টিকে আগুনে নিক্ষেপ শাস্তি দেয়ার জন্য না হলেও সম্মান দেখানোর জন্য নয়।

٩٤٥. (كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ، وَيَنْهَى عَنْهَا، وَيُوَاصِلُ وَيَنْهَى عَنِ الْوِصَالِ).

৯৪৫। তিনি আসরের পরে সালাত আদায় করতেন এবং তা হতে নিষেধ করতেন। তিনি সওমে বিসাল (না খেয়ে একাধিক দিন সওম পালন করা) করতেন আবার তিনি বিসাল করা হতে নিষেধ করতেন।

হাদীছটি মুনকার।

এটি আবূ দাউদ (১/২০১) ইবনু ইসহাকের সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু আম্‌র হতে তিনি আয়েশার (রাঃ) দাস যাকুওয়ান হতে (আয়েশা তাকে হাদীছ শুনিয়েছেন) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল। কারণ ইবনু ইসহাক মুদাল্লিস, তিনি আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন। তার এ হাদীছের বিপরীতে সহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। সেটি ইমাম আহমাদ (৬/১২৫) মিকদাম ইবনু শুরায়েহ হতে তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

আমি আয়েশা (ﷺ)-কে আসরের পরে সালাত আদায় করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'সালাত আদায় কর। রাসূল (ﷺ) তোমার জাতি ইয়ামানীদেরকে যখন সূর্যাদয় হবে তখন সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।'

আমি বলছি ঃ সনদটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।

উভয় হাদীছের মধ্যে দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট। তিনি সালাত আদায়ের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। সে সময়ে সালাত আদায় করা নিষেধ তাই যদি তিনি জানতেন যেমনটি ইবনু ইসহাকের বর্ণনায় এসেছে, তাহলে তিনি তার বিপরীত ফাতুওয়া দিতেন না। বরং আয়েশা হতে সাব্যস্ত হয়েছে, তিনি আসরের পরে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতেন। এটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

এ সব কিছু প্রমাণ করছে যে, ইবনু ইসহাকের হাদীছটি ভুল ও মুনকার।

এটি সালাতের দিক দিয়ে। আর সওমে বিসালের দিক দিয়ে; বুখারী, মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে একাধিক সাহাবার বর্ণনায় সওমে বিসাল নিষেধ হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে।

আলোচ্য হাদীছটি উম্মু সালামার হাদীছেরও বিপরীত হচ্ছে ঃ কারণ তিনি তাতে বলেছেন ঃ আমি রাসূল (ﷺ) হতে শুনেছি তিনি আসরের পরে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করা হতে নিষেধ করতেন। অতঃপর তাকে আমি সেই দু' রাকা'আত পড়তে দেখেছি। এ হাদীছের মধ্যে এসেছে তিনি ব্যস্ততার কারণে যোহরের পরের দু' রাকা'আত আদায় করতে না পারায় তিনি তা আসরের পরে আদায় করেছেন।

অতএব আসরের পরে কোন ছুটে যাওয়া সালাত থাকলে তা আদায় করা যাবে যদিও সেটি নফল সালাত হয়। এটিই অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মত।

হাফিয ইবনু হাজার "ফতহুল বারী" (২/৫১) গ্রন্থে, তার অনুসরণ করে সান'আনী "সুবুলুস সালাম" (১/১৭১) গ্রন্থে, অতঃপর শাওকানী "নায়লুল আওতার" (৩/২৪) গ্রন্থে আলোচ্য হাদীছটি উল্লেখ করে চুপ থেকেছেন। এ কারণেই আমি হাদীছটি এখানে উল্লেখ করে তার সমস্যাটি তুলে ধরেছি।

٩٤٦. (قَدِمَ عَلَيَّ مَالٌ فَشَغَلَنِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَنَقْضِيْهِمَا إِذَا فَاتَتَا؟ قَالَ: لَا).

৯৪৬। আমার নিকট সম্পদ আসলে তা আমাকে যোহরের পরে যে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করতাম এ দু' রাকা'আত হতে ব্যস্ত করে ফেলে। ফলে

আমি সেই দু' রাকা'আত এখন আদায় করলাম। আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল। যদি সে দু' রাকা'আত ছুটে যায় তাহলে আমরা কি তা আদায় করবো? তিনি বললেন ঃ না।

হাদীছটি মুনকার।

এটি ইমাম আহমাদ (৬/৩১৫), তাহাবী (১/১৮০) এবং ইবনু হিব্বান তার "সাহীহ" (৬২৩) গ্রন্থে ইয়াযীদ ইবনু হারূণ হতে তিনি হাম্মাদ ইবনু সালামা হতে তিনি আযরুক ইবনু কায়েস হতে তিনি যাকুওয়ান হতে তিনি উম্মু সালামা (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি বাহ্যিকভাবে সহীহ। কিন্তু ত্রুটিযুক্ত। ইবনু হাযম "আল-মুহাল্লাহ" (২/২৭১) গ্রন্থে বলেন ঃ হাদীছটি মুনকার। কারণ এটি হাম্মাদ ইবনু সালামার গ্রন্থ সমূহে নেই। এ ছাড়াও সনদটি মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন)। যাকুওয়ান উম্মু সালামা হতে শুনেননি।

তার প্রমাণ, আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী এ হাদীছটি হাম্মাদ ইবনু সালামা হতে তিনি আযরুক হতে তিনি যাকুওয়ান হতে তিনি আয়েশা হতে তিনি উম্মু সালামা হতে বর্ণনা করেছেন। তাতে "أفنقضيهما نحن؟ قال: لا" সে দু' রাকা'আত আমরা কি আদায় করবো? তিনি বললেন ঃ না।

এ অংশটুকু এই তায়ালিসীর বর্ণনায় নেই। অতএব এ বর্ধিত অংশটুকু যাকুওয়ান উম্মু সালামা হতে শুনেননি। জানি না তিনি কার নিকট হতে তা গ্রহণ করেছেন।

হাদীছটি বাইহাকী বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার "আত-তালখীস" (পৃঃ ৭০) গ্রন্থে তার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি এ বর্ধিত অংশটুকুর দ্বারা হাদীছটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

٩٤٧. (اسْتَقْبِلُوْا بِمَقْعَدَتِيْ الْقِبْلَةَ).

৯৪৭। তোমরা আমার বসার স্থানের কিবলাহ মুখী হও।

হাদীছটি মুনকার।

এটি ইমাম বুখারী "আত-তারীখুল কাবীর" (২/১/১৪৩) গ্রন্থে, ইবনু মাজাহ (১/১৩৬), তাহাবী (২/৩৩৬), দারাকুতনী (২২), তায়ালিসী (১/৪৬), আহমাদ (৬/১৩৭, ২১৯) এবং ইবনু আসাকির (৫/৫৩৭/১) মূসা, ওয়াকী', বাহায, ইয়াহইয়া ইবনু ইসহাক ও আসাদ ইবনু মূসা সূত্রে হাম্মাদ ইবনু সালামা হতে তিনি খালেদ আল-হায্যা হতে তিনি খালেদ ইবনু আবিস সাল্ত হতে তিনি আররাক ইবনু মালেক হতে তিনি আয়েশা (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ রাসূল (ﷺ)-এর নিকট উল্লেখ করা হল একটি সম্প্রদায় তাদের গুপ্তাংগের দ্বারা কিবলা সম্মুখে করাকে মন্দ জানছে। তিনি বললেন ঃ....।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল। তার বহু সমস্যা ঃ

১। হাম্মাদ ইবনু সালামার উপর মতভেদ করা হয়েছে।

- আবূ কামেল ফুযায়েল ইবনু হুসাইন পাঁচ বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করে আররাক এবং আয়েশার মধ্যে উমার ইবনু আব্দিল আযীযকে ঢুকিয়েছেন।
- ইয়াযীদ ইবনু হারূণও তাদের বিরোধিতা করে উমার ইবনু আব্দিল আযীযকে আররাক ও ইবনু আবিস সালতের মধ্যে ঢুকিয়েছেন।
- আলী ইবনু শাইবাহ তার বিরোধিতা করে আররাক ও আয়েশার মধ্যে উরওয়াহ ইবনুয যুবায়েরকে ঢুকিয়েছেন।

হাম্মাদের উপর এ মতভেতগুলো খুবই জটিল।

২। খালেদ আল-হায্যার উপরও মতভেদ করা হয়েছে।

- সনদে খালেদ আল-হায্যার ও আররাকের মধ্য হতে খালেদ ইবনু আবিস সালতকে রাখা হয়নি।
- আরেক সনদে খালেদ আল-হায্যার ও আররাকের মধ্যে নামহীন এক ব্যক্তিকে বর্ণনাকারী হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

এ গেলো সনদের মধ্যের ইযতিরাব।

৩। খালেদ ইবনু আবিস সাল্ত মাজহূল। তিনি ন্যায় পরায়ণতার দিক দিয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন না। আয়ত্ব শক্তির দিক দিয়েও পরিচিত নন। ইবনু আবী হাতিম (১/৩৩৬-৩৩৭) তাকে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। ইমাম আহমাদ স্পষ্টভাবে বলেছেন ঃ তিনি পরিচিত নন। আব্দুল হক ইশবীলী বলেন ঃ তিনি দুর্বল। হাফিয যাহাবী বলেন ঃ তাকে চেনা যায় না। খালেদ আল-হায্যা তার থেকে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীছটি মুনকার।

ইবনু হায্ম "আল-মুহাল্লা" (১/১৯৬) গ্রন্থে বলেন ঃ খালেদ ইবনু আবিস সালত মাজহূল। তিনি কে তা জানা যায় না।

৪। খালেদ ইবনু আবিস সালত নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী জা'ফার ইবনু রারী'আর বিরোধিতা করেছেন। কারণ তার বর্ণনায় এসেছে আয়েশা (ﷺ) তাদের কথা 'কিবলাকে সম্মুখে করো না' ইনকার করতেন। ।

এটি ইমাম বুখারী "আত-তারীখুল কাবীর" (২/১/১৪৩) গ্রন্থে, ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" (১/২৯) গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকির (৫/২৩৭/১) বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন ঃ এটিই বেশী সঠিক। অনুরূপ কথা ইবনু আসাকিরও বলেন।

৫। সনদে আররাক ও আয়েশার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা। ইমাম আহমাদ বলেন ঃ আররাক উরওয়ার মাধ্যমে আয়েশা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি আয়েশা হতে শ্রবণ করেননি। ইবনু আবী হাতিম হাদীছটি "আল-মারাসীল" (পৃঃ ১০৩-১০৪) গ্রন্থে উল্লেখ করে ইমাম আহমাদের বক্তব্যটিও উল্লেখ করেছেন।

৬। ভাষার মধ্যে অপ্রিয় বস্তু রয়েছে। নাবী (ﷺ) তার সাথীদেরকে হাদীছের মধ্যে 'আমভাবে পেশাব বা পায়খানা করার সময় কিবলাকে সম্মুখে ও পিছনে করতে নিষেধ করেছেন। ময়দানে হলে নিষেধ করেছেন এমন কথা হাদীছের মধ্যে উল্লেখ করা হয়নি।

এরূপ অসম্ভব যে রাসূল (ﷺ) তার সাথীদেরকে পেশাব বা পায়খানা করার সময় কিবলাকে সম্মুখে করতে নিষেধ করার পর তারা যখন তার অনুসরণ করবে তখন তিনি তাদেরকে তার অনুসরণ করতে নিষেধ করবেন।

٩٤٨. (إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَالْبُزَاقِ، وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ، أَوْ إِذْخِرَةٍ.{يَعْنِي الْمَنِيَّ}).

৯৪৮। সেটি (মানী) থুথু ও কপের স্থলাভিষিক্ত। তুমি তাকে নেকড়া বা ইযখির ঘাস দ্বারা মুছে ফেলবে, তাই তোমার জন্য যথেষ্ট।

হাদীছটি মারফূ' হিসাবে মুনকার।

এটি দারাকুতনী (৪৬) ও বাইহাকী ইসহাক ইবনু ইউসুফ আল-আযরাক সূত্রে শুরায়িক হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান হতে তিনি আতা হতে তিনি ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আব্বাস বলেন ঃ নাবী (ﷺ)-কে কাপড়ে মানী (বীর্য) লাগা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উপরোক্ত কথা বলেন।

মারফূ' হিসাবে শুরায়িক হতে ইসহাক আল-আযরাক ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান ইবনে আবী লায়লা নির্ভরযোগ্য হলেও তার হেফযে কিছু সমস্যা ছিল।

বাইহাকী হাদীছটি ওয়াকী'র সূত্রে ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। মওকূফ হওয়াটাই সহীহ।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটি মারফূ' হওয়ার ক্ষেত্রে তিনটি সমস্যা রয়েছে ঃ

১। মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান দুর্বল যেমনটি সে দিকে দারাকুতনী ইঙ্গিত করেছেন।

২। শুরায়িকও দুর্বল। তিনি ইবনু আব্দিল্লাহ আল-কাযী। শুরায়িক যে হাদীছের ক্ষেত্রে এককভাবে বর্ণনা করেছেন তিনি তাতে শক্তিশালী নন। দারাকুতনী ৯২৯ নং

হাদীছে এ কথাই বলেছেন। যদিও তিনি এ হাদীছের মধ্যে তার ব্যাপারে চুপ থেকেছেন।

৩। ইসহাক আল-আযরাক শুরায়িক হতে মারফূ' হিসাবে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। যদিও তিনি নির্ভরযোগ্য, কিন্তু তার চেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ওয়াকী' তার বিরোধিতা করে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এ কারণেই ওয়াকী'র বর্ণনাকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। তবে শুরায়িক ও তার শাইখকে উল্লেখ করে হাদীছটির সমস্যা বর্ণনা করাই শ্রেয়। কারণ ইসহাক আল-আযরাক নির্ভরযোগ্য বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী।

কেউ কেউ শুধুমাত্র এই তৃতীয় সমস্যাটি নিয়ে ঝগড়া করেছেন। যেমন ইবনুল জাওযী। তবে তার ব্যাপারে আশ্চর্য হতে হয় এ কারণে যে, তিনি উপরের দু'টি সমস্যা নিয়ে কোন কথাই বলেননি।

ইমাম সান'আনী "আল-উদ্দাহ আলা শারহিল উমদাহ" (১/৪০৪) গ্রন্থে এ হাদীছটির ব্যাপারে সন্দেহ করে বলেছেন ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে নাবী (ﷺ) পর্যন্ত মারফূ' হিসাবে হাদীছটি সাব্যস্ত হয়েছে। অতঃপর তিনি (১/৪০৫) বলেছেন ঃ হাদীছটির সনদ সহীহ যেমনটি ইবনুল কাইয়্যিম "বাদায়ে'উল ফাওয়ায়েদ" গ্রন্থে বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ কারণেই আমি হাদীছটি নিয়ে এখানে আলোচনা করেছি। মারফূ' হিসাবে উল্লেখ করাটা সন্দেহ মাত্র। যদিও মানী (বীর্য) পবিত্র হওয়াটাই সঠিক মত। কারণ ইবনু আব্বাস (রাঃ) দৃঢ়তার সাথে বলেছেন ঃ মানী থুথু ও কপের স্থলাভিষিক্ত। সাহাবাদের মধ্য হতে কোন বিরোধী মত ছিল তাও জানা যায় না। এ ছাড়া কুরআন ও সুন্নাহের মধ্যে এমন কিছু পাওয়া যায় না যা এর বিরোধী। এ বিষয়ে ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ উল্লেখিত গ্রন্থের মধ্যে "মানী পাক ও নাপাক হওয়ার ব্যাপারে দু' ফাকীহ্‌র মধ্যে মুনাযারা" অধ্যায়ে (৩/১১৯-১২৬) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

٩٤٩. (كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الظُّهْرِ بِالْهَاجِرَةِ، فَقَالَ لَنَا: اَبْرِدُوْا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ).

৯৪৯। আমরা রাসূল (ﷺ)-এর সাথে দুপুরের সময় যোহরের সালাত আদায় করছিলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন ঃ ঠাণ্ডা করে সালাত আদায় কর। কারণ গরমের প্রখরতা জাহান্নাম হতে আগত।

এভাবে হাদীছটি দুর্বল।

এটি ইবনু মাজাহ (১/২৩২), ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" (নং ৩৭৬, ৩৭৮) গ্রন্থে, ইবনু হিব্বান তার "সাহীহ" (২৬৯) গ্রন্থে, তাহাবী "শারহুল মা'আনী" (১/১১১) গ্রন্থে, বাইহাকী (১/৪৩৯) ও ইমাম আহমাদ (৪/২৫০) ইসহাক ইবনু

ইউসুফ আল-আযরাক সূত্রে শুরায়িক হতে তিনি বায়ান ইবনু বিশ্‌র হতে তিনি কায়েস ইবনু আবী হাযেম হতে তিনি মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল। তার সমস্যা হচ্ছে শুরায়িক ইবনু আব্দিল্লাহ আল-কাযী। তার হেফযে ত্রুটির কারণে তিনি দুর্বল। যেমনটি পূর্বের হাদীছে আলোচনা করা হয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি সত্যবাদী তবে বহু ভুল করতেন। তাকে যখন কুফায় কাযী হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয় তখন হতে তার হেফযে পরিবর্তন ঘটে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ থেকে জানা যাচ্ছে যে "ফতহুল বারী" (২/১৩) গ্রন্থে হাফিয ইবনু হাজার যে বলেছেন ঃ তার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, ইমাম আহমাদ ও ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন আর ইবনু হিব্বান সহীহ আখ্যা দিয়েছেন, এটি তার ধারণা বা তার থেকে শিথিলতা। যদিও সান'আনী তার "আল-উদ্দাহ" (২/৪৮৫) গ্রন্থে তার তাকলীদ করেছেন। তার চেয়েও কঠিন সন্দেহ করেছেন বুসয়রী "আয-যাওয়ায়েদ" (কাফ ১/৪৬) গ্রন্থে। তিনি বলেছেন ঃ হাদীছটির সনদ সহীহ। তার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য!!

কিভাবে সনদটি সহীহ যাতে এমন বর্ণনাকারী রয়েছেন যিনি বহু ভুল করতেন। আর তিনি এ বিষয়ে আহলে ইলমদের নিকট প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া এ হাদীছটির সনদে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। তিনি একবার বর্ণনা করেছেন এরূপ আবার আম্মারাহ ইবনু কা'কা' হতে তিনি আবূ যুর'আহ হতে তিনি আবূ হুরাইরাহ হতে তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীছটি আবূ ঈসা আত-তিরমিযী উমার ইবনু ইসমা'ঈল ইবনে মুজালেদ হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি বায়ান হতে বর্ণনা করেছেন যেমনটি বুখারী বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এই উমার ইবনু ইসমা'ঈল খুবই দুর্বল। ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক খাবীছ, মন্দ ব্যক্তি। নাসাঈ বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন, মাতরূকুল হাদীছ। তার পিতাও দুর্বল। এরূপ খুবই দুর্বল সূত্র শুরয়িকের সূত্রকে শক্তিশালী করতে পারে না।

মোটকথাঃ উক্ত ভাষায় হাদীছটি দুর্বল। এর দ্বারা আমার নিকট দলীল গ্রহণ করা যায় না। দুর্বল বর্ণনাকারী এককভাবে বর্ণনা করার কারণে এবং গ্রহণযোগ্য শাহেদ না থাকায়।

তবে হাদীছের দু'টি বাক্যকে এক সাথে না জড়িয়ে আলাদা আলাদা করে ধরলে সে ক্ষেত্রে হাদীছটিকে সহীহ বলতে হবে।

কারণ জাবের (رضي الله عنه)-এর হাদীছে এসেছে তিনি বলেন ঃ 'নাবী (ﷺ) দ্বিপ্রহরের সময় যোহরের সালাত আদায় করতেন।'

এটি ইমাম বুখারী (২/৩৩), মুসলিম (২/১১৯) ও অন্য বিদ্বানগণ বর্ণনা করেছেন।

এ ছাড়া (আলাদাভাবে) প্রচণ্ড গরমের সময় ঠাণ্ডা করে যোহরের সালাত আদায় করার নির্দেশ সম্বলিত হাদীছও বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে।

আর আনাস (ﷺ)-এর হাদীছে এসেছে। তিনি বলেন ঃ

'যখন ঠাণ্ডা প্রচণ্ডরূপ ধারণ করত তখন রাসূল (ﷺ) দ্রুত সালাত আদায় করে নিতেন। আর যখন গরম প্রচণ্ডরূপ ধারণ করত তখন ঠাণ্ডা করে সালাত আদায় করতেন।'

এটি ইমাম বুখারী "আল-আদাবুল মুফরাদ" (১১৬২) গ্রন্থে, নাসাঈ (১/৮৭), তাহাবী (১/১১১) বর্ণনা করেছেন। আবূ মাস'উদ হতে হাসান সনদে এর শাহেদ রয়েছে।

এ হাদীছ প্রমাণ করছে যে, ঠাণ্ডার সময় তাড়াতাড়ি আর গরমের সময় দেরী করে যোহরের সালাত আদায় করায় সুন্নাত।

٩٥٠. (قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِنَّمَا أَتَقَبَّلُ الصَّلَاةَ مِمَّنْ تَوَاضَعَ بِهَا لِعَظَمَتِيْ، وَلَمْ يَسْتَطِلْ عَلَى خَلْقِيْ، وَلَمْ يَبِتْ مُصِرًا عَلَى مَعْصِيَتِيْ، وَقَطَعَ نَهَارَهُ فِيْ ذِكْرِيْ، وَرَحِمَ الْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ، وَالْأَرْمِلَةَ، وَرَحِمَ الْمُصَابَ، ذَلِكَ نُوْرُهُ كَنُوْرِ الشَّمْسِ، أَكْلَؤُهُ بِعِزَّتِيْ، وَأَسْتَحْفِظُهُ مَلَائِكَتِيْ، وَأَجْعَلُ لَهُ فِي الظُّلْمَةِ نُوْرًا، وَفِي الْجَهَالَةِ حِلْمًا، وَمَثَلُهُ فِيْ خَلْقِيْ كَمَثَلِ الْفِرْدَوْسِ فِي الْجَنَّةِ).

৯৫০। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমি সেই ব্যক্তির সালাত কবূল করবো যে বিনম্র হয়ে সালাতের মাধ্যমে আমার বড়ত্বকে স্বীকার করে নিবে। আমার সৃষ্টিকে উঁকি মেরে দেখবে না। আমার অবাধ্যতার উপর বাড়াবাড়ি করে রাত্রি যাপন করবে না। সে আমাকে স্মরণ করার মধ্যেই তার দিনকে কাটিয়ে দিবে। মিসকীন, ইবনুস সাবীল ও বিধবাদের উপর সদয় হবে। রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির উপর দয়া করবে। তার জন্য সে সবই হবে সূর্যের আলোর ন্যায় নূর স্বরূপ। আমি তাকে আমার আত্মমর্যাদার দ্বারা খাদ্য খাওয়াব। আমার ফেরেশতাদের দ্বারা তাকে হেফাযাত করব। অন্ধকারের মধ্যে আমি তাকে আলো দান করব আর অজ্ঞতায় তাকে জ্ঞান দান করব। আমার সৃষ্টির মধ্যে তার উদাহরণ তেমন জান্নাতের মধ্যে যেমন ফিরদাউস জান্নাত।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি বায্যার (পৃঃ ৬৫), ইবনু হিব্বান "আল-মাজরূহীন" (২/৩৫) গ্রন্থে আব[illegible] ওয়াকেদ আল-হাররানী হতে তিনি হানযালাহ ইবনু আবী সুফিয়ান [illegible] উস হতে তিনি ইবনু আব্বাস (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াকেদ নেককার, সৎ, ফাকীহ ও আবূ হানিফা (রহঃ)-এর মতের একজন হাফিয ছিলেন। কিন্তু তিনি হাদীছের হাফিয ছিলেন না। তার হাদীছ দুর্বল ও পরিত্যক্ত। আব্দুল হক আল-ইশবীলীর "আল-আহকামুল কুবরা" (৫৭/১-২) গ্রন্থে এরূপই এসেছে। "আল-মাজমা'" (২/১৪৭) গ্রন্থে এসেছে ঃ

হাদীছটি বায্যার বর্ণনা করেছেন। তাতে আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াকেদ রয়েছেন। তাকে নাসাঈ, বুখারী, ইব্রাহীম আল-জুযজানী ও ইবনু মা'ঈন এক বর্ণনায় দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। অন্য বর্ণনায় তিনি তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম আহমাদও তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। .... ইমাম আহমাদ যদিও ভাল বলে তার প্রশংসা করেছেন, তাকে ভুল ও তাদলীসের সাথে জড়িতও করেছেন। তিনি আরো বলেন ঃ সম্ভবত তিনি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

কিন্তু তিনি এককভাবে হাদীছটি বর্ণনা করেননি। হাদীছটি হাসান ইবনু আলী আল-জাওহারী "মাজলিসুম মিনাল আমালী" (কাফ ২/৬৯) গ্রন্থে ইবনু নুমায়ের সূত্রে ইবনু কাছীর হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু তাউস হতে তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু কাছীর হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনু কাছীর বাসরী আস-সুলামী আল-কাস্সাব। তার সম্পর্কে ইবনুল মাদীনী বলেন ঃ তিনি যাহেবুল হাদীছ। ইমাম বুখারী ও সাজী বলেন ঃ

তিনি মুনকারুল হাদীছ। তাকে অন্য বিদ্বানগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

আলী (রাঃ)-এর হাদীছ হতেও মারফূ' হিসাবে অনুরূপ ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এটি ইবনু আসাকির "মাদহুত তাওয়াযু'" (কাফ ৯০/১-২) গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেছেন, দারাকুতনী বলেন ঃ এ হাদীছটি গারীব, আদ-দায়নাওয়ারী এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি হচ্ছেন আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল আযীয ইবনিল মুবারাক আদ-দায়নাওয়ারী। হাফিয যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন ঃ

তিনি মুনকারুল হাদীছ, দুর্বল। ইবনু আদী তাকে উল্লেখ করে তার কতিপয় মুনকার উল্লেখ করে বলেছেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য নন। তিনি বিপদ নিয়ে আসতেন।

অতঃপর তিনি তার বিপদ ও বানোয়াটগুলো হতে দু'টি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে তা স্বীকার করে বলেছেন ঃ

ইবনু আদী তার কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করে তার কোন কোনটি সম্পর্কে বলেছেন ঃ এ সনদে এটি বাতিল। অতঃপর বলেছেন ঃ তার আরো মুনকার হাদীছ রয়েছে।

٩٥١. (كَانَ إِذَا أَمَّنَ أَمَّنَ مَنْ خَلْفَهُ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ ضَجَّةً).

৯৫১। যখন তিনি আমীন বলতেন তখন তাঁর পিছনের ব্যক্তিও আমীন বলত। এমনকি মসজিদ কেঁপে উঠত।

আমার জানা মতে এ বাক্যে হাদীছটির কোন ভিত্তি নেই।

হাফিয ইবনু হাজার "আত-তালখীস" (পৃ ঃ ৯০) গ্রন্থে বলেন ঃ

আমি হাদীছটি এ বাক্যে দেখছি না। তবে এর অর্থবোধক হাদীছ ইবনু মাজাহ বিশ্‌র ইবনু রাফে'র হাদীছ হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ

(সতর্কবাণী) ইবনুস সালাহ "আল-ওয়াসীত" গ্রন্থের উপর কথা বলতে গিয়ে বলেন ঃ এ হাদীছটি গাযালী ইমামুল হারামায়েনের অনুসরণ করে এভাবেই উল্লেখ করেছেন। এটি মারফূ' হিসাবে সহীহ নয়। ইমাম শাফে'ঈ আতার হাদীছ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি ইমামদের থেকে শুনেছি ইবনুয যুবায়ের ও তার পরের ব্যক্তিরা এমনভাবে আমীন বলতেন যে, মসজিদ কেঁপে উঠত।

ইমাম নাবাবী সেরূপই বলেছেন। ইবনু মাজার হাদীছটি ঃ

٩٥٢. (كَانَ إِذَا تَلَا {غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ} قَالَ: آمِيْنَ، حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيْهِ مِنَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ {فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ}).

৯৫২। তিনি যখন গায়রিল মাগযূবে আলাইহিম ওয়ালায যাল্লীন তেলাওয়াত করতেন তখন আমীন বলতেন। এমনকি তার পিছনে প্রথম কাতারে যারা থাকত তারা শুনতে পেত। আমীনের দ্বারা মসজিদ কেঁপে উঠত।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি আবূ দাঊদ (১/১৪৮) এবং ইবনু মাজাহ (১/২৮১){বর্ধিত অংশটুকু তারই} তারা উভয়ে বিশ্‌র ইবনু রাফে' সূত্রে আবূ আব্দিল্লাহ ইবনু আম্মে আবী হুরাইরাহ হতে তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল। হাফিয আবূ যুর'আহ ইবনুল ইরাকী "তারহুত তাছরীব" (২/২৬৮) গ্রন্থে যে বলেছেন ঃ সনদটি ভাল। তা সঠিক নয়। হাফিয ইবনু হাজার "আত-তালখীস" (পৃ ঃ ৯০) গ্রন্থে বলেন ঃ

বিশ্‌র ইবনু রাফে' দুর্বল। ইবনু আম্মে আবী হুরাইরাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে তাকে চেনা যায় না। অথচ ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। বুসয়রী "আয-যাওয়ায়েদ" (কাফ ১/৫৬) গ্রন্থে বলেন ঃ

এ সনদটি দুর্বল। আবূ আব্দিল্লার অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না। বিশ্‌রকে ইমাম আহমাদ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ তিনি জাল হাদীছ বর্ণনাকারী।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু হিব্বানের পূর্ণ কথা (১/১৭৯) হচ্ছে ঃ সম্ভবত তিনি তা ইচ্ছাকৃতই করতেন।

শাওকানী সন্দেহ বশত বলেছেন ঃ হাদীছটি ইবনু তাইমিয়্যাহ আবূ দাউদ ও ইবনু মাজার (২/১৮৮) বাক্যে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ দারাকুতনী হাদীছটি বর্ণনা করে বলেছেন ঃ সনদটি হাসান। হাকিমও বর্ণনা করে বলেছেন ঃ শাইখায়েনের শর্তানুযায়ী হাদীছটি সহীহ। বাইহাক্বীও বর্ণনা করে বলেছেন ঃ হাদীছটি হাসান সহীহ!

তারা শুধুমাত্র হাদীছটির প্রথম অংশটি নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করেছেন ঃ

'তিনি যখন উম্মুল কুরআন (ফাতিহাহ) পাঠ করা শেষ করতেন তখন আওয়ায উঁচু করে আমীন বলতেন। পরের অংশটি তারা বর্ণনা করেননি।

এ বাক্যের সনদটিও দুর্বল। কারণ তাদের সনদে ইসহাক ইবনু ইব্‌রাহীম ইবনে আলা আয-যুবাইদী (ইবনু যাবরীক নামে পরিচিত) রয়েছেন- তিনি দুর্বল। আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি শাইখ তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। ইবনু মা'ঈন তার প্রশংসা করেছেন। নাসাঈ বলেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন। মুহাম্মাদ ইবনু আউফ বলেন ঃ ইসহাক ইবনু যাবরীক যে মিথ্যা বলতেন তাতে আমি কোন সন্দেহ পোষণ করি না।

তবে এ বাক্যের অর্থটি সহীহ। কারণ ওয়ায়েল ইবনু হুযরের সহীহ সনদের হাদীছে তার শাহেদ রয়েছে।

কিন্তু ইমাম শাফে'ঈর বর্ণনা ছাড়া প্রথম বাক্যের জন্য সুন্নাহ হতে কোন শাহেদ সম্পর্কে আমি জানি না। তিনি তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (১/৭৬) মুসলিম ইবনু খালেদ হতে তিনি ইবনু জুরায়েজ হতে তিনি আতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

আমি ইমামদের থেকে শুনেছি ইবনুয যুবায়ের ও তার পরের ব্যক্তিরা আমীন বলতেন। তাদের পিছনের (কাতারের) ব্যক্তিরাও আমীন বলতেন। এমনকি মসজিদ কেঁপে উঠত।

এটিতে দু'টি সমস্যা ঃ

১। মুসলিম ইবনু খালেদ দুর্বল। হাফিয বলেন ঃ তিনি সত্যবাদী, তবে বহু সন্দেহ প্রবণ ছিলেন।

২। ইবনু জুরায়েজ কর্তৃক আন্ আন্ করে বর্ণনাকৃত। তিনি একজন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী ছিলেন।

ইমাম বুখারী ইবনুয যুবায়েরের আছারটি দৃঢ় ভাষায় মু'য়াল্লাক হিসাবে বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার "ফতহুল বারী" (২/২০৮) গ্রন্থে বলেন ঃ আব্দুর রায্‌যাক ইবনু জুরায়েজের মাধ্যমে আতা হতে ইবনুয যুবায়ের পর্যন্ত মওসূল হিসাবে

বর্ণনা করেছেন। ইবনু জুরায়েজ বলেন ঃ আমি আতাকে বললাম ইবনুয যুবায়ের উম্মুল কুরআন পড়ার পরে কি আমীন বলতেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। তার পিছনের ব্যক্তিরাও আমীন বলতেন। এমনকি মসজিদ কেঁপে উঠত। অতঃপর বলেন ঃ আমীন হচ্ছে দো'আ।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ উক্ত আছারটি "মুসান্নাফ ইবনু আব্দির রায্যাক" (নং ২৬৪০, খণ্ড ২) গ্রন্থে এসেছে। তার সূত্র হতে ইবনু হায্ম "আল-মুহাল্লা" (৩/৩৬৪) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

ইবনু জুরায়েজ এই বর্ণনায় স্পষ্ট করে বলেছেন যে, তিনি আতা হতে সরাসরি গ্রহণ করেছেন। অতএব এর দ্বারা আমরা তার তাদলীস হতে রক্ষা পাচ্ছি। এ দ্বারাই আছারটি ইবনুয যুবায়ের হতে সাব্যস্ত হচ্ছে।

আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতেও সহীহ বর্ণনায় অনুরূপ সাব্যস্ত হয়েছে। আবূ রাফে' বলেন ঃ

আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) মারওয়ান ইবনুল হাকামের আযান দিতেন। ... মারওয়ান যখন অলায যাল্লীন বলতেন তখন আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) দীর্ঘ আওয়াযে আমীন বলতেন। তিনি আরো বলেন ঃ যদি যমীনবাসীর আমীন আসমানবাসীর আমীনের সাথে মিলে যায় তাহলে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।

এটি বাইহাক্বী (২/৫৯) বর্ণনা করেছেন। তার সনদটি সহীহ।

যখন আবূ হুরাইরাহ ও ইবনুয যুবায়ের (ﷺ) কর্তৃক প্রকাশ করে উঁচু স্বরে আমীন বলার বিপরীতে অন্য কোন সাহাবা হতে ভিন্ন মত পাওয়া যাচ্ছে না, তখন সেটিই গ্রহণ করাতে তৃপ্তি রয়েছে। এখন পর্যন্ত এর বিরোধী কোন আছার সম্পর্কে আমি অবহিত হয়নি।

অনুবাদক কর্তৃক সতর্কিকরণ ঃ

পাঠকবৃন্দ ! রাসূল (ﷺ) ইমামের পিছনে আমীন বলার নির্দেশ প্রদান করেছেন মর্মে সহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আমীন বলাতে বড় ধরনের ফযীলতও বর্ণিত হয়েছে। শাইখ আলবানী ৯৫১ ও ৯৫২ নম্বরে উল্লেখিত বাক্যের হাদীছ দু'টিকে যে ভিত্তিহীন ও দুর্বল বলেছেন। এ দ্বারা তিনি আমীন উচ্চৈঃস্বরে বলা যাবে না তা বুঝাননি। তিনি শুধুমাত্র উক্ত ভাষায় হাদীছ দু'টি নাবী (ﷺ) হতে সহীহ সূত্রে সাব্যস্ত হয়নি তাই বুঝিয়েছেন। কারণ উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলার নির্দেশ সম্বলিত একাধিক মারফূ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্য হতে কয়েকটি হাদীছ নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ آمِينَ أخرجه البخاري (٧٨٠)، مسلم (٦١٨)، الترمذي (٢٣٢)، النسائي (٩١٨)، أبوداود (٨٠١)، ابن ماجة (٨٤١).

আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত, নাবী (ﷺ) বলেছেন ঃ 'যখন ইমাম আমীন বলবে তখন তোমরাও আমীন বল। কারণ যে ব্যক্তির আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে তার পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। ইবনু শিহাব বলেন ঃ রাসূল আমীন বলতেন'। {হাদীছটি ইমাম বুখারী (হাঃ ৭৮০), মুসলিম (হাঃ ৬১৮), তিরমিযী (হাঃ ২৩২), নাসাঈ (হাঃ ৯১৮), আবূ দাউদ (হাঃ ৮০১) ও ইবনু মাজাহ (হাঃ ৮৪১) বর্ণনা করেছেন}।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)

أخرجه البخاري (٧٨٢) ومسلم والترمذي والنسائي وأبوداود وابن ماجة.

আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ 'যখন ইমাম গায়রিল মাগযূবি আলাইহিম ওয়ালায যাল্লীন' বলবে, তখন তোমরা আমীন বল। কারণ যে ব্যক্তির আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে মিলে যাবে তার পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে'। {হাদীছটি ইমাম বুখারী (হাঃ ৭৮২), মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন}।

এ ছাড়া আবূ হুরাইরাহ ও ইবনুয যুবায়ের (ﷺ) হতে উচ্চৈঃ আওয়াযে আমীন বলার সহীহ সনদে মওকূফ হাদীছ সাব্যস্ত হয়েছে, এমনকি মসজিদ কেঁপে উঠত যেমনটি আপনারা অবগত হয়েছেন। অন্য কোন সাহাবা হতে তাদের বিপরীত কোন সিদ্ধান্ত বর্ণিত হয়নি। অতএব আমীন উচ্চৈঃ আওয়াযে বলাই হচ্ছে নাবী (ﷺ)-এর সুন্নাত।

٩٥٣. (إِذَا نَامَ الْعَبْدُ فِيْ سُجُوْدِهِ بَاهَى اللهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ مَلَائِكَتَهُ، قَالَ: انْظُرُوْا إِلَى عَبْدِيْ، رُوْحُهُ عِنْدِيْ، وَجَسَدُهُ فِيْ طَاعَتِيْ).

৯৫৩। বান্দা যখন তার সাজদার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে নিয়ে তাঁর ফেরেশতাদের সামনে অহংকার করেন। (আল্লাহ) বলেন ঃ তার আত্মা আমার নিকট আর তার দেহ আমার আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি তাম্মাম "আল-ফাওয়ায়েদ" (কাফ ২/২৬৩) গ্রন্থে এবং তার থেকে ইবনু আসাকির (১১/৪৪৪/১) দাউদ ইবনুয যেবারকান হতে তিনি সুলায়মান আত-তায়মী হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি নিতান্তই দুর্বল। দাউদ ইবনুয যেবারকান সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি মাতরূক। তাকে

আল-আযদী মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু হিব্বান (১/২৮৭) বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে যা তাদের হাদীছ নয় তাই নিয়ে এসেছেন।

তার সূত্রেই বাইহাক্বী "আল-খুলাফিইয়াত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, যেমনটি "তালখীছুল হাবীর" (পৃ ঃ ৪৪) গ্রন্থে এসেছে। তবে তিনি সেখানে শুধুমাত্র দাউদকে দুর্বল বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ ভিন্ন সূত্রে আবান হতে ...বর্ণনা করা হয়েছে। এই আবান মাতরূক।

আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর হাদীছ হতেও মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি ইবনু সাম'উন "আল-আমালী" (১/১৭২) গ্রন্থে হাজ্জাজ ইবনু নুসায়ের হতে তিনি আল-মুবারাক ইবনু ফুযালাহ হতে তিনি হাসান...হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি তিনটি করণে দুর্বল ঃ

১। হাজ্জাজ ইবনু নুসায়ের সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ

তিনি দুর্বল, সতর্ককরণ গ্রহণ করতেন।

২। আল-মুবারাক ইবনু ফুযালাও দুর্বল। হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ তিনি সত্যবাদী, তাদলীস করতেন। দুই নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির মধ্যের দুর্বল বর্ণনাকারীকে লুকিয়ে ফেলতেন।

৩। হাসান আল-বাসরী। তিনি সম্মানিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাদলীস করতেন। তিনি আন্ আন্ করে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। দেখুন সুয়ূতীর "আল-লাআলীল মাসনূ'আহ" (২/৩৮৯)। তার পরেও আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে তার শ্রবণ সাব্যস্ত হওয়া নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

হাদীছটি মুরসাল হিসাবে হাসান বাসরী হতে সাব্যস্ত হয়েছে। মূলত এটিই হাদীছটির সমস্যা।

আলোচ্য হাদীছটির বিষয়ে ইমামগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম সান'আনী "সুবুলুস সালাম" গ্রন্থে আটটি মত উল্লেখ করেছেন। যার প্রথমটি সঠিক। সেটি এই যে, ঘুম কম হোক আর বেশী হোক সর্বাবস্থায় তা উযূ ভঙ্গকারী। ইবনু হায্ম শক্তিশালী দলীল দিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

٩٥٤. (مَنِ اسْتَحَقَّ النَّوْمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوْءُ).

৯৫৪। যে ব্যক্তি ঘুমের উপযোগী হবে তার উপর উযূ করা ওয়াজিব।

হাদীছটি শায, সহীহ নয়।

এটি হাফিয ইবনুল মুযাফ্ফার "গারায়েবু শু'বাহ" (২/১৪৮) গ্রন্থে আবুল ফায্ল আব্বাস ইবনু ইব্রাহীম হতে তিনি আবূ গাস্সান মালেক ইবনু খালীল হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্বাদ আল-হুনাঈ হতে তিনি শু'বাহ হতে তিনি আল-জুরায়রী হতে

তিনি খালেদ ইবনু গাল্লাক হতে...বর্ণনা করেছেন। আমি একমাত্র আবূ হুরাইরাহ হতেই এটিকে মারফূ' হিসাবে জানি।

এ সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। কিন্তু (আমি একমাত্র আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতেই...) এ বাক্যের কারণে মারফূ' হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। এ সন্দেহকে আরো শক্তিশালী করেছে, হুনাঈর বিরোধিতা করে শু'বাহ হতে আরেক বর্ণনাকারী আলী ইবনুল জা'আদের মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করা।

এটিকে বাগাবী "আল-জা'আদিয়াত" (৭/৬৯/১) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর তার সূত্রে বাইহাক্বী (১/১১৯) বর্ণনা করেছেন। এই আলী ইবনুল জা'আদ নির্ভরযোগ্য। নির্ভরযোগ্যরা তার মুতাবা'য়াত করেছেন। ইবনু আবী শাইবাহ "আল-মুসান্নাফ" (১/৩৯/২) গ্রন্থে বলেন ঃ জুরায়রী হতে... হুশায়েম ও ইবনু উলাইয়্যাহ মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত এটিই সঠিক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তারা তিনজন মওকূফ হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অতএব হুনাঈর বর্ণনাটি শায। এ কারণেই বাইহাক্বী বলেন ঃ মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে মারফূ' হিসাবে সহীহ নয়।

হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তার সনদটি সহীহ। দারাকুতনী "আল-ইলাল" গ্রন্থে বলেছেন ঃ মওকূফ হওয়াটাই বেশী সঠিক।

তবে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে আমল এর বিপরীতে হয়ে আসছে। যেমনটি পূর্বের হাদীছের আলোচনার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

٩٥٥. (يَا مُعَاذُ إِذَا كَانَ فِي الشِّتَاءِ فَغَلِّسْ بِالْفَجْرِ، وَأَطِلِ الْقِرَاءَةَ قَدْرَ مَا يُطِيقُ النَّاسُ وَلاَ تُمِلَّهُمْ، وَإِذَا كَانَ الصَّيْفُ فَأَسْفِرْ بِالْفَجْرِ؛ فَإِنَّ اللَّيْلَ قَصِيرٌ، وَالنَّاسُ يَنَامُونَ، فَأَمْهِلْهُمْ حَتَّى يُدْرِكُوا).

৯৫৫। হে মু'য়ায! যখন শীতের সময় হবে তখন ফজরের সালাতকে গালাসে (অন্ধকার থাকতেই) আদায় কর। মানুষের সাধ্য মাফিক কিরাআত লম্বা কর, তবে তাদের বিরক্তির কারণ হবে না। যখন গরম কাল হবে তখন আলোকিত করে ফজরের সালাত শুরু করবে। কারণ রাত ছোট, লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে। তাদেরকে একটু সুযোগ দাও যাতে করে তারাও জামা'আত পায়।

হাদীছটি জাল।

এটি বাগাবী "শারহুস সুন্নাহ" (১/২৫/১) গ্রন্থে আবুশ শাইখ সূত্রে আর আবুশ শাইখ "আখলাকুন নাবী (ﷺ)" (পৃ ঃ ৭৬, ৮০) গ্রন্থে ইউসুফ ইবনু আসবাত হতে তিনি আল-মিনহাল ইবনুল জাররাহ হতে তিনি ওবাদাহ ইবনু নুসায় হতে তিনি আব্দুর রহমান ইবনু গানাম হতে তিনি মু'য়ায (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। বরং বানোয়াট। তার সমস্যা এই আল-মিনহাল ইবনুল জাররাহ ইবনে মিনহাল। সকলে তার দুর্বল হওয়ার বিষয়ে একমত। ইমাম বুখারী ও মুসলিম বলেন ঃ

তিনি মুনকারুল হাদীছ। নাসাঈ ও দারাকুতনী বলেন ঃ

তিনি মাতরূক। ইবনু হিব্বান (১/২১৩) বলেন ঃ তিনি হাদীছের মধ্যে মিথ্যা বলতেন এবং মদ পান করতেন।

আল-বারকী তাকে সেই অধ্যায়ের মধ্যে উল্লেখ করেছেন যাদেরকে মিথ্যার দোষে দোষী করা হয়েছে।

রাসূল (ﷺ)-এর আমলই এটি মিথ্যা হওয়ার প্রমাণ বহন করছে। তিনি শীত ও গ্রীষ্ম কালে কোন পার্থক্য না করে ফজরের সালাত অন্ধকার থাকতেই আদায় করতেন। যার প্রমাণ দিচ্ছে সহীহ হাদীছগুলো। এখানে মাত্র একটি হাদীছ উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করছি। সেটি হচ্ছে আবূ মাস'উদ আল-বাদরীর হাদীছ।

'রাসূল (ﷺ) একবার অন্ধকার থাকতেই সকালের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি অন্যবার উজ্জ্বলতা ফুটে উঠলে ফজরের সালাত আদায় করলেন। তার পর হতে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সালাত অন্ধকারেই ছিল। তিনি ইসফিরারের (আলোকিত করে সালাত আদায়ের) দিকে আর ফিরে আসেননি।'

এটি আবূ দাউদ হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন, যেমনটি ইমাম নাবাবী এবং ইবনু হিব্বান তার "সাহীহ" (২৭৯) গ্রন্থে বলেছেন। হাদীছটিকে ইমাম হাকিম, খাত্তাবী ও যাহাবী সহ অন্য বিদ্বানগণ সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। যেমনটি আমি "সহীহ আবী দাউদ" (নং ৪১৭) গ্রন্থে বর্ণনা করেছি। এর উপরেই জামহুরে সাহাবা, তাবে'ঈ ও মুজতাহিদ ইমামগণের আমল হয়ে আসছে।

٩٥٦. (إِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ، فَلاَ يَنْظُرَنَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ؛ فَإِنَّ أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ).

৯৫৬। যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি তার দাস বা আশ্রিতাকে (দাসীকে) বিয়ে করিয়ে দিবে তখন সে তার গুপ্তাঙ্গের কোন অংশের দিকে দৃষ্টি দিবে না। কারণ তার নাভির নীচ হতে হাঁটু পর্যন্ত গুপ্তাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীছটি দুর্বল মুযতারিব।

সাওয়ার ইবনু দাউদ আবূ হামযাহ আম্র ইবনু শু'য়াইব হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু আব্দির রহমান আত-তাফাবী ও আব্দুল্লাহ ইবনু বাক্র সাহমী বলেন ঃ এভাবেই আমাদেরকে সাওয়ার হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

এটি ইমাম আহমাদ (নং ৬৭৫৬) তাদের দু'জন হতে এভাবে একসাথে বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী (৮৫) ও তার থেকে বাইহাক্বী (২/২২৮-২২৯), আল-খাতীব "তারীখু বাগদাদ" (২/২৭৮) গ্রন্থে, অনুরূপভাবে উকায়লী "আয-যো'য়াফা" (১৭৩-১৭৪) গ্রন্থে সাহমী হতে বর্ণনা করেছেন।

ওয়াকী' সাওয়ার হতে নিম্নের বাক্যে তাদের দু'জনের মুতাবা'য়াত করেছেন। কিন্তু তিনি সাওয়ারের নাম উল্টিয়ে দাউদ ইবনু সাওয়ার বলেছেন।

''إذا زوج أحدكم خادمه أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دون السرة، وفوق الركبة''

'যখন তোমাদের কেউ তার খাদেম বা আশ্রিতাকে (দাসীকে) বিয়ে করিয়ে দিবে তখন সে তার নাভির নীচ ও হাঁটুর উপরের দিকে দৃষ্টি দিবে না।'

এটি আবূ দাউদ (১/১৮৫-১৮৬) বর্ণনা করে বলেছেন ঃ ওয়াকী' তার নামে সন্দেহ করেছেন। আবূ দাউদ আত-তায়ালিসী এ হাদীছটি তার থেকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ আমাদেরকে হাদীছটি আবূ হামযাহ আস-সায়রাফী বর্ণনা করেছেন।

নাযর ইবনু শুমায়েল তাদের বিরোধিতা করে বলেছেন ঃ আমাদেরকে হাদীছটি আবূ হামযাহ আস-সায়রাফী নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করেছেন। তিনি হচ্ছেন সাওয়ার ইবনু দাউদ।

''إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره، فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته، فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة''.

'যখন তোমাদের কেউ তার দাসকে দাসী বা আশ্রিতার সাথে বিয়ে করিয়ে দিবে, তখন দাসী তার (মালিকের) গুপ্তাঙ্গের দিকে দৃষ্টি দিবে না। কারণ তার নাভির নীচ হতে হাটু পর্যন্ত গুপ্তাঙ্গের (সতরের) অন্তর্ভুক্ত।'

এটি দারাকুতনী ও তার থেকে বাইহাক্বী বর্ণনা করেছেন।

এ বর্ণনাটি পূর্বের বর্ণনাগুলোর বিরোধী, কারণ এটিতে বলা হচ্ছে যে, দাসী তার মালিকের সতরের দিকে দৃষ্টি দিবে না। এ বর্ণনাটি আমার নিকট বেশী অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত দু'টি কারণে ঃ

১। কারণ এ বর্ণনাটির মধ্যে ভিন্ন কোন অর্থের অবকাশ নেই। আর পূর্বেরগুলো হতে উভয়টি বুঝা যেতে পারে। দাসী মালিকের সতরের দিকে দৃষ্টি দিবে না বা মালিক দাসীর সতরের দিকে দৃষ্টি দিবে না। দ্বিতীয় অর্থটি ধরা হলে আবদ বা আজীর বলতে বুঝানো হয়েছে দাসীকে। এ সম্ভাব্য অর্থের কারণে কোন কোন আলেম আলোচ্য হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, নাভি ও হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থলটি দাসীর সতর যেরূপ তা পুরুষের সতর।

কিন্তু প্রথম অর্থটিই অগ্রাধিকার প্রাপ্ত নিম্নের বর্ণনার কারণে যা অন্য কোন অর্থের ইঙ্গিত বহন করে না।

২। লাইস ইবনু আবী সুলায়েম আম্‌র হতে বর্ণনার ক্ষেত্রে নিম্নের বাক্যে সাওয়ারের মুতাবা'য়াত করেছেন ঃ

''إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره، فلا تنظر إلى عورته، والعورة ما بين السرة والركبة''.

'যখন তোমাদের কেউ তার দাসীকে দাস বা আশ্রিতার সাথে বিয়ে করিয়ে দিবে তখন দাসী তার মালিকের সতরের দিকে দৃষ্টি দিবে না। সতর হচ্ছে নাভি ও হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থানটুকু।

এটি বাইহাক্বী (২/২২৯) খালীল ইবনু মুররা হতে তিনি লাইছ হতে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি যদিও আম্‌র পর্যন্ত দুর্বল তবুও মুতাবা'য়াত ও শাহেদের ক্ষেত্রে তাতে কোন সমস্যা নেই। এটি প্রথম অর্থে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অন্য কিছু বুঝার অবকাশ নেই। কিন্তু হাদীছটি ভিন্ন ভাষায় দ্বিতীয় অর্থেই এসেছে। ওয়ালীদ সূত্রে আওযা'ঈ হতে তিনি আম্‌র ইবনু শু'য়াইব হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন ঃ

''إذا زوج أحدكم عبده أمته {أجيره} فلا ينظرن إلى عورتها''.

'যখন তোমাদের কেউ তার দাসকে তার দাসীর (আশ্রিতার) সাথে বিয়ে করিয়ে দিবে তখন সে তার (দাসীর) সতরের দিকে দৃষ্টি দিবে না।'

এটি বাইহাক্বী (২/২২৬) বর্ণনা করেছেন। ওয়ালীদ হচ্ছেন ইবনু মুসলিম। তিনি তাদলীসুত্‌ তাসবিয়াহ করতেন। তিনি আন্‌ আন্‌ করে আওযা'ঈ ও আম্‌র হতে বর্ণনা করেছেন।

বাইহাক্বী বলেন ঃ উক্ত বর্ণনাগুলোর একটিকে আরেকটির সাথে মিলিয়ে দেখলে লক্ষ করা যাচ্ছে যে, আওযা'ঈর বর্ণনায় বলা হয়েছে বিবাহ দিয়ে দেয়ার পর মালিক দাসীর সতরের দিকে দৃষ্টি দিবে না। কারণ দাসীর নাভি ও হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থানটি তার সতরের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া অন্যান্য বর্ণনাগুলো প্রমাণ করছে যে, বিয়ে দিয়ে দেয়ার পর দাসী তার মালিকের সতরের দিকে দৃষ্টি দিবে না। অথবা খাদেম চাই দাস হোক বা আশ্রিত হোক বিয়ের উপযুক্ত হওয়ার পর সে তার মালিকের সতরের দিকে দৃষ্টি দিবে না। পুরুষের সতর কতটুকু এগুলো তারই বিবরণ দিচ্ছে। দাসীর সতর কতটুকু তার বিবরণ দেয়া হচ্ছে না।

মোটকথা হাদীছটিতে সাওয়ার হতে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। বর্ণনার ক্ষেত্রে মতভেদ ঘটার কারণে কোন বর্ণনারই একটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দেয়া

যাচ্ছে না। যদিও হাদীছগুলো পুরুষের সতরের বিষয়েই বর্ণিত হয়েছে, সে দিকেই হৃদয় ধাবিত হচ্ছে।

আর আম্র ইবনু শু'য়াইবের হাদীছের ভাষায় মতভেদ থাকার কারণে দাসীর সতরের ব্যাপারে হওয়ার ক্ষেত্রেও তার উপরে নির্ভর করা যাচ্ছে না।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, কোন কোন মাযহাব এ হাদীছের উপর ভিত্তি করে বলেন যে, দাসীর সতর হচ্ছে পুরুষের সতরের ন্যায়। এর উপর নির্ভর করে তার দিকে দৃষ্টি দেয়া জায়েয। বরং তাদের কেউ কেউ বলেছেন যে, "অচেনা ব্যক্তির জন্য দাসীর চুল, হাত, রান, বুক ও স্তনদ্বয়ের দিকে দৃষ্টি দেয়া জায়েয"! জাস্সাস "আহকামুল কুরআন" (৩/৩৯০) গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন।

এটি কোন লুক্কায়িত বিষয় নয় যে, তাতে নারীদের সতর ঢাকা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে এবং পুরুষদের চক্ষু নীচু করার বিষয়ে আম দলীলগুলোর বিরোধিতা করা ছাড়াও ফেতনা ফাসাদের দরযা খুলে দেয়া হবে।

٩٥٧. (إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ رَفَعَ لِي الدُّنْيَا، فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفِّي هَذِهِ؛ جِلِّيَانًا مِنْ أَمْرِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ جَلَّاهُ لِنَبِيِّهِ كَمَا جَلَّاهُ لِلنَّبِيِّيْنَ قَبْلَهُ).

৯৫৭। দুনিয়াকে আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য উঁচু করে রেখেছেন। আমি তার দিকে এবং কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাতে যা কিছু ঘটবে সে দিকে দৃষ্টি দিব যেমনভাবে আমি দু' হাতের এই তালুর দিকে দৃষ্টি দিচ্ছি। আল্লাহর নির্দেশে তাঁর নাবীর জন্য তা প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে যেমনিভাবে তিনি তাঁর পূর্ববর্তী নাবীদেরকে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি আবূ নো'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" (৬/১০১) গ্রন্থে তাবারানী সূত্রে বাক্র ইবনু সাহাল হতে তিনি নো'য়াইম ইবনু হাম্মাদ হতে তিনি বাকিয়াহ হতে তিনি সা'ঈদ ইবনু সিনান হতে তিনি আবুয যাহেরিয়াহ হতে তিনি কাছীর ইবনু মুররাহ হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। তাতে চারটি সমস্যা রয়েছে ঃ

১। সা'ঈদ ইবনু সিনান মাতরূক। দারাকুতনী ও অন্য বিদ্বানরা তাকে জাল করার দোষে দোষী করেছেন।

২। বাকিয়াহ মুদাল্লিস। তিনি আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন।

৩। নো'য়াইম ইবনু হাম্মাদ দুর্বল।

৪। বাক্‌র ইবনু সাহালও দুর্বল।

৯৫৮. (كَانَ لاَ يَمَسُّ مِنْ وَجْهِيْ شَيْئًا وَأَنَا صَائِمَةٌ. قَالَتْهُ عَائِشَةُ).

৯৫৮। আমি সওম পালন করা অবস্থায় তিনি আমার চেহারার কোন কিছুই স্পর্শ করতেন না। উক্ত ভাষ্যটি আয়েশা (ﷺ) বলেছেন।

হাদীছটি মুনকার।

এটি ইবনু হিব্বান তার "সাহীহ" (৯০৪) গ্রন্থে ইমরান ইবনু মূসা হতে তিনি উছমান ইবনু আবী শাইবাহ হতে তিনি ওয়াকী' হতে তিনি যাকারিয়া ইবনু আবী যায়েদাহ হতে তিনি আল-আব্বাস ইবনু যুরায়েহ হতে তিনি শা'বী হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আশ'য়াছ হতে তিনি আয়েশা (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

তবে ইমাম আহমাদ (৬/১৬২) ওয়াকী'র মাধ্যমে যাকারিয়া হতে... এবং ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়ার মাধ্যমে তার পিতা হতে তিনি সালেহ আল-আসাদী হতে তিনি শা'বী হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল আশ'য়াছ ইবনে কায়েস হতে তিনি আয়েশা (ﷺ) হতে নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণনা করেছেন। আয়েশা (ﷺ) বলেন ঃ

"ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتنع من شيء من وجهي وهو صائم"

'রাসূল (ﷺ) সওম পালন করা অবস্থায় আমার চেহারার কোন অংশ হতেই নিজেকে বিরত রাখতেন না।'

আমি (আলবানী) বলছি ঃ পূর্বের বর্ণনাটির সাথে এ বর্ণনার দু'টি বিরোধ রয়েছে ঃ একটি সনদের দিক দিয়ে, আরেকটি ভাষার দিক দিয়ে।

সনদের বিরোধটি এই যে, আব্বাস ইবনু যুরায়েহ-এর স্থলে সালেহ আল-আসাদী এসেছে। তিনি হচ্ছেন সালেহ ইবনু আবী সালেহ আল-আসাদী। তিনি মাজহূল যেমনটি সেদিকে হাফিয যাহাবী ইঙ্গিত করেছেন।

আমি "মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবাহ" (৩/৬০) গ্রন্থে ওয়াকী' হতে ইমাম আহমাদের বর্ণনার ন্যায় দেখেছি। তা প্রমাণ করছে যে, ওয়াকী' হতে ইবনু হিব্বানের বর্ণনাটি শায।

আর ভাষায় বিরোধিতা, তা সামান্য চিন্তা করলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। ইবনু হিব্বানের বর্ণনায় সওম পালন করা অবস্থায় তার (আয়েশার) চেহারার কোন অংশই স্পর্শ করতেন না আর আহমাদ ও ইবনু শাইবার বর্ণনায় তিনি সওম পালন করা অবস্থায় তার চেহারা স্পর্শ করা হতে বিরত থাকতেন না। ইবনু হিব্বানের নিকট ওয়াকী'র বর্ণনাটি শায। ইমাম আহমাদ ও ইবনু আবী শাইবার নিকট তার (ওয়াকী'র) বর্ণনা ও ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়ার বর্ণনা তার বিরোধী হওয়ার

কারণে। নাসাঈর নিকট যিয়াদ ইবনু আইউবের ভাষা ইমাম আহমাদের ভাষার সাথে মিলে যাওয়ায় সেটিকে আরো শক্তিশালী করছে।

আলোচ্য হাদীছটির বর্ণনাগুলোর ক্ষেত্রে উপরের আলোচনা যাই হোক, আমরা দৃঢ়তার সাথে বলছি যে, এ বর্ণনাটি শায ও মুনকার। আয়েশা (ﷺ) হতে সহীহ সনদে সাব্যস্ত হওয়া হাদীছের কারণে ঃ 'নাবী (ﷺ) তাকে চুমু দিতেন অথচ তাঁরা উভয়ে সওম অবস্থায় ছিলেন।' ইমাম আহমাদ (৬/১৬২) আয়েশা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ আমাকে রাসূল (ﷺ) তার নিকটে নিলেন। তখন আমি বললাম ঃ আমি সওম অবস্থায় আছি। তিনি বললেন ঃ আমিও সওম পালন অবস্থায় আছি।

এ সনদটি সহীহ। এটি সা'আদ ইবনু ইব্রাহীম হতে একদল নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। যেমনটি আমি "আল-আহাদীছুস সাহীহাহ" (২১৯) গ্রন্থে বর্ণনা করেছি।

মুহাম্মাদ ইবনু আশ'য়াছ কর্তৃক এককভাবে বর্ণনা করাই হচ্ছে আলোচ্য হাদীছটির সমস্যা। যাদের অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম বুখারী "আত-তারীখুল কাবীর" (১/১/১৬) গ্রন্থে এবং ইবনু আবী হাতিম (৩/২/২০৬) তাকে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম আয়েশা (ﷺ)-এর হাদীছটি নিম্নোক্ত বাক্যে ''كان يقبل وهو صائم'' 'তিনি সওম অবস্থায় চুমু দিতেন' যৌথভাবে বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়নি যে, তিনি (আয়েশা) সওম অবস্থায় ছিলেন।

৯৫৭. (الْوُضُوْءُ مِمَّا خَرَجَ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ).

৯৫৭। কিছু বের হলে তাতে উযূ করতে হবে, কিছু প্রবেশ করলে তাতে উযূ করতে হবে না।

হাদীছটি মুনকার।

এটি ইবনু আদী (২/১৯৪), দারাকুতনী (পৃঃ ৫৫) এবং বাইহাক্বী (১/১১৬) ফায্ল ইবনুল মুখতার হতে তিনি ইবনু আবী যিইব হতে তিনি শু'বাহ হতে...বর্ণনা করেছেন। বাইহাক্বী বলেন ঃ হাদীছটি সাব্যস্ত হয়নি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সনদটির সমস্যা তিনটি ঃ

১। ফায্ল ইবনুল মুখতার হচ্ছেন আবূ সাহাল বাসরী, তিনি মাতরূক। আবূ হাতিম বলেন ঃ তার হাদীছগুলো মুনকার। তিনি বাতিল হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী বলেন ঃ তার অধিকাংশ বর্ণনাই মুনকার। তার অনুসরণ করা যায় না। হাফিয যাহাবী তার কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করে একটি সম্পর্কে বলেছেন ঃ এটি বানোয়াট হাদীছের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অন্যগুলো সম্পর্কে বলেন ঃ এগুলো বাতিল ও আশ্চর্যজনক!

২। ইবনু আব্বাসের দাস শু'বাহ, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার হেফযে ত্রুটি ছিল যেমনটি "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে। ইবনু হাজার "আত-তালখীস" (পৃ ঃ ৪৩) গ্রন্থে বলেন ঃ

তার সনদে ফায্ল ইবনুল মুখতার রয়েছেন ঃ তিনি খুবই দুর্বল। তাতে ইবনু আব্বাসের দাস শু'বাহ রয়েছেন, তিনি দুর্বল। ইবনু আদী বলেন ঃ আসল কথা এই যে, এ হাদীছটি মওকূফ। বাইহাক্বী বলেছেন ঃ মারফূ' হিসাবে সাব্যস্ত হয়নি। সা'ঈদ ইবনু মানসূর আ'মাশ সূত্রে আবূ যিবইয়ান হতে তিনি ইবনু আব্বাস হতে মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তাবারানী আবূ উমামার হাদীছ হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার সনদটি প্রথমটির চেয়ে বেশী দুর্বল। তিনি ইবনু মাস'উদ হতেও মওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাফিয ইবনু হাজার হাদীছটির আরেকটি সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, সেটি হচ্ছে ঃ

৩। মওকূফ হওয়া। শু'বাহ দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও নির্ভরযোগ্য আবূ যিবইয়ান (হুসায়েন ইবনু জুনদুব আল-জুহানী) তার বিরোধিতা করে সায়েম ব্যক্তির জন্য সিংগা লাগানোর বিষয়ে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ

'সওম ভঙ্গ হবে যা প্রবেশ করবে তাতে। যা বের হবে তাতে নয়। আর উযূ ভঙ্গ হবে যা বের হবে তাতে, যা প্রবেশ করবে তাতে নয়।'

এটি ইবনু আবী শাইবাহ ওয়াকী' হতে তিনি আ'মাশ হতে তিনি আবূ যিবইয়ান হতে বর্ণনা করেছেন। এটি হাফিয ইবনু হাজার "ফাতহুল বারী" (৪/১৪১) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী হাদীছটি তার "সাহীহ" গ্রন্থে দৃঢ়তার সাথে সংক্ষেপে প্রথম অংশটি মুয়াল্লাক (মওকূফ) হিসাবে বর্ণনা করেছেন। বাইহাক্বী তার "সুনান" (১/১১৬, ৪/২৬১) গ্রন্থে ভিন্ন সূত্রে ওয়াকী' হতে মওসূল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এ সনদটি মওকূফ হিসাবে সহীহ। সেটিই সহীহ যেমনটি ইবনু আদী, বাইহাক্বী ও হাফিয ইবনু হাজার সে দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটির তাখরীজ করতে গিয়ে শাওকানী সন্দেহ বশত ভুল করেছেন।

٩٦٠. (إِنَّمَا الْوُضُوْءُ عَلَيْنَا مِمَّا خَرَجَ، وَلَيْسَ عَلَيْنَا مِمَّا دَخَلَ).

৯৬০। কিছু বের হলে তাতে আমাদেরকে উযূ করতে হবে। কিছু প্রবেশ করলে তাতে আমাদেরকে উযূ করতে হবে না।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তাবারানী "আল-মা'জামুল কাবীর" গ্রন্থে আবূ উমামাহ হতে বর্ণনা করেছেন।

হায়ছামী "আল-মাজমা'" (১/১৫২) গ্রন্থে বলেছেন ঃ

তাতে ওবায়দুল্লাহ ইবনু যাহার রয়েছেন, তিনি আলী ইবনু যায়েদ হতে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা উভয়েই দুর্বল। তাদের দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হালাল নয়।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ কারণেই হাফিয ইবনু হাজার পূর্বের হাদীছটির উপর কথা বলতে গিয়ে বলছেন ঃ আবূ উমামার হাদীছটি আরো বেশী দুর্বল।

٩٦١. (إِنَّمَا الإِفْطَارُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ).

৯৬১। কিছু প্রবেশ করলে সওম ছেড়ে দিতে হবে, কিছু বের হলে ছাড়তে হবে না।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি আবূ ই'য়ালা তার "মুসনাদ" গ্রন্থে আহমাদ ইবনু মানী' হতে তিনি মারওয়ান ইবনু মু'য়াবিয়াহ হতে তিনি রাযীন আল-বিকরী হতে তিনি বাক্র ইবনু ওয়ায়েল গোত্রের সুলামী হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এই সুলামীর কারণে সনদটি দুর্বল। কারণ তাকে চেনা যায় না, যেমনটি "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে। আর রাযীন আল-বিক্রী যদি জুহানী হন তাহলে তিনি নির্ভরযোগ্য। অন্য কেউ হলে তিনি মাজহূল।

হায়ছামী "আল-মাজমা'" (৩/১৬৭) গ্রন্থে সে দিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন ঃ

আবূ ই'য়ালা হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তাতে এমন বর্ণনাকারী রয়েছেন যাকে চেনা যায় না।

তবে সঠিক হচ্ছে হাদীছটি ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে মওকূফ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমনটি পূর্বের হাদীছে আলোচনা করা হয়েছে।

٩٦٢. (مَا فَضَّلَكُمْ أَبُوْ بَكْرٍ بِكَثْرَةِ صِيَامٍ وَلاَ صَلاَةٍ، وَلَكِنْ بِشَيْءٍ وُقِرَ فِيْ صَدْرِهِ).

৯৬২। আবূ বাক্রকে তোমাদের উপর বেশী সওম ও সালাত আদায়ের কারণে প্রাধান্য দেয়া হয়নি। তবে এক বস্তুর দ্বারা তাকে সম্মানিত করা হয়েছে যা তার বক্ষে রয়েছে।

মারফূ' হিসাবে হাদীছটির কোন ভিত্তি নেই।

হাফিয ইরাকী "তাখরীজুল ইহইয়্যা" (১/৩০, ১০৫) গ্রন্থে বলেন ঃ হাদীছটি তিরমিযী আল-হাকীম "আন-নাওয়াদির" গ্রন্থে বাক্‌র ইবনু আব্দিল্লাহ আল-মুযানীর ভাষ্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আমি মারফূ' হিসাবে এটিকে পাচ্ছি না।

তার এ কথাকে হাফিয সাখাবী "আল-মাকাসিদুল হাসানাহ" (নং ৯৭০) গ্রন্থে স্বীকার করেছেন।

٩٦٣. (كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الأَضْحَى عَلَى الْمِنْبَرِ).

৯৬৩। তিনি জুম'আহ, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে মিম্বারের উপর খুতবাহ দিতেন।

হাদীছটি দুর্বল।

হায়ছামী (৩/১৮৩) বলেন ঃ এটিকে ইবনু আব্বাস (ﷺ)-এর হাদীছ হতে উল্লেখ করা হয়েছে। তাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তাতে হুসাইন ইবনু আব্দিল্লাহ রয়েছেন- যাকে ইমাম আহমাদ, ইবনুল মাদীনী, বুখারী ও নাসাঈ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তাছাড়া অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাফিয ইবনু হাজার এই হুসাইন সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এধরনের হাদীছ বর্ণনা করায় তার দুর্বলতার প্রমাণ বহন করছে। কারণ নাবী (ﷺ) সালাতের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাত আদায় করতেন। সেখানে কোন মিম্বার ছিল না আর মসজিদ হতে সেখানে মিম্বার বের করাও হত না। তিনি যমীনের উপর দাঁড়িয়ে খুৎবাহ দিতেন। যেমনটি বুখারী ও মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে জাবের (ﷺ) হতে বর্ণিত হয়েছে। সর্ব প্রথম যিনি ফিত্‌র ও আযহার সালাতের খুৎবার জন্য মিম্বার বের করেন তিনি হচ্ছেন মারওয়ান ইবনুল হাকাম। আবূ সা'ঈদ খুদরী (ﷺ) তার প্রতিবাদ করেন। যেমনটি সাহীহায়েনের মধ্যে এসেছে। আবূ সা'ঈদ বলেন ঃ

'রাসূল (ﷺ) ফিত্‌র ও আযহার দিবসে মুসল্লার উদ্দেশ্যে বের হতেন। সর্ব প্রথম তিনি যা দ্বারা শুরু করতেন সেটি হচ্ছে সালাত। অতঃপর লোকদের দিকে ফিরে দাঁড়াতেন...। মারওয়ানের সাথে বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত লোকেরা এ নিয়মের উপরেই ছিল। তিনি আযহা ও ফিত্‌রের দিনে মদীনার আমীর ছিলেন। আমরা যখন সালাতের স্থলে আসলাম দেখলাম একটি মিম্বার যেটি কাছীর ইবনুস সাল্‌ত বানিয়েছে। মারওয়ান সালাত আদায় করার পূর্বেই তার উপর চড়ার ইচ্ছা করলে আমি তার কাপড় টেনে ধরলাম...। (আল-হাদীছ) দেখুন "ফহুল্ল বারী" (২/৩৫৯)।

আর যে হাদীছটি মুত্তালিব ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে হানতাব জাবের (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাতে বলেন ঃ

'আমি রাসূল (ﷺ)-এর সাথে আযহার দিন সালাতের স্থলে উপস্থিত হলাম। তিনি যখন তাঁর সালাত ও খুৎবাহ্ শেষ করলেন তখন মিম্বার হতে নামলেন। অতঃপর একটি খাসি নিয়ে আসা হলো। তিনি সেটিকে তাঁর হাতে যবেহ করলেন। বললেন ঃ বিসমিল্লাহে ওয়াল্লাহু আকবার, এটি আমার পক্ষ হতে ও আমার উম্মাতের যারা যবেহ করবে না তাদের পক্ষ হতে।'

এটি আবূ দাউদ (২/৫), দারাকুতনী (৫৪৪) ও ইমাম আহমাদ (৩/৩৬২) বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটির সনদে মুত্তালিব ও জাবের (রাঃ)-এর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা (ইনকিতা') থাকায় ত্রুটিযুক্ত।

আবূ হাতিম বলেন ঃ

মুত্তালিব জাবের হতে শুনেননি। তিনি সাহাল ইবনু সা'আদ (রাঃ) ও তার স্তরের যারা তাদেরকে ছাড়া অন্য কোন সাহাবীকে পাননি। তিনি আরেকবার বলেন ঃ তিনি সম্ভবত জাবেরকে (রাঃ) পেয়েছেন। যদি তা সঠিক হয়, তাহলে হাদীছটির আরো সমস্যা রয়েছে। সেটি এই যে, এটি মুত্তালিব কর্তৃক আন্ আন্ করে বর্ণনাকৃত। আর তিনি একজন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী। হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ

তিনি সত্যবাদী, বহু তাদলীস করতেন ও মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার মত ব্যক্তির দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। বিশেষ করে যেখানে জাবের (রাঃ) হতেই বুখারী ও মুসলিম শরীফে মিম্বারের কথা উল্লেখ না করেই হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

٩٦٤. (كَانَ إِذَا قَامَ يَخْطُبُ أَخَذَ عَصًا فَتَوَكَّأَ عَلَيْهَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ).

৯৬৪। তিনি যখন খুৎবাহ্ দেয়ার জন্য দাঁড়াতেন, তখন তিনি মিম্বারের উপর একটি লাঠি নিয়ে তার উপর ঠেস দিতেন।

হাদীছটির "তিনি মিম্বারের উপর" এ বর্ধিত অংশ সমেত আমার জানা মতে কোন ভিত্তি নেই।

যারকানী এভাবেই "শারহুল মাওয়াহিবিল লাদুনিয়া" (৭/৩৯৪) গ্রন্থে আবূ দাঊদের বর্ণনায় হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। সান'আনী "সুবুলুস সালাম" (২/৬৫) গ্রন্থে তার বর্ণনাতেই বারার হাদীছ হতে এ বাক্যে বর্ণনা করেছেন ঃ 'তিনি বর্শার উপর ভর করে খুৎবাহ দিতেন।' আমি "সুনানে আবী দাউদ" (১/১৭৮) গ্রন্থে দেখেছি, তিনি আবূ জুনাব সূত্রে ইয়াযীদ ইবনুল্ বারা হতে তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, 'নাবী (ﷺ)-কে ঈদের দিন ধনুক দেয়া হয়েছিল, তিনি তার উপর ভর করে খুৎবাহ দেন।' অনুরূপভাবেই আবুশ শাইখ "আখলাকুন নাবী (ﷺ)"

(পৃঃ ১৪৬) গ্রন্থে, ইবনু আবী শাইবাহ (২/১৫৮), ইমাম আহমাদ (৪/২৮২) এবং তাবারানী (৪/১৩৭) বর্ণনা করেছেন। এটিকে ইবনুস সাকান সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার "আত-তালখীস" (১৩৭) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাতে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ আবূ জুনাব ইয়াহইয়া ইবনু আবী হাইয়াহ দুর্বল। হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ

বেশী তাদলীস করার কারণে তাকে তারা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হাদীছটির মধ্যে এমন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না যে, তা মিম্বারের উপর ছিল ও জুম'আর দিনে ছিল। বরং স্পষ্ট এই যে, ঈদের দিনে ছিল মিম্বার ছাড়া। তিনি তাতে (ঈদের দিনে) মিম্বারের উপর খুৎবাহ দিতেন না। কারণ তিনি ঈদের সালাতের স্থলে সালাত আদায় করতেন, সেখানে মিম্বার থাকতো না।

আলোচ্য হাদীছটির আবূ দাউদে কোন ভিত্তি নেই। সুনান গ্রন্থগুলো সহ অন্যগুলোতেও নেই। তাদের যে সব ভাষাগুলো এসেছে সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। হাকাম ইবনু হাযান বলেন ঃ আমরা রাসূল (ﷺ)-এর সাথে এক জুম'আয় উপস্থিত ছিলাম। তিনি একটি লাঠি বা ধনুকের উপর ভর করে দাঁড়ালেন। অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন...।

এটি আবূ দাউদ (১/১৭২) হাসান সনদে অনুরূপভাবে বাইহাক্বী (৩/২০৬), আহমাদ ও তার ছেলে "যাওয়ায়েদুল মুসনাদ" (৪/২১২) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। হাফিয "আত-তালখীস" (১৩৭) গ্রন্থে বলেন ঃ

তার সনদটি হাসান। তাতে শিহাব ইবনু খাররাশ রয়েছেন, তিনি বিতর্কিত ব্যক্তি। তবে অধিকাংশরাই তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। তাকে ইবনুস সাকান ও ইবনু খুযায়মাহ সহীহ আখ্যা দিয়েছেন।

২। আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের হতে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ নাবী (ﷺ) লাঠির মত কিছুর উপর ভর করে খুতবাহ দিতেন যা তার হাতে থাকত।

এটি ইবনু সা'আদ "আত-তাবাকাত" (১/৩৭৭) গ্রন্থে ও আবুশ শাইখ (১৫৫) তার সনদে বর্ণনা করেছেন। তাতে ইবনু লাহী'য়াহ রয়েছেন, যার হেফযে ত্রুটি ছিল।

৩। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ সফরে জুম'আর দিবসে রাসূল (ﷺ) তাদের সামনে একটি ধনুকের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে খুৎবাহ দিতেন।

এটি আবুশ শাইখ (১৪৬) খুবই দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। তাতে হাসান ইবনু আম্মারা রয়েছেন, তিনি মাতরূক।

৪। সা'আদ আল-কুরায আল-মুয়ায্যিন হতে বর্ণিত ঃ রাসূল (ﷺ) যখন যুদ্ধে খুৎবাহ দিতেন তখন একটি ধনুকের উপর (ভর দিয়ে) খুৎবাহ দিতেন। আর যখন জুম'আর খুৎবাহ দিতেন তখন লাঠির উপর (ভর করে) খুৎবাহ দিতেন।

এটি বাইহাক্বী (৩/২০৬) বর্ণনা করেছেন। তাতে আব্দুর রহমান ইবনু সা'আদ ইবনে আম্মারা রয়েছেন, তিনি দুর্বল।

৫। আতা হতে ইবনু জুরায়েয বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি আতাকে বললাম ঃ রাসূল (ﷺ) কি যখন খুৎবাহ দিতেন লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। তিনি তার উপর ভর দিতেন।

এটি ইমাম শাফে'ঈ "আল-উম্ম" (১/১৭৭) গ্রন্থে ও "আল-মুসনাদ" (১/১৬৩) গ্রন্থে এবং বাইহাক্বী দু'টি সূত্রে ইবনু জুরায়েয হতে বর্ণনা করেছেন। সনদটি মুরসাল সহীহ।

হাফিয ইবনু হাজার যে বলেছেন ঃ শাফে'ঈ ইব্রাহীম হতে তিনি লাইছ ইবনু আবী সুলায়েম হতে তিনি আতা হতে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এই লাইছ দুর্বল। তিনি তাতে সন্দেহ করেছেন আর শাওকানী তার অনুসরণ করেছেন। তার নিকট এ সনদে হাদীছটি নেই। যদি হাদীছটি এ সনদে প্রমাণিত হয়ও তাহলে খুবই দুর্বল। কারণ ইব্রাহীম ইবনু আবী ইয়াহইয়া আল-আসলামী লাইছের চেয়েও বেশী দুর্বল। কারণ তিনি মিথ্যার দোষে দোষী।

মোটকথা কোন সহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়নি যে, মিম্বারের উপর থাকা অবস্থায় তিনি লাঠি বা ধনুকের উপর ভর দিতেন। অতএব ইবনুল কাইয়্যিম যে বলেছেন ঃ 'মিম্বার তৈরি করার পর নাবী (ﷺ) তালোয়ার বা ধনুক বা অন্য কিছুর উপর ভর করে তার উপর চড়েছেন এ মর্মে নিরাপদ কিছু বর্ণিত হয়নি' তার এ বক্তেব্যের উপর প্রশ্ন করা ঠিক হবে না। বরং সেই সব হাদীছ হতে যা স্পষ্ট হয় তা এই যে, তিনি যখন যমীনের উপর দাঁড়িয়ে খুৎবাহ দিতেন তখন ধনুকের উপর ভর করে দাঁড়াতেন।

٩٦٥. (إِذَا دَخَلَ النُّورُ الْقَلْبَ انْفَسَحَ وَانْشَرَحَ. قَالُوا: فَهَلْ لِذَلِكَ إِمَارَةٌ يُعْرَفُ بِهَا؟ قَالَ: الإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ، وَالتَّنَحِّي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ، وَالاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ الْمَوْتِ).

৯৬৫। যখন হৃদয়ে নূর প্রবেশ করে তখন তা প্রশস্ত হয়ে যায় ও খুলে যায়। তারা বলল ঃ তা চেনার কি কোন আলামত রয়েছে? তিনি বললেন ঃ স্থায়ী বাসস্থানের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। ধোঁকার বাসস্থান হতে পিছু হটে যাওয়া এবং মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেয়া।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (ﷺ) ও আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (ﷺ)-এর হাদীছ হতে বর্ণিত হয়েছে। হাসান বাসরী ও আবূ জা'ফার আল-মাদায়েনী হতেও মুরসাল হিসাবে বর্ণিত হয়েছে।

- ইবনু মাস'উদ (ﷺ) হতে তিনটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ঃ

১। এটি ইবনু জারীর (১২/১০০/১৩৮৫৫) বর্ণনা করেছেন। দু'টি কারণে এ সূত্রের সনদটি দুর্বল ঃ

(ক) এ সূত্রে সা'ঈদ ইবনু আব্দিল মালেক ইবনে ওয়াকিদ হাররানী রয়েছেন তিনি দুর্বল। তাকে দারাকুতনী ও অন্য বিদ্বানগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

(খ) আবূ ওবায়দাহ ও তার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা। তিনি তার থেকে শ্রবণ করেননি।

২। এটি হাকিম (৪/৩১১) বর্ণনা করে চুপ থেকেছেন। হাফিয যাহাবী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ সনদটির বর্ণনাকারী আদী ইবনুল ফায্ল সাকেত (নিক্ষিপ্ত)।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু মা'ঈন ও আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীছ।

তার শাইখ আব্দুর রহমান ইবনু আব্দিল্লাহ আল-মাস'উদীর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল।

৩। এটি ইবনু জারীর (নং ১৩৮৫৭) বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি দুর্বল। বর্ণনাকারী মাহবূব ইবনুল হাসান হাশেমী বিতর্কিত ব্যক্তি। ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তার ব্যাপারে সমস্যা নেই। আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন। নাসাঈ বলেন ঃ তিনি দুর্বল। তাকে ইবনু হিব্বান নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বুখারী মুতাবা'য়াতের ক্ষেত্রে তার থেকে বর্ণনা করেছেন।

- ইবনু আব্বাসের (ﷺ) হাদীছ ঃ

এটি ইবনু আবী হাতিম তার "তাফসীর" (৩/১০৮/১) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি দু'টি কারণে দুর্বল ঃ

(ক) বর্ণনাকারী হাকাম ইবনু আবান হেফযের দিক দিয়ে দুর্বল। "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে ঃ তিনি সত্যবাদী তবে তার সন্দেহমূলক বর্ণনা রয়েছে।

(খ) আরেক বর্ণনাকারী হাফ্স ইবনু উমার আল-আদানী খুবই দুর্বল। ইবনু মা'ঈন ও নাসাঈ বলেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন। উকায়লী বলেন ঃ তিনি বাতিল হাদীছ বর্ণনাকারী। দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মাতরূক। তিনিই এ হাদীছটির সমস্যা।

- হাসান বাসরীর হাদীছ ঃ

তার সনদ সম্পর্কে অবহিত হইনি। সুয়ূতী "কিতাবু যিকরিল মাওত" গ্রন্থে তার থেকে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অথচ তার সনদ সম্পর্কে আলোচনা করেননি।

* আবূ জা'ফার আল-মাদায়েনীর হাদীছ ঃ

এটি ইবনু জারীর (১৩৮৫২, ১৩৮৫৩) ও ইবনু আবী হাতিম বিভিন্ন সূত্রে আম্র ইবনু মুররাহ হতে...বর্ণনা করেছেন।

হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন ঃ আবূ জা'ফার হাশেমী আল-মিসওয়ারী হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবনুল মিসওয়ার আর তিনিই আবূ জা'ফার আল-মাদায়েনী।

তার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ ও অন্য বিদ্বানগণ বলেছেন ঃ তার হাদীছগুলো বানোয়াট। ইবনুল মাদীনী বলেন ঃ তিনি রাসূল (ﷺ)-এর উপর হাদীছ জাল করতেন...। নাসাঈ বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক। ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ বলেন ঃ তিনি জ্ঞানের অধিকারীদের নিকট হাদীছ জালকারী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তার বর্ণনাগুলো তাবে'ঈদের থেকে। কোন সাহাবীর সাথেই তার সাক্ষাৎ ঘটেনি।

٩٦٦. (مَنْ جَلَسَ عَلَى قَبْرٍ يَبُوْلُ عَلَيْهِ أَوْ يَتَغَوَّطُ، فَكَأَنَّمَا جَلَسَ عَلَى جَمْرَةٍ).

৯৬৬। যে ব্যক্তি কবরের উপর বসে পেশাব বা পায়খানা করল, সে যেন অগ্নি শিখার উপর বসল।

হাদীছটি এ বাক্যে মুনকার।

এটি তাহাবী "শারহু মা'আনিল আছার" (১/২৯৭) গ্রন্থে ইবনু ওয়াহাব ও সুলায়মান ইবনু দাউদ (আত-তায়ালিসী) হতে তারা দু'জন মুহাম্মাদ ইবনু আবী হুমায়েদ হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু কা'আব হতে তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। কারণ ইবনু আবী হুমায়েদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। নাসাঈ বলেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন। এ জন্য হাফিয ইবনু হাজার "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে (৩/১৭৪) হাদীছটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ হাদীছটির সনদ দুর্বল।

আবূ দাউদ তায়ালিসী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে ভিন্ন শব্দে বর্ণনা করেছেন। তিনি (১/১৬৮) বলেন ঃ আমাদেরকে হাদীছটি মুহাম্মাদ ইবনু হুমায়েদ মুহাম্মাদ ইবনু কা'আব হতে তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন. তিনি বলেন ঃ রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ

'তোমাদের কোন ব্যক্তির কবরের উপর বসার চেয়ে অগ্নি শিখার উপর বসা বেশী উত্তম।' আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) বলেন ঃ পায়খানা বা পেশাব করার জন্য বসাকে বুঝানো হচ্ছে।

আলোচ্য হাদীছটি মুনকার। কারণ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী তার বিপরীত বর্ণনা করেছেন।

সুহায়েল ইবনু আবী সালেহ তার পিতা হতে তিনি আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে নিম্নের বাক্যে বর্ণনা করেছেন ঃ

''لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر''.

'তোমাদের কোন ব্যক্তি কবরের উপর বসার চেয়ে অগ্নি শিখার উপর বসবে অতঃপর তার কাপড় পুড়ে শরীর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে তাই তার জন্য বেশী উত্তম।'

এটি ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, তাহাবী ও অন্য বিদ্বানগণ আবূ সালেহ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে এ সনদটিই সহীহ। ইবনু আবী হুমায়েদের বর্ণনাটি মুনকার এই নির্ভরযোগ্য বর্ণনা তার বিরোধী হওয়ায়। আবূ দাউদ তায়ালিসীর বর্ণনাটিতে দুর্বল বর্ণনাকারী হতে বাতিল তাফসীর সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে সেটিও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য নয়।

٩٦٧. (نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلاَةِ).

৯৬৭। কোন ব্যক্তি যখন তার সালাতের জন্য দাঁড়াবে, তখন তিনি তার হাতের উপর ভর দিতে নিষেধ করেছেন।

হাদীছটি মুনকার।

এটি আবূ দাউদ (১/১৫৭) আহমাদ ইবনু হাম্বাল, আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে শাব্বাওয়াহে, মুহাম্মাদ ইবনু রাফে' ও মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল মালেক আল-গাযাল হতে আর তারা আব্দুর রাযযাক হতে তিনি মা'মার হতে তিনি ইসমা'ঈল ইবনু আবী উমাইয়্যাহ হতে তিনি নাফে' হতে তিনি ইবনু উমার (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

ইমাম আহমাদ... বলেন ঃ 'ব্যক্তিকে তার হাতের উপর ভর দিয়ে সালাতের মধ্যে বসা হতে রাসূল (ﷺ) নিষেধ করেছেন।' আহমাদ ইবনু শাব্বাওয়াহে বলেন ঃ 'কোন ব্যক্তি কর্তৃক সালাতের মধ্যে তার হাতের উপর ঠেস দেয়া হতে রাসূল (ﷺ) নিষেধ করেছেন।' ইবনু রাফে' বলেন ঃ 'তিনি ব্যক্তিকে তার হাতের উপর ঠেস দেয়া অবস্থায় সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।' তিনি সাজদাহ হতে উঠার

অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। ইবনু আব্দিল মালেক বলেন ঃ 'কোন ব্যক্তি যখন তার সালাতের মধ্যে দাঁড়াবে তখন তিনি তার হাতের উপর ঠেস দিতে নিষেধ করেছেন।'

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আব্দুর রায্যাকের উপর তার থেকে চার বর্ণনাকারী এ হাদীছটি বর্ণনার ক্ষেত্রে মতভেদ করেছেন। যেমনটি লক্ষ্য করেছেন।

১। ইমাম আহমাদ... বলেন ঃ 'ব্যক্তিকে তার হাতের উপর ঠেস দিয়ে সালাতের মধ্যে বসা হতে রাসূল (ﷺ) নিষেধ করেছেন।'

২। আহমাদ ইবনু শাব্বাওয়াহে বলেন ঃ 'কোন ব্যক্তি কর্তৃক সালাতের মধ্যে তার হাতের উপর ঠেস দেয়া হতে রাসূল (ﷺ) নিষেধ করেছেন।'

৩। ইবনু রাফে' বলেন ঃ 'তিনি ব্যক্তিকে তার হাতের উপর ঠেস দেয়া অবস্থায় সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।'

৪। ইবনু আব্দিল মালেক বলেন ঃ 'কোন ব্যক্তি যখন তার সালাতের মধ্যে দাঁড়াবে তখন তার হাতের উপর ঠেস দিতে নিষেধ করেছেন।'

হাদীছ একটিই, কারণ সূত্র একটি। আব্দুর রায্যাকের পরে সূত্রগুলো একাধিক হয়েছে। অতএব দেখা দরকার কোন সূত্রটি অগ্রাধিকার পাওয়ার উপযুক্ত। কারণ একটি অপরটির সাথে সাংঘর্ষিক।

কোন সন্দেহ নেই যে, প্রথম বাক্যটিই সঠিক হওয়ার দিক দিয়ে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। কারণ আব্দুর রায্যাক হতে বর্ণনাকারীদের মধ্যে ইমাম আহমাদই হেফ্য শক্তি ও আয়ত্ব শক্তির দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রসিদ্ধ ইমাম। মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল মালেক আল-গাযালের বর্ণনাটি তার বর্ণনার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। যদিও তাকে ইমাম নাসাঈ ও অন্য বিদ্বানগণ নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। তবুও তার সম্পর্কে মাসলামাহ বলেছেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য তবে বহু ভুল করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বিরোধিতা করলে তার ন্যায় ব্যক্তির দ্বারা দলীল সাব্যস্ত করা যায় না। তাছাড়া ইমাম আহমাদের মুতাবা'য়াত করা হয়েছে।

হাকিমের সূত্রে "আল-মুসতাদরাক" (১/২৭২) গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে তিনি ইব্রাহীম ইবনু মূসা হতে তিনি হিশাম ইবনু ইউসুফ হতে তিনি মা'মার হতে তিনি ইসমা'ঈল ইবনু আবী উমাইয়্যাহ হতে তিনি নাফে' হতে তিনি ইবনু উমার (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। 'নাবী (ﷺ) কোন এক ব্যক্তিকে সালাতের মধ্যে তার বাম হাতের উপর ভর দিয়ে বসে থাকতে দেখে তাকে এরূপ করা হতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন ঃ এ সালাত ইয়াহুদীদের সালাত।'

হাকিম বলেন ঃ হাদীছটি শাইখায়েনের শর্তানুযায়ী সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। হাদীছটি সেরূপই যেমন তারা দু'জনে বলেছেন।

হিশাম ইবনু সা'আদের বর্ণনায় ইবনু উমার হতে বর্ণিত হয়েছে রাসুল (ﷺ) এক ব্যক্তিকে সালাতের মধ্যে তার হাতকে ফেলে রাখতে দেখে বললেন ঃ 'এভাবে বসবে না। কারণ এরূপ বসা শাস্তিপ্রাপ্তদের বসার ন্যায়।'

এটি ইমাম আহমাদ (৫৯৭২) ভাল সনদে বর্ণনা করেছেন। আবূ দাউদ ও বাইহাক্বী বিভিন্ন সূত্রে হিশাম হতে মওকূফ হিসাবেও বর্ণনা করেছেন। উপরে বর্ণিত ইসমা'ঈল ইবনু উমাইয়্যার সূত্রটি বেশী শক্তিশালী। সেটি মারফূ' হওয়ার ব্যাপারে কেউ মতভেদ করেননি।

অতএব সালাতের মধ্যে বসে থাকাকালীন ভর দিয়ে বসা নিষেধ সম্বলিত ভাষাটিই সঠিক। আল-গাযালের বর্ণনায় যে বলা হয়েছে, সালাতের মধ্যে দাঁড়ানোর সময় ঠেস দেয়া নিষেধ সেটি শায বরং মুনকার। কারণ তার বর্ণনা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণের বর্ণনাগুলোর বিরোধী। এ ছাড়া তার হেফ্য শক্তিতে ত্রুটি ছিল।

হানাফী এবং হাম্বালী মাযহাবের অনুসারীরা দ্বিতীয় সাজদাহ হতে দাঁড়ানোর সময় দু' হাতের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবে না মর্মে আলোচ্য হাদীছটি দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ইবনুল কাইয়্যিম তার "আস-সালাত" ও "যাদুল মা'আদ" গ্রন্থে তাদের অনুসরণ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন নাবী (ﷺ) 'তাঁর দু' হাত দ্বারা যমীনের উপর ভর দিতেন না।' এ হাদীছ দ্বারা হাতের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো যাবে না মর্মে দলীল গ্রহণ করা সঠিক নয়, যেমনটি আমি "আত-তা'লীকাতুল যিয়াদ" (১/৩৮) গ্রন্থে বর্ণনা করেছি। এ ছাড়া হাদীছটি মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছ হতে বর্ণিত সহীহ হাদীছের সরাসরি বিরোধী। তিনি তাতে বলেছেন ঃ ' ... প্রথম রাকা'আতের দ্বিতীয় সাজদাহ হতে তিনি যখন তাঁর মাথা উঠাতেন তখন সোজা হয়ে বসতেন। অতঃপর যমীনের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।' এটি ইমাম নাসাঈ (১/১৭৩), শাফে'ঈ "আল-উম্মু" (১/১০১) গ্রন্থে, বাইহাক্বী (২/১২৪ ও ১৩৫) সহীহ সনদে বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী বর্ণনা করেছেন। বুখারীর মধ্যেও অনুরূপ অর্থের বর্ণনা এসেছে।

মোটকথা দু' হাতের উপর ভর করে দাঁড়ানোই হচ্ছে রাসূল (ﷺ) হতে সাব্যস্ত হওয়া সুন্নাত। যা প্রমাণ করছে যে আলোচ্য হাদীছটি দুর্বল।

٩٦٨. (مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِذَا نَهَضَ الرَّجُلُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَنْ لَا يَعْتَمِدَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ).

৯৬৮। ফরয সালাতের মধ্যে সুন্নাত হচ্ছে এই যে, যখন কোন ব্যক্তি তার প্রথম দু' রাকা'আত হতে দাঁড়াবে, তখন সে যদি বৃদ্ধ হওয়ার কারণে সক্ষম না হয় একমাত্র তাহলেই যমীনের উপর ঠেস দিয়ে দাঁড়াবে।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি বাইহাক্বী তার "সুনান" (২/১৩৬) গ্রন্থে এবং যিয়া "আল-মুখতারাহ" (১/২৬০) গ্রন্থে আব্দুর রহমান ইবনু ইসহাক হতে তিনি যিয়াদ ইবনু যিয়াদ আস-সাওয়াঈ হতে তিনি আবূ জুহায়ফাহ হতে তিনি আলী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল। তার সমস্যা হচ্ছে এই আব্দুর রহমান। যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন ঃ মুহাদ্দিছগণ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি দুর্বল।

তিনিই সালাতে নাভির নীচে দু' হাত রাখার আলী (ﷺ) হতে বর্ণিত হাদীছের বর্ণনাকারী। সেটি তিনিই এ দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন। কারণ এই যিয়াদ ইবনু যিয়াদ মাজহূল। যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার আবূ হাতিমের অনুকরণ করে বলেছেন।

٩٦٩. (أوَلا يَجِدُ أحَدُكُمْ ثلاثَةَ أحْجَار: حَجَرَيْنِ لِلصَّفْحَتَيْنِ وَحَجَرًا لِلْمَسْرُبَةِ).

৯৬৯। তোমাদের কেউ কি তিনটি পাথর পাবে না, দু'টি দুই পার্শ্বের জন্য আর একটি মূল পথের জন্য।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি দারাকুতনী (২১) এবং বাইহাক্বী উবাই ইবনুল আব্বাস ইবনে সাহাল আস-সা'য়েদী সূত্রে তার পিতা হতে তিনি সাহাল ইবনু সা'আদ আস-সা'য়েদী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ রাসূল (ﷺ)-কে পবিত্রতা অর্জনের বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল? তিনি উত্তরে বলেন ঃ.... । দারাকুতনী বলেন ঃ

সনদটি হাসান। বাইহাক্বীও তা স্বীকার করেছেন। আর ইবনুল কাইয়্যিম "ই'লামুল মুওয়াক্বে'ঈন" (৩/৪৮৭) গ্রন্থে তাদের দু'জনের অনুসরণ করে বলেছেন ঃ হাদীছটি হাসান।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তাদের এ বক্তব্যে আমার নিকট বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ এ উবাই হাদীছটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি ত্রুটিযুক্ত বর্ণনাকারী। কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেননি। বরং তার সম্পর্কে যারই কথা জানা গেছে, তিনিই তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ

তিনি দুর্বল। ইমাম আহমাদ বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। ইমাম বুখারী বলেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন। ইমাম নাসাঈও অনুরূপ কথা বলেছেন। উকায়লী বলেন ঃ তার কতিপয় হাদীছ রয়েছে সেগুলোর কোনটিরই অনুসরণ করা যায় না। ইবনু আবী হাতিম (১/১/২৯০) তাকে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

হাফিয যাহাবী যে "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেছেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য না হলেও হাদীছের ক্ষেত্রে হাসান।

উল্লেখিত ইমামগণের ভাষ্যে তিনি দুর্বল হিসাবে সাব্যস্ত হওয়ার পর এরূপ কথার কোন যৌক্তিকতা নেই। ইমাম বুখারী তার একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেটির মুতাবা'য়াত করেছেন তার ভাই আব্দুল মুহায়মেন ইবনু আব্বাস (ইবনু মান্দার নিকট)। যেমনটি হাফিয "ফাতহুল বারী" (৬/৪৪-৪৫) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হাফিয যাহাবী সম্ভবত তার সে মত হতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। কারণ তিনি তাকে (উবাইকে) "আয-যো'য়াফা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ ইবনু মা'ঈন তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম আহমাদ বলেছেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেছেন ঃ

তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। বুখারীতে তার মাত্র একটি হাদীছই রয়েছে।

٩٧٠. (إِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَالَ: رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ أَنْ يُرْضِيَهُ).

৯৭০। যখন কোন ব্যক্তি তার সালাত শেষ করে বলবে ঃ আমি প্রভু হিসাবে আল্লাহর উপর, ধর্ম হিসাবে ইসলামের উপর ও হেদায়েতবাণী হিসাবে কুরআনের উপর সন্তুষ্ট রয়েছি। তখন আল্লাহ কর্তৃক তার উপর সন্তুষ্ট হওয়া অপরিহার্য হয়ে যাবে।

হাদীছটি জাল।

এটি "আল-জামে'উল কাবীর" গ্রন্থে (১/৬৮/১) এবং আবূ নাস্‌র আস-সেজ্‌যী "আল-ইবানাহ" গ্রন্থে হিশাম ইবনু উরওয়াহ হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটি বানোয়াট। তার সনদটি সম্পর্কে আমি অবহিত হয়েছি। হাফিয আব্দুল গনী আল-মাকদেসী "আছ-ছালেছু ওয়াত তিস'ঈন" (২/৪৩) গ্রন্থে আস-সেজ্‌যী সূত্রে তার সনদে যায়েদ ইবনুল হুরায়েশ হতে তিনি আম্‌র ইবনু খালেদ হতে তিনি আবূ আকীল আদ-দাওরাকী হতে তিনি হিশাম ইবনু উরওয়াহ হতে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি বানোয়াট। তার সমস্যা এই আম্‌র ইবনু খালেদ। তিনি আবূ খালেদ আল-কুরাশী। ইমাম আহমাদ, ইবনু মা'ঈন ও অন্য বিদ্বানগণ তার সম্পর্কে বলেন ঃ

তিনি মিথ্যুক। ইসহাক ইবনু রাহওয়াহে ও আবূ যুর'আহ বলেন ঃ

তিনি হাদীছ জাল করতেন। অনুরূপ কথা ইবনু হিব্বানের "আল-মাজরূহীন" (২/৭৪-৭৫) গ্রন্থেও এসেছে।

আর যায়েদ ইবনুল হুরায়েশ তিনি আহওয়াযী। তার সম্পর্কে ইবনুল কাত্তান বলেন ঃ তিনি মাজহূলুল হাল।

٩٧١. (اللَّهُمَّ إِنَّ عَبْدَكَ عَلِيًا احْتَبَسَ نَفْسَهُ عَلَى نَبِيِّكَ، فَرُدَّ عَلَيْهِ شَرْقَهَا. (وَفِيْ رِوَايَةٍ): اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ فِيْ طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُوْلِكَ فَارْدُدْ عَلَيْهِ الشَّمْسَ، قَالَتْ أَسْمَاءُ، فَرَأَيْتُهَا غَرَبَتْ، ثُمَّ رَأَيْتُهَا طَلَعَتْ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ).

৯৭১। হে আল্লাহ তোমার বান্দা আলী নিজেকে তোমার নাবীর জন্য নিয়োজিত রেখেছিল। তুমি তার জন্য সূর্যকে ফিরিয়ে দাও। (অন্য বর্ণনায় এসেছে) ঃ হে আল্লাহ! সে তোমার ও তোমার রাসূলের আনুগত্যে ব্যস্ত ছিল। অতএব তুমি তার জন্য সূর্যকে ফিরিয়ে দাও। আসমা বলেন ঃ আমি সূর্যকে ডুবে যেতে দেখেছি। ডুবে যাবার পর পুনরায় উদয় হতে দেখেছি।

হাদীছটি জাল।

এটি ইমাম তাহাবী "মুশকিলুল আছার" (২/৯) গ্রন্থে আহমাদ ইবনু সালেহ সূত্রে ইবনু আবী ফুদায়েক হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু মূসা হতে তিনি আউন ইবনু মুহাম্মাদ হতে তিনি তার মা উম্মু জা'ফার হতে তিনি আসমা বিনতে উমায়েস হতে বর্ণনা করেছেন।

নাবী (ﷺ) সাহবাউ নামক স্থানে যোহরের সালাত আদায় করলেন। অতঃপর কোন এক প্রয়োজনে আলী (رضي الله عنه)-কে প্রেরণ করলেন। তিনি ফিরে আসলেন এমতাবস্থায় যে নাবী (ﷺ) আসরের সালাত আদায় করে নিয়েছেন। নাবী (ﷺ) তাঁর মাথা আলী (رضي الله عنه)-এর কোলে রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। তিনি তাঁকে নড়ালেন না। এমনকি সূর্য ডুবে গেল। তখন নাবী (ﷺ) উক্ত হাদীছটি বলেন ঃ....।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটি একটি অজ্ঞাত দুর্বল সনদ। ইমাম তাহাবীর কথাই হাদীছটি সহীহ হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। বরং তিনি সম্ভবত দুর্বল হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বর্ণনাকারী আউন ও তার মা সম্পর্কে কিছু না বলে চুপ থেকেছেন। তাদের দু'জনকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়ার কোন সুযোগ থাকলে অবশ্যই তিনি তা করতেন। এরূপ স্থানে তাদের দু'জন সম্পর্কে কিছু না বলে চুপ থাকার দ্বারা বুঝিয়েছেন যে তার নিকটও তারা দু'জনই মাজহূল। ইবনু আবী হাতিম

(৩/১/৩৮৬) আউনকে উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। আর ইবনু হিব্বান তাকে "আছ-ছিকাত" (২/২২৮) গ্রন্থে তার নীতি অনুযায়ী উল্লেখ করেছেন।

হাফিয বুসয়রী বলেন ঃ হাদীছটির সনদে দু'জন মাজহূল বর্ণনাকারী রয়েছেন।

হাদীছটি ইমাম তাহাবী (২/৮) ও তাব্বারানী "আল-কাবীর" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। যার সূত্রে ইব্রাহীম ও ফুযায়েল ইবনু মারযূক রয়েছেন। ইব্রাহীম মাজহূল। ইবনু আবী হাতিম তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। আর ফুযায়েল যদিও ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারী। তিনি বিতর্কিত ব্যক্তি। হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে ইঙ্গিত করেছেন ঃ তিনি সত্যবাদী, সন্দেহ করতেন। তার সম্পর্কে ইবনু তাইমিয়্যাহ "মিনহাজিস সুন্নাহ" (৪/১৮৯) গ্রন্থে বলেন ঃ

তিনি নির্ভরযোগ্যদের উপর পরিচিত ভুলকারী। যদিও তিনি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলতেন না। তার সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন ঃ নির্ভরযোগ্যদের উপর ভুলকারী। তিনি আতিয়াহ হতে বানোয়াট হাদীছ বর্ণনাকারী। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন ঃ তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। ইবনু মা'ঈন একবার বলেছেন যে, তিনি দুর্বল। তার সম্পর্কে এ মন্তব্য, ইমাম আহমাদ যে বলেছেন, তার সম্পর্কে শুধুমাত্র ভালই জানি এবং সুফিয়ান যে বলেছেন তিনি নির্ভরযোগ্য-এর সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলতেন না কিন্তু ভুল করতেন। ইমাম মুসলিম মুতাবা'য়াতের ক্ষেত্রে তার থেকে বর্ণনা করেছেন। ইব্রাহীম হতে তার শ্রবণ, ইব্রাহীমের ফাতেমাহ হতে শ্রবণ এবং ফাতেমা আসমা হতে শ্রবণ করেছেন বলে জানা যায় না।

হাদীছটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে উল্লেখ করে (১/৩৫৬) বলেছেন ঃ বিনা সন্দেহে হাদীছটি বানোয়াট। জুযকানী বলেন ঃ এ হাদীছটি মুনকার, মুযতারিব। তিনি এই ফুযায়েলের দ্বারা সমস্যা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি ইব্রাহীম সম্পর্কে কিছু বলেননি।

হাফিয সুয়ূতী ইব্রাহীম ব্যাপারে তার কোন সমালোচনা করেননি। কিন্তু ফুযায়েলের দুর্বল হওয়ার বিষয়ে তার সমালোচনা করেছেন। তিনি "আল-লাআলী" (১/১৭৪) গ্রন্থে বলেছেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য, সত্যবাদী। ইমাম মুসলিম তার "সাহীহ" গ্রন্থে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। চার সুনান বর্ণনাকারীও তার থেকে বর্ণনা করেছেন।

তার সম্পর্কে ইমামগণ কী বলেছেন আপনারা তা অবহিত হয়েছেন। উত্তরও জেনেছেন।

ইবনু হাজার "ফতহুল বারী" (৬/১৫৫) গ্রন্থে বলেছেন ঃ ইবনুল জাওযী হাদীছটি "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে উল্লেখ করে ভুল করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনু

তাইমিয়্যাহ "আর-রাদ্দু আলার রাওয়াফেয" গ্রন্থে জাল হওয়ার ব্যাপারে তার ধারণা প্রকাশ করেছেন।

তার (হাফিযের) উক্ত কথায়, যার জ্ঞান নাই তিনিই সন্দেহ করতে পারেন যে, হাদীছটি তার নিকট সহীহ! কারণ তিনি তার উপরোক্ত ভাষ্য দ্বারা বানোয়াট নয় শুধুমাত্র তাই বুঝিয়েছেন। তবে দুর্বল। ইবনু তাইমিয়্যাহ হাদীছটির উপর সনদের দিক দিয়ে বানোয়াটের হুকুম লাগাননি। তবে তিনি ভাষার দিক দিয়ে বানোয়াটই বলেছেন। সনদটিকে শুধুমাত্র দুর্বল বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন। তিনি হাদীছটির সনদগুলোর দুর্বলতার বর্ণনা দিয়েছেন। প্রতিটি সনদে এমন কিছু বর্ণনাকারী রয়েছেন যারা ন্যায় পরায়ণতা ও আয়ত্ব শক্তির গুণে পরিচিতি লাভ করেননি। সেগুলোর কোন কোনটিতে মাতরূক, নিতান্তই মুনকারুল হাদীছ বর্ণনাকারী রয়েছেন। আর হাদীছটি ভাষার দিক দিয়ে বানোয়াট হওয়ার ব্যাপারে এমন যুক্তিসঙ্গত কথা উল্লেখ করেছেন যে, যে ব্যক্তি তা বুঝতে সক্ষম হবে সে দৃঢ়তার সাথে বলবে যে, হাদীছটি বানোয়াট। (ইবনু তাইমিয়্যার বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশের সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ {অনুবাদক}) ঃ

ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেছেন ঃ আলী (ﷺ)-এর জন্য সূর্য ফিরিয়ে দেয়ার হাদীছটিকে একদল যেমন তাহাবী, কাযী আয়ায ও অন্য বিদ্বানগণ উল্লেখ করে তাকে নাবী (ﷺ)-এর মু'জিযাহ হিসাবে গণ্য করেছেন। কিন্তু মুহাক্কিক আলেম ও হাদীছ সম্পর্কে জ্ঞানীগণ জানেন যে, হাদীছটি মিথ্যা ও বানোয়াট। যেমনটি ইবনুল জাওযী "আল-মাওযূ'আত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

রাসূল (ﷺ)-এর আসরের সালাত খন্দকের দিন ছুটে গিয়েছিল। তিনি তা তাঁর বহু সাহাবাসহ পরে আদায় করেন। অথচ তিনি সূর্য ফিরিয়ে আনার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাননি। আলী (ﷺ) নাবী (ﷺ) হতে উত্তম নন যে, তার জন্য সূর্য ফিরিয়ে আনা হবে আর নাবী (ﷺ) তাঁর সঙ্গী সাথীদের সহ সূর্য ডুবার পরে আসরের সালাত আদায় করবেন অথচ তাঁর জন্য সূর্য ফিরিয়ে আনা হবে না।

তাছাড়া এরূপ ঘটনা স্বাভাবিকের বিপরীত হওয়ায় বর্ণনার ক্ষেত্রে গুরুত্ব বহন করে। শুধুমাত্র এক বা দু'জন ব্যক্তি বর্ণনা করায় প্রমাণ করছে যে, হাদীছটি মিথ্যা।

কারণ রাতের বেলা লোকেরা ঘুমিয়ে থাকার সময় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হল। অথচ তা সাহাবারা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করলেন। যা বর্ণিত হয়েছে "সহীহ", "সুনান" ও "মাসানীদ" গ্রন্থগুলোতে। কুরআনের আয়াতও নাযিল হল। আর দিনের বেলা সূর্যকে ফিরিয়ে দেয়া হল অথচ তা প্রসিদ্ধি লাভ করল না। আবার যে সংখ্যক লোক চন্দ্রের বিষয়টি বর্ণনা করলেন সে সংখ্যায় এটি বর্ণনা করা হলো না, তা কিভাবে হতে পারে? এরূপ ঘটনা ঘটে থাকলে অবশ্যই সহীহ সূত্রের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা চন্দ্রের ঘটনার বর্ণনাকারীদের চেয়ে বেশী হত।

আলী (ﷺ) নাবী (ﷺ)-এর চেয়ে উত্তম ছিলেন না। কারণ নাবী (ﷺ) ও তাঁর সাথে আলীসহ অন্য সাহাবাগণ ফজরের সালাতের সময় ঘুমিয়ে গেলেন এমনকি সূর্য উঠে গেল। অথচ তাদের জন্য সূর্যকে পূর্ব দিকে পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া হল না।

বলা হয়েছে আলোচ্য ঘটনাটি ছিল খায়বারে। তখন সেখানে মুসলমানরা সংখ্যায় ছিল এক হাজার চার শতরও বেশী। এরূপ ঘটনা ঘটলে অবশ্যই তারা তা অবলোকন করতেন। আর শুধুমাত্র এক বা দু'জন ব্যক্তি বর্ণনা করতেন না। সাহাবাগণ যদি তা বর্ণনা করতেন তাহলে তাদের থেকে বর্ণনাকারীগণও তা বর্ণনা করতেন। যেমনভাবে তারা সেই খায়বারের অন্যান্য হাদীছগুলো বর্ণনা করেছেন। আর শুধুমাত্র মাজহূল বর্ণনাকারীও বর্ণনা করতেন না। এমনকি এ হাদীছটির এমন একটি সনদও নেই যার দ্বারা হাদীছটি সাব্যস্ত করা যায়।

এই খায়বারে নাবী (ﷺ) বলেন ঃ 'আমি এমন এক ব্যক্তিকে ঝাণ্ডা দিব যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালবাসে।'

এটি খায়বারে বর্ণিত একটি হাদীছ যা একাধিক সাহাবা বর্ণনা করেছেন। তাদের হাদীছগুলো "সহীহ", "সুনান" ও "মাসানীদ" গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত হলো অথচ আলোচ্য হাদীছটি নির্ভরযোগ্য কোন একটি গ্রন্থেও বর্ণিত হল না। বরং তারা সকলে তাকে পরিত্যাগ করতে একমত হলেন। এটিই প্রমাণ করছে যে, হাদীছটি মিথ্যা ও বানোয়াট। তিনি আরো বলেন যে, হাদীছ শাস্ত্রের একদল লেখক যেমন ইমাম আহমাদ, আবূ নো'য়াইম, তিরমিযী, নাসাঈ ও আবূ উমার ইবনু আব্দিল বার আলী (ﷺ)-এর ফযীলত বর্ণনা করে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তারা সেগুলোতে বহু দুর্বল হাদীছ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ হাদীছটি উল্লেখ করেননি। কারণ এটি যে, মিথ্যা তা সুস্পষ্ট।

হাফিয ইবনু কাছীর ও যাহাবী ইবনু তাইমিয়্যার ন্যায় মতামত দিয়েছেন।

٩٧٢. (أَمَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّمْسَ أَنْ تَتَأَخَّرَ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ، فَتَأَخَّرَتْ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ).

৯৭২। নাবী (ﷺ) সূর্যকে দিনের কিছু সময়ের জন্য (অস্ত যেতে) দেরী করতে বললেন। ফলে সূর্য দিনের কিছু সময় (অস্ত যেতে) দেরি করল।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি আবুল হাসান শাযান আল-ফাযলী মাহফূয ইবনু বাহার সূত্রে ওয়ালীদ ইবনু আব্দিল ওয়াহেদ হতে তিনি মা'কাল ইবনু ওবায়দুল্লাহ হতে তিনি আবুয যুবায়ের হতে তিনি জাবের (ﷺ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেন।

হাদীছটি সুয়ূতী "আল-লাআলী" গ্রন্থে পূর্বের হাদীছটির শাহেদ হিসাবে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

এটিকে তাবারানী "আল-আওসাত" গ্রন্থে ওয়ালীদ ইবনু আব্দিল ওয়াহেদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেন ঃ আবুয যুবায়ের হতে মা'কাল ছাড়া আর মা'কাল হতে ওয়ালীদ ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি।

সুয়ূতী হাদীছটির উপর হুকুম লাগানো হতে চুপ থেকেছেন। হায়ছামী "আল-মাজমা'" (৮/২৯৭) গ্রন্থে বলেন ঃ হাফিয ইবনু হাজার "ফাতহুল বারী" (৬/১৫৫) গ্রন্থে তার অনুসরণ করেছেন। হাদীছটি তাবারানী "আল-আওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তার সনদটি হাসান।

দুই হাফিয হতে এরূপ মন্তব্য আশ্চর্যজনক ব্যাপারই বটে। কিভাবে সনদটি হাসান যাতে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো রয়েছে ঃ

১। আবুয যুবায়ের মুদাল্লিস হিসাবে পরিচিত। তিনি আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার নিজে "আত-তাকরীব" এবং "তাবাকতুল মুদাল্লেসীন" গ্রন্থে তার সম্পর্কে এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন।

হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে তার জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে তার মুদাল্লিস হওয়া সম্পর্কে আলেমদের মন্তব্যগুলো উল্লেখপূর্বক বলেছেন ঃ

সহীহ মুসলিমে কতিপয় হাদীছ এসেছে যেগুলোতে জাবের (রাঃ) হতে আবুয যুবায়ের তার শ্রবণকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। সে হাদীছগুলো তার থেকে লাইছ সূত্রেও বর্ণিত নয়...।

যদি ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত তার হাদীছের অবস্থা এই হয়, তাহলে যে হাদীছ ছয়টি হাদীছ গ্রন্থের কোন মুহাদ্দিছ ও মাসানীদ রচনাকারীগণ বর্ণনা করেননি যেমন এ আলোচ্য হাদীছটি তাহলে তার হাদীছটির অবস্থা সে ক্ষেত্রে কী হতে পারে?

২। ওয়ালীদ ইবনু আব্দিল ওয়াহেদ মাজহূল, তাকে চেনা যায় না। কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থেও তার জীবনী উল্লেখ করা হয়নি। তিনি এককভাবে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। কিভাবে তার হাদীছটি হাসান?

৩। মাহফূয ইবনু বাহার; ইবনু আদী "আল-কামিল" (কাফ ৩৯৯-৪০০) গ্রন্থে বলেন ঃ আমি আবূ আরূবাহকে বলতে শুনেছি ঃ তিনি মিথ্যা বলতেন।

সতর্কবাণী ঃ একদল নাবীর ক্ষেত্রে সূর্য ফিরিয়ে দেয়ার বিষয়ে কতিপয় হাদীছ ও আছার বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্য হতে কোনটিই সহীহ নয়। একমাত্র ইউশা' (আঃ)-এর ক্ষেত্রে সূর্যকে স্থির রাখার বিষয়ে বুখারী ও মুসলিমে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে সেটিই সহীহ। আমি এটিকে "সিলসিলাতুল আহাদীছিস সাহীহাহ" গ্রন্থে (নং ২০২) বর্ণনা করেছি।

٩٧٣. (لَوْ بُنِيَ هَذَا الْمَسْجِدُ إِلَى صَنْعَاءَ كَانَ مَسْجِدِيْ).

৯৭৩। যদি এ মসজিদ সান'আ পর্যন্ত (সম্প্রসারণ করে) বানানো হয়, তাহলেও তা আমার মসজিদ হত।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি আবূ যায়েদ উমার ইবনু শাব্বাহ আন-নুমায়রী "কিতাবু আখবারিল মাদীনাহ" গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া হতে তিনি সা'আদ ইবনু সা'ঈদ হতে তিনি তার ভাই হতে তিনি তার পিতা হতে ...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। এর সমস্যা হচ্ছে সা'আদের ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু সা'ঈদ ইবনে আবী সা'ঈদ আল-মাকবুরী। তিনি মাতরূক, মিথ্যার দোষে দোষী। সা'আদও হাদীছের ক্ষেত্রে দুর্বল। ইবনুন নাজ্জার "তারীখুল মাদীনাহ" {নাম করা হয়েছে ঃ আদ-দুরারুছ ছামীনাহ} (পৃ ঃ ৩৭০) গ্রন্থে হাদীছটি দুর্বল হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

হাদীছটির মূলটি মওকূফ। এই মিথ্যার দোষে দোষী ব্যক্তি মারফূ' করে ফেলেছেন। উমার ইবনু শাব্বাহ দু'টি মুরসাল সূত্রে উমার হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ 'নাবী (ﷺ)-এর মসজিদ যদি যূল হুলায়ফাহ পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হত তাহলে তা তার মধ্যেই গণ্য হত।'

এর অর্থটি সহীহ। সালাফদের আমল তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। উমার ও উছমান (رضي الله عنهما) নাবী (ﷺ)-এর মসজিদ কিবলার দিকে সম্প্রসারণ করেন। ইমাম সাহেব বর্ধিত অংশে দাঁড়াতেন আর তার পিছনে প্রথম কাতারে সাহাবাগণ থাকতেন। তারা পুরাতন মসজিদের দিকে পিছু সরে যেতেন না। আজকের দিনে কিছু কিছু লোকে যেরূপ করে থাকে!

ইবনু তাইমিয়্যাহ "আর-রাদ্দু আলাল আখনাঈ" (পৃ ঃ ১২৫) গ্রন্থে বলেন ঃ কতিপয় আছার এসেছে যে, নাবী (ﷺ)-এর মসজিদের বর্ধিত অংশের হুকুম মূল অংশের হুকুমের ন্যায়। বর্ধিত অংশেও এক রাকা'আত সালাত অন্য স্থানে এক হাজার সালাতের সমতুল্য। অনুরূপভাবে মক্কায় মসজিদুল হারামের ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য। বর্ধিত অংশে তাওয়াফ করা বৈধ। তবে মসজিদের বাইরে তাওয়াফ করা চলবে না। এ কারণেই সাহাবাগণ ঐকমত্য হয়ে উমার অতঃপর উছমান (رضي الله عنهما) কর্তৃক বর্ধিত অংশে প্রথম কাতারে সালাত আদায় করতেন। আর এর উপরেই সকল মুসলমানদের আমল হয়ে আসছে...।

٩٧٤. (لَوْ زِدْنَا فِيْ مَسْجِدِنَا. وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ).

৯৭৪। যদি আমাদের মসজিদ সম্প্রসারণ করতাম। এমতাবস্থায় তিনি তার হাত দ্বারা কিবলার দিকে ইঙ্গিত করলেন।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনুন নাজ্জার "তারীখুল মাদীনাহ" (৩৬৯) গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনে যাবালাহ সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু উছমান ইবনে রাবী'আহ হতে তিনি মুস'আব ইবনু ছাবেত হতে...বর্ণনা করেছেন।

নাবী (ﷺ) একদিন তার মুসল্লায় থাকা অবস্থায় উক্ত কথা বলেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটির সনদ খুবই দুর্বল। ইবনু যাবালাহকে মুহাদ্দিছগণ মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন। যেমনটি "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এসেছে। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ

তিনি হাদীছ চোরদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে যা তাদের থেকে শুনেননি তাদলীস করা ছাড়াই তা বর্ণনা করতেন।

٩٧٥. (حَيَاتِيْ خَيْرٌ لَكُمْ، تُحَدِّثُوْنَ وَيُحَدَّثُ لَكُمْ، وَوَفَاتِيْ خَيْرٌ لَكُمْ، تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، فَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللهَ عَلَيْهِ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍّ اسْتَغْفَرْتُ اللهَ لَكُمْ).

৯৭৫। তোমাদের জন্য আমার জীবন কল্যাণকর। তোমরা হাদীছ বর্ণনা কর আর তোমাদের জন্য তিনি বর্ণনা করেন। আমার মৃত্যু তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আমার উপর তোমাদের আমলগুলো উপস্থাপন করা হবে। যখনই আমি কল্যাণকর কিছু দেখি তখনই আমি তার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করি। আর যখনই কোন মন্দ কিছু দেখি তখনই তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি হাফিয আবূ বাক্‌র আল-বায্‌যার তার "মুসনাদ" গ্রন্থে ইউসুফ ইবনু মূসা হতে তিনি আব্দুল মাজীদ ইবনু আব্দিল আযীয হতে তিনি সুফিয়ান হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুস সায়েব হতে তিনি যাযান হতে ...বর্ণনা করেছেন।

হাদীছটির প্রথম অংশে রয়েছে ঃ 'আল্লাহ তা'আলার কতিপয় ভ্রমণকারী ফেরেশতা রয়েছে যারা আমার উম্মাতের সালাম আমার নিকট পৌছে দেয়।'

আলোচ্য শেষ অংশটি আব্দুল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে জানা যায় না।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটির প্রথম অংশটি নাসাঈ তার "সুনান" (১/১৮৯) গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে সুফিয়ান ছাওরী ও আ'মাশ হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীছটি তাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" (৩/৮১/২) গ্রন্থে, আবূ নো'য়াইম "আখবারু আসফাহান" (২/২০৫) গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকির (৯/১৮৯/১) সুফিয়ান ছাওরী ও আমাশ হতে বর্ণনা করেছেন।

একদল নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর সুফিয়ান ছাওরী হতে হাদীছটির শেষ অংশ ব্যতীত বর্ণনার ক্ষেত্রে একমত হওয়া প্রমাণ করছে যে, হাদীছটির আলোচ্য "হায়াতী .." হতে শুরু করে শেষাংশটি শায। আব্দুল মাজীদ ইবনু আব্দিল আযীয এককভাবে বর্ণনা করার কারণে। তিনি তার হেফযের দিক দিয়ে সমালোচিত ব্যক্তিও বটে। যদিও তিনি ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারী। একদল তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। আরেকদল তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। তাদের কেউ কেউ কারণও ব্যাখ্যা করেছেন। আল-খালীলী বলেন ঃ

তিনি নির্ভরযোগ্য কিন্তু কতিপয় হাদীছে ভুল করেছেন। নাসাঈ বলেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন, তবে তার হাদীছ লিখা যাবে। ইবনু আব্দিল বার বলেন ঃ তিনি মালেক হতে কতিপয় হাদীছ বর্ণনা করে তাতে ভুল করেছেন। ইবনু হিব্বান "আল-মাজরূহীন" (২/১৫২) গ্রন্থে বলেন ঃ

তিনি খুবই মুনকারুল হাদীছ। হাদীছগুলো উল্টিয়ে ফেলতেন। প্রসিদ্ধদের উদ্ধৃতিতে মুনকার হাদীছ বর্ণনাকারী। তাকে পরিত্যাগ করাই উপযোগী।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ কারণেই ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি সত্যবাদী ভুলকারী।

হাফিয হায়ছামী যে "আল-মাজমা'" (৬/২৪) গ্রন্থে বলেছেন ঃ হাদীছটি বাযযার বর্ণনা করেছেন এবং তার বর্ণনাকারীগণ সহীহ বর্ণনাকারী।

তার এ কথায় সন্দেহ হতে পারে যে, তাতে কোন সমালোচিত ব্যক্তি নেই। সম্ভবত এ কারণে সুয়ূতী ধোঁকায় পড়ে "আল-খাসায়েসুল কুবরা" (২/২৮১) গ্রন্থে বলেছেন ঃ

তার সনদটি সহীহ।

হাদীছটি অন্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোনটিই সহীহ নয়। এমনকি বানোয়াট সনদেও বর্ণিত হয়েছে। সূত্রগুলোর মধ্যে উত্তম সূত্রটি হচ্ছে বাক্র ইবনু আব্দিল্লাহ আল-মুযানীর সূত্রটি। কিন্তু সেটি মুরসাল হওয়ায় দুর্বল।

٩٧٦. (إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ، يَعْنِي الْجِمَاعَ بِدُوْنِ إِنْزَالٍ).

৯৭৬। আমি ও এই (নারী) তা করি অতঃপর গোছল করি। অর্থাৎ সহবাস করি বীর্যপাত ছাড়াই।

হাদীছটি মারফূ' হিসাবে দুর্বল।

এটি ইমাম মুসলিম (১/১৮৭) ও বাইহাক্বী (১/১৬৪) ইবনু ওয়াহাব সূত্রে আয়ায ইবনু আব্দিল্লাহ হতে তিনি আবূয যুবায়ের হতে তিনি জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ হতে তিনি উম্মু কুলছুম হতে তিনি আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূল (ﷺ)-কে অন্য এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করল যে সে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হলো অতঃপর অলস হয়ে গেল (বীর্যপাত ঘটল না), তাদের উপর কি

গোছল ওয়াজিব? তখন আয়েশা (রাঃ) বসেছিলেন। উত্তরে তিনি উক্ত কথাটি বলেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ দু'টি কারণে এ সনদটি দুর্বল ঃ

১। আবুয যুবায়ের মুদাল্লিস। আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন। হাফিয ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ সত্যবাদী কিন্তু তাদলীস করতেন। তার সম্পর্কে হাফিয যাহাবীর বক্তব্য (৯৭২) নং হাদীছে আলোচনা করা হয়েছে।

২। আয়ায ইবনু আব্দিল্লাহ দুর্বল। তিনি হচ্ছেন ইবনু আব্দির রহমান আল-ফিহ্রী আল-মাদানী। তার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম বুখারী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। এ মন্তব্য প্রমাণ করছে যে, তিনি খুবই দুর্বল। আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন। ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সাজী বলেন ঃ ইবনু ওয়াহাব তার থেকে কতিপয় হাদীছ বর্ণনা করেছেন সেগুলোতে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি হাদীছের ক্ষেত্রে দুর্বল। ইবনু শাহীন ও আবূ সালেহ তাকে নির্ভরযোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে আবূ সালেহ বলেন, তার হাদীছে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে।

হাফিয যাহাবী "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেছেন ঃ তার মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। তিনি "আল-মীযান" গ্রন্থে যারা তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন তাদের বক্তব্যকে দুর্বল বলে ইঙ্গিত করেছেন।

মোটকথা তিনি দুর্বল। যখন তিনি এককভাবে বর্ণনা করেন তখন তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। যদিও তার বিরোধিতা করা না হয়। তাহলে যখন তার বিরোধিতা ক'রে বর্ণনা আসবে, তখন কিভাবে গ্রহণযোগ্য হবেন? এখানে তার বিরোধিতা করে বর্ণনা এসেছে।

হাদীছটি অন্য একটি সূত্রে আব্দুর রহমান ইবনুল কাসেম হতে তার পিতার মাধ্যমে আয়েশা (রাঃ) হতে মওকূফ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। এটি আবূ ই'য়ালা তার "মুসনাদ" (১/২৩৩) গ্রন্থে এবং ইবনুল জারূদ "আল-মুনতাকা" (নং ৯৩) গ্রন্থে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে যে, আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কোন ব্যক্তি মিলিত হয়ে বীর্যপাত না ঘটলে তার হুকুম কী? তিনি উত্তরে বলেন ঃ আমি ও রাসূল (ﷺ) তা করেছি অতঃপর আমরা তার জন্য এক সাথে গোছল করেছি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ মওকূফ হওয়াটাই উপযোগী। মারফূ' হিসাবে সহীহ নয়।

٩٧٧. (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فَلَا يَرْكَعْ دُوْنَ الصَّفِّ حَتَّى يَأْخُذَ مَكَانَهُ مِنَ الصَّفِّ).

৯৭৭। যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি সালাতের জন্য আসবে তখন সে কাতারে তার স্থান গ্রহণ না করা পর্যন্ত রুকূ' করবে না।

হাদীছটি মারফূ' হিসাবে দুর্বল।

এটি ইমাম তাহাবী "শারহু মা'আনিল আছার" (১/২৩১) গ্রন্থে ইবনু আবী দাউদ হতে তিনি আল-মুকাদ্দামী হতে তিনি উমার ইবনু আলী হতে তিনি ইবনু আজলান হতে তিনি আল-আ'রাজ হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বাহ্যিকভাবে সনদটি সহীহ। এ কারণে হাফিয ইবনু হাজার "ফাতহুল বারী" (২/২১৪) গ্রন্থে বলেছেন ঃ হাদীছটি হাসান কিন্তু দূষণীয়। তার সমস্যাটি খুবই লুক্কায়িত...।

হাদীছটির সমস্যা হচ্ছে আল-মুকাদ্দামীর চাচা উমার ইবনু আলী। যদিও তিনি র্নিভরযোগ্য, তার দ্বারা সাহীহায়েনের মধ্যে দলীল গ্রহণ করা হয়েছে তা সত্ত্বেও তিনি খুব নিকৃষ্ট ধরনের তাদলীস করতেন। ইবনু সা'আদ বলেন ঃ

তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন। তিনি কঠিন ধরনের তাদলীস করতেন।

এ হাদীছ বিরোধী মওকূফ হাদীছ সহীহ সনদে একদল সাহাবা হতে বর্ণিত হয়েছে। সেটি প্রমাণ করছে যে আলোচ্য হাদীছটি মওকূফ ও মারফূ' উভয় অবস্থায় দুর্বল। সেটিকে আমি "সিলসিলাতুল আহাদীছিস সাহীহাহ" গ্রন্থে (২২৯) নম্বরে উল্লেখ করেছি।

٩٧٨. (أَعْلِنُوْا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوْهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالدُّفُوْفِ).

৯৭৮। তোমরা এই বিবাহের প্রচার কর। বিবাহ কর মসজিদের মধ্যে এবং দফ নামের ঢোলগুলো বাজাও।

হাদীছটি এভাবে দুর্বল।

এটি ইমাম তিরমিযী (১/২০২) ও বাইহাক্বী (৭/২৯০) ঈসা ইবনু মায়মূন আল-আনসারী হতে তিনি কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ হতে তিনি আয়েশা (রাঃ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

তিরমিযী বলেন ঃ হাদীছটি হাসান গারীব। ঈসা ইবনু মায়মূনকে হাদীছের ক্ষেত্রে দুর্বল আখ্যা দেয়া হয়েছে।

বাইহাক্বী বলেন ঃ ঈসা ইবনু মায়মূন দুর্বল।

অনুরূপ কথা হাফিয ইবনু হাজারও "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেছেন।

ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ ঈসা ইবনু মায়মূন কিছুই না। আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীছ (হাদীছের ক্ষেত্রে অগ্রহণযোগ্য)।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ "তোমরা বিবাহ কর মসজিদগুলোর মধ্যে" এ অংশটুকু ব্যতীত রাবী'আহ ইবনু আবী আব্দির রহমান কাসেম হতে বর্ণনা করতে তার (ঈসার) মুতাবা'য়াত করেছেন।

এটি ইবনু মাজাহ (১৮৯৫), বাইহাক্বী ও আবূ নো'য়াইম "হিলইয়্যাহ" (৩/২৬৫) গ্রন্থে খালেদ ইবনু ইলিয়াস সূত্রে রাবী'আহ হতে বর্ণনা করেছেন।

আবূ নো'য়াইম বলেন ঃ খালেদ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। বাইহাক্বী "আয-যাওয়ায়েদ" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি দুর্বল।

সকলে তার দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। বরং ইবনু হিব্বান, হাকিম ও আবূ সা'ঈদ আন-নাক্কাশ তাকে জাল করার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

তিরমিযী যে হাসান বলেছেন, সেটি প্রথম অংশটির দিকে লক্ষ্য করে। কারণ আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের হতে তার মারফূ' হিসাবে শাহেদ রয়েছে। এটি ইমাম তিরমিযী "ই'লানুন নিকাহ" অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।

তার পরের বাক্যগুলোর কোন শাহেদ মিলছে না। এ কারণেই সেগুলো মুনকার। আমি প্রথম বাক্যটির শাহেদগুলো "আদাবুয যুফাফ" (পৃ ঃ ৯৭) এবং "ইরওয়াউল গালীল" (২০৫৩) গ্রন্থে বর্ণনা করেছি।

٩٧٩. (مَنْ أَدَّى إِلَى أُمَّتِيْ حَدِيْثًا يُقِيْمُ بِهِ سُنَّةً، أَوْ يَثْلِمُ بِهِ بِدْعَةً، فَلَهُ الْجَنَّةُ).

৯৭৯। যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের নিকট একটি হাদীছ পৌঁছে দিয়ে তার দ্বারা একটি সুন্নাত প্রতিষ্ঠা করবে কিংবা তার দ্বারা একটি বিদ'আত উঠিয়ে দিবে তার জন্য জান্নাত।

হাদীছটি জাল।

এটি আবূ নো'য়াইম "হিলইয়্যাতুল আওলিয়া" (১০/৪৪) গ্রন্থে, আল-খাতীব "শারাফু আসহাবিল হাদীছ" (২/৫৭/১) গ্রন্থে, ইবনু শাযান "আল-মাশীখাতুস সাগীরাহ" (নং ৪৬) গ্রন্থে ও আরো অনেকে আব্দুর রহীম ইবনু হাবীব ও আলা ইবনু মাসলামাহ সূত্রে ইসমা'ঈল ইবনু ইয়াহইয়া হতে তিনি সুফিয়ান ছাওরী হতে তিনি লাইছ হতে তিনি তাউস হতে ... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সনদটি বানোয়াট। তার সমস্যা হচ্ছে এই ইসমা'ঈল। হাফিয যাহাবী বলেন ঃ

তিনি ইবনু জুরায়েয ও মিস'আর হতে বাতিল হাদীছ বর্ণনা করেছেন। সালেহ জাযারাহ বলেনঃ তিনি হাদীছ জাল করতেন। আল-আযদী বলেন ঃ তিনি মিথ্যার স্ত স্তগুলোর একটি স্তম্ভ, তার থেকে বর্ণনা করাই হালাল নয়। ইবনু আদী বলেন ঃ তার অধিকাংশ বর্ণনাগুলোই বাতিল। আবূ আলী নেসাপুরী, দারাকুতনী ও হাকিম বলেন ঃ তিনি মিথ্যুক।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার থেকে তার মত দু'জন মিথ্যুক হাদীছটি গ্রহণ করেছেন! একজন হচ্ছেন আলা ইবনু মাসলামাহ। ইবনু হিব্বান (২/১৭৪) বলেন ঃ

তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীছ বর্ণনা করতেন।

ইবনু তাহের বলেন ঃ তিনি হাদীছ জাল করতেন।

আর দ্বিতীয়জন হলেন আব্দুর রহীম ইবনু হাবীব। ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তিনি কিছুই না। ইবনু হিব্বান (২/১৫৪) বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উপর জাল করতেন। সম্ভবত তিনি রাসূল (ﷺ)-এর উপর পাঁচ শতেরও বেশী হাদীছ জাল করেছেন।

আবূ নো'য়াইম আল-আসফাহানী বলেন ঃ তিনি ইবনু ওয়াইনাহ ও বাকিয়াহ হতে জাল হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

হাদীছটি সুয়ূতী "আল-জামে'উস সাগীর" গ্রন্থে উল্লেখ করে গ্রন্থটিকে কালিমালিপ্ত করেছেন। ফলে "ফায়যুল কাদীর" গ্রন্থে মানাবী তার সমালোচনা করেছেন।

সুয়ূতীর কারণে পরবর্তী যুগের কোন কোন মাগরেবীও ধোঁকায় পড়েছেন।

٩٨٠. (إِذَا أَكَلْتُمْ فَاخْلَعُوْا نِعَالَكُمْ، فَإِنَّهُ أَرْوَحُ لأَقْدَامِكُمْ).

৯৮০। তোমরা যখন খানা খাবে তখন তোমাদের জুতাগুলো খুলে নিবে। কারণ তা তোমাদের পাগুলোর জন্য আরামদায়ক।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি দারেমী (২/১০৮), আবূ সা'ঈদ আল-আশুজ্জ তার "হাদীছ" (১/২১৪) গ্রন্থে, হাকিম (৪/১১৯), অনুরূপভাবে আবুল কাসেম আস-সাফ্ফার "আল-আরবা'উন ফী শু'য়াবিদ দ্বীন" গ্রন্থে, যেমনটি যিয়া আল-মাকদেসীর "আল-মুনতাকা" (২/৪৮) গ্রন্থে, আবুল ফাতহি আল-জুওয়াইনীর "আল-মুনতাখাব" (১/৭৪) গ্রন্থে এবং দাইলামী "মুসনাদুল ফিরদাউস" (১/১/১০২) গ্রন্থে মূসা ইবনু মুহাম্মাদ হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন ঃ হাদীছটির সনদ সহীহ! হাফিয যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন ঃ আমার ধারণা সনদটি বানোয়াট। সনদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। মূসাকে দারাকুতনী পরিত্যাগ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি হচ্ছেন মূসা ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম ইবনিল হারেছ আত-তায়মী আবূ মুহাম্মাদ আল-মাদানী। সকলে তার দুর্বল হওয়ার বিষয়ে একমত। তাকে একদল খুবই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম বুখারী বলেন ঃ

তার নিকট বহু মুনকার রয়েছে। আবূ দাউদ বলেন ঃ তার হাদীছ লিখা যায় না। আবূ হাতিম বলেন ঃ হাদীছের ক্ষেত্রে তিনি দুর্বল, মুনকারুল হাদীছ...।

আবূ ই'য়ালা তার "মুসনাদ" (৩/১০৩৬) গ্রন্থে হাদীছটি অন্য সনদে ভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করেছেন। মানাবী বলেন ঃ

তাতে মু'য়ায ইবনু সা'আদ রয়েছেন। তার সম্পর্কে হাফিয যাহাবী বলেন ঃ তিনি মাজহূল। দাউদ ইবনুয যাবারকান নামক আরেক বর্ণনাকারী সম্পর্কে আবূ দাউদ বলেন ঃ তিনি মাতরূক। বুখারী বলেন ঃ তিনি মুকারিব। মু'য়ায ইবনু শু'বাহ আসলে ইবনু সা'আদ নন, তিনি আবূ সুহায়েল বাসরী।

٩٨١. (مَنْ كَانَتْ لَهُ حَمُولَةٌ تَأْوِي إِلَى شِبْعٍ {وَرِيٍّ}، فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ).

৯৮১। যে ব্যক্তির নিকট বাহন বোঝাই মাল থাকবে যা তাকে তৃপ্ত অবস্থার দিকে পৌঁছে দিবে, সে রামাযান মাসকে যেখানেই পাবে সেখানেই যেন সওম পালন করে।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি আবূ দাউদ (১/৩৭৮), ইমাম আহমাদ (৩/৪৭৬, ৫/৭) ও উকায়লী "আয- যো'য়াফা" (পৃ ঃ ২৫৯) গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে আব্দুস সামাদ ইবনু হাবীব হতে তিনি হাবীব ইবনু আব্দিল্লাহ হতে তিনি সিনান ইবনু সালামা ইবনে আল-মুহাব্বিক আল-হুযালী হতে তিনি তার পিতা হতে...বর্ণনা করেছেন।

উকায়লী বলেন ঃ তার (আব্দুস সামাদের) অনুসরণ করা যায় না। হাদীছটি একমাত্র তার মাধ্যমেই চেনা যায়।

তাকে ইমাম বুখারী "আয-যো'য়াফা" (পৃ ঃ ২৪) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন ঃ তিনি হাদীছের ক্ষেত্রে দুর্বল। ইমাম আহমাদ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

মুনযেরী "মুখতাসারুস সুনান" (৩/২৯০) গ্রন্থে বলেন ঃ ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন ঃ তার হাদীছ লিখা যাবে। তিনি মাতরূক নন। অতঃপর তিনি ইমাম বুখারীর উল্লিখিত কথাগুলো উল্লেখ করে বলেন ঃ তিনি আরো বলেছেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ, যাহেবুল হাদীছ। এ হাদছীটিকে ইমাম বুখারী গণ্যই করেননি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এটিতে আরেকটি সমস্যা রয়েছে। তা হচ্ছে হাবীব ইবনু আব্দিল্লাহ মাজহূল। যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে এবং ইবনু হাজার "আত-তাকরীব" গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি মাজহূল।

শামসুদ্দীন ইবনু আব্দিল হাদী তার "আল-আহাদীছিয য'ঈফা ওয়াল মাওযূ'আহ" (কাফ ২/২১৭) গ্রন্থে হাদীছটি উল্লেখ করেছেন।

٩٨٢. (لا تَكُوْنُ لأحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا. قَالَهُ الَّذِيْ زَوَّجَهُ الْمَرْأةَ عَلَى سُوْرَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ).

৯৮২। তোমার পরে আর কারো জন্য তা মহর হিসাবে গণ্য হবে না। কথাটি (রাসূল (ﷺ)) সেই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলেন যাকে এক মহিলার সাথে কুরআনের একটি সূরার বিনিময়ে বিয়ে দিয়ে দেন।

হাদীছটি মুনকার।

এটি সা'ঈদ ইবনু মানসূর আবুন নু'মান আল-আযদীর মুরসাল হতে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার "ফাতহুল বারী" (৯/১৭৪) গ্রন্থে বলেন ঃ এটি মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও তাতে এমন ব্যক্তি রয়েছে যাকে চেনা যায় না।

এই আবূ নু'মান- তিনি সেই ব্যক্তি যার কথা "আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল" (৪/২/৪৪৯) গ্রন্থে এসেছে। আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি মাজহূল।

বুখারী ও মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে সাহাল ইবনু সা'আদ আস-সা'য়েদী হতে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। তাতে "لا تكون لأحد بعدك" 'তোমার পরে আর কারো জন্য তা হবে না' এ বাক্যটি নেই। অতএব এ বর্ধিত অংশটুকু একমাত্র দুর্বল সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে মুনকার।

٩٨٣. (قَدْ أنْكَحْتُكَهَا عَلَى أنْ تُقْرِئَهَا وتُعَلِّمَهَا، وَإذَا رَزَقَكَ اللهُ عَوَّضْتَهَا).

৯৮৩। তোমার সাথে এ শর্তে তার বিয়ে দিলাম যে, তাকে পড়াবে ও শিক্ষা দিবে। আল্লাহ তোমাকে যখন সম্পদ দান করবে তখন তুমি তাকে বদলা দিয়ে দিবে।

হাদীছটি মুনকার।

এটি দারাকুতনী তার "সুনান" (৩৯৪) গ্রন্থে ও তার সূত্রে বাইহাক্বী (৭/২৪৩) উতবাহ ইবনুস সাকান হতে তিনি আওযা'ঈ হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ হতে তিনি যিয়াদ ইবনু যিয়াদ হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু সাখবারাহ হতে তিনি ইবনু মাস'উদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

দারাকুতনী বলেন ঃ উতবাহ এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি মাতরূকুল হাদীছ। বাইহাক্বী বলেন ঃ উতবাহ ইবনুস সাকানকে জাল করার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এটি বাতিল, এর কোন ভিত্তি নেই।

জাল করার দোষে দোষী এই ব্যক্তির হাদীছগুলোর একটি হচ্ছে নিম্নোক্ত হাদীছটি ঃ

٩٨٤. (كَانَ يَسْتَحِبُّ أن يُصَلِّيَ بَعْدَ نِصفِ النَّهَارِ حِيْنَ تَرْتَفِعُ الشَّمْسُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَاكَ تَسْتَحِبُّ الصَّلاَةَ فِيْ هَذِهِ السَّاعَةِ؟ قَالَ: يُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيَنْظُرُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى خَلْقِهِ، وَهِيَ صَلاَةٌ كَانَ يُحَافِظُ عَلَيْهَا آدَمُ وَنُوْحٌ وَإِبْرَاهِيْمُ وَمُوْسَى وَعِيْسَى عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ).

৯৮৪। তিনি অর্ধ দিবসের পরে সূর্য উপরে উঠে যাওয়ার সময় চার রাকা'আত সালাত আদায় করা মুস্তাহাব মনে করতেন। আয়েশা (রাঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনাকে দেখছি এ সময়ে আপনি সালাত আদায় করাকে ভালবাসেন। তিনি বললেন ঃ সে সময়ে আসমানের দরযাগুলো খুলে দেয়া হয় আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি দেন। সেটি এমন একটি সালাত যা আদম, নূহ, ইব্‌রাহীম, মূসা ও ঈসা (আ ঃ) সর্বদা আদায় করতেন।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি আল-খাতীব "আত-তালখীস" (৮৮/১-২) গ্রন্থে উতবাহ ইবনুস সাকান হিমসী হতে তিনি আওযা'ঈ হতে তিনি সালেহ ইবনু জুবায়ের হতে তিনি আবূ আসমা আর-রাহাবী হতে তিনি ছাওবান হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি বলেছেন ঃ

উতবাহ আওযা'ঈ হতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ পূর্বের হাদীছ হতে জেনেছেন যে, ইবনুস সাকান জাল করার দোষে দোষী।

হায়ছামী "আল-মাজমা'" (২/২১৯) গ্রন্থে বলেন ঃ হাদীছটি বায্‌যার বর্ণনা করেছেন। তাতে উতবাহ ইবনুস সাকান রয়েছেন। তার সম্পর্কে দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মাতরূক। ইবনু হিব্বান তাকে "আছ-ছিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ তিনি ভুল করতেন এবং বিরোধিতা করে বর্ণনা করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ কারণেই মুনযেরী "আত-তারগীব" (১/২০৩) গ্রন্থে দুর্বল হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বায্‌যারের নিকট "حِيْنَ تَرتفع الشمس" অংশটুকু নেই।

٩٨٥. (مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ فَلاَ صَلَاةَ لَهُ).

৯৮৫। যে ব্যক্তির সালাত তাকে তার নির্লজ্জ ও অশোভনীয় কাজ হতে বিরত করে না, তার সালাতই হয় না।

হাদীছটি মুনকার।

এটি ইবনু আবী হাতিম তার "তাফসীর" গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু হারূণ আল-মাখরামী হতে তিনি আব্দুর রহমান ইবনু নাফে' আবূ যিয়াদ হতে তিনি উমার ইবনু আবী উছমান হতে তিনি আল-হাসান হতে তিনি ইমরান ইবনু হুসায়েন (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীছটি ইবনু কাছীর (২/৪১৪) এবং ইবনু উরওয়াহ "আল-কাওয়াকিবুদ দুরারী" (৮৩/১- ২/১) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল। তাতে দু'টি সমস্যা রয়েছে ঃ

১। হাসান বাসরী ও ইমরান ইবনু হুসায়েনের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা। কারণ মুহাদ্দিছগণ তার থেকে তার শ্রবণের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। যদি তার শ্রবণ সাব্যস্তও হয় তবুও সমস্যা রয়ে যাচ্ছে হাসান হতে আন্ আন্ করে বর্ণনাকৃত হওয়ায়। কারণ তিনি মুদাল্লিস হিসাবে পরিচিত।

২। উমার ইবনু আবী উছমান মাজহূল।

٩٨٦. (إِذَا خَلَعَ أَحَدُكُمْ نَعْلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، فَلاَ يَجْعَلْهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَأْتَمُّ بِهِمَا، وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ، فَيَأْتَمُّ بِهِمَا أَخُوْهُ الْمُسْلِمُ، وَلَكِنْ لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ).

৯৮৬। সালাতের মধ্যে তোমাদের কেউ যখন তার জুতা দু'টি খুলে নিবে, তখন সে দু'টিকে তার সামনে রাখবে না। কারণ তাতে সে নিজে সে দু'টির অনুসরণ করে বসবে। তার পিছনেও রাখবে না। কারণ তাতে তার মুসলিম ভাই সে দু'টির অনুসরণ করবে। বরং জুতা দু'টি তার দু' পায়ের মাঝে রাখবে।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তাবারানী "আল-মু'জামুস সাগীর" (পৃ ঃ ১৯৫) গ্রন্থে আবূ সা'ঈদ আশ-শাকারী সূত্রে যিয়াদ আল-জাস্সাস হতে তিনি আব্দুর রহমান ইবনু আবী বাক্রা হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী বলেন ঃ হাদীছটি আবূ বাক্রা হতে একমাত্র এ সনদেই বর্ণিত হয়েছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সনদটি খুবই দুর্বল। কারণ যিয়াদ হচ্ছেন ইবনু আবী যিয়াদ আল-জাস্সাস। যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে তার সম্পর্কে বলেন ঃ

ইবনু মা'ঈন ও ইবনুল মাদীনী বলেন ঃ তিনি কিছুই না। আবূ যুর'আহ বলেন ঃ তিনি দুর্বল। নাসাঈ ও দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি মাতরূক। ইবনু হিব্বান তাকে "আছ-ছিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ কখনও কখনও তিনি সন্দেহ করতেন। আমি (যাহাবী) বলছি ঃ বরং তার দুর্বল হওয়ার বিষয়ে সকলে একমত।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার থেকে বর্ণনাকারী আবূ সা'ঈদ আশ-শাকারী হচ্ছেন আল-মুসাইয়্যাব ইবনু শুরায়িক। তিনিও তার ন্যায় কিংবা আরো বেশী দুর্বল। ইমাম আহমাদ তার সম্পর্কে বলেছেন ঃ

লোকেরা তার হাদীছকে পরিত্যাগ করেছেন। বুখারী তাকে খুবই দুর্বল আখ্যা দিয়ে বলেছেন ঃ মুহাদ্দিছগণ তার ব্যাপারে চুপ থেকেছেন।

মুসলিম ও একদল বলেন ঃ তিনি মাতরূক।

আল-ফাল্লাস বলেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীছ। জ্ঞানীজনরা তার হাদীছ পরিত্যাগ করার ব্যাপারে ইজমা করেছেন।

আস-সাজী বলেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীছ। মুনকার হাদীছ বর্ণনাকারী।

হায়ছামী হাদীছটি "আল-মাজমা'" (২/৫৫) গ্রন্থে অন্য ভাষায় বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতেও যিয়াদ আল-জাস্‌সাস রয়েছেন।

٩٨٧. (إِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ فِيْ نَعْلَيْكَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَضَعْهُمَا تَحْتَ قَدَمَيْكَ، وَلاَ تَضَعْهُمَا عَنْ يَمِيْنِكَ، وَلاَ عَنْ يَسَارِكَ فَتُؤْذِيَ الْمَلاَئِكَةَ وَالنَّاسَ، وَإِذَا وَضَعْتَهُمَا بَيْنَ يَدَيْكَ كَأَنَّمَا بَيْنَ يَدَيْكَ قِبْلَةٌ).

৯৮৭। তুমি যখন সালাত আদায় করবে তখন তোমার জুতা দু'টি পরিধান করেই সালাত আদায় কর। যদি তা না কর, তাহলে সে দু'টিকে তোমার পায়ের নীচে রেখে দাও। তোমার ডান ও বাম দিকে রেখো না। কারণ তাতে ফেরেশতা ও লোকদেরকে তুমি কষ্ট দিবে। যদি তোমার সম্মুখে রাখো তাহলে তুমি যেন তোমার সামনে কিবলা রাখলে।

হাদীছটি মুনকার।

এটি আল-খাতীব "তারীখু বাগদাদ" (৯/৪৪৮-৪৪৯) গ্রন্থে আবূ খালেদ ইব্‌রাহীম ইবনু সালেম হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু ইমরান বাসরী হতে তিনি আবূ ইমরান আল-জূনী হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল। তার সমস্যা এই ইব্‌রাহীম। যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেন, ইবনু আদী বলেছেন ঃ তার কতিপয় মুনকার হাদীছ রয়েছে। অতঃপর হাফিয যাহাবী তার দু'টি মুনকার হাদীছ উল্লেখ করেছেন।

٩٨٨. (أَلْزِمْ نَعْلَيْكَ قَدَمَيْكَ، فَإِنْ خَلَعْتَهُمَا فَاجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ، وَلَا تَجْعَلْهُمَا عَنْ يَمِينِكَ، وَلَا عَنْ يَمِينِ صَاحِبِكَ، وَلَا وَرَاءَكَ فَتُؤْذِيَ مَنْ خَلْفَكَ).

৯৮৮। তুমি তোমার দু' পায়ে জুতা দু'টি পরিধান করে থাক। যদি তুমি সে দু'টি খুল, তাহলে জুতা দু'টিকে তোমার দু' পায়ের মধ্যে রাখ। তুমি সে দু'টিকে তোমার ও তোমার সাথীর ডানে রাখবে না। তোমার পিছনেও রাখবে না। কারণ তুমি তা দ্বারা তোমার পিছনের ব্যক্তিকে কষ্ট দিবে।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি ইবনু মাজাহ (১/৪৩৭-৪৩৮) আব্দুল্লাহ ইবনু সা'ঈদ ইবনে আবী সা'ঈদ হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি আবূ হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। কারণ এই আব্দুল্লাহ মাতরূক যেমনটি "আত-তাকরীব" গ্রন্থে ও যাহাবীর "আয-যো'য়াফা" গ্রন্থে এসেছে। তার ভাষা হচ্ছে ঃ তারা তাকে পরিত্যাগ করেছেন। বুসয়রী "আয-যাওয়ায়েদ" (কাফ ১/৮৯) গ্রন্থে বলেন ঃ

এ সনদটি দুর্বল। আব্দুল্লাহ ইবনু সা'ঈদের দুর্বল হওয়ার বিষয়ে সকলে একমত।

এটির দুর্বল হওয়াকে আরো শক্তিশালী করছে দুই নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর তার পিতা সা'ঈদ ইবনু আবী সা'ঈদ হতে তার (আব্দুল্লাহর) বিরোধিতা করে নিম্নের বাক্যের বর্ণনা ঃ

'যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করার সময় তার জুতা দু'টি খুলে নিবে, তখন সে যেন তা দ্বারা কোন ব্যক্তিকে কষ্ট না দেয়। সে যেন তার দু' পায়ের মাঝে সে দু'টিকে রেখে দেয় কিংবা জুতা পরিধান করা অবস্থাতেই সালাত আদায় করে।'

এর সনদটি সহীহ। আমি "সহীহ আবী দাউদ" (নং ৬৬২) গ্রন্থে এটির তাখরীজ করেছি।

٩٨٩. (يَوْمٌ مِنْ إِمَامٍ عَادِلٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً، وَحَدٌّ يُقَامُ فِي الأَرْضِ أَزْكَى فِيهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا).

৯৮৯। ন্যায় পরায়ণ ইমামের (নেতার) একদিন ষাট বছরের ইবাদাতের চেয়ে উত্তম। যমীনে একটি হাদ (শাস্তি) কায়েম করা তাতে চল্লিশ দিন বৃষ্টি হওয়ার চেয়েও বেশী পবিত্র।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি সামওয়াহে "আল-ফাওয়ায়েদ" (২/৩৭) গ্রন্থে আহমাদ ইবনু ইউনুস হতে তিনি সা'আদ আবূ গায়লান আশ-শাইবানী হতে তিনি আফ্ফান ইবনু জুবায়ের আত-তাঈ হতে তিনি আবূ হুরায়েয আযদী বা হুরায়েয হতে ...বর্ণনা করেছেন।

হাদীছটি তাবারানী (৩/১৪০/১) ভিন্ন সূত্রে আহমাদ ইবনু ইউনুস হতে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তার সনদে বা হুরায়েয কথাটি বলেননি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি সা'আদ হতে আবূ হুরায়েয পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে একদল অপরিচিত বর্ণনাকারীর কারণে দুর্বল। তবে সা'আদ এককভাবে বর্ণনা করেননি। হাদীছটি তাবারানী "আল-আওসাত" (১/১৮২, ১/১৪৪) গ্রন্থে যুরায়েক ইবনুস সাহাত সূত্রে জা'ফার ইবনু আউন হতে তিনি আফ্ফান ইবনু জুবায়ের হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটির কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আফ্ফান ইবনু জুবায়ের। ইবনু আবী হাতিম তাকে (৩/২/৩০) উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। সম্ভবত ইবনু হিব্বান তাকে "আছ-ছিকাত" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

যুরায়েক আবূ হুরায়েয আযদী বা হুরায়েযকে মাঝ খানে উল্লেখ না করে বলেছেন ঃ আফ্ফান ইকরিমা হতে বর্ণনা করেছেন।

এই আবূ হুরায়েয হচ্ছেন সিজিস্তানের কাযী আব্দুল্লাহ ইবনু হুসাইন। হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে তার দীর্ঘ জীবনীতে উল্লেখ করেছেন তিনি শী'য়াদের শাইখ, কূফী, আযদী।

তিনি সত্যবাদী তবে ভুল করতেন। "আত-তাকরীব" গ্রন্থে এরূপই এসেছে।

সা'আদ আবূ গায়লানকে ইবনু আবী হাতিম (২/১/৯৯) উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

দ্বিতীয় সূত্রের বর্ণনাকারী যুরায়েকের জীবনী পাচ্ছি না।

মোটকথা হাদীছটির সনদ দুর্বল। আফ্ফান ইবনু জুবায়ের এককভাবে বর্ণনা করার কারণে। যেমনটি তাবারানী সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি মাজহূল।

٩٩٠. (مَنْ لَمْ يَذَرْ الْمُخَابَرَةَ فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ).

৯৯০। যে ব্যক্তি মুখাবারাহ পরিত্যাগ করবে না, সে যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি আবূ দাঊদ (২/২৩৫) ও তার সূত্রে বাইহাক্বী তার "সুনান" (৬/১২৮) গ্রন্থে এবং আবূ নো'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" (৯/২৩৬) গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনু রাজা

সূত্রে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু উছমান ইবনে খাছ'আম হতে তিনি আবূয যুবায়ের হতে তিনি জাবের (ﷺ) হতে... বর্ণনা করেছেন।

আবূ নো'য়াইম বলেন ঃ আবুয যুবায়েরের হাদীছ হতে এটি গারীব। আব্দুল্লাহ ইবনু খাছ'আম এ বাক্যে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু রাজা হচ্ছেন মাক্কী, তিনি ইরাকী বাসরী নন।

তিনি নির্ভরযোগ্য ইমাম মুসলিমের বর্ণনাকারী। ইবনু সা'আদ তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি বহু হাদীছের অধিকারী নির্ভরযোগ্য ছিলেন।

হাদীছটির সমস্যা হচ্ছে আবুয যুবায়ের। তার নাম মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম। তার সম্পর্কে (৯৭২ নং) হাদীছে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ফায়েদাহ ঃ মুখাবারাহ হচ্ছে যমীনকে অন্য ব্যক্তির কাছে এ শর্তে প্রদান করা যে, যা কিছু উৎপাদিত হবে তার অংশ বিশেষ যমীনের মালিকের। যমীনের মালিক বীজ প্রদান করবে। তা অর্ধাঅর্ধি ভাগে বা অনুরূপ হতে পারে।

এই মুখাবারাহ নিষেধ হওয়ার বিষয়ে জাবের (ﷺ) হতে ভিন্ন সূত্রে ইমাম মুসলিম ও অন্যদের নিকট সহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এটি 'আমভাবে নিষেধ নয়। এরূপ যদি হয় যে তা ধোঁকা ও অজ্ঞতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে তাহলে নিষেধ। যদি ধোঁকা হতে নিরাপদ হয় সে ক্ষেত্রে জায়েয। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য "নায়লুল আওতার" ও "ফাতহুল বারী" সহ অন্যান্য গ্রন্থ দেখুন ।

٩٩١. (مَنْ صَلَّى صَلاةً مَكْتُوبَةً مَعَ الإِمَامِ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِيْ سَكَتَاتِهِ، وَمَنْ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْقُرْآنِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ).

৯৯১। যে ব্যক্তি ইমামের সাথে ফরয সালাত আদায় করবে সে 'সূরা ফাতিহা' তার চুপ থাকার সময়গুলোতে পড়ে নিবে। যে ব্যক্তি উম্মুল কুরআন (ফাতিহা) শেষ করবে তাই তার জন্য যথেষ্ট হবে।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি দারাকুতনী তার "সুনান" (পৃ ঃ ১২০) গ্রন্থে, হাকিম (১/২৩৮) ও বাইহাক্বী "জুযউল কিরাআহ" (পৃ ঃ ৫৪) গ্রন্থে ফায়েয ইবনু ইসহাক আর-রাকী হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে ওবায়েদ ইবনে উমায়ের আল-লাইছী হতে তিনি আতা হতে তিনি আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ রাসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ...।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। এই মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে উমায়ের মাতরূক যেমনটি দারাকুতনী ও নাসাঈ বলেছেন।

ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। বাইহাক্বী হাদীছটির পরে বলেন ঃ তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আলোচ্য হাদীছটি আবূ হুরাইরাহ (ﷺ)-এর মাযহাব বিরোধী। কারণ এটি প্রমাণ করছে যে, ইমাম চুপ না থাকার সময়গুলোতে (প্রকাশ করে পড়ার সময়গুলোতে) পাঠ করা শারী'য়াত সম্মত নয়। অথচ আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে সাব্যস্ত হয়েছে সর্বাবস্থায় সূরা ফাতিহা পাঠ করা শারী'য়াত সম্মত। যেমনটি ইমাম মুসলিম ও অন্য বিদ্বানগণ তার থেকে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

''من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج (ثلاثا) غير تمام''. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك.

'যে ব্যক্তি সালাত আদায় করল অথচ তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করলো না তার সালাত অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, পূর্ণ নয়। আবূ হুরাইরাহ (ﷺ)-কে বলা হলো আমরা যখন ইমামের পিছনে থাকি? তিনি বললেন ঃ তুমি তখন তোমার মনে মনে পাঠ করবে।'

এটি আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে ইমামের পিছনে উচ্চৈঃস্বরে পাঠকৃত সালাতগুলোতেও মুক্তাদী কর্তৃক সূরা ফাতিহা পাঠ করার সুস্পষ্ট দলীল।

আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) হতে ইমামের চুপ থাকার সময়গুলোতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার নির্দেশ প্রদানও সাব্যস্ত হয়েছে। যেমনটি ৫৪৬ নং হাদীছে তা আলোচনা করা হয়েছে।

আবূ হুরাইরাহ (ﷺ) যেহরী সালাতেও ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করার মত গ্রহণ করেছেন। সাহাবাদের মধ্য হতে তার সাথে ঐকমত্য পোষণ কারী ও দ্বিমত পোষণকারীও রয়েছেন।

বাইহাক্বী (২/১৬৭) ও অন্য বিদ্বানগণ ইয়াযীদ ইবনু শুরায়িক হতে বর্ণনা করেছেন তিনি উমার (ﷺ)-কে ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ করা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন? তিনি উত্তরে বলেন ঃ সূরা ফাতিহা পাঠ করো। আমি বললাম ঃ যদি আপনিও হন তবুও? তিনি বললেন ঃ যদি আমি হই তবুও। আমি বললাম ঃ যদি আপনি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করেন তবুও? তিনি বললেন ঃ যদি আমি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করি তবুও। এর সনদটি সহীহ।

বাইহাক্বী উক্ত মতের সাথে ঐকমত্য পোষণকারী একদল সাহাবার নাম উল্লেখ করেন। সেগুলোতে সনদ ও অর্থের দিক দিয়ে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। আবূ হুরাইরাহ ও উমার (ﷺ) হতে সাব্যস্ত হওয়াটা উল্লেখ করার পর সেগুলো বর্ণনা করার প্রয়োজন বোধ করছি না।

٩٩٢. (إِذَا كُنْتَ مَعَ الإِمَامِ فَاقْرَأْ بِأُمِّ القُرْآنِ قَبْلَهُ إِذَا سَكَتَ).

৯৯২। তুমি যদি ইমামের সাথে থাক তাহলে যখন সে চুপ থাকবে তখন তার পূর্বেই উম্মুল কুরআন (ফাতিহা) পাঠ কর।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি বাইহাক্বী "জুযউল কিরাআহ" (পৃ ঃ ৫৪) গ্রন্থে মুসান্না ইবনুস সাবাহ সূত্রে আম্‌র ইবনু শু'য়ায়েব হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আম্‌র হতে তিনি নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি ইবনু লাহী'আহ সূত্রেও বর্ণনা করেছেন।

তিনি ও দারাকুতনী (১২১) মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহাব সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে ওবায়েদ ইবনে উমায়ের হতে তিনি আম্‌র ইবনু শু'য়ায়েব হতে...বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ মুহাম্মাদ ইবনু উমায়ের মাতরূক, খুবই দুর্বল। যেমনটি পূর্বে গেছে। তার দ্বারা শাহেদ গ্রহণ করা যায় না। মুসান্নাও তার ন্যায়। তাকে জামহূর দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। নাসাঈ ও ইবনুল জুনায়েদ বলেন ঃ

তিনি মাতরূকুল হাদীছ। নাসাঈ অন্যত্র বলেন ঃ

তিনি নির্ভরযোগ্য নন। সাজী বলেন ঃ

হাদীছের ক্ষেত্রে তিনি খুবই দুর্বল। তিনি মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন আবেদ ছিলেন সন্দেহ করতেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার শেষ বয়সে মস্তিষ্ক বিকৃতিও ঘটেছিল যেমনটি ইবনু হিব্বান বলেছেন।

আর ইবনু লাহী'আহ-তিনি দুর্বলতার দিক দিয়ে পরিচিত। তার কিতাবগুলো পুড়ে যাবার পর তার সব কিছু উলট-পালট হয়ে যায়। বাইহাক্বী যে সব শাহেদগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলো যদি সহীহ হিসাবে ধরেওনি তবুও সেগুলো মওকূফ। মারফূ' হিসাবে সহীহ মনে করে সেগুলোকে শাহেদ হিসাবে নেয়া সঠিক হবে না। এ অধ্যায়ে সাহাবাদের মধ্যে বিপরীত মতও এসেছে। বাইহাক্বী আবুদ দারদা (রাঃ) হতে সহীহ সনদে তার "সুনান" (২/১৬২) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ

' ইমাম যখন কোন সম্প্রদায়ের ইমামত করেন তখন তিনিই তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।'

এ ছাড়া জাবের, ইবনু উমার ও ইবনু মাস'উদ (রাঃ) হতেও সহীহ সনদে ইমামের কিরাআত মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট হওয়ার বিষয়ে আছার বর্ণিত হয়েছে।

এগুলো বাইহাক্বী, তাহাবী ও অন্য বিদ্বানগণ বর্ণনা করেছেন।

আমি যেটি সঠিকের নিকটবর্তী মনে করি সেটি হচ্ছে এই যে, ইমামের পিছনে সিররী রাকা'আতগুলোতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা শারী'য়াত সম্মত, যেহরী রাকা'আতগুলোতে নয়। তবে যদি ইমামের পক্ষ হতে সাকতাহ পাওয়া যায় (নিশ্চুপ থাকেন) তাহলে সে সময় পড়া যেতে পারে।

٩٩٣. (مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ فَلا صَلاةَ لَهُ).

৯৯৩। যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে পাঠ করবে তার সালাতই হবে না।

এটি বাতিল।

এটি ইবনু হিব্বান "আল-মাজরূহীন" (১/১৫১-১৫২) গ্রন্থে এবং তার থেকে ইবনুল জাওযী "আল-ইলালুল মুতানাহিয়াহ" গ্রন্থে ইব্রাহীম ইবনু সা'ঈদ আল-কুশায়রী হতে তিনি আহমাদ ইবনু আলী ইবনে সুলায়মান আল-মারওয়াযী হতে তিনি সা'ঈদ ইবনু আব্দির রহমান আল-মাখযূমী হতে তিনি সুফিয়ান ইবনু ওয়াইনাহ হতে তিনি ইবনু তাঊস হতে তিনি তার পিতা হতে...বর্ণনা করেছেন। ইবনু হিব্বান মারওয়াযীর জীবনীতে বলেন ঃ

এ হাদীছটির কোন ভিত্তি নেই। আহমাদ ইবনু আলী ইবনে সুলায়মানের হাদীছের সাথে ব্যস্ত হওয়া উচিত না। হাদীছটিকে যায়লা'ঈ "নাসবুর রায়াহ" (২/১৯) গ্রন্থে এবং হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে উল্লেখ করে তার উপর কোন টীকা লাগাননি।

ইবনু সুলায়মানের জীবনী আল-খাতীবও (৪/৩০৩) বর্ণনা করে বলেছেন ঃ আমি দারাকুতনীর লিখায় পড়েছি - তার থেকে আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-উতায়কী আমাকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

আহমাদ ইবনু আলী ইবনে সুলায়মান আল-মারওয়াযী মাতরূক, হাদীছ জালকারী।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হুসাইন ইবনু হাফ্স সূত্রে... যায়েদের (রাঃ) উপর মওকূফ হিসাবে এর চেয়ে ভাল সনদে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। এটি বাইহাক্বী "সুনান" (২/১৬৩) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

তাতে ইবনু যায়েদ ইবনে ছাবেত ব্যতীত সকলে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। এই যায়েদকে আমি চিনি না। বাহ্যিকভাবে যা বুঝা যায় তা হচ্ছে এই যে, তিনি মূসার পিতা সা'আদ। তিনি যদি সেই হন তাহলে তিনি মাজহূল।

বাইহাক্বী এ সনদটি দুর্বল হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

এ বাক্যে যদি সহীহ হয় (তাতে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে) তাহলে এর দ্বারা বুঝতে হবে শুধুমাত্র যেহরী সালাতের ক্ষেত্রে। এই মওকূফ সনদটিতে আব্দুল্লাহ ইবনুল

ওয়ালীদ আল-আদানী তার (হুসাইন ইবনু হাফ্‌সের) বিরোধিতা করেছেন। সা'আদের পিতা হতে কথাটি উল্লেখ করেননি।

ইমাম বুখারী বলেন ঃ এ সনদের বর্ণনাকারীগণ একে অন্যের নিকট হতে শ্রবণ করেছেন বলে জানা যায় না। এরূপ সনদ সহীহ হতে পারে না।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এই আদানী সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ তিনি সত্যবাদী কখনও কখনও ভুল করতেন। তার দ্বারা ইমাম মুসলিম দলীল গ্রহণ করেননি। অপর পক্ষে হুসাইন ইবনু হাফ্‌স সত্যবাদী তার দ্বারা ইমাম মুসলিম দলীল গ্রহণ করেছেন। তার বর্ণনায় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। অথচ আপনারা জেনেছেন তাতে মাজহূল বর্ণনাকারী রয়েছেন। অতএব হাদীছটি মারফূ' ও মওকূফ কোনভাবেই সহীহ নয়। তবে মওকূফের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

বাইহাক্বী আতা হতে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি যায়েদ ইবনু ছাবেত (ﷺ)-কে ইমামের সাথে পাঠ করার বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন? তিনি বলেন ঃ আমি ইমামের সাথে কিছুই পাঠ করি না। অতঃপর তিনি বলেছেন ঃ

এটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। তিনি (বাইহাক্বী) এটিকে ইমামের সাথে যেহরী সালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন, এ কথায় বিরূপ মন্তব্য রয়েছে। কারণ আমি এটিকে তার নিকট পাচ্ছি না।

٩٩٤. (مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْنَ عَيْنَيْ جَهَنَّمَ مَقْعَدًا. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَهَلْ لَهَا مِنْ عَيْنَيْنِ؟ قَالَ: أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: {إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهُ تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا}. فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ أَنْ يَسْأَلُوهُ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ مِنْ شَأْنِهِمْ، وَقَالَ: مَالَكُمْ لَا تَسْأَلُونِي؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ: مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ... وَنَحْنُ لَا نَحْفَظُ الْحَدِيثَ كَمَا سَمِعْنَاهُ، نُقَدِّمُ حَرْفًا وَنُؤَخِّرُ حَرْفًا، وَنَزِيدُ حَرْفًا وَنَنْقُصُ حَرْفًا، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ أَرَدْتُ، إِنَّمَا قُلْتُ: مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ يُرِيدُ عَيْبِي وَشَيْنَ الإِسْلَامِ، أَوْ شَيْنِي وَعَيْبَ الإِسْلَامَ).

৯৯৪। যে ব্যক্তি আমি যা বলিনি তা বানিয়ে বলবে সে যেন জাহান্নামের দু' চোখের সামনে স্থান বানিয়ে নিল। প্রশ্ন করা হল ঃ হে আল্লাহর রাসূল! জাহান্নামের কী দু' চোখ আছে? তিনি বললেন ঃ তুমি কি আল্লাহ তা'আলার এ বাণী শুনোনি ঃ "জাহান্নাম তাদেরকে যখন দূর হতে দেখবে, তখন তারা তার তর্জন ও গর্জন শুনতে পাবে"। অতঃপর লোকেরা তাঁকে প্রশ্ন করা বন্ধ করে দিল। তাদের এ অবস্থাকে তিনি অপছন্দ করে বললেন ঃ তোমাদের কী হয়েছে আমাকে প্রশ্ন করছ না? তারা বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আমি যা বলিনি তা বানিয়ে বলবে...। অথচ আমরা যেভাবে আপনার নিকট হতে শুনি

সেভাবে হাদীছ হেফয করতে পারি না। একটি অক্ষর আগে আরেকটি পিছে করে ফেলি। একটি অক্ষর বেশী আরেকটি কম করে ফেলি। তিনি বললেন ঃ আমি তো তা বুঝায়নি। আমি বলেছি ঃ যে ব্যক্তি আমি যা বলিনি তা বানিয়ে বলবে, অর্থাৎ আমার দোষ ও ইসলামের অপমানমূলক কিছু বলবে কিংবা আমার অপমান মূলক কিছু ও ইসলামের দোষ বর্ণনা করবে।

হাদীছটি জাল।

এটি আল-খাতীব "আল-কিফায়াহ" (পৃ ঃ ২০০) গ্রন্থে সহীহ সনদে আলী ইবনু মুসলিম আত-তূসী হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ আল-ওয়াসেতী হতে তিনি আসবাগ ইবনু যায়েদ হতে তিনি খালেদ ইবনু কাছীর হতে তিনি খালেদ ইবনু দুরায়েদ হতে তিনি নাবী (ﷺ)-এর এক সাথীদের কোন এক ব্যক্তি হতে... বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল। যদিও বর্ণনাকারী সকলেই নির্ভরযোগ্য। কারণ ইবনু দুরায়েদ ও এক ব্যক্তির মধ্যে সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। ইবনু দুরায়েদ কোন সাহাবাকেই পাননি। এ জন্যই ইবনু হিব্বান তাকে তাবে' তাবে'ঈনদের দলে উল্লেখ করেছেন।

হাফিয ইবনু কাছীর তার "তাফসীর" (৩/৩১০) গ্রন্থে ইবনু আবী হাতিম ও ইবনু জারীরের বর্ণনায় দু'টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ ইবনু দুরায়েদ তার নিজ সনদে নাবী (ﷺ)-এর সাথীদের কোন এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন।

এখানে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ইবনু দুরায়েদ ও সেই ব্যক্তির মধ্যে কমপক্ষে একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। তার নাম নেয়া হয়নি, তিনি মাজহূল। এটিই হচ্ছে হাদীছটির সমস্যা।

তার পরেও হাদীছটির শেষ অংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, যদি নাবী (ﷺ)-এর দোষ ও ইসলামের অপমানমূলক কিছু না বলা হয়, তাহলে তার উপর বানিয়ে কথা বলাতে কোন সমস্যা নেই। সম্ভবত এটি কাররামিয়াদের বানানো হাদীছ। যারা নাবী (ﷺ)-এর উপর তারগীব, তারহীব এবং ফাযীলতের ক্ষেত্রে মিথ্যা বলাকে জায়েয মনে করে থাকে। যখন নাবী (ﷺ)-এর নিম্নের বাণী ''من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار'' 'যে ব্যক্তি আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করল সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল' দ্বারা তাদের উক্ত বক্তব্যকে অস্বীকার করা হয় তখন তারা বলে যে, আমরা তো তাঁর উপর মিথ্যা বলছি না তাঁর জন্য মিথ্যা বলছি!

আবূ নো'য়াইম মুহাম্মাদ ইবনুল ফাযল ইবনে আতিয়াহ সূত্রে আহওয়াস ইবনু হাকীম হতে... হাদীছটি বর্ণনা করে বলেছেন ঃ আমার জানা মতে এ হাদীছটির

কোন ভিত্তি নেই। তার সমস্যা হচ্ছে এই মুহাম্মাদ ইবনুল ফায্ল। কারণ অধিকাংশরাই তার হাদীছ গ্রহণ যোগ্য না হওয়ার বিষয়ে একমত।

হায়ছামী "আল-মাজমা'" (১/১৪৮) গ্রন্থে বলেন ঃ বর্ণনাকারী আহওয়াসকে নাসাঈ ও অন্য বিদ্বানগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। যদিও আজালী ও ইবনু সা'ঈদ আল-কাত্তান এক বর্ণনায় তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বরং তিনি (মুহাম্মাদ ইবনুল ফায্ল) তার চেয়েও নিকৃষ্ট। হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ মুহাদ্দিছগণ তাকে মিথ্যুক আখ্যা দিয়েছেন। যাহাবী "আয-যো'য়াফা" গ্রন্থে বলেন ঃ সকলের ঐকমত্যে তিনি মাতরূক।

হাদীছটি ইবনু মান্দাহ "মা'রিফাতুস সাহাবাহ" (২/২৮২/২) গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন।

৯৯৫. (خُذُوْا لِلرَّأْسِ مَاءً جَدِيْدًا).

৯৯৫। তোমরা মাথার (মাসার) জন্য নতুন পানি গ্রহণ কর।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি তাবারানী (১/২১৪/২) দাহছাম ইবনু কুররান হতে তিনি নেমরান ইবনু জারিয়াহ হতে তিনি তার পিতা হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। এই দাহছাম সম্পর্কে হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ তিনি মাতরূক। হায়ছামী "আল-মাজমা'" (১/২৩৪) গ্রন্থে বলেন ঃ

তাতে দাহছাম রয়েছেন, তাকে একদল দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন আর ইবনু হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্যদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু হিব্বান তাকে "আয-যো'য়াফা" গ্রন্থেও উল্লেখ করে (১/২৯০) বলেছেন ঃ তিনি প্রসিদ্ধদের উদ্ধৃতিতে এককভাবে মুনকার হাদীছ বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে এমন কিছু বর্ণনা করেছেন যেগুলোর কোন ভিত্তি নেই। ইবনু মা'ঈন বলেন ঃ তার হাদীছ লিখা যাবে না।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু হাজার যে বলেছেন ঃ মাতরূক, এগুলো তারই অর্থ। একই কথা ইবনুল জুনায়েদও বলেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন ঃ তিনি মাতরূকুল হাদীছ। নাসাঈ বলেছেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন।

আর নেমরান ইবনু জারিয়াহ মাজহূল, তাকে চেনা যায় না যেমনটি যাহাবী ও আসকালানী বলেছেন।

এ হাদীছের অর্থবোধক একটি হাদীছ বাইহাক্বী (১/৬৫) হায়ছাম ইবনু খারেজাহ সূত্রে ইবনু ওয়াহাব হতে ...বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ

আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ রাসূল (ﷺ)-কে উযূ করতে দেখেছেন। 'তিনি তাঁর মাথা ও তাঁর দু' কান মাসাহ্ করার জন্য পৃথক পৃথক পানি গ্রহণ করেন।' অতঃপর তিনি বলেছেন ঃ

এ সনদটি **সহীহ**। হাদীছটি ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ তার "সাহীহ" গ্রন্থে হারূণ **ইবনু মা'রূফ,** হারূণ ইবনু সা'ঈদ আল-আয়লী ও আবূ তাহের ইবনু ওয়াহাব **হতে সহীহ সনদে** বর্ণনা করেছেন। তিনি রাসূল (ﷺ)-কে উযূ করতে দেখেছেন- **তিনি তাঁর উযূর** নিয়ম উল্লেখ করে বলেন ঃ 'তিনি তাঁর মাথা মাসাহ্ করেন তাঁর দু' **হাতের** বেঁচে যাওয়া পানি ছাড়া অন্য পানি দিয়ে।' তিনি দু' কানের কথা উল্লেখ **করেননি**। এটিই বেশী বিশুদ্ধ পূর্বের বর্ণনাটির চেয়ে। (এ পর্যন্ত হচ্ছে বাইহাক্বীর ভাষ্য)।

ইবনুত তুরকুমানী তার সমালোচনা করে বলেছেন ঃ

ইমাম মুসলিম ইবনুল মুকরীর বর্ণনায় হারমালাহ হতে, তিনি ইবনু ওয়াহাব হতে এ সনদে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাতে বলেছেন ঃ 'তিনি তাঁর মাথা মাসাহ্ করেন তাঁর দু' হাতের বেঁচে যাওয়া পানি ছাড়া অন্য পানি দিয়ে।' তিনি দু' কানের কথা উল্লেখ করেননি।

বাইহাক্বীর বর্ণনায় ইবনু ওয়াহাব হতে দু' ধরণের বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে। একটিতে কান মাসাহ্ করার জন্য নতুন পানি নেয়ার কথা বলা হয়েছে। এটি ইবনু ওয়াহাব হতে হায়ছাম ইবনু খারেজাহ, ইবনু মিকলাস ও হারমালাহ ইবনু ইয়াহইয়া বর্ণনা করেছেন।

আরেকটিতে পাওয়া যাচ্ছে যে, তিনি মাথা মাসাহ্ করার জন্য নতুন পানি নিয়েছেন তাতে দু' কান মাসাহ করার কথা উল্লেখ করা হয়নি। এটি ইবনু ওয়াহাব হতে ইবনু মা'রূফ, ইবনু সা'ঈদ আল-আয়লী ও আবূ তাহের বর্ণনা করেছেন।

প্রথমটি বাইহাক্বী বর্ণনা করেছেন। আর দ্বিতীয়টি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

প্রথম বর্ণনাটি সম্পর্কে বাইহাক্বী বলেন ঃ সনদটি সহীহ।

আর দ্বিতীয়টি সম্পর্কে বলেন ঃ পূর্বেরটির চেয়ে এটি বেশী সহীহ।

তার এ কথা প্রমাণ করছে যে, প্রথমটি শায। ইবনু হাজার "বুলূগুল মারাম" গ্রন্থে স্পষ্ট করেই বলেছেন ঃ সেটি শায। তাতে আমার নিকট কোন সন্দেহ নেই।

কারণ আবূ তাহের সহ এ তিনজনের আরো তিনজন মুতাবা'য়াত করেছেন। তারা হচ্ছেন হাজ্জাজ ইবনু ইব্রাহীম আল-আযরাক, ইবনু আখী ইবনে ওয়াহাব (তার নাম আহমাদ ইবনু আব্দির রহমান ইবনে ওয়াহাব)। তাদের দু'জন হতে আবূ আওয়ানাহ তার "সাহীহ" (১/২৪৯) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর তৃতীয়জন হচ্ছেন

সুরায়েজ ইবনুন নু'মান। তার থেকে ইমাম আহমাদ (৪/৪১) বর্ণনা করেছেন। কোন সন্দেহ নেই তিনজনের বর্ণনার বিপরীতে ছয়জনের বর্ণনা অগ্রাধিকার পাবে।

এ ছাড়া এই ছয়জনের বর্ণনাকে আব্দুল্লাহ ইবনু লাহী'আহর বর্ণনা শক্তি যোগাচ্ছে। তিনি হিব্বান ইবনু ওয়াসে' হতে ছয়জনের বর্ণনার ন্যায় বর্ণনা করেছেন। এটি দারেমী (১/১৮০) ও ইমাম আহমাদ (৪/৩৯-৪২) বর্ণনা করেছেন।

ইবনু লাহী'আহ যদিও দুর্বল, তার থেকে তিন আব্দল্লাহর বর্ণনা সহীহ। যেমনটি একাধিক ইমাম বলেছেন। তার (ইবনু লাহী'আহ) থেকে এটি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বর্ণনা করেছেন। তিনি হচ্ছেন তিন আব্দুল্লাহর একজন। এ বর্ণনাটি ছয়জনের বর্ণনাকে শক্তিশালী করছে এবং তিন জনের বর্ণনাকে শায হিসাবে সাব্যস্ত করছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ যে সব হাদীছে মাথা ও দু' কান মাসাহ করার বিবরণ এসেছে সেগুলোতে কোন একজনও উল্লেখ করেননি যে নাবী (ﷺ) নতুন করে পানি নিয়েছেন। যদি তা করতেন তাহলে অবশ্যই সেগুলোতে তার বিবরণ আসত। নতুন করে পানি না নেয়াটাই সুন্নাত হওয়াকে আরো শক্তিশালী করছে নাবী (ﷺ)-এর এ বাণী ঃ দু' কান মাথারই অংশ বিশেষ।'

এটি সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। আমি "আল-আহাদীছুস সাহীহাহ" গ্রন্থে ৩৬ নং হাদীছে আলোচনা করেছি।

মোটকথা, সুন্নাতের মধ্যে এমন কিছু পাওয়া যায় না যা দু' কান মাসাহ করার জন্য নতুন করে পানি নেয়াকে ওয়াজিব করে। বরং মাথা মাসাহ্ করার পর অবশিষ্ট পানি দ্বারা কানদু'টি মাসাহ্ করবে। এমনকি দু' হাত ধুয়ে নেয়ার পরে দু' হাতের অবশিষ্ট পানি দ্বারা মাথা মাসাহ্ করাও জায়েয। রুবাইয়ে' বিনতু মু'য়াওয়ায-এর হাদীছ ঃ নাবী (ﷺ) 'তার হাতের বেঁচে যাওয়া অবশিষ্ট পানি দ্বারা মাথা মাসাহ্ করেছেন।' এটি আবূ দাউদ ও অন্য বিদ্বানগণ হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। যেমনটি আমি "সাহীহ আবী দাউদ" গ্রন্থে (১২১) বিবরণ দিয়েছি। এ হাদীছটিও আলোচ্য হাদীছটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করে।

৭৭৬- (كَانَ يُحِبُّ أَن يُفْطِرَ عَلَى ثَلَاثِ تَمَرَاتٍ، أَوْ شَيْءٍ لَمْ تُصِبْهُ النَّارُ).

৯৯৬। তিনি তিনটি খেজুর দ্বারা ইফতার করাকে ভালবাসতেন কিংবা এমন কিছু দ্বারা যাকে আগুন স্পর্শ করেনি।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি উকায়লী "আয-যো'য়াফা" (পৃ ঃ ২৫১) গ্রন্থে, আবূ ই'য়ালা তার "মুসনাদ" (১/১৬৩) গ্রন্থে (ভাষাটি তারই) এবং তার থেকে যিয়া "আল-মুখতারাহ" (১/৪৯) গ্রন্থে তারা দু'জন আবূ ছাবেত আব্দুল ওয়াহেদ ইবনু ছাবেত হতে তিনি আনাস (رضي الله عنه) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি খুবই দুর্বল। আব্দুল ওয়াহেদ সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। উকায়লী বলেন ঃ এ হাদীছটিতে তার অনুসরণ করা যায় না।

হায়ছামী হাদীছটি "আল-মাজমা'" (৩/১৫৫) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন ঃ তাতে আব্দুল ওয়াহেদ রয়েছেন তিনি দুর্বল।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটি আবূ দাউদ, তিরমিযী ও অন্য বিদ্বানগণ ভিন্ন সূত্রে ছাবেত হতে তিনি আনাস (রাঃ) হতে "أو شيء لم تصبه النار" 'এমন কিছু দ্বারা যাকে আগুন স্পর্শ করেনি' এ অংশ ব্যতীত বর্ণনা করেছেন। এই বর্ধিত অংশটি মুনকার, দুর্বল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করে বর্ণনা করার কারণে। নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী হচ্ছেন ছাবেত আল-বুনানী। তার ভাষা হচ্ছে ঃ

'তিনি সালাতের পূর্বে কয়েকটি কাঁচা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। যদি কাঁচা খেজুর না থাকত তাহলে কয়েকটি পাকা খেজুর দিয়ে। যদি তা না থাকত তাহলে কয়েক চুমুক পানি দিয়ে।' তিরমিযী বলেন ঃ হাদীছটি হাসান গারীব।

এটি সম্পর্কে "ইরওয়া" গ্রন্থে (৯০৪) বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

৯৭৭. (وُلِدْتُ فِيْ زَمَنِ الْمَلِكِ الْعَادِلِ).

৯৯৭। আমি ন্যায় পরায়ণ বাদশার যুগে জন্ম লাভ করেছি।

হাদীছটি বাতিল, তার কোন ভিত্তি নেই।

বাইহাক্বী "শু'আবুল ঈমান" (২/৯৭/১) গ্রন্থে বলেন ঃ আমাদের শাইখ আবূ আব্দিল্লাহ হাকিম "আল-মুসতাদরাক" গ্রন্থে হাদীছটি বাতিল হওয়ার বিষয়ে কথা বলেছেন।

আদেল বাদশা বলতে বুঝানো হয়েছে আনূ শাওয়ানকে।

৯৯৮. (بَكَى شُعَيْبٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُبِّ اللهِ عَزَّوَجَلَّ حَتَّى عَمِيَ، فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، وَأَوْحَى إِلَيْهِ: يَا شُعَيْبُ مَا هَذَا الْبُكَاءُ؟! أَشَوْقًا إِلَى الْجَنَّةِ أَمْ خَوْفًا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: إِلٰهِيْ وَسَيِّدِيْ أَنْتَ تَعْلَمُ، مَا أَبْكِيْ شَوْقًا إِلَى جَنَّتِكَ، وَلاَ خَوْفًا مِنَ النَّارِ، وَلٰكِنَّنِي اعْتَقَدْتُ حُبَّكَ بِقَلْبِيْ، فَإِذَا أَنَا نَظَرْتُ إِلَيْكَ فَمَا أُبَالِيْ مَا الَّذِيْ صُنِعَ بِيْ، فَأَوْحَى اللهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَيْهِ: يَا شُعَيْبُ إِنْ يَكُ ذَلِكَ حَقًّا فَهَنِيْئًا لَكَ لِقَائِيْ يَا شُعَيْبُ! وَلِذَلِكَ أَخْدَمْتُكَ مُوْسَى بْنَ عِمْرَانَ كَلِيْمِيْ).

৯৮৮। নাবী শু'য়ায়েব (আঃ) আল্লাহর ভালবাসায় কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গেলেন। আল্লাহ তা'আলা তার নিকট তার চোখ ফিরিয়ে দিয়ে ওহী করে বললেন ঃ হে শু'য়ায়েব! এই কান্না কেন? জান্নাত প্রাপ্তির বাসনায় না জাহান্নামের ভয়ে? তিনি বললেন ঃ হে প্রভু, হে আমার সর্দার তুমি জান। আমি জান্নাত প্রাপ্তির কামনায়

কাঁদছিনা আবার জাহান্নামের ভয়েও কাঁদছি না। আমি তোমার ভালবাসাকে আমার অন্তরে ধারণ করেছি। আমি যখন তোমার দিকে দৃষ্টি দেয় তখন আমার সাথে কী করা হবে সে বিষয়ে আমি কোন পারওয়া করি না। আল্লাহ তা'আলা তার নিকট ওহী করলেন ঃ হে শু'য়ায়েব! যদি তা সত্যই হয় তাহলে তোমার জন্য আমার সাক্ষাৎ প্রাপ্তির সুসংবাদ। হে শু'য়ায়েব সে জন্যই আমার সাথে আলাপকারী মুসা ইবনু ইমরানকে তোমার খাদেম বানিয়ে দিয়েছিলাম।

হাদীছটি নিতান্তই দুর্বল।

এটি আল-খাতীব "আত-তারীখ" (৬/৩১৫) গ্রন্থে আবূ সা'আদ হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আর-রামালী হতে তিনি আবুল ওয়ালীদ হিশাম ইবনু আম্মার হতে তিনি ইসমা'ঈল ইবনু আইয়াশ হতে তিনি বুহায়ের ইবনু সা'ঈদ হতে তিনি খালেদ ইবনু মি'দান হতে ...বর্ণনা করেছেন।

তিনি এই আবূ সা'আদের জীবনীতে হাদীছটি উল্লেখ করে বলেছেন ঃ তার নাম ইসমা'ঈল ইবনু আলী ইবনিল হাসান ইবনে বুন্দার আল-ওয়ায়েয আল-আস্তারবাযী।

তিনি আরো বলেন ঃ তার (ইসমা'ঈল) থেকে একটি মুনকার মুসনাদ হাদীছ শুনেছি। তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন না। অতঃপর তিনি তার এ হাদীছটি উল্লেখ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাদীছটির ব্যাপারে দোষী হচ্ছেন ইসমা'ঈলের পিতা আলী ইবনুল হাসান। হাফিয যাহাবী বলেন ঃ

মুহাম্মাদ ইবনু তাহের তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন। ইবনুন নাজ্জার বলেন ঃ তিনি দুর্বল। আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আন-নাখশাবী বলেন ঃ

তিনি আল-জারূদ হতে বর্ণনা করেছেন যিনি ইউনুস ইবনু আব্দিল আলা ও তার সমসাময়িকদের থেকে বর্ণনা করেতেন। এ হাদীছটি আলী তার মাধ্যমে হিশাম ইবনু আম্মার হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি তার উপর মিথ্যা বলেছেন ...। তার থেকে আশ্চর্য হবার উদ্দেশ্য ছাড়া বর্ণনা করাই হালাল নয়।

মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাককে একমাত্র এ সনদেই চেনা যায়। ইবনু আসাকির তার জীবনীতে (১৫/৩৫/১) এ হাদীছটি উল্লেখ করে তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি।

٩٩٩. (إِنَّ الْقُبْلَةَ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوْءَ وَلَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ).

৯৯৯। চুমু দেয়া উযূ ভঙ্গ করে না আর সওমও ভাঙ্গে না।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি ইসহাক ইবনু রাহওয়াহে তার "মুসনাদ" (৪/৭৭/২) গ্রন্থে বাকিয়াহ ইবনুল ওয়ালীদ হতে তিনি আব্দুল মালেক ইবনু মুহাম্মাদ হতে তিনি হিশাম ইবনু উরওয়াহ হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি আয়েশা (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। রাসূল (ﷺ) তাকে সওম অবস্থায় চুমু দিয়ে উক্ত কথা বলেন ঃ...।

ইসহাক বলেছেন ঃ আমি হাদীছটি ভুল হওয়ার আশংকা করছি।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এ সনদটি দুর্বল। আব্দুল মালেক ইবনু মুহাম্মাদ ছাড়া সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। হাফিয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে হাদীছটি দারাকুতনীর নিম্নের সংক্ষিপ্ত বাক্যে "ليس في القبلة وضوء" উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

এটি বাকিয়াহ কর্তৃক আন্ আন্ করে বর্ণনাকৃত। দারাকুতনী বলেন ঃ তিনি দুর্বল।

অনুরূপ কথা "আল-লিসান" গ্রন্থেও এসেছে। তবে তাতে আন্ আন্ করে আসেনি।

বাকিয়াহ স্পষ্ট করে বলেছেন যে, তার কাছে হাদীছটি বর্ণনা করা হয়েছে। ইসহাকের এ বর্ণনাটি যাহাবীর নিকট লুক্কায়িতই রয়ে গেছে। সম্ভবত এজন্যই হাফিয ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে আন্ আন্ করে বর্ণনা করেননি।

যায়লা'ঈ "নাসবুর রায়া" (১/৭৩) গ্রন্থে ইসহাকের বর্ণনায় হাদীছটি উল্লেখ করে চুপ থেকেছেন। তিনি তার কোন সমস্যা বর্ণনা করেননি। হাফিয ইবনু হাজারও "আদ-দেরায়াহ" (পৃ ঃ ২০) গ্রন্থে তার অনুসরণ করেছেন। এ কারণেই আমি এখানে হাদীছটির তাখরীজ করেছি এবং তার সমস্যা বর্ণনা করেছি। যদিও হাদীছটির অর্থ সহীহ। যেমনটি পরবর্তীতে আসবে।

ইসহাক যে বলেছেন ঃ আমি হাদীছটি ভুল হওয়ার আশংকা করছি।

আমার নিকট প্রকাশ পাচ্ছে যে, তিনি তার এ কথা দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন হাদীছটির দু' দিক আয়েশা (ﷺ) হতে ফে'লী হাদীছ হিসাবে নিরাপদ, কাওলী হাদীছ হিসাবে নয়। কারণ তিনি তার কোন কোন স্ত্রীকে চুমু দিতেন অতঃপর উযূ না করেই সালাত আদায় করতেন। যেমনটি পরবর্তী হাদীছে আসবে। তিনি তাঁর কোন কোন স্ত্রীকে সওম অবস্থাতেও চুমু দিতেন।{এটি বুখারী, মুসলিম ও অন্য বিদ্বানগণ বর্ণনা করেছেন}। বর্ণনাকারী ভুল করে উভয় অংশকে কাওলী হাদীছ হিসাবে উল্লেখ করে দিয়েছেন। আর এটিই মুনকার, পরিচিত নয়।

١٠٠٠. (تَوَضَّأْ وُضُوْءًا حَسَنًا، ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ. قَالَهُ لِمَنْ قَبَّلَ امْرَأَةً).

১০০০। তুমি ভালভাবে উযূ কর, অতঃপর দাঁড়াও ও সালাত আদায় কর। তিনি তা সেই ব্যক্তিকে বললেন যে তার স্ত্রীকে চুমু দিয়েছিল।

হাদীছটি দুর্বল।

এটি ইমাম তিরমিযী (৪/১২৮), দারাকুতনী তার "সুনান" (৪৯) গ্রন্থে, হাকিম (১/১৩৫), বাইহাক্বী (১/১২৫) ও আহমাদ (৫/২৪৪) আব্দুল মালেক ইবনু উমায়ের হতে তিনি আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলা হতে তিনি মু'য়ায ইবনু জাবাল (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেন ঃ

এ হাদীছটির সনদ মুত্তাসিল নয়। আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলা মু'য়ায ইবনু জাবাল (ﷺ) হতে শুনেননি। মু'য়ায মারা গেছেন উমার (ﷺ)-এর খেলাফাত কালে। উমার (ﷺ)-কে যখন হত্যা করা হয় তখন আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলার বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর। তিনি মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ এর দ্বারা বাইহাক্বীও সমস্যা বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীছটির পরেই বলেন ঃ

তাতে এরসাল হয়েছে। আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলা মু'য়াযকে পাননি।

দারাকুতনী হাদীছটির পরে বলেন ঃ এটি সহীহ। হাকিমও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। হাফিয যাহাবী কিছু না বলে চুপ থেকেছেন। সঠিক হচ্ছে এই যে, হাদীছটির সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। যেমনটি দৃঢ়তার সাথে তিরমিযী ও বাইহাক্বী বলেছেন। তার সনদটি দুর্বল।

হাদীছে বর্ণিত ব্যক্তির ঘটনাটি একদল সাহাবাহ হতে "সাহীহায়েন", "সুনান" "আল-মুসনাদ" ও অন্যান্য গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে ও একাধিক সনদে এসেছে। সেগুলোর কোনটিতেই উযূ ও সালাত আদায় করার নির্দেশের কথা আসেনি। তাই প্রমাণ করছে যে, আলোচ্য হাদীছটি বর্ধিত অংশের দ্বারা মুনকার।

এ হাদীছ দিয়ে মহিলাদেরকে স্পর্শ করার দ্বারা উযূ নষ্টের দলীল গ্রহণ করা ঠিক হবে না। (যেমনটি ইবনুল জাওযী "আত-তাহকীক" (১/১১৩) গ্রন্থে করেছেন।) নিম্নোক্ত কারণে ঃ

১। হাদীছটি দুর্বল।

২। যদি হাদীছটির সনদ সহীহ হত, তাহলে তাতে এমন দলীল পাওয়া যাচ্ছে না যে, নারীকে স্পর্শ করার কারণে উযূ করার নির্দেশ ছিল। বরং তাতে এমনও বলা হয়নি যে নির্দেশের পূর্বে সে উযূ অবস্থায় ছিল যা স্পর্শ করার কারণে ভেঙ্গে গেছে! বরং উযূ করার নির্দেশটি ছিল গুনাহের কারণে যেমনটি অন্য সহীহ হাদীছে এসেছে ঃ

"ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر له".

'মুসলিম ব্যক্তি যখনই কোন গুনাহ করে বসে অতঃপর উযূ করে দু' রাকা'আত সালাত আদায় করে তখনই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।'

এটি সুনান ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থ রচনাকারীগণ বর্ণনা করেছেন। একদল হাদীছটিকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। যেমনটি আমি "তাখরীজুল মুখতারাহ" (নং ৭) গ্রন্থে বর্ণনা করেছি।

৩। উযূ করার নির্দেশ স্পর্শ করার কারণেই ছিল। হতে পারে বিশেষ ধরনের স্পর্শের কারণে ছিল। তা হচ্ছে মাযী বেরিয়ে যাওয়া, যা উযূ নষ্ট করে দেয়। অতএব যখন এরূপ সম্ভাবনা রয়েছে, তখন তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা ঠিক হবে না।

সঠিক হচ্ছে এই যে, নারীকে স্পর্শ করলে, তাকে চুমু দিলে উযূ ভাঙ্গে না। তা উত্তেজনার সাথে হোক বা উত্তেজনার সাথে না হোক কোন পার্থক্য নেই। এর সমর্থনে কোন সহীহ দলীল সাব্যস্ত না হওয়ার কারণে। বরং সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূল (ﷺ) তাঁর কোন স্ত্রীকে চুমু দিতেন অতঃপর সালাত আদায় করতেন। উযূ করতেন না।

এটি আবূ দাঊদ ও অন্য বিদ্বানগণ বর্ণনা করেছেন। তার দশটি সূত্র রয়েছে। যার কোন কোনটি সহীহ যেমনটি আমি "সহীহ আবূ দাঊদ" (নং ১৭০-১৭৩) গ্রন্থে বর্ণনা করেছি। নারীকে চুমু দেয়া সাধারণত উত্তেজনার সাথেই হয়ে থাকে।

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

تراجم مختصرة لأئمة الجرح والتعديل

হাদীছ বর্ণনাকারীদের গুণাবলী বা দোষ-ক্রটি বর্ণনাকারী এবং হাদীছকে সহীহ বা য'ঈফ আখ্যাদানকারী কতিপয় বিশেষজ্ঞ আলেমদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

(১) আবূ হাতিম আর-রাযী

আবূ হাতিম মুহাম্মাদ ইবনু ইদ্‌রীস ইবনিল মুনযির ইবনে দাউদ আল-হানযালী আ-রাযী আল-গাতফানী। তিনি বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিছগণের উস্তায। যাদের মধ্যে তার ছেলে আবূ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ইবনু আবী হাতিম, আবূ যুর'আহ আর-রাযী, ইমাম বুখারী, আবূ দাউদ, আবূ আব্দির রহমান আন-নাসাঈ, আবূ আওয়ানাহ আল-ইসফারায়েনী, যাকারিয়া ইবনু আহমাদ বালখী ও কাযী আল-মাহামেলী, আবূ বাক্‌র ইবনু আবিদ দুনিয়া, ইবনু আদী প্রমুখগণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৭৭ হিজরীর শাবান মাসে মৃত্যুবরণ। তিনি ছিলেন হাদীছ শাস্ত্রে যোগ্যতাসম্পন্ন পাণ্ডিত্যের অধিকারী এক ব্যক্তিত্ব। তিনি হাদীছ বর্ণনাকারীদের গুণাবলী ও দোষ-ক্রটি বর্ণনাকারী এবং হাদীছকে সহীহ বা য'ঈফ আখ্যা দানের অধিকারী বড় আলেমগণের অন্যতম। তার সম্পর্কে আল-খাতীব বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য হাফিয ইমামগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইমাম নাসাঈ বলেন ঃ তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন। আহমাদ ইবনু সালামাহ আন-নীসাপুরী বলেন ঃ ইসহাক ও মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়ার পরে আবূ হাতিমের ন্যায় হাদীছের বড় হাফিয ও তার অর্থ জানার ক্ষেত্রে বেশী বিজ্ঞ অন্য কাউকে দেখিনি।

{দেখুন হাফিয যাহাবীর 'সিয়ারু আলামিল নুবালা' (১৩/২৪৭-২৬২)}।

(২) উকায়লী

তিনি হচ্ছেন আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইবনু আম্‌র ইবনে মূসা ইবনে হাম্মাদ আল-উকায়লী। তিনিই 'কিতাবুয যো'য়াফাইল কাবীর' গ্রন্থের লেখক। এ ছাড়া তিনি আরো বহু গ্রন্থ রচনা করেন। কাযী আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান আল-ফাসী তার সম্পর্কে বলেন ঃ আবূ জা'ফার আল-উকায়লী নির্ভরযোগ্য, উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, হাদীছের আলেম এবং হিফযের দিক দিয়ে অগ্রগামী ছিলেন। তিনি হারামাইনে (মক্কা ও মদীনায়) বসবাস করতেন। তিনি ৩২২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। {দেখুন হাফিয যাহাবীর 'সিয়ারু আলামিল নুবালা' (১৫/২৩৬-২৩৯)}।

(৩) ইবনু আবী হাতিম

তিনি হচ্ছেন আবূ মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ইবনু ইদ্‌রীস ইবনিল মুনযের ইবনে দাউদ ইবনে মিহরান। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে সুন্দর চেহারার অধিকারী

করেছিলেন। যিনিই তার দিকে দৃষ্টি দিতেন তিনিই আনন্দিত হতেন। তার উল্লেখযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে ইবনু আদী, হুসাইন ইবনু আলী আত-তাইমী ও আবুশ শাইখ ইবনু হাইয়্যান সহ আরো অনেকে রয়েছেন।

আবূ ই'য়ালা আল-খালীলী বলেন ঃ আবূ মুহাম্মাদ তার পিতা আবূ হাতিমের জ্ঞানগুলো ধারণ করেন। তিনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে ছিলেন দরিয়ার ন্যায়। তিনি ফিক্বহ বিষয়ে, সাহাবা ও তাবে'ঈদের মতভেদ বিষয়ে এবং বিভিন্ন শহরের আলেমদের সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে 'আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল' (চার খণ্ড) ও 'আল-ইলাল' (দুই খণ্ড) সহ বহু গ্রন্থ।

ইমাম আবুল ওয়ালীদ আল-বাজী বলেন ঃ আব্দুর রহমান ইবনু আবী হাতিম নির্ভরযোগ্য হাফিয ছিলেন।

আলী ইবনু মুহাম্মাদ আল-মিসরী বলেন ঃ আব্দুর রহমান সোজা সরল পথ হতে কখনও বিচ্যুত হননি।

তিনি ২৪০ বা ২৪১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩২৭ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

{দেখুন হাফিয যাহাবীর 'সিয়ারু আলামিল নুবালা' (১৩/২৬৩-২৬৯) ও 'মীযানুল ই'তিদাল' (২/৫৮৭-৫৮৮) এবং আসকালানির 'তাযকিরাতুল হুফ্ফায' (৩/৮৩০)}।

(৪) ইবনু হিব্বান

তিনি হচ্ছেন আবূ হাতিম মুহাম্মাদ ইবনু হিব্বান ইবনে আহমাদ ইবনে হিব্বান ইবনে মু'আয ইবনে মা'বাদ ইবনে মালেক ইবনে যায়েদ আত-তাইমী আদ-দারেমী আল-বুসতী। তার উস্তাদগণের মধ্যে রয়েছেন ইমাম নাসাঈ, ইবনু খুযাইমাহ ও আহমাদ ইবনু ওবাইদিল্লাহ আদ-দারেমী সহ আরো অনেকে। আর তার উল্লেখযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে আবূ আব্দিল্লাহ ইবনু মান্দাহ, আবূ আব্দিল্লাহ আল-হাকিম সহ আরো অনেকে রয়েছেন। তার রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'তারীখুছ ছিকাত', 'ইলালু আওহামিল মুয়ার্‌রিখীন', 'কিতাবুয যো'য়াফা', 'আল-মুসনাদুস সাহীহ' ও 'কিতাবুত তারীখ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হাকিম বলেন ঃ তিনি ফিক্‌হে, আরবী ভাষায়, হাদীছে ও ওয়াযের ক্ষেত্রে ছিলেন জ্ঞানের ভাণ্ডার। তিনি জ্ঞানীজনদের অন্তর্ভুক্তও ছিলেন। আবূ বাক্‌র আল-খাতীব বলেন ঃ ইবনু হিব্বান নির্ভরযোগ্য, বিচক্ষণ ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ২৭০ হিজরীর পরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৫৪ হিজরীর শাওয়াল মাসে মৃত্যুবরণ করেন। {দেখুন হাফিয যাহাবীর 'সিয়ারু আলামিল নুবালা' (১৬/৯২-১০৪)}।

(৫) ইবনু আদী

তিনি হচ্ছেন প্রসিদ্ধ ইমাম ও হাফিযুল কাবীর আবূ আহমাদ আব্দুল্লাহ ইবনু আদী ইবনে আব্দিল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুবারাক ইবনিল কাত্তান আল-জুরজানী। তিনি বর্ণনাকারীদের দোষ-ত্রুটি এবং গুণ বর্ণনা সংক্রান্ত 'কিতাবুল কামিল' গ্রন্থের লেখক। তিনি বর্ণনাকারীদের দোষ-ত্রুটি এবং গুণাবলী বর্ণনাকারী ইমামগণের অন্যতম। তিনি ইবনুল কাস্সার নামে পরিচিতি লাভ করেন। তার সম্পর্কে হামযাহ ইবনু ইউসুফ বলেন ঃ আমি দারাকুতনীকে দুর্বল বর্ণনাকারীদের বিষয়ে একটি কিতাব লিখার প্রস্তাব দিলে তিনি উত্তরে বললেন ঃ তোমার নিকট কি ইবনু আদীর কিতাব নেই। আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তাই যথেষ্ট, তার উপর আর বর্ধিত করার প্রয়োজন নেই। হামযাহ আস-সাহমী বলেন ঃ তিনি একজন হাফিয ছিলেন। সে যুগে তার মত ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি ২৭৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৬৫ হিজরীর জুমাদাল আখেরাহ মাসে মৃত্যুবরণ করেন। {দেখুন 'সিয়াবু আলামিল নুবালা' (১৬/১৫৪-১৫৬)}।

(৬) দারাকুতনী

তিনি হচ্ছেন আবুল হাসান আলী ইবনু উমার ইবনে আহমাদ ইবনে মাহদী আল-বাগদাদী। দারুল কুত্ন বাগদাদের বড় একটি মহল্লার নাম। মহল্লার নামের সাথে সম্পৃক্ত করে তাকে দারাকুতনী বলা হয়। তার থেকে আবূ আব্দিল্লাহ হাকিম, হাফিয আব্দুল গানী, তাম্মাম ইবনু মুহাম্মাদ আল-মারওয়াযী, আবূ নো'য়াইম আসফাহানী, কাযী আবূ ইয়া'লা ও তাবারানী সহ বহু মুহাদ্দিছ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি তৎকালীন যুগের অতুলনীয় এক ইমাম ও হাফিয ছিলেন। তিনি ছিলেন সে যুগে হাদীছ ও বর্ণনাকারীদের দোষ-ত্রুটি ও গুণ সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তিদের সর্দার। ইমাম তাবারানী বলেন ঃ দারাকুতনী ছিলেন হাদীছের বিষয়ে আমীরুল মু'মিনীন। আস-সূরী বলেন ঃ আমি হাফিয আব্দুল গানীকে বলতে শুনেছি, লোকদের মধ্যে রাসূল (ﷺ)-এর হাদীছের উপর আলোকপাতকারী সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছেন তিন জন ঃ ইবনুল মাদীনী তার যুগে, মূসা ইবনু হারূণ তার যুগে এবং দারাকুতনী তার যুগে। তিনি ৩০৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৮৫ হিজরীর যুলকা'দাহ মাসের ৮ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন।{দেখুন 'সিয়াবু আলামিন নুবালা' (১৬/৪৪৯-৪৬০); 'তারীখু বাগদাদ' (১২/৩৪-৪০); 'লিসানুল মীযান' (১/৩০০-৩০৭)}।

(৭) আবূ আব্দিল্লাহ হাকিম

তিনি হচ্ছেন আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আন-নীসাপুরী আল-হাকিম। তিনি ইবনু বাইয়ে' নামে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ৩২১ হিজরীর ১৩ই রাবী'উল আউয়াল মাসে সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪০৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি প্রায় দুই হাযার শাইখ হতে হাদীছ শুনেছেন। তার

উল্লেখযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে আবূ ই'য়ালা আল-খালীলী, আবূ বাক্‌র বাইহাক্বী, আবুল আলা ওয়াসেতী, আবুল কাসেম আল-কুশাইরী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ রয়েছেন। আবূ বাক্‌র আল-খাতীব বলেন ঃ তিনি একজন নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছ ছিলেন। তিনি তার যুগের বিশিষ্ট চার আলেমের মধ্যে গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে পরিচিতি লাভ করেন। অন্য তিন জন হলেন ঃ দারাকুতনী, আব্দুল গানী ও ইবনু মান্দাহ। বিভিন্ন বিষয়ে তার রচনাগুলো প্রায় এক হাজার খণ্ড। তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'মারিফাতু উলূমুল হাদীছ', 'মুস্তাদরাকুস সাহীহায়েন', 'তারীখু নীসাপূরী', 'কিতাবুল ইকলীল', ফাযায়েলুশ শাফে'ঈ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বিশেষজ্ঞ আলেমগণের অন্তর্ভুক্ত।

{দেখুন হাফিয যাহাবীর 'সিয়ারু আলামিল নুবালা' (১৭/১৬২-১৭৭)}।

(৮) আবূ নোয়াইম

তিনি হচ্ছেন প্রসিদ্ধ হাফিয আহমাদ ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে ইসহাক ইবনে মূসা ইবনে মেহরান আল-আসফাহানী। তিনি মুহাদ্দিছগণের মধ্যে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, বড় বড় হাফিযদের একজন। তার বিশিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে আবূ বাক্‌র আল-খাতীব, আবূ সালেহ আল-মুয়ায্‌যিন, হিবাতুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আশ-শাইরাযী প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্মানিত ব্যক্তিদের থেকে তিনি হাদীছ গ্রহণ করেছেন। আবার অন্যরাও তার থেকে গ্রহণ করেছেন। তার বহু গ্রন্থ রয়েছে। তার রচনাগুলোর মধ্যে 'মু'জামু শুয়ূখিহি', 'কিতাবু হিলইয়্যাতুল আওলিয়া', 'তারীখু আসফাহান', 'সিফাতুল জান্নাহ', 'দালায়েলুন নাবুওয়াহ', 'ফাযায়েলুস সাহাবাহ', 'উলূমুল হাদীছ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'হিলইয়্যাতুল আওলিয়া' গ্রন্থটি তার সর্বোত্তম গ্রন্থ। বলা হয়ে থাকে যে, তার এ গ্রন্থটি তিনি নীসাপুর বহন করে নিয়ে গেলে নীসাপুরবাসী চারশত দিনারের বিনিময়ে ক্রয় করে। তিনি ৩৩৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪৩০ হিজরীর ২০ই মুহাররাম মৃত্যুবরণ করেন। ইবনু মারদুওয়াহে বলেন ঃ তার যুগে তার চেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য ও বেশী বড় হাফিয আর কেউ ছিলেন না। সে সময়ের হাফিযগণ প্রতিদিন তার কাছে সিরিয়াল ধরে হাদীছ শুনানোর জন্য আসতেন।

{দেখুন হাফিয যাহাবীর 'সিয়ারু আলামিল নুবালা' (১৭/৪৫৩-৪৬৪)}।

(৯) বাইহাক্বী

তিনি হচ্ছেন আবূ বাক্‌র আহমাদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মূসা আল-খুরাসানী। তিনি ৩৮৪ হিজরীর শা'বান মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪৫৮ হিজরীর ৮ই জুমাদাল ঊলা মাসে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি হাদীছের বড় বড় ইমামদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং শাফে'ঈ মাযহাবের একজন ফাকীহ ছিলেন। তার বহু গ্রন্থ রয়েছে, যার মধ্যে 'আস-সুনানুল কুবরা' (দশ খণ্ড), 'আস-সুনানুস সুগরা', 'আল-মাবসূত', 'আল-আসমাউ ওয়াস সিফাত' (দুই খণ্ড), 'আল-সুনান ওয়াল-আছার' (চার খণ্ড) বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হাফিয যাহাবী বলেন ঃ তার রচনাগুলো

প্রায় এক হাজার খণ্ড হবে। {দেখুন ইমাম যাহাবির 'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' (১৮/১৬৩-১৭০)}।

(১০) ইবনুল জাওযী

তিনি হচ্ছেন ইরাকের অহঙ্কার আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান ইবনু আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে ওবাইদিল্লাহ ইবনে আব্দিল্লাহ আল-কুরাশী আত-তাইমী আল-বাকরী আল-বাগদাদী। তার বয়স যখন তিন বছর তখন তার পিতা মারা যায়। অতঃপর তার চাচা তাকে লালন-পালন করেন। তিনি বহু গ্রন্থের লেখক। তিনি নিজেই বলেন ঃ আমার এই দুই আংগুলি দ্বারা দুই হাযার খণ্ড বই লিখেছি। তার বহু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রয়েছে। তার মধ্যে 'কিতাবুল মাওযূ'আত' (দুই খণ্ড), 'আল-ইলালুল মুতানাহিয়াহ ফিল আহাদীছিল ওয়াহিয়াহ' (দুইখণ্ড), 'কিতাবুয যো'য়াফা', 'তালবীসু ইবলিস' ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হাফিয যাহাবী তার সম্পর্কে বলেন ঃ ইবনুল জাওযীর ন্যায় গ্রন্থ রচনাকারী অন্য কাউকে আমি চিনি না।

ইমাম মুওয়াফ্ফাকুদ্দীন বলেন ঃ ইবনুল জাওযী তার যুগের সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি হাদীছের হাফিয ছিলেন।

তিনি ৫০৯ বা ৫১০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৯৭ হিজরীর ১৩ই রামাযান জুম'আর রাতে মাগরীব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে মৃত্যুবরণ করেন।

{দেখুন হাফিয যাহাবীর 'সিয়ারু আলামিল নুবালা' (২১/৩৬৫-৩৮৪)}।

১১। হাফিয যাহাবী

তিনি হচ্ছেন শামসুদ্দীন আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনে উছমান ইবনে কায়মায ইবনে আব্দিল্লাহ আয-যাহাবী। তিনি ৬৭৩ হিজরীর রাবী'উল আখের মাসে এক ধার্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বয়স যখন আঠার তখন তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে হাদীছ শ্রবণে মনোনিবেশ করেন। হাদীছ সংগ্রহ ও জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে তিনি বহু দেশ ও এলাকা ভ্রমণ করেন। তবে তার পিতা তাকে একবার ভ্রমনের জন্য চার মাসের বেশী দেশের বাইরে থাকার অনুমতি দিতেন না। এ ছাড়া অধিকাংশ সময় তার সাথে পিতার পক্ষ হতে নির্ভরযোগ্য কোন সাথী থাকতো। তিনি ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থগুলোর ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন, তবে সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্ব দেন হাদীছ শ্রবণের ক্ষেত্রে। তার শিক্ষা জীবনে তিনি বহু হাদীছগ্রন্থ শ্রবণ করেন।

যাহাবী তার যুগের তিনজন বিশিষ্ট শাইখের সাথে অত্যন্ত ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলেন। তারা হচ্ছেন (১) জামালুদ্দীন আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইবনু আব্দির রহমান আল-মিয্যী আশ-শাফে'ঈ (৬৫৪-৭৪২), (২) তাকিউদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ

ইবনু আব্দিল হালীম তিনি ইবনু তাইমিয়্যাহ আল-হাররানী নামে পরিচিত (৬৬১-৭২৮), আবূ মুহাম্মাদ আল-কাসেম ইবনু মুহাম্মাদ আল-বারযালী (৬৬৫-৭৩৯)। হাফিয যাহাবী বয়সের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে ছিলেন ছোট এবং হাফিয মিয্যী ছিলেন বড়, তারা একে অপরের নিকট হাদীছ পাঠ করতেন। তারা একই যুগে পরস্পরের উস্তায আবার সমসাময়িক সাথী ছিলেন।

তার সম্পর্কে বাদরুদ্দীন আল-আইনী বলেন ঃ তিনি শাইখ, ইমাম, আলেম, আল্লামাহ, হাফিয, ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিছগণের উস্তায ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত হন।

তার ছাত্র হাফিয ইবনু কাছীর বলেন ঃ তিনি ইসলামী ঐতিহাসিক এবং মুহাদ্দিছগণের উস্তায...।

তাজুদ্দীন সুবকী বলেন ঃ তিনি যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ছিলেন।

হাদীছ, ফিক্হ, আক্বীদাহ, ইতিহাস, জীবনী সহ বিভিন্ন বিষয়ে (সংক্ষিপ্তাকরণ সহ) তার প্রায় ২১৫ টি গ্রন্থ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (১) 'মীযানুল ই'তিদাল ফী নাকদির রিজাল' (২) 'আল-মুগনী ফিয-যো'য়াফা' (৩) 'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' (৪) 'তাযকিরতুল হুফ্ফায' (৫) 'দীয়ানুয যো'য়াফা ওয়াল মাতরূকীন' (৬) 'আল-মুস্তাদরাক আলাল মুস্তারাকিল হাকিম' ইত্যাদি।

তিনি ৭৪৮ হিজরীর যুল কা'আদাহ মাসের ১৩ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন।

{দেখুন 'সিয়ারু আলামিল নুবালা' (১/১২-৯০)}।

(১২) ইবনু হাজার আসকালানী

তিনি হচ্ছেন আবুল ফায্ল শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইবনু আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাজার আল-কিনানী আল-আসকালানী আল-মিসরী আশ-শাফে'ঈ। তিনি নয় বছর বয়সেই কুরআন হিফ্য সমাপ্ত করেন। তার শাইখদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হচ্ছেন আবূ ইসহাক ইব্রাহীম আত-তানূখী আল-বা'লাবাক্কী, যাইনুল ইরাকী, আল-বালকীনী, ইবনুল মুলাল্লাক্কান, মাজদুদ্দীন ফিরোযাবাদী, আবূ সা'ঈদ আব্দুল কারীম আস-সাম'আনী। তার ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন শামসুদ্দীন আস-সাখাবী, শাইখুল ইসলাম যাকারিয়া ইবনু মুহাম্মাদ আল-আনসারী ও আরো অনেকে। তিনি বহু গ্রন্থের লেখক, সে সবের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'আল-ইসাবাহ ফী তাময়ীযিস সাহাবাহ', 'ফতহুল বারী ফী শারহিস সাহীহিল বুখারী', 'লিসানুল মিযান', 'তাহযীবুত তাহযীব' ইত্যাদি। তিনি ৭৭৩ হিজরীর ২২শে শা'বান মিসরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৫২ হিজরীর ২৮শে যুল হিজ্জাহ মৃত্যুবরণ করেন। {দেখুন 'তাকরীবুত তাহযীব' (১/১১-১৫)}।

سلسلة
الأحاديث الضعيفة والموضوعة
وأثرها السيئ في الأمة

المجلد الثاني

١٠٠٠-٥٠١

تأليف:

محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله

ترجمة:

محمد أكمل الحسين بن بديع الزمان

الليسانس: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الماجستير: جامعة دكا-بنغلاديش

مراجعة:

الشيخ/ أكرم الزمان بن عبد السلام

الليسانس: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الماجستير: جامعة دار الإحسان بداكا

الشيخ محمد أمان الله بن إسماعيل

الليسانس: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

سلسلة

الأحاديث الضعيفة والموضوعة

وأثرها السيئ في الأمة

المجلد الثاني

٥٠١ــ١٠٠٠

الناشر

معهد التربية والثقافة الإسلامية

أترا، دكا، بنغلاديش

الطبعة الأولى

١٤٢٥هـ ــ ٢٠٠٥م

مطبعة التوحيد للطباعة والنشر

دكا، بنغلاديش.

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة

وأثرها السيئ في الأمة

المجلد الثاني

تأليف : محمد ناصر الدين الألباني (رح)

ترجمة : أبو شفاء محمد أكمل حسين